বাংলা অনুবাদ নাটক সমীক্ষা

ড. প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

BANGLA ANUBADA NATAKA SAMIKHSA
by Dr. Promode Mukhopadhyay

প্রকাশকাল

প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪
১৯৮৪

বিষয় সূচী

প্রথম খণ্ড

পূর্বকথন

দ্বিতীয় খণ্ড

আলোক চিত্রাবলী

উৎসর্গ

বাংলা নাটক রচনা ও নাট্য প্রযোজনায়
দায়বদ্ধ সকলের উদ্দেশ্যে—

লেখকের নিবেদন

পনেরো বৎসর পূর্বে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পি. এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য মনোনীত গবেষণাপত্র "বাংলা অনুবাদ নাটক" অনুসরণে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন এবং বহুলভাবে পরিবর্জন সহ "বাংলা অনুবাদ নাটক সমীক্ষা" গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। মৌলিক নাটক রচনার ন্যায় অনুবাদ নাটকও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-প্রচেষ্টারূপে গণ্য। প্রস্তুত-গ্রন্থে সাধারণ ভাবে ১৭৯৫-১৯৪১ খ্রীস্টাব্দ এবং বিশেষ ভাবে ১৮২২-১৯১২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। রচয়িতা, রচনাকাল, রচনার উদ্দেশ্য এবং রচনাটি মোটামুটিভাবে মূলানুগ কিনা—এগুলি সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। অনুবাদ কর্ম কতদূর আক্ষরিক হয়েছে অথবা মূলের বৈশিষ্ট্য কতদূর রক্ষিত হয়েছে তার অনুপুঙ্খ বিচার এখানে করা সম্ভব হয়নি। নিজের চোখে না দেখে কোনো গ্রন্থ সম্বন্ধেই কোনো আলোচনা বা মন্তব্য করা হয়নি।

আলোচনায় অগ্রসর হয়ে বহু নতুন তথ্যের সন্ধান মিলেছে। যেমন—(১) 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী'র নাম (১৮২২ খ্রীঃ) পাওয়া গেলেও তার অনুবাদকদের নাম অজ্ঞাত ছিল। বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত গ্রন্থে (বহু অনুসন্ধান করেও দেশে কোনো গ্রন্থাগার বা ব্যক্তিগত সংগ্রহে গ্রন্থটির কোনো হদিশ পাইনি) অনুবাদক গোষ্ঠীর নাম পাই কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন ও রামকিংকর শিরোমণি। (২) সভাবাজারের বিদ্যোৎসাহী রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর কৃত 'মহানাটক' গ্রন্থের প্রথম ইংরাজি ও বঙ্গানুবাদ পাওয়া গেছে (১৮৪০-৪২ খ্রীঃ)। (৩) হেরাসিম লেবেদেফ 'দি ডিসগাইজ' নাটকের যে বঙ্গানুবাদ ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে অভিনয় করিয়েছিলেন তাঁর রচয়িতার প্রকৃত নাম এম. জোডরেল নয়, রিচার্ড পল জোডরেল (১৭৪৫-১৮৩১ খ্রীঃ)। অথচ আমাদের দেশে বহুল প্রচারিত কয়েকটি গ্রন্থে এম. জোডরেলকে উক্ত গ্রন্থের রচয়িতারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। 'দি ডিসগাইজ' নাটকের বঙ্গানুবাদের প্রাপ্ত দুটি-পাণ্ডুলিপি পরিচয়সহ সমগ্র পৃথিবীতে লেবেদেফ-চর্চার রূপরেখাতথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। (৪) হরচন্দ্র ঘোষ, যিনি 'চারুমুখ চিত্তহরা', 'কৌরববিয়োগ নাটক' প্রভৃতি লিখেছিলেন তাঁর 'রজতগিরি নন্দিনী' অনুবাদ-নাট্যের মূল ব্রহ্মদেশীয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত ইংরাজী নাটক "সিলভার হিল"

সম্পর্কে আলোচনা সম্ভবত ইতিপূর্বে না হওয়ায় কিছু প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয় তথ্য নিবেদিত হয়েছে। (৫) আলোচনাকালে দেখা গেছে কোনো কোনো নাটক 'মিশ্র-অনুবাদ'। যেমন—প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের 'ক্লিওপেট্রা' (১৯১৪ খ্রীঃ)। শেক্‌সপীয়রের 'এ্যানথনি ও ক্লিওপেট্রা' ছাড়াও ড্রাইডেনের "অল্ ফর্ লাভ" এবং স্যার রাইডার হ্যাগার্ডের 'ক্লিওপেট্রা'র সাহায্য নিয়েছেন লেখক। (৬) এমন রচনারও সাক্ষ্য মিলেছে যার নাম হুবহু শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের, কিন্তু বিষয়বস্তু নয়। যেমন, কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'ওথেলো' (১৮৯৪ খ্রীঃ)। কিছুটা মূল ওথেলোর সঙ্গে মেলে, বাকিটা নয়—সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার। এ এক ধরনের সাহিত্যিক জালিয়াতি। তথ্যগত দিক থেকে এ ধরনের অসম্পূর্ণতা বা প্রমাদ সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

কোনো কোনো নাটকের প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি বলে পরবর্তী প্রাপ্ত সংস্করণের গ্রন্থটি আলোচনায় গৃহীত হয়েছে এবং দুটি সংস্করণে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে থাকলে উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচনায় মুদ্রিত গ্রন্থের ভাষা বা বানান অবিকল রাখা হয়েছে।

অনূদিত নাটকগুলির মধ্যে অনেকগুলি অভিনীত হয়েছে। বস্তুত নন্দকুমার রায় অনূদিত 'শকুন্তলা' নাটক (১৮৫৫ খ্রীঃ) যখন প্রথম অভিনীত হয় (১৮৫৭ খ্রীঃ) আশুতোষ দেবের বাড়ীর রঙ্গমঞ্চে, তারপর থেকে সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে অনূদিত বহু নাটক পারিবারিক ও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। বলাবাহুল্য, মুখ্যত পাশ্চাত্য নাট্যগ্রন্থের অনুবাদকালে চরিত্র, পটভূমি, ঘটনাবিন্যাস, অধিকাংশ ক্ষেত্রে "দেশীয়" রূপান্তরলাভ করেছে। রঙ্গমঞ্চের দর্শক ও পাঠক সাধারণের (Reading Public) যাতে ভাল লাগে তার জন্যেই ঐ পন্থা অনুসৃত হয়েছিল। অনূদিত নাটকের মধ্যে যেগুলি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল তাদের বিবরণও এখানে লিপিবন্ধ করা হল কারণ নাটকের প্রধান গুণ-প্রমাণ হচ্ছে তার অভিনয়যোগ্যতা। অনূদিত নাটকগুলির বেশ কয়েকটি যে মঞ্চমূল্য বর্জিত ছিল না, তা প্রমাণ করবার জন্যেই উক্ত তথ্যবিন্যাস করা হয়েছে।

মূল অনূদিত গ্রন্থাদি সংগ্রহ এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে দুজনের বিশেষ সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি—(১) কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন উপ-গ্রন্থাগারিক শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (২) ইংলণ্ডের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর মিস্ কে. ব্লেয়ার। গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকাদি দেখার ব্যাপারে কয়েকটি গ্রন্থাগার ও ব্যক্তিগত সংগ্রহের সহযোগিতা প্রসঙ্গত স্মরণীয়—

(ক) কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার (বিশেষত রামদাস সেন ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহ) (২) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার (৩) ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী (৪) ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী. (৫) উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার (৬) কলকাতা সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগার (৭) সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার (৮) কলিকাতা চৈতন্য লাইব্রেরী (৯) বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী (১০) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার (১১) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার (১২) শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরী (১৩) ড. সুকুমার সেনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ (১৪) প্রয়াত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের ব্যক্তিগত সংগ্রহ (১৫) পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের ব্যক্তিগত সংগ্রহ (১৬) প্রয়াত ডঃ ভবতোষ ভট্টাচার্যের ব্যক্তিগত সংগ্রহ (১৭) প্রয়াত বিনয় ঘোষের ব্যক্তিগত সংগ্রহ (১৮) ফাদার পি. ফাঁলোর ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

আর একজনের কথা উল্লেখ না করলে আমার ধন্যবাদজ্ঞাপন অসম্পূর্ণ থাকবে। এই গ্রন্থরচনার উপকরণ সংগ্রহের প্রথম পর্যায় থেকে গ্রন্থমুদ্রণের শেষ দিন পর্যন্ত সর্বতোভাবে আমাকে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা করেছেন আমার স্ত্রী শ্রীমতী নন্দিতা মুখোপাধ্যায়।

এছাড়াও বহু মনীষী, নাট্যবিদ, শুভানুধ্যায়ী এবং বন্ধুদের উপদেশ, পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা আমি পেয়েছি, যাঁদের মধ্যে বিশিষ্টতম তিনজন হলেন—(১) ভারতের প্রবীণতম নাট্যকার পরম শ্রদ্ধেয় ড. মন্মথ রায় (২) আমার অভিনয় শিক্ষার গুরু নাট্যাচার্য শম্ভু মিত্র। (৩) প্রয়াত নাট্যবিদ ড. সাধন ভট্টাচার্য। এঁদের অকৃপণ স্নেহের ঋণ শোধ করা আমার সাধ্যাতীত কারণ আমার সামান্য জীবনের সামগ্রিক নাট্যবোধ উন্মেষে এঁরাই সর্ব অর্থে পথপ্রদর্শক। লেবেদেফ তথ্যের সংগ্রহকর্মে বিশেষ করে বর্তমান বাংলাদেশের ড. হায়াৎ মামুদ এবং সাধারণভাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা অবশ্যস্মরণীয়।

নানানভাবে উপদেশদানে এবং গ্রন্থের মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে শ্রদ্ধেয় ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য আমাকে গৌরবান্বিত করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে মামুলী কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ ধৃষ্টতার নামান্তর হবে।

বন্ধু-শিল্পী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা করে এবং প্রীতিভাজন-বন্ধু কবি অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, কবি অনির্বাণ দত্ত ও তাঁদের কয়েকজন অনুজসদৃশ বন্ধু মুদ্রণকালে প্রুফ দেখার কাজ করে আমাকে ঋণী করেছেন। জ্ঞাত-অজ্ঞাত নানান বাধা ও প্রতিকুলতা কাটিয়ে গ্রন্থপ্রকাশ সম্ভবপর করতে আরো অনেকে বহুভাব সহযোগিতাদান করেছেন।

শ্রদ্ধেয় অমল মিত্রের সৌজন্যে ও আনুকূল্যে বেশ কিছু অজ্ঞাত তথ্য পেয়েছি এবং উইলিয়াম উইলস্‌-এর মানচিত্রটি গ্রন্থে মুদ্রিত করতে পেরেছি। গ্রন্থে প্রদত্ত আরো এগারোটি আলোকচিত্র ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, বৃটিশ-মিউজিয়াম, কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

মূল ফরাসীগ্রন্থের পাঠ মিলিয়ে দেখার ব্যাপার এবং অন্যান্য তথ্যসংগ্রহের জন্য প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগার ও জাতীয় নাট্যগ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পত্রালাপে শ্রদ্ধেয় ফাদার ফাঁলোর অযাচিত সহযোগিতা পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রন্থ মধ্যে বেশ কিছু ছাপার ভুল থেকে গেল বলে আমি দুঃখিত হলেও বাহুল্য বোধে 'শুদ্ধিপত্র' সংযোজনে বিরত থাকলাম।

গ্রন্থশেষে উল্লেখ্য বাংলা ও ইংরাজি সহায়ক-গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল।

পরিশেষ বক্তব্য হিসাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী সময়ের কয়েকশত বাংলা অনুবাদ নাটককে আলোচনার অংশীভূত করা হয়নি মুখ্যত গ্রন্থের অস্বাভাবিক কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায়। সুযোগমতো পরে এব্যাপারে প্রয়াস-প্রচেষ্টা করে দেখব। বাংলা নাটক ও নাট্য নিয়ে যাঁরা নিয়মমাফিক পড়াশুনা করেন সেই ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষক এবং নাট্যপ্রযোজনায় অংশ গ্রহণকারী সমস্ত কর্মীদের কম বেশী কাজে লাগতে পারে এমনভাবেই গ্রন্থটি পরিকল্পিত হয়েছে এবং সেই কারণেই বাংলা নাটক রচনা ও প্রযোজনার দায়বদ্ধ সকলের উদ্দেশেই গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হল। স্বভাবতই সংশ্লিষ্ট সকলে অনুসন্ধিৎসু হলে এবং তাঁদের চাহিদার অন্তত আংশিক পূরণ ঘটলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

বিনীত

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

প্রায় পঁচিশ বছর আগে শ্রীপ্রমোদ মুখোপাধ্যায় আমার নির্দেশানুসারে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ-নাটক সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন। তাঁর গবেষণা-নিবন্ধটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পি এইচ. ডি. (আর্টস্) উপাধি প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করে। দীর্ঘকাল ধরে অনাদৃত পাণ্ডুলিপিটি অমুদ্রিত অবস্থায় ছিল, এখন মুদ্রিত গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হল দেখে আমি বিশেষ তৃপ্তি বোধ করছি। শ্রীমান্ প্রমোদ আমাকে তাঁর গ্রন্থের 'ভূমিকা' লিখে দেবার জন্য অনুরোধ করেছেন। আমি সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছি।

আমি যতদূর জানি বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ-নাটক ও তার অভিনয় নিয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ বিস্তৃত তথ্যনিষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ অদ্যাবধি রচিত ও প্রকাশিত হয়নি। অথচ বাংলা ভাষায় অনূদিত নাটকগুলির রচনা কাল, লেখক ও তাদের স্বরূপ সম্পর্কে জানবার সাগ্রহ কৌতূহল নাট্য সাহিত্যানুরাগী মহলে বিদ্যমান। লেখক সেই অতৃপ্ত কৌতূহল বহুলাংশে মিটিয়েছেন, এজন্য তিনি আমাদের অভিনন্দন লাভের যোগ্য। স্যার উইলিয়ম জোন্স্ 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন ১৭৮৯ সালে। সেই অনুবাদের ফরস্টর-কৃত জর্মান-অনুবাদ পড়ে মহাকবি গ্যেটে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন, এ সব তথ্য শিক্ষিত সমাজে কারো অজানা নেই। কিন্তু 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের যে-অনুবাদটি অর্থাৎ নন্দকুমার রায়ের 'শকুন্তলা' (১৮৫৫) উত্তর কলিকাতার সিমলা-অঞ্চলে তখনকার বিখ্যাত ধনী আশুতোষ দেবের বাড়ির রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল (১৮৫৭) সে বইটির কথা অনেকেরই অজানা। সংস্কৃত নাটকে সংলাপে সংগীতে যেমন সংস্কৃত, শৌরসেনী, মাগধী ও মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের প্রয়োগ লক্ষণীয়, নন্দকুমার রায় সেক্ষেত্রে বাংলা গদ্যের শিষ্টরীতি ও ধীবরের সংলাপে গ্রাম্য কথ্যরীতি ব্যবহার করেছেন। সংগীতের ক্ষেত্রে নিয়েছেন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, কেননা 'গীত' বাংলা নাটকের প্রাণ। নাটকটি পল্লীগ্রামেও সেকালে অভিনীত হয়েছিল। সংস্কৃত নাটকের সরাসরি অনুবাদ, অথবা ছায়ানুবাদ ছাড়াও মূল গ্রন্থের নায়িকা চরিত্রের নামেও

এক ধরণের অনুবাদ-নাটক গড়ে উঠেছিল, যেমন মধুসূদন বাচস্পতির 'বসন্তসেনা' (২য় সং ১৮৬৬)। অথবা 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকটিকে রূপান্তরিত করা হয়েছিল গীতিনাট্যে অথবা মূল বজায় রেখে পুরোপরি পদ্যানুবাদে। এই ধরণের সংস্কৃত থেকে অনুবাদ-নাটকের প্রত্যেকটির পরিচয়, (কোথাও সংক্ষিপ্ত কোথাও বা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ) লেখক দিয়েছেন। অনুরূপ ভাবে ইংরেজি নাটকের ক্ষেত্রে তিনি স্বভাবতঃই শেকস্‌পিয়রের নাটকের অনুবাদের প্রসঙ্গ এনে প্রত্যেকটি নাটক ধরে-ধরে তার মূলানুসারী অনুবাদ, ছদ্মানুবাদ, ছায়ানুবাদ অনুবাদকল্প সব ধরনের অনুবাদ কর্মের তথ্যাভিত্তিক পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু শুধু শেকস্‌পীয়র রচিত নাট্যাদি নয়, অন্যান্যদের নাটক নিয়েও তিনি উল্লেখযোগ্য পর্যালোচনা করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হিন্দু কলেজের ছাত্র ও শেকস্‌পীয়র-অনুবাদক হরচন্দ্র ঘোষের রচিত 'রজতগিরি নন্দিনী'র প্রসঙ্গ আনা যেতে পারে। মূল নাটকটি হল 'The Silver Hill'. বইটির লেখক ই. বি স্লাডেন ও টি, পি. পার্কস্‌। উভয়েই সামরিক অফিসার ছিলেন তৎকালীন ব্রহ্মদেশে। বইটি পেগু প্রেসে ছাপা হয় ১৮৫৬ সালে।

ফরাসী নাটকের অনুবাদও বাংলায় হয়েছিল, তবে সেগুলি একমাত্র মলিয়ের রচিত প্রহসনগুলির। সরাসরি মূল থেকে অনুবাদক হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। অন্যেরা করেছিলেন ইংরেজি অনুবাদকে অবলম্বন করে, যেমন অমৃতলাল বসু বা গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

এই গ্রন্থ থেকে পাঠক অবহিত হবেন একদিকে যেমন মৌলিক নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছে, তার পাশাপাশি কয়েকখানি অনুবাদ কল্প নাটক দেশীয় পরিচ্ছদে বঙ্গজ সংগীত সহ মঞ্চে অভিনীত হয়ে দর্শকদের খুশি করেছে। লেখক প্রাপ্য, দুষ্প্রাপ্য অনুবাদ-নাটকগুলির যথাযথ পরিচয় দিয়েছেন কালক্রম অনুসরণ করে, তার ফলে কোন্ নাটক প্রথম কে অনুবাদ করেন এবং তার পরম্পরা-রেখাটি ধরা সহজ হয়েছে। লেখক সর্বত্র বিজ্ঞান-সম্মত দৃষ্টি রক্ষা করেছেন যার আশ্রয় না নিলে ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হয় না।

এই গ্রন্থের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক লেখকের কাব্য রস বোধ। তিনি সংস্কৃত নাটক বা শেকস্‌পীয়রের নাটক থেকে যে মূল ও অনূদিত অংশগুলি উদ্ধৃত করেছেন সেই বিশেষ-বিশেষ অংশগুলি নির্বাচনের মধ্যে তাঁর চমৎকার সাহিত্যজ্ঞানের পরিচয় মেলে। ইতিহাস বোধের সঙ্গে কাব্য রস বোধের মিলন ঘটায় গ্রন্থটি বিদগ্ধ সমাজের উপভোগ্য হবে।

লেখক এই গ্রন্থটি প্রণয়ন করে বাংলা সাহিত্য ও তুলনা মূলক সাহিত্যের ছাত্র, শিক্ষক তথা নাট্যানুরাগী বৃন্দের কাছে একটি নতুন দিকের দরজা খুলে দিলেন। একথা সত্য বহু অবাঞ্ছিত, অতি তুচ্ছ রচনার কথাও তাঁকে বাধ্য হয়ে বলতে হয়েছে কেননা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে গেলে তাদেরও স্থান দিতে হয়, যদিও মহাকালের কাছে তারা বিস্মৃত পরিত্যক্ত। কিন্তু ঐ সব রচনায় পাঠক কিছু মজার খোরাকও পাবেন। তার মূল্যও কম নয়।

লেখক এই গ্রন্থ রচনায় অশেষ শ্রম স্বীকার করেছেন। গবেষণা কর্মে তাঁর অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও তথ্যনির্ণয়ে বিজ্ঞান-সম্মত দৃষ্টি সাধুবাদের যোগ্য। তিনি নিজের চোখে না দেখে কোনো উপাদান গ্রন্থে ব্যবহার করেন নি। এই সততা আজকাল বেশি গবেষকের মধ্যে দেখা যায় না। পরিশেষে এরূপ বৃহদাকার ব্যয়সাধ্য গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশ করার বিরাট ঝুঁকি নেবার জন্য বঙ্গসাহিত্যের সেবক "গল্পগুচ্ছ প্রকাশনী"কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

পূর্বকথন / ক

'অনুবাদ'—বলতে বোঝায় মাতৃভাষায় অনুবাদ, বাংলা অনুবাদ-নাটক মুখ্যত সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং ইংরাজি [অংশত ফরাসী] নাটককে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। আমাদের আলোচ্য সংস্কৃত, প্রাকৃত, ইংরাজি ও অন্যান্য ভাষায় রচিত মূল নাটকের বঙ্গানুবাদ।

মধ্যযুগে [তুর্কী আক্রমণ (ত্রয়োদশ শতক) থেকে বৃটিশ জয় (অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ)] সংস্কৃত ভাষায় নাটক রচিত হয়েছে বাঙালীর হাতে। নাটগীতের চলন গীতগোবিন্দ থেকে, পরে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ['শ্রী জয়দেব চণ্ডীদাসাদি দর্শিত দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি'—বৈষ্ণবতোষণীগ্রন্থ,] মিথিলার উমাপতি উপাধ্যায়ের পারিজাতহরণ সঙ্গীত-নাটকে, উড়িষ্যার রায় রামানন্দের জগন্নাথ বল্লভ নাটকে[১]। রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়ণের 'বর্ণিকা' সাহিত্যিক-গদ্যের[২] নাটকীয়ভাও প্রসঙ্গত স্মরণীয়। ভারতচন্দ্রের অসম্পূর্ণ চণ্ডী-নাটক ও অন্নদামঙ্গল রচনায় পূর্ববর্তীকালে প্রচলিত সঙ্গীতনাটক ফর্মের আংশিক প্রভাবও অবশ্য স্বীকার্য।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানা ঘটনা যুগের রূপান্তর ঘটায়। সাংস্কৃতিক রূপান্তর এই পরিবর্তন-নিরপেক্ষ নয়। মধ্যযুগীয় অবক্ষয়ের সংঘাত-প্রত্যাঘাতের ফলে বিদেশী বণিক-কুঠির স্থাপনা এবং রাজনৈতিক-ক্ষমতাদখলের ক্রমিক প্রয়াস, বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব প্রভৃতি রূপান্তরের বিভিন্ন পর্যায়। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য, ভাষাপুরাণ, গীতিকাব্যের ধারাপ্রবাহ মন্দীভূত হতে হতে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। রাজা বা সামন্তাধিপতিদের তথাকথিত প্রজানুরঞ্জন-মানসিকতার পরিবর্তন সাধিত হয়—জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির রক্ষা ও পরিপোষণের দায় দায়িত্বের মহান ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে তাঁরা নিষ্ঠুর প্রজাপীড়কে রূপান্তরিত হন—নিরন্ন প্রজাগণ

খাজনা দানে অপারগ হওয়ায় অনেক খাসতালুক বা জমিদারী নীলামে ওঠে। অবলুপ্তপ্রায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় নগরাভিমুখী অভিজাত শ্রেণী ও নব্য আমলাতন্ত্র। এইসঙ্গে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থে ডাচ, ফরাসী ও ইংরেজদের আগমনে এদেশের সামাজিক অবস্থার দেশী বিদেশী সঙ্কর-চরিত্রায়ণ অনভিপ্রেত হলেও একান্ত স্বাভাবিকভাবেই প্রতিভাত হয়। সুতরাং একথা বলা চলে যে মধ্যযুগীয় সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের মোট ফলশ্রুতি হল—নবাবী আমলের উচ্ছৃংখলা-সঞ্জাত প্রমত্ত-সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী স্বরূপ দেশী বাবুকালচার ও বিদেশী পাল্কী-ল্যাণ্ডো-কালচারের প্রবর্তন। বলা বাহুল্য প্রবর্তিত এই কালচারের ঢেউ ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত যথেষ্ট প্রবল ছিল।

পলাশী যুদ্ধের ১৭৫৭ কয়েক বৎসর পূর্বে কলকাতায় প্রথম ইংলিশ প্লে-হাউস ও নাচঘর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রধানত ইংরেজ ও এদেশীয় উঠতি অভিজাত শ্রেণীর মনোরঞ্জনের জন্য ইংরাজি নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌল্লার কলকাতা অভিযানের ফলে এই প্লে হাউস ও নাচঘর ধূলিসাৎ হয়ে যায়।[৩] ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় রঙ্গমঞ্চ 'দি ক্যালকাটা থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪] এই ক্যালকাটা থিয়েটারেই মহিলাচরিত্রে ইংরেজ অভিনেত্রী অংশ গ্রহণ করেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা তথা ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম সংবাদ-পত্র হিকির 'বেঙ্গলী গেজেটি'র প্রকাশের সূচনা হয়।

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোন্স [১৭৪৬-১৭৯৪] কর্তৃক 'এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল' [১৭৮৪] প্রতিষ্ঠার দ্বারা বাংলাদেশের ঊনিশ শতকীয় নবজাগরণের সূচনার ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়। রেনেসাঁস বা নবজাগরণের একটি প্রধান কার্য 'রিভাইভাল অফ ক্লাসিকাল লারনিং' বা অতীত বিদ্যার পুনরুজ্জীবন।

জোন্স বলেন যে এশিয়ার মানুষ ও প্রকৃতি বিষয়ে এখানে আলোচনা হবে। প্রাচ্যের বিবিধ বিদ্যা যা সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী ভাষায় লিখিত আছে—জ্ঞান ও বিজ্ঞান—তার গবেষণা ক্ষেত্র হবে এই সোসাইটি। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কালিদাসের শকুন্তলার উইলিয়াম জোন্সকৃত ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও কর্মজ্ঞান প্রয়াসে নবজাগরণের মূল চেতনার স্পন্দন ছিল না। বিদেশী প্রাচ্যবিদ্যাবিদগণ প্রায় প্রত্যেকেই এক একজন নিযুক্ত দেশী-পণ্ডিতের সহযোগিতায়[৫] প্রাচ্যবিদ্যার

নবমূল্যায়ন ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন—এদেশীয় মাতৃভাষার পোষণ, চর্চা ও উন্নতির জন্য তৎপর হন নি।

নিতান্ত বিচ্ছিন্নভাবে হলেও এসময়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে নাট্যানুশীলনের উদাহরণ লেবেদেফ কর্তৃক বঙ্গানুদিত The Disguise ও Love is the Best Doctor নামে দুটি ইংরাজি নাটকের অভিনয়ানুষ্ঠান। প্রথম বাংলা নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতা নাটক রচয়িতা তথা প্রযোজক হেরাসিম স্টেপানোভিচ লেবেদেফের নাম বর্তমানে আমাদের দেশে যেমন পরিচিত, তেমনি রুশ দেশে ভারতচর্চার প্রথম পথিকৃৎ ও ভারতীয় ভাবধারার নিষ্ঠাবান পরিচায়করূপে স্মরণীয়।

আসলে পলাশী যুদ্ধের পর বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি শিক্ষালয়[৬] ও প্রতিষ্ঠান ইতস্তত স্থাপিত হলেও প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যুদ্ধ ও রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রয়াস দ্বারা ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তারে ব্যস্ত ছিল তাই রাজ্য সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া এদেশবাসীর শিক্ষা বা জনকল্যাণমূলক অন্য কোন বিষয়ে দৃষ্টিপাত করে নি বা পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রসর হয় নি। তাই ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা দ্বারাও নবজাগরণের সত্যিকারের চেতনা সঞ্চারিত হয় নি। উইলিয়াম কেরীর প্রধান দুইজন সহযোগী ছিলেন এদেশীয় পন্ডিত ফারসী-নবিশ মুনশী রামরাম বসু ও সংস্কৃত বিশারদ পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। এঁরা প্রত্যেকেই মৌলিক ও অনুবাদ [বঙ্গভাষায়] গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা বাংলা গদ্য-রচনার সূত্রপাত করলেও এদেশীয় মানুষের এবং মাতৃভাষার উন্নতির জন্য সত্যিকারের কোন চেষ্টা করেন নি ; কারণ তাঁদের কর্মজ্ঞান প্রয়াসের মূল লক্ষ্যই ছিল সিবিলিয়ানদের এদেশীয় শিক্ষা, ভাবধারা ও রীতি-নীতিতে শিক্ষিত ও ওয়াকিবহাল করা। তাই এই কলেজে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হতে সংস্কৃত, বাংলা, আরবী, ফার্সী প্রভৃতি প্রাচ্য বিদ্যায় পারঙ্গম পন্ডিতগণের সমাবেশও বলাবাহুল্য শাসন-সৌকর্যার্থ।[৭]

১৮১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই এদেশীয় হিন্দু প্রধানগণ স্বজাতীয়গণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে অবহিত হন। তাঁরা কর্মব্যপদেশে ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণ ও ইংরাজি শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। প্রধানত তাঁদেরই উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ইস্ট ও উদারহৃদয় প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী [ব্যক্তিগত জীবনে তখন ঘড়ি ব্যবসায়ী] ডেভিড হেয়ারের সহযোগিতায় ১৮১৭

খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু কলেজে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার যুগপৎ ব্যবস্থা স্বীকৃত হলেও এখানে কিন্তু মাতৃভাষার স্থান লাভ প্রথম দিকে ঘটে নি। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র থেকে জানা যায়[৮] এ কলেজে শিক্ষালাভেচ্ছুকে অবশ্যই ১। হিন্দু ২। সম্ভ্রান্ত বা অভিজাত পরিবারভুক্ত এবং ৩। মাসিক ৫ টাকা বেতন-দান-সক্ষম হতে হবে।

রেনেসাঁস ফরাসী কথা, 'Renaitre' মানে 'to be born again' অথবা after naissance বা birth অর্থাৎ রেনেসাঁস কথার অর্থ নবজীবন বা নবজন্ম, পুনর্জীবন বা পুনর্জন্ম। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্প্রসারিত হয়ে বাংলাদেশে নবজাগরণ অর্থে 'Renaissance' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"ফুল যখন ফোটে চারিদিকের হাওয়ায় তার খবর পাওয়া যায়।" ইউরোপীয় রেনেসাঁসের আদিভূমি ইটালীতে এই সৌরভের খবর পাওয়া গিয়েছিল।[৯] ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টানটিনোপল-এ বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতন ঘটল। ফলে ঐ সাম্রাজ্যের আশ্রয়ী পণ্ডিত অধ্যাপক ও জ্ঞানী গুণীজন যাঁরা এতদিন গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারস্বরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান-ভাণ্ডার সযত্নে রক্ষা করতেন তাঁরা দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ায় সমগ্র ইউরোপের মানসাকাশে নবোদিত সূর্যের আলোকধারা বর্ষিত হতে লাগল। নবোদ্যোগে গ্রীক ও ল্যাটিন শাস্ত্রের পঠন পাঠন শুরু হল। বিরস ধর্মশাস্ত্রের শুষ্ক পরিচর্যা পরিহার করে নবোত্থিত মানুষ মানবিক বিকাশের অনুকূলে পরিমণ্ডলে নিজেকে স্থাপন করল। মানবিক পৃথিবীর ঐশ্বর্য, মানবাত্মার অকুতোভয় বিজয়াভিযান, উদার মহিমময় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ও নিঃশঙ্ক স্বাধীন চিন্তার সাজুয্য লাভ করে এক অভিনব মানববোধেউদ্ভূত পঞ্চদশ শতকের ইউরোপ দিকে দিকে নব মুক্তির কলরোল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করল।

বাংলা নবজাগরণের স্বরূপ উপলব্ধি করতে গিয়ে ইউরোপের রেনেসাঁসের উদ্ভব ও গতিপ্রকৃতির ইতিবৃত্তকে আমরা স্মরণ করলেও তার ঘটনাবলীর সঙ্গে আমাদের নবজাগরণের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য প্রদর্শন করা অপ্রয়োজনীয়। কারণ স্থান-কাল-পাত্র ভেদে চেতনার নবজাগরণের গতিপ্রকৃতির স্বরূপও বিভিন্ন হতে বাধ্য।

বাংলা নবজাগরণের চেতনা সঞ্চারে প্রথম সার্থক পদক্ষেপকারী হলেন রাজা রামমোহন রায়—যিনি ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করে অনুবাদ ও ভাষ্যসহ বাংলাভাষায় 'বেদান্ত গ্রন্থে'র প্রকাশ দ্বারা সাধারণ শিক্ষিত মানুষের

পক্ষে মাতৃভাষার মাধ্যমে বেদান্ত-গ্রন্থ পাঠ ও অনুশীলনের সুযোগ করে দিলেন।

প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে রামমোহনের আগমনের পূর্বে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত যুগান্তকারী ঘটনা ও আন্দোলন ঘটে গেছেঃ

১৭৬২—রুশোর সমাজচুক্তি গ্রন্থ প্রকাশ।

১৭৭৬—আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা। এ্যাডাম স্মিথের 'ওয়েলথ অফ্ নেশনস্' প্রকাশ। ডেভিড হিউমের 'প্রিনসিপলস্ অফ্ মরাল এ্যাণ্ড ট্রিটিস্ অন হিউম্যান নেচার' প্রকাশ।

১৭৮১—কাণ্টের 'ক্রিটিক অফ্ পিওর রিজনস্' প্রকাশ।

১৭৮৯—ফরাসী বিপ্লব।

এ সমস্ত ঘটনার প্রভাব তাঁর ওপর স্বভাবতই সক্রিয় ছিল। বেন্থাম-বন্ধু ও রবার্ট ওয়েন-বিরোধী এই মানব প্রেমিকের জীবনদর্শন এক স্থির যুক্তি বিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি ছিলেন একাধারে স্বপ্নচারী ও বাস্তববাদী। বঙ্গদর্শনের ভাষায় [জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ সাল] বলা যায়—"তাঁহার কালের পূর্বে তিনি উদয় হয়েছিলেন, অথবা তিনি এক নূতন যুগের প্রারম্ভ করিলেন।" স্বভাবতই হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ও প্রাথমিক যুগের কয়েক বৎসরের কার্যাবলীর সঙ্গে [কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যবৃন্দ প্রণীত] রামমোহনের মতান্তর ঘটেছিল। ১৮১৭-১৮ সনের মধ্যে রামমোহন বেদান্তসার রচনা ও পাঁচখানি মুখ্য উপনিষদের অনুবাদ ছাড়া 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার', 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার', 'গোস্বামীর সহিত বিচার,' 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্পদ' প্রকাশ দ্বারা বাংলাভাষায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠবিষয়গুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের পণ্ডিতগণের নিকট বিরাগভাজন হন – তাঁর সমস্ত প্রয়াসই ম্লেচ্ছের অপকীর্ত বলে নিন্দিত হয়।[১০] আত্মীয়সভার বৈঠকে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বালবিধবার পুনর্বিবাহ, সতীদাহ, জাতিভেদপ্রথা প্রভৃতি বিষয়ের রীতিমতো আলোচনার ফলে কর্মজীবনের শুরু থেকেই রামমোহনকে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়।

রামমোহনের সংস্কারমুখী প্রয়াসের বিশ্লেষণে রেনেসাঁসের সঙ্গে জড়িত হিউম্যানিজম্ কথার যথার্থতা অবশ্যই স্মরণীয় কারণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে রেনেসাঁস ও হিউম্যানিজম্ যমজ প্রত্যয় স্বরূপ। হিউম্যানিজমের সঙ্গে মানব-প্রীতি, মানবপ্রেম বা মানবতাবোধের সম্পর্কও নিকট। আসলে হিউম্যানিজম্ একটা নতুন জীবনদর্শন, যার প্রধান উৎস 'মানুষ', মানবোত্তর বা মানবেতর

কোন বিষয় নয়। হৃদয়বৃত্তির চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গেই তার আত্মীয়তা গভীরতর। মধ্যযুগের গড্-ইজম্ বা ঈশ্বর-দর্শনের সঙ্গে তুলনা করলে হিউম্যানিজম্‌কে মানবদর্শন বলা যায়। আর প্রত্যেক দেশেই রেনেসাঁস বা নবজাগরণের অগ্রদূত বা প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি-বাহক হিসাবে 'ইনটেলিজেনসিয়া' বা বিদ্বৎ-সমাজের অবদান স্বীকৃত হয়েছে। প্রসঙ্গত হিউম্যানিস্ট ইনটেলি-জেনসিয়াদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সভা সমিতির প্রাচুর্যের কথা এসে পড়ে এবং সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গিতে এর কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে এই প্রাচুর্যের কল্যাণকর ফলশ্রুতি উপলব্ধি করা যায়। সভা-সমিতি-সোসাইটি for the evowed purpose of collective thinking and talking—একমাত্র সংঘাতমুখর সমাজে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের তাগিদে গড়ে ওঠে।[১১] ইটালীয়ান রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্ট একাডেমিগুলির আদর্শে ইউরোপে সোসাইটি ও অ্যাকাডেমির কিছু বিকাশ ঘটলেও অষ্টাদশ শতকের পূর্বে সম্মিলিত স্বাধীন চিন্তা ও আলোচনার জন্য সভাসমিতি প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে নি।[১২] আঠারো শতকে আমেরিকান ও ফরাসী বিপ্লবের পর স্বভাবতই মানুষের মনে বহু সমস্যা, সংশয় ও প্রশ্ন জাগে এবং সেগুলির সদুত্তরের সামাজিক প্রয়োজনেই সভা সোসাইটির বিকাশ লাভ সম্ভব হয় এবং তাদের মূল নীতিই ছিল Freedom of thought, Freedom of expression, Freedom of association—গণতান্ত্রিক তিনটি আদর্শ, যা মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে বর্তমান ছিল না। ভলটেয়ার, হবস্, স্পিনোজা, লক্, হিউম প্রভৃতির রচনা ও ব্যবহারিক আচারে উক্ত আদর্শগুলি ইউরোপে কার্যকরী হয়। সবার উপরে Rights of Man ও The Age of Reason—এর লেখক টম্ পেইনী (Tom Paine) নবযুগের নবীন সমাজের চিন্তাধারায় যে বৈপ্লবিক আলোড়ন তোলেন তা বোধ হয় পৃথিবী। ইতিহাসে পরবর্তীকালে এক কার্ল মার্কস্ ছাড়া আর কেউ করতে পারেন নি। সুতরাং এই যে 'ইনটেলেক-চুয়াল'দের অ্যাসোসিয়েশন-মুখীনতা—এটা একান্তভাবে নবজাগরণের দান। স্কুল বা অ্যাসোসিয়েশন এক নয়। নবজাগরণ পূর্ববর্তী সংস্কৃত পণ্ডিতদের টোল বা চতুষ্পাঠী অনেক ছিল—সেখানে বিদ্যার ব্যবসা হত বিদ্বৎ-সভার সমাজ সচেতন আলোচনা হত না।[১৩]

প্রসঙ্গত বাংলাদেশের রেনেসাঁসে হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কারের কথা এসে পড়ে। হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কার কেন প্রয়োজন এবং কি তার আসল তাৎপর্য সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকলে 'হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যে গোঁড়া হিন্দুয়ানির জয়"

বা 'মুসলমান-বিদ্বেষ ও বিরাগের' ভুল ব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকে না। গবেষক-প্রাবন্ধিক শ্রীবিনয় ঘোষ বলেছেন :[১৪]

"ইউরোপীয় রেনেসাঁস ক্লাসিকাল যুগের বিকৃত আদর্শকে পুনরুদ্ধার করেছিল নিজের ঐতিহাসিক তাগিদে। বাংলা তথা ভারতের রেনেসাঁসও তার নিজস্ব প্রয়োজনে ফিরে তাকিয়েছিল তার প্রায় বিস্মৃত ক্লাসিকাল হিন্দুযুগের লুপ্ত আদর্শের দিকে। হিন্দু সভ্যতার অবনতি ও সঙ্কটকালে ভারতবর্ষে মুসলমান অভিযান হয়েছিল, যেমন হয়েছিল ইউরোপে গ্রীক রোমান সভ্যতার সংকটকালে বিভিন্ন জাতি উপজাতির। ...... বৈদিক-বৌদ্ধ-হিন্দু সভ্যতার বিরাট ঐতিহ্য মুসলমানযুগে এদেশের মানুষ প্রায় বিস্মৃত হয়েছিল এবং যেটুকু ধারা তার প্রবহমান ছিল তা পঙ্কিল ও পথভ্রষ্ট। সেই পঙ্কিলতার মধ্যে ইসলাম-ধর্মের এবং পরবর্তীকালে খ্রীষ্টধর্মের আত্মপ্রসার ও প্রতিষ্ঠার সুযোগ এসেছিল। তাই বৃটিশ শাসন ও শিক্ষার ফলে, নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তির অঙ্কুরোদ্গমে, বাংলাদেশে যখন রেনেসাঁসের ঐতিহাসিক পরিবেশ খানিকটা তৈরী হল, তখন তার পথিকৃৎ ও অগ্রদূত হয়ে যেসব বাঙালী এগিয়ে এলেন, দেখা গেল তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগ উচ্চশ্রেণীর বা সুশিক্ষিত পরিবারের হিন্দু। ...... রেনেসাঁসের পথিকৃৎ যাঁরা তাঁরাও ঠিক ইউরোপীয় হিউম্যানিস্টদের মতন তাঁদের যুগাদর্শের সমর্থনে 'Authority'-খুঁজতে লাগলেন এবং স্বভাবতই তার জন্য হিউম্যানিস্টসুলভ দৃষ্টি নিয়ে তাঁদের 'classical-antiquity'—প্রাচীন হিন্দুযুগের দিকে ফিরে তাকালেন। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, জীবনযাত্রা, সর্বক্ষেত্রে তাঁরা লুপ্ত আদর্শের পুনরনুসন্ধান ও পুনরাবিষ্কার করে এদেশের রেনেসাঁস-কালীন আদর্শ হিউম্যানিস্টের কর্তব্য পালন করেছেন, সাম্প্রদায়িক অর্থে 'হিন্দুত্বের' পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন নি।"

সমাজের মঞ্চ থেকে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের হঠাৎ বিদায় গ্রহণে [বিদেশে ইংলণ্ডে তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৩৩ খ্রীষ্টব্দে] নবজাগরণের গতির দ্রুত পটপরিবর্তন হতে থাকে। এই অবস্থায় রামমোহনের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে দুটি স্মরণীয় কাজ করেন।[১৫]

১। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী 'Reformer' নামে ইংরাজী সাপ্তাহিক এবং ঐ বছর আগস্ট মাস থেকে তার বঙ্গানুবাদ 'অনুবাদিকা' [ভোলানাথ সেনের সম্পাদনায়] সাপ্তাহিকের প্রকাশ আরম্ভ করেন, অবশ্য বছর খানেকের মধ্যেই অনুবাদিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। 'রিফর্মার' এর দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 'Address to our Countrymen' এবং স্ত্রী-শিক্ষার

প্রচলন ও প্রসারোদ্দেশ্যে রচিত প্রবন্ধাবলী সে যুগের অন্যান্য পত্র-পত্রিকার প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়।

২। ইউরোপীয় নাট্যশালার আদর্শে প্রসন্নকুমার কলকাতায় একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৮৩১ এর ১১ই সেপ্টেম্বর গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একটি সভা আহ্বান করেন এবং সভার সিদ্ধান্ত মতো উপযুক্ত উদ্যোগ আয়োজনান্তে শুঁড়োর বাগানে ২৮ শে ডিসেম্বর হিন্দু থিয়েটারের উদ্বোধন করান। হোরেস হেম্যান উইলসন কর্তৃক ভবভূতির সংস্কৃত নাটক উত্তররামচরিতের ইংরাজি অনুবাদ ও শেকসপীয়রের জুলিয়াস সীজার নাটকের শেষ প্রকরণ এই দিন বহু দেশী বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তির সম্মুখে অভিনীত হয়।[৮]

প্রসঙ্গত আঠারো শতকের প্রসিদ্ধ ধনী ব্যক্তি কৃষ্ণরাম বসুর পৌত্র নবীনচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত থিয়েটার নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। ইংরাজি পাক্ষিক পত্র 'হিন্দু পাইয়োনীয়ার' এর (২২ শে অক্টোবর ১৮৩৫) বক্তব্য থেকে জানা যায় যে এটি শ্যামবাজারে স্বত্বাধিকারীর গৃহে [বর্তমান শ্যামবাজার ট্রামডিপোর নিকট] অবস্থিত ছিল। এখানে বছরে চার পাঁচটি নাটক অভিনীত হয়। "এই অভিনয় দেশীয়, ইংরাজীধরনে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দ্বারা দেশের ভাষায় হইয়া থাকে। ইহাতে আর একটি ব্যাপারও দেখা যায় যাহা আমাদের এবং ভারতবর্ষের উন্নতিকামী বন্ধুমাত্রেরই নিকট অতিশয় আনন্দের বিষয়—এই নাট্যশালায় বাঙালী রমণীরা সর্বদাই দেখা দিয়া থাকেন, কারণ স্ত্রীলোকের অংশের অভিনয় ইহাতে হিন্দু রমণীরাই করিয়া থাকেন।"

"......ভ্রমে পতিত স্ত্রীলোকদের উন্নতি করিবার এই প্রচেষ্টার জন্য ধনী সম্প্রদায় কি তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন না? আমরা যেন একটা বড় নৈতিক বিপ্লব দেখিতে পাই ......।"—বাস্তবিকপক্ষে নৈতিক বিপ্লবেরই সূচনা হল। লেবেদেফ তাঁর থিয়েটারে এদেশীয় মহিলাদের দ্বারা সর্বপ্রথম মহিলা চরিত্রে অভিনয় করান। তারপর ৪০ বৎসর পর এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক কারণ এবং বহু বৎসর পরও রঙ্গালয়ে অভিনেত্রীদের যোগদান প্রসঙ্গে জাতীয় নাট্যশালার সাম্বৎসরিক উৎসব সভায় সুবিখ্যাত নাট্যকার মনোমোহন বসু শুধু ঘোরতর আপত্তিই জানান নি, পরন্তু নিন্দাবাদ করেছেন। তাই ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের এক সন্ধ্যায় বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ে সহস্রাধিক হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ ও নানা জাতীয় দর্শকগণ সকলেই যে অভিনয় দেখে আনন্দিত হন এবং বিদ্যার ভূমিকায় রাধামণি, মালিনীর

ভূমিকায় জয়দুর্গা এবং বিদ্যার সখীর ভূমিকায় রাজকুমারীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসাধন্য অভিনয় অবশ্যই বিপ্লবাত্মক ও অভিনন্দনযোগ্য প্রয়াস।

নানা কারণে সেদিন প্রচলিত যাত্রা জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিল।[১৭] ইংরাজি শিক্ষা প্রচলন, বিদেশী সাহিত্য ও নাটকের সঙ্গে পরিচিতি, ইংরাজি রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা বিরাট এক দর্শক গোষ্ঠীর রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত করে অপরদিকে যাত্রার অভিনয়, সাজসজ্জা ও পারিপার্শ্বিক মানসিকতার ক্রম অধোগতি অনেককেই তার প্রতি বিরূপ করে। নতুন থিয়েটারে সাজসজ্জা প্রসঙ্গে 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকায় জনেক পত্রলেখক লেখেন ঃ[১৮]

"ইঁহারা নিজ অর্থব্যয় করিয়া নানাপ্রকার বেশভূষণ প্রস্তুত করিয়াছেন এবং একজন ইঙ্গরেজ শিক্ষক রাখিয়া ঐ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন আমারদিগের দেশীয় অধিকারী ও বেশকারী বেটারা চিরদিন একরকম বেশ করিয়া দেয় কেবল থরকাটা প্রেমচাঁদ কতকগুলিন বাইআনা বেশের সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র ইঙ্গরেজাধিকারী তাহা হইতে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ কি তাঁহারা যে ২ সং সাজাইয়া দিবেন তাহা অবিকল হইবেক ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা! .... কস্যচিৎ পাঠকস্য।"

এদেশীয়দের একটি রঙ্গালয় সবে গড়ে ওঠার মুহূর্তে এ ধরনের তুলনামূলক সমালোচনা প্রকাশও উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বাংলা নবজাগরণের রামমোহন পর্বের পর 'ইয়ংবেঙ্গল' পর্বের সূচনা। এ পর্বের বিদ্রোহ হল সমস্ত রকমের অচলতা ও অটলতার বিরুদ্ধে—কোন বিশ্বাসের বটবৃক্ষের প্রাচীনতাজনিত 'অথরিটি' স্বীকার করব না। সংশয়, প্রশ্ন ও যুক্তির ত্রিমুখী ঝড়ের আবর্তে তা উপড়ে ফেলব—এই হল ইয়ংবেঙ্গলের মানসিকতা।

ইয়ংবেঙ্গলের সকলেই ছিলেন ইয়ং, মধ্যবয়সী কিংবা প্রবীণ নন। গুরু ডিরোজিও-ও [এবং পরে রিচার্ডসন] ছাত্রদের মতোই তরুণ। এঁরা ঠিক ধনিক অভিজাত সম্প্রদায়ের নন—সকলেই 'মধ্যবিত্ত' [উচ্চ ও নিম্ন] পরিবারভুক্ত চাকুরে কিংবা ব্যবসায়ী। সামাজিক মর্যাদায়ও রামমোহন গোষ্ঠীর পরবর্তী নিম্নস্তরভুক্ত। ইতিমধ্যে হিন্দু কলেজের বয়স যৌবনসীমায় পা দিয়েছে। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা বেকন, লক, দেকার্তে, হিউম, রুশো, স্পিনোজা, টমাস পেইন প্রমুখ মনীষীদের যুগান্তকারী রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন।

বাংলার নবজাগরণে ইয়ংবেঙ্গল দলের প্রকৃত দানের তাৎপর্য সেকালের বাঙ্গালী বিদ্বৎ-জনদের অনেকেই ভুল বুঝেছেন ও বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।[১৯] ইয়ংবেঙ্গলের বিদ্রোহী কর্ম-জ্ঞান-প্রচেষ্টায় উচ্ছৃংখলতা-উদ্দামতা সঞ্জাত অপচয় হয়ত হয়ত বেশ কিছু ছিল কিন্তু এ দলের প্রত্যক্ষ অবদানের কথা যদি স্মরণ করা হয় তাহলে শ্রদ্ধায় মাথা নত না করে কোন উপায় থাকে না।

ইয়ংবেঙ্গলের আদর্শ শিক্ষক তথা প্রাণপুরুষ ডিরোজিও ও রিচার্ডসন—দুজনেই ছিলেন কবি। পরবর্তীকালের বাংলা গীতিকবিতা ও আখ্যান কাব্যের তাঁরা হলেন আদি কবি।[২০] উনিশ শতকের শেষার্ধে স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা আন্দোলনের যে জোয়ার এসেছিল তারও প্রাথমিক বীজ ডিরোজিও-র 'To India', 'My Native Land', 'The Harp of India', 'Freedom to the Slave' কবিতাগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত। পরবর্তী-যুগের কবি-দার্শনিক রবীন্দ্রাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ডিরোজিও-র 'To India', 'My Native Land' কবিতার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। "ডিরোজিও-রিচার্ডসনের কবিতার অধিকাংশেরই পটভূমি বাংলাদেশ। তবে ডিরোজিও এদেশকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বঙ্গ-বন্দনামূলক কবিতায় সৌন্দর্য প্রীতির সংগে মিলেছিল দেশপ্রীতি, অপরক্ষেত্রে রিচার্ডসনের বংগ-প্রসংগ নিতান্তই সৌন্দর্য-সন্ধানসঞ্জাত। তাঁর 'Ganges', 'A Breeze at Mid-day', 'A Calm Portrait of a lady'-তে সৌন্দর্য-সম্ভোগ, প্রকৃতি-বন্দনা ও নারী-সৌন্দর্যের উদ্দেশে রোমান্টিক স্তুতিগান।"[২১]

ইয়ংবেংগলের নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলেই [কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি] পরবর্তীকালের বাংলাদেশ, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক একটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন এবং রেনেসাঁসের পূর্ববর্তী পর্বের [রামমোহন পর্ব] আলোচনায় হিউম্যানিজম্ ও ইনটেলিজেনসিয়া প্রসংগে যে কথা বলা হয়েছে সেই হিউম্যানিস্ট ইনটেলিজেন্সিয়া গ্রুপের সত্যিকারের বিকাশসাধন সম্ভব হয় ইয়ংবেংগল পর্বের সংস্কারমুখী কর্ম-জ্ঞান প্রচেষ্টায়।

ইয়ংবেঙ্গলের জীবন কল্লোলের ভাংগা-গড়া, উত্থানপতনের পর রামমোহন পর্ব, ইয়ংবেংগল পর্ব ও সনাতন হিন্দুদের ভাবধারা যাঁর মধ্যে পরমবিস্ময়কর-রূপে সুসমন্বিত, সংহত ও ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠেছিল তিনি হলেন পণ্ডিত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাস্তবিকপক্ষে রেনেসাঁসের 'individuality'-র সত্যিকারের প্রতীক ছিলেন তিনি। "ইয়ংবেঙ্গলের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের স্বাতন্ত্র্যের পার্থক্য অনেক। একটি স্বাতন্ত্র্য পরগাছার ফুল, আর একটি স্বাতন্ত্র্য এদেশেরই বনজ সম্পদ, নতুন পরিবেশের আলো-বাতাসে পরিস্ফুট।"[২২]

বাংলাদেশের নবজাগরণের বিদ্যাসাগর-পর্ব সর্বতোভাবে বিকাশ ও গঠমানতার দ্যোতনাস্বরূপ। তত্ত্ববোধিনী সভা [১৮৩৯], বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি [১৮৪৩], বেথুন সোসাইটি [১৮৫১], বিদ্যোৎসাহিনী সভা [১৮৫৩], সুহৃৎ সমিতি [১৮৫৪], ফ্যামিলি লিটারেরি ক্লাব [১৮৫৭], বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা [১৮৬৭] প্রভৃতি বিদ্বৎ-সভার মধ্য দিয়ে সাহিত্য-বিজ্ঞান-সমাজবিদ্যা-শিক্ষা-ধর্ম-দর্শন-ইতিহাস প্রভৃতির সার্বিক অনুশীলনের দ্বারা বাঙ্গালীর সর্বতোমুখী বিকাশের সূত্রপাত হয় এ সময়ে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'সংবাদ প্রভাকর', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাড়া পড়ে যায়। প্রথমে অনুবাদের মাধ্যমে এবং সঙ্গে সঙ্গে মৌলিক বাংলা নাটক রচনা এবং তার মঞ্চ-রূপায়ণের প্রকৃত সূত্রপাত ঘটে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মীদের ঐকান্তিক তৎপরতায় রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজ সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রধানত বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন ও নবরূপায়ণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং অসংখ্য আধুনিক শিক্ষাগারের দ্বার উন্মোচিত হয় এযুগে। বিদ্যাসাগর কর্তৃক বাংলা শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনা [বর্ণ পরিচয়, বোধোদয়], প্রভৃতি বাল্য-বিবাহরোধ ও বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন, মূল্যবান সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষার [পাশ্চাত্য] গ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদকরণ কিম্বা তার ব্যবস্থা সম্পাদন [ভার্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটি মারফৎ] সম্ভবপর হয়। রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-মধুসূদনের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের আখ্যান-কাব্য রচনার সূত্রপাত ও ক্রমবিকাশ, ঈশ্বরগুপ্ত-রঙ্গলাল-মধুসূদন-বিহারীলালের বাংলা গীতি কবিতার ক্ষেত্রে নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও রূপায়ণ, রামনারায়ণ-মধুসূদন-দীনবন্ধু কর্তৃক নাটক রচনা ও প্রয়োগ-ক্ষেত্র সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা নবজাগরণের বিদ্যাসাগর পর্বের গঠন-মানসিকতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

ডিরোজিও থেকে বিদ্যাসাগর পর্ব পর্যন্ত নবজাগরণের ধারার ফলশ্রুতি-গুলি সাহিত্যের ভাণ্ডারে চিহ্নিত হতে থাকে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন কর্তৃক শর্মিষ্ঠা নাটক রচনার দ্বারা তার সুচিহ্নিত অভিব্যক্তি লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। তাই রেনেসাঁসের বিভিন্নমুখী উৎক্ষেপের মাহেন্দ্রক্ষণ হিসাবে আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" গ্রন্থে "১৮৫৬-১৮৬১" খ্রীষ্টাব্দকে চিহ্নিত করেছেন। এসময়ের মধ্যে (১) বিধবা বিবাহ আন্দোলন, (২) ইণ্ডিয়ান মিউটিনি, (৩) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, (৪) নীলের হাঙ্গামা, (৫) হরিশের আবির্ভাব, (৬) সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, (৭) দেশীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা; (৮) ঈশ্বর গুপ্তের তিরোভাব (৯) মধুসূদনের আবির্ভাব, (১০) কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও নবশক্তির সঞ্চার প্রভৃতি সংঘটিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত তথ্যপঞ্জী বাস্তবিকপক্ষে সেকালের বাংলার সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা ও ধর্ম আন্দোলন ও আলোড়নের সমস্ত দিকেই অঙ্গুলি সঙ্কেত স্বরূপ। বাংলা নবজাগরণের উপরোক্ত সার্বিক আন্দোলনের পথ বেয়েই সমাজ-সাহিত্য-শিল্পলোকের গতিধারা প্রকৃতপক্ষে সঞ্চারিত হতে থাকে। নবজাগরণের বিদ্যাসাগর-পর্বে ব্যক্তিগতভাবে যাঁদের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়, তাঁরা হলেন—

বেথুন, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এছাড়া রক্ষণশীল হিন্দুদের নেতৃস্থানীয় রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রমুখের নামও প্রসঙ্গত স্মরণীয়। বিশেষত রাধাকান্ত দেব—যিনি নবজাগরণের তিন পর্ব ধরে [রামমোহন-ইয়ংবেঙ্গল-বিদ্যাসাগর] সংস্কারপন্থী-বিরোধীদের নেতৃত্ব করেছেন, তিনিও যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজের অনেক সংস্কারধর্মী কাজে শুধু সহানুভূতি নয় প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করতেও কুণ্ঠিত হন নি। বিশেষভাবে স্মরণীয়—প্রচণ্ড মতভেদ ও মতান্তর সত্ত্বেও রাধাকান্ত, রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সত্যিকারের গুণগ্রাহী ও ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন।

ডিরোজিও পর্বের [ইয়ংবেঙ্গল পর্ব] আলোচনার পূর্বে বাংলার নবজাগরণে হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরভ্যুত্থানের যে ইঙ্গিত করা হয়েছে বিদ্যাসাগর-পর্বের শেষদিকে তার চেহারাটা আরো পরিষ্কার রূপে প্রতিভাত হয়।

রামমোহনের মতো বিদ্যাসাগরও প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের অস্ত্র দিয়ে সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে সংগ্রাম করেছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের পাণ্ডিত্যে গর্ববোধ করে মাতৃভাষাকে অনাদর তো করেনই নি, পরন্তু মাতৃভাষার প্রসার ও সমৃদ্ধিসাধন-প্রচেষ্টা ছিল তাঁর সকল কাজের অন্যতম উদ্দেশ্য। এমন কি মাতৃভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ পর্যন্ত অভিনব পদ্ধতিতে রচনা করে তিনি তার চাবিকাঠি সকলের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বিদ্রোহী ডিরোজিয়ানদের অগ্রগণ্য রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনিও পরিণত বয়সে প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি ও দেশ বিদেশের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে সম্পদ আহরণ করে মাতৃভাষায় 'বিদ্যাকল্পদ্রুম'-এর মতো বিশ্বকোষ রচনা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর প্রমুখ বিখ্যাত হিউম্যানিস্টরা ছাড়াও বাংলাদেশের আর একশ্রেণীর হিউম্যানিস্টদের কথাও প্রসঙ্গত স্মরণ করা কর্তব্য—তাঁরা হলেন সংস্কৃতজ্ঞ, বাঙালী পণ্ডিত ও স্কলার—যাঁরা যথার্থ হিউম্যানিস্টসুলভ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাচীন পুঁথি পাণ্ডুলিপির পুনরনুসন্ধানে সোৎসাহে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং তাঁদের অসীম উদ্দীপনা, অনুসন্ধিৎসা, ধৈর্য ও শ্রমের নিদর্শন বাংলাদেশের অনেক প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার বা বিদ্যায়তনে স্তূপীকৃত অবস্থায় অথবা নিতান্ত অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত অবস্থায় পড়ে আছে। বাংলা নবজাগরণের আলোচনায় সাধারণত এঁরা উপেক্ষিত হয়েছেন এবং প্রকৃত হিউম্যানিস্ট বিদ্যাজীবী হওয়া সত্ত্বেও যোগ্য সমাদর বা স্বীকৃতি পান নি। অথচ ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ইতিহাসে বিরাট অধ্যায় জুড়ে আছে এসব manuscript hunting-এর কাহিনী, এইসব পণ্ডিত ও স্কলারদের কীর্তিকথা।

বাংলা নবজাগরণের শেষ পর্বে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক কথাশিল্পী ও ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রও একই আদর্শ ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাচীন ভারত-সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতির ঐতিহ্য পুনরাধিকারে তৎপর হয়েছিলেন। বঙ্কিমকে রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িককালের 'শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ' বলেছিলেন। তখনকার শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ যিনি তিনি কেবল শিল্পী নন, মনীষীও বটে। প্রাচীন হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে কি দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছিলেন তা তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে।[২৩] এই ঐতিহাসিক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম না করলে শুধু বঙ্কিম কেন; বাংলার প্রায় সমস্ত হিউম্যানিস্ট শ্রেষ্ঠকেই হিন্দু বলে মনে করতে হয়। কিন্তু বাংলার রেনেসাঁসে হিউম্যানিজমের এই বিচিত্র ধারাই রবীন্দ্র প্রতিভার মহাসমুদ্রে গিয়ে মিশেছে এবং সাহিত্যে শিল্প-

কলায় মানবচিন্তায় ও বিশ্বমানবিকতায় তার সার্থক প্রকাশ সম্ভবপর হয়েছে। সুতরাং বাংলা রেনেসাঁসের সর্বশ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি রবীন্দ্র প্রতিভারও অফুরন্ত প্রেরণার উৎস—প্রাচীন হিন্দু তথা ভারত সংস্কৃতির গঙ্গোত্রী। তাই, রবীন্দ্রনাথ শুধু শ্রেষ্ঠ কবি বা শিল্পী নন—শ্রেষ্ঠ হিউম্যানিস্টও।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীর মাধ্যমে শুধু মননশীল রচনায় অজস্র ধারণা-পথই প্রবাহিত করেন নি, পরন্তু সামাজিক বিবিধ সমস্যা, জাতীয় জাগরণের বিভিন্ন কর্মের শঙ্খনাদও ঘোষিত হয়েছে বঙ্গদর্শন পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। সুতরাং বঙ্গদর্শন শুধুমাত্র প্রথম আদর্শ সাহিত্যপত্রই নয়,—তৎকালীন বাংলার বিভিন্নমুখী কর্ম-জ্ঞান প্রয়াসের সত্যিকারের 'দর্শন' স্বরূপ ছিল। বঙ্গদর্শন প্রকাশের পর থেকে রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা'র প্রকাশকাল পর্যন্ত [১৮৭২-৯১] বিশ বছর বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়।

"...পূর্বের যুগ-সাহিত্যে প্রবণতা ছিল সমাজসংস্কারের অভিমুখে, বেড়া-ভাঙ্গার দিকে। আলোচ্য যুগে সাহিত্যের প্রবণতা হইল চিত্ত-সংস্কারের অভিমুখে, ঘর গড়ার দিকে।... চিত্ত-সংস্কারের একটি বড় প্রকাশ হইল 'জাতীয়' বোধের উন্মেষে, স্বাধীনতা স্পৃহার স্ফুরণে। গদ্যে-পদ্যে, নাটকে প্রবন্ধে, তর্কে অভিনয়ে, বেশে ব্যবহারে, চিন্তায় কর্মে—এই সময়ের যুগের মর্ম কথাটি প্রকাশোন্মুখ হইয়াছিল।"[২৪]

ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার (১৮৭২) পর বাংলা নাটক রচনার ক্ষেত্রে নব জোয়ার সঞ্চারিত হল। পূর্ববর্তী সমাজসংস্কারমূলক নাটক রচনার পরিবর্তে ব্যঙ্গাত্মক নাটক, প্রহসন, সামাজিক, পারিবারিক ও পৌরাণিক নাটক রচনার ধুম পড়ে গেল। নট-নাট্যকার-প্রযোজক গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পর শুধু নাটক রচনার বিভিন্ন ধারারই সূত্রপাত হল না—সুষ্ঠু নাট্য-প্রযোজনা ও অভিনয়ের নতুন জোয়ার এল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধানত অনুবাদ নাট্যকর্মে মনোনিবেশ করলেও তিনিই প্রথম তাঁর মৌলিক রচনায় দেশপ্রেমের কথা শোনালেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় [১৮৫৭] যে বাঙ্গালী সামাজিকবৃন্দ [বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়] কোনও রকম উৎসাহই বোধ করেন নি পরন্তু, তাঁদের দ্বারা উক্ত বিদ্রোহ বহিরাগত উৎক্ষেপ হিসাবে 'বিদ্রোহ বারিদচয়' 'জ্ঞান ভানুর প্রভার অভাব' বলে উল্লিখিত হয়েছিল উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকের শেষভাগ থেকে সেই বাঙ্গালী সম্প্রদায়ই জাতীয়তাবোধ ও স্বাজাত্য গর্বে উদ্বুদ্ধ হতে শুরু করলেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মাঘ-মেলা বা হিন্দু-

মেলার প্রবর্তনের পর যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রধানত আত্মহীনতা ভাবনা দ্বারা সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হত তারাই আর্থিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের পর স্বাজাত্য ও স্বদেশাভিমানে গর্বিত বোধ করতে লাগলেন—সে গর্বই 'ন্যাশন্যাল' আন্দোলনের উম্মাদনায় রূপ লাভ করল। হিন্দুমেলার স্ফুলিঙ্গই ভবিষ্যৎ জাতীয় কংগ্রেসের সূত্রপাত ঘটাল এবং এ কংগ্রেসকে অবলম্বন করেই বাঙ্গালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় রাষ্ট্রীয় চেতনায় উজ্জীবিত হতে থাকলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' এই উজ্জীবনে সঞ্জীবন-মন্ত্রের কাজ করল। আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'ভারতী', দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'হিতবাদী', এবং রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' সে চেতনা সঞ্চারের প্রত্যক্ষ প্রকাশ-মাধ্যম রূপে কাজ করেছিল।

সুতরাং নবজাগরণের মোট ফলশ্রুতির বিচারে বলা যায়—

১। বাংলা শিল্প-সাহিত্যের [যার মধ্যে নাট্য-সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চের উপস্থিতি স্মরণীয়] চরম ও পরম বিকাশের পথ খুলে দিয়েছে—যার ফলে রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া গেছে।

২। মধ্যযুগীয় বহু কুপ্রথার অবসানের জন্য সামাজিক আন্দোলনের ফলে আধুনিক যুগের ভাল-মন্দ বিচারের অধিকার অর্জিত হয়েছে।

কিন্তু নবজাগরণের নেতৃস্থানীয় সকলেই যেহেতু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত—সেহেতু এ সম্প্রদায়ের স্ব-বিরোধিতামূলক স্বভাবের জন্য অনেক ভাল কিছু রাতারাতি মন্দে পরিণত হতেও বাধে নি।

প্রসঙ্গত একটি কথা উল্লেখ্য। উনিশ শতকের বাংলা নব জাগরণের স্বরূপ প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোন কোন মনীষী একে খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ আবার কেউ বা সর্বাত্মক বলে অভিহিত করেছেন। আমাদের মূল আলোচনার নিরিখে ঐ সমস্ত বিশ্লেষণ অপ্রয়োজনীয় বলেই এখানে আমরা তা পরিহার করছি।

পূর্বকথন / খ

বাংলা নাটক উনবিংশ শতকীয় নবজাগরণের অন্যতম ফসল—একথা মনে হয় সকলেই স্বীকার করেন।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সাধারণভাবে রেনেসাঁসের স্বভাব ও গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং তার সঙ্গে মাঝে মাঝে বাংলা নবজাগরণের ও পশ্চিমী রেনেসাঁসের তুলনামূলক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলা নবজাগরণের প্রস্তুতি পর্বে প্রথম বাংলা নাটক রচনা [আসলে ইংরাজি নাটকের বঙ্গানুবাদ] ও অভিনয়ের কৃতিত্ব বিদেশী লেবেদেফের। তারপর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্র রুড: মঙ্কটন কর্তৃক শেকস্পীয়রের নাটকের প্রথম বঙ্গানুবাদের [টেম্পেস্ট-১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ] কৃতিত্বও একজন ইংরেজ সিবিলিয়ানের। কিন্তু এ দুটি ঘটনা নিতান্তই আকস্মিক। লেবেদেফের The Disguise অনুবাদের [১৭৯৫] ছাপা সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করেও দ্বিতীয় অনূদিত গ্রন্থের (Love is the Best Doctor) কোন প্রামাণিক তথ্য আজও পাওয়া যায়নি।[২৫] আর মঙ্কটনের অনুবাদ একান্তই ক্লাস এক্সারসাইজ হিসাবে রচিত হয়। বহু প্রামাণিক সূত্রানুসন্ধান করে জানা গেছে এটি গ্রন্থাকারে ছাপাই হয় নি।[২৬]

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ বাংলা নাটকের সূচনাপর্ব হিসাবে উনিশের শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রারম্ভকে চিহ্নিত করেছেন। হিন্দু কলেজ, হিন্দু কলেজ ব্রাঞ্চ স্কুল, হিন্দু স্কুল, হিন্দু থিয়েটার, হিন্দু চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশান, হিন্দু থিয়েট্রিকাল অ্যাসোসিয়েশান, হিন্দু বেনাভোলেন্ট সোসাইটি, হিন্দু ফ্রি স্কুল, হিন্দু মহিলা কলেজ, হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ, হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়, হিন্দু মেলা, হিন্দু পেট্রিয়ট, হিন্দু ইনটেলিজেনসার প্রভৃতি শিক্ষালয় সভাসমিতি, পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠানের নামকরণের মধ্যে হিন্দু ইনটেলিজেন্সিয়া

দ্বারা নবজাগরণের বিভিন্ন পর্বে হিন্দু-ঐতিহ্য পুনর্জাগরণের প্রয়াস প্রমাণিত হয়েছে, তবে বলাই বাহুল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর মধ্যে ঠিক মুসলমান বিদ্বেষ ছিল না। 'হিন্দু' বলতে তাঁরা 'ভারতীয়' বোঝাতে চেয়েছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ নাটক তিন ধরনের ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।

১। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিদের দ্বারা—যাঁরা নবজাগরণ সঞ্জাত বিদেশী জ্ঞান ভাণ্ডারের প্রভাবে আতঙ্কিত হয়ে দেশীয় যা কিছু আছে তার সবই ভাল এই ধারণা পোষণ করে সংস্কৃত নাটকাবলীর অনুবাদে তৎপর হয়েছেন। বলা বাহুল্য এই সব অনুবাদে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুবাদকের যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

২। অনেকে নবজাগরণের দ্বারা ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে ইংরাজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় রচিত নাটকের সম্পদ দেশীয় মানুষের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে বাংলাভাষায় অনুবাদ করেছেন।

৩। নবজাগরণের হিন্দু ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে অনেকে [সাম্প্রদায়িকভাবে ভাবিত না হয়ে] মুখ্যত সংস্কৃত নাটকের সৌন্দর্যানুভূতি দেশীয় পাঠকদের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে সেগুলির বঙ্গানুবাদে অগ্রসর হয়েছেন।

সুতরাং উপরোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধরনের অনুবাদকগণই নবজাগরণের প্রকৃত অংশীদার হয়ে তার নাট্যফসল উৎপাদনের দায়িত্ব বহন করেছেন। মাতৃভাষার প্রতি প্রীতি ও বাংলা নাট্য সাহিত্যের অভাব মোচনের দায়িত্ববোধই তাঁদের অনুবাদকর্মে প্রয়াসী করেছে। উনিশ শতকে বিভিন্ন স্কুল কলেজে সংস্কৃত ও ইংরাজী নাটকগুলি [বিশেষত শেকসপীয়রের পাঠ্য পুস্তক হিসাবে গৃহীত হয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে ঐসব পাঠ্য পুস্তকের রসবস্তু ছাত্রগণ যাতে উপলব্ধি করতে পারে সেজন্য উক্ত নাটকের বঙ্গানুবাদ-ইচ্ছা অনেকের মনে উদিত হয়।

তাছাড়া 'চৌবঙ্গী', 'সাঁসুসি', 'এথেনিয়াম' প্রভৃতি ইউরোপীয় থিয়েটারে শেকসপীয়রের এবং অন্যান্য বিখ্যাত পাশ্চাত্য নাট্যকারদের মঞ্চসফল নাটকের অভিনয় দেখে এবং স্কুল কলেজে সংস্কৃত ও ইংরাজী নাটকের অভিনয়ানুষ্ঠানের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঙালী অভিজাত শ্রেণী ও শিক্ষকদের মনে ঐসব নাটকের বিষয়বস্তু মাতৃভাষার মাধ্যমে উপভোগ করা ও করানোর জন্য অনূদিত নাটক সমূহের অভিনয়ানুষ্ঠানের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়। ফলে তাঁরা

অনুবাদকর্মে আত্মনিয়োগ করেন অথবা উপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা তা করানোর জন্য তৎপর হন। মিশনারী কলেজ সমূহে নৈতিক অবনতির ভয়ে যদিও ক্লাসে নাটক পড়ানো হত না, কিন্তু তাদের পাঠ্যসূচীতে শেকস্‌পীয়রের নাটকের স্থান ছিল এবং ছাত্রদের বাড়িতে সেই পাঠ অধ্যয়ন হত। হিন্দু কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের অনবদ্য শেকস্‌পীয়র অধ্যাপনায় ইয়ংবেঙ্গল গ্রুপের ছাত্রমণ্ডলী শুধু মুগ্ধই হতেন না—তাঁদের দিয়ে ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শেকস্‌পীয়রের নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যাবলী অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করাতেন। ফলে স্বভাবতই হিন্দু কলেজের ছাত্রদের অনেকেই শেকস্‌পীয়র ও অন্যান্য বিখ্যাত পাশ্চাত্য নাটকের বঙ্গানুবাদে ঔৎসুক্য বোধ করেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের অনুবাদকগণের আরও দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। প্রথমত, যাঁরা ইংরাজি বা অন্যান্য পাশ্চাত্য নাটকের বঙ্গানুবাদ করেছেন তাঁরা অনেকেই নাটকের পূর্বে সংস্কৃত নাটকের আদর্শানুযায়ী নান্দী অংশ রচনা করেছেন। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত সাহিত্যে নাট্য শাস্ত্রের নির্দেশানুযায়ী কোন ট্র্যাজিডি রচিত হয় নি বলে যাঁরা সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ কর্মে অগ্রসর হয়েছেন তাঁরা নাটকের সমাপ্তি মিলনাত্মক করলেও মাঝে মাঝে ট্র্যাজেডির রস দেবার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য, এগুলি হল যুগের রীতি ও রুচি পরিবর্তনের দ্যোতক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে খ্যাত অখ্যাত বাংলা সাহিত্যের নাট্যকারদের অনেকেই তাঁদের মৌলিক নাটক রচনায় প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য [বিশেষত শেকস্‌পীয়রের] বিভিন্ন নাটকের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছেন।

অনুবাদকর্ম প্রসঙ্গে প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় এক জায়গায় বলেছিলেন—'অনুবাদের মারফৎ সাহিত্য গড়া গ্রামোফোনের মারফৎ গান শোনার মত।' ইংরাজি সাহিত্যের দেশী বিশেজ্ঞগণ বলে থাকেন—কবিতা বা কাব্য যে হিসাবে অনুবাদের সীমার বাইরে সেই হিসাবে কাব্যনাট্যও। গদ্যনাট্য—যেমন বার্ণাড শ-এর 'ক্যান্‌ডিডা' গল্‌স ওয়ার্সি'র 'জাস্টিস্‌' বা 'স্ট্রাইফ্‌', ইব্‌সেনের 'এ ডল্‌স্‌ হাউস্‌ অনুবাদে প্রায় যথাযথ হয়—এমন কথা অনেকে মনে করেন। কিন্তু কংগ্রীভ্‌ কি উইচার্লি'র কমেডি গদ্যে হলেও অনুবাদে কেমন হবে বলা শক্ত। আবার যেসব নাটক গদ্য আর পদ্যের মধ্যে দোদুল্যমান তাদের অনুবাদেও দোলাচলবৃত্তি। শেকস্‌পীয়রের নাটকের বা কালিদাসের নাটকের অনুবাদের সম্ভাব্যতা-অসম্ভাব্যতা নিয়ে আমাদের দেশেই প্রচুর মতবিরোধ আছে।

নাটকানুবাদ সাধারণত তিন প্রকারে সম্ভব হয় ১। ভাষানুবাদ, ২। ভাবানুবাদ ৩। ছায়ানুবাদ। এছাড়া আছে মর্মানুবাদ [বা আংশিক অনুবাদ]। বাংলা অনূদিত নাট্য সাহিত্যে উক্ত চারপ্রকার পদ্ধতিই গৃহীত হয়েছে।

বাংলা নাটক বহুলভাবে পাশ্চাত্য নাট্য সাহিত্যের রীতিনীতি ও আদর্শের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং এই নির্ভরশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাসাহিত্যে অনুবাদ-নাটকের কার্যকারণ প্রকৃতভাবে অনুধাবন করতে গেলে স্বভাবতই উনিশ শতকীয় নবজাগরণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমির রূপান্তরের স্বরূপটি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। পূর্ব অধ্যায়ে সে স্বরূপের বিশ্লেষণের চেষ্টা আছে। সুতরাং সেই বিশ্লেষণের নিরিখেই অনুবাদ নাটকের বিভিন্ন ধারার স্বরূপ প্রকৃতি অনুধাবন করবার চেষ্টা করা যাক।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা নাটকের রচনা যে কারণে সম্ভব হয় নি ঠিক একই কারণে অন্যান্য ভাষায় রচিত নাটকের সত্যিকারের বঙ্গানুবাদও সম্ভব হয় নি। কারণ হল—বাংলা লেখ্য-গদ্য তখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোন রূপ নেয় নি। নবজাগরণের আদি ও প্রথম থেকেই 'রিভাইভাল অফ লারনিং'-এর আদর্শানুযায়ী মুখ্যত সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সমূহের আখ্যানানুবাদ, ব্যাকরণ ও দর্শন শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ অংশগুলির অনুবাদ তৎপরতা দেখা দিলেও নাটকীয় সংলাপের জন্য যে ধরনের সাবলীল গদ্য ভাষার প্রয়োজন সে ভাষা তখনও পর্যন্ত সৃষ্টি হয় নি। রামমোহন রায় বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক-কল্প কিন্তু তিনি শিক্ষা ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনে মুখ্যত উপনিষদের বঙ্গানুবাদেই তৎপর হন। পরবর্তী ইয়ং বেঙ্গল পর্বে পাশ্চাত্য সাহিত্যের পঠন পাঠন অনুশীলনে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমই প্রধানত গ্রহণ করা হয়। তাই ইয়ংবেঙ্গল পর্বে বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত প্রথম রঙ্গালয় হিন্দু থিয়েটারের [১৮৩১] উদ্বোধন হয় হোরেস হেমান উইলসন [১৭৮৬—১৮৬০]-কৃত সংস্কৃত উত্তররামচরিত নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যের ইংরাজি অনুবাদ এবং শেকস্‌পীয়রের জুলিয়াস সীজার নাটকের শেষ প্রকরণ মূল ইংরাজিতে অভিনয়ের মারফৎ। সুতরাং নবজাগরণের ভাবরসে সিঞ্চিত হয়ে কেউ কেউ অনুবাদ কর্মে ইচ্ছা বোধ করলেও মনে হয় তদানীন্তন বাংলা ভাষার গঠনদুর্বলতার জন্য শেষপর্যন্ত সে ইচ্ছা ফলবতী হয় নি।

যতদূর সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে কৃষ্ণ মিশ্র [একাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ] রচিত সংস্কৃত নাটক প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের বঙ্গানুবাদ 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী'

[১৮২২]-ই সবচেয়ে পুরানো বঙ্গানুদিত নাট্যগ্রন্থ। কিন্তু 'আত্মতত্ত্ব-কৌমুদী' মূল প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের নাটকাকারে অনুবাদ নয় পরন্তু কাব্যানুবাদ। ঐ একই সনে প্রকাশিত জগদীশের 'হাস্যার্ণবে'র [অনুবাদকের নাম জানা যায় নি] অনুবাদও নাটকাকারে নয়। গোপীনাথ চক্রবর্তী-কৃত সংস্কৃত নাটক 'কৌতুক সর্বস্ব'-র পাঠ্যানুবাদ [আখ্যানানুবাদ] ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পন্ন করেন হরিনাভি নিবাসী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার। ১৮৪০ থেকে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মহারাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর কবি হনুমান-রচিত সংস্কৃত 'মহানাটকে'র ইংরাজি ও বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন করেন। একই সময়ে বা কিছু পূর্বে ১৮৩৯ বা ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন নাটকাকারে প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের অনুবাদ সম্পন্ন করেন কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তাঁর পুত্র প্রায় ৩০ বৎসর পর ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এই অনুবাদ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করেন। এছাড়া ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের বঙ্গানুবাদ [গৌড়ীয় গদ্য-পদ্যে] সম্পন্ন করেন সংস্কৃত কলেজের প্রিয় ছাত্র শ্রীরামতারক ভট্টাচার্য। পরবৎসর [১৮৪৯] নীলমণি পাত্র রত্নাবলী নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে উপরোক্ত সবকটি অনুবাদেরই পাঠ্য মূল্য থাকলেও অভিনয় যোগ্যতা ছিল না। ঊনিশের শতকের চতুর্থ দশকে বিদ্যাসাগর [১৮২০—১৮৯১] কর্তৃক বাংলা গদ্য-সৃষ্টির যথার্থ মেল-বন্ধনের পর বাংলা নাট্যসাহিত্যে মৌলিক রচনা ও অনুবাদ প্রবণতার দ্বার অর্গলমুক্ত হল। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে সাহিত্যগুণসম্পন্ন বাংলা ভাষায় শকুন্তলা নাটকের আখ্যানানুবাদ প্রকাশ করেন ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বাংলাদেশের সমস্ত নাট্যামোদী সম্প্রদায়কে সচকিত করে তোলে। সাঁসুচি থিয়েটারে ১৭ই আগস্ট ইংরাজিতে শেকসপীয়রের 'ওথেলো' নাটকের এক বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন করা হয়। সাঁসুচির অভিনেতা-কর্মাধ্যক্ষ মিঃ ব্যারী-র প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিদেশী ছাড়া মহারাজা রাধাকান্ত দেব, বাবু গিরিশচন্দ্র দত্ত ও ভ্রাতৃবৃন্দ, বাবু হরনাথ মল্লিক, মহারাজা অপূর্বকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, মহারাজা যদুকৃষ্ণ ও ভ্রাতৃবৃন্দ, মহারাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়, বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক ও ভ্রাতৃবৃন্দ, মহারাজা বৈদ্যনাথ রায় এবং মহারাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ভ্রাতৃবৃন্দ ছিলেন। এইদিন তখন পর্যন্ত অজ্ঞাত-অখ্যাত একজন বাঙালী অভিনেতা বৈষ্ণবচরণ আঢ্যের মূল ইংরাজি ভাষায় নাম ভূমিকায় অসাধারণ-অভিনয় দেশী-বিদেশী সম্ভ্রান্ত ও বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায়কে

বিস্ময়ে হতচকিত করে তোলে। 'বেঙ্গলহরকরা,' 'ইংলিশম্যান,' 'ক্যালকাটা স্টার,' 'সংবাদ প্রভাকর' প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় এই অভিনয়কে কেন্দ্র করে নানা-রকম জল্পনা-কল্পনা, নিন্দা প্রশংসা ও আলোচনা চলে।[২৭] এর ফলে হিন্দু সম্ভ্রান্ত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মনে নাট্যচর্চা ও অভিনয়ানুষ্ঠানের প্রবল আগ্রহ ও উদ্দীপনা অনুভূত হয়। ফলে পঞ্চ দশক থেকে দেশী বিদেশী নাটক অভিনয়, বাংলা ভাষায় নাটক রচনা এবং দেশী বিদেশী শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি মাতৃভাষায় অনুবাদ করার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে যায়। ১৮৪৮ থেকে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শেকস্‌পীয়রের নাটকের তিনটি আখ্যানানুবাদ প্রকাশ করেন ১। গুরুদাস হাজরা ২। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ৩। ই. বোয়ার।[২৮] এই সময়েই মালদহের আবগারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট হরচন্দ্র ঘোষ 'মারচেন্ট অফ্‌ ভেনিস' অবলম্বনে 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' প্রকাশ করেন—যাঁর প্রয়াস সম্বন্ধে লঙ্‌ সাহেব মন্তব্য করেন—Shakespeare's ideas but given in Bengali dress . well and ably done.

মৌলিক বাংলা নাটকের রচনার জন্য এইসময় পাথুরিয়াঘাটা, জোড়াসাঁকো প্রভৃতি অভিজাত পরিবারগুলি থেকে আর্থিক পুরস্কার ঘোষিত হতে থাকে। এই সময়ে গৌরীভা (বর্তমান 'গরিফা'—নৈহাটীর নিকটবর্তী অঞ্চল) গ্রাম নিবাসী নন্দকুমার রায়[২৯] অনূদিত শকুন্তলা [১৮৫৫] নাটকের অভিনয়ানুষ্ঠানকে [৩০ জানুয়ারী, ১৮৫৭] কেন্দ্র করে [বীডন স্ট্রীটের আশুতোষ দেব বা সাতুবাবুর বাড়িতে] বাঙালী অভিজাত শ্রেণী ও শিক্ষিত-মণ্ডলীর ঐকান্তিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। বাঙ্গালীদের দ্বারা বাংলা নাটকের প্রকৃতপক্ষে এই প্রথম অভিনয় [এর পূর্বে তৃতীয় দশকে ৬ই অক্টোবর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নবীন বসুর থিয়েটারে অবশ্য বিদ্যাসুন্দর অভিনীত হয়েছিল—কিন্তু তা ছিল কাব্যের নাট্যরূপ]। সাতুবাবুর নাতজামাই মিঃ ও. সি. ভাটু মঞ্চাধ্যক্ষ ও সঙ্গীত পরিচালক হন। শকুন্তলার ভূমিকায় অভিনয়ে সাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ এবং অন্যান্য ভূমিকায় সে যুগের শ্রেষ্ঠ হিন্দু নাট্যামোদীগণের অনেকেই অংশ গ্রহণ করেন।

এরপর দুবছরের মধ্যেই সাতুবাবুর বাড়িতে মণিমোহন সরকারের 'মহাশ্বেতা' [৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৫৭], বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটারে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোর্ব্বশী' [২৪শে নভেম্বর ১৮৫৭], বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' [৩১ শে জুলাই শনিবার, ১৮৫৮] এবং পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালায় সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' [১৮৫৯] প্রভৃতি অনূদিত

নাটকের অভিনয় রীতিমতো সাড়া জাগিয়ে তোলে। কালীপ্রসন্ন 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকের অভিনয়ের [মঞ্চ, দৃশ্যসজ্জা, সাজসজ্জা, সঙ্গীত ও আলোকসম্পাতে] প্রযোজনায় প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় করেন এবং রত্নাবলীর অভিনয় দেখেই বন্ধু গৌর দাস বসাকের আগ্রহাতিশয্যে রিচার্ডসনের মন্ত্রশিষ্য বিদ্রোহী কবি মধুসূদন বাংলাভাষায় নাটক লেখার সংকল্প গ্রহণ করেন এবং ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম নাটক তথা প্রথম রচনা 'শর্মিষ্ঠা নাটক' প্রকাশিত হয়। ১৮৫৫ থেকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রামনারায়ণ-মধুসূদন-দীনবন্ধু একের পর এক যেমন মৌলিক নাটক রচনা করলেন তেমনি অনুবাদ নাটকের ধারাও অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হতে থাকল। অনুবাদ নাটকের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বেশী তথা সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান রেখে গেছেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবশ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদকর্ম ও মৌলিক নাটক রচনা শুরু হয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পরে। বাংলা নবজাগরণের ইতিহাসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁর পুত্রগণের বহুমুখী দানের ফলে বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ভাণ্ডার সোনার ফসলে ভরে গেছে।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম পর্বে অনুবাদ নাটকের প্রচলন, প্রসারণ ও অনুবাদের উদ্দেশ্য ও রীতিনীতির নিয়ন্ত্রণবিষয়ে ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটি বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের দান অবশ্য স্বীকার্য।

'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকার ২য় পর্বের [১৭৭৫ শক] ১৯ ও ২০ খণ্ডে এই সোসাইটি সম্পর্কে দুটি সংবাদ পরিবেশিত হয়। ১৯ খণ্ডের সংবাদটি [প্রাসঙ্গিক অংশ] নিম্নরূপ :

"বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের মাসিক বিবরণ। গত ৮ই জুলাই দিবসে মেং ওয়ায়িলী সাহেবের বাটীতে উক্ত সমাজের মাসিক বৈঠক হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত ওয়ায়িলী, শ্রীযুক্ত সিটন্‌কার, শ্রীযুক্ত কাল্‌বিন্‌, শ্রীযুক্ত প্রাট্‌, শ্রীযুক্ত পাদরি লং; শ্রীযুক্ত বাবু রসময় দত্ত এবং শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন।

বাংলা অনুবাদ নাটকের ইতিহাসে কৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকখানির স্থান গুরুত্বপূর্ণ। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' থেকে শুরু করে এই নাটকটির অনেকগুলি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদকদের মধ্যে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন ও রামকিঙ্কর শিরোমণি [১৮২২; ১৮৫২]; বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন [১৮৪০]; পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৬২], কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত [১৮৬৩ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত]; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯০২] উল্লেখযোগ্য। প্রবোধ চন্দ্রোদয় একটি রূপক নাটক। মানুষের মন, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কাম, লোভ, ক্রোধ, মোহ, বিবেক, মতি, শ্রদ্ধা, শান্তি প্রভৃতি বিভিন্ন 'ইন্সটিংক্ট' কে চরিত্ররূপে কল্পনা করে সংসার জীবনের বিভিন্ন 'ভাল-মন্দ'র ঘাত-প্রতিঘাত এই নাটকের মধ্যে উপস্থাপিত হয়েছে। মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ [রূপক] স্বপ্নপ্রয়াণ [১৮৭৫] রচনায় এই নাটকের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। পরবর্তীকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নাটকের যথাযথ অনুবাদ করেন। সুতরাং নবজাগরণের 'হিউম্যানিসম' চেতনার ক্রমবিবর্তনে বিভিন্ন 'হিউম্যানিস্ট ইনটেলিজেন্ট' দ্বারা প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকটির রসাস্বাদ গ্রহণের ব্যাকুলতা লক্ষণীয় বিষয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাংলা অনুবাদ নাটকের ইতিহাসে শুধু যুগস্রষ্টাই নন— নিজেই একটি যুগবিশেষ। দেশী বিদেশী বহু ভাষাবিদ এই মনীষী বিখ্যাত এবং অচলিত সংস্কৃত, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষার গ্রন্থাবলী বাংলাভাষায় অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যের যুগান্তকারী কল্যাণসাধন করেছেন। বিভিন্ন ভাষা থেকে কুড়িটিরও অধিক নাটক তিনি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। এর মধ্যে ছটি বাদে সবকয়টিই সংস্কৃত ও প্রাকৃত নাটকের অনুবাদ।

উনিশের শতকের ষষ্ঠদশকে ফরাসী নাট্যচর্চা বিশেষত মলেয়ারের কমেডি ও প্রহসনগুলি বাংলা নাট্যকার ও নাট্যামোদীদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দীনবন্ধু, মধুসূদন ও অন্যান্য নাট্যকারগণের প্রহসন ও কমেডি রচনায় মলেয়ারের প্রহসন ও কমেডির প্রভাব অপরিসীম। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ-ভাবে মলেয়ার-এর কয়েকটি নাটকের বাংলাভাষায় ছায়ানুবাদ করেন। আরো কয়েকজন মলেয়ার-অনুবাদে তৎপর হন। এঁদের মধ্যে অমৃতলাল বসু ['চোরের উপর বাটপাড়ী'-১৮৭৬ ; 'কৃপণের ধন'-১৯০০], অতুলকৃষ্ণ মিত্র ['তুফানী'-১৩১৫], নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ['বুঝলে কিনা' ১২৭৩—নাট্যকার যতীন্দ্র-মোহন বসু নামে পরিচিত], রাজকৃষ্ণ দত্ত ['যেমন রোগ তেমনি রোজা'-১২৮৮] প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উনিশের শতকের শেষ পর্বে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পর একান্ত স্বাভাবিকভাবেই অনুবাদ নাট্যপ্রয়াস ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে এর প্রধান কারণ গিরিশ-ক্ষীরোদপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলালের অজস্র মৌলিক রচনা।

বাংলা অনুবাদ নাটক প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি বিষয় স্মরণীয়। নাটক ও মঞ্চকথাদুটি সর্বতোভাবে অঙ্গাঙ্গীভুত। নাটকের 'পাঠ্য' রস ছাড়া

'অভিনেয়'রস অবশ্য প্রয়োজনীয়। বাংলা নাট্য সাহিত্যের আদিযুগে [১৮৫২—৭২] রচিত নাটক ও সমসাময়িক মঞ্চের পারস্পরিক সম্বন্ধ, নাটক ও মঞ্চের স্বরূপ-প্রকৃতি, সমসাময়িক নাট্যকার, নাট্যবিদ, প্রযোজক পৃষ্ঠপোষক ও সামাজিকবৃন্দের চিন্তাভাবনা ও রসবোধ ইত্যাদি বিষয়গুলির বিশ্লেষণ বোধহয় প্রয়োজন।

বাংলা নাটক রচনায় [মৌলিক ও অনুবাদ] আদিযুগে ক্ল্যাসিসিজমের চর্চা ['পুরাতনের নব মূল্যায়ন'—নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণী] অভিজাত বংশীয়দের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পন্ন হয়েছে। এ যুগের মঞ্চপ্রবর্তনা ও নিয়ন্ত্রণা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক। রচিত নাটকের [মৌলিক অনুবাদ] বিষয়বস্তু ক্ল্যাসিক, সামাজিক কিংবা পৌরাণিক। সামাজিক ও পৌরাণিক নাটকে একদিকে ক্ল্যাসিক [দেশী ও বিদেশী] প্রভাব [বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকগত] অপরদিকে লোকায়ত যাত্রার আঙ্গিকগত 'জনপ্রিয় আবেদন' এবং ক্ল্যাসিক বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে রচিত [মৌলিক অনুবাদ] নাটকে বিদেশী ক্ল্যাসিক ও দেশী যাত্রার ফর্মের যুগবৎ প্রয়োগ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

মঞ্চের জন্য ধনী-অভিজাতদের বদান্যতার মুখাপেক্ষী হয়ে এবং ক্ল্যাসিক প্রকরণ ও প্রসঙ্গ নিয়ে নাটক রচনায় ইচ্ছুক এইযুগের সবচেয়ে আত্মপ্রত্যয়শীল প্রতিভাধর নাট্যকার মধুসূদনকেও তাই যথেষ্ট মানসিক যন্ত্রণা ও ব্যবহারিক অসুবিধা ভোগ করতে হয় তাঁর রচিত নাটকের প্রযোজনার ক্ষেত্রে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রামনারায়ণ অনূদিত 'রত্নাবলী' নাটকের প্রযোজনা দেখে মধুসূদন যখন বাংলা নাটক রচনায় উদ্যোগী হয়ে এক বৎসরের মধ্যে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করে ঐ মঞ্চে উপস্থিত করলেন তখন এই মঞ্চ-সংশ্লিষ্ট সামাজিকগণ নতুন নাট্যপ্রতিভা মধুসূদনকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন নি। তাই শর্মিষ্ঠার পাণ্ডুলিপি প্রথমে তদানীন্তন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশকে পাঠ করে দেখবার অনুরোধ করেন বেলগাছিয়া নাট্যশালার পৃষ্ঠপোষকগণ। এবং তর্কবাগীশ মহাশয় শর্মিষ্ঠাকে নাটক পদবাচ্য বলে মনে করেন নি।[২৯] যদিও এ নাটকের প্রসঙ্গ ও প্রকরণ মহাভারতের কাহিনী ও সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিক দ্বারাই সবিশেষ প্রভাবিত হয়েছিল।[৩০] এরপর শর্মিষ্ঠার পাণ্ডুলিপি রামনারায়ণ তর্করত্নকে দেওয়া হয় ব্যাকরণগত ত্রুটিগুলি সংশোধন করবার জন্য। শেষপর্যন্ত অবশ্য উক্ত নাট্যশালার পৃষ্ঠপোষকগণ উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মধুসূদনের

শর্মিষ্ঠা নাটক মঞ্চস্থ করতে সম্মত হন এবং প্রভুত অর্থব্যয়ে ঐ নাটক মঞ্চস্থ হয়।[৩১] দেশীয় সামাজিকদের সংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব ও ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে মধুসূদন এই সময়ে তাঁর অভিন্নহৃদয়বন্ধু গৌরদাস বসাককে লেখা এক চিঠিতে[৩২] বলেছিলেন ঃ

"I am aware, my dear fellow, that there will, in all likeli hood, be something of a foreign air about my Drama ; but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters maintained, what care you if there be a foreign air about the thing ?...Besides, remember that I am writing for that portion of my Countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with Western ideas and modes of thinking ; and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a service admiration of everything *Sanskrit*."

বলা বাহুল্য মধুসূদন তাঁর পরবর্তী নাটকগুলি রচনায় অধিকতর সাহস, প্রত্যয়নিষ্ঠা ও সার্থকতার চিহ্ন রেখেছেন।

এছাড়া জাতীয় নাট্যশালা সম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারণা ও প্রয়োগ-পরিকল্পনারও পথিকৃৎ ছিলেন মধুসূদন। নিজের রচিত দুটি সার্থক প্রহসনের ['বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা'—১৮৫৯] তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তা অস্বীকর করে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরাজনারায়ণ বসুকে লেখা এক চিঠিতে বলেছিলেন ঃ

"I half regret having published those two things. You know that as yet *we have not established National Theatre*, I mean we have not as yet got a body of sound classical dramas to regulate the National taste, and therefore we ought not have farces."[৩৩]

গবেষকের প্রমাণসিদ্ধ-আগ্রহ, ঔৎসুক্য ও নিষ্ঠায় মধুসূদন যৌবনের প্রথমে রিজিয়াকে নিয়ে ইংরেজিতে নাটকীয়-ভাষায় নাট্যকাব্য রচনা করেন। 'এ্যাংলো সাকসন অ্যাণ্ড দি হিন্দু' গ্রন্থ রচনা করে তিনি প্রতীচ্য বিশেষত

গ্রীক নাট্য সাহিত্যের প্রতি তাঁর সুগভীর আস্থা প্রকাশ করেন। তারপর তাঁর ক্রমবিবর্তিত ও উদ্ভিন্নমান নাট্যবোধ সংস্কৃত, শেকস্‌পীয়র ও গ্রীক নাট্য-ভাবনার মধ্য দিয়ে পরিশীলিত হতে হতে কৃষ্ণকুমারী নাটকের রচনা [১৮৬১] সার্থক করে তোলে। মধুসূদনের নাট্যচেতনা অভিনয় যোগ্যতাকেই নাটকের মানদণ্ড বলে মেনে নিয়েছিল, তাই পাশ্চাত্য উপাদানগুলিকে তিনি প্রাচ্য ভাবনায় নবমূল্যায়িত করেছিলেন, মঞ্চমায়াভিভূত মধুসূদন নাটকের খুঁটিনাটি নানা বিষয়ে চিন্তান্বিত ছিলেন বলেই সারাজীবন জাতীয় নাট্যশালার স্বপ্নকে সানুরাগে লালন করেছেন।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ অনুসরণে বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম পর্বে উল্লেখযোগ্য নাটক [মৌলিক ও অনুবাদ], নাট্যকার, মঞ্চ, মঞ্চের পৃষ্ঠপোষকবৃন্দকে নিম্নলিখিতভাবে তালিকাবদ্ধ করতে পারা যায়ঃ[৩৪]

সন	মঞ্চ	উদ্যোক্তা, মঞ্চমালিক বা প্রধান পৃষ্ঠপোষক	নাটকের অভিনয় / অনূদিত, ক্ল্যাসিক, সামাজিক প্রহসন এবং পৌরাণিক।
১৮৫৭	সিমলার আশুতোষ দেব বা সাতুবাবুর গৃহপ্রাঙ্গন	আশুতোষ দেব [মৃত্যু ১৯৫৬] ও তদীয় দৌহিত্রগণ।	+অভিজ্ঞান শকুন্তলা—নন্দকুমার রায় অনূদিত +'মহাশ্বেতা'—মণিমোহন সরকারের কাদম্বরী কাব্য অবলম্বনে নাট্যরূপ। +'বেণীসংহার'—রাম নারায়ণ তর্করত্নের অনুবাদ।
১৮৫৭	নতুন বাজারের রামজয় বসাকের গৃহপ্রাঙ্গন	রামজয় বসাক	রামনারায়ণ তর্করত্নের সামাজিক নাটক 'কুলীনকুলসর্বস্ব'
	বড় বাজারের গদাধর শেঠের গৃহ	গদাধর শেঠ	(ঐ)

+ চিহ্নিত নামগুলি অনুবাদ নাটক।

সন	মঞ্চ	উদ্যোক্তা, মঞ্চমালিক বা প্রধান পৃষ্ঠপোষক	নাটকের অভিনয় / অনূদিত; ক্ল্যাসিক; সামাজিক, প্রহসন এবং পৌরাণিক।
১৮৫৭	জোড়াসাঁকোর বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ	কালীপ্রসন্ন সিংহ	+ 'বেণীসংহার— রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত + 'বিক্রমোর্বশী'— কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত [স্মরণীয় বিষয় হল একই সময়ে একই সঙ্গে কালীপ্রসন্ন হুতোম পেঁচার নকসা রচনা করেছেন এবং মহাভারতের সমগ্রানু-বাদ শুরু করেছেন]
১৮৫৮	বেলগাছিয়া নাট্যশালা	পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও তদীয় ভ্রাতা ঈশ্বর চন্দ্র সিংহ	+ রত্নাবলী'—রাম-নারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত 'শর্মিষ্ঠা' —মধুসূদন রচিত ক্ল্যাসিক ধর্মী।
১৮৫৯	চীৎপুর সিঁদুরিয়া পট্টীর রামগোপাল মল্লিকের গৃহপ্রাঙ্গন। [১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এখানে মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপিত হয়েছে]	রামগোপাল মল্লিক	'বিধবা বিবাহ'— উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত সামাজিক নাটক।
১৮৬০	পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়—মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গৃহপ্রাঙ্গন।	মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তদীয় ভ্রাতা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর	+ মালবিকাগ্নিমিত্র'- শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর অনূদিত

সন	মঞ্চ	উদ্যোক্তা, মঞ্চমালিক বা প্রধান পৃষ্ঠপোষক	/ নাটকের অভিনয় অনূদিত, ক্ল্যাসিক, সামাজিক, প্রহসন এবং পৌরাণিক।
১৮৬৫	ঐ	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উপস্থিতিতে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাট্যরূপ 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক।
১৮৬৫	শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি—শোভাবাজার রাজবাটী প্রাঙ্গন	মহারাজা দেবীকৃষ্ণ বাহাদুর ও তদীয় ভ্রাতৃগণ	'একেই কি বলে সভ্যতা'—মধুসূদন রচিত প্রহসন 'কৃষ্ণকুমারী'—ক্ল্যাসিকধর্মী নাটক মধুসূদন রচিত।
১৮৬৭	জোড়াসাঁকো থিয়েটার, জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি	সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়; গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	'কৃষ্ণকুমারী' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা'—মধুসূদন রচিত 'নব নাটক'—রামনারায়ণ রচিত সামাজিক নাটক [গুণেন্দ্রনাথ বিজ্ঞাপিত পুরস্কার ধন্য]
১৮৬৯	পাথরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়—মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গৃহপ্রাঙ্গন।	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর +	'মালতী মাধব'—রামনারায়ণ তর্করত্নের অনুবাদ

সন	মঞ্চ	উদ্যোক্তা, মঞ্চমালিক বা প্রধান পৃষ্ঠপোষক	/ নাটকের অভিনয় অনূদিত, ক্ল্যাসিক, সামাজিক প্রহসন এবং পৌরাণিক।
১৮৭০	ঐ	ঐ	+ 'মালতী মাধব'— রামনারায়ণের অনুবাদ 'চক্ষুদান' ও 'উভয় সঙ্কট'— সামাজিক নাটক 'রুক্মিণীহরণ'— রামনারায়ণ রচিত পৌরাণিক নাটক।
১৮৬৮ থেকে ১৮৭৫	বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়, বিশ্বনাথ মতিলালের গলিতে বাবু গোবিন্দচন্দ্র সরকারের গৃহ প্রাঙ্গন।	বলদেব ধর, চুনীলাল বসু ও গোবিন্দচন্দ্র সরকার। [পরবর্তী কালে এলাহাবাদের নীলকমল মিত্র ও আরো কয়েকজন এর স্বত্বাধিকারী এবং প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক ছিলেন]।	মনোমোহন বসুর পৌরাণিক নাটক-ত্রয়—'রামাভিষেক', 'সতী' ও 'হরিশচন্দ্র'।
১৮৭০	নির্দিষ্ট কোন গৃহপ্রাঙ্গনে এই দলের অভিনয় হোতো না। বাগবাজার এমেচার থিয়েটার বাগবাজারের সখের নাট্যশালা [পরে নাম পরিবর্তিত শ্যামবাজার নাট্য সমাজ। পরবর্তীকালে ন্যাশনাল থিয়েটার নামে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে পরিবর্তিত হয়]।	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাধা-মাধব কর ও অর্দ্ধেন্দু-শেখর মুস্তাফী	দীনবন্ধু মিত্রের সামাজিক নাটক 'সধবার একাদশী' ও 'লীলাবতী'।

এছাড়া কলকাতা ও মফঃস্বলে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক মঞ্চে আরো কয়েকটি নাটক অভিনীত হয়।[৩৫]

কলকাতায়

১। পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী কোনও এক বড় মানুষের গৃহে মধুসূদনের পদ্মাবতী অভিনয়—১১ই ডিসেম্বর ১৮৬৫।

২। গরাণহাটার জয়চাঁদ মিত্রের বাড়িতে মধুসূদনের পদ্মাবতী—১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬৭।

৩। ভবানীপুরের নীলমণি মিত্রের বাড়িতে উমেশচন্দ্র রচিত 'সীতার বনবাস' পৌরাণিক নাটকের অভিনয়—জুন ১৮৬৬।

৪। কাঁশারিপাড়ার কাশীকৃষ্ণ প্রামাণিকের বাড়িতে নন্দকুমার রায় অনূদিত শকুন্তলা—জুলাই ১৮৬৭।

৫। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জামাতা হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জোড়াসাঁকো কয়লাহাটার বাড়িতে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত প্রহসন 'কিছু কিছু বুঝি'—২রা নভেম্বর, ১৮৬৭।

৬। বাগবাজার নাট্যসমাজে গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ইন্দুপ্রভা-১৮৬৮।

৭। ২২২নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটস্থ কৃষ্ণচন্দ্র দেবের বাড়িতে আড়পুলি নাট্যাভিনয় সমাজ কর্তৃক নিমাইচাঁদ শীলের 'এরাই আবার বড়লোক' সামাজিক নাটক—৯ই মে, ১৮৬৮।

পরবর্তীকালে 'মহাশ্বেতা', 'শকুন্তলা', 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' এখানে অভিনীত হয়।

মফঃস্বলে

১। ডাঃ দুর্গাদাস কর রচিত সামাজিক নাটক 'স্বর্ণশৃঙ্খল' বরিশালে ১৮৬৯-এর জুলাই মাসে।

২। যশোরের রাড়ুলি গ্রামস্থ বঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত শকুন্তলা নাটকের অভিনয়—১লা জানুয়ারী ১৮৫৮।

৩। জনাই গ্রামের ভুম্যাধিকারী পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভবনে গ্রামের ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রগণ কর্তৃক শকুন্তলা—২৯শে মে, ১৮৫৮।

৪। চুঁচুড়ায় রামনারায়ণের কুলশীনকুলসর্বস্ব—৩রা জুলাই, ১৮৫৮।

৫। ময়মনসিংহের সেরপুরে গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রাসাদে মধুসূদনের একেই কি বলে সভ্যতা—২১শে ডিসেম্বর ১৮৬৫।

৬। আগড়পাড়ায় 'বিদ্যাসুন্দরম—৩১শে ডিসেম্বর ১৮৬৬।

৭। জনাইয়ের ইমপ্রুভমেন্ট সোসাইটির নাট্যবিভাগ কর্তৃক মধুসূদনের একেই কি বলে সভ্যতা—মে, ১৮৬৮।

৮। কৃষ্ণনগর কলেজ গৃহে ছাত্রমণ্ডলী কর্তৃক দীনবন্ধু মিত্রের নবীন তপস্বিনী—১৭ই জুলাই, ১৮৭০।

৯। হুগলী ঘুঁটিয়াবাজার নবনির্মিত বঙ্গভূমিতে চুঁচুড়া নিবাসী নিমাইচাঁদ শীলের চন্দ্রাবতী—১৫ই অক্টোবর ১৮৭০।

১০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতির উদ্যোগে চুঁচুড়ায় শ্যামবাবুর ঘাটের নিকট মল্লিকবাড়িতে লীলাবতী [দীনবন্ধু মিত্রের] —৫ই এপ্রিল, ১৮৭২।

১১। ঢাকায় মনোমোহন বসুর রামাভিষেক—৩০শে মার্চ ১৮৭২।

১২। তমলুকে মনোমোহন বসুর রামাভিষেক—১৩ই এপ্রিল, ১৮৭২।

১৩। গৌহাটিতে মনোমোহন বসুর রামাভিষেক—১০ই জুন, ১৮৭২।

এছাড়া,

১। অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শকুন্তলা গীতাভিনয় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার পূর্বেই ১৮৬৪ সনে একাধিকবার অভিনীত হয়।

২। ১৮৬৪ সনে বাগবাজার মদনমোহন তলায় কালিদাস সান্যালের নলদময়ন্তী গীতাভিনীত হয়।

৩। ১৮৬৫ সনের নভেম্বর মাসে জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে বৌবাজারের বিশ্বনাথ মতিলালের বাড়িতে এবং ২৫শে নভেম্বর শোভাবাজারের রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাদুরের বাড়িতে 'সাবিত্রী সত্যবান' গীতাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

৪। বৌবাজারের রাজেন্দ্র দত্তের বাড়িতে ১৪ই ও ২৫শে নভেম্বর ১৮৬৫ সনে মধুসূদনের পদ্মাবতী গীতাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

৫। ১৮৬৫ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তালতলার রামধন ঘোষের বাড়িতে পদ্মাবতী গীতাভিনয় সম্পন্ন হয়।

৬। সিমুলিয়ার বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্রের বাড়িতে শ্যামাপূজা উপলক্ষে চিত্রাঙ্গদা গীতাভিনয়—৩রা নভেম্বর ১৮৬৯।

উপরোক্ত তালিকাগুলির বিবরণ থেকে অভিনয়ের জন্য নাটক রচনার চাহিদা [মৌলিক ও অনুবাদ], প্রত্যেক নাট্যশালার সঙ্গে অন্তত একজন নাট্যকারের ঘনিষ্ঠ সংযোগ, ধনাঢ্য সামাজিকবৃন্দের [এ্যারিস্টোক্রাট] প্রত্যক্ষ উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় ও অজস্র অর্থব্যয়ে এক একটি অভিনয় অনুষ্ঠান সম্পাদন এবং পরবর্তীকালে তাঁদের উৎসাহ স্তিমিত হওয়ায় দল বা মঞ্চের বিলোপ সাধন এবং ইতস্তত বিচ্ছিন্নভাবে কখনও দেশী ক্ল্যাসিক নাটকের অনুবাদ, কখনও সামাজিক, কখনও পৌরাণিক নাটক আবার কখনও বা প্রহসন রচনা ও অভিনয়ের প্রবণতা 'সামাজিক'বৃন্দের মধ্যে দেখা যায়। মোটকথা, নাটক রচনা ও প্রযোজনার কোনও নির্দিষ্ট আদর্শ, রীতি বা পদ্ধতি স্থিরীকৃত হয় নি —এবং সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনের 'ন্যাশানাল থিয়েটারে'র স্বপ্নও স্বপ্নই থেকে যায়।

তারপর ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবে বাংলা নাটকের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয় এবং সামাজিক ও পৌরাণিক নাটক এবং প্রহসন রচনার অবারিত প্রবাহের সূত্রপাত হয়। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র ও 'বঙ্গদর্শন' লেখক গোষ্ঠীর সমাজ-সাহিত্য-ধর্মের বহুবিচিত্র সংস্কারমুখী প্রয়াসের ফলে বাংলা নবজাগরণের নতুন দিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। বাংলা নাটক রচনা [**মৌলিক ও অনুবাদ**] ও অভিনয়ের ক্ষেত্রেও ক্ল্যাসিসিজমের চর্চার রূপান্তর সাধিত হয়। এই রূপান্তরে হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠার [১৮৬৭] পর দেশাত্মবোধ জাগরণের জোয়ারের প্রভাবও বড় কম নয়।

প্রসঙ্গত ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ রঙ্গালয়গুলির [১৮৭২—৭৫] নামকরণে 'ওরিয়েণ্টাল' ও 'ন্যাশনাল'-এর প্রভাব লক্ষণীয় :

১।	ন্যাশনাল থিয়েটার—	১৮৭২
২।	হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার—	১৮৭৩
৩।	ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার—	১৮৭৩
৪।	বেঙ্গল থিয়েটার—	১৮৭৩
৫।	গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার—	১৮৭৩
৬।	দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার—	১৮৭৫
৭।	গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার [নবকলেবরে]—	১৮৭৫

□ বাংলা অনুবাদ-নাটক এবং রবীন্দ্রনাথ

নবজাগরণের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে পূর্বে আমরা সিদ্ধান্ত করেছি বাংলাসাহিত্যে নবজাগরণ-সঞ্জাত চেতনার বিভিন্নমুখী কর্মজ্ঞানপ্রয়াসের ফলশ্রুতিস্বরূপ আমরা রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছি। আমরা আরো বলেছি নবজাগরণের বিভিন্নমুখী চেতনা সঞ্চারণে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির—সামগ্রিক অবদান বিশেষত বিভিন্ন ভাষা থেকে বঙ্গানুবাদ প্রয়াসে (বিশেষ করে নাটকের ক্ষেত্রে) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবিস্মরণীয় অবদানের কথা। ঠাকুরবাড়ির বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিবেশে কিশোর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিক্রমণ শুরু করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় উপনিষদের কাব্যিক ও সাংগীতিক মানসিকতায় তিনি উদ্বুদ্ধ হন। যার ফলে পরবর্তীকালে উপনিষদের বেশ কিছু প্রত্যক্ষানুবাদ ছাড়াও অনেকগুলি মর্মানুবাদ কবিতা ও গীতাকারে আমরা পেয়েছি। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে যান এবং এক বছরের কিছু বেশি সময় সেখানে থেকে দেশে ফিরে আসেন। মনে রাখা দরকার ইতিমধ্যে বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নীলদর্পণ ও ঐ জাতীয় আরো কয়েকটি সাড়াজাগানো সামাজিক নাটক অভিনীত হয়েছে—হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠার পর দেশাত্মবোধের জাগরণে জাতীয় চেতনার পরিস্ফুটন বেশ কিছু মৌলিক নাটকেও দেখা দিয়েছে—বিদেশী শাসকশক্তি বাংলা নাটক রচনায় ও বাংলা রঙ্গমঞ্চে এই দেশাত্মবোধ চেতনার সম্প্রসারণে সন্ত্রস্ত হয়ে কুখ্যাত নাট্য-আইন চালু করেছেন।

এইসঙ্গে আমাদের আরো স্মরণ রাখতে হবে, পেশাদার রঙ্গমঞ্চে সেদিন দর্শকদের মনভোলানোর কাজ যথেষ্ঠ সার্থকতা লাভ ঘটলেও মনদোলানোর কোনো দুঃসাহসী চেষ্টা সেদিন প্রায় দেখা যায় নি। রুচির মাপেই নাটক লেখা ও অভিনয় করার প্রচেষ্টা হয়েছে সেদিন, কিন্তু বর্তমানের ন্যায়

স্বাধীনভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার মতো সাহসী সখের দলও তখন ছিল না। নাটক রচনা ও সাধারণ রঙ্গমঞ্চের এই হুজুকেপনার লজ্জাকর প্রয়াসের পাশাপাশি সেদিন স্বাধীন নাট্যপ্রবাহের একটি স্বতন্ত্র ধারা বইতে শুরু করেছিল। এ ধারার উৎসমুখ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি এবং ভগীরথ হলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই বাংলা নাট্য সংস্কৃতির অনেক স্মরণীয় তারিখের মধ্যে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ এই তারিখেই সাধারণের সামনে রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম নাটক (গীতিনাট্য) "বাল্মীকি-প্রতিভা" অভিনীত হয় এবং কুড়ি বছর বয়সের যুবক নাট্যকার প্রথম রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন। এই অভিনয়ের অনেক স্বনামধন্য দর্শকের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে বলেছেন— "দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকি-প্রতিভার জন্ম। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দেশী কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাদের বৈঠকী মর্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে। উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইয়া কাজে লাগানো হইয়াছে।"

সাহিত্যশিল্পের অন্য ক্ষেত্রে যেমন নাট্যজগতেও তেমনি রবীন্দ্রনাথ একদিকে সংস্কারভাঙ্গা বিদ্রোহী এবং অপরদিকে সচেতন ও সশ্রদ্ধভাবে ঐতিহ্যনিষ্ঠ। এই দুই সত্তার বিরোধ ও সমন্বয়ের দ্বারা তখনকার নাট্যমঞ্চের গতানুগতিকতা যেমন ভেঙ্গেছেন তেমনি দেশের অবহেলিত কথকতার নিজস্ব ধারাকেই নতুন পথে প্রবাহিত করেছেন। গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, সামাজিক নাটক, রূপক ও সাংকেতিক নাটক, প্রহসন, ঋতুনাট্য, নৃত্যনাট্য প্রভৃতি বিভিন্ন ফর্মে রবীন্দ্রনাথ প্রায় ৪৫ খানি নাটক রচনা করেছেন—এইসব রচনার বিস্তৃত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক—শুধুমাত্র এই সমস্ত রচনায় রবীন্দ্র-প্রতিভার যে বিশেষ মানসিকতা উদ্ঘাটিত হয়েছে তার স্বরূপ নির্দেশ করে এবং বাংলা অনুবাদ নাটকের গতিপ্রকৃতির যে বিশ্লেষণ আমরা পূর্বে করেছি তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাট্যপ্রতিভার সাজুয্য ও বৈসাদৃশ্যের সূত্র নির্দেশ করেই আমরা ক্ষান্ত হব।

এখন এই আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ নাট্যানুবাদকর্ম প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য নিবেদন করা দরকার।

কিশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ম্যাকবেথ অনুবাদ প্রসঙ্গে আসা যাক।

'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'ঘরের পড়া' অধ্যায়ে গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্বন্ধে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"ইস্কুলের পড়ায় যখন তিনি কোনোমতেই আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্যপথ ধরিলেন। আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব পড়াইতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া খানিকটা করিয়া ম্যাকবেথ আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সমস্ত বইটার অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেটি হারাইয়া যাওয়াতে কর্মফলের বোঝা এই পরিমাণে হাল্কা হইয়াছে।

"রামসর্বস্ব পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি আমাদের সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার ছিল। ……তিনি একদিন আমার ম্যাকবেথের তর্জমা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শুনাইতে হইবে বলিয়া আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া গেলেন। তখন তাঁহার ঘরের মধ্যে ঢুকিতে আমার বুক দুরু দুরু করিতেছিল, তাঁহার মুখচ্ছবি দেখিয়া যে আমার সাহসবৃদ্ধি হইল তাহা বলিতে পারি নাই; অতএব এখান হইতে খ্যাতি পাইবার লোভটা মনের মধ্যে খুব প্রবল ছিল। বোধকরি কিছুটা উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছিলাম। মনে আছে, রাজকৃষ্ণবাবু আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন নাটকের অন্যান্য অংশের অপেক্ষা ডাকিনীর উক্তিগুলির ভাষা ও ছন্দের কিছু অদ্ভুত বিশেষত্ব থাকা উচিত।"[৩৬]

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত মন্তব্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন[৩৭] ঃ

"সেই অনুবাদের (ম্যাকবেথের) আর সকল অংশই হারাইয়া গিয়াছিল কেবল ডাকিনীদের অংশটা অনেকদিন পরে ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।"

বাস্তবিকপক্ষে সৌভাগ্যক্রমে ম্যাকবেথের ডাকিনী অধ্যায়টি (প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য, প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য এবং চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্য) 'ভারতী' পত্রিকার ১২৮৭ সনের (১৮৮০) আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। নমুনাস্বরূপ ১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্যটি উদ্ধৃত করা হল ঃ

১ম ডাকিনী। ঝড়বাদলে আবার কখন
মিলব মোরা তিনজনে।
২য় ডাকিনী। ঝগড়াঝাটি থামবে যখন,
হারজিত সব মিটবে রণে।

৩য় ডাকিনী। সাঁঝের আগেই হবে সেত,
১ম ডা। মিলব কোথায় বলে দেত।
২য় ডা। কাঁটাখোঁচা মাঠের মাঝ।
৩য় ডা। ম্যাক্কো সেথা আসচে আজ।
১ম ডা। কটা বেড়াল! যাচ্ছি ওরে
২য় ডা। ঐ বুঝি ব্যাঙ ডাকচে মোরে।
৩য় ডা। চল্ তবে চল্ ত্বরা কোরে।
সকলে। মোদের কাছে ভালই মন্দ,
মন্দ যাহা ভাল যে তাই,
অন্ধকারে কোয়াশাতে
ঘুরে ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ প্রসঙ্গে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন[৩৮]:

"জীবনস্মৃতির মন্তব্য থেকে মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ ডাকিনীর উক্তিসহ সমগ্র ম্যাকবেথখানাই একই ধরনের ভাষা ও ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন। ভারতীতে প্রকাশিত ডাকিনীর উক্তিগুলির ভাষা ও ছন্দে বেশ একটু অদ্ভুত বিশেষত্ব রয়েছে। সমগ্র গ্রন্থখানি নিশ্চয়ই ওই ভাষা ও ছন্দে অনুবাদ করেননি। তাই মনে হয় ভারতীতে প্রকাশিত অংশটুকু জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে কৃত প্রথম অনুবাদ নয়। সম্ভবত ঐ অংশটুকু পরবর্তীকালে রাজকৃষ্ণবাবুর উপদেশানুসারে পুনর্লিখিত হয়ে ভারতীতে প্রকাশিত হয়।" অবশ্য বক্তব্যের সমর্থনে কোনো প্রামাণ্য তথ্য ডঃ সেন দেন নি, শুধু বোধহয় বলেছেন, "এখানে বলা প্রয়োজন যে, ভারতীর ডাকিনী অধ্যায়টির ভাষা ও ছন্দ দুয়েতেই লৌকিক রীতি অনুসৃত হয়েছে। সম্ভবত রবীন্দ্রসাহিত্যে এটিই লৌকিক ছন্দের সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত। সেদিক থেকেও রচনাটির বিশেষ মূল্য অবশ্য স্বীকার্য।"

প্রবোধচন্দ্রসেনের উপরোক্ত বক্তব্যপ্রসঙ্গে আর কোনো মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন বলেই মনে হয়।

প্রসঙ্গত পরবর্তীকালের বিশেষ করে গিরিশচন্দ্রের উপরোক্ত অংশবিশেষের (ম্যাকবেথ) অনুবাদকর্মের প্রশ্ন আসতে পারে এবং সেক্ষেত্রে বক্তব্য হল—গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ অধিকতর মূলানুরূপ এবং শব্দচয়ন ও ছন্দের জাদুকারিতায় তাঁর কৃতিত্ব অবশ্যই শ্রেয়তর। কারণ হিসাবে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের

অনুবাদকর্ম কিশোর বয়সের আর গিরিশচন্দ্রের পরিণত বয়সের। তাছাড়া নাটকের অভিনয়মূল্যের কথা স্মরণে রেখে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের অংশ অভিনয় না হওয়ায় মুদ্রিতাকারে প্রয়োজনীয় সংস্কার হয় নি, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ-নাটক (সম্পূর্ণ) তাঁরই নির্দেশনায় ও অভিনয়ে একাধিকবার সাফল্যের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হওয়ায় গ্রন্থাকারে মুদ্রণের সময় প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা হয়। বলাই বাহুল্য প্রত্যক্ষভাবে নাট্যানুবাদ রবীন্দ্রনাথ এই একটিই করেছিলেন। এর কারণ অনুসন্ধান করতে হলে পুনরায় আমাদের রবীন্দ্রনাট্যপ্রতিভার মৌলিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনার দিকে যেতে হবে।

রবীন্দ্র-মানস একান্তভাবে গীতধর্মী। এই মানস যে কাব্যেই শুধু আত্ম-প্রকাশ করেছে তা নয়, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক প্রভৃতি সর্বত্রই এর প্রকাশ দৃশ্যমান। মহাকাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোন মোহ ছিল না। তাই মধুসূদন সম্পর্কে যেমন তিনি সুবিচার করতে পারেন নি (অন্তত প্রথম জীবনে), তেমনি নিজের লিরিক-কল্পনাকে কটাক্ষ করে সকৌতুকে বলেছিলেন— "পুরাণচিত্র, বীরচরিত্র, অষ্টসর্গ, কৈলখণ্ড তোমার চণ্ড নয়নখড়্গ।" এই কৌতুক তাঁর নাটককেও স্পর্শ করেছে। গীতিকবিতা তাঁর মহাকাব্য সৃষ্টির যেমন অন্তরায় হয়েছে, তাঁর নাটককে সেইভাবে সম্পূর্ণ একটি নতুন ধারায় নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে। "আমায় হয়ত করতে হবে আমার লেখার সমালোচন"— তাঁর এই উক্তি বহুলভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর প্রথম সার্থক বিয়োগান্তক নাটক "রাজা ও রাণী" শেকস্‌পীয়রীয় রীতির ট্র্যাজেডি। কিন্তু পরিণত বয়সে রাজা ও রাণীর কঠোর সমালোচনা করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। আমূল পরিবর্তন (বিষয়বস্তু ও বিন্যাসের) করে প্রকৃতপক্ষে তিনি নতুন করে রচনা করেন "তপতী"। এর কারণ কি? সাধারণভাবে নাটক হল ঐকতান, তার পূর্ণ ফললাভ সমগ্রতায়। কিন্তু আমরা তো জানি যা বাঁশীর সুর তা একক। যিনি বাঁশীতে নিজের নিঃসঙ্গ সুরটিকে বিকীর্ণ করতে চান, ঐকতান নিয়ন্ত্রণ করবার প্রবণতা সর্বক্ষেত্রে তাঁর নাও থাকতে পারে। এই কারণেই রাজা ও রাণীর বিচিত্র চরিত্র, তার বিভিন্নমুখী ঘটনা ও আবেগের সংঘাত, উত্তরকালে একক সুরপন্থী রবীন্দ্রনাথের ভাল লাগে নি। রসসমন্বয়ের বিস্তৃত পটভূমিকা থেকে সরে গিয়ে তিনি রসৈকতার সংকীর্ণ ক্ষেত্র নির্বাচন করে নিয়েছেন। ফলে সমগ্র মানুষের ধূসর-প্রসর রাজপথ ছেড়ে, ধীরে ধীরে

ভাবসর্বস্বতার মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন সাংকেতিকতার জগতে, মিস্টিক অনুভূতির সূক্ষ্মতায়।

আসলকথা হল—প্রচলিত নাট্যরীতির সঙ্গে চুক্তির পালা প্রতি পদে তিনি ভঙ্গ করেছেন। শেকস্‌পীয়র, মেটারলিঙ্ক, স্ট্রীণ্ডবার্গ, হাউপ্টম্যান প্রভৃতি বিদেশী নাট্যকারদের দ্বারা তিনি বহুলভাবে প্রভাবিত হয়েছেন কিন্তু তাঁর স্ব-ভাবজ স্বাঙ্গীকরণ মাহাত্ম্যে তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিই এককভাবে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। রবীন্দ্র-মানসের এই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উক্তি স্মরণীয়—

"রবীন্দ্রমানসের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু মন জীবন জগতের প্রতি মানবিক দায়িত্বকে কোনদিন উপেক্ষা করেনি। তুষার-শীর্ষ থেকে ডানা মেলে দেওয়া সোনালী ঈগল সুদূরে আকাশের আহ্বানে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কিন্তু অরণ্য-নদী-জনপদের সঙ্গে যে তার রক্তনাড়ীর সংযোগ, সে কথাটিও সে কোনোদিন ভোলেনি। সমসাময়িককালে সংঘটিত প্রতিটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, প্রত্যেকটি প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম পক্ষপাত। দিনবদলের পালায় নতুন মানুষের যে দামামা-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে—মৃত্যুর পূর্বেও সমগ্র অন্তর দিয়ে তাকে আশীর্বাদ জানাতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি।"

সুতরাং, "বস্তুরেখা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কাব্য-নাট্যের লিরিক-উল্লাসে, তারপর রোমান্টিসিজমের অনির্দেশ আনন্দময়তা থেকে মিস্টিক অনুভূতির ধ্যানপ্রত্যয়ে, জীবনের সীমাবদ্ধতা থেকে অপার দিগন্তে আর দিগন্ত ছাড়িয়ে শেষপর্যন্ত অনন্তে,—রবীন্দ্রনাট্যধারার বিবর্তনের মূল সূত্রটি হল এই।" আর সেইজন্যই বিচ্ছিন্ন রূপ ও রসের নাটকরচনা ও প্রযোজনা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জীবন সায়াহ্নে এসে নাটক প্রযোজনা সম্বন্ধে তিনি বলতে পেরেছিলেন—"আমি চিত্রপট চাই না, চিত্তপট চাই।"

অতএব উনিশ শতকের নবজাগরণের যে মানসিকতা থেকে বাংলাসাহিত্যে অনুবাদ নাটকের সূচনা ও জোয়ার দেখা দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তার সর্বতোমুখী ধারার মিলনমুখ হয়েও দেশীবিদেশী বিভিন্নভাষায় নাটকানুবাদ কর্মে উৎসুক ও তৎপর হন নি—কারণ সর্বদেশিক সর্বকালিক ও সর্বমানবিক প্রতিভার ব্যাপক স্বাঙ্গীকরণ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে তিনি তাঁর স্ব-ভাবজ বৈশিষ্ট্যে মৌলিক নাট্যসৃষ্টিতে উৎসাহী ও তৎপর হয়েছেন। তাই বাঁধাপথে বাংলা মৌলিক ও

অনুবাদ নাটক যখন হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে অগ্রসর হয়েছে তখন স্বতন্ত্র পথে ও বিশিষ্ট বেগে তাঁর মৌলিক নাটকাবলী রচিত এবং প্রযোজিত হয়ে বিশ্বসাহিত্যে ও সংস্কৃতির দরবারে বঙ্গসাহিত্য-সংস্কৃতির জন্য এক স্থায়ী আসনের ব্যবস্থা করেছে।

সুতরাং সমগ্র 'পূর্বকথন' অংশের উপসংহারে আমাদের আলোচনার সার-সংক্ষেপ স্বরূপ বলা যায়—

(১) বাংলা মৌলিক নাটকের অভাব মেটাতে উনিশ শতকে নবজাগরণের অন্যতম বাণী 'রিভাইভাল্ অফ্ ক্লাসিক্যাল লার্নিং' আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই শতকের বিশেষত দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম তিন দশকে অনুবাদ নাটকের যে জোয়ার এসেছিল ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর নট-নাট্যকার-নির্দেশকরূপে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের এবং তার কিছু পরে অপেশাদার মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের ফলে তা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে যায়।

(২) ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটির অভিনয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অবশ্য ব্যতিক্রম শুধু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ঘটে। তাঁর অনূদিত নাট্যগ্রন্থগুলির ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মাত্র দুটির গ্রন্থাকারে প্রকাশ ঘটে।

(৩) উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের প্রধান নাট্যকারদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যতীত আর কেউই প্রায় (মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশ, অমৃতলাল, রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি) অনুবাদ নাট্যকর্মে তৎপর হন নি।

(৪) বাংলা অনুবাদ নাটকগুলি বাংলা সাহিত্যে মৌলিক নাটকের পুরোপুরি অভাব মেটাতে না পারলেও প্রত্যক্ষভাবে অন্তত আংশিক অভাব পূরণ করেছে এবং অপ্রত্যক্ষভাবে মৌলিক নাটক রচনায় সত্যিকার নাট্যকারদের অনুপ্রাণিত ও তৎপর করেছে। বলাবাহুল্য, এ বক্তব্য বাংলা নাট্য সাহিত্যের সাম্প্রতিক কাল প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য।

দ্রষ্টব্য :

১। নট-নাট্য নাটক : ডঃ সুকুমার সেন, পৃষ্ঠা ৯৭। এই গ্রন্থের ১০১ পৃষ্ঠায় 'নাটয়াতি', 'রূপয়াতি', 'সূচয়াতি' আলোচনাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৩৪-৩৫ দ্রষ্টব্য।

৩। "The first English theatre to be established in Calcutta was at Lalbazar in 1756, the year before the battle of Plassey. It was probably situated somewhere on the Eastern side of the juction of the present Lalbazar Street and Mission Row, opposite to the site where the old Court house originally stood"—The Bengali Drama : Dr. P. Guha Thakurta, Chapter IX, page 40. কিন্তু অমল মিত্র তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন ১৭৫০ সাল নাগাদ এই প্লে-হাউস প্রতিষ্ঠিত হয় ("About the middle of the Eighteenth Century the English Theatre was established with a dance-hall attached. On a map of Calcutta by Wills prepared in the year 1753 this theatre appears on the South-West corner of Lalbazar Street The offices of Martin Burn Ltd. now stand on that spot"—'A peep into the past of Calcutta's Early days and the city's first Play House' by Amal Mitra, Amrita Bazar Patrika, October 17, 1954. Lt. William Wills এর ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত—The Map of Calcutta The Statesman পত্রিকায় ১লা মে, ১৯৫৫ তারিখে মুদ্রিত হয়।

৪। "The Theatre was built at a cost of about a lac of rupees, raised by subscription shares of one hundred rupees each. Warren Hastings, Chief Justice Sir E. Impey and General Monson were among the subscribers"—

The Bengali Drama : Dr. P. Guha Thakurta, page 41 ;

এবং

'100 years of Shakespearean Drama on Calcutta Stage' by Amal Mitra, Hindusthan Standard, August 28, 1956.

৫। জেম্‌স্‌ প্রিনসেন্‌—কমলাকান্ত বিদ্যানন্দকর, উইলিয়ম জোন্স্‌—জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, উইলিয়ম কেরী—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, কোলব্রুক—জয়গোপাল তর্কালংকার, হোরেস হেম্যান উইলসন—শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি ও যোগধ্যান মিশ্র (প্রবাসী), ই. বি. কাওয়েল—মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

৬। উল্লেখযোগ্য শিক্ষালয়গুলি হল :

ক। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে হিউজ সাহেব আর্মানী গীর্জার কাছে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

খ। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেগ্‌থ সাহেব বৈঠকখানার কাছে তাঁর বাগানবাড়িতে একটি বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করেন।

গ। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে আর্চার সাহেব একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

ঘ। আনন্দিরাম দাস নামে এই সময়ে একজন লোক নিজের বাড়িতে স্কুল খোলেন। সেখানে হিন্দু ছেলেরা পড়ত।

ঙ। ১৭৭৪ সাল নাগাদ শ্রীরামনারায়ণ মিশ্র একটি ইংরাজি শিক্ষার জন্য স্কুল খোলেন।

চ ও ছ। ফ্যারেল্‌স সেমিনারী ও ধর্মতলা একাডেমিও ইংরাজি শিক্ষার স্কুল ছিল।

জ। ক্যানিঙ সাহেবের স্কুলে রাধাকান্ত দেব শিক্ষালাভ করেন।

ঝ। শেরবর্ণ সাহেবের স্কুলে দ্বারকানাথ ঠাকুর শিক্ষিত হন। এছাড়া মোহন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু, ভুবন দত্ত, শিবু দত্ত, আরটুন পিটার্স, শরবোর্ণ সাহেবের পৃথক পৃথক স্কুল ছিল। [রাজনারায়ণ বসু প্রণীত এবং অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত (১৯৫৫)]

৭। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড [১৮২৪—১৮৫৮], পৃষ্ঠা ১। অবশ্য ব্যতিক্রম স্বরূপ

উল্লেখযোগ্য হল—১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস উইলকিনস ও পঞ্চানন কর্মকারের যুগ্ম প্রচেষ্টায় বাংলা হরফের জন্য এবং কলেজের নিজস্ব ছাপাখানায় কলেজ প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মুদ্রণের ব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী ফল।

৮। Rules of the Hindu College, Presidency College Register—Part I, 1927.

৯। "The Renaissance began in Italy in the 14th Century and gradually spread over Western Europe, until the domination of Scholarsticism, of feudalism, and of the Church in Secular matters was displaced by nationalism. Its precursor was 'The Revival of Learning', incident upon the recovery of classical Greek and Roman literature, led by Petrach and Boccacio and resulting in humanism. The movement soon extended to and transformed manners, philosophy, science, religion, politics and art"—New Standard Dictionary, Vol III, page 2084.

১০। 'Abridgment of the Vedant' গ্রন্থের [১৮১৬] ভূমিকায় তাই রামমোহন লিখেছেন—

"By taking the path which conscience and sincerity direct, I, born a Brahman, have exposed myself to the complainings and reproaches even of some of my relations, whose prejudices are strong, and whose temporal advantage depends upon the present system."

১১। নৃ-বিজ্ঞানীরা বলেন ইনডিভিজুয়াল নয়, সবার উপরে কলেকটিভই সত্য। মানুষের ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীন বিচারবুদ্ধি সমষ্টির কাছে ধিকৃত ও লাঞ্ছিত হয়। কিন্তু বুদ্ধিহীন দলবদ্ধতা মানবিক বৃত্তি

নয়, পাশবিক বৃত্তি। বুদ্ধিমান বিচারশীল মানুষের স্বেচ্ছাধীন সংঘবদ্ধতা থেকেই সমাজের উৎপত্তি এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশ।

১২। 'Free-thinkers' by Robert Eisler—Encyclopaedia of Social Sciences (1951 Print), Vol. 6,

১৩। বাংলা নবজাগরণে বিদ্বৎ-সভার দান : রামমোহন ডিরোজিও যুগ, বিনয় ঘোষ, বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

১৪। বাংলা রেনেসাঁস ও হিন্দু ঐতিহ্য : বিনয় ঘোষ, উত্তরসূরী পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

১৫। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল রচিত 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' গ্রন্থের প্রসন্নকুমার ঠাকুর অধ্যায়।

১৬। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১১—১৩।

১৭। "চৈতন্যদেবের পর ইহার জন্ম, রাজা রামমোহন রায়ের পর ইহার মৃত্যু" [বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন, ১২৮১]—পরবর্তীকালের এই মন্তব্যের সত্যতার নিদর্শনের সূচনা তখনই হয়েছে।

১৮। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃষ্ঠা ১২।

১৯। Recollections of Alexander Duff : Rev. Lalbehari Dey (London 1879), page 24.

২০। ডিরোজিও-র Harp of India, Love's First Feeling, The Fakir of Jungheera, My Dream, The Deserted Girl, Address to the Greeks, The Greeks at Marathan.—প্রভৃতি কবিতা পরবর্তীকালের রঙ্গলাল-মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের আখ্যান-কাব্যের এবং ঈশ্বরগুপ্ত-রঙ্গলাল-মধুসূদন-বিহারীলাল প্রমুখ গীতিকবিদের প্রেরণাস্বরূপ। আর রিচার্ডসন ছিলেন মধুসূদনের শৈশবকালীন লিখিত কবিতার প্রধান উৎসাহদাতা ও সংশোধক। মধুসূদনের কাব্য-মতামত গঠনে তাঁর প্রভাব অপরিসীম।

২১। বাংলা কবিতার নবজন্ম : সুরেশচন্দ্র মৈত্র, পৃষ্ঠা ৯৬।

২২। বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ [বিনয় ঘোষ এর] ১ম খণ্ডের ১ম প্রবন্ধ 'নবযুগের মানুষ বিদ্যাসাগর'।

২৩। "বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্তমান পণ্ডিত হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্মের উপর যে অস্ত্রাঘাত আছে সে আঘাতে বেদনাবোধ ও কথঞ্চিৎ চেতনালাভ করিত। বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই লোকাচার দেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না।"

—রবীন্দ্রনাথ।

২৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২০৫।

২৫। ডঃ মদনমোহন গোস্বামী সম্পাদিত The Disguise-এর বঙ্গানুবাদ (কাল্পনিক সংবদল) প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন তাঁর সুবিখ্যাত বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকায় যে সমালোচনা করেছেন তা প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

Love is the best doctor-এর অনুবাদ প্রসঙ্গে ডঃ বৈদ্যনাথ শীল তাঁর বাংলা সাহিত্যে লঘুনাট্যের ধারা'র ১০০ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেছেন :—"হেরাসিম লেবেডেফ যখন বাংলা রঙ্গমঞ্চের ও অভিনয়ের সূচনা করেন, তখন তিনি মলিয়ারের Love is the best doctor বইখানির অনুবাদ দিয়াই তাঁর অভিনয়ের সূচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।" ডঃ শীলের আলোচ্য মন্তব্য শুধু অযৌক্তিক নয়—একান্তভাবে দায়িত্বহীনও বটে কারণ তিনি তাঁর মন্তব্যের সমর্থনে কোন প্রামাণিক তথ্য পরিবেশন করেন নি।

২৬। "মঙ্কটনকে বাংলায় শেকস্‌পীয়রের প্রথম অনুবাদক হিসাবে সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু নিছক ঐতিহাসিক ঘটনা ছাড়া এই অনুবাদের মূল্য নেই। অনুবাদ করা হয়েছিল ক্লাসের এক্‌সারসাইজ হিসাবে। ছাপা হয়েছিল বলে জানা যায় না; সুতরাং ক্লাসের বাইরে তার প্রভাব যেতে পারে নি। লং সাহেব তাঁর ক্যাটালগে অনুবাদের তারিখ দিয়েছেন ১৮০৫। কলেজের রিপোর্ট অনুসারে ১৮০৯ হবে।"—বাংলায় শেকস্‌পীয়র-চর্চা : চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ২১বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭১।

২৭। "গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে সানসপশি নামক থিয়েটারে যেরূপ সমারোহ হইয়াছিল বহুদিবস হইল ঐরূপ সমারোহ হয় নাই, কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের সাহেব ও বিবি এবং এতদ্দেশীয় বাবু ও রাজাদিগের সমাগম দ্বারা নৃত্যাগারের শোভা অতি মনোরম হইয়াছিল, মেং বেরি সাহেবের অনুষ্ঠানেরও কোন ত্রুটি হয় নাই, তিনি সকল বিষয় অতি সুনিয়মে নির্বাহ করিয়াছেন, এতদ্দেশীয় নর্ত্তক বাবু বৈষ্ণবচাঁদ আঢ্য ওথেলোর ভঙ্গি ও বক্তৃতার দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, তিনি কোনরূপে ভীত অথবা কোন ভঙ্গি অবহেলন করেন নাই, তিনি চতুর্দ্দিগ হইতে ধন্য ২ শব্দ শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাঁহার উৎসাহ এবং সাহসও বদ্ধমূল হইয়াছে,......" (সংবাদ প্রভাকর ১৮৪৮, ২১ এ আগস্ট সোমবার)। এই নাটক একই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দ্বারা ঐ বৎসর পুনরায় ১২ই সেপ্টেম্বর অভিনীত হয়।—বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৭।

শ্রীঅমল মিত্র তাঁর "First Indian Othello on English Stage শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে (The Hindusthan Standard December 12, 19 & 26, 1954) বিস্তৃত তথ্য ও তত্ত্বসহযোগে জানিয়েছেন যে, এই অভিনয় প্রথম আয়োজন ১০ই আগস্ট হয় কিন্তু অভিনয় অনুষ্ঠানের মাত্র দু ঘন্টা আগে দমদমের মিলিটারী কম্যান্ডারের এক অদ্ভুত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সেই অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। কর্মাধ্যক্ষ ব্যারী মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলি নোতুন শিল্পীকে তৈরী করে পরের সপ্তাহে ১৭ই আগস্ট অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পীদের মধ্যে ডেসডিমোনার ভূমিকায় মিসেস্ অ্যান্ডারসন, ক্যাসিওর ভূমিকায় মিঃ ব্যারীর নাম পাওয়া যায়। ইয়াগোর ভূমিকায় একজন অ্যামেচার অভিনেতা অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

২৮। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে গুরুদাস হাজরা 'রোমিও এবং জুলিয়েটের মনোহর উপাখ্যান', ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ডঃ এডওয়ার্ড বোয়ার-কৃত 'মহাকবি সেকস্পীর' প্রণীত নাটকের এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের চার্লস্ ও মেরী ল্যাম্বকৃত গ্রন্থ অবলম্বনে অপূর্ব্বোপাখ্যান প্রকাশিত হয়। ডঃ বোয়ারের ও মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের গ্রন্থগুলি ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়।

২৯। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, দ্বিতীয় খণ্ড,

পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৬-২৭ এবং বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৫-২৬।

২৯ক। প্রিয়নাথ সেন রূপক স্বপ্নপ্রয়াণ রচনায় স্পেনসারের গদ্যে লিখিত 'ফেয়ারী কুইন' এবং বানিয়নের গদ্যে লিখিত জগদ্বিখ্যাত 'পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস'এর প্রভাব ও সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন।—"দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণের মূলে প্রত্যক্ষ প্রভাব যদি কোন কিছুর থেকে থাকে তবে ঈশ্বর গুপ্তের বোধেন্দুবিকাশ এবং সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের প্রভাবই ছিল। বোধেন্দুবিকাশ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ছন্দসচেতনতা ও ভাষাসচেতনতা লাভ করে থাকলেও মূলে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের দ্বারাই তিনি বক্তব্য বিস্তারে অনুপ্রেরণা লাভ করে থাকবেন।"—কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভবতোষ দত্ত, 'এক্ষণ' পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৭১।

২৯খ। কিঞ্চিৎ জলযোগ—১৮৭২, হঠাৎ নবাব—১৮৮৪, হিতে বিপরীত—১৮৯৬, অভিজ্ঞান শকুন্তলা—১৮৯৯, উত্তরচরিত—১৯০০, রত্নাবলী—১৯০০, মালতীমাধব—১৯০০, মৃচ্ছকটিক—১৯০১, মুদ্রারাক্ষস—১৯০১, বিক্রমোর্ব্বশী—১৯০১, মালবিকাগ্নিমিত্র—১৯০১, মহাবীরচরিত—১৯০১, চণ্ডকৌশিক—১৯০১, বেণীসংহার—১৯০১, প্রবোধচন্দ্রোদয়—১৯০২, নাগানন্দ—১৯০২, দায়ে পড়ে দারগ্রহ—১৯০২, বিশ্বশালভঞ্জিকা—১৯০৩, রজতগিরি—১৯০৪, ধনঞ্জয় বিজয়—১৯০৪, কর্পূরমঞ্জরী—১৯০৪, প্রিয়দর্শিকা—১৯০৪ ও জুলিয়াস সীজার—১৯০৭।

২৯গ। "সংস্কৃত রীতি অনুসারে ইহা নাটকই হয় নাই; কাটকুট করিলে রচনাটি সমুদয় নষ্ট হইবে। আমার ইহা সংশোধন করিতে ইচ্ছা নাই। বোধ হয়, কোন ইংরেজি-শিক্ষিত নব্যবাবুর রচনা হইবে।"

(যোগেন্দ্রনাথ বসু রচিত 'মাইকেল মধুসূদন জীবনচরিত', পৃষ্ঠা ২২৯)।

৩০। "বাঙ্গালা নাটকের আদর্শ খুঁজিতে গিয়া স্বভাবতই কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলার প্রতি মধুসূদনের মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। শকুন্তলার একটি শ্লোকে মধুসূদন প্রকল্পিত নাটকের কাহিনীসূত্রের সন্ধান পাইলেন। ......শর্ম্মিষ্ঠার ঘটনা সংস্থানেও কালিদাসের নাটকের প্রভাব দুর্লক্ষ নয়। ......এমন কি শকুন্তলার কোন কোন ছত্রের অনুবাদ বা বাংলা প্রতিধ্বনিও শর্ম্মিষ্ঠার বহুস্থানে আছে।"—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : ডঃ সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬৬।

৩১। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস : ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১০৬—১০৮ এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা : ভূদেব চৌধুরী, দ্বিতীয় পর্যায়, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩২৭।

৩২। যোগেন্দ্রনাথ বসু রচিত 'মাইকেল মধুসূদন জীবন-চরিত', পৃষ্ঠা ২৩১।

৩৩। নিজের রচিত প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'র প্রযোজনা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে তিনি লিখেছিলেন :

"Should the drama ever again flowrish in India, posterity will not forget these noble gentlemen the earilest friends of our rising National Theatre."

৩৪। + চিহ্নিত নামগুলি অনুবাদ নাটকের নাম।

৩৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' পৃষ্ঠা ৫৯-৭২।

৩৬। জীবনস্মৃতি / সুলভ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, আষাঢ়, ১৩৭০ পৃষ্ঠা ৬১-৬২

৩৭। রবীন্দ্রজীবনী ১ম খন্ড, সংশোধিত সংস্করণ, পৌষ ১৩৬৭, পৃষ্ঠা ৯২।

৩৮। 'রবীন্দ্রনাথের বাল্য রচনা' প্রবন্ধ, ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও ডঃ শিশিরকুমার দাস সম্পাদিত "শশিভূষণ স্মারক গ্রন্থ", পৃষ্ঠা ১১০।

সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ

শেকস্‌পীয়রের নাটকের ভক্তদের সম্বন্ধে ভার্জিনিয়া উলফ্ বলেছিলেন: তিন ধরনের শেকস্‌পীয়র-ভক্ত আছেন—এক, যাঁরা ঘরে বসে শেকস্‌পীয়র পড়া বেশী পছন্দ করেন, দ্বিতীয় দলে আছেন সেই ভক্তরা যাঁরা রঙ্গমঞ্চে ছুটে যান শেকস্‌পীয়রের নাটক দেখতে আর তৃতীয় দলটি একবার বই অন্যবার রঙ্গমঞ্চের মধ্যে ক্রমাগত ছুটোছুটি করে বেড়ান।

মনে হয় সংস্কৃত শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি সম্বন্ধে উনিশের শতকে নবজাগরণের পটভূমিকায় শিক্ষিত বাঙ্গালীদের অবস্থাও প্রায় একইরকম ছিল। এই টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই পরবর্তীকালে সাময়িক ও স্থায়ীভাবে নতুন নতুন রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মূল সংস্কৃত নাট্যাভিনয়, বাংলা ও ইংরাজি অনুবাদগুলির অভিনয় এবং দেশের বিভিন্ন শিক্ষায়তনে এসব নাটক পাঠ্যসূচী-ভুক্ত হওয়ায় পঠন-পাঠন সুরু হয়েছিল।

সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় আলোচিত হওয়া দরকার—তা হল, সংস্কৃত নাটকে ভারতীয় বিভিন্ন রাগরাগিনী ও তালের উল্লেখসহ [অনুল্লেখও আছে] সঙ্গীতের স্থান। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন নির্দেশানুযায়ী নাটকে 'সঙ্গীত' একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় এবং অধিকাংশ সংস্কৃত নাট্যকারই ভরতের নির্দেশগুলি অল্পবিস্তর পালন করেছেন। উনিশ শতকে [বিংশ শতকেও] অনুবাদকেরা সংস্কৃত নাটকে সঙ্গীতের স্থান সম্পর্কে তাই মোটামুটিভাবে অবহিত ছিলেন এবং মূল নাটকের অনুবাদকর্মে তাঁরা যেমন যথাযথ, রূপান্তরিত, সংক্ষিপ্ত ও বহুলাংশে মূল বর্জিত রীতি-পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তেমনি সঙ্গীতের অনুবাদকর্মেও একইভাবে তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন। শূদ্রক, কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি সংস্কৃত নাট্যকারগণ নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রয়োগ-পরীক্ষা করেছেন। গানগুলি অবশ্য সংস্কৃত ভাষায় নয়, প্রাকৃত বা অপভ্রংশে রচিত হয়েছে।

যেমন 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে মহারাষ্ট্রী-প্রাকৃতে কিন্তু 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকে শৌরসেনী অপভ্রংশে। ফলে গীত-সম্বলিত তাঁদের নাটকের দৃশ্যগুলি পরবর্তীকালের সমালোচক ও নাট্যবিদগণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা পেয়েছে। এমনকি, এই সমস্ত নাট্যকার বিভিন্ন দৃশ্যে পাত্রপাত্রীদের কথোপকথনের সংলাপে সংগীতের বিভিন্ন বিষয় ও প্রয়োগ-পদ্ধতির ইংগিত দিয়েছেন। তাছাড়া যেহেতু নাটক শুধু 'কাব্য'নয় 'দৃশ্য'ও বটে, তাই অনেক ক্ষেত্রেই বংগানুবাদকগণ তাঁদের অনুবাদকর্মে নাটকের 'অভিনেয়তা'র দিকে প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দিয়েছেন।

উনিশের শতকে বাংলা নাট্যানুবাদকগণের অনেকেই সূচনায় তাঁদের অনূদিত নাটকের প্রয়োগ সম্ভাবনা ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সুবিধা-অসুবিধার কথা স্মরণ করতেন এবং তদনুযায়ী অনুবাদকর্মে নিজ রীতি বা পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন।

□ শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক'

'মৃচ্ছকটিক' নাটকের রচনাকার, এবং রচনাকাল নিয়েও পণ্ডিতগণের মধ্যে মতান্তরের শেষ নেই, বরং মহাকবি কালিদাস অপেক্ষা শূদ্রকের আবির্ভাবকাল নিয়ে মতানৈক্য অপেক্ষাকৃত বেশী।

ডঃ কৃষ্ণ মাচারিয়া বলেছেন—শূদ্রককে ১ম শতাব্দীর শেষের দিকের কবি বা নাট্যকার বলা যেতে পারে ("On this consideration Sudraka may be assigned to the end of the 1st. Century A. D."—History of Classical Sanskrit Literature, Page 575)। ডঃ মজুমদার বলেন শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' কালিদাসের আগে কিংবা পরে লেখা তা নির্ণয় করা কঠিন তবে পূর্ববর্তী মতটিই সাধারণত গৃহীত হয়ে থাকে। অধ্যাপক পিশেল (Prof. Pischel) 'লিম্পতীব তমোহঙ্গানি' কথাগুলির উপর ভিত্তি করে শূদ্রককে দণ্ডীর সমসাময়িক ও দণ্ডীকেই মৃচ্ছকটিকের আসল রচয়িতা বলেছেন। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের ঐতিহাসিক ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয়ও বহু বিচিত্র মতের উল্লেখ করেছেন।[১]

মৃচ্ছকটিক সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশানুযায়ী প্রকরণ জাতীয় নাটক [দৃশ্যকাব্য]। সঙ্গীতের উপাদানও তার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। কাজেই সঙ্গীতের ইতিহাসেও এর মূল্য কম নয়। এই নাটকের মধ্যে

"কৃতঞ্চ সঙ্গীতকং ময়া" শব্দ কয়টি দিয়ে নাট্যকার সংগীতের আলোচনা শুরু করেছেন। এ প্রসংগে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন:[২]

"চারুদত্ত রেভিলের গান শুনে বলেন: 'বয়স্য, সুষ্ঠু খলু্দ্যে গীতং ভাবরেভিলেন।' রেভিলের গান বা গীতি অনুরাগের উদ্রেক করে, তা মধুর; পূর্বাপর সমান—কোথাও ভাবের ব্যতিক্রম আনে না এবং সুস্পষ্ট, ভাবযুক্ত, কোমল ও চিত্তাকর্ষক; বর্ণের মূর্চ্ছনার মধ্যে উচ্চ শেষে, কোমল, অবলীলাক্রমে অবরুদ্ধ, রাগ দুবার উচ্চারিত অর্থে রাগের আলাপের আবৃত্তি হয় ও স্বরলহরী বীণা প্রভৃতি বাদ্যের সংগে সুসংগত। চারুদত্তের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় শূদ্রকের সময় সংগীতের আলাপ ও অনুশীলন শাস্ত্রানুযায়ী ও নিয়মবদ্ধ ছিল। বীণা, বংশ [বেণু] ও মৃদংগের ব্যবহার ছিল। নারীরাও মৃদংগ বাদ্যে পারদর্শিনী ছিল। বংস / বংশ / বাঁশী তথা বেণুর সাতটি ছিদ্রে সাতটি স্বরের বিকাশ ছিল। শূদ্রক ৫ম অংকে তুম্বুরু ও নারদের নামোল্লেখ করেছেন ['তুমুল নালদে বা']। মৃদঙ্গকে তিনি 'পণব' বলেছেন। ভরতও নাট্যশাস্ত্রে পণব ও পুষ্করকে মৃদংগ শ্রেণীভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। সমবেত সংগীতের তখন যথেষ্ট প্রচলন ছিল। শূদ্রক কখনো কখনো সংগীতকে মেঘের শব্দের সংগে তুলনা করেছেন ['মেঘস্তনিত']। মোটকথা 'মৃচ্ছকটিক নাটকে উল্লিখিত বীণা, বেণু, মৃদংগ, পণব, দদুর, নৃত্য, গীত; নাট্য; সমীকৃত সংগীত এ সমস্তই সুষ্ঠু সংগীতানুশীলনের পরিচয় দেয়।"

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের ইতিহাসে মৃচ্ছকটিক নাটকটি নানা কারণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অনূদিত গ্রন্থের ভূমিকায় এ বিষয়ে সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[৩] এই নাটকে তদানীন্তন ভারতীয় ধর্ম, সামাজিক রীতি-নীতি; লোকাচার, বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতির সুবিস্তৃত চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন:

"……সেই সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের বিলক্ষণ প্রভাব ছিল অথচ বৌদ্ধ ও হিন্দুদিগের মধ্যে কোন প্রকার বিদ্বেষভাব ছিল না। সাধারণ লোকে যদিও প্রচলিত হিন্দুধর্ম অনুসারেই পূজা-অর্চ্চনা ক্রিয়াকর্ম সমস্তই করিত; কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিও তাহাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল এবং তাহাদের আচরণেও বৌদ্ধ নীতির প্রভাব বিলক্ষণ সংক্রামিত হইয়াছিল।……বৌদ্ধ ধর্মের নীতি তত্ত্বগুলি এই নাটকে অতি জীবন্তভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাই বেশ্যাকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও বসন্তসেনা সদগুণে বিভূষিত; রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও 'শকার' খল-

পরনাই নীচভাবাপন্ন, 'স্থাবরক' দাস হইয়াও ধর্মপরায়ণ এবং 'শর্বিলক' ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও চৌর্যবৃত্তিরত।

এই নাটকে পরস্পর বিসদৃশ দুই শ্রেণীর চরিত্রের চিত্র পাশাপাশি চিত্রিত হইয়াছে। যেমন একদিকে চারুদত্ত সাধুজনের আদর্শ চিত্র। সাধুজনের সমস্ত লক্ষণ চারুদত্তের চরিত্রে ও অসাধুজনের সমস্ত লক্ষণ শকারের চরিত্রে পূর্ণরূপে বিদ্যমান।

এই নাটক পাঠে জানা যায় সে সময় দাসত্বপ্রথা প্রচলিত ছিল এবং গ্রীকদিগের 'হিটিরির' ন্যায় একদল উচ্চশ্রেণীর বেশ্যাও ছিল। তৎকালে নাগরিক সমৃদ্ধি ও বিলাসিতা যে চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছিল, তাহা বসন্তসেনার ভবনবিভবের বর্ণনা পাঠ করিলেই বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়।

সে সময়কার সরল বিচার পদ্ধতিতে যদিও এখনকার ন্যায় ততটা বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতা ছিল না, তবু দেখা যায়, সুবিচারের দিকে বিচারপতির বিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং বিশুদ্ধ রীতি অনুসারেও বিচার কার্য সম্পাদিত হইত। তবে দণ্ডবিধানের ক্ষমতা রাজার হস্তে থাকায়, বাস্তবিক সুবিচার হওয়া না হওয়া অনেকটা রাজার উপর নির্ভর করিত।"

এরপর এই নাটকের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন :

"এই নাটকটি আলঙ্কারিক কৃত্রিমতা হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত। যে যে স্থলে হাস্যরসের প্রসঙ্গ আছে, তাহা 'বিদূষক', শ্রেণীর হাস্যরস অপেক্ষা উচ্চদরের—তাহাতে বেশ একটু নূতনত্ব আছে এবং ইহার করুণরসের উক্তিগুলিও স্থান বিশেষে মর্ম্মস্পর্শী—অতীব স্বাভাবিক।

আমাদের নিকট এই নাটকটির আর একটি বিশেষ মূল্য এই—সেই সময়কার আইন আদালত, পুলিস-চৌকিদার, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার—এককথায় সমস্ত নাগরিক জীবনের চিত্র ইহাতে জীবন্তরূপে চিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। ফলকথা, এই শ্রেণীর নাটক সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে আর দ্বিতীয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"

এই নাটকের 'শকার' চরিত্র সমগ্র সংস্কৃত তথা ভারতীয় সাহিত্যে এক অনন্যসাধারণ সৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ আলংকারিক অধ্যাপক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয় একাধিক স্থলে সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেন :[৪]

"এই চরিত্র এক যুগচেতন কবিকল্পনার অনবদ্য সৃষ্টি। সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের এই পাত্রের এই নামে বা নামান্তরে, কখনও সামান্য রূপান্তরের সহিত প্রচলন সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন পন্ডিতগণের নিকট পরিচিত হইলেও সাধারণ সংস্কৃত পাঠকের পক্ষে মৃচ্ছকটিকের শকারই শকার পদবাচ্য। ......মামুলী হাস্য-রসোদ্দীপক চরিত্র হইতে যেমন ইহা বিলক্ষণ, পাশ্চাত্য কবি কল্পনার 'ডেভিল' বা দুর্বৃত্তের ধারণা হইতেও ইহা তেমনই বিলক্ষণ, যদিও বাক্যভঙ্গীতে প্রথমটির ও আখ্যানবস্তুকে গতি দিবার দিক দিয়া দ্বিতীয়টির সহিত এই চরিত্রের যোগ সুস্পষ্ট।

পৌরাণিক আখ্যানের কোন বিশেষ চরিত্রের [বিরাট রাজার শ্যালক কীচকের] আদর্শে ইহা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেও এবং আগন্তুকে [illegible] জটিল আবর্তের আলোড়ন ও বিলোড়নে ইহা বস্তুস্থিতির অনুমাপক হইলেও ইহা কবি প্রতিভার রস থেকে অভিষিক্ত। পক্ষান্তরে সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শবাদের আতপচ্ছায়ায় ইহা নীতি ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য ঘোষিত করিতে শক্তিমান। ......তাহার ভাগ্য বিপরিণাম বুঝিতে বা তাহার সংগতি করিতে এই চরিত্রের মূলে কোন বিদেশী বা বিসদৃশ ছাপ আছে কিনা—তাহা তুলনামূলক গবেষণা ও সূক্ষ্মদর্শী মনন বিচারের ভংগী ও বিষয়।"

উপরোক্ত বক্তব্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এবার অনূদিত গ্রন্থগুলির মূলে আলোচনায় আসা যাক।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সাম্প্রতিককালের মধ্যে মৃচ্ছকটিক নাটকের ছটি অনূদিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

১। বসন্তসেনা : মধুসূদন বাচস্পতি [২য় সংস্করণ, ১৮৬৬]
২। মৃচ্ছকটিক : রামময় শর্মা ১৮৭৪
৩। " : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০১ [১৩০৭]
৪। " : হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ১৯২২
৫। " : সুরেন্দ্রনাথ দেবশর্মা [?]
৬। " : শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত ১৯৬০ [১৩৬৬]

☐ মধুসূদন বাচস্পতি অনূদিত 'বসন্তসেনা'

এই গ্রন্থের [৩য় সংস্করণ] আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

বসন্তসেনা। সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক নাটকের অনুবাদ। শ্রীমধুসূদন বাচস্পতি

সঙ্কলিত। কলিকাতা মজাপুর; অপর সার্কুলার রোড; নং ৫৮।৫ গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে তৃতীয়বার মুদ্রিত। সংবৎ ১৯২৮, সে ১৮৭১ মূল্য ১।০, একটাকা চারি আনা।

গ্রন্থকার মধুসূদন বাচস্পতি তদানীন্তন 'কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়'-এর শিক্ষক ছিলেন।

গ্রন্থের নামকরণ বিষয়ে 'বিজ্ঞাপন'-এ বাচস্পতি মহাশয় বলেছেন :

"………মৃচ্ছকটিক নামটি সাধারণ জনগণের উচ্চারণ পক্ষে সহজ নহে, আমাদের মতে, এই নাটকের নায়ক অপেক্ষা নায়িকার গুণেই অধিকতর ও ও প্রশংসনীয়, এবং শকুন্তলা, রত্নাবলী প্রভৃতি নাটকও নায়িকার নামে প্রসিদ্ধ; অতএব এই গ্রন্থের বসন্তসেনা নাম দেওয়াই কর্ত্তব্য।"

গ্রন্থের আখ্যাপত্রের পর দুই পৃষ্ঠাব্যাপী 'বিজ্ঞাপন' অংশ। তারপর পাঁচ পৃষ্ঠা ব্যাপী 'উপক্রমণিকা'তে নাটকের গল্পটি গদ্যে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। মনে হয় আসলে মূল নাটকের আরম্ভ-অংশটি [নান্দী ইত্যাদি] এইভাবে পরিবর্তিত করে এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে। অনুবাদকর্মে নাটক দশ অঙ্কে ও ২১২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে। প্রত্যেকটি অঙ্কের স্বতন্ত্র নাম উল্লেখ করা হয় নি।

এই অনুবাদের উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে বাচস্পতি মহাশয় প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন'-এ বলেছেন :

"এই গ্রন্থে অতি প্রাচীনকালের নানাপ্রকার রীতি, নীতি, নীচাশয়জনের অধর্মচরিত, খলের প্রকৃতি, দ্যূতক্রীড়া ও চৌর্য্যবৃত্তির দোষ, কুলটাসঙ্গের অনৌচিত্য, সাধুজনের সদাশয়তা, শরণাগত বাৎসল্য, ব্যবহার বিষয়ক দুষ্টতা, সৎপ্রণয়, ভবিতব্যতা এবং গ্রন্থোক্ত নায়কের ঔদার্য্য ও নায়িকার ঐকান্তিকতা প্রভৃতি নানাবিষয়িনী কথা বর্ণিত আছে। …আমি এই গ্রন্থের গুণদর্শনে ভাষায় বর্ণনা বিষয়ে লোলুপ হইয়া স্বীয় ক্ষমতার বহির্ভূত কার্য্যে হস্তার্পণ করিলাম, এবং উক্ত মহাত্মার বাসনা বশম্বদ হইয়া বসন্তসেনা নাম দিয়া যথাসাধ্য অনুবাদ করিলাম।

ইহা উক্ত নাটকের অবিকল অনুবাদ নহে, কবিতাগুলি কবিতায় ও গদ্যগুলি গদ্যে অনুবাদ করিয়াছি, স্থানে স্থানে তদ্বৈপরীত্যও হইয়াছে, স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত ও স্থানে স্থানে অতিরিক্ত কথাও সন্নিবেশিত করিয়াছি, তথাচ মূল গ্রন্থের অনুবর্ত্তনবিষয়ে বিশেষরূপ যত্ন করিয়াছি। সংস্কৃত শ্লোক হইতে

মিত্রাক্ষর ছন্দোবন্ধ ভাষায় পদ্য রচনা, মাদৃশজনের পক্ষে সহজ নহে, আমি তদ্বিষয়ে সাধ্যমত পরিশ্রম করিয়াছি। রচনা কিরূপ হইয়াছে, আমি তাহা কিরূপে কহিব, এইমাত্র বলিতে পারি যে সরল শব্দাবলী প্রয়োগ বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া লিখিয়াছি।"

এরপর বাচস্পতি মহাশয় স্বীয় অনুবাদ-কর্মে পাঠ-নির্বাচন ও আনুষঙ্গিক সমস্যাদি সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"গ্রন্থলিখনকালে, এতদ্দেশে ও ইয়ুরোপে মুদ্রিত ও প্রচলিত দুইখানি মূলগ্রন্থ এবং মহাত্মা এচ, এচ, উইলসন সাহেব মহোদয় বিরচিত ইংরাজী অনুবাদ অবলোকন করিয়াছিলাম, অনেক স্থলে কোন গ্রন্থের সহিত কাহারই ঐক্য পাই নাই, সংস্কৃত গ্রন্থেও স্থানে স্থানে পাঠের এমত গোলযোগ দৃষ্ট হইয়াছে যে ততৎস্থলে গ্রন্থাকারের লিপি বিপর্য্যস্ত হওয়াই অনুমিত হয়, সুতরাং, এই অনুবাদেও স্থানে স্থানে ভাবের বৈপরীত্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।"

'বিজ্ঞাপন'-এর শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

"নাটক গ্রন্থ যেরূপ আরব্ধ হইয়া থাকে, অনুবাদ স্থলে সেই প্রণালী অবলম্বন করিলে পাঠকবর্গের পক্ষে উপাখ্যানের উপক্রমভাগ সম্যক্ বোধগম্য হইবে না। এই আশায় আমি তদংশটি উপক্রমণিকা স্বরূপে বর্ণন করিয়া দিলাম ইতি। শ্রীমধুসূদন শর্ম্মা। কলিকাতা নর্ম্যাল্ বিদ্যালয়, সংবৎ ১৯২০। ১২৭০ সাল ১২ই ফাল্গুন।"

'তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন'-এ বলা হয়েছে ঃ

"এবারও কোন কোন স্থলে পরিবর্ত্তিত, পরিত্যক্ত এবং কোথাও বা নূতন সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এবং পূর্ব্ব দুই বারে কোন কোন স্থলে যে অশ্লীল শব্দ ছিল তৎসমুদায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে, সহর্ষমনে প্রকাশ করিতেছি, ইহার মুদ্রাঙ্কন সময়ে যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পন্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় সংশোধন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিয়াছেন.........২৫এ বৈশাখ, ১২৭৮।"

বলা বাহুল্য গ্রন্থকার তাঁর অনূদিত গ্রন্থ সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই 'বিজ্ঞাপন' অংশে ব্যক্ত করেছেন। তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন অংশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়—সেযুগের সুবিখ্যাত পন্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্নেহভাজন সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য ও ব্যাকরণের প্রধান অধ্যাপক[৫] গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন স্বীয় নামে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই ছাপাখানায় সর্ববিধ কাজ নিজে তত্ত্বাবধান করতেন। নাট্যগ্রন্থ রচনা ও

প্রকাশের ব্যাপারে শুধুমাত্র উৎসাহ পরামর্শদানই নয়—সর্বতোভাবে প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করা তাঁর অশেষ গুণগ্রাহিতার নিদর্শন হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য গ্রন্থের সংলাপাংশ নাটকাকারে না হয়ে অনেকটা উপন্যাসের উক্তি-প্রত্যুক্তি আকারে বিন্যস্ত হয়েছে, সেই হিসাবে এই গ্রন্থকে আখ্যানানুবাদের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা সে প্রশ্ন স্বভাবতই উত্থাপিত হতে পারে। উদাহরণ হিসাবে দশম অঙ্কের শেষাংশ উদ্ধৃত করা হল:

"শর্ব্বিলক বলিল, আপনি যাহা ২ আদেশ করিলেন, সমুদায় করিব; কিন্তু রাজশ্যালক দুর্বৃত্তকে দেশে রাখা আমার অভিমত নহে, এতাদৃশ খল প্রকৃতি নরাধমকে নির্ব্বাসিত করাই কর্ত্তব্য, জীবনলাভই তাহার পক্ষে বিস্তর হইয়াছে। চারুদত্ত বলিলেন—না, না,—তাহাকে আশ্রয়ে রাখিয়া পালন করাই বিধেয়। শর্ব্বিলক কহিল, যদি নিতান্তই এই ইচ্ছা, তবে তাহাই—হউক; সম্প্রতি নিবেদন এই, আর কি মহাশয়ের অভিলষিত আছে, আজ্ঞা করুন। তদনুবর্ত্তী হই।"

এরপর চারুদত্ত—'প্রিয় সখে! ইহা অপেক্ষা আরও কি প্রিয়তর আছে? দেখ আমার কিনা হইল?'—বলে একটি গান আরম্ভ করেন [গানটি ত্রিপদী ছন্দে রচিত], এবং গানের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নাটকও সমাপ্ত হয়। বলা বাহুল্য, গানটি নাটকের মূল ভরতবাক্যের অনুবাদ।

সমসাময়িক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা থেকে এ নাটকের অভিনয়ানুষ্ঠান সম্পর্কে কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

□ রামময় শর্মার 'মৃচ্ছকটিক':

আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ:

Mazumdar's Series/Mrichchakatika./A drama translated from Sanskrit By Ramamaya Tarkaratna,/Professor, Sanskrit College, Calcutta.

মৃচ্ছকটিক নাটক কবিবর শূদ্রক নরপতি কর্ত্তৃক বিরচিত কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীরামময় শর্ম্মা তর্করত্ন কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও পরিশোধিত। কলিকাতা বি. পি. এম্‌স্‌ যন্ত্র সংবৎ ১৯৩১ মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

Published by / Mazumdar's Depository / No. 11, College Street, Calcutta.

প্রকাশক বরদাপ্রসাদ মজুমদার উনবিংশ শতকে ধর্মগ্রন্থ এবং সৎসাহিত্য প্রকাশনের ব্যাপারে উৎসাহী ও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়—

"কাব্য প্রকাশিকার নিয়মানুসারে সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক নাটকের অনুবাদ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহার অনুবাদের ভার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত রামময় তর্করত্ন মহাশয়কে দিয়াছিলাম। উক্ত তর্করত্ন মহাশয় যথাসাধ্য পরিশ্রম সহকারে অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন।"

গ্রন্থটির আখ্যাপত্রের পর দুই পৃষ্ঠাব্যাপী অনুবাদক ও প্রকাশকের 'বিজ্ঞাপন' আছে। নাটক দশ অঙ্কে গদ্যে সমাপ্ত হয়েছে। অঙ্গগুলির নাম যথাক্রমে ১। অলঙ্কারন্যাস ২। দ্যূতকরসংবাহক ৩। সন্ধিচ্ছেদ ৪। মদনিকা-শর্বিলক ৫। দুর্দ্দিন ৬। শকটবিপর্য্যয় ৭। আর্য্যকাপহরণ ৮। বসন্তসেনামোচন ৯। ব্যবহার ১০। সংহার।

অনূদিত গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮০=[১৭৮+৵০]. অনুবাদকের বিজ্ঞাপন অংশে শ্রী রামময় শর্মা নাটকের রচয়িতা ও নাটকের বক্তব্যবিষয় বিবৃত করেছেন এবং শেষাংশে বলেছেন:

"আমি শ্রীযুক্ত বরদা প্রসাদ মজুমদার মহোদয়ের প্রার্থনায় বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ করিলাম। অনুবাদ ও সংশোধন বিষয়ে সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করি নাই। এবং আশা হৃদয়ঙ্গম হইবার নিমিত্ত ইহার মধ্যে অধিক সংস্কৃত শব্দও প্রয়োগ করি নাই। এক্ষণে পাঠকগণের তুষ্টিকর হইলেই আমার পরিশ্রম সফল হয় ইতি শ্রী রামময় শর্মা। শকাব্দ ১৭৯৬ তাং ৬ই পৌষ।"

লক্ষণীয় বিষয় অনুবাদক নাটক পাঠের স্বাদুতার প্রতি মনোযোগী ছিলেন এবং সেই ভাবে অনুবাদকর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন, নাটকের অভিনেয়তা যে আর একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠগুণ সে সম্বন্ধে তিনি মনে হয় সজাগ ছিলেন না অর্থাৎ দৃশ্যকাব্যের কাব্যগুণের প্রতি তিনি যতটা উৎসাহী হয়েছেন, দৃশ্যগুণের প্রতি ততটা নয়।

অনুবাদের নমুনা হিসাবে দশম অঙ্কের শেষাংশ উদ্ধৃত করা যাক:

শর্বিলক—আপনি যাহা বলিলেন তাহাই করিব। কিন্তু শকারকে পরিত্যাগ করুন, ইহার প্রাণবধ করি।

চারু— শরণাগত ব্যক্তি নির্ভয় হউক। শত্রু অপরাধ করিয়াও...ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ করিলেন]।

শর্বিলক—তবে আর কি প্রিয়কর্ম করিব।—আপনি বলুন।

এই নাটক কোথাও অভিনীত হয়েছিল বলে জানা যায় না।

□ জ্যোতীরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃচ্ছকটিক

মৃচ্ছকটিক নাটকটি উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট বসুমতী বৈদ্যুতিক রোটারী মেসিনে পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত [মূল্য এক টাকা] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলীর তৃতীয় ভাগে গ্রথিত হয়েছে। দশ অঙ্কে নাটক সমাপ্ত হয়েছে—নামকরণ নিম্নরূপ ঃ

১। অলঙ্কারন্যাস ২। দ্যূতকর-সংবাহক ৩। সন্ধিচ্ছেদ ৪। মদনিকা-শর্বিলক ৫। দুর্দিন ৬। প্রবহণ-বিপর্যয়। ১০। আর্য্যক-অপহরণ ৮। বসন্তসেনা-বধ ৯। বিচার ১০। সংহার।

লক্ষণীয় বিষয় হল পূর্ববর্তী অনুবাদক রামময় শর্মার নামকরণ থেকে ষষ্ঠ, অষ্টম ও নবম অঙ্কের ক্ষেত্রে অন্যরকম হয়েছে।

গদ্য-পদ্যে ৮৫ পৃষ্ঠায় [বসুমতী প্রকাশন] অনুবাদ সম্পাদিত হয়েছে। নাটকের প্রথমে দুই পৃষ্ঠা ব্যাপী 'ভূমিকা' আছে এবং এই 'ভূমিকা' থেকে কিছু কিছু অংশ মৃচ্ছকটিকের পূর্ববর্তী আলোচনায় উদ্ধৃত হয়েছে।

অনুবাদের নমুনাস্বরূপ দশমাঙ্কের শেষাংশই [ভরতবাক্য ব্যতীত] উদ্ধৃত করা যাক ঃ

শ— যে আজ্ঞে, তাই হবে। না, এই শত্রুটাকে আপনি ত্যাগ করুন; আমি ওকে বধ করি।

চারু— আমি শরণাগতকে অভয় দিয়েছি। দেখ, শত্রু অপরাধ ক'রে যদি শরণাগত হয়, তাকে বধ করা উচিত নয়।

শ— এখন বল, আর তোমার কি প্রিয়কার্য্য করতে পারি ?

বলা বাহুল্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গ্রন্থটিই মৃচ্ছকটিক নাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ বঙ্গানুদিত গ্রন্থ। অধ্যাপক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন ঃ[৬]

"অবশ্য কোন কোন স্থলে [যেমন মিত্রাক্ষর ছন্দে শকার কর্তৃক নায়িকার দশনামের রচনা, শকারের নিযুক্ত বিটের সহিত মূল গ্রন্থে অষ্টম অঙ্কে কথোপকথনে তুমং ধম্মে, তুমং পুণ্ণে, তেণহি অপুব্বা শিলী শমাশাদিদা প্রভৃতি শকারের পাঠ্যে ও তাহার নিজের মস্তক তুল্য-কুলের উল্লেখে] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

ঠাকুরের মত কৃতবিদ্য দক্ষ অনুবাদকেরও মূলের সৌন্দর্য ও তাহার সহিত সম্বন্ধ রসোদ্রেক বজায় রাখা সম্ভবপর হয় নাই।"

খুবই দুঃখের বিষয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই সু-অনূদিত গ্রন্থটি পূর্বে কখনও কোথাও অভিনীত হয় নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে অবশ্য এই অনুবাদ কয়েকবার প্রয়োজিত হয়েছে।

☐ সুরেন্দ্রনাথ দেবশর্মা অনূদিত মৃচ্ছকটিক

এই গ্রন্থটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ ঃ

মৃচ্ছকটিক কবিবর রাজা শূদ্রকের পদাঙ্ক অনুসরণে—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেবশর্মা বিরচিত। একটাকা। প্রকাশক—শ্রী অমিয়রঞ্জন রায়চৌধুরী বি. এ.। ১২৭ নং হরিশ মুখার্জ্জি রোড, কালীঘাট, কলিকাতা। যুগবার্ত্তা প্রেস, ৪৭ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। জ্যোতিষচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মুদ্রিত গ্রন্থ থেকে প্রকাশের সন তারিখ কিছু পাওয়া যায় না তবে ভাষার নমুনা দেখে মনে হয় অনুবাদকর্ম খুব সাম্প্রতিক না হলেও বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের।

পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে গদ্যে ১৪৬ পৃষ্ঠায় অনুবাদ সম্পাদিত হয়েছে। এঁর অনুবাদ পরিবর্তিত ও সংক্ষেপিত। নান্দী ইত্যাদি নেই। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য সরস্বতী দেবীর মন্দিরে বসন্তসেনার গীত দ্বারা আরম্ভ হয়েছে—শকার, বিট প্রভৃতির উপস্থিতিতে, অবশ্য নাটকের শেষাংশ মোটামুটিভাবে মূলানুযায়ী। মদনিকা ও রদনিকার সমবেত গীতদ্বারা নাটক সমাপ্ত হয়েছে।

অনুবাদের নমুনা [পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যের শেষাংশ] ঃ

শ— প্রহরি! শকারের বন্ধন মুক্ত ক'রে দাও! যাও শকার—এই তোমার চিরশত্রুর কৃপায়ই তুমি আজ মুক্তি পেলে। যাও,—এখনই এই স্থান পরিত্যাগ কর—যেন উজ্জয়িনী নগরে তোমার মুখ আর কেউ দেখতে না পায়।

[শকারের ধীরে ধীরে মুখ নত করিয়া প্রস্থান]

চারু— মৈত্রেয়, এঁদের সকলকে নিয়ে গৃহে যাও—তুমি গিয়ে আহারাদির উদ্যোগ কর, আমি দেবালয় প্রদক্ষিণ ক'রে এখনই উপস্থিত হ'চ্ছি।

আলোচ্য অনুবাদ বহুলভাবে মূল বহির্ভূত হলেও পরিবর্তিত সংলাপে অধিকতর নাটকীয়তা আনয়ন করা হয়েছে। অবশ্য এই নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠানের সংবাদ পাওয়া যায় না।

শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশের অনূদিত গ্রন্থটি মূল, অন্বয়, টীকা, ব্যাখ্যাসহ মুখ্যত ছাত্রপাঠ্য সহায়িকা গ্রন্থ হিসাবেই রচিত হয়েছে। গ্রন্থপ্রকাশের তারিখ ২২শে আষাঢ় ১৮৪৪। অনুবাদ যথাযথভাবে [মূলানুযায়ী] সম্পাদিত হয়েছে। দশটি অঙ্কের নামকরণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থের অনুরূপ।

আর শত্রুজিৎ দাশগুপ্তের গ্রন্থটি পূর্ববর্তী 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' এর বঙ্গানুবাদের ন্যায় চিরায়ত সাহিত্যের মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে রচিত।

দ্রষ্টব্য ঃ

১। "In the long and varied history of the Sanskrit drama the Mricha Katika of Sudraka occupies a unique place. It is sometimes taken as one of the Oldest extant Sanskrit dramas, and sometimes as a mere recast and continuation, by a clever but anonymous playwright, of the fragmentary Carudatta. The work has been variously assigned to periods ranging from the 2nd Century B. C. to the 6th Century A. D."
—History of Sanskrit Literature, Dr. S. K. De, page 237-38.

এ প্রসঙ্গে Prof. Keith, Mr. Sten Konow, Mr. K. C. Mehendah, Jacobi, J. Charpentier, Prof. S. P. Bhattacharya প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ ও বিদগ্ধ সমালোচকদের মতও স্মরণীয়।

২। সঙ্গীত ও সংস্কৃতি ঃ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২১-২২।

৩। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য 'মৃচ্ছকটিক' প্রবন্ধ ঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, এডুকেশন গেজেট, ১২৯৪।

এছাড়া বিদ্যাসাগর, এবং প্রমথ চৌধুরীও মৃচ্ছকটিক সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

৪। Prof. Sivaprosad Bhattacharyya.
The Sakara in Sanskrit Drama : Our Heritage, Vol—V, Part1.

এবং

"মৃচ্ছকটিকে শকার পাত্র সম্বন্ধে দু'একটি কথা" : শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য —অধ্যাপক পোষ্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনিং ও রিসার্চ বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা।

৫। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড [১৮৫৮—১৮৯৫] গোপিকামোহন ভট্টাচার্য এম. এ., ডি. ফিল্. সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৪২।

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন যখন ব্যাকরণ ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। এই সময় গিরিশচন্দ্র প্রধান অধ্যাপক হিসাবে বেতন পেতেন মাসিক ১৫০ টাকা।

৬। প্রবন্ধ 'মৃচ্ছকটিক শকার পাত্র সম্বন্ধে দু'একটি কথা'—শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক, পোষ্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনিং ও রিসার্চ বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২।

কালিদাসের নাটকের বঙ্গানুবাদ

অধ্যাপক এ. বি. কীথ্ তাঁর সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে প্রাচীন গ্রীসের অমর নাট্যকার সোফোক্লিসের প্রতিভার সঙ্গে ভারতের কালিদাসের প্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।[১]

মহাকবি কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি-নাট্যকারই শুধু নন, বিশ্বসাহিত্যের আঙ্গিনায় রবীন্দ্রনাথের পূর্বে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে বেশী আলোচিত ভারতীয় প্রতিভা। কালিদাসের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধেও বুধমণ্ডলীর মধ্যে মতভেদ আছে।

কালিদাসের নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে তাঁর নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার-বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। প্রসঙ্গত স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর গ্রন্থ "সঙ্গীত ও সংস্কৃতির" ২য় খণ্ডের ৪০৫ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেছেন—"কালিদাসের অভ্যুদয় হয় গুপ্তরাজাদের সময়ে। একমাত্র মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ১ম ছাড়া সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতি শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। সম্ভবত মহাকবি নিজে শিবোপাসক ছিলেন এবং কুমারসম্ভবই তার পরিচয়। কুমারসম্ভবে গীত মঙ্গলগীতিও শিবোপাসনার সঙ্গে সম্পর্কিত।" স্বামীজী তাঁর মতের বিস্তৃত ব্যাখানে 'সঙ্গীত রত্নাকর' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের বক্তব্য এবং ডঃ সুকুমার সেন রচিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের ১ম ভাগের ১৬৯-১৭০ পৃষ্ঠার উক্তি প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত করেছেন। বাস্তবিকপক্ষে কালিদাসের নাটকে 'সঙ্গীত' ও 'রাগ' শব্দদুটির বহুল উল্লেখ আছেঃ ১। "অহো, রাগাপহৃচিত্তবৃত্তিরালিখিত ইব" [অভিজ্ঞানশকুন্তলম্], ২। "সঙ্গীদসালবৃভস্তরেকণ্ণং দেহি [ঐ], ৩। "তবাস্মি গীতরাগেণ হরিণা" [ঐ]। এছাড়া "জ ভালিকা", "চর্চরী", "কুটিলিকা", "বলান্তিকা", "দ্বিপাদিকা" খণ্ডিক প্রভৃতি প্রবন্ধগীতি ও মার্গ তাল ও নৃত্যের

উল্লেখ এবং চিত্রশিল্পের স্নিগ্ধতা ও লাবণ্য বৃদ্ধির নানাবিধ কলাকৌশল এবং বিভিন্ন যন্ত্র সঙ্গীতের ব্যবহারের কথা বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়।[২]

কালিদাসের নাটকের বঙ্গানুবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার পূর্বে আরও দুটি বিষয় স্মরণীয় বলে মনে হয়।

প্রথমত, রচয়িতার আবির্ভাবকাল এবং নাটকগুলির রচনাকাল নিয়ে মতান্তরের শেষ নেই।[৩]

দ্বিতীয়ত, কালিদাসের রচনার বহুপাঠ আমাদের দেশে পরিচিত ও প্রচলিত আছে। এ পাঠগুলির (বিশেষত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের) পরস্পর অনৈক্য প্রচুর। পন্ডিতগণের মতানুসারে এ পাঠগুলিকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়—বাংলা, দেবনাগরী, কাশ্মীরী ও দক্ষিণভারতীয়। এ ব্যাপারে দেশী বিদেশী বহু বিশেষজ্ঞের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কোনও একটি পাঠকে সবচেয়ে বিশ্বস্ত বলে মেনে নেওয়া কঠিন। শকুন্তলা নাটকের ক্ষেত্রে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় দেবনাগরী পাঠকে গ্রহণ করেছিলেন। আবার মহামনীষী বহুভাষাবিদ পন্ডিত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর প্রথম ভারতীয় গ্রন্থগারিক হরিনাথ দে মহাশয় শকুন্তলা আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্গদেশীয় পাঠের সমর্থনে তাঁর বক্তব্য জ্ঞাপন করেছেন।[৪]

সমস্ত পাঠ মিলিয়ে কালিদাসের আংশিক (শকুন্তলা) ও সমগ্র রচনাকে সুসম্পাদিত করবার যাঁরা চেষ্টা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— ১। পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২। অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় ৩। অধ্যাপক গজেন্দ্র গাদকার ৪। মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন ৫। পন্ডিত রাজেন্দ্রলাল বিদ্যাভূষণ ৬। শ্রীহরলাল শাস্ত্রী ৭। শ্রীকালীপদ বিদ্যারত্ন ও ৮। শ্রীসত্য চরণ শাস্ত্রী।

অনূদিত নাট্যগ্রন্থের আলোচনার পূর্বে উনিশ শতকে (এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিক) বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কালিদাস-চর্চার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নলিখিতভাবে তালিকাবদ্ধ করা যায়[৫] :

১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—[১৮২০—১৮৯১]

'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব'—২৮শে ফাল্গুন ১৭৭৫ শকে বিটন সোসাইটিতে পঠিত (এতে কালিদাসের রচনার বিস্তৃত আলোচনা আছে)। সম্পাদনা : রঘুবংশম্ (জুন,

১৮৫৩), শকুন্তলা (ডিসেম্বর ১৮৫৩), কুমারসম্ভব (১৮৬১), মেঘদূতম্ (১৮৬১), মেঘদূতম্ (এপ্রিল ১৮৬৯), অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ (জুন, ১৮৭১)।

২। রাজেন্দ্রলাল মিত্র—[১৮২২—১৮৯১]
'অভিজ্ঞান শকুন্তল—নামক নাটকের সংক্ষেপ বিবরণ' ("বিবিধার্থ" সংগ্রহ,' ২য় পর্ব, ১৭৭৫ শক, পৃষ্ঠা ১৫)।

৩। কালীপ্রসন্ন সিংহ—[১৮৪০—১৮৭০]
বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের বঙ্গানুবাদ (১৮৫৭)।

৪। রামদাস সেন—[১৮৪৫—৮৭]
'মহাকবি কালিদাস' পুস্তিকা (১৮৭২)।

৫। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—[১৮৪০—১৯২৬]
কুমারসম্ভব কাব্যের আংশিক অনুবাদ ছাড়াও 'মেঘদূতে' প্রবন্ধ 'ভারতী' (১৩০৮) তে প্রকাশিত হয়। 'মেঘদূত' কাব্যের সম্পূর্ণ কাব্যানুবাদ করেন ১৮৬০ সালে।

৬। চন্দ্রনাথ বসু—[১৮৪৪—১৯১০]
সম্পাদিত 'শকুন্তলাতত্ত্ব' গ্রন্থে (১২৮৮) তাঁর মেঘদূতের অনুবাদ ও আলোচনা।

৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—[১৮৩৮—১৮৯৪]
"শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা" প্রবন্ধ—(বঙ্গদর্শন) (?)

৮। রমেশচন্দ্র দত্ত—[১৮৪৮—১৯০৯]
A History of Civilization in Ancient India based on Sanskrit Literature Vol. I—III গ্রন্থগুলিতে কয়েকটি প্রবন্ধ (১৮৮৯-৯০)।

৯। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—[১৮৪২—১৯২৩]
"নবরত্নমালা" সংকলন গ্রন্থ (১৩১৪), মেঘদূত পদ্যানুবাদ (১৮৯১)।

১০। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—[১৮৪৯—১৯২৫]
অনূদিত মোট ১৭ খানি সংস্কৃত নাটকের মধ্যে কালিদাসের তিনখানি দৃশ্যকাব্যই আছে। তাছাড়া 'ভারতী', 'নাট্যমন্দির' প্রভৃতি পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সবন্ধে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন: "তাঁহার অনূদিত গ্রন্থগুলি তাঁহার মেধার,

তাঁহার পাণ্ডিত্যের, তাঁহার কবিত্বের অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ হইয়া থাকিবে।"
('রঙ্গালয়'—৪ মাঘ ১৩০৮)।

১১। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—[১৮৬৪—১৯১৯]
"রঘুবংশম্ ও পদ্মপুরাণ" প্রবন্ধ—'বঙ্গদর্শন', বৈশাখ ১৩১২।

১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - [১৮৯১—১৯৪১]
'মেঘদূত' প্রবন্ধ, প্রাচীন সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১২৯৮; 'শকুন্তলা প্রবন্ধ 'প্রাচীন সাহিত্য', আশ্বিন ১৩০৯; 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা প্রবন্ধ' প্রাচীনসাহিত্য, পৌষ ১৩০৮;

১৩। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—[১৮৭০—১৮৯৯]
'কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা' প্রবন্ধ, 'সাধনা', ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯; 'মেঘদূত' প্রবন্ধ, 'ভারতী ও বালক', জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬।

১৪। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—[১৮৬৮—১৯৪২]
"কালিদাস ও সেক্সপীয়র" প্রবন্ধ, 'সাহিত্য', ১২৯৯।

১৫। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—[১৮৫২—১৯৩১]
'কালিদাস ও সেক্ষপীয়র' প্রবন্ধ, 'বঙ্গদর্শন', বৈশাখ ১২৮৫;
'মেঘদূত' ব্যাখ্যা পুস্তিকা—হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী/বসুমতী সাহিত্য মন্দির।
(১৩০৯ সালে প্রকাশিত মেঘদূত ব্যাখ্যা পুস্তকের প্রারম্ভে লিখেছেন—'বিশবছর পূর্বে' বঙ্গদর্শনে এই ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম—১২৮৯, অগ্রহায়ণ, পৌষ, ফাল্গুন)। 'কালিদাসের বসন্তবর্ণনা' প্রবন্ধ, 'নারায়ণ', ফাল্গুন ১৩২৩।
'কুমারসম্ভব সাত না সতেরো সর্গ" প্রবন্ধ, 'নারায়ণ', জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫।
রঘুবংশম-এর গাঁথুনি প্রবন্ধ, 'নারায়ণ', শ্রাবণ ১৩২৫।
ইংরাজি গ্রন্থ Malavikagnimitra, 17p—1907.

১৬। নিখিল নাথ রায়—[১৮৬৫—১৯৩২]

'কবিকথা' গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, কালিদাস ও ভবভূতি, ১৩২২ সাল।

বাংলা ভাষায় কুমারসম্ভব কাব্যের অনুবাদকের নাম ও প্রকাশকাল যথাক্রমে: ১। হরিমোহন কর্মকার, ইন্দুমতী নাটক—১৮৫৮, ১৮৬৯। ২। প্যারী-মোহন সেনগুপ্ত—১৮৫৮, ১৮৬০। ৩। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮৭২। ৪। নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় -১৮৭৩, ৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৮৭৪ সালে অসম্পূর্ণ পদ্যানুবাদ কুমারসম্ভব কাব্যের তৃতীয় সর্গের ৪২টি শ্লোক

(দ্রষ্টব্য মালতীপুঁথি); ৬। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—মদনভস্ম ১৮৭৪। ৭। হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, কুমারসম্ভব নাটক ১৮৮৭। ৮। শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮৯৩। ৯। বঙ্গভূমির উপহার—১৮৯৯। ১০। বিহারীলাল গোস্বামী ১৯০৯। ১১। দীনবন্ধু সান্যাল ১৯০৭। ১২। জিতেন্দ্রলাল বসু ১৯১২। ১৩। রাজেন্দ্রলাল বিদ্যাভূষণ ১৯২৯। ১৪। প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর ১৯৩৯। ১৫। আশারাণী বসু ১৯৪১। ১৬। পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৯৫৭। ১৭। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ১৯৬০ (২য় সংস্করণ)।

কালিদাস রচিত দৃশ্যকাব্য বা নাটক তিনখানি—১। মালবিকাগ্নিমিত্রম্; ২। বিক্রমোর্ব্বশী ও ৩। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। তৃতীয়টি কালিদাস-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণত ফলশ্রুতি। কালিদাসের তিনটি নাটকই বিদ্বৎ পরিষদের অথবা শিষ্ট পরিষদের জন্য লেখা এবং তাঁদের সম্মুখে প্রথম অভিনীত।[৬]

□ মালবিকাগ্নিমিত্রম্

"মালবিকাগ্নিমিত্রম অভিজাত তরুণ রসিকদের জন্য কালিদাসের প্রথম বয়সের রচনা। এ নাটক বসন্ত-উৎসবে প্রথম অভিনীত"।[৭] স্বভাবতই এ নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

কালিদাস 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকে উপগান ও অঙ্গহারাদি সমন্বিত নৃত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি ২য় অঙ্কে বলেছেন ঃ

'উপগানং কৃত্বা চতুষ্পদ বস্তু গায়তি।' এই উপগানের প্রসঙ্গ তিনি শর্মিষ্ঠা-কৃত 'চতুষ্পদা' বা চারটি খণ্ড বা অঙ্কযুক্ত নাটকে উল্লিখিত ছালিক্য গীতির সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন বলে মনে হয়। দ্বিতীয় অঙ্কটির সূচনা হল ঃ গীতরচনা শেষ করে আসনে উপবিষ্ট বয়স্য সহ রাজা এবং ধারিণী, পরিব্রাজিকা ও পরিজনগণের প্রবেশ। নাট্যাচার্য হবার যোগ্যতা বিষয়ে আলোচনার পর গণদাস প্রবেশ করে বল্লেন ঃ 'দেব, শর্মিষ্ঠায়াঃ কৃতিলয়মধ্যা চতুষ্পদাস্তি।। তস্যাস্তুছলিকপ্রয়োগমেকমনা দেবঃ শ্রোতুমর্হতি।' চতুষ্পদা নাটকে 'ছলিক' শব্দের অর্থ ছালিক্য গান।[৮].........আলোচ্য নাটকে কালিদাস নৃত্য-গীত পারদর্শিনী নায়িকা মালবিকার নৃত্য-নৈপুণ্যের উল্লেখ করে নিজের সুমার্জ্জিত কলাজ্ঞানেরও পরিচয় দিয়েছেন।[৯]

মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকের পাঁচখানি বঙ্গানুদিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

১। সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—(১৮৫৯)

২। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—(১৯০১)

৩। বিমলা দাসগুপ্তা (১৯১০) [১৩১৭]

৪। গুরুনাথ বিদ্যানিধি ও কালীপদ কাব্য ব্যাকরণতীর্থ সম্পাদিত নূতন সংস্করণ (১৯১৭)

৫। শ্রী হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত ও সম্পাদিত ২য় সংস্করণ (১৯২২)

এর মধ্যে প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম গ্রন্থ বঙ্গদেশীয় প্রচলিত পাঠের অনুবাদ এবং দ্বিতীয় গ্রন্থটি বোম্বাই প্রদেশীয় পাঠের অনুবাদ। সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর কিছুটা সংক্ষিপ্ত মর্মানুবাদ করেছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছু কিছু পরিবর্তন সহ যথাযথভাবে ভাবানুবাদ করেছেন, বিমলা দাশগুপ্তার অনুবাদও অনুরূপ, গুরুনাথ বিদ্যানিধি ও কালীপদ কাব্য ব্যাকরণতীর্থ এবং হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মোটামুটিভাবে যথাযথ ভাষানুবাদ করেছেন। চতুর্থ ও পঞ্চম গ্রন্থে শুধু বঙ্গানুবাদ নয় টীকা, টিপ্পনী, সরলার্থ, ভাবার্থ, অন্বয় প্রভৃতি যুক্ত হয়েছে—সংস্কৃত ভাষায় সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় সম্ভাষণ বা নিবেদনও দেওয়া আছে। আসলে এই গ্রন্থদুটি পাঠ্য পুস্তক ও সহায়িকা হিসাবে মুখ্যত ছাত্রদের জন্য রচিত হয়েছে। সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গ্রন্থটি[১১] 'কলিকাতা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত'। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির সৌরীন্দ্রমোহন ও তাঁর ভ্রাতা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর উভয়েই নাট্যানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'হুতোমপেঁচার গান' কবিতায় সঙ্গীতজ্ঞ সৌরীন্দ্র-মোহনের প্রশস্তি করেছেন। পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় সন্ধিতে আলোচ্য নাটক সমাপ্ত। সমগ্র অনুবাদ কর্ম গদ্যে সম্পাদিত। অনুবাদের উদ্দেশ্য, ধরন বা রীতি প্রসঙ্গে অনুবাদকের কিছুটা কৌতুককর ভূমিকা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন—"সকলেই নাটক লিখছে—আমিই বা না লিখি কেন ? —যদি ভাল না হয়, —না হলোই বা ; আমার তো বিশেষ কোন লাভের আকাঙ্ক্ষা নাই ; —কেন, যশোলাভ ? বটে, কিন্তু সেটাও 'লাগে তাক্ না লাগে তুক্কো ; সৎকর্মে উৎসাহান্বিত হওয়াতে তো হানি নাই, কৃতকার্য হতে পারি ভালই, নচেৎ তাতে বিশেষ নিন্দাই বা কি আছে ?

হে বিজ্ঞ পাঠকবর্গ। আমি মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিয়াই এই নাটক অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এবং আমার যত্নের দ্বারা যে ফলোৎপত্তি হইয়াছে তাহা আপনাদিগের নিকট সমর্পণ করিতেছি।"

মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলিকে ভারতীয় রাগরাগিনী ও তাল উল্লেখসহ বাংলা গানে রূপান্তরিত করা হয়েছে। প্রস্তাবনায় নট প্রবেশ করে' হাসির রাগে তেহট তালে গাইতে থাকে—

কৃপা করগো মা সারদে,
করি স্তুতি মিনতি তব পদে ॥
কমল বনে শোভিতা বাণি, বীণাপাণি জননি,
ষড়রাগ তালমানে বিনোদিনী, মোদিনি কবিতা রসমদে।

গানটি সরস্বতীর কাছে রচনায় সিদ্ধি লাভের জন্য বর প্রার্থনাস্বরূপ, অথচ মূল সংস্কৃতে শঙ্কর স্তোত্র আছে নান্দীতে।

সৌরীন্দ্রমোহন নাটকীয় সংলাপগুলি ভদ্র ও ভদ্রেতর চরিত্র নির্বিশেষে কথ্য ভাষায় অনুবাদ করেছেন।[১১] উদাহরণ হিসাবে উপরোক্ত নান্দীর পর নটীর প্রবেশ থেকে সংলাপগুলি উদ্ধৃত করা যাক ঃ

নট — [দেখিয়া] এই যে প্রিয়ে তুমি এসেছ, বড় ভাল হলো। তবে সকলের নেপথ্য বিধান কি সমাপন হয়েছে ?

নটী— হাঁ নাথ, প্রায় হলো এ সে। তবে কি 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকই অভিনয় করা স্থির কল্ল্যে ?

নট — হাঁ তা বৈ আর কি ? কেন তোমার তাতে অমত আছে নাকি ?

চতুর্থ অঙ্ক তৃতীয় সন্ধির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে আরও একটি নমুনা দেওয়া যাক ঃ

বকুলবালা — এই তো সমুদ্রগৃহ। [চিত্রপটে রাজার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া] সখি, মহারাজকে প্রণাম কর।

রাজা — কি আমাকে দেখতে পেয়েছে নাকি ? না, বুঝি আমার চিত্রপট-খানা দেখে ওকথা বলচ্যে।

মালবিকা — [আহ্লাদে] কৈ ? তিনি এসেছেন কি ? [দ্বার প্রতি দৃষ্টি দিয়া সবিষাদে] কেন সখি আমাকে প্রতারণা কচ্যো ? [অভিমানে অধোবদন]।

রাজা — [জনান্তিকে] আহা ! বয়স্য, যেমন পৃথিবী চন্দ্রোদয় হলে প্রফুল্ল হয়, হঠাৎ আবার সে চন্দ্র মেঘাচ্ছন্ন হলে তমোময় হয়ে পড়ে, সেইরূপ প্রিয়া মালবিকা প্রথমে প্রফুল্লা পরেই বিষাদিতা হলেন।

সংলাপের ভাষা প্রসঙ্গে পূর্বে যে মন্তব্য করা হয়েছে উপরিধৃত অংশ তার সত্যতা প্রমাণ করে।

□ অভিনয় প্রসঙ্গ

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাবু [পরে স্যার] যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর নিজ বাটিতে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এই পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়ের উদ্বোধন হয় যতীন্দ্রমোহনের বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয়ের দ্বারা। কিন্তু "ইহার পূর্বেও পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর গোষ্ঠীর আদি বাড়িতে একটি রঙ্গমঞ্চ ছিল। কিশোরী চাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন, এই রঙ্গমঞ্চে ১৮৫৯ সনে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল।"[১২] এ অভিনয়ের উদ্যোক্তা ছিলেন সৌরীন্দ্রমোহন স্বয়ং। এ প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেনঃ[১৩] "১৮৬০ সনের প্রথম ভাগে যতীন্দ্রমোহন মাইকেল মধুসূদন দত্তকে লেখেন—

……আমার বিশ্বাস, রাজারা [পাইকপাড়ার] বেলগাছিয়া নাট্যশালায় আর কোন বাংলা নাটকের অভিনয় করাইবেন না। আর আমার ভ্রাতার নাট্যশালার কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমার আশঙ্কা হয়, 'মালবিকা'র অভিনয় এই নাট্যশালার প্রথম ও শেষ অভিনয়। [অনূদিত]"

'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক দ্বিতীয়বারও অভিনীত হয়েছিল। এ অভিনয়ের তারিখ ৭ই জুলাই ১৮৬০। জনৈক দর্শক এ অভিনয় সম্বন্ধে পরবর্তী ২৩ এ জুলাই তারিখের 'সোমপ্রকাশে' একখানি পত্র প্রকাশ করেনঃ

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক। —বিগত ২৫এ আষাঢ় শনিবার রজনীযোগে এই নাটকের দ্বিতীয়বার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের বিশেষ প্রযত্নে অভিনয় ক্রিয়া সুসম্পাদিত হইতেছে। দেশীয় ভাষানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন বাবুর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবেন ও তিনি এতদ্রূপ দেশহিতকর ব্যাপারে নিরন্তর রত থাকেন, জগদীশ্বর সন্নিধানে এই প্রার্থনা করিবেন। অভিনয়স্থলে দুই শতাধিক দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হয়। প্রায় তিন সার্দ্ধ ঘন্টা সকলেই পরম প্রীতিপূর্বক অভিনয় দর্শন ও সুমধুর বাদ্য সংগীত শ্রবণ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ দেশীয় বিবিধ বাদ্যযন্ত্রে অভিনয় মন্দির যদ্রূপ মনোহর হইয়াছিল, তাহা অনির্ব্বচনীয়; এত প্রকার যন্ত্রের সংযোগ ও সমতা করা কিছু অল্প ব্যয় বা অল্প আয়াসসিদ্ধ নয়। রঙ্গভূমিও অতি অপূর্ব্ব হইয়াছিল।

অনন্তর অভিনেতাগণের মধ্যে নট, রাজা, প্রতিহারী, কঞ্চুকী, রাজ্ঞী, ইরাবতী মালবিকা, কৌশিকী, বকুলাবলী প্রভৃতির বিশেষ দক্ষতা প্রতীত হয়, তাহাদের কথোপকথন প্রায় স্বভাব স্বরূপ বোধ হইয়াছিল। নর্ত্তকী বেশধারী যুবকদ্বয় অভিনয়ের উপসংহারকালে তাহাদের নৃত্যে দর্শক মণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। বিদূষককে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিতে হইবেক, তদীয় অঙ্গবিন্যাস ও বাকচাতুরী দর্শনে দর্শকমাত্রেই পুলকিত হইয়াছিল ও প্রতিষ্ঠাসূচক ভূয়োভূয়ঃ করতালি দিয়াছিলেন।……দর্শক। কলিকাতা। সন ১২৬৭। ৩০ আষাঢ়।

'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র অভিনয়ে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় এবিষয়ের উল্লেখ করেছেন। যতীন্দ্রমোহনের অনুরোধে সৌরীন্দ্রমোহন কঞ্চুকীর ভূমিকায় [একবার মাত্র] অভিনয়ও করেছিলেন।[১৪]

□ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মালবিকাগ্নিমিত্রম্

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদ কার্যে মুখ্যত বোম্বাই অঞ্চলের শঙ্কর পণ্ডিতের সম্পাদিত মূল গ্রন্থের অনুসরণ করেছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি একটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন, তা হল—"এই নাটকের ছায়া রত্নাবলী নাটিকায় স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়। উভয়েরই আখ্যানবস্তু প্রায় একবস্তু।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নান্দীর শ্লোকটি মূল থেকে যথাযথভাবে বাংলা চৌপদী ছন্দে অনুবাদ করেছেন। নান্দীর পর সূত্রধারের প্রবেশ থেকেই তিনি সৌরীন্দ্রমোহনের ন্যায় পরিবর্তিত করেন নি, মূল পাঠেরই যথাযথভাবে অনুবাদ করেছেন। যেমন ঃ

[নান্দীর পর সূত্রধারের প্রবেশ]

সূত্রধার — [নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া] ওগো মারিষ এইদিকে একবার এসো তো।

[পারিপার্শ্বিক নটের প্রবেশ]

পারিপার্শ্বিক — মহাশয়! আমি এসেছি। কি আজ্ঞা হয়?

সূত্র — উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী শ্রীকালিদাস-বিরচিত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নামক নাটক এই বসন্তোৎসবে অভিনয় করতে আমাকে বলচেন। অতএব, তোমরা এখনি সঙ্গীত আরম্ভ করে' দেও।

পরি — না, তা হতে পারে না। ভাস ও সৌমিল্য প্রভৃতি খ্যাতনামা

কবিদের রচনাসকল অতিক্রম করে', বর্তমান কবি কালিদাসের রচনাকে সভ্যমণ্ডলী এত অধিক আদর করছেন কি বলে' ?

সূত্র — এ যে তোমার নিতান্ত অবিবেচনার কথা হল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনূদিত আলোচ্য নাটকের অভিনয়ানুষ্ঠানের কোন সংবাদ সমসাময়িক পত্রপত্রিকা বা গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না।

বিমলা দাসগুপ্তার গ্রন্থটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ ঃ

মালবিকাগ্নিমিত্র মহাকবি কালিদাস প্রণীত শ্রীবিমলা দাসগুপ্তা কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত। পৃষ্ঠাঙ্ক ।৶০ ১২১, সচিত্র। কলিকাতা, বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত ১৩১৭ সাল।

আখ্যা-পত্রের পর পৃষ্ঠায় "[অনুবাদিকার] ভূমিকা" থেকে এ অনুবাদের উদ্দেশ্য জানা যায়। অনুবাদিকা বলেছেন ঃ

"......কখনও কখনও মনে হয়, যদি মাঝে মাঝে কোনও মহিলা কর্ত্তৃক মহাকবিগণের সংস্কৃত কাব্য নাটকাদির বঙ্গানুবাদ হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ স্ত্রী চরিত্র সুলভ কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাহা আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতে যত্ন করিবেন এবং অনুবাদ পাঠে অতৃপ্ত হওয়ায় হয়তো বা তাঁহাদের মধ্যে কাহারো কাহারো মনে মূল গ্রন্থ পাঠের পিপাসা জাগিয়া উঠিবে। একমাত্র এই উচ্চাশায় প্রণোদিত হইয়া আমার মত অল্পমতি জনও তাহার এই অপরিপক্ক অপরিস্ফুট ভাষাকেও পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছে।...... ১০ই বৈশাখ, শকাব্দ ১৮৩২।"

বিমলা দাসগুপ্তা বাংলা অনুবাদ নাটকের ইতিহাসে প্রথম মহিলা, কিন্তু তাঁর অনুবাদ কর্ম ঐকান্তিক হলেও যথেষ্ঠ নাটকীয় প্রসাদগুণ সমৃদ্ধ নয় বলে তাঁর গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনায় বিরত হওয়াই বোধহয় যুক্তিযুক্ত।[১৫]

চতুর্থ ও পঞ্চম গ্রন্থদুটি পাঠ্য পুস্তক হিসাবে সম্পাদিত হয়েছে, সুতরাং অনুবাদ প্রায় যথাযথ হলেও যথেষ্ট প্রসাদগুণ সমন্বিত এবং অভিনেয়তা গুণে গুণান্বিত নয়। উভয় গ্রন্থের প্রারম্ভেই যথাক্রমে ১৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী 'সমালোচনা' ও ৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী 'সম্পাদকীয় সম্ভাষণ' লিপিবদ্ধ আছে—তাতে ছাত্রদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়াদির বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। অবশ্য উভয়েই অনুবাদ কার্যে মূলের অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন। উভয় অনুবাদ কর্মই প্রয়োজনমতো গদ্য-পদ্যে সম্পন্ন।

□ বিক্রমোর্বশী

এ নাটক কবির প্রথম বয়সের রচনা বলে মনে করা হয়। রচনার ভাবগত ও আঙ্গিকগত ত্রুটি তাই অলক্ষিত নয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছেন—"ইহার আদ্যোপান্ত শকুন্তলার ন্যায় সর্বাঙ্গসুন্দর নহে। কিন্তু চতুর্থ অঙ্কে, উর্বশীর বিরহে একান্ত অধীর ও বিচেতন পুরুরবা, তাঁহার অন্বেষণের নিমিত্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন, এবিষয়ের যে বর্ণনা আছে, তাহা অত্যন্ত মনোহর—এমন মনে হয় যে, কোনও দেশীয় কবি উহা অপেক্ষা অধিক মনোহর বর্ণনা করিতে পারেন না, একথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।"[১৬]

বাংলাভাষায় 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের নিম্নলিখিত অনুবাদগুলির সন্ধান পাওয়া যায় :

১। বিক্রমোর্বশী : কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন [১৮৫৭]।—যথাযথ।

২। বিক্রমোর্বশী : গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৬৯] (১২৭৫ সাল)
—মোটামুটি যথাযথ।

৩। বিক্রমোর্বশী নাটক : যদুনাথ তর্করত্ন (?) [১৮৬৯] (১২৭৫ সাল)
— ঐ

৪। অপ্সরী মিলন :............[১৮৮০]। গীতিনাট্য।

৫। বিক্রমোর্বশী : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৯০১] । কিছুটা পরিবর্জিত।

৬। বিক্রমোর্বশী নাটক : বিহারীলাল রায় ১৩১০ সাল। পদ্যানুবাদ
—মোটামুটি যথাযথ।

এছাড়া শ্রীক্ষেত্রমোহন রায়[১৭] [হরিনাথ ঘোষের সাহায্যে—১৮৫৭, [১২৬৪], শ্রীরামসদয় ভট্টাচার্য্য [১৮৫৯], শ্রীদ্বারকানাথ গুপ্ত [১৮৬২] এবং শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য [১৯১৫] আলোচ্য নাটকের আখ্যানানুবাদ করেন। কিন্তু এ চারটি গ্রন্থ মূল আলোচনার বিষয় বহির্ভূত।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে কালীপ্রসন্নের গ্রন্থটিই প্রাচীনতম। গ্রন্থটি বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় এবং আনন্দচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্তৃক ১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তত্ত্ববোধিনী প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থটি "...is most respectfully dedicated as an humble but sincere token of the translator's esteem, 'to His Highness

The Maharaja of Burdwan"। ডঃ সুকুমার সেন এ গ্রন্থ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ঃ "মূলের শ্লোকগুলি পয়ারে অনূদিত। গদ্য অংশের ভাষা বিদ্যাসাগরীয়। বইখানি বর্ধমানের মহারাজা বাহাদুরকে উপহৃত।...বোঝা গেল তখন কালীপ্রসন্ন বর্ধমানের মহারাজার প্রতি বিদ্বিষ্ট হন নাই; কালীপ্রসন্ন নাটকখানিকে বিদ্যোৎসাহিনী সভার নামে অভিনয় করাইয়াছিলেন।[১৮]

আলোচ্য গ্রন্থের অনুবাদের ধরন বা রীতি প্রসঙ্গে গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'-এ বলা হয়েছে—"এই গ্রন্থ মহাকবি কালিদাস বিরচিত বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অবিকল অনুবাদ। মূল গ্রন্থ হইতে ভাষান্তরিত হওয়ায় অনেকাংশে ইহার লালিত্যের ন্যূনতা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তবে যতদূর উত্তম হইতে পারে, সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে ত্রুটি করা যায় নাই।" অনুবাদের কারণ বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনুবাদকের বক্তব্য ঃ

"বাঙ্গালা নাটকের অনুরূপ বহুকালাবধি বঙ্গবাসিগণ দর্শন করেন নাই, কারণ অতি পূর্ব্বকালে মহাকবি কালিদাসাদির দ্বারা যে সমস্ত সংস্কৃত নাটক রচিত হয়, তাহারই অনুরূপ হইত, পরে প্রায় দুই তিনশত বৎসর অতীত হইল সংস্কৃত ভাষায় নাটক ও অনুরূপাদি এককালেই রচিত হইয়াছে, সেই অবধি আর কোন ধনবান ভবনে নাটকাদির অভিনয় হয় নাই। পরে শেকস্‌পীয়র ও অন্যান্য ইংরাজি নাটকাদি বঙ্গদেশে অভিনয় হইলে হিন্দুগণের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা নাটকের অনুরূপ করিতে ইচ্ছা হয়।" প্রসঙ্গত স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গমঞ্চে কয়েক মাস পূর্বে [১১ই এপ্রিল শনিবার, ১৮৫৬] রামনারায়ণ তর্করত্নকৃত বেণীসংহার নাটকের বঙ্গানুবাদ অভিনীত হয়। তাই কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর আলোচ্য গ্রন্থের বিজ্ঞাপনের উপসংহারে বলেছেন—"উপস্থিত দর্শক মহোদয়গণের নিতান্ত আগ্রহাতিশয়ে এবং তাঁহাদিগের অনুরোধবশতঃ পুনরায় বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গভূমিতে অনুরূপ কারণেই বিক্রমোর্ব্বশী অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইল, এক্ষণে বিদ্যোৎসাহিনী মহোদয়গণের পাঠযোগ্য এবং নাগরীয় অন্যান্য রঙ্গভূমির অনুরূপ যোগ্য হইলে আমার শ্রম সফল হইবে।" বাস্তবিক পক্ষে নাটকের পাঠের আনন্দ ছাড়াও দর্শনের আনন্দের প্রয়োজন আছে— আর এ আনন্দ আসে নাটকের 'অভিনেয়তা' গুণ এবং সার্থক অভিনয় অনুষ্ঠানের দ্বারা। তাই সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ নাটককে যথার্থই 'দৃশ্যকাব্য'

নামে চিহ্নিত করেছেন। কালীপ্রসন্ন অনুবাদকালে এ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে স্মরণে রেখেছিলেন।

আলোচ্য অনুবাদকর্ম[১৯] যুগপ্রচলিত এবং কালীপ্রসন্নের নিজস্ব রীতি অনুসারে যথাসম্ভব চলিত ভাষায় সম্পাদিত হয়েছে। সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ী নাটকের প্রারম্ভে নান্দী ইত্যাদির যথাযথ অনুবাদ করা হয়েছে। মূল নান্দী শ্লোক "বেদান্তেষু······নিঃশ্রেয় সায়াস্তু বঃ" বাংলা ত্রোটক ছন্দে সংস্কৃতের মূলানুযায়ী পদ্যে অনূদিত হয়েছে। সমস্ত অনুবাদকর্ম মোটামুটি যথাযথভাবে গদ্য-পদ্যে সম্পন্ন হয়েছে। মূল নাটকে ঘটনা ও চরিত্রানুযায়ী শুদ্ধ সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার আছে, অনুবাদকর্মে সে ধর্ম [সাধু ও চলিত বাংলা] সর্বত্র রক্ষিত না হলেও মোটামুটিভাবে রক্ষিত হয়েছে বলা চলে।

অনুবাদের নমুনা হিসাবে পঞ্চমাঙ্কের শেষাংশ উল্লেখ করা যায়ঃ

রম্ভা— ভাগ্যে সখীর পুত্রের যুবরাজশ্রী দেখিয়াও ভর্তৃবিরহ সহ্য করিতে হইল না।

উর্ব্বশী— সখি! সর্বদা আমাদিকের মঙ্গল বলিতে হইবে [কুমারকে হস্তে গ্রহণ করিয়া] বৎস! জ্যেষ্ঠ মাতাকে বন্দনা কর [রম্ভা সমীপে গমন]।

রাজা— প্রিয়ে! কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর, সখীর নিকট উভয়েই যাইব।

নারদ— রাজন্! কুমারের যৌবরাজ্যে শ্রীইন্দ্র কর্তৃক মহাসেন কুমারের অভিষেচন স্মরণ করাইতেছে।

রাজা— মহান অনুগ্রহ!

বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গমঞ্চে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রত্যক্ষ উৎসাহ ও তৎপরতায় বিক্রমোর্বশী নাটক অভিনীত হয়। তিনি নিজেই প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট্' এ অনুষ্ঠানের রিপোর্ট প্রকাশ করে এবং পরে ৩রা ডিসেম্বর তারিখে তাতে সুদীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হয়।[20] যাই হোক কালীপ্রসন্নের অনূদিত গ্রন্থে মূল সংস্কৃত নাটকের নান্দী অংশ থাকলেও অভিনয়ানুষ্ঠানে তা বর্জিত হয়। "There was no Sutradhara like the old Sanskrit drama and music consisted of both by amateurs and the Town Band. Kali-

prosanna himself took the part of Pururavah and performed it with consumate histrionic skill. The Late Mr. W.C. Banerjee (then a boy of thirteen) and other distinguished men represented other parts"[২১] ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে Modern Hindu Drama শীর্ষক এক প্রবন্ধে 'The Calcutta Review' পত্রিকায় শ্রীকিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় লিখেছেন—'There was a large gathering of native and European gentlemen, who were unanimous in praising the performance. Amongst the latter, Mr. Beadon, afterwards Sir Cicil Beadon, the then Secretary to the Government of India expressed to us his unfeigned pleasure at the admirable way in which the principle characters sustained their parts.' প্রসঙ্গত 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এর [৩রা ডিসেম্বর ১৮৫৭] সুদীর্ঘ আলোচনাটিও মূল্যবান। এ আলোচনা পড়ে শতাধিক বৎসর পূর্বে যখন কোন স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ পর্যন্ত এদেশে গড়ে ওঠে নি, তখন—মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যসজ্জা, আলোকসম্পাত,—চরিত্রোপযোগী পোষাক পরিচ্ছদ, শব্দ-নিয়ন্ত্রণ, মঞ্চে ও নেপথ্যে যন্ত্র সঙ্গীতের সুষ্ঠু প্রয়োগ, ঐক্যতান বাদক নৃত্যশিল্পী ও কণ্ঠশিল্পীদের শৃংখলাপরায়ণ ও ছন্দোময় উপস্থিতি, অভিনয় শিল্পীদের সুনির্দিষ্ট ও সুষম প্রবেশ-প্রস্থান ও মঞ্চোপরি অবস্থানের কথা স্মরণ করে সাম্প্রতিককালের বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শক্তিমান প্রযোজক-পরিচালকগণও যথেষ্ট উপকৃত হবেন বলে মনে হয়। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট যথার্থই বলেছেন—"With all its excellencies the Vidyot-sahini Theatre is a private establishment, though its very existence is a sign of the times. The attempt to cultivate the drama is justly praiseworthy, but what we would like to have is the public institution of the kind of a permanent character"—অর্থাৎ নাটকালোচনার সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের দাবীও ঘোষিত হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ নানা কারণে বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরবর্তীকালের সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট হন। পূর্ববর্তী 'বিশ্লেষণ' অধ্যায়ে বলা হয়েছে—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ নানা

কারণে বাংলাদেশের Intelligencia-র ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করে নি এমনকি এই খ্রীষ্টাব্দের পঞ্চম দশকের প্রাণপুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এই বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন না। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৪১—১৮৬৯] অনূদিত বিক্রমোর্বশী নাটকের প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত গ্রন্থটির সন্ধান পাওয়া যায় নি। তবে গ্রন্থটি যে ১২৭৫ সালে [১৮৬৯] প্রকাশিত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।[২২] ১৩০৮ সালে এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তার আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

বিক্রমোর্বশী নাটক। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। ১১৫ নং আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, ভারত যন্ত্রে শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১৩০৮ সাল।

এ সংস্করণের 'নিবেদন'-এ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—

"তেত্রিশ বৎসর অতীত হইল আমার পূজনীয় জ্যেষ্ঠতাত ৺গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁহার পূর্বে সংস্কৃত নাটকের যথাযথ অনুবাদ (গদ্যে-পদ্যে) প্রকাশ করিতে কেহ চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের সমস্ত খণ্ড নিঃশেষ হওয়ায় উহা আবার মুদ্রিত হইল।"

'তাঁহার পূর্বে যথাযথ অনুবাদ প্রকাশ করিতে কেহ চেষ্টা করেন নাই'—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ দাবী সত্য নয়—কালীপ্রসন্নের অনুবাদ গ্রন্থই তার প্রমাণ। তবে সাহিত্য বিচারের সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচ্য বিষয় প্রসাদগুণে কালীপ্রসন্নের অনুবাদ গ্রন্থ অপেক্ষা এ গ্রন্থে যে অনেক বেশী—তা অবশ্য স্বীকার্য। সমসাময়িক ইতিহাস থেকে জানা যায় গণেন্দ্রনাথ সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যবিদ ও নাট্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। ঠাকুরবাড়িতে এবং অন্যান্য স্থানে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান ও পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থার মাধ্যমে ভাল নাটক রচনায় ও নাটকানুষ্ঠানে তিনি উৎসাহ প্রদান করতেন। তাছাড়া উনিশ শতকে কোন বাংলা নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ অসাধারণ জনপ্রিয়তারই পরিচায়ক। ঠাকুর বাড়িতে কয়েকবার এ নাটকের অভিনয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল বলে সংবাদ পাওয়া যায় কিন্তু দুঃখের বিষয় সে অনুষ্ঠানাদির কোন বিবরণ পাওয়া যায় নি। অবশ্য সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় ও গ্রন্থাদিতে এই বঙ্গানূদিত গ্রন্থের যথেষ্ট প্রসংসা হয়েছিল।[২৩]

অনুবাদের নমুনা হিসাবে পঞ্চম অঙ্কের শেষাংশ উদ্ধৃত করা হল ঃ

রম্ভা— সখি! ভাগ্যবলে আজ পুত্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক দেখলে আর পতির সঙ্গেও বিচ্ছেদ হলো না।

ঊর্ব্বশী—আমাদের এ অভ্যুদয় সাধারণ (কুমারের প্রতি) তোমার বড়মাকে প্রণাম কর।

নারদ— তব সন্তানের এই আয়ুষের, দেখে
যৌবরাজ্যে অভিষেক, মনে পড়ে গেল
সেই কাল, যবে সবে দেবগণ মিলি
মহাসেন কার্ত্তিকের দেন অভিষেক
দেব-সেনাপতি-পদে।

মধুসূদনের অনুসরণে রচিত ব্ল্যাঙ্ক-ভার্সের নাটকীয় গুণ সংলাপ-গুলিকে সত্যই সুঅভিনয়পোযোগী করেছে। বক্তব্যাংশ মূলের দিক থেকে কিছুটা সংক্ষিপ্ত হলেও ফর্মের দিক থেকে সংলাপ রচনা মোটামুটিভাবে মূলানুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে।

নাটকে অনেকগুলি গান আছে। গানগুলি কিছু কিছু পরিবর্তন সহ মূলানুযায়ী রচিত হয়েছে। অবশ্য রচনার ধরনে নিধুবাবু ও দাশু রায়ের রচনা রীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ চতুর্থ অঙ্কের একটি গান উদ্ধৃত করা যাক:

বিরহে কাতরা প্রিয় সখীর কারণ।
সখী দোঁহে মিলি আহা করয়ে রোদন॥
প্রফুল্লিত কমলিনী, করস্পর্শে দিনমণি,
সরসীতে বিলাসিনী,
বিমলা সখীরে দোঁহে করয়ে রোদন।
সখী দোঁহে মিলি আহা করয়ে রোদন॥

একই প্রকাশক কর্তৃক একই বৎসরে প্রকাশিত আর একটি অনূদিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ:

মহাকবি কালিদাস প্রণীত বিক্রমোর্ব্বশীনাটক। মূল সংস্কৃতের অনুবাদ। "পরপ্রণীতানি বচাংসি চিন্বতাং প্রবৃত্তিসারাঃ খলুমাদৃশাং গিরঃ।" —ভবাবি। কলিকাতা মুজাপুর আমহার্ষ্ট স্ট্রীট ৫৫নং ভবনস্থ কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্তৃক মুদ্রিত। সন ১২৭৫।

আখ্যাপত্রে বা গ্রন্থের অন্য কোথাও অনুবাদকের নাম উল্লিখিত

হয় নি তবে কেউ কেউ এ গ্রন্থটিকে যদুনাথ তর্করত্নের অনুবাদ-গ্রন্থ বলে মনে করেন।[২৪] যদুনাথ তর্করত্নের জীবনী ও কর্মজ্ঞান প্রয়াস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না[২৫] তবে তিনি আরো দুটি নাটকের (মৌলিক) রচয়িতা বলে জানা যায়। গ্রন্থদুটি হল—'রত্নাবলী উপাখ্যান' (পৃষ্ঠা ১৪৮) ১৮৬০ এবং 'দুর্ভিক্ষদমন নাটক' (পৃষ্ঠা ৯৭) ১৮৬৬। গানগুলির ক্ষেত্রে এবং সংলাপাংশে কিছু সংক্ষিপ্তকরণ হলেও মোটামুটিভাবে আলোচ্য গ্রন্থটি গণেন্দ্রনাথের গ্রন্থের প্রায় অনুরূপ বলা চলে। পঞ্চম অঙ্কের অনুবাদ কর্ম উভয় গ্রন্থে হুবহু এক (গণেন্দ্রনাথের ২য় সংস্করণ গ্রন্থটি অনুসরণে) সুতরাং দুটি বিষয় প্রসঙ্গত লক্ষণীয়—

১। গণেন্দ্রনাথের গ্রন্থ অজ্ঞাতনামা [যদুনাথ তর্করত্ন] লেখকের গ্রন্থের ন্যায় একই সালে [১২৭৫] একই মুদ্রাযন্ত্র থেকে একই প্রকাশকের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে।

২। পঞ্চম অঙ্কের অনুবাদকর্ম হুবহু এক।

প্রথম বিষয়টি একান্ত অসম্ভব নয়, কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টি গুরুতর। একে অপরজনকে হুবহু নকল করেছেন—এটা অবশ্যই সত্য। যদিও গ্রন্থের অন্যান্য স্থানে কিছু পরিবর্তন বর্তমান।

বাংলা অনুবাদ নাটকের ইতিহাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। দেশী বিদেশী বিভিন্ন নাটকের সুচারু ও সুন্দর অনুবাদের দ্বারা এই বহুভাষাবিদ মনীষী বঙ্গনাট্য সাহিত্য ভাণ্ডারকে সুসমৃদ্ধ করেছেন। তাই শুধু সংখ্যার দিক থেকেই নয় সমৃদ্ধির দিক থেকে বিবেচনা করলেও বঙ্গ নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা একটি অধ্যায়রূপে চিহ্নিত হবার যোগ্য।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গ্রন্থটি ১৩০৮ সালে কলিকাতা ২৬নং স্কট্স্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে, সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তাঁর অনুবাদ কর্মে মুখ্যত বোম্বাই প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ শঙ্কর পন্ডিতের সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ অনুসৃত হয়েছে। সুতরাং বঙ্গদেশীয় প্রচলিত পাঠের নিরিখে তাঁর অনুবাদকর্ম যথাযথ নয় বলে কিছুটা পরিবর্জিত বলা চলে। শঙ্কর পন্ডিতের গ্রন্থে বঙ্গদেশীয় গ্রন্থের চতুর্থ অঙ্কের প্রাকৃত গানগুলি একেবারে বর্জিত হয়েছে এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাই তাঁর মূল গ্রন্থে এগুলিকে স্থান না দিয়ে পরিশিষ্টাকারে পৃথকভাবে প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় 'কৈফিয়ৎ' দেওয়া আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষাতে "শঙ্কর পন্ডিত বলেন—তিনি যে

৮ খানি পুঁথি মিলাইয়া দেখিয়াছেন তন্মধ্যে ৬টি উৎকৃষ্ট পুঁথিতে এই প্রাকৃত শ্লোকগুলি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই। তাছাড়া—প্রথম আপত্তি এই যে, এই প্রাকৃত শ্লোকগুলি রাজার আবৃত্তি করিবার কথা। অথচ শাস্ত্র মতে উত্তম পাত্রের প্রাকৃত ভাষায় কথা কওয়া কিম্বা কোন কিছু আবৃত্তি করা একেবারে নিষিদ্ধ। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, যে যে স্থলে রাজার মুখে এই প্রাকৃত শ্লোকগুলি বসানো হইয়াছে, তাহারই ছায়া রাজার উক্তিগত সংস্কৃত শ্লোকগুলিতেও আছে। প্রাকৃত শ্লোকগুলি সংস্কৃতেরই পৌনরুক্তি মাত্র। তৃতীয় আপত্তি এই যে, এই প্রাকৃত শ্লোকগুলি রাজার উক্তি হইলেও উহার কোন কোন স্থলে তৃতীয় ব্যক্তির অবস্থা অপ্রাসঙ্গিক রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এবং এরূপ শ্লোকও আছে যাহা আবৃত্তি করা রাজার পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত, অথচ সেগুলি কাহার আবৃত্তির বিষয় তাহাও স্পষ্টরূপে বুঝা যায় না। চতুর্থ আপত্তি এবং গুরুতর আপত্তি এই যে,—এই প্রাকৃত শ্লোকগুলি যে যে স্থলে সন্নিবেশিত হইয়াছে সেই সেই স্থলে তাহার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। বরং উহা দ্বারা সংস্কৃত শ্লোকগুলির স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা দিয়া সময়ে ২ অনর্থক রসভঙ্গ করা হয়।" পরিশেষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন—"সে যাহা হউক, প্রাকৃত গানগুলি প্রক্ষিপ্ত কিনা সেবিষয়ে মতান্তর থাকিতে পারে।" আলোচ্য গ্রন্থের অনুবাদের নমুনা হিসাবে পঞ্চম অঙ্কের শেষাংশই গ্রহণ করা যাক:

রম্ভা — [উর্বশীর নিকটে আসিয়া] সখি! ভাগ্যবলে আজ তুমি পুত্রের যৌবরাজ্য অভিষেক দেখলে—আমার পতির সঙ্গেও তোমার আর বিচ্ছেদ ঘটল না।

উর্বশী — এ সৌভাগ্য আমাদের উভয়েরই সাধারণ [কুমারের হস্তধারণ করিয়া] এসো বৎস, তোমার জ্যেষ্ঠ মাতাকে অভিবাদন কর সে।

কুমার — [স্থিরভাবে অবস্থান]।

নারদ — এখন ঐখানেই থাকো। সময় হলে ওঁর নিকটে যেও।

অজ্ঞাতনামা লেখকের রচনা 'অপ্সরী-মিলন' বিক্রমোর্বশী নাটিকাবলম্বনে একটি গীতিনাট্য। এ গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ:

অপ্সরী মিলন

গীতিনাট্য

"—There is true love of the human kind;

Where we see no disunity of the mind.—"

"ভালবাসা বাঁধে যদি দেশ বাঁধা রয়।
বিচ্ছেদ-সাগরে কভু ডুবিতে না হয়॥"

কলিকাতা।
সাহিত্য-সংগ্রহ যন্ত্রে
শ্রী অন্নদাপ্রসাদ রায় দ্বারা মুদ্রিত
বঙ্গাব্দ ১২৮৭।

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে নাটক সমাপ্ত হয়েছে। নান্দী নেই তবে প্রারম্ভ নিম্নলিখিত "প্রস্তাবনা-গীত"টি আছে:

ইমন-কল্যাণ—একতালা
প্রেম কি সুখধন।
জানে কি সে জন;
যে না প্রেমরসে সদা হয়েছে মগন।
বসন্তের আগমনে, সুকণ্ঠে বিহঙ্গ-গণে,
গাইছে মধুর তানে, প্রণয়-মঙ্গল গান।

'প্রণয় মঙ্গল গান' শব্দের ব্যবহার সম্বলিত এই গীতটি পূর্বে আলোচিত প্রবন্ধ গীতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে হয় এই গীতিনাট্যটি কোথাও না কোথাও মঞ্চস্থ হয়েছিল। অবশ্য এ বক্তব্যের সমর্থনে কোন লিখিত প্রমাণ উপস্থাপিত করা যাবে না। গ্রন্থে কোন 'ভূমিকা' বা 'বিজ্ঞাপন' নেই। ৩৬ পৃষ্ঠায় গদ্য পদ্যে নাটক সমাপ্ত হয়েছে। গ্রন্থে শুধু তৃতীয় অঙ্কের উল্লেখ আছে। গীতিনাট্যটি যে 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকাবলম্বনে রচিত তার কোন উল্লেখ নেই, যদিও বক্তব্য বিষয় তাই প্রমাণ করে। গ্রন্থটিতে অসংখ্য গান ভারতীয় রাগ-রাগিণী ও তালের উল্লেখ সহ বর্তমান। প্রারম্ভে নিম্নলিখিত 'গীতি-নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দ' মুদ্রিত আছে:

অভিনেতা	অভিনেতৃ
রাজা পুরূরবা।	উর্ব্বশী।
মদন।	রতীদেবী।
মহর্ষি।	অপ্সরীগণ।

নমুনা হিসাবে তৃতীয় অঙ্কের ১নং দৃশ্যের শেষাংশ উল্লেখ্য। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হচ্ছে সংলাপের চলিত ভাষা।

মহর্ষি— দম্পতি! অবিরহিত থাক!

পুরু— (জনান্তিকে) এই যেন হয়; (মহর্ষির প্রতি) তবে, আপনার এখানে কি কারণে শুভাগমন হয়েছে?

মহর্ষি— মহারাজ! ত্রিলোকদর্শীগণ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হ'য়ে উর্বশীকে আপনার করে অর্পণ কর্ত্তে আদেশ করেছেন, (উভয়ের হস্ত ধরিয়া) তবে এখন আমি তাঁদের আজ্ঞা পালনার্থে আমার একমাত্র কন্যা-রত্নটীকে আপনার হস্তে সমর্পণ কল্যেম (সমর্পণ) এখন উভয়ে সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করুন।

এরপর বিহারীলাল রায়ের অনুবাদ গ্রন্থ প্রসঙ্গে আসা যাক। আখ্যাপত্রে মুদ্রিত আছে ঃ

বিক্রমোর্ব্বশী। মহাকবি কালিদাস প্রণীত বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের বঙ্গানুবাদ। শ্রীবিহারীলাল রায় বি. এ. অনুদিত। পৃষ্ঠা ১১৩ পদ্যানুবাদ।

পরপৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত 'নিবেদন' লিপিবদ্ধ আছে ঃ

"প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে আমার পরমহিতৈষী শ্রদ্ধাস্পদ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রাজমোহন চক্রবর্ত্তী এম. এ মহোদয় আমাকে মহাকবি কালিদাসের 'বিক্রমোর্ব্বশী' অনুবাদ করিতে অনুরোধ করেন। কোনও অবৈতনিক রঙ্গ-মঞ্চে অভিনয় মাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করিবার কোনও কল্পনা তখন হয় নাই—১৩০৮ সালের জন্মাষ্টমীর পূর্বে অনুবাদ শেষ হয়··· অনুবাদে আমার কোন বিশেষ কৃতিত্ব নাই; তবে যাহাতে মহাকবির নামে কলঙ্ক না স্পর্শে—সে বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। অনুবাদকার্য্য যতদূর প্রকৃত করিতে পারিয়াছি, তাহাতে ত্রুটি করি নাই। অভিনয়ের সৌকর্য্যার্থে দুইটি গান এবং দৃশ্য বিভাগ আমার নিজস্ব। ভাল করিয়াছি কি মন্দ করিয়াছি তাহা পাঠকগণের বিচার্য্য·········। জন্মাষ্টমী ১৩১০ গ্রন্থকার।"

'নিবেদন'-এর বক্তব্যানুসারে কিছু কিছু পরিবর্তন ছাড়া অনুবাদ মোটামুটি যথাযথভাবে কিন্তু পদ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রসঙ্গত একটি বিষয় লক্ষণীয় ঃ ১৩০৮ সালে গণেন্দ্রনাথের বঙ্গানুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং একই সালে বিহারীলালের অনুবাদকর্ম সম্পন্ন হয় (গ্রন্থপ্রকাশ ১৩১০ সাল)। ঘটনাগুলি 'কাকতালীয়বৎ' হলেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, যদিও বিহারীলাল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুসরণ করেছেন মনে করাই বোধহয় যুক্তিসঙ্গত।[২৬]

আলোচ্য গ্রন্থের অনুবাদ নমুনাও পঞ্চম অঙ্ক থেকে গ্রহণ করা যাক।

নারদ— (প্রবেশ করিয়া) জয় জয় মর্ত্তের ঈশ্বর।

রাজা— ভগবন্ প্রণমি চরণে

উর্ব্বশী— বন্দি দেব !

নারদ— বিরহবিহীন হও দম্পতী তোমরা।

রাজা— (জনান্তিকে) মহর্ষির আশীর্ব্বাদ হউক সফল !
(প্রকাশ্যে) উর্ব্বশীর পুত্র এই বন্দিছে চরণ।

নারদ— দীর্ঘজীবী হও বৎস !

নারদ— 'ত্রিকালজ্ঞ, ঋষিগণ—
বলেছেন, ঘোর যুদ্ধ হইবে অচিরে
সুরাসুরে, তুমি তার সমর সহায়।
শস্ত্র ত্যাগ যুক্ত নহে এখন তোমার।'
তাই তেঁই আদেশিলা, তুমি যতকাল
ধরিবে নশ্বর দেহ, উর্ব্বশী তোমার
সহধর্ম্মিনীর রূপে রবে তব সনে।

উর্ব্বশী— বাঁচিলাম। অপনীত হইল এখন
সুকঠিন শেল মম হৃদয় হইতে।

রাজা— মহেন্দ্রের অতি কৃপা দেব আমা'পরে।

লক্ষণীয় বিষয় হল পদ্যানুবাদে সংলাপ বেশ নাটকীয়। তবে মূল নাটকের বক্তব্য বিষয়ের পরিবর্তন বা পরিবর্জন করা হয়েছে।

□ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্

'কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্রে দেখিতে চায় তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।'

[গ্যেটের মন্তব্যের রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ]

'শকুন্তলার সঙ্গে দূরতম তুলনা হতে পারে এমন কোন সুন্দর নারীত্ব কি মধুর প্রেমের সৌন্দর্যের চিত্র সমগ্র প্রাচীন গ্রীসে কোন কাব্যে নেই।'

[হুমবোলটকে লেখা শীলারের চিঠি]

'শকুন্তলার মত এমন প্রশান্ত গম্ভীর, এমন সংযত সম্পূর্ণ,
নাটক শেকস্‌পীয়রের নাট্যাবলীর মধ্যে একখানিও নাই।'

[প্রাচীন সাহিত্য ঃ রবীন্দ্রনাথ]

দেশ বিদেশের মহামনীষীদের দ্বারা এই গ্রন্থ বহুলভাবে অনূদিত ও আলোচিত হয়েছে এবং সর্বতোভাবে প্রমাণিত হয়েছে শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাটকই নয়, শকুন্তলা সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির অন্যতম। সুতরাং একান্ত স্বাভাবিক নিয়মেই বাংলা ভাষায় এই নাটকের অনুবাদ কর্মে অনেকেই প্রবৃত্ত হয়েছেন [দেশী বিদেশী যত নাটক বঙ্গভাষায় অনূদিত হয়েছে তার মধ্যে শকুন্তলার অনুবাদক সংখ্যা সবচেয়ে বেশী]। প্রত্যেক অনুবাদকই যথেষ্ট সচেতন হয়ে এ কর্মে প্রয়াসী হয়েছেন এবং অনুবাদের ধরণ বা রীতি, উদ্দেশ্য প্রভৃতি পরিপ্রেক্ষিতে কমবেশী সার্থক বা ব্যর্থ হয়েছেন। মূল নাটকের অভিনয় সময় ইত্যাদি প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন ঃ

অভিজ্ঞান শকুন্তল শেষ বসন্তে প্রথম অভিনীত। শ্রোতা দর্শক ছিল বিদগ্ধ বিদ্বান্‌ গোষ্ঠী। 'অভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষৎ। তস্যাং চ শ্রীকালিদাস গ্রথিত বস্তুনা·······নাটকেনোপস্থাতব্য মস্মাভিঃ,·····আপরিতোষাদ্‌·······প্রয়োগ-বিজ্ঞানম্‌।[২৭]

প্রসঙ্গত, মূল নাটকের কাহিনী সূত্র সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য[২৮] স্মরণীয় ঃ

"শকুন্তলার গল্প মহাভারতে আছে। কালিদাসের নাটকে আছে। তার আগে সংস্কৃত সাহিত্যে আর কোথাও নেই, তবে শত পথ ব্রাহ্মণে অশ্বমেধযাজী দুষ্মন্ত-পুত্রের উল্লেখমাত্র আছে। পরেও মিলেছে, যেমন ভাগবতে ও পদ্মপুরাণে। ·······মহাভারতের গল্প আগে লেখা হয়েছিল না কালিদাসের নাটক আগে লেখা হয়েছিল এ কথা নিয়ে তর্ক তুললে অনেকে হয়ত বিস্ময় বোধ করবেন। কিন্তু এ সংশয় উড়িয়ে দেবার নয়। মহাভারতের কাহিনীগুলি প্রাচীন নিশ্চয়ই, কিন্তু অষ্টাদশপর্ব মহাভারত খুব প্রাচীন নয়। অষ্টাদশ পর্ব সংস্করণের উৎপত্তি ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে হয়নি। তার পরেও বহুদিন ধরে এতে সংযোজন চলেছে। মহাভারতের আদি পর্বে শকুন্তলার গল্প আছে। ·····পদ্মপুরাণের পুরানো পুঁথিতে শকুন্তলার গল্প নেই। অর্বাচীন পুঁথি অবলম্বনে প্রস্তুত সংস্করণের স্বর্গ খণ্ডে গল্পটি আছে। যিনি বা যাঁরা গল্পটি সংযোগ করেছিলেন তাঁর বা তাঁদের কালিদাসের নাটক বেশ পড়া ছিল।

মহাভারতের উপাখ্যান কালিদাসের গল্পের মূল উৎস বলে ধরে নিলে বুঝতে হবে আংটির প্রসঙ্গ—দুর্বাসার অভিশাপ, আংটি হারানো, মাছের পেটে আংটি পাওয়া ইত্যাদি সব ঘটনা—কালিদাসের সৃষ্টি। দিব্য রমনীর সঙ্গে শকুন্তলার অন্তর্ধানও হয়তো কালিদাসের কল্পনা-প্রসূত।"

পূর্বেই বলা হয়েছে—কালিদাস তাঁর নাটকে ব্যাপক অর্থে সংগীতের [নৃত্য, নাট্য, নৃত্ত, যন্ত্র, তাল, লয়-রাগরাগিনী ইত্যাদি] নানাবিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সংলাপের উক্তি—প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধার নটীকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ 'আর্যে', সংগীত ব্যতীত এ'সভায় শ্রুতিসুখকর আর কি করণীয় আছে?' নটী উত্তর করল ঃ 'তবে কোন ঋতু অবলম্বন ক'রে সংগীত [গান] করব?' সূত্রধার বল্লেন ঃ 'আর্যে', আগতপ্রায় গ্রীষ্ম ঋতু অবলম্বন ক'রে সংগীত আরম্ভ কর।' নটী 'তথাস্তু' ব'লে গান আরম্ভ করল।

এ সম্বন্ধে কালিদাসের নিজস্ব ললিত ভাষা হ'ল ঃ

সূত্রধার—কিমন্যদস্যাঃ পরিষদঃ শ্রুতিপ্রসাদনতঃ করণীয়মস্তি।

নটী — অথ কদমং উপ উদ্দং অধিকারজ গাইস্সম্ ?

সূত্র — আর্যে! তদিমমেব তাবদচিরপ্রবৃত্তমুপভোগক্ষমং গ্রীষ্মসময়-মধিকৃত্য গীয়তাম্। সম্প্রতি হি...... ।

নটী — তহ [ইতি গায়তি]

এখানে লক্ষণীয় নাট্য শাস্ত্রের নির্দেশানুযায়ী সূত্রধারের মুখে শুদ্ধ সংস্কৃত সংলাপ এবং নটীর [নারী] মুখে প্রাকৃত ভাষার সংলাপ দেওয়া হয়েছে।

কালিদাস 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের প্রস্তাবনায় ভারতীয় সংগীতের অনেক তত্ত্বকথায় যে আভাস দিয়েছেন তা মর্মগ্রাহী মাত্রেই বুঝবেন।[২৯]

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের প্রস্তাবনার শেষ পর্যায়ে কবি সাংগীতিক 'রাগ' শব্দটি প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করেছেন ঃ

তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃত।ঃ
এষ রাজেব দুষ্মন্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসা।।

'মহাবেগগামী হরিণ দ্বারা আকৃষ্ট চিত্ত হ'য়ে রাজা দুষ্মন্ত যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন, আর্যে! তোমার গীতমাধুর্যে আমিও তেমনি মুগ্ধচিত্ত হয়েছিলাম।'

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ

"গীতরাগেণ শব্দটির পরোক্ষ অর্থ—গীতমাধুর্য, কিন্তু অপরোক্ষভাবে

এর অর্থ হবে ঃ 'রাগাশ্রিতগীতেন' বা 'রাগানুবিদ্ধেনগীতেন' অর্থাৎ 'রাগযুক্ত বা রাগসম্পৃক্ত গানের দ্বারা আমি মুগ্ধচিত্ত হয়েছি।' এখানে সূত্রধার নটীর গানে রাগের পরিপূর্ণ বিকাশ ও তার রঞ্জনাশক্তি চিত্তকে হরণ করতে সক্ষম হয়েছিল একথাই প্রশংসাচ্ছলে বলতে চেয়েছে। সূত্রধার উপলক্ষ্য, কালিদাসেরই এটি অন্তরের কথা। অনেকে 'তবাস্মি গীতরাগেণ.........সারঙ্গেণাতিরংহসা' শ্লোকটির 'সারঙ্গেণ' শব্দের ব্যাখ্যা করেন 'সারঙ্গরাগ' এবং এ থেকে তাঁরা প্রমাণ করেন যে কালিদাসের সময়ে [খ্রীষ্ট পূর্ব ১০০—খ্রীষ্টীয় ৪০০ বা ৪৫০ শতাব্দী] সারঙ্গরাগ ভারতীয় সমাজে জন্মলাভ করেছে। এই অর্থই অধ্যাপক জি. এইচ্. রাণাডে একটি নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন।[৩০] কিন্তু অধ্যাপক রাণাডের মন্তব্য শুধু কষ্ট কল্পনা প্রসূত নয়—অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিকও।[৩১] পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে কালিদাসের সময়ে গানগুলি প্রবন্ধপর্যায়ভুক্ত ছিল। তাঁর আগে শিক্ষাকার নারদ, ভরত, কোহল, যাষ্টিক, দন্তিল, শাণ্ডিল্য, নন্দিকেশ্বর সকলেই সমাজে নিবন্ধ প্রবন্ধ গানের পরিচয় দিয়েছেন। দেশী রাগগুলি তখন অভিজাত পদমর্য্যাদা লাভ করেছে।* ডঃ সুকুমার সেনের বক্তব্যও স্বামীজীর মতের সমর্থক।[৩২]

এবার বঙ্গানুদিত গ্রন্থগুলির আলোচনায় আসা যাক।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্র রামতারক ভট্টাচার্য কর্তৃক অনূদিত [১৮৪৮] গ্রন্থটিই সম্ভবত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের প্রাচীনতম বঙ্গানুবাদ। কিন্তু স্থির বিশ্বাস, এই অনুবাদ আদৌ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' সংস্কৃত কলেজের ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ হিসাবে নির্দিষ্ট ছিল কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস [১ম খণ্ড] গ্রন্থে আলোচ্য বঙ্গানুবাদ বা রামতারক ভট্টাচার্য সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মতও এ বক্তব্যের মোটামুটি সমর্থনসূচক।[৩৩]

এই অনুবাদ ছাড়া পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে সাম্প্রতিক কালের শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত পর্যন্ত অনুবাদকের তালিকাটি নিম্নরূপ ঃ

১। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ উপাখ্যানানুবাদ।

২। শকুন্তলা নাটক ঃ নন্দকুমার রায় ১৮৫৫ ও ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ।

৩। শকুন্তলা ঃ হরিমোহন গুপ্ত, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ।

৪। অভিজ্ঞান শকুন্তলা ঃ রামনারায়ণ তর্করত্ন ১৮৬০, ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ।

৫। শকুন্তলা গীতাভিনয় ঃ অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ।

৬। শকুন্তলা নাটক ঃ নন্দলাল রায় ১৮৭৬, ২য় সংস্করণ [১২৮৩]।

৭। কনকপদ্ম ঃ হরলাল রায় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ।

৮। শকুন্তলা ঃ ব্রজনাথ চক্রবর্তী ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ।

৯। শকুন্তলা ঃ কুঞ্জবিহারী বসু ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ।

১০। অভিজ্ঞান শকুন্তল ঃ প্রমথনাথ সরকার ১৮৯০ [১২৯৭]।

১১। অভিজ্ঞান শকুন্তলা ঃ গোবিন্দচন্দ্র রায় ১৮৯৩।

১২। শকুন্তলা ঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯৬ ? [১৩০২] আখ্যানানুবাদ (শিশুদের জন্য)।

১৩। অভিজ্ঞান শকুন্তলা ঃ হরিপদ চৌধুরী ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ।

১৪। অভিজ্ঞান শকুন্তলা ঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।

১৫। শকুন্তলা গীতাভিনয় ঃ সীতানাথ বসু ও প্রমথনাথ বিশ্বাস ১৯১৫ [১৩২২ সাল]।

১৬। অভিজ্ঞান শকুন্তলা ঃ সারদারঞ্জন রায় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ।

১৭। " ঃ হরিদাস ভট্টাচার্য ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ।

১৮। শকুন্তলা ঃ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ।

১৯। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল ঃ কৃষ্ণপদ বিদ্যারত্ন ১৯৩২ [১৩৩৯] —পদ্যানুবাদ।

২০। কাব্যে শকুন্তলা ঃ কালিদাস রায় ১৯৪৬ [১৩৫৩] সংক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদ।

২১। অভিজ্ঞান শকুন্তলা ঃ কুড়রাম ভট্টাচার্য ১৯৫৩ [১৩৫৯]।

২২। শকুন্তলা ঃ শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত ১৯৫৯।

উপরে তালিকাবদ্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়কৃত গ্রন্থটি আখ্যানানুবাদ এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থটি শিশুদের জন্য সংক্ষিপ্ত আখ্যানানুবাদ। অতএব এ গ্রন্থদুটি আলোচ্য বিষয়ের গণ্ডী বহির্ভূত বলে মনে করা যায়।

এবার স্বতন্ত্রভাবে অনূদিত গ্রন্থগুলির আলোচনায় আসা যাক।

নন্দকুমার রায় কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থ

এই গ্রন্থের ইংরাজী আখ্যা-পত্রটি নিম্নরূপ ঃ

Sakuntala / or the The Fatal Ring by Kalidasa / Translated into Bengalee / By NundoCoomar Roy. / Printed and Published By / K. N. Bhuttacharyya / at the New Arya Press / 43/1, Bhowani Churn Dutt's Lane, Calcutta / 1855[৩৪]

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে ঃ

"এই গ্রন্থে মহাকবি শ্রীকালিদাস বিরচিত অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের অনুরূপ অনুবাদ। মূল গ্রন্থ পাঠ করিলে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় প্রীতিপ্রাপ্ত হওয়া যায় এই বাঙ্গালা অনুবাদে সেইরূপ প্রীতির প্রত্যাশা করা অসম্ভব, কেননা কোন গ্রন্থ, এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় ভাষান্তরিত হইলে তাহার লালিত্য ও মিষ্টতা সহজেই হ্রাস পায়, বিশেষতঃ শকুন্তল নাটক স্থানে স্থানে এরূপ দুরূহ যে তাহা সুচারুরূপে ভাষান্তরিত করা দুঃসাধ্য, শকুন্তল নাটক অনুবাদ করিয়া যশ কি অযশ সঞ্চয় করিলাম, তাহা চিন্তা করিলে সংশয় মাত্র বৃদ্ধি হয়, যাহা হউক, সাধারণের সমীপে ইহা প্রচারিত হইলে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ঘুচিবে, তাহার সন্দেহ নাই। বৈদ্য শ্রীনন্দকুমার রায়, গৌরীভা সন ১২৬২ সাল ইং ১৮৫৫।" —গৌরিভা অর্থাৎ বর্তমান গরিফা গ্রাম—নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি মনীষীদের জন্ম ও লীলাভুমি একটি বৈদ্য প্রধান অঞ্চল।

নন্দকুমার তাঁর প্রাথমিক অনুবাদে ভদ্র ও ভদ্রেতর চরিত্র নির্বিশেষে নাটকীয় সংলাপের ভাষা একইরূপ রাখেন কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে এই ত্রুটি সংশোধন করেন।[৩৫] 'দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন'-এ তাই বলেছেন ঃ 'এবারকার পরিবর্ত্তন এই প্রথমবারে নাটকোক্ত ব্যক্তিদিগের কথা একপ্রকার ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, এবার ব্যক্তিভেদে সামাজিক ভাষার বিভেদ করা গিয়াছে, এবং কথোপকথনের মধ্যে মধ্যে পদ্যের আলোচনা স্বাভাবিক বোধ হয় না বলিয়া, পদ্য অংশের গদ্য করিয়া দিয়াছি।'

প্রথম সংস্করণের অনুবাদ প্রসঙ্গে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (৩০ শে আগষ্ট ১৮৫৫)-এর মন্তব্যটির অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ করা যাক ঃ

We have had for sometime before us a translation in metrical Bengalee of the Celebrated Sanskrit drama

,Sacoontola', the reputation of which, through the Writings of Sir William Jones, and one or two Orientalists, has extended itself as widely over the learned world as the name of any other dramatic work in any other language.

The most remarkable feature in the translation is the success of its metrical execution. The ordinary forma of Bengalee verse have been retained without any gross perversion of the sense of the original.

'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর মন্তব্যের উপসংহারটুকু আপাত-কটু মনে হলেও আসলে তা ব্যাজস্তুতি হিসাবে বোধ হয় গ্রহণীয়।[৩৬] সংবাদ প্রভাকর-এর ৫৩২৫ সংখ্যায় (বুধবার ১৪ ভাদ্র ১২৬২ সাল। ইং ২৯ আগস্ট ১৮৫৫) নন্দকুমারের গ্রন্থের আলোচনা করে পরিশেষে বলা হয়েছে ঃ

অনুবাদক মহাশয় পয়ারাদি ছন্দে সুন্দররূপে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন, পাঠ করিবার সময়ে চিত্ত পুলকিত হয় অধিক পাঠে স্পৃহা জন্মে।

আলোচ্য গ্রন্থের অংক বিভাগ উল্লিখিত হয়েছে কিন্তু দৃশ্য বিভাগ সংখ্যায় উল্লিখিত না হয়ে প্রতি দৃশ্যের শেষে 'দৃশ্যান্তর' বলে উক্ত হয়েছে। সপ্তম অংকে ১৫৯ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে অনুবাদ কর্ম সম্পাদিত হয়েছে। মূল অনুবাদের শেষে 'ইতি মহাকবি শ্রীকালিদাস বিরচিত শ্রীনন্দকুমার সেনগুপ্ত অনুবাদিত অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক সমাপ্ত'কথা কয়টি লিপিবদ্ধ হয়েছে। তারপর এক পৃষ্ঠা শুদ্ধিপত্রের পর 'পরিশিষ্ট'তে 'পদ্য অংশের গদ্য' হিসাবে[৩১] পৃষ্ঠা অনুবাদ কর্ম প্রকাশ করা হয়েছে।

এবার এ গ্রন্থের অনুবাদের নমুনা উল্লেখ করা যাক।

শকুন্তলা নাটকের নান্দী অংশে অভিনয় প্রয়োগ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে শ্লোকটি আছে মনে হয় পৃথিবীর সর্বদেশের সর্বকালের নাট্য-প্রযোজনার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা। নন্দকুমার "আপরিতোষাৎ······প্রত্যয়ংচেত"—এই শ্লোকটির দুইরকম (গদ্যে ও পদ্যে) অনুবাদ প্রকাশ করেছেন।

গদ্যে ঃ

যাবৎ পণ্ডিতগণ এই প্রয়োগদর্শনে পরিতোষপ্রাপ্ত না হ'ন; তাবৎ

আমি ইহাকে প্রশংসা করিতে পারি না, দেখনা পরীক্ষার্থীরা সুশিক্ষিত হইলেও আপনাদিগের প্রতি বিশ্বাস করে না।

পদ্যে ঃ

আমার এ অভিনয় করি দরশন।
যতক্ষণ সন্তুষ্ট না হন সাধুজন ॥
ততক্ষণ ইহারে কেমনে অনুরাগে।
প্রশংসা করিতে পারি বল আগে ভাগে ॥
যদি কোন বিষয়েতে সুশিক্ষিত হয়।
তবু পরীক্ষার্থী চিত্তে না হয় প্রত্যয় ॥

অনুবাদের নমুনা উল্লেখ প্রসঙ্গে একটি বিষয় স্মরণীয়। সংস্কৃত শাস্ত্র ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে সম্প্রদায় ক্রমে দুটি শ্লোক প্রচলিত আছে ঃ

১। কাব্যেষু নাটকং শ্রেষ্ঠং তত্রাপি চ শকুন্তলা।
তথাপি চ চতুর্থাঙ্কং তত্র শ্লোক চতুষ্টয়ম্ ॥

২। কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।
তথাপি চ চতুর্থোহঙ্কো যত্র যাতি শকুন্তলা ॥

সুতরাং বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে 'এসিড টেস্ট' তা এই চতুর্থ অঙ্কের অনুবাদেই ধরা যাবে। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে আশ্রম থেকে বিদায়ের অপরূপ মর্মস্পর্শী করুণ দৃশ্যের বর্ণনা অন্য ভাষায় কতটা ব্যক্ত করা সম্ভব সে সম্বন্ধে স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও যথেষ্ট সংশয়চিত্ত ছিলেন। সর্বতোভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় নন্দকুমার মোটামুটিভাবে এ কার্যে সফল হয়েছেন। তাঁর অনুদিত গ্রন্থের শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা দৃশ্যটির অংশবিশেষ নিম্নরূপ ঃ

শকুন্তলা—[স্মরণ করিয়া] তাত! বনতোষিণী মাধবীকে একবার সম্ভাষণ ক'রে আসি।

কণ্ব— বৎসে! মাধবীলতার প্রতি তোমার যে সহোদরার ন্যায় স্নেহ তাহা আমি জানি, সে যে ঐ তোমার দক্ষিণ পার্শ্বে আছে, দেখ।

শকুন্তলা—[নিকটে আনিয়া লতাকে আলিঙ্গনপূর্বক] লতাভগিনি! তুমি শাখা বাহু দ্বারা আমাকে স্নেহ ভরে আলিঙ্গন কর, আজ অবধি আপনি আমার বিষয় যেমন চিন্তা করতেন এই লতাভগিনীর প্রতিও সেইরূপ করবেন।

কণ্ব—　　বৎসে !

তোমায় সুপাত্রে দিতে ছিল মম মন।
স্বগুণে তেমতি ভর্ত্তা করেছ বরণ ॥
নিশ্চিন্ত হয়েছি আমি সকল প্রকারে।
মিলেছে মাধবী—তব তরু সহকারে ॥

[তুমি আমার চির অভিমত আত্মসদৃশ ভর্ত্তা আপনার গুণেই লাভ করিয়াছ, তোমার নিমিত্ত আমি বিচিন্ত হইয়াছি, এইক্ষণে এই নবমল্লিকাকে এই সহকারের সহিত মিলাইয়া দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হই। —পদ্য অংশের গদ্য]

বলাই বাহুল্য পদ্য অংশের গদ্য অনুবাদটি যথাযথ এবং সর্বোপরি সাবলীল নয়। মূল সংলাপের সৌন্দর্য ব্যঞ্জনা বহুলভাবে বিঘ্নিত হয়েছে নন্দকুমারের এই প্রয়াসে।

অভিনয় প্রসঙ্গ

বঙ্গীয় নাট্যশালার ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ঃ

"১৮৫৭ সন হইতে বাংলা দেশে নাট্যাভিনয়ের ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিয়াছে। সেই সময় হইতে বাঙালী প্রতিষ্ঠিত কোন বড় বা উল্লেখযোগ্য নাট্যশালায় আর কোন ইংরাজী নাটকের অভিনয় হয় নাই। দু-এক জায়গায় ইংরেজী নাটক অভিনয়ের কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু শুধু ইংরেজী নাটক অভিনয়ের জন্য আর কোন নাট্যশালা স্থাপিত হয় নাই। যে-নাটক অভিনয়ের দ্বারা এই নূতন ধারার সূত্রপাত হয়, সেটি আশুতোষ দেবের [সাতুবাবুর] বাড়ীতে শকুন্তলার অভিনয়। এই অভিনয়ের উদ্যোগ করেন পরলোকগত সাতুবাবুর [মৃত্যু ২৯ জানুয়ারি ১৮৫৬] দৌহিত্রেরা।"[৩৭]

১৮৫৭ সনের ১৫ই জানুয়ারি তারিখের 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকায় শকুন্তলা অভিনয়ের উদ্যোগ প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি পরিবেশিত হয় ঃ

"আমরা শ্রুত হইলাম, ৺বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের ভবনস্থ জ্ঞান-প্রদায়িনী সভার সভ্য সকলে শ্রীযুত নন্দকুমার রায়ের কৃত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নামক নাটকের অনুরূপ দর্শাইবার নিমিত্ত শিক্ষা করিতেছেন, কৃতকার্য্য হইতে পারিলে উত্তম বটে, বহুদিবস আমারদিগের কলিকাতায় বাঙ্গালা নাটকের অনুরূপ হয় নাই, উক্ত সভায় বঙ্গভাষার আলোচনা অতি সুচারুরূপে হইয়া থাকে।"—এই রিপোর্ট প্রকাশের ১৫ দিন পর ৩০শে জানুয়ারী সরস্বতী পূজা

উপলক্ষে সাতুবাবুর বাড়িতে এই নাটকের প্রথম অভিনয় মঞ্চস্থ হয়। প্রায় চারশত দর্শকের উপবেশন আসন সমন্বিত প্রেক্ষাগৃহ ও মঞ্চ বেশ সুসজ্জিত হয়েছিল। সাতুবাবুর নাতজামাই মিঃ ও. সি. ডাট মঞ্চাধ্যক্ষ ও সংগীত পরিচালক ছিলেন। এই অভিনয় প্রসংগে ১৮৫৭ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারী 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় যে সুবিস্তৃত মন্তব্য ও সমালোচনা প্রকাশিত হয় তা নানা কারণে স্মরণীয়।"[৩৮]

সাতুবাবুর দৌহিত্রদের এই প্রয়াসের প্রশংসা করতে গিয়ে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্ভ্রান্ত ধনীদের সাধারণ আমোদপ্রমোদ আস্বাদন স্বভাব সম্বন্ধে তীব্র শ্লেষ সর্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত। উদ্ধৃতির প্রথমাংশে শেকস্‌পীয়রের নাটকাবলীর অভিনয় সম্বন্ধে সমালোচক সম্ভবত বৈষ্ণবচরণ আঢ্যের ওথেলো ও অন্যান্য কয়েকটি অভিনয়ের প্রতি ইংগিত করেছেন বলে মনে হয়। ঐ তারিখে পেট্রিয়ট আরো বলেছেন ঃ

"কালিদাসের শকুন্তলার অতি সুন্দর অনুবাদ ইংলণ্ড ও জার্ম্মেনীতে হইয়াছে। অথচ যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের জন্য এই অমর কবি তাঁহার প্রতিভার প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যেই এই উচ্চাংগের নাটকটি প্রায় অবোধ্য। অল্প লোকই মূল সংস্কৃতে নাটক পড়িয়াছেন। অনুবাদ আর ও অল্পসংখ্যক লোক পড়িয়াছেন। এই নাটকটি অভিনয়ের পক্ষে উপযুক্ত। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা পাই গত মাসের ৩০এ তারিখের রাত্রে যে অভিনয় হয়, তাহা হইতে। যে-যুবকটি শকুন্তলার ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাঁহার অংগভংগী ও চলাফেরা সত্যই রাণীর মত এবং যে-চরিত্র তিনি অভিনয় করিতেছিলেন, তাহার উপযুক্ত হইয়াছিল। অন্য অভিনেতাদের অভিনয়ও ভালই হইয়াছিল। আমরা শুনিলাম যে, এই যুবকেরা সুনিপুণ অভিনেতাদের নিকট শিক্ষালাভ করিবার কোন সুযোগ পান নাই। এই কারণে তাঁহাদের অভিনয় আরও প্রশংসার্হ। আমরা আশা করি, একটু অভ্যাসের পরই এই অভিনেতারা অতি চমৎকার অভিনয় করিতে পারিবেন।"[৩৯]

শকুন্তলা নাটকের অভিনয়ে কে কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তা মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়। তিনি বলেছেন ঃ

শকুন্তলার অভিনয় হইল। ছাতুবাবুর নাতি শরৎবাবু শকুন্তলা সাজিয়াছিলেন। যখন stage-এর উপরে বিশ হাজার টাকার অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া শরৎবাবু দীপ্তিময়ী শকুন্তলার রাণী-বেশ দেখাইয়াছিলেন তখন

দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইয়াছিল। ······দুষ্মন্ত—প্রিয়মাধব মল্লিক। ইনি রালিমেব্রোজানির বাড়ী কর্ম্ম করিতেন, Cashier ছিলেন। দুর্ব্বাসা—গ্রে স্ট্রীটের অন্নদা মুখোপাধ্যায়, বেশ সুপুরুষ, পরে পুলিশের ইন্‌স্পেক্‌টর হইয়াছিলেন। অনসূয়া—অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ,—ইনি পরে হাইকোর্টের interpreter হইয়াছিলেন। প্রিয়ম্বদা—ভুবনমোহন ঘোষ, স্কুল মাষ্টার। আমি হইতাম কণ্বমুনির আশ্রমের এক ঋষিকুমার। শরৎবাবুর ভগিনীপতি উমেশচন্দ্র দত্ত (Mr. O. C. Dutt) stage-manager—ছিলেন। তখনও তিনি খ্রীষ্টান হয়েন নাই। তাঁহার কায ছিল Whistle-দেওয়া, পটক্ষেপণ ও উত্তোলন ইত্যাদি······এক ব্যক্তি 'শকুন্তলা'র গান বাঁধিয়া দিয়াছিল, তাঁহাকে আমরা কবিচন্দ্র বলিয়া ডাকিতাম।[৪০]

সাতুবাবুর বাড়ীতে অভিনয়ানুষ্ঠান প্রসঙ্গে আরো দুটি সংবাদ (একটি ৯ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৮৫৭ 'সমাচার চন্দ্রিকা'য়, এবং আর একটি ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৮৫৭ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায়) আমরা পাই। সংবাদ প্রভাকর-এর সংবাদটি ২২শে ফেব্রুয়ারী 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'র দ্বিতীয় অভিনয়ানুষ্ঠান প্রসঙ্গে।

সমাচার-চন্দ্রিকার সংবাদ ও সমালোচনায় অভিনয়ের প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন শিক্ষিত বাঙ্গালীদের বিশেষত ইঙ্গ-ভাবাপন্নদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ লক্ষণীয়।[৪১]

ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন :

"সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ হইতে শকুন্তলার অভিনয় ভালই হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, অথচ ১৮৭৩ সনের 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে কিশোরীচাঁদ মিত্র কেন যে এই অভিনয় সফল হয় নাই[৪২] বলিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

২৩এ জুলাই ১৮৫৭ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সেই সময়ে শকুন্তলার তৃতীয়বার অভিনয়ের আয়োজন চলিতেছিল। এই তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' উল্লেখ আছে যে, শকুন্তলার পূর্ব্বর্তী অভিনয়ে সম্পূর্ণ নাটকটি অভিনীত হয় নাই, মাত্র তিন অঙ্ক অভিনীত হইয়াছিল।"

যশোরের রুরালি গ্রামের একটি বিদ্যালয়ে (১লা জানুয়ারী ১৮৫৮) এবং হুগলী জেলার জনাই গ্রামে পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহে (২৯ শে

মে ১৮৫৮) এই নাটকের মোটামুটি সাফল্যমণ্ডিত অভিনয়ানুষ্ঠান হয়েছিল বলে সংবাদ পাওয়া যায়।

"১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ মে জনাই গ্রামের ভূম্যধিকারী পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভবনে 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় হয়। এই অভিনয় ব্যাপারে অভয়াচরণ গুপ্ত 'অধ্যক্ষ' ছিলেন। অভিনয় করিয়াছিলেন জনাই গ্রামস্থ ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রবর্গ। ১লা জুন ১৮৫৮ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' এই অভিনয় সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত বিবরণটি প্রকাশিত হয়ঃ

বিগত শনিবার রজনীযোগে জনাঞি গ্রামে তত্রত্য ভূম্যধিকারি মুখোপাধ্যায় পরিবারের বিশেষ উদ্‌যোগে শ্রীযুত নন্দকুমার রায় প্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকের অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছিল। তদুপলক্ষে জনাঞি, বাকসা, বলুহাটী, বেগমপুর, গরলগাছা, আটপুর প্রভৃতি পার্শ্ববর্তি গ্রাম সমূহস্থ ন্যূনাধিক ৭০০। ৮০০ সাত আটশত ভদ্র ব্যক্তির সমাগম হয়। অপিচ কলিকাতাস্থ কতিপয় বিদ্যানুরাগি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সংগীত সমাজে উপস্থিত হইয়া সভার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আদ্যোপান্ত যে প্রণালীতে অভিনয় কার্য সম্পাদিত হইয়াছিল, তদ্দৃষ্টে দর্শকমাত্রেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।······পল্লীগ্রামে নাটক অভিনয়ের এই প্রথম অনুষ্ঠান, অতএব মুক্তকণ্ঠে বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করি! নটগণ সকলেই গ্রামস্থ ট্রেণীং স্কুলের ছাত্র, অতএব তাহাদিগের বিদ্যাবত্তা সাহস প্রভৃতি গুণেরও প্রশংসা করি।"[৪৩]

উপরোক্ত উদ্ধৃতির 'পল্লীগ্রামে নাটক অভিনয়ের এই প্রথম অনুষ্ঠান' উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য বাংলাদেশের একটি পল্লীগ্রামে প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় হচ্ছে—(এবং প্রথম অভিনীত বাংলা নাটকের) স্কুলের ছাত্রদের দ্বারা ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমভাগে,—ব্যাপারটি শুধু তাই প্রণিধানযোগ্যই নয়, বিস্ময়করও বটে।

নন্দকুমারের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌-এর অনুবাদ ও অভিনয়ানুষ্ঠান শুধু বাংলা অনুবাদ নাটকের ইতিহাসেই নয় বাংলা নাট্য সাহিত্যের এবং বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসেও বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা।

☐ হরিমোহন গুপ্তের শকুন্তলা

ব্রিটিশ মিউজিয়াম ক্যাটালগে [By J. F. Blumhardt, London 1886]-এ গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হয়েছে নিম্নরূপঃ

Harimohan Gupta—শকুন্তলা (Sakuntala—A poem founded on the drama of Kalidasa) pp IV, 223 (Calcutta 1869)।

কিন্তু হরিমোহন গুপ্তের অনুবাদকর্ম আসলে ১৮৫৭ সালেই প্রথম মুদ্রিত হয়। সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার ৮১৪৬ সংখ্যায় (শনিবার ১লা ফাল্গুন ১২৬৫ সাল ইং ফেব্রুয়ারী ১৮৫৯) হরিমোহন গুপ্ত বলেছেন ঃ

"বিজ্ঞাপন। প্রায় এক বৎসর অতীত হইল শকুন্তলার প্রথম অঙ্ক ও ও দ্বিতীয় অঙ্ক মাসিক প্রভাকরে প্রকাশ করা গিয়াছিল, কিন্তু নিয়মিত রূপে প্রচার করিতে না পারাতে এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, গ্রন্থ লিখিয়া সমাপ্ত হইলে ক্রমে ক্রমে রীতিমত মাসিক প্রভাকরে মুদ্রিত করিব অধিকন্তু মাসিক প্রভাকর প্রভাকর স্বরূপ কবিবর সম্পাদকের কবিতায় ভারতবর্ষ উজ্জ্বল করাতে অন্য কবির দীপালোক কবিতায় কোন প্রয়োজন ছিল না কিন্তু সেই প্রভাকর অধুনা চিরকালের নিমিত্ত অস্তমিত হইয়াছে ইহাতে এই বিবেচনা করিতে হইবে যে, যে দেশে সূর্যের আলো সেখানে কি প্রদীপের প্রয়োজন হইয়া থাকে না, অর্থাৎ অবশ্যই হয় অতএব গুণ গ্রাহক-মণ্ডলী এই কবিতায় নয়নান্তপাত করিবেন। শ্রীহরিমোহন গুপ্ত ১ ফাল্গুন, ১৭৮০ শক।"

দৈনিক সংবাদ প্রভাকরের ৮১৪৬ সংখ্যা থেকে কাব্যে (প্রধানত ত্রিপদী ও লঘু ত্রিপদীতে) শকুন্তলার তৃতীয় অঙ্কের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এরপর ৮১৭০ সংখ্যায় (২৯ ফাল্গুন ১২৬৫) তৃতীয় অঙ্কের বাকী অংশের গদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে মুখ্যত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে। কোন দৃশ্যাঙ্ক উল্লিখিত হয় নি। বাকি অংশ সম্ভবত আর প্রভাকরে মুদ্রিত হয় নি—একেবারে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র অনুবাদকর্ম গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়।

মাসিক সংবাদ প্রভাকরের ১লা মাঘ ১২৬৩ সালের সংখ্যায় নাটকের প্রথম অঙ্ক এবং ১লা আশ্বিন ১২৬৪ সালের সংখ্যায় নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়।

অনুবাদকর্ম 'মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীমন্মহারাজ ধীরাজ মহাতাবচন্দ্র বাহাদুর শশধর তুল্য যশোধরেষু'-র উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হয়েছে।

অনুবাদের প্রেরণা ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে 'বিজ্ঞাপন'-এ অনুবাদক বলেছেন ঃ

"......যোড়াসাঁকো নিবাসী বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ উৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় একখানি বিলাতের মুদ্রিত শকুন্তলা আমাকে দান

করেন। ······এই পুস্তক হার্টফোর্ড নগরে ইণ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মুদ্রাকারক ষ্টিফেন আর্ষ্টিন কর্ত্তৃক অতি পরিপাটীরূপে মুদ্রিত হয়; ইহাতে মূল গ্রন্থ এবং তম্মধ্যস্থ কবিতার ইংরাজী অনুবাদ আছে, গদ্য এবং প্রাকৃত ভাষার অর্থ নাই। হেলিবরি কালেজের অধ্যাপক শ্রী মলিয়র উইলিএম্স সাহেব ইহা প্রণয়ন করেন, পূর্ব্বে ইনি আকশফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রধান সংস্কৃত ছাত্র ছিলেন, অধুনা ইংলণ্ডে বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় তিনখানা শকুন্তলা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক সুললিত ইতিহাস অর্থাৎ শকুন্তলার উপাখ্যান নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক কদর্য্য কাগজ ও কদর্য্য অক্ষরে এঙ্গোলো ইণ্ডিয়ান যন্ত্রে বটতলার সান্নিধ্য হইতে প্রচার হয়, রচনা মন্দ নহে, কিন্তু ইহা নাম মাত্র শকুন্তলা অর্থাৎ নাট্যোক্ত ইতিহাসের সহিত অল্প সম্বন্ধ দেখা যায়। দ্বিতীয় শকুন্তলা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় উপাখ্যান ভাগ বলিয়া প্রচার করেন, ইনি অদ্বিতীয় গদ্য লেখক বলিয়া লোকসমাজে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু ইঁহার প্রণীত গ্রন্থে কালিদাসের কবিত্ব শক্তির বিশেষ পরিচয় নাই, ইহা কেবল আখ্যায়িকা মাত্র। ······তৃতীয় শকুন্তলা বৈদ্য শ্রীযুক্ত বাবু নন্দকুমার রায় মহাশয় কর্ত্তৃক নাটকের আকারে অবিকল অনুবাদ হয়। পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় যে শকুন্তলা বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত করেন, ইহা তাহা হইতে পণ্ডিতের সাহায্যে ভাষান্তর হইয়াছে, কিন্তু মলিয়র উইলিএম্স সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত শকুন্তলার সহিত তর্কবাগীশ মহাশয়ের মুদ্রিত পুস্তকের ঐক্য করিলে স্থানে স্থানে ভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়, সুপণ্ডিত সাহেব তজ্জন্য বহু পরিশ্রমে সে সকল ধৃত করিয়া ইটালি অক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছেন। রায় মহাশয় প্রণীত শকুন্তলা হইতে বিশেষ উপকার প্রাপ্তির আশা ছিল, কিন্তু ইহার স্থানে স্থানে বিশেষ গদ্য রচনার কোন কোন অংশ এমত অপ্রাঞ্জল যে সহজে অর্থসঙ্গতি হয় না। স্যার উইলেম জোন্স ও মলিয়র উইলিএম্স সাহেব প্রণীত অবিকল অনুবাদ নাটক যাহা ফোর্ট উইলেম কালেজের পুস্তকালয়ে দেখিতে পাই তাহাতে বিস্তর উপকার বোধ হইয়াছে।···"

হরিমোহন গুপ্তের অনুবাদকর্ম প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ্য ঃ

১। অনুবাদ নাটকাকারে নয় ২। মূল নাটকের নান্দী ও সূত্রধার-নট-

নটীদের বক্তব্য বিষয়াদি অনুবাদ কর্মে স্থান পায় নি। ৩। পদ্যানুবাদ—আখ্যানানুবাদ ফর্মে সম্পন্ন—পয়ার, ত্রিপদী, মিশ্র ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী, একাবলী প্রভৃতি ছন্দে কাব্যাংশগুলির রচনাপদ্ধতিতে গুপ্ত কবির প্রভাব সুস্পষ্ট।

নমুনাস্বরূপ দ্বিতীয়াঙ্কের 'রাজা কর্ত্তৃক শকুন্তলার রূপ বর্ণনা' কাব্য-দৃশ্যের অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল।

গীত

এ কি রূপ কাননেতে বিহরে।
নিরখিয়া রতিকাম শিহরে ॥
মুখ শশি, মৃদু হাসি, বচন অমিয় রাশি,
যেন কলকণ্ঠ পিক কুহরে।
ভ্রূকুটি বিকট তব, কালকূট বিষভব,
আঁখি নীল সরোরুহ শ্রীহরে ॥ ধ্রুবং।

ত্রিপদী

কুটিল কুন্তল ভার, মনোলোভা শোভা তার,
বর্ণনে বর্ণন নাহি যায়।
ভাবে বুঝি ক্রোধ করি, হেরি কাল বিষধরী,
ধরাতলে ধরিবারে ধায় ॥
....
....
সুচারু বদনখানি, সুধার সদন মানি,
শারদ পার্ব্বণ সুধাধার।
নয়ন চকোর মত, সচঞ্চল অবিরত
পাইতে অমিয় রস তার ॥

রামনারায়ণ তর্করত্নের গ্রন্থ[৪৪]

এ গ্রন্থ (দ্বিতীয় সংস্করণ-সংবৎ ১৯২৬) "গৌড়ীয় ভাষায়" অনূদিত হয়ে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। সপ্তম অঙ্কে ১৪৪ পৃষ্ঠায় নাটক সমাপ্ত হয়েছে। গীতগুলি ছাড়া অনুবাদ কর্ম গদ্যে সম্পাদিত। নান্দী ও সূত্রধার অংশ নেই। ৭টি অঙ্ক থাকলেও দৃশ্যাঙ্কের উল্লেখ নেই। অনুবাদ কিছুটা সংক্ষিপ্ত বলে একে 'মর্মানুবাদ' বলা যায়।

নান্দী অংশ না থাকায় উক্ত অংশের অনুবাদের নমুনা আলোচনা সম্ভব নয়। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা দৃশ্যটি [চতুর্থ অঙ্ক দ্বিতীয় প্রস্তাব] বহুলভাবে সংক্ষিপ্ত। নন্দকুমারের গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত অংশের অনুরূপ এখানেও গ্রহণ করা যাক :

কণ্ব— বৎসে, তোমারি অভ্যুদয় নিমিত্ত আমি এই লতাকে রোপণ করেছিলেম তা তুমি নিজগুণে অনুরূপ ভর্ত্তৃভাগিনী হয়েছ, তোমার প্রতি আর আমার চিন্তামাত্র নাই, এক্ষণে এই লতাটীকে এই সহকার বৃক্ষরূপ আশ্রয় প্রদান করে নিশ্চিত হবো।

শকুন্তলা—সখি অনসূয়া, সখি প্রিয়ংবদা, তোমাদের দুজনের হস্তে এই বৃক্ষদুটী আমি সমর্পণ করলেম।

রামনারায়ণের অনুবাদে চলিত ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়—কিন্তু এই চলিতভাষার উপযুক্ত ব্যবহারের অভাবে এবং অনুবাদকের সংক্ষিপ্তকরণ প্রয়াসের ফলে শকুন্তলা নাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ দৃশ্যটির সৌন্দর্যব্যঞ্জনা বহুলভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। 'অভিনেয়তা'র দিক থেকেও সংলাপগুলি যথেষ্ট উপযোগী নয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে রামনারায়ণের গ্রন্থ প্রাচীনতার দিক থেকে স্মরণীয় হলেও অনুবাদের সাহিত্যব্যঞ্জনা এবং অভিনেয়তার ক্ষেত্রে মোটেই সার্থক নয়।

অভিনয় প্রসঙ্গ

এই নাটকের প্রথম অভিনয় রজনী কবে এবং কোথায় অনুষ্ঠিত হয় তার সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। তবে পরবর্তীকালে কাঁসারিপাড়ার শ্রী কালী কৃষ্ণ প্রামাণিকের গৃহে এবং আর একবার ক্ষেত্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়িতে এই নাটকের অভিনয়ানুষ্ঠান হয়েছিল বলে জানা যায়—এছাড়া পটলডাঙ্গার আরপুলিতেও[৪৫] এ নাটকের অভিনয় হয়। প্রসঙ্গত ব্রজেন্দ্রনাথের বক্তব্য[৪৬] স্মরণীয় :

"১৮৬৭ সালের জুলাই মাসে 'শকুন্তলা' নাটক পুনর্বার অভিনীত হয়। কিশোরী চাঁদ মিত্র লিখিয়া গিয়াছেন—

১৮৬৭ সনের জুলাই মাসে কলিকাতায় 'শকুন্তলা'র দ্বিতীয় অভিনয় হয়। এই অভিনয় কাঁশারিপাড়ায় একটি বাড়ীতে [কালীকৃষ্ণ প্রামাণিকের] হইয়াছিল, কিন্তু সিমলার অভিনয়ের মত এ অভিনয়ও তেমন ভাল হয় নাই।"

১৮৬৭ সনের ১০ই জুলাই তারিখের 'ন্যাশনাল পেপারে' কিন্তু এ অভিনয়টির প্রশংসাই করা হয়। এই সংবাদপত্র বলেন :

দু-একটির কথা ছাড়িয়া দিলে বাকী সমস্ত ভূমিকার অভিনয়ই আশানুরূপ হইয়াছিল। এই নাট্যশালাটি সর্বজন প্রশংসিত।......

রাধামাধব করের স্মৃতিকথায় আছে যে, এই বাড়ীতে একটি স্থায়ী রংগমঞ্চ ছিল, এবং সেই রংগমঞ্চে 'শকুন্তলা'র সহিত মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনও অভিনীত হয়। কাশারিপাড়া থিয়েটার কর্তৃক 'শকুন্তলা' নাটকের তৃতীয় অভিনয় হয় ২৭ জুলাই ১৮৬৭ তারিখে।"

বাংগালীর মন স্বভাবতই ভাবপ্রবণ। তাই তরল ও উচ্ছ্বাসময় ভক্তিধারা বাংগালী-মনকে যেমন আপ্লুত করে তেমন আর কিছুই পারে না। উনিশের শতকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কয়েকটি রংগালয় স্থাপিত হওয়ায় পার্থিব ঘাতপ্রতিঘাতমূলক নাটক দেখবার সুযোগ সত্ত্বেও তাই দর্শক সাধারণ ধর্মমূলক ভাবতরল যাত্রাগান শুনতে অধিকতর আগ্রহশীল ছিল। অপরপক্ষে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনের সংগে সংগে বাংগালী শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ যাত্রা ও যাত্রায় প্রদর্শিত মামুলী পালাগানে বীতরাগ হয়ে নাট্যাভিনয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করতেন, কিন্তু সকলের পক্ষে পাইকপাড়ার রাজাদের মতো অজস্র অর্থ ব্যয় করে নাট্যশালা স্থাপন সম্ভবপর হয় নি। তাই, এ অবস্থায় নাটকের মতো লিখিত অথচ যাত্রার ন্যায় অভিনেতব্য একপ্রকার দৃশ্যকাব্যের উদ্ভব হয়—যা অপেরা বা গীতাভিনয় বলে অভিহিত।

এ প্রসংগে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :[৪৭]

"সেইযুগে 'গীতাভিনয়' নামে যাত্রা ও নাটকের মাঝামাঝি ধরনের একপ্রকার অভিনয় এদেশে দেখা দিয়াছিল। এই সকল অভিনয় পুরাদস্তুর নাটকেরই মত ; তফাতের মধ্যে অভিনয়ে দৃশ্য-পটাদির বালাই ছিল না। নাটকাভিনয় এ দেশে বিশেষ জনপ্রিয় হইবার সংগে সংগে সকলেই খুব উৎসাহিত হইয়া উঠে, কিন্তু রংগমঞ্চ নির্মাণ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার বলিয়া সকলের পক্ষে রংগমঞ্চ-স্থাপন সম্ভব ছিল না।

গীতাভিনয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে ১৮৬৫ সনের ১৬ই নভেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' আমরা দেখতে পাই :

প্রচলিত যাত্রাগুলির প্রতি যথার্থ সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিগণের নিদারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। রঙ্গভূমি করিয়া নাটকের অভিনয় করা অধিক ব্যয়সাধ্য বিবেচনায়

কলিকাতার কয়েকজন শিক্ষিত যুবক সামান্যত তৎপ্রণালীতে গীতাভিনয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা এ দেশের পক্ষে শ্লাঘনীয় অনুষ্ঠান সন্দেহ নাই।

১৮৬৫ সনের ২২এ মে তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে'ও এই সম্বন্ধে দীর্ঘ মন্তব্য পাই।…এই রকম কয়েকটি অভিনয়ের সংবাদ ও কয়েকখানি গীতাভিনয় পুস্তকের সন্ধান আমরা সমসাময়িক সংবাদপত্র থেকে পাই। ১৮৬৫ সনের প্রথম দিকে প্রকাশিত অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'শকুন্তলা' এই শ্রেণীর প্রথম পুস্তক বলিয়া মনে হয়। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এই পুস্তকখানিকেই বাংলা ভাষায় প্রথম অপেরা [গীতাভিনয়] বলিয়াছেন।"[৪৮]

অন্নদা প্রসাদের গীতাভিনয় গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের আখ্যা-পত্রটি নিম্নরূপ :

শকুন্তলা গীতাভিনয় শ্রীঅন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত কলিকাতা শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত।

৯২ পৃষ্ঠায় চলিত গদ্য ও পদ্যে [পয়ারাদি ছন্দে] গীতাভিনয় ফর্মে নাট্যরূপ সম্পাদিত হয়েছে। গীতাভিনয় ফর্মের জন্য দৃশ্যবিভাগ থাকলেও অঙ্কবিভাগ বা দৃশ্যবিভাগের কোন সংখ্যা উল্লিখিত হয় নি। আলোচ্য গ্রন্থটিতে ভারতীয় রাগরাগিনী ও তান উল্লেখসহ অনেকগুলি গীত আছে। যেমন প্রারম্ভের নান্দীর শ্লোকটিই গীতাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। মূল নাটকের বহু বক্তব্যই নতুনভাবে [অপেরা বা গীতাভিনয় ফর্মের জন্য] উপস্থাপিত হয়েছে।

"মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহোদয়েষু নিবেদন-মিদং"-এ [প্রথম সংস্করণ] অন্নদা প্রসাদ বলছেন :

"ইদানীং এ প্রদেশে বিদ্যালোচনা ও বুদ্ধিবৃত্তি সাধনের বহুবিধ যত্ন প্রদর্শিত হইতেছে, এবং জ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে বটে, কিন্তু লোকবৃন্দের মনোরঞ্জন হেতু উপায় অতি বিরল। …অধুনাতন কতিপয় বিদ্যোৎসাহি মহোদয়গণ দর্শনকাব্য উদ্ধার জন্য যত্নশীল হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই যত্ন ক্ষণজীবী হওয়াতে তাহার বিশেষ ফলোৎপত্তি হয় নাই। বস্তুতঃ যদিচ এক্ষণে ভদ্রসাধারণের যাত্রাদির[৪৯] প্রতি যথোচিত অনাদর জন্মিয়াছে কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন যোগ্য প্রতিনিধি প্রাপ্ত না হওয়াতে বিশুদ্ধ আমোদের উপায়াভাব ঘটিয়াছে। এতাবৎ বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং প্রথমতঃ

কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস বিরচিত শকুন্তলা নাটক গীতাভিনয়চ্ছলে পরিবর্ত্তিত করিয়া কয়েকবার অভিনয় করিয়াছি।"

এর পর প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে ঃ

"এই অভিনয় উপলক্ষে আপনি অনুকূলতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং অন্য কতিপয় বান্ধবগণ যে সাহায্য করিয়াছেন তাহার নিমিত্তে আমি চিরবাধিত রহিলাম, এক্ষণে অভিনয় দর্শকগণ বারবার যে আদর প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে সাহসী হইয়া এই 'শকুন্তলা গীতাভিনয়' মুদ্রাঙ্কিত করিয়া আপনাকে সমর্পণ করিলাম, আপনি ও পাঠকগণ অনুকূলনয়নে পাঠ করিলে চরিতার্থ হইব।

কলিকাতা	শ্রীঅন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
১লা বৈশাখ ১২৭২ সাল	সাং বলাগোড়।"

অন্নদাপ্রসাদের আর একখানি শকুন্তলা গীতাভিনয় গ্রন্থের নিবেদন অংশে তারিখ দেওয়া আছে—"১ বৈশাখ ১২৮১"। মনে হয় এটি গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ। আলোচ্য গ্রন্থ প্রসঙ্গে শ্রীসত্যজীবন মুখোপাধ্যায় তাঁর বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত "দৃশ্যকাব্য পরিচয়" গ্রন্থের ৩৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ

"অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার রচয়িতা। গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৭ই এপ্রিল, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ। এই পালা দ্বারা প্রাচীন যাত্রার সংস্কার করা হইতেছে, পালাকার গ্রন্থের ভূমিকায় এরূপ বলিয়াছেন। নট, নটী, পারিপার্শ্বিক পূর্বের মতোই ছিল। পালাগ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্বে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এখানি বাগবাজার নাট্যসমাজ কর্তৃক একাধিকবার অভিনীত হইয়া গিয়াছে। পয়ার, ত্রিপদী ও গদ্য দ্বারা এখানি গ্রন্থিত, নূতন কিছু সমাবেশের পূর্বে 'ধুয়া'র প্রচলন পূর্বের মতোই রহিয়া গিয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলা ইহার উপজীব্য বলিয়া কয়েকটি স্থানে নাটকীয় সংঘাত দেখা দিয়াছে। যথা ঃ দুর্বাসার অভিশাপ, অভিজ্ঞান দেখাইতেই পূর্বকথার স্মরণ, অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরীয়কের অজ্ঞাতসারে পতন, অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া দুষ্যন্ত রাজের জেলেকে হার বকশিশ, দুষ্যন্তপুত্রের সিংহশাবক লইয়া খেলা, পিতৃনাম জিজ্ঞাসায় পুরুবংশীয়দের পরিচয় প্রদান, মাতার নাম জিজ্ঞাসায় শকুন্তলা নামের প্রকাশ। উভয়ের মিলন তখন সম্পাদিত হইয়া গেল। রাজা ঐ কাল—অঙ্গুরীয়ক ফেরৎ দিতে চাহিলে শকুন্তলা পতির স্নেহই নারীর ভূষণ বলিয়া অঙ্গুরীয়ক আর

গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে মোট ৬২ খানি গান আছে, গানের দিক দিয়া কোন সংস্কার দেখা গেল না।"

আলোচ্য অনুবাদের নমুনাস্বরূপ 'নান্দী' অংশের কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক—

নটী— …এখন তোমার মনের ভাবটি কি তাই বল শুনি :

রাগিনী খাম্বাজ—তান কাওয়ালী[৫০]

কি ভাবে ভাব আমারে, ভাবিয়া না পাই হে।
প্রকাশিয়ে কও না নাথ, শুনে প্রাণ যুড়াই হে ॥
আমি তব প্রেমাধিনী' তোমা বই কিছু না জানি,
তুমি কি মোরে তেমনি, ভাব তাই সুধাই হে ॥

নট— প্রিয়ে, আমি যে তোমাকে কিরূপ ভাবি তাকি তুমি জান না?

রাগিনী ঝিঁঝিট—তান কাওয়ালী[৫১]

যে ভালবাসি প্রেয়সি জানাবো কি তোমায় বলে।
দেখাতাম সে ভালবাসা অন্তর দেখাবার হলে ॥…

অভিনয় প্রসঙ্গ

আলোচ্য নাটক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পূর্বে বেশ কয়েকবার যে অভিনীত হয়েছে তা গ্রন্থকারের পূর্বোদ্ধৃত 'নিবেদন' অংশ থেকেই জানতে পারা যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও একই কথা বলেছেন।[৫২]

কিন্তু সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় এই অভিনয়ানুষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে কোন সংবাদ বা সমালোচনা প্রকাশিত হয়নি।

শকুন্তলা নাটকের আর একখানি গীতাভিনয় ফর্মে অনুবাদ গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এ গ্রন্থের আখ্যা-পত্র নিম্নরূপ :

শকুন্তলা গীতাভিনয় শ্রীসীতানাথ বসু ও শ্রীপ্রমথনাথ বিশ্বাস সম্পাদিত ১৩২২, ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ। সচিত্র পৃষ্ঠা-২, ।০, ৯১, সচিত্র কলিকাতা প্রবোধচন্দ্র বসু বি. এম. কর্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থটি তারাকুমার কবিরত্নের লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত।

"এখানি যে কালিদাসের নাটকের অনুবাদ তার প্রমাণ অনুবাদক তাঁর 'নিবেদন'এ বইখানিকে নাটক বলেছেন, মহাভারতে এটি কাহিনী হিসাবে বিবৃত।"[৫৩]

গ্রন্থটির 'বিনীত নিবেদন' এই :—

"এই নাটকখানির মূল—নীতিতত্ত্বটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য করা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভগবদিচ্ছায় ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা সে মহদুদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে বলিতে পারি না। বহু বৎসর পূর্ব্বে এ মহানগরীতে শকুন্তলা গীতাভিনয় কয়েকবার মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। তদবধি এই অপূর্ব্ব নাটকের গীতাভিনয় একেবারে স্থগিত আছে। সম্প্রতি কতিপয় সহৃদয় বান্ধবের নির্ব্বন্ধাতিশয় নিজ ক্ষমতা সত্ত্বেও আমরা এ দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি—মহালয়া, ১৩২২ সাল।"

এই গ্রন্থের আখ্যা-পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মনিয়ের উইলিয়ম ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কৃত শকুন্তলা নাটক সমালোচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হয়েছে। মনে হয় গ্রন্থকারদ্বয় উক্ত দুইজনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে আলোচ্য গীতাভিনয় রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। আখ্যা-পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় আর একটি উদ্ধৃতি [সংস্কৃত শ্লোক] মুদ্রিত আছে, তা হল—'হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে-তন্মিশ্রা বর্জ্জয়ত্যপঃ। গ্রন্থশেষে 'শকুন্তলা গীতাভিনয় সম্বন্ধে' শিরোনামায় বিদ্বজ্জনদের ও সংবাদপত্রের অভিপ্রায় সংকলিত হয়েছে। সংকলিত অভিপ্রায়গুলির মধ্যে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, পি· টেগোর প্রভৃতি বিদ্বজ্জন এবং অমৃতবাজার, বঙ্গবাসী, বসুমতী, নায়ক, ভারতবর্ষ, মানসী, অর্চ্চনা প্রভৃতি পত্র পত্রিকার মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মন্তব্য :—

"সবিনয় নিবেদন। শকুন্তলা গীতাভিনয়খানি বেশ হইয়াছে। গানগুলি সুন্দর ও মধুর সুর-সংযোগে উহার অভিনয় ভালই হইবে (শান্তিধাম, ৯ আশ্বিন, ১৩২৩ সাল)।"

নন্দলাল রায়ের 'শকুন্তলা নাটক'

এই গ্রন্থের (দ্বিতীয় সংস্করণ) আখ্যা-পত্রটি নিম্নরূপ :

শকুন্তলা নাটক শ্রীযুত বাবু নন্দলাল রায় প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীনৃত্যলাল শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত কলিকাতা, চিৎপুর রোড, ১১৭ নং ভবনে সুধার্ণব যন্ত্রে শ্রীজহরিলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত। সন ১২৮৩।

পয়ারাদি ছন্দে এবং গদ্যে ৬১ পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্ত অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে। অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগানুযায়ী (মূলানুযায়ী) অনুবাদ নয়, অনুবাদকের ইচ্ছানুযায়ী দৃশ্য বিভাগ হয়েছে—যদিও কার্যত কোন 'দৃশ্যে'র উল্লেখ

গ্রন্থে নেই। গীতাংশে রাগরাগিনীর উল্লেখ আছে। নটের প্রবেশে নাটক আরম্ভ, শকুন্তলা-দুষ্মন্ত মিলনে নাটক শেষ। মূল নাটকের নান্দীর শ্লোকটির অনুবাদ নেই, পরন্তু নটের প্রবেশের পূর্বে সরস্বতী বন্দনামূলক একটি গীত আছে। গীতাংশে ভারতীয় রাগ-রাগিনী ও তালের উল্লেখ আছে, যেমন ঃ

আরম্ভ অংশটি

[নটের প্রবেশ]

রাগিনী লোম ঝিঁঝিট। তাল আড়াঠেকা।

কোথায় গো মা বাক্‌বাদিনী।
ধবলকমলদল অবিরল বিহারিণী ॥
অকৃতি সন্তানের পানে চাও মা কৃপা নয়নে;
বাসনা হয়েছে মনে, পূজিব চরণ দুখানি ॥
আপনি আসরে উর, জিহ্বাগ্রে বসতি কর, ভরসা
পদ তোমার, নন্দ বলে সার ঐ বাণী ॥

শকুন্তলা নাটকের শ্রেষ্ঠাংশ 'পতিগৃহে যাত্রা'টি এখানে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয়েছে।

নন্দলাল রায়ের নাট্য-গ্রন্থের কোন অভিনয়ানুষ্ঠানের সংবাদ সমসাময়িক পত্রপত্রিকা বা গ্রন্থটি থেকে পাওয়া যায় না।

হরলাল রায়ের অনূদিত গ্রন্থ 'কনকপদ্ম নাটক'

এই গ্রন্থের আখ্যা-পত্রটি নিম্নরূপ ঃ

কনকপদ্ম নাটক সংস্কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক অবলম্বন করিয়া। শ্রীহরলাল রায় প্রণীত। কলিকাতা নং ১১, কলেজ স্কোয়ার, রায় যন্ত্রে, শ্রীবাবুরাম সরকার দ্বারা মুদ্রিত। শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ১২৮১। All Rights Reserved.

গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠাতেই লেখা আছে 'সংস্কৃতঅভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক অবলম্বনে।' সুতরাং এ গ্রন্থ ছায়ানুবাদ বা Adaptation—শ্রেণীভুক্ত করা যায়। ষষ্ঠ অংক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ১০৮ পৃষ্ঠায় গদ্যে অনুবাদকর্ম সম্পাদিত হয়েছে। অনুবাদ সংক্ষিপ্ত। দৃশ্যগুলি কিছুটা হয় পরিবর্জিত

পরিবর্ধিত না হয় পরিমার্জিত হয়েছে। প্রারম্ভ-দৃশ্যটি অভিনবভাবে মিশ্রকেশী ও বনদেবী (গ্রন্থকার কর্তৃক কল্পিত) চরিত্রের কথোপকথন দ্বারা লিখিত হয়েছে। নান্দী প্রভৃতি নেই। 'মধ্যস্থ' মাসিকপত্রের (৪র্থ ভাগ, ভাদ্র ও আশ্বিন, ১২৮২ সাল, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যায়) 'প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি' শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচ্য নাটকের একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটির প্রকাশক ছিলেন চব্বিশ পরগণা জেলার ছোটজাগুলিয়া গ্রাম নিবাসী মনোমোহন বসু। সংক্ষিপ্ত সমালোচনাটি নিম্নরূপ:

"কনকপদ্ম নাটক। সুলেখক শ্রীযুক্ত বাবু হরলাল রায় মহাশয় কালীদাসের শকুন্তলা অবলম্বনে এই নাটক লিখিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষায় নাটকাকারে শকুন্তলাকে আনিতে যত চেষ্টা হইয়াছে, তন্মধ্যে হরলালবাবুর যত্নকেই সর্ব্বাপেক্ষা সফল দেখিতেছি।······ইহার উপাখ্যানাদি বিষয়ে কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই—কালীদাসের কল্পনা—তায় তাঁহার শকুন্তলা। কিন্তু হরলালবাবু ইহার নাম 'কনকপদ্ম' যে কেন রাখিলেন, তাহা বুঝিতে পারি না। অপিচ ইহাতে যে কিছু দোষ দৃষ্ট হইল, তাহাও বলিতে চাহিনা—যেহেতু গুণের তুলনায় সে সব অতি সামান্য।"

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা দৃশ্যটির [এ গ্রন্থে তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্ক] অংশবিশেষ নিম্নরূপ:

শকুন্তলা— [মাধবীলতার নিকট গিয়া] বোন, চললেম, সুখে থাক। বাবা, মাধবীলতাটিকে আমার ন্যায় ভালবাসবেন।

কণ্ব— মা তোমার মঙ্গলের জন্য আমি লতাটীকে রোপণ করেছিলাম। তুমি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত স্বামি লাভ করেছ। তোমার সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হলেম। তোমার মাধবীলতাকে সহকারবৃক্ষে তুলে দিয়ে সেইরূপ নিশ্চিন্ত হব। মা, এখন যাত্রা কর।

শকুন্তলা— [সখীদ্বয়ের দিকে ফিরিয়া] আমার স্নেহের মাধবীলতাকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করলেম।

অনসূয়া— আমাদিগকে কার হস্তে সমর্পণ করে চললে। [রোদন]।

কণ্ব— অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা, তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা দেবে—না, তোমরা আপনারাই কাঁদতে আরম্ভ করে দিলে।

শকুন্তলা— বাবা গর্ভিণী হরিণীকে নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হলে আমাকে সংবাদ দেবেন, ভুলবেন না।

কণ্ব— না, আমি ভুলব না।

লক্ষণীয় চলিত ভাষার ব্যবহার হলেও সংলাপের 'অভিনেয়তা' রক্ষিত হয়েছে। আলোচ্য দৃশ্যটিতে মোটামুটিভাবে মূলের যথাযথ অনুবাদ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য নাটকের অভিনয়ানুষ্ঠান [প্রথম] ২৫ শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল (গেটে) থিয়েটার' মঞ্চে সম্পন্ন হয়। 'দি ইংলিশম্যান' পত্রিকায় ২৫।৯।৭৫ তারিখে এই অভিনয় প্রসঙ্গে একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়—কিন্তু এই অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ বা সমালোচনা সমসাময়িক আর কোন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।[৫৪]

ব্রজনাথ চক্রবর্তী বিরচিত 'শকুন্তলা' নাটক

আখ্যা-পত্র থেকে নিম্নরূপ বিবরণ পাওয়া যায়:

পৌরাণিক ইতিবৃত্ত মূলক নাটক। মহাকবি কালিদাসের সংস্কৃত গ্রন্থাবলম্বনে গঠিত। শ্রীব্রজনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত ও প্রকাশিত। ২২নং রায়বাগান স্ট্রীট—কলিকাতা হিন্দুপ্রেস ৬১ নং আহীরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত। শকাব্দ: ১৮০৯ অনুবাদক কর্ত্তৃক তদীয় পিতৃদেব ৺ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে উৎসর্গীকৃত—২৪শে শ্রাবণ ১২৯৪ কলিকাতা।

প্রস্তাবনা অংশ এবং গীতগুলি ছাড়া সমগ্র অনুবাদ গদ্যে সম্পাদিত। পঞ্চম অঙ্ক চতুর্থ গর্ভাঙ্কে নাটক সমাপ্ত হয়েছে। অনুবাদকর্ম ছায়ানুবাদ শ্রেণীভুক্ত—কিছুটা সংক্ষিপ্ত, ফলে স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তন এবং পরিবর্জন সাধিত হয়েছে। মূলে নান্দী-সূত্রধার অংশ নেই। প্রাথমিক প্রস্তাবনার দৃশ্যে নন্দনকানন—পারিজাত পুষ্পশোভিতা মেনকা, উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরাগণের নৃত্যগীত দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। নাটক সুরু হয়েছে (প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক) রাজসভার দৃশ্য দ্বারা যেখানে রাজা দুষ্মন্ত, মাধব্য, মন্ত্রী ও অমাত্যগণ উপবিষ্ট আছেন।

পতিগৃহে যাত্রা দৃশ্যটি এই গ্রন্থে প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জিত বা পরিমার্জিত হয়েছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের আরম্ভের অনুবাদ অংশটি নিম্নরূপ:

দৃশ্য—রাজসভা

রাজা— বয়স্য! আজ আমার রাজকার্য্যে ঔদাস্যভাবের কারণ কি?

যেমন মনুষ্য বহুদিন এককার্যে লিপ্ত থাকলে তাহার মনের অস্থিরতা উপস্থিত হয়, কার্যে ততোধিক স্পৃহা থাকে না, সেইরূপ আমারও ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছে, সহসা এরূপ অবস্থান্তর কেন হলো।

মাধব্য— মহারাজ! আমারও ঠিক ঐরূপ ঘটেছে; আহার-বিহার কিছুই ভাল লাগে না,—যেন জড়জন্তুর ন্যায় মহারাজের নিকট উপস্থিত থাকি। একথা বলবো বলবো মনে করেছিলাম, তা মহারাজের একতিল অবকাশ পাইনে যে মনের কথা খুলে বলি, আজ আমার সুপ্রভাত।

আলোচ্য দৃশ্যের সংলাপগুলি বস্তুতপক্ষে গ্রন্থকারের মৌলিক রচনা—মূলের সঙ্গে কোন সাদৃশ্যই নেই। সাধু ও চলিতভাষার যথেচ্ছ প্রয়োগে সংলাপের আড়ষ্টতা হেতু 'অভিনেয়তা' গুণ বহুলাংশে খর্বিত হয়েছে। গ্রন্থের অন্যান্য দৃশ্যের কিছু কিছু অংশে অবশ্য মোটামুটিভাবে মূলের অনুসরণ করা হয়েছে।

এই গ্রন্থের অভিনয়ানুষ্ঠানের সংবাদ সমসাময়িক পত্রপত্রিকা বা গ্রন্থাদি থেকে পাওয়া যায় না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল'

এবার ঊনবিংশ শতকে সম্পাদিত শকুন্তলা নাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদ গ্রন্থ প্রসঙ্গ। 'অনুবাদকের নিবেদন' অংশে এই গ্রন্থে অনুবাদের উদ্দেশ্য, রীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি বলছেন:

"মহাকবি কালিদাস-কৃত অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটকের দুইপ্রকার গ্রন্থ ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। এক, গৌড়ীয় গ্রন্থ, আর এক উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রচলিত গ্রন্থ। এই শেষোক্ত গ্রন্থ, বঙ্গদেশ ছাড়া, ভারতবর্ষের আর সমস্ত প্রদেশেই সমাদৃত। পণ্ডিতবর মনিয়ার উইলিয়াম্‌স, তিনিও শেষোক্ত গ্রন্থের অনুসরণ করিয়া এই প্রসিদ্ধ নাটক ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। পণ্ডিত চূড়ামণি স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত গ্রন্থ অনুসরণ করিয়াই শকুন্তলার নব সংস্করণ প্রচার করেন। উক্ত উভয়বিধ গ্রন্থের মধ্যে বিস্তর

পাঠভেদ লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ তৃতীয় অঙ্কের শেষ ভাগটি গৌড়ীয় গ্রন্থে অনেকটা বিস্তৃত। এই উভয়বিধ গ্রন্থের দোষগুণ পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন ; কিন্তু সামান্য বুদ্ধিতে এইটুকু উপলব্ধি হয়, গৌড়ীয় গ্রন্থে, তৃতীয়াঙ্কের শেষভাগে শকুন্তলার চরিত্র যেরূপে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে শকুন্তলার তপোবনোচিত অকৃত্রিম সরল সৌন্দর্য্য সম্যগরূপে রক্ষিত হয় নাই। এই নিমিত্ত উহার কিয়দংশ কালিদাসের রচনা বলিয়াই প্রতীতি হয় না।"

কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কোন্ পাঠ শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি নয়—এ বিবাদ ও বিচার পরিহার করে পরিশেষে বলছেন :

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা' এই নীতি অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকাশিত সংস্করণের অনুসরণ করিয়া আমি শকুন্তলার অনুবাদ করিয়াছি। তবে গৌড়ীয় গ্রন্থের দুই-চারিটি কবিতা আমার এই অনুবাদিত গ্রন্থের স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া এইরূপ { } বন্ধনীর দ্বারা পরিচিহ্নিত করিয়াছি ; এবং পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য, গৌড়ীয় গ্রন্থ হইতে তৃতীয়াঙ্কের কিয়দংশ পরিশিষ্ট-ভাগে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি··· ।"

মূল নাটকের পাঠান্তর প্রসঙ্গে প্রবন্ধের প্রারম্ভেই আলোচনা করা হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'নিবেদন' অংশে তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গ্রন্থ সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা হল—সুসম্পাদিত যথাযথ ও সার্থক ভাবানুবাদিত গ্রন্থ এবং মূল নাটকের 'অভিনেয়তা' ধর্ম—মোটামুটিভাবে রক্ষিত হয়েছে।

এবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদের নমুনা উদ্ধৃত করা যাক। 'নান্দী'র প্রয়োগবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় শ্লোকটির অনুবাদ (পদ্যে সম্পাদিত) নিম্নরূপ :

পণ্ডিতের পরিতোষ যাবৎ না হয়—
সাধু বলি' নাহি মানি সেই অভিনয়।
সুশিক্ষিত যেইজন শাস্ত্র অধ্যয়নে
আপনাতে অবিশ্বাস তারো হয় মনে ॥

পদ্যে অনূদিত অংশটি মূলের যথাযথতাই শুধু রক্ষা করেনি পয়ার-ছন্দে রচিত শ্রুতিমধুর শব্দচয়ন দ্বারা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংলাপের অভিনেয়তা (এখানে আবৃত্তি-উপযোগী ব্যঞ্জনা)—ধর্ম সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করেছেন।

এরপর 'পতিগৃহে যাত্রা'র দৃশ্যটি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাক। বলা বাহুল্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে উত্তর পশ্চিম ভারতীয় পাঠের যথাযথ অনুবাদ করেছেন:

শকুন্তলা— [নিকটে গিয়া লতাকে আলিঙ্গন] বনজ্যোৎস্নে! তুই এখন পরমসুখে সহকারকে আলিঙ্গন করে আছিস—একবার কি তোর শাখাবাহু দিয়ে আমাকে আলিঙ্গন করবি নে? আমি যে বহুদূরে চলে' যাচ্চি। আর তো তোর সঙ্গে আমার দেখা হবে না। এই শেষ কথা।

কণ্ব— বৎসে!

যোগ্যপাত্রে সম্প্রদান ইচ্ছা ছিল মনে,
মিলিয়াছ নিজগুণে সেই পতি সনে।
চূতসনে লতাটিরও হয়েছে মিলন
উভয়েরই তরে আমি নিশ্চিন্ত এখন।
—এখন তবে চল।

শকুন্তলা— [সখিদ্বয়ের প্রতি] দেখ প্রিয়সখি, তোমাদের দু'জনের হাতে আমি এই লতাটিকে সঁপে দিয়ে গেলেম।

সখীদ্বয়— [অশ্রুমোচন] সখি, আমাদের তুমি কার হাতে রেখে গেলে? [অশ্রুমোচন]

কণ্ব— অনসূয়ে, রোদন করো না। তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করবে, না তোমরাই রোদন করতে আরম্ভ করলে!

সকলে— [পরিক্রমণ]।

শকুন্তলা— দেখ তাত, ঐ যে হরিণীটি কুটীরের নিকট চরে বেড়াচ্চে, ও শীঘ্রই প্রসব হবে। এখনি গর্ভ-ভারে যেন নড়তে পারচে না। যখন নির্বিঘ্নে প্রসব হয়ে যাবে, তখন তাত সেই সুখবরটি আমাকে যেন পাঠাতে ভুলো না।

কণ্ব— না, আমি ভুলব না।

সাহিত্য রসাশ্রিত ও অভিনয়ধর্মী উপরোক্ত সংলাপগুলি চলিতভাষা সত্ত্বেও সত্যিই সার্থক বঙ্গানুবাদের উজ্জ্বল নিদর্শন।

কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধিকাংশ অনূদিত নাটকের মতো এ নাটকটিও কোথাও অভিনীত হয়নি।

অবনীন্দ্রনাথ রচিত 'শকুন্তলা' [বাংলা ১৩০২ সাল]

এ গ্রন্থ শিশুদের জন্য আখ্যানানুবাদ, সুতরাং আলোচনা বহির্ভূত হওয়াই বোধহয় যুক্তিযুক্ত।

হরিপদ চৌধুরী রচিত গ্রন্থের আখ্যা-পত্রটি নিম্নরূপ :

অভিজ্ঞান শকুন্তলা গদ্যপদ্যময় দৃশ্যকাব্য। রাজগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রী হরিপদ চৌধুরী কর্ত্তৃক অনুবাদিত হুগলী বুধোদয় যন্ত্রে শ্রী কাশীনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১৩০৫ সাল All Rights Reserved. মূল্য আট আনা।

অনুবাদক স্বীয় গুরুদেব সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি. আই. ই-র উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন—মুদ্রিত তারিখ ১৯ বৈশাখ, ১৩০৫ সাল।

অনুবাদক নিজে একজন শিক্ষক, সুতরাং এই অনুবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য যে ছাত্রদের উপকার সাধন তা গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'-এ গ্রন্থকারের বক্তব্য থেকে জানা যায়।

বলা বাহুল্য এ গ্রন্থের পাঠ বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রবর্তিত উত্তর পশ্চিম ভারতে প্রচলিত দেবনাগরী পাঠের অনুলিপি।

শারদারঞ্জনের গ্রন্থের আখ্যা-পত্রটি নিম্নরূপ :

Kalidasa s / ABHIJNANA-SAKUNTALAM / with' an original Sanskrit Commentary / and / critical and explanatory notes / By / Saradarnjan Ray, Vidyavinode, M.A, / Principal / Metropoliton (Now Vidyasagar) College / Fifth Edition Revised with Bengali Translations. / Rs. 8/3. / Publisher Monoranjan Ray for S. Roy & Co. / 11/1, Esplanade, Calcutta. / Printer—K. C. Dey / Shastraprachar Press / 5 Chidammodi Lane, Calcutta. এরপর ৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী ইংরাজীভাষায় Preface to the first edition January 1908, Preface to the third edition (Cal June 1917) এবং Preface to the fifth edition (Cal June 1920)—যেখানে বলা

হয়েছে "This is thoroughly revised edition with extensive additions and alterations." Preface to first edition—এ শকুন্তলা নাটকের প্রচলিত বিভিন্ন পাঠ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে বলা হয়েছে "Indeed no single Recension is pure......I have derived my text from a comparison of those of I. C. Vidyasagar, Premchandra Tarkavagisa, Nayapanchanan, Raghabha Bhatta, Pischal and Monier Williams." ....এর-পর ৪৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী ইংরাজী ভাষায় লিখিত Introduction-এ The Age of Kalidasa—সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। Introduction -এর পর ১৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী 'An Analysis' এবং তারপর ৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী 'The source of the story' বিবৃত করা হয়েছে।

বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে [উদ্দেশ্য, রীতি] সম্পাদক কোন বিশেষ মন্তব্য করেন নি, গ্রন্থের প্রথমাংশে টীকা, টিপ্পনী, ইংরাজী অনুবাদ ইত্যাদি সহ সংস্কৃত পাঠ দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থের শেষাংশে সমগ্র বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হয়েছে। অনূদিত গ্রন্থটি প্রস্তাবনাসহ সপ্তম অঙ্ক সমাপ্ত হয়েছে।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের গ্রন্থটির আখ্যা-পত্র নিম্নরূপ :

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌ মহাকবি শ্রী কালিদাস প্রণীতম্‌। শব্দাচার্য-পুরাণ-শাস্ত্র-সাংখ্যরত্ন-ব্যাকরণতীর্থ-কাব্যতীর্থ স্মৃতিতীর্থোপাধিমতা মহোপদেশক শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য প্রণীতয়া অভিজ্ঞান কৌমুদী সমাখ্যয়াটীকয়া বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্‌। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে তেনৈব প্রকাশিতম্‌। মূল্য ২॥০ খুলনা জিলাধীন—নকীপুরে সিদ্ধান্ত যন্ত্রে শ্রী দুর্গাপদ মুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতম্‌।

এরপর ৮ পৃষ্ঠাব্যাপী সংস্কৃত ভাষায় 'কবি সময় নিরূপণম্‌' শীর্ষক ভূমিকা। গ্রন্থটি কলেজ পাঠ্য হিসাবে পরিকল্পিত। সপ্তম অঙ্কে নাটক সমাপ্ত হয়েছে। বঙ্গানুবাদ কিছুটা সংক্ষিপ্ত—মর্মানুবাদ বলা চলে। কিছু কিছু পরিবর্জন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে।

হরিপদ চৌধুরী, সারদারঞ্জন ও হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের গ্রন্থ মুখ্যত ছাত্র পাঠোপযোগী করে রচিত হয়েছে। সুতরাং এই গ্রন্থগুলির অনুবাদের খুঁটিনাটি দোষগুণ আলোচনা না করাই শ্রেয়। তবু নমুনা হিসাবে নান্দীর 'আপরিতোষাৎ ...প্রত্যয়ংচেতঃ।' শ্লোকটির [তিনটি গ্রন্থের] বঙ্গানুবাদ উল্লেখ করা বোধহয় অনুচিত হবে না।

হরিপদ চৌধুরীর বঙ্গানুবাদ

যাবৎ অভ্যস্থ সুধীগণের শ্রবণ পরিতোষ জন্মাইতে না পারি, তাবৎ নিজ নৈপুণ্যে বিশ্বাস করি না। মহামহোপাধ্যায়গণও নিজ শক্তিতে অবিশ্বাস করেন।

সারদারঞ্জন রায়ের অনুবাদ

পণ্ডিতগণের সন্তোষ না হওয়া পর্যন্ত অভিনয় কৌশলের সুখ্যাতি করিতে পারিতেছি না। সুশিক্ষিতের চিত্ত দৃঢ় হইলেও নিজ বিষয়ে সর্বদা সশঙ্ক।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের অনুবাদ

পণ্ডিতগণের সন্তোষ হওয়া পর্যন্ত অভিনয়জ্ঞান উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করি না। কারণ, অত্যন্ত শিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও, নিজের বিষয়ে চিত্ত অবিশ্বাসী হয়।

মনে হয় উপরোক্ত তিনটি অনুবাদের মধ্যে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের অনুবাদ উৎকৃষ্টতম।

প্রমথনাথ সরকার রচিত গ্রন্থের আখ্যা-পত্রটি নিম্নরূপ :

অভিজ্ঞান শকুন্তল বঙ্গভাষায় নাটকাকারে মূল সংস্কৃতের প্রকৃত অনুবাদ শ্রী প্রমথনাথ সরকার কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক সংশোধিত। শ্রী বৃন্দাবনচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১০৩ নং বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা। সন ১২৯৭ সাল।

উনবিংশ শতকে সর্বতোভাবে সার্থক যথাযথ যে দুটি অনূদিত গ্রন্থের উল্লেখ করা যায় তার একটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অপরটি প্রমথনাথ সরকারের। অনু-বাদকের সুদীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সুখপাঠ্য 'মুখবন্ধ'টি সত্যই সুন্দর। তাঁর শব্দ, ভাষা, ছন্দ, উপমা প্রভৃতি অনুবাদ কার্যে অবশ্য স্মরণীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে সচেতনতা প্রশংসনীয়। "......অনুবাদকের যে সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক তাহা আমার কতদূরে আছে জানি না। কিন্তু একথা সত্য যে অনুবাদ যতই সুসম্পাদিত হউক না কেন, তাহাতে মূল গ্রন্থের সৌন্দর্য থাকা কোনরূপেই সম্ভবপর নয়। শব্দ ও ভাষার অবতারণা বিষয়ে মূল গ্রন্থকারের যে স্বাধীনতা থাকে, অনুবাদকের তাহা থাকিতে পারে না, অনুবাদকের হস্তপদ শৃঙ্খলে বদ্ধ,

ইচ্ছা করিয়া যে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবে তাহার এমন সাধ্য নাই। আমি যতদূর সম্ভব অবিকল অনুবাদের প্রয়াস পাইয়াছি, আত্মচিন্তাপ্রসূত কোনও ভাব সন্নিবেশিত করি নাই।"—এই সরল সহজ অথচ বলিষ্ঠ বিশ্বাস লেখকের কাজকে বহুলভাবে সুসমৃদ্ধ করেছে। প্রমথনাথ তাঁর 'মুখবন্ধ'-এ অনুবাদ ও অনুবাদক প্রসঙ্গে ড্রাইডেন-এর সুবিখ্যাত প্রবন্ধ Essay on Translation—থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করেছেন স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে। মুখবন্ধের শেষাংশে ছন্দ প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বলেছেন :

"কালিদাস এক প্রথম অঙ্কেই দশ এগার প্রকার ভিন্ন ২ ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন, একপ্রকার ছন্দ ব্যবহার করিলে পাঠকগণের কাছে ক্লান্তিজনক বোধ হয়, এই ভয়ে আমিও নানাপ্রকার ছন্দের সাহায্য লইয়াছি। এই সমস্ত ছন্দের মধ্যে কয়েকটি নূতন রচনা করিয়াছি…। শ্রী প্রমথনাথ সরকার, কৃষ্ণনগর ১৬ই অগ্রহায়ণ ১২৯৭ সাল।"

প্রমথনাথের গ্রন্থের সঙ্গে নানা কারণে গোবিন্দচন্দ্র রায় কৃত গ্রন্থের কথা স্মরণীয় বলে মনে হয়। গোবিন্দচন্দ্রও মোটামুটিভাবে যথাযথ সার্থক অনুবাদে প্রয়াসী ও সার্থক হয়েছেন বলা চলে।

গোবিন্দচন্দ্রের গ্রন্থের আখ্যা-পত্রটি নিম্নরূপ :

অভিজ্ঞান শকুন্তল বঙ্গানুবাদ শ্রী গোবিন্দচন্দ্র রায় কৃত। ফাল্গুন, ১৯৫০ সংবৎ, কলিকাতা। কলিকাতা ২৬ নং স্কট্‌স্ লেন, ভারত-মিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উৎসর্গপত্রে বলা হয়েছে :

"সাহিত্য সমালোচনী-সভার প্রতিষ্ঠাতা কাব্যানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী জয়দেবপুরাধিপতি শ্রীল রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ** রায় বাহাদুরের বরণীয় নামে …গ্রন্থটি উৎসর্গ করিলাম।" সপ্তম অঙ্ক চতুর্থ গর্ভাঙ্কে নাটক সমাপ্ত। অনুবাদকর্ম মোটামুটি যথাযথ। গদ্য-পদ্যে অনুবাদ সুসম্পাদিত হয়েছে কারণ, মূলে সংস্কৃত নাটকের মৌলিকরীতি ও নীতিগুলি মোটামুটি ভাবে সযত্নে রক্ষা করে অনুবাদকের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সজাগ থেকে অনুবাদক তাঁর নিজ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। অবশ্য নান্দী অংশের পর পূর্ববর্তী অনুবাদক হরলাল রায়ের 'কনক পদ্ম' নাটকের প্রথম দৃশ্যের ন্যায় মিশ্রকেশী ও বনদেবী চরিত্রের সংলাপের দ্বারা নাটক সুরু হয়েছে। কোন মূল সংস্কৃত

পাঠে এই দুটি চরিত্রের কথোপকথন সংলাপ দেখা যায় না—সুতরাং হরলাল রায় ও গোবিন্দচন্দ্রের এগুলি স্বকপোলকল্পিত[৬৩] বলেই মনে হয়। বলা বাহুল্য এ ব্যাপারে গোবিন্দচন্দ্র বহুলাংশে হরলালকে অনুসরণ করেছেন।

সংস্কৃত মূল শ্লোকটির ছন্দ [পয়ার] প্রমথনাথ ও গোবিন্দচন্দ্র কেউই অনুসরণ করেন নি—প্রমথনাথ ত্রিপদি ছন্দে এবং গোবিন্দচন্দ্র গদ্যে অনুবাদকর্ম সম্পাদন করেছেন। কিন্তু উভয়ের ভাষানুবাদে [বিশ্বস্ত ও যথাযথ] প্রয়াস প্রশংসনীয়, তবে প্রসাদগুণের এবং অভিনেয়তার বিচারে প্রমথনাথের অনুবাদ গোবিন্দচন্দ্রের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এর পর পতিগৃহে যাত্রা দৃশ্যের অংশবিশেষের অনুবাদ উভয়ের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা যাক।

গোবিন্দচন্দ্রের গ্রন্থ থেকে

শকুন্তলা—[লতাকে ধরিয়া সরোদনে]

বনজোসিনি লো মোর! চুত সঙ্গে মিলে
গেছ তুমি, তবু মোর বোন্, পল্লবের
বাহুখানি তুলি, আলিঙ্গন করো শেষ
বার! আজ যে লো চলে আমি যাই, বোন্ [রোদন]

কণ্ব— শকুন্তলে! তুমিই আমার মুখ্য চিন্তা ছিলে, কিন্তু তুমি যোগ্য জনে পাণিদান করেছ। আর তোমার এই নবমল্লিকা ও চূতসঙ্গে সঙ্গতা হয়েছে। এখন তোমার জন্য, আর তোমার লতাভগ্নির জন্য আমি বীতচিন্ত হয়েছি। এস বাছা, অগ্রসর হও।

শকুন্তলা—তোমা দোঁহা করে মোর বনজোসিনিরে গেলাম সঁপিয়ে সখি,
আজ! [সমর্পণ]

উভয়ে— আমা দোঁহে
কারে সঁপে যাও? [রোদন]

কণ্ব— ক্ষান্ত হও অনসূয়ে,
সান্ত্বনা করিবে, আরো কাঁদিয়ে কাঁদাও! [সকলের অগ্রসর]

প্রমথনাথের গ্রন্থ থেকে:

কণ্ব— ছিল বাঞ্ছা মম প্রথম হইতে
উপযুক্ত বরে পরিণয় দিতে,
সক্ষমা হয়েছ তুমি সে লভিতে,

স্বগুণে আপন সদৃশ স্বামী ;
তোমার কাপে ভাবনা রহিত—
হইয়া এখন, মম সান্নিহিত
মনোহর এই রসাল সহিত
মাধবীর দিব বিবাহ আমি।

তবে এই পথ দিয়ে যাও।

শ— [সখীদ্বয়ের নিকট যাইয়া] তোমাদের হাত একে দিলাম।

সখীদ্বয়—আমাদিগে কার হাত দিয়ে গেলে ? [পুষ্প বিসর্জ্জন]

ক— ছি ! অনসূয়ে প্রিয়ংবদে ! তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করবে, না তোমরাই রোদন করতে লাগলে ? [সকলের গমন]।

প্রমথনাথ এই সুন্দর দৃশ্যটির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছেন।

যথাযথতা ও সংলাপের সর্বতোপ্রসাদগুণের বিচারে এই অংশের অনুবাদে গোবিন্দচন্দ্রের কৃতিত্ব অধিক বলে মনে হয়। বনজ্যোৎস্নাকে 'বনজোসিনি'তে অনুবাদ সত্যিই অসাধারণ কাব্য সৌন্দর্যের পরিচায়ক। কণ্বের "সান্ত্বনা করিবে, আরো কাঁদিয়ে যাও" অভিনেয়তার বিচারে একটি উৎকৃষ্টতম বাংলা সংলাপ হিসাবে স্মরণীয়। খুবই দুঃখের বিষয় প্রমথনাথ তাঁর গ্রন্থের অন্যান্য অংশের ন্যায় এই অংশের অনুবাদে অন্তত শব্দ নির্বাচন ক্ষেত্রে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নি।

প্রমথনাথ ও গোবিন্দচন্দ্রের অনূদিত শকুন্তলা নাট্যগ্রন্থদুটির কোথাও অভিনয় হয়েছে বলে কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

কুঞ্জবিহারী বসু ও অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অনূদিত শকুন্তলা নাট্যগ্রন্থদুটি মুখ্যত তদানীন্তন মঞ্চের প্রয়োজনানুযায়ী অভিনয়ের জন্যই লিখিত হয়েছিল।

কুঞ্জবিহারী বসুর গ্রন্থটির আখ্যাপত্রের কিয়দংশ নিম্নরূপ :

শকুন্তলা নাট্যগীতিকা। বঙ্গরঙ্গভূমিতে অভিনীত। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক অবলম্বনে। শ্রী কুঞ্জবিহারী বসু রচিত —এছাড়া শকুন্তলা সম্বন্ধে গ্যেটের উক্তি [ইংরাজী ভাষায়] মুদ্রিত আছে। আখ্যান পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা থেকে জানা যায় :

১৬৭ নং মাণিকতলা স্ট্রীট হইতে শ্রী জানকীনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা গ্রেট ইডিলং প্রেস, ৬ নং ভীমঘোষের লেন, মেঃ ইউ. সি. বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত। ১২৯৬।

গ্রন্থটি অনুবাদক কর্তৃক "শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীল শ্রীযুক্তকুমার কান্তিকচন্দ্র রায় বাহাদুর মহোদয় করকমলেষু" উপহার স্বরূপ উৎসর্গীকৃত হয়েছে,—মুদ্রিত তারিখ ঃ

কলিকাতা ১লা অগ্রহায়ণ ১২৯৬, [২৮ ডিসেম্বর ১৮৮৯]। পরপৃষ্ঠায় কৃতজ্ঞতা স্বীকারপত্রে অনুবাদক বলেছেন ঃ

"যে সকল মহানুভবদিগের সাহায্যে 'শকুন্তলা' রচিত, প্রকাশিত ও অভিনীত হইল, এতদ্দ্বারা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।"

নাটকটি প্রায় সম্পূর্ণ নতুনভাবে লেখা হয়েছে। চতুর্থ অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ৫২ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে রচনা সমাপ্ত হয়েছে, তাই একে মূল নাটকের মর্মানুবাদ বলাই যুক্তিযুক্ত এবং পরিমাণেও এ নাটক যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত। ভারতীয় রাগরাগিনী ও তালের উল্লেখসহ অনেকগুলি গীত আছে। প্রয়োজনানুযায়ী দৃশ্যগুলি সম্পাদিত, সংক্ষিপ্ত, পরিমার্জিত হয়েছে। বেঙ্গল থিয়েটারে (১৮৭৩—১৯০১) এই নাটকের প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

এই শকুন্তলা দেখে কৈশোরে মুগ্ধ হয়েছিলেন পরবর্তীকালের শিল্প সমালোচক শ্রীঅর্দ্ধেন্দুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (ও. সি. গাঙ্গুলি)। পরিণতবয়সে তিনি স্মৃতিচারণে এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

"...সেই বালক বয়সে প্রথম দেখেছিলাম কুঞ্জবিহারী বসু প্রণীত 'শকুন্তলা' অভিনয়। মথুরবাবু নিজে সাজতেন দুষ্মন্ত। প্রথম দৃশ্যটি এখনও বেশ মনে আছে। স্টেজের মধ্য দিয়ে সবেগে একটি হরিণ ছুটে গেল, তার পিছু পিছু দুষ্মন্ত ছুটে এলেন হরিণ শিকার করতে। বড় পিচবোর্ডে আঁকা একটি হরিণের ছবি দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে এমন কৌশলে টেনে নেওয়া হত, মনে হত যেন একটি জীবন্ত বাস্তবিক হরিণ ছুটছে। দুষ্মন্ত তার পেছনে দৌড়ে গেলেই দুটি ঋষি বালক তাঁকে বারণ করে করুণ সুরে গান ধরতো—'বোধোনা, বোধোনা, রাজা, অবলা হরিণী।' প্রথম দৃশ্যের এই গানের জন্য অভিনয় গোড়া থেকেই জমে উঠতো, আমাদের মনে এই দৃশ্যটি খুববেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল। শকুন্তলা কাহিনীর মূল বক্তব্য বুঝবার বয়স তখন হয়নি। এইসব দৃশ্য ও গানই আমাদের অভিভূত করতো।" [অমৃত—৫ই মার্চ ১৯৬৫]

১৮৯০ এর উল্লেখযোগ্য ঘটনা বেঙ্গল থিয়েটারের 'রয়েল' উপাধিলাভ। ৭ই জানুয়ারী গড়ের মাঠে প্রিন্স আলবার্ট ভিকটরের অভ্যর্থনায় শিল্পীরা পূর্বোক্ত 'শকুন্তলা' নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে এই সম্মান পেলেন। এবং এই সময় থেকে নাট্যশালা 'রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার' বা 'রাজকীয় বঙ্গরঙ্গভূমি' নামে অভিহিত হতে থাকে। "অনুসন্ধান" (১১২৯০) জানাল—"গড়ের মাঠে রাজপৌত্রের সমক্ষে অভিনয় করিয়া 'বেঙ্গল থিয়েটার কোম্পানী' বড়ই যশঃখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজদরবার হইতে কোম্পানীকে নানা প্রশংসাবাদ প্রদত্ত হইতেছে।"

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

শকুন্তলা আর্ট থিয়েটার লিমিটেড পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত মহাকবি কালিদাসের পদানুসরণে শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিরচিত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সনস্, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। একটাকা।

আসলে অপরেশচন্দ্র একজন কৃতী অভিনেতা ও নাট্যপরিচালক ছিলেন। তিনি এই অনুবাদ মুখ্যত বঙ্গরঙ্গমঞ্চে অভিনয় সার্থকতার দিকে নজর রেখেই সম্পন্ন করেছিলেন—সুতরাং সাহিত্য হিসাবে এর মূল্যায়ন বোধহয় কিছুটা অপ্রয়োজনীয়।

অনুবাদের নমুনা হিসাবে পতিগৃহে যাত্রার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক :

কুঞ্জবিহারী বসুর গ্রন্থ থেকে

[দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

শকুন্তলা— সখি, সব বুঝি, কিন্তু মন তো মানে না। বনতোষিণি। বোন: আমি চল্লেম। থাক—সুখে থাক। সখি আমি তোমাদের হাতে আমার বনতোষিণীকে সঁপে গেলেম।

অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা— কেদারা—কাওয়ালী

কার কাছে রেখে গেলে দুখিনী সজনীগণে।
যারা না থাকিতে পারে ক্ষণমাত্র অদর্শনে॥

তুমি তো মন উল্লাসে,

যাইতেছ পতি পাশে,

[মোদের] প্রাণান্ত হইবে শেষে বিনা তব দরশনে ॥

কণ্ব— প্রিয়ংবদে ! অনসূয়ে ! তোমরা কি পাগল হলে ? তোমরা কোথা শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করবে, না তোমরাই রোদন কর্ত্তে লাগলে ?

শ— বাবা ! আমার গর্ভিণী হরিণীটি নির্বিঘ্নে প্রসব করলে আমায় সংবাদ দেবে বল ? ভুলবে না বাবা ?

ক— না বৎসে ! আমি কখনই বিস্মৃত হব না ।

এখানে লক্ষণীয় দৃশ্যটি সংক্ষিপ্ত এবং মূলের কিছু সংলাপ পরিবর্জিত হয়েছে। নারীর মুখে [অনসূয়া, প্রিয়ংবদা ও শকুন্তলা] চলিত ভাষা ও মহর্ষি কণ্বের মুখে শুদ্ধ ভাষার ব্যবহার হয়েছে।

অপরেশচন্দ্রের গ্রন্থ থেকে :

[চতুর্থ অঙ্ক]

শ— [নিকটে যাইয়া আলিঙ্গন করিয়া] বোন, লতাটি আমার, তোমার শাখা মেলে আমায় আলিঙ্গন কর। আমি তোমার কাছ থেকে কত—কতদূরেই না আজ স'রে যাচ্ছি। আমায় ভুলে যেও না। [কণ্বের প্রতি] বাবা, তুমি আমায় যেমন ভালবাস, তেমনি ভালবেসো এ'কে।

ক— মা অনুরূপ পাত্রে তোমার বিবাহ দেব,—প্রথম থেকেই আমার এই সঙ্কল্প ছিল। তুমি নিজগুণে তোমারি উপযুক্ত পতি পেয়েছ। তোমারি ইচ্ছায় এই সুকান্ত সহকারের সঙ্গে তোমার মাধবীর বিবাহ দেব।

শ— [সখীদের নিকট গিয়া] এই মাধবীকে তোমাদের দুজনের হাতেই দিয়ে গেলুম।

অ ও প্রি— [কাঁদিতে ২] আমাদের কার কাছে দিয়ে যাচ্ছ ?

ক— আহা ! অনসূয়ে, প্রিয়ংবদে, তোমরা কি কর, ছিঃ—কেঁদ না, তোমরা যদি এমন অস্থির হও, শকুন্তলাকে কে বোঝাবে ? [পরিভ্রমণ, চোখের জল লুকাইবার জন্যই যেন]

শ— বাবা, গর্ভভার মন্থরা আমার সেই হরিণী-সে বাইরে যেতে পারে না, কুটীরের আশে পাশেই বেড়ায়। সে যখন নির্বিঘ্নে প্রসব ক'রবে,—লোক পাঠিয়ে আমায় খবর দিও বাবা,—ভুলে যেও না।

ক— না মা, ভুলবো না।

এক্ষেত্রে যথাযথতা মোটামুটি রক্ষিত হয়েছে [যদিও সামান্য কিছু পরিবর্জন করা হয়েছে] এবং লক্ষণীয় বিষয় হল সংলাপকে বাংলা অভিনয়ের উচ্চারণ ও অভিনয়গত সুবিধার কথা স্মরণ করে সাজানো হয়েছে।

কুঞ্জবিহারী বসু ও অপরেশচন্দ্রের নাট্যগ্রন্থদুটি বঙ্গরঙ্গমঞ্চে যে অভিনীত হয়েছিল তার প্রমাণ প্রথমটির আখ্যানপত্রে "বঙ্গ রঙ্গ ভুমিতে অভিনীত" এবং দ্বিতীয়টির আখ্যানপত্রে "আর্ট থিয়েটার লিমিটেড পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত" মুদ্রিত অংশদুটি। ডঃ সুকুমার সেন এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই অভিনয়ের কথা উল্লেখ করেছেন—কিন্তু দুঃখের বিষয় সমসাময়িক পত্র পত্রিকা থেকে এই অভিনয়ানুষ্ঠানের [দুটি নাটকেরই] সম্পর্কে বিস্তৃত কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।[৫৭]

শকুন্তলা নাটকের উপরোক্ত অনূদিত গ্রন্থগুলি ছাড়া আরও তিনটি অনুবাদ-গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। তারমধ্যে— ১। 'কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল' : কৃষ্ণপদ বিদ্যারত্ন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ [১৩০৯], ২। 'কাব্যে—শকুন্তলা' : কালিদাস রায় [১৩৫৩] ৩। অভিজ্ঞান শকুন্তলা : কুড়ারাম ভট্টাচার্য [১৩৫৯] গ্রন্থ তিনটি নাটকের পদ্যানুবাদ—এক্ষেত্রে অনুবাদকত্রয়ের স্বীয় কবিত্ব শক্তির প্রকাশেচ্ছায় গ্রন্থ প্রকাশের আকাঙ্ক্ষাই প্রতিফলিত হয়েছে, বঙ্গভাষায় মূল নাটকের সাহিত্য সৌন্দর্য পরিবেশন বা অভিনয়োদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনা ইত্যাদি কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হয় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তিনজন অনুবাদকই সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছেন। অবশ্য কুড়ারাম ভট্টাচার্যের [কলিকাতা অরুণা প্রকাশনী, শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর আঁকা চিত্রভুষিত] গ্রন্থের ভুমিকায় শ্রী সজনীকান্ত দাস মহাশয় সপ্রশংস মন্তব্য করেছেন :

"অবিচ্ছিন্ন তৈল ধারাবৎ একটানা প্রবহমান স্বচ্ছন্দ ও স্বচ্ছন্দ কাব্য লেখার রেওয়াজ আজকাল বাংলাদেশে উঠিয়া যাইতেছে। দুই একজন প্রাচীনপন্থী ধারাটা কোনওরকমে বজায় রাখিয়াছেন। কুড়ারামবাবু এই কাব্যে প্রাচীনপন্থাই অনুসরণ করিয়াছেন কিন্তু মহাকবি কালিদাসের কৃপায় ও আদর্শে তাঁহার

শব্দসম্ভার মাধুর্য্য সর্ব্বত্র যে মধুবিহ্বল মধুপের মত এই যুগের পাঠকও বিমোহিত হইবেন। যে শব্দ ও ছন্দ মন্ত্রের মত কাজ করে কবির তাহা আয়ত্ত। কুড়ারাম বাবু 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' কাব্যকে বাংলা করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করিলেন। কালিদাসের কালের একটি টুকরোকে রূপরসগন্ধ স্পর্শ সহ তিনি যে আমাদের কালে হাজির করাইতে পারিয়াছেন এইজন্যই কৃতজ্ঞ আছি। ......১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০।"

সজনীকান্তের 'সপ্রশংস কৃতজ্ঞতা প্রকাশের' প্রতিধ্বনি করে কালিদাস রায়ের পদ্যানুবাদেরও সাধুবাদ জ্ঞাপন বিধেয়।

এছাড়া শত্রুজিৎ দাশগুপ্তের অনূদিত গ্রন্থটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেও এর সম্বন্ধে বিস্তৃত মন্তব্য করা কিছুটা অপ্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থটি অতি সাম্প্রতিককালে [১৯৫৯] রচিত হয়েছে নবনাট্য আন্দোলনের পটভূমিকায় চিরায়ত সাহিত্যের মূল্যায়নের প্রয়োজনে।

এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র নিম্নরূপ ঃ

কালিদাসের শকুন্তলা। মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ দৃশ্য-কাব্যের সরল বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ— শত্রুজিৎ দাসগুপ্ত। চিত্রসম্পাদনা ও চিত্রপরিচিতি—শ্রী দেবপ্রসাদ ঘোষ, অধ্যক্ষ, আশুতোষ সংগ্রহ-শালা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ব্যাকরণ ও ভাষা বিচার শ্রী অজিত ভট্টাচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। চিরায়ত সাহিত্য ১৬ এস, ডোভার লেন কলিকাতা উনত্রিশ। প্রথম প্রকাশ—ছাব্বিশে জানুয়ারী ১৯৫৯। প্রকাশক চিরায়ত সাহিত্যের পক্ষে শ্রী অরুণ দাশগুপ্ত ১৬ এস, ডোভার লেন, কলি-২৯।

অনুবাদ সম্পর্কে শ্রী রাজশেখর বসু [পরশুরাম] র ৪-১-১৯৫৯ তারিখের বক্তব্যটি মূল্যবান।

চিরায়ত সাহিত্যের প্রথম প্রকাশিত পুস্তকের প্রসঙ্গে 'প্রকাশকের নিবেদন'-এ গ্রন্থকর্তা কর্তৃক গ্রন্থ রচনায় ও প্রকাশনায় গৃহীত সাহায্যের ঋণ স্বীকার করেছেন স্বয়ং প্রকাশক। তারপর 'অনুবাদকের বক্তব্য' অংশে অনুবাদক শ্রী দাশগুপ্ত কালিদাসের রচনা ও কাল, প্রচলিত বিভিন্ন পাঠের সমস্যা, আক্ষরিক ভাষানুবাদের বিভিন্ন সমস্যা এবং স্বীয় অনুবাদের উদ্দেশ্য ও রীতি সম্পর্কে সুদীর্ঘ ও সুন্দর আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"......বিশ্বসাহিত্যে শকুন্তলার যে পাঠ প্রচলিত তা প্রধানত বাঙলা পাঠ-নির্ভর। এই অনুবাদেও সেই পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে।......

তবে বাংলাভাষার গঠনরীতি, প্রকাশরীতি, সংস্কৃত ভাষা থেকে অন্যরকম। সেইজন্যে অনেক ক্ষেত্রে অনুবাদকে বিচ্যুত বলে মনে হতে পারে। যেমন অনেক জায়গায় একটি সমাসবদ্ধ শব্দবহুল বাক্যকে ভেঙে একাধিক ছোট বাক্য করা হয়েছে। মূলের বাক্যালঙ্কার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুবাদ ব্যবহার করা হয়নি, অথচ অনেক জায়গায় বাংলা অনুবাদে জোর দেবার জন্যে কিংবা অর্থ স্পষ্ট করবার জন্যে মূলে বাক্যালঙ্কারের উপস্থিতির সুযোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এসবই করা হয়েছে বাংলা বাক্যের গঠনরীতি, প্রকাশরীতির জন্যে।"

এরপর অনুবাদের ভাষা ও ছন্দ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

"অনুবাদে আমরা বাঙলা ভাষার পুরো শব্দ সম্ভারেরই সুযোগ নিয়েছি। অর্থাৎ তৎসম, তৎভব, দেশজ, বিদেশী সব শব্দই ব্যবহার করেছি।

মূল বইটি খানিকটা গদ্যে আর খানিকটা শ্লোকে লেখা, অনুবাদে কিন্তু কেবল গদ্যই ব্যবহার করা হয়েছে।

মহাকবির ছন্দের সমস্ত রস ছন্দানির্ভর বাঙলায় আনা আমার সম্ভব মনে হয় নি। অথচ সেই চেষ্টা করতে গেলে মূলের অর্থের সঙ্গে অনুবাদের অসঙ্গতি বেড়ে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। তাইতে মহাকবির ছন্দ আর ধ্বনির ঐশ্বর্য এই অনুবাদে নেই।......অনুবাদে পারিভাষিক শব্দ প্রায় সবই অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে......।"

মনে হয় যদিও অনুবাদক বিশ্বস্ত আক্ষরিকানুবাদ প্রয়াসী হয়ে [গদ্যে] কয়েকস্থলে মূল নাটকের কয়েকটি উপমা ও চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনাধর্মের হানি ঘটিয়েছেন তথাপি মোটামুটিভাবে আলোচ্য নাট্যগ্রন্থটি সুখপাঠ্যতা ও অভিনেয়তাগুণে গুণান্বিত—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

শকুন্তলা নাটকের আরো কিছু অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু সেগুলি হয় আখ্যানানুবাদ নয়ত ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থের সহায়িকা হিসাবেই সমধিক প্রয়োজনীয়। সুতরাং এ সমস্ত গ্রন্থের আলোচনা পরিহার করাই বোধহয় যুক্তিযুক্ত।

প্রসঙ্গত একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকের চতুর্থ দশক থেকেই কালিদাসের কাব্যগুলির সঙ্গে নাটকগুলিও ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ হিসাবে বিভিন্ন শিক্ষায়তনে নির্দিষ্ট হয়েছিল[৫৮] এবং মুখ্যত ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক সহায়িকা এবং নাটকের মাতৃভাষায় অভিনয় ইচ্ছার ফলশ্রুতি হিসাবেই বঙ্গভাষায় অনুবাদ কার্যে অধিকাংশ অনুবাদককেই প্রেরণা দান করেছিল।

পরিশেষে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ সবিশেষ প্রয়োজন,—তা হল কালিদাসের সমগ্র গ্রন্থাবলীর অনুবাদপ্রকাশ। যতদূর জানা যায় কালিদাসের সমগ্র দৃশ্যকাব্য ও শ্রুতিকাব্যের বঙ্গানুবাদ [একসঙ্গে] এপর্যন্ত পাঁচজন প্রকাশ করেছেন :

১। কালিদাসের গ্রন্থাবলী Edited with Bengali Translation By কালীপদ বিদ্যারত্ন, 4 Vols, Cal. 1895.

২। ঐ : Edited with Bengali Translation By হরলাল গুপ্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ 1896.

৩। ঐ : Edited with Bengali Translation By সত্যচরণ শাস্ত্রী Cal-1915

৪। ঐ : By উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় Call-907
—বসুমতী সাহিত্যমন্দির।

৫। ঐ : By রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ 3 Vols. Cal-1929।

এর মধ্যে কালীপদ বিদ্যারত্ন আখ্যানানুবাদ করেছেন এবং বাকি সকলে মূল, টীকা, অন্বয়, ব্যাখ্যাসহ সমগ্র রচনাবলীর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন। তাই বলা বাহুল্য এঁদের প্রত্যেকের গ্রন্থেই কালিদাসের তিনটি দৃশ্যকাব্য স্থান পেয়েছে। তবে অনুবাদের সৌকুমার্য আনয়নের জন্য এ অনুবাদ নয়, পাঠ্যপুস্তক হিসেবে কালিদাসের সমগ্র সৃষ্টিসম্ভার বাংলা ভাষায় একসঙ্গে প্রকাশই মুখ্য উদ্দেশ্য।

সুতরাং এই গ্রন্থাবলী সমূহের বিস্তৃত আলোচনা মনে হয় অপ্রয়োজনীয়।

দ্রষ্টব্য :

১। History of Sanskrit Literature : A. B. Keith, page 98.

২। নট নাট্য নাটক : ডঃ সুকুমার সেন, পৃষ্ঠা ৫১—৪৭।

৩। 1) A History of Sanskrit Literature by Prof. A. B. Keith.
2) History of Sanskrit Literature by Dr. S. K. De, Chapter III.

৪। রাজেন্দ্রলাল বিদ্যাভূষণ রচিত 'কালিদাস' গ্রন্থের হরিনাথ দে লিখিত ভূমিকা।

৫। এই তালিকা প্রণয়নে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক চরিতমালার বিভিন্ন খণ্ডগুলির এবং শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ প্রণীত 'বাংলায় কালিদাস চর্চা' শীর্ষক প্রবন্ধের [সাহিত্যের খবর পত্রিকা, মাঘ সংখ্যা, ১৩৭০ সাল] সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

৬। নট নাট্য নাটক : ডঃ সুকুমার সেন, পৃষ্ঠা ৪৪—৪৭।

৭। নট নাট্য নাটক : ডঃ সুকুমার সেন, পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫।

৮। এ বিষয়ে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে [২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৪-৪১৫] বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

৯। সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৬—৪১৭।

১০। ডঃ সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের [দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণের] ৬৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন—"মনে হয় এই অনুবাদ আসলে করিয়াছিলেন কালিদাস সান্যাল।"

১১। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সংস্কৃত নাটকের অধিকাংশ বঙ্গানুবাদকই মূল নাটকের ভদ্র ও অভদ্রের চরিত্রের সংলাপ যেমন প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় তেমনি তাঁদের অনূদিত নাটকের ভদ্র ও অভদ্রের চরিত্রের সংলাপে সাধু ও চলিত ভাষার ব্যবহার করেছেন। সুতরাং সৌরীন্দ্রমোহনের অন্যতর প্রয়াস ব্যতিক্রমরূপেই চিহ্নিত করা যায়।

১২। "In 1859 the Nataka Malavikagnimitra or Agnimitra and Malavika was performed......" —The Modern Hindu Drama, Kishori Chand Mitra, The Calcutta Review, 1873, page 259।

১৩। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৪৪।

১৪। পুরাতন প্রসঙ্গ, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রথম পর্যায়, পৃষ্ঠা ১৫৫। প্রসঙ্গত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার ১৬ই জুলাই ১৮৬০ এর সম্পাদকীয় মন্তব্য স্মরণীয় :

"আমরা পূর্ব্বে [২ জুলাই ১৮৬০] মহাকবি কালিদাস প্রণীত মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের বাঙ্গালানুবাদ সমাচার পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। গ্রন্থ মধ্যে অনুবাদকের নাম ছিল না, সুতরাং তাহা পাঠকগণকে জানাইতে পারি নাই। এক্ষণে জানিতে পারিলাম, পাথুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্তবাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভ্রাতা শ্রীযুক্তবাবু সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের যত্নে অনুবাদ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পশ্চাৎ শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত বেশভূষা পরাইয়া দেন। সম্প্রতি উহার অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে···।"

১৫। অবশ্য শ্রীমতী মীনা চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'অনুবাদ-সাহিত্যে বাঙালী মহিলা' শীর্ষক প্রবন্ধে [চতুষ্কোণ, ফাল্গুন ১৩৭১] বলেছেন :

মালবিকাগ্নিমিত্র অনুবাদটি খুব স্বাভাবিকধর্মী। ভাবপূর্ণ অনুবাদ গুলিতে লেখিকা বেশ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। অনুবাদে মূল গ্রন্থের সরসতা পুরোপুরি উপস্থিত। বইটি প্রকাশিত হবার পরে এর সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল 'এই কাব্য হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর ভারতীয় সভ্যতার একটী নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়' [ভারত মহিলা, মাঘ, ১৩১৭ সাল]।

১৬। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন নট নাট্য নাটক গ্রন্থের ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন—"মালবিকাগ্নিমিত্র কালিদাসের প্রথম বয়সের রচনা অভিজাত তরুণ রসিকদের জন্য। বিক্রমোর্ব্বশীর বিষয়বস্তু পুরাণ থেকে যতটা না হোক সমসাময়িক লোক-সাহিত্য থেকে নেওয়া এবং বিদগ্ধ ও অবিদগ্ধ সাধারণ দর্শক শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য লেখা। এতেও নাচ গান আছে। তবে তা মালবিকাগ্নিমিত্রের মত বৈঠকে পোষাকি নটী-নৃত্য নয়, খোলা আসরে আটপৌরে নট-নাট। ভরত বাক্য থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারি যে নাটকটি জনসাধারণের সমক্ষে প্রযুক্ত হয়েছিল। বিক্রমোর্বশীর অভিনয় উপলক্ষ্যের উল্লেখ নেই। অভিনয়কাল প্রথম বসন্ত··· অভিনয় স্থান সাধারণত শিক্ষিত দর্শকদের 'পরিষদ' বা নাট্যশালা যেখানে অনেক নাটকের অভিনয় হয়ে গিয়েছিল।

১৭। ক্ষেত্রমোহন রায় প্রণীত বিক্রমোর্ব্বশীর গদ্যানুবাদ গ্রন্থটি প্রাচীনত্বের বিচারে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এ অনুবাদকর্ম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তা জানা যায় নি। 'উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা'য় [১২৬৪,

ইংরাজি ১৮৫৭] আলোচ্য অনুবাদ কর্ম সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত অনুবাদ কর্মের পূর্বে মুদ্রিত 'ভূমিকা'টি স্মরণীয়।

১৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৪৭। প্রসঙ্গত ডঃ সুশীলকুমার দের সমালোচনা (নানানিবন্ধ, নাট্যকার কালীপ্রসন্ন সিংহ, পৃষ্ঠা ১৮২) স্মরণীয়।

১৯। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' (৪র্থ পর্ব, ৪২ সংখ্যা) থেকে জানা যায় যে অনুবাদ কর্মের কিয়দংশ 'পূর্ণ-চন্দ্রোদয়' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে প্রথম অভিনয়ের সময়ে গ্রন্থাকারে সম্পূর্ণ অংশ মুদ্রিত হয়।

২০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠায় এই অভিনয় প্রসঙ্গে সংবাদ প্রভাকর-এর নিম্নলিখিত মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এক্ষেত্রে অভিনয়ের তারিখ হল ২৪শে নভেম্বর, মঙ্গলবার, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ :

"যোড়াসাঁকো নিবাসি ধনরাশি বিদ্যোৎসাহি শ্রীযুক্তবাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বাটীর বৈঠকখানাস্থিত বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে গত দিবস রজনী ৮ ঘটিকা হইতে একাদশ ঘটিকা পর্যন্ত নাট্যক্রীড়াস্থলে 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকের অনুরূপ প্রদর্শিত হয়, তদ্দর্শনার্থে কয়েকজন সুসম্ভ্রান্ত প্রধান ইংরাজ এবং বহুসংখ্যক এতদ্দেশীয় মান্য লোকের সমাগম হইয়াছিল, নেপথ্য এবং নাট্যশালার সুসজ্জায় এবং নটনটী প্রভৃতি সমুদয় কৌশলকল অর্থাৎ ক্রীড়ক কদম্বের ক্রীড়ায় তাবতেই সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

এতদ্দেশীয় নাট্যক্রীড়ার প্রাচীন প্রথা, যাহা বহুকাল পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া সাধারণের গোচর পথে অগোচর রহিয়াছে, তাহার পুনরুদ্দীপনে যাঁহারা যত্নশীল হইতেছেন, আমরা সাধুবাদ সহযোগে অগণ্য ধন্যবাদ-সম্বলিত তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছি।"—'সংবাদ প্রভাকর' ২৫শে নভেম্বর, ১৮৫৭, বুধবার। ১৮৫৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বিক্রমোর্বশীর অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এখন এই নাটকের প্রথম নাটকাভিনয় ঐ বৎসর অক্টোবরের প্রথম দিকে সম্পন্ন হয়, না সংবাদ প্রভাকরের মন্তব্যানুযায়ী ২৪শে নভেম্বর সম্পন্ন হয় তা ঠিক করা মুশকিল—অবশ্য প্রভাকরের মন্তব্য 'প্রথম অভিনয়'-এর উল্লেখ নেই, সুতরাং অক্টোবরের প্রথম দিকে কোন এক তারিখে প্রথমাভিনয় সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব নয়।"

২১। The Indian Stage, Dr. H. N. Dasgupta, Vol—II, Page 43.

২২। The Calcutta Gazette (1869)-এ Bengal Library Catalogue of books, Quarter ending with 31st March 1869-এ বলা হয়েছে :

Bikrumorbusee Natak, or Bikrum and Oorbusee, a Drama, Bengali. Translated by Gonendra Nath Thakoor. From the original of Kalidasa. Kabyu Prukash Press, No. 55, Amherst Street, Mirzapore, Calcutta. Printer—Kalikinkur Chukruburtee. 1st January 1869. 106 pages, First Edition. Price 12 Annas.

২৩। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থেও ['বাড়ীর আবহাওয়া' অধ্যায়] গণেন্দ্রনাথের বিক্রমোর্বশী নাটকের অনুবাদকর্মের উল্লেখ করেছেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী', ১ম খণ্ড, ১ম সংশোধিত সংস্করণের ২৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন—

"গণেন্দ্রনাথের বৈঠকখানা প্রায়ই গীত-নাট্যে হাসি-উচ্ছ্বাসে মুখরিত থাকিত।"

২৪। সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আলোচ্য গ্রন্থের [বা. না, ২০] আখ্যাপত্রের ওপর যে কেউ 'যদুনাথ তর্করত্ন' কথাকয়টি কালি দিয়ে লিখে রেখেছেন। লক্ষণীয় বিষয় হল—গ্রন্থটি উক্ত গ্রন্থাগারে যদুনাথ তর্করত্নের নামে তালিকাভুক্ত হয়েছে। কিন্তু মুদ্রিত প্রামাণ্য তথ্য ব্যতিরেকে—গ্রন্থ রচয়িতা যদুনাথ তর্করত্ন— এ সিদ্ধান্ত বোধহয় যুক্তিযুক্ত নয়।

২৫। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, ১ম সংশোধিত সংস্করণের ২৫-২৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন—

"কিছুকাল হইতে প্রবাসী ইংরেজদের থিয়েটারের অনুকরণে কলিকাতায় ধনী ও গুণী লোকেরা নিজ নিজ বাড়িতে নাট্যাভিনয়ের আয়োজনে রত হন। প্রথম প্রথম ইংরেজি নাটকের ছায়াবলম্বনে নাটক লিখিয়া অথবা সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করাইয়া অভিনয় হইত। কলিকাতার অন্যান্য ধনীদের ন্যায়

ঠাকুরবাড়ির যুবকেরাও এই প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণভাবে যোগদান করিয়াছিলেন। অভিনয়ের আয়োজন, নাটক নির্বাচন প্রভৃতি কার্যের জন্য এই পঞ্চায়েত সভা [কমিটি অব্ ফাইভ] গঠিত হয়। কেশবচন্দ্রের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ, যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ও অক্ষয় চৌধুরী—ইহারা পঞ্চসদস্য ; বলা প্রয়োজন এই যুবকদের বয়স তখন উনিশ হইতে পঁচিশের মধ্যে।"

—উক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এবং যদুনাথ তর্করত্ন একই ব্যক্তি একথা অনুমান করা গেলেও উপযুক্ত প্রমাণসিদ্ধ তথ্যের অভাবে নিশ্চিত করে তা বলা যায় না।

২৬। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন—বিহারীলাল রায় 'গ্রন্থকার-যশ' লাভের জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে হুবহু অনুসরণ পরিহার করে পদান্তরে প্রয়াসী হন।

২৭। নট নাট্য নাটক : ডঃ সুকুমার সেন, পৃষ্ঠা ৪৫।

২৮। রূপকথা ও শকুন্তলা : ডঃ সুকুমার সেন, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৮৮১ শক।

২৯। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ রচিত 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৮—৪২০।

৩০। The Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XI, 1940, page 90—94 এবং Vol. XII, 9 1, page 80—84.

৩১। অধ্যাপক অশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়ও অধ্যাপক রাণাডের অভিমত স্বীকার করেন নি। তিনি অবশ্য অধ্যাপক রাণাডের অসঙ্গতিটি ভিন্নতর ভাবে প্রমাণ করেছেন (The Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XII, 1941, page 89—91).

৩২। বহুকাল ধরে কালিদাসের গানগুলিতে অপভ্রংশাশ্রিত সমসাময়িক লোকসাহিত্যের বোধ করি সবচেয়ে পুরাতন নিদর্শন রয়ে গেছে। গানগুলি তালের নাচের সঙ্গে গাওয়ার নির্দেশ আছে। এই তাল-নাচের নামগুলি প্রাদেশিক সাহিত্যেও চলে এসেছে নাচের তালের গানের ছন্দের

অথবা রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি হিসাবে। 'দ্বিপাদিকা' হয়েছে 'দোহা', 'চর্চরিকা' হয়েছে 'চাঁচরি', 'জম্ভলিকা' (জম্ভালিকা) হয়েছে 'ঝুমুর' ও 'ষট্পদী' হয়েছে 'ছপায়'।" 'বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্য' প্রবন্ধ : ডঃ সুকুমার সেন।

৩৩। "১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ ২৮শে জুন তারিখের সংবাদ প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রামতারক ভট্টাচার্য্যকৃত 'গৌড়ীয় গদ্য-পদ্যে' শ্রীমহাকবি কালিদাস বিরচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নামক সুবিখ্যাত নাট্যগ্রন্থের [জ্ঞানদর্পণ যন্ত্রে মুদ্রাপ্যমান] যে অনুবাদের কথা বলিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা বলিবার উপায় নাই এবং ঈশ্বরচন্দ্রের উক্তি হইতে ইহাও সিদ্ধান্ত করা যায় না যে অনুবাদটি ঠিক নাটিকাকারেই হইয়াছিল। (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা, ডঃ সুকুমার সেন।)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পরবর্তীকালের সংবাদ প্রভাকরের কোন সংখ্যাতেই এ গ্রন্থের আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৩৪। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের বঙ্গভাষার আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক। মহাকবি শ্রীকালিদাস বিরচিত

'নাটকং খ্যতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধি সমন্বিতং।
বিলাসর্দ্ধ্যাদি গুণবদ্ যুক্তং নানা বিভূতিভিঃ ॥
সুখং-দুঃখ-সমুদ্ভূতি-নানারস-নিরন্তরং।
পঞ্চাদিকাদশপরাস্ত অংকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

শ্রীনন্দকুমার রায় অনুবাদিত। কলিকাতা নূতন আর্য্য যন্ত্রে মুদ্রিত। শকাব্দা ১৮০৪ ইং ১৮৮২।

ডঃ সুশীলকুমার দে তাঁর নানানিবন্ধ গ্রন্থের ১৯৪ পৃষ্ঠায় আলোচ্য গ্রন্থের ইংরাজি পরিচয় পত্রটি নিম্নরূপে লিপিবদ্ধ করেছেন—

The Oviguan Sakuntollah of Kalidass translated into Bengalee from the original by Nundo Coomar Roy. Calcutta 1855 (page 176).

৩৫। সংস্কৃত নাটকে পুরুষ ও মহিলাদের সংলাপে সাধারণত যথাক্রমে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ব্যবহার দেখা যায়। নন্দকুমার এই ক্ষেত্রে সাধু ও চলিত গদ্যের ব্যবহার করেছেন।

৩৬। "The Bengalees are a reading nation, but no nation with such a confirmed habit of reading amongst all the better classes of the population, are so ill furnished with books to read. Every new addition, therefore to the Vernacular library which eschews the common Vice of Vulgarity would be received with cordial acceptance, and such a reception, we think, Baboo Nunda Coomar Roy's translation of Sacoontala deserves,"—The Hindoo Patriot, August 30, 1855.

৩৭। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃষ্ঠা ২৫।

৩৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বঙ্গানুবাদ, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৬।

৩৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বঙ্গানুবাদ—বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৭।

৪০। পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম পর্যায়, পৃষ্ঠা ১৫০—১৫২, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

৪১। "নাট্যদিগের এই প্রথম চেষ্টা ইহাতে তাহারা যেরূপ নিপুণতার সহিত নাট্য ক্রীড়া সম্পাদন করিয়াছে তাহাতে তাহারদিগের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়, পরন্তু কালগতিকে এক্ষণকার ছাত্রদিগের ইংরেজি নাটকের প্রতি যাদৃশী শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে তাহার কণামাত্রও কি সংস্কৃত কি বাঙ্গালা কোন নাটকের প্রতিই নাই, প্রতি বৎসর প্রসিদ্ধ ইংরেজী কবি শেক্সপিয়র নাট্য ক্রীড়া ইস্কুলের ছাত্রেরা প্রায় করিয়া থাকেন, কিন্তু কেহ এরূপ বাঙ্গালায় নাট্য-ক্রীড়ার চেষ্টা করেন নাই, সাহেবেরা কি কখন বাঙ্গালা কি সংস্কৃত সুমধুর রস পূরিত নাটকের ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তবে বাঙ্গালি বাবুরা স্বজাতীয় ভাষায় নাট্য-ক্রীড়া করিয়া কেন ইংরেজদিগের অনুগামী হন না, ইহাতে এই উপলব্ধি হয় ইয়ং বাঙ্গালবাবু সাহেবরা নিশ্চয় করিয়াছেন

আমার বিদের বাঙ্গালির কোন শাস্ত্রাদিতে পারমার্থিক রসঘটিত কিছুই নাই, যাহা আছে ইংরেজীতেই আছে ডুমুরের মধ্যস্থ কীটের পক্ষে ডুমুরেই ব্রহ্মাণ্ড তদ্রূপ ইয়ং ব্যাঙ্গলবাবুদিগের ইংরেজীই সর্ব্ববিদ্যা, অতএব বিশিষ্ট শিষ্ট হিন্দু সন্তানেরা যদ্যপি কিঞ্চিৎ নিবিষ্ট হইয়া সংস্কৃত শাস্ত্রের অন্তর্গত নাটকাদিতে অনুপম শাস্ত্র দৃষ্টি করেন তাহাতে কি পর্যাপ্ত রসমাধুর্য্য আস্বাদে আশ্চর্য্য হইবেন অতএব আমরা বাবু শশিচন্দ্র ঘোষকে ধন্যবাদ করিতেছি যে স্বজাতীয় আমোদে রসাস্বাদন গৃহীতা হইয়াছে।"—সমাচার চন্দ্রিকা, ৯ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৮৫৭।

৪২। 'The performance of Sakuntola at Simla is a failure. In my opinion, the required Versatile and Consummate talent is rarely to be met with this country'—The Calcutta Review, 1878.

৪৩। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৬৪।

৪৪। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র: অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক। শ্রীরাম নারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক চলিত গৌড়ীয় ভাষায় অনূদিত। চতুষ্টয় দৃষ্টি টীকানাং প্রাচীনা চ তুষ্টয়ে চাৎকৃতিকারী ভূয়াসবী না চ মৎকৃত॥ কলিকাতা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্য ভবনে। ইষ্টান্ হোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত। সম্বৎ ১৯১৭।

৪৫। 'আড়পুলি নাট্যাভিনয় সমাজ' সম্বন্ধে 'বিশ্বকোষে'র রঙ্গালয় [বঙ্গীয়] প্রবন্ধে বলা হয়েছে:

আড়পুলি নাট্যসমাজ...এখানে প্রথমে 'মহাশ্বেতা', পরে 'শকুন্তলা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' অভিনীত হয়।...১২৭৩ সালের বৈশাখ মাসে [১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাস] এই সম্প্রদায়ের প্রথম অভিনয় হয়। ইহার পর এই দলে শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ শীলের 'চন্দ্রাবলী' নাটক ও 'এঁরাই আবার বড়লোক' প্রহসন অভিনীত হয়। 'প্রাণিবৃত্তান্ত' প্রণেতা সাতকড়ি দত্ত এই দলের সম্পাদক [সেক্রেটারী] ছিলেন। ব, না, ইঃ—ব্রঃ নাঃ বঃ পৃষ্ঠা ৬২।

৪৬। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃষ্ঠা ৬০।

৪৭। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৭০।

৪৮। "We acknowledged in our last issue the receipt of Sakontollah by Baboo Unodapersad Banerjee. This is the first Opera in Bengalee. It has been written in a simple and elegant style, and the interest is well sustained throughoutout. The songs are appropriate and exquisite. We had the pleasure of witnessing the performance more than once, and we must say that it did credit to those who were engaged in it. We hope the Opera supersede the degenerate Jatra"—The Hindoo Patriot for May 22. 1865

৪৯। যাত্রা সম্পর্কে তারাচরণ, জি. সি. গুপ্ত, রামনারায়ণ প্রভৃতির মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৫০। ভারতচন্দ্রের [বিদ্যাসুন্দর] 'ওহে বিনোদ রায় বাঁশীটি বাজাও হে'-র অনুসরণে।

৫১। নিধুবাবু ও শ্রীধর কথকের ধরন।

৫২। "অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শকুন্তলা গীতাভিনয়' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্বেই ১৮৬৪ সনে একাধিকবার অভিনীত হয়।"

—বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৭১।

৫৩। বাংলার কালিদাস চর্চা : অমলেন্দু ঘোষ, সাহিত্যের খবর, ৯ম বর্ষ, ১১ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৬৯।

৫৪। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৭০।

৫৫। ভাওয়ালের রাজা ছিলেন রাজেন্দ্রনারায়ণ।

৫৬। যদিও শকুন্তলায় বনদেবীর উল্লেখ আছে। ভবভূতির উত্তরচরিতে বনদেবীদের ভূমিকা আছে।

৫৭। 'জন্মভূমি' পত্রিকার ষষ্ঠভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩ সালে হারাণচন্দ্র রক্ষিত রচিত "বাঙ্গালা ভাষার লেখক" [এটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ—প্রায় ৬ বৎসর ধরে এই পত্রিকায় বাংলা ভাষার লেখকসূচী সংকলক হারাণচন্দ্র প্রকাশ করেন] প্রবন্ধে কুঞ্জবিহারী বসু সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে ঃ

কুঞ্জবিহারী বসু। পিতা ৺রাধানাথ বসু। নিবাস কলিকাতা, গোয়াবাগান, ৬নং রাধানাথ বসুর লেন। শকুন্তলা, হরিশ্চন্দ্র, গোলেবকাওলী প্রভৃতি ইঁহার অনেকগুলি গীতিনাট্য আছে। **রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে গীতিনাট্য-গুলির অভিনয় হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে কুঞ্জবিহারী উক্ত রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারের অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন।**

৫৮। "ব্যাকরণশ্রেণীতে তিন বৎসর [১৮৪০ সন হইতে চার বৎসর] অধ্যয়ন করিয়া ছাত্রবর্গ সাহিত্য শ্রেণীতে প্রবেশ করিত। এই শ্রেণীতে তাহাদিগকে দুই বৎসর অধ্যয়ন করিতে হইত। পাঠ ছিল—রঘুবংশ, কুমার সম্ভব, মেঘদূত, কিরাতার্জ্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত, শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, রত্নাবলী, মুদ্রারাক্ষস, উত্তরচরিত, দশকুমারচরিত ও কাদম্বরী।"

—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড ১৮২৪—১৮৫৮ [কলেজের ১২৫ বৎসর পরিপূর্তি উৎসব উপলক্ষে জয়ন্তী গ্রন্থ]। শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। পৃষ্ঠা ১৫।

কালিদাসের কাব্যের নাট্যরূপ

কালিদাসের কাব্যের নাট্যরূপ

অনুবাদ রীতির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পূর্বে ছায়ানুবাদের (Adaptation) কথা উল্লেখ করেছি। তাতে মূল গল্প এবং চরিত্রাবলীর অনুসরণে প্রায় মৌলিকভাবেই নাটক রচিত হয়। কালিদাসের দুটি সুবিখ্যাত কাব্য [রঘুবংশম্ ও কুমারসম্ভবম্] বাংলা নাটকাকারে রূপান্তরিত হয়েছে। রঘুবংশম্ কাব্যের ছায়ানুবাদ করেন শ্রী হরিমোহন রায় "ইন্দুমতী" শীর্ষক নাটকে, আর কুমারসম্ভবের অনুবাদ করেন যথাক্রমে গিরিশচন্দ্র চূড়ামণি [পার্বতী-পরিণয়], ললিত মোহন কর ও [পার্বতী পরিণয়] হরিমোহন ভট্টাচার্য্য [কুমারসম্ভব নাটক]।

□ **হরিমোহন রায়ের "ইন্দুমতী"**

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের[১] আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

ইন্দুমতী নাটক শ্রী হরিমোহন রায় প্রণীত কলিকাতা ২২ নং ঝামাপুকুর লেনে বি. পি. এম্স্ যন্ত্রে মুদ্রিত সন ১২৭৬ সাল।

ডঃ সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের (দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ) ১০৯ পৃষ্ঠায় ভুলক্রমে এই গ্রন্থ রচনার সাল ১৮৭৯ বলে উল্লেখ করেছেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সংস্কৃত গ্রন্থের সুবিখ্যাত প্রকাশক বরদাপ্রসন্ন মজুমদার স্বীয় যন্ত্রালয় থেকে এ গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় জোড়াসাঁকোর সুধাসিন্ধু যন্ত্র থেকে ১২৮০ সনে। এই সংস্করণের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

ইন্দুমতী নাটক শ্রী হরিমোহন রায় প্রণীত শ্রী রামকানাই দাস কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা। সুধাসিন্ধু যন্ত্রে। দ্বিতীয়বার মুদ্রিত। ৫৪ নং

যোড়াসাঁকো বলরামদের স্ট্রীট। সন ১২৮০ সাল। শ্রী রাখাল চন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

গ্রন্থের দুটি সংস্করণেই 'গ্রন্থার্পণ' ও 'ভূমিকা' মুদ্রিত আছে। গ্রন্থার্পণ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন :

'আভিন্ন হৃদয় শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল মল্লিক। এই নাটকখানিতে আপনার নাম শিরোভূষা করিয়া গ্রন্থকার ইহা সমধিক আদরের সহিত উৎসর্গ করিল।'

কাব্যের নাটকাকারে রূপান্তরের উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে শ্রীরায় তাঁর 'ভূমিকা'য় বলেছেন :

"ইন্দুমতী নাটকখানি, মহাকবি কালিদাস প্রণীত রঘুবংশের অজবিলাপ অবলম্বন করিয়া, লিখিত হইল। নাটকের অনুরোধে, কোন কোন স্থল এককালে পরিত্যক্ত, ও কোন কোন স্থল বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত করিতে হইয়াছে। রঘুবংশ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার কবিত্ব শক্তির পরিচয় বিলক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, অনাবশ্যক ও গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে, একাকী কানন মধ্যে ইন্দুমতী বিয়োগে অজের বিলাপ এককালে পরিত্যাগ করিয়াছি। উক্ত উৎকৃষ্ট বিষয়টী পরিত্যাগ করিলাম বলিয়া, পাঠক মহাশয়েরা আমার প্রতি কতই বিরক্ত হইবেন, কিন্তু কি করি নাটকের অনুরোধে উক্ত বিষয়টী পরিত্যাগ করিতে হইল।

আমি যোড়াসাঁকো নাট্য সমাজাধ্যক্ষ মহোদয়গণের অনুরোধে এই নাটক প্রণয়ন করিয়া, সুবিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকটে সমর্পণ করিলাম। কিন্তু আমি যে কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না, সুবিজ্ঞ পাঠকবর্গ ও নাট্যমোদীগণের প্রতি সমুদয় ভার সমর্পণ করিলাম। অনুকূলনয়নে রাজ-নন্দিনী ইন্দুমতীকে নিরীক্ষণ করিলেই যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব।"

পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় প্রস্তাবে ৬৬ পৃষ্ঠায় গদ্যে নাট্যকর্ম সম্পাদিত হয়েছে। ভারতীয় রাগ রাগিনী ও তালের উল্লেখসহ অনেকগুলি গীত আছে।

চিত্রপট দর্শনে অজের প্রতি রাজকুমারী ইন্দুমতীর দেহ-মন সমর্পণের বাসনার উদয় দিয়ে নাটক সুরু হয়েছে এবং শত্রুদমনশেষে অজের প্রত্যাবর্তন ও ইন্দুমতীর সহিত মিলনে নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে।

'নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ' নিম্নরূপ :

ভোজরাজ—বিদর্ভপতি। অজ—অযোধ্যাপতি মহারাজ রঘুর পুত্র। চিত্তরঞ্জক—বিদূষক। প্রিয়ম্বদ—গন্ধর্ব রাজপুত্র। বসুমতী—যোগিনী।

ইন্দুমতী—ভোজরাজের ভগিনী। সুনন্দা—ইন্দুমতীর উপমাতা। চিত্রলেখা—ইন্দুমতীর সখী। চন্দ্রলেখা ও মদলেখা—ইন্দুমতীর পরিচারিণী। ললাস্তিকা—প্রতিবেশিনী। চিত্রকরী—দূতে ইত্যাদি।

নাটকের ভাষা, সংলাপ ইত্যাদির উদাহরণ হিসাবে চতুর্থ অঙ্কের প্রথম প্রস্তাবের অংশবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইন্দু— [হাস্য বদনে] নাথ! তাকি হতে পারে!

অজ— কেন প্রিয়ে! আশ্চর্য্য কি, আমা অপেক্ষাও যদি কোন সুরূপ রাজনন্দন স্বয়ম্বর সভায় আসেন, আর তাকে দেখে, যদি তোমার মন ভুলে যায়, তবেই তো আমার সর্ব্বনাশ।

ইন্দু— নাথ! পুরুষের মতন, আমাদের মন নয়, সেজন্যে তোমার ভাবনা নেই।

অজ— তা না হোক, কিন্তু প্রিয়ে শুভকর্ম্মটা আজ সম্পন্ন হইলেই ভাল হয়।

ইন্দু— নাথ! তোমার অনুরোধ, ক্ষতি কি, [উভয়ের মাল্য বিনিময়] কিন্তু নাথ!—

রাগিনী কালেংড়া ঠুংরী।

এ দাসীর অনুরোধ ওহে রসময়।
এইরূপ প্রেম যেন চিরদিন রয়॥
প্রাণের মতন করে, যতন করিলে পরে,
প্রণয় পরমনিধি, হবে হে সদয়।
বিরহ সতিনী অতি, পাপিনী হে প্রাণপতি,
দেখো ছলে বলে যেন, হরিয়ে না লয়॥

সংলাপে নাটকীয়তা প্রচুর। কিন্তু সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ী অজের সংলাপ স্থানে স্থানে 'ধীরোদাত্তনায়কোচিত' হয়নি।

যদিও জোড়াসাঁকো নাট্য সমাজাধ্যক্ষের অনুরোধে রচিত হয় তথাপি এ নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠানের সংবাদ সমসাময়িক পত্র পত্রিকা ও পুস্তকাদিতে পাওয়া যায় না।

☐ গিরিশচন্দ্র চূড়ামণির [বন্দ্যোপাধ্যায়] 'পার্ব্বতী-পরিণয়'।

এ গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ:

পার্ব্বতী পরিণয়। নাটক। শ্রীগিরিশচন্দ্র চূড়ামণি প্রণীত। কলিকাতা।

সংস্কৃত যন্ত্র। শ্রীপীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত। ১লা অগ্রহায়ণ। ১২৭৬ সাল।

The Sanskrit Press / 24, Sookea's Street. / 1870 / Price Twelve Annas.

'কোন্নগর নিবাসী নিতান্ত আশ্রিত শ্রীগিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়' কর্তৃক 'মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাদুর প্রবল প্রতাপেষু'র উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি 'উপহার' স্বরূপ উৎসর্গীকৃত হয়েছে।

সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিকে নান্দী ও প্রস্তাবনা দিয়ে নাটক আরম্ভ হয়েছে। পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্কে ৯৮ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে নাট্যকর্ম সম্পাদিত। ভারতীয় রাগরাগিনী ও তাল উল্লেখপূর্বক কয়েকটি গীত নাটকের মধ্যে সংযোজিত হয়েছে।

নাট্যগ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে শ্রীগিরিশচন্দ্র চূড়ামণি তাঁর গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন' এ বলেছেন :

"সংস্কৃত ভাষায় কালিদাস প্রণীত কুমারসম্ভব নামে যে প্রসিদ্ধ পদ্যগ্রন্থ আছে তাহা অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি লিখিত হইল। ইহা উহার অবিকল অনুবাদ নহে, পদ্যগ্রন্থখানি নাটকের আকারে লিখিতে আবশ্যক মতে কোন অংশ পরিত্যক্ত, কোন অংশ পরিবর্ত্তিত ও কিয়দংশ সংযোজিত করা হইয়াছে।

...ইহাও বক্তব্য যে গুণিগণ গণনীয় শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থ রচনা বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন। ইতি শ্রীগিরিশ চন্দ্র শর্ম্মা ২৩এ কার্ত্তিক, সন ১২৭৭ সাল।"

নাট্যকর্মের নমুনা হিসাবে পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক [গিরিরাজ সভা] এখানে উদ্ধৃত করা হল। এই অংশের সংলাপগুলি অবশ্য পদ্যে নয়, গদ্যে রচিত, তবে রাগরাগিনী ও তালের উল্লেখ সহ দুটি গীত এই অংশে পরিদৃষ্ট হয়।

পুরোহিত—বৎসে! তোমরা উভয়ে পিতামহকে প্রণাম কর।

[উভয়ে প্রণাম করিলেন]

ব্রহ্মা— বৎসে! বীরপ্রসবা হও।

[বরকন্যা কনকাসনে উপবিষ্ট হইলেন]

লক্ষ্মী— [করস্থ লীলাকমল ছত্ররূপে ধারণ করিলেন]

সরস্বতী— [বীণাবাদনপূর্ব্বক গীতদ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন]।

সংগীত

রাগিনী—পরজ। তাল—ঝাঁপতাল

অয়ি কত লীলা তব ভুলাইতে কৃত্তিবাসে।
কভু বা ষোড়শী কভু বর্ষীয়সী বিনাবাসে॥
পঞ্চতপা যার লাগি কভু সে পড়ে চরণে,
বিপরীত রতাতুরা কভু মহাকাল সনে,
এই বিশ্বমায়া যাঁর, কে মায়া বুঝিবে তাঁর,
এবে ধরি এ আকার, বদন ঢেকেছে বাসে॥

অপ্সরাগণ— [নৃত্যগীত আরম্ভ করিল]

সংগীত

রাগিনী—ললিত। তাল আড়া ঠেকা।

উঠলো প্রেয়সী আসি সুখনিশি পোহাইল।
সুখহরা শুকতারা ঐ দেখ দেখা দিল॥
ছল ছল দুনয়ন, মলিন বিধুবদন,
কেনরে জীবনধন, কর এ সময়—
বিদায় দেহলো হাসি, শশিমুখ দেখে আসি,
আবার আসিতে নিশি যদি প্রাণ না রহিল॥

দৃশ্যটি বাংলাদেশের typical বরবধূর বাসর ঘরে প্রবেশ পূর্ব অবস্থার অনুরূপ। পাত্রপাত্রীর সংলাপও তদনুযায়ী।

☐ **শ্রীললিত মোহন করের "পার্ব্বতী-পরিণয়"**

এ বইয়ের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

পার্ব্বতী পরিণয়। নাটক। শ্রীললিত মোহন কর প্রণীত।

অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু যদ্,
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র, জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতং,
ভদ্রং তস্য সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হিতং প্রাপ্যতে॥

কলিকাতা। ২২নং ঝামাপুকুর লেন। বি. পি. এম্‌স যন্ত্রে। শ্রীকৃত্তিরাম দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত। সংবৎ ১৯৩১। মূল্য ১২ একটাকা মাত্র।

'উৎসর্গ পত্র'-এ কলিকাতা হাটখোলা নিবাসী 'নিতান্ত বসম্বদ এবং স্নেহাস্পদ শ্রীললিত মোহন কর' কর্তৃক '৮ই অগ্রহায়ণ, সংবৎ ১৯৩১' এ 'মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু অতীন্দ্রনন্দন ঠাকুর মহাশয় সমীপেষু:' গ্রন্থটি সমর্পিত হয়েছে।

সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিকে নান্দী-সূত্রধার অংশের দ্বারা নাটক শুরু হয়েছে। সপ্তম অঙ্ক ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে ৭৭ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে নাটক সমাপ্ত হয়েছে। রাগরাগিনী ও তানের উল্লেখসহ কতকগুলি গীত নাটকে স্থান পেয়েছে। গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন' অংশটি নিম্নরূপ ঃ

"Conceal if you come to an error; Cast not reproach for no mortal can be free from fault.'—Hafer.

'The best may err.'—Addison.

'To err is human, to forgive, devine' —Pope.

প্রায় তিন বৎসর অতিত হইল আমি এই পুস্তক সাবকাশ মতে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু মুদ্রিত করিবার কোন অভিপ্রায় ছিল না, এক্ষণে কতিপয় বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে ইহা প্রকাশ করিতে বাধিত হইয়াছি। পার্ব্বতী-পরিণয় লিখিতে বাধিত হইয়াছি। পার্ব্বতী-পরিণয় লিখিতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না।······

···এস্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, কাব্য-প্রকাশিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বরদা প্রসাদ মজুমদার এবং কতিপয় বন্ধুগণ আমাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি সাতিশয় সাহায্য করিয়াছেন। —শ্রীললিত মোহন কর। কলিকাতা, হাটখোলা, ৮ই অগ্রহায়ণ, সন ১২৮১।"

নমুনা স্বরূপ সপ্তম অঙ্ক ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কের শেষাংশ উদ্ধৃত করা যাক।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু—গিরিরাজ! তোমার তনয়ার ত বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হল এখন তোমার আর কি প্রিয় কার্য্য আছে বল?

গিরিরাজ— হে পরমারাধ্য দয়ার্দ্র ভগবন! এ অপেক্ষা আমার আর কি প্রিয়কার্য্য হইতে পারে, তথাপি এইমাত্র প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনাদের আগমন হেতু আমার এই স্থান পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া গ্রাহ্য হউক, এবং এই হর-পার্ব্বতী পরিণয় লোকের মঙ্গলে মঙ্গলবৃদ্ধি এবং বিষাদে বিপদনাশন করিয়া ত্রিলোককে পবিত্রীকৃত করুক।

ব্রহ্মা বিষ্ণু—তথাস্তু।

দেবগণ—প্রভু! আমরা তবে এখন বিদাই হই।

মহাদেব—আচ্ছা, তোমরা এখন এস।

দেবগণ—[প্রণামান্তর দণ্ডায়মান]

[সকলের গমনোদ্যোগ]

যবনিকা পতন।

বলা বাহুল্য ললিতমোহন করের অনুবাদকর্ম ও পূর্ববর্তী অনুবাদকের নাট্যকর্মের [গতানুগতিক] অনুরূপ।

☐ **হরিভূষণ ভট্টাচার্য্যের "কুমারসম্ভব নাটক"**

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

কুমারসম্ভব নাটক ন্যাসনাল থিয়েটারে অভিনীত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরোতি।। যাবদ্গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি। তাবৎ স বহ্নির্ভব নেত্র জন্মা।। ভস্মাবশেষং মদনং চকার।।' কুমারসম্ভবঃ। শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। Tallah, Calcutta: Printed By R. R. Ghosh, at the N. S. Press 1887 মূল্য আট আনা মাত্র।

অর্থাৎ অভিনয়ের পর গ্রন্থটি নাটকাকারে মুদ্রিত হয়। শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। নাট্য গ্রন্থের শেষাংশে মুদ্রিত 'বিজ্ঞাপন' অংশে তিনি বলেছেন ঃ

"কুমারসম্ভব নাটকখানি মহাকবি কালিদাসকৃত কুমারসম্ভব কাব্যের প্রথম সাতসর্গ অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইল। ইহার অনেক স্থলে মূলের সহিত সাম্য রাখিতে গিয়া ভাষা কিঞ্চিৎ কঠিন হইয়া গিয়াছে, পাঠক-মণ্ডলী তদ্বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিয়া কৃপাদৃষ্টি বিতরণপূর্ব্বক পুস্তকখানি একবার অদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। উপসংহারকালে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই পুস্তকখানির গানবিষয়ে রঙ্গভূমির অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে বিস্তর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।—শ্রীহরিভূষণ শর্ম্মা। কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল ১৫ই ভাদ্র সন ১২৯৪ সাল।"

৬০ পৃষ্ঠায় পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্কে গদ্যে নাটকটি রচিত হয়েছে। প্রথম অঙ্কের পূর্বে 'প্রস্তাবনা' অংশ স্বতন্ত্রভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। রাগরাগিনী ও তালের উল্লেখসহ অনেকগুলি গীত আছে।

নমুনাস্বরূপ পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্ক উল্লেখ করা যাক :

বাসর ঘর। হরগৌরী রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট। জয়া বিজয়া চামরব্যজনে ও নন্দীভৃঙ্গী পার্শ্বরক্ষায় নিযুক্ত ও পার্শ্বে অপ্সরাগণ দণ্ডায়মান। গিরিরাজ মেনকা ও নারদের প্রবেশ।

হরগৌরী— [দেখিয়া উত্থান ও প্রণাম]

গিরিরাজ— [গৌরীর হস্তাধারণ করিয়া] আশুতোষ! আমার জীবন সর্ব্বস্ব গৌরীধনকে তোমার হস্তে সমর্পণ করলেম, ভোলানাথ কৃপাকণা বিতরণে মনোবাঞ্ছাপূর্ণ কর।

মেনকা— মা ঈশানি! আশীর্ব্বাদ করি তুমি জন্মায়তি হয়ে ঈশান সঙ্গে কৈলাসধাম উজ্জ্বল করগে, ভোলানাথ যেন তোমার চিরসহচর হয়ে অনুদিন বিচরণ করেন। [উভয়ের প্রস্থান]

অপ্সরাগণের প্রবেশ। গীত।

আনন্দময়ীর সনে সদানন্দ মিলিল।
যুগলমাধুরী হেরি জগজন মোহিল ॥
শীতকিরণ সুধাধারা ঢালে, আনন্দলহরী জলধি উচ্ছলে।
সৌরভ লয়ে মলয় জলে, কুঞ্জে প্রসূন হাসিল ॥
প্রেমে মতুয়ারা দুঁহে শুক সারি,
ফিরে ঝাঁকে ঝাঁকে মধুপ গুঞ্জরি।
সোহাগে নাচে ময়ূর ময়ূরী বিহগতান তুলিল ॥

গ্রন্থের আখ্যাপত্র থেকে জানা যায় এ নাটক ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়।[১]

নাট্যমন্দির পত্রিকার ১৩১৭ সালের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীধর্ম্মদাস সুরের আত্মজীবনী থেকে জানা যায় Great National Theatre-এ কুমারসম্ভব নাটক ইংরাজী ১৮৮৭ সালে অভিনীত হয়। উক্ত নাটকের অভিনয়ে Stage-manager ধর্ম্মদাস সুর কর্তৃক মদনভস্ম ও বসন্তের আবির্ভাবকালীন mechanical devices প্রদর্শিত হয়। এই অভিনয়ের আর কোন বিস্তৃত বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না।

দ্রষ্টব্য

১। বাংলাদেশের কোন গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ পাওয়া যায় না। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ফটোস্টাট কপি সংগ্রহ করে তারই অনুলিপি এখানে প্রদত্ত হল।

বাণভট্টের কাদম্বরী কাব্যের নাট্যরূপ

কবি বাণভট্ট এবং তাঁর রচিত কাব্য কাদম্বরী প্রসঙ্গে (রচনাকাল ও জীবনবৃত্তান্ত) বুধমণ্ডলীর মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ থাকলেও মোটামুটিভাবে অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় স্বীকৃত হয়েছে।[১]

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর রচিত ইতিহাস গ্রন্থের (দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ) ৯৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ

গদ্য আখ্যায়িকা অবলম্বনে অনেকগুলি 'নাটক' লেখা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে অন্তত চারিখানি বাণভট্টের কাদম্বরীর অনুবাদ অবলম্বনে লেখা—মণিমোহন সরকারের 'মহাশ্বেতা নাটক' [১৮৬৬], নিমাইচাঁদ শীলের 'কাদম্বরী নাটক' [১৮৬৪], কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ষড়ঙ্ক 'কাদম্বরী নাটক' [১৮৭৭] এবং গৌরসুন্দর চৌধুরীর 'কাদম্বরী গীতাভিনয়' [১২৮৫]।

উক্ত গ্রন্থের ৩১৭ পৃষ্ঠায় ডঃ সেন বলেছেন ঃ

অজ্ঞাতনামা লেখকের 'কাদম্বরী বিবাহ কি সম্বন্ধ' [১৮৭১] বাণভট্টের কাদম্বরীর আখ্যানবস্তু অবলম্বনে পরিকল্পিত। রামলাল মুখোপাধ্যায়ের 'মহাশ্বেতা তাপসী বেশ' নাটকের [১২৮৫] বিষয়ও তাহাই।

গ্রন্থের ১১৬ পৃষ্ঠায় ছোট নাটক প্রহসন ও যাত্রাপালায় যে তালিকা আছে তাতে রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'মহাশ্বেতার তাপসী বেশ' গ্রন্থের উল্লেখ আছে। এছাড়া সতীশচন্দ্র সেন কর্তৃক গীতি সম্বলিত নাটিকাকারে পরিবর্তিত 'কাদম্বরী নাটক' গ্রন্থটির সন্ধান পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় মুদ্রিত গ্রন্থের আখ্যান পত্রে বা গ্রন্থের অন্য কোথাও রচনাকাল [সন তারিখ] লিপিবদ্ধ হয় নি।

☐ **মণিমোহন সরকারের 'মহাশ্বেতা নাটক'**

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্র নিম্নরূপ ঃ

মহাশ্বেতা। শ্রীযুক্ত মণিমোহন সরকারের প্রণীত। কলিকাতা নিউ প্রেস-

যন্ত্রে মুদ্রিত। এই পুস্তকের মূল্যে সাক্ষরকারির প্রতি ॥০ বিনা সাক্ষরকারির প্রতি ৸০ গ্রহণেচ্ছু মহাসয়েরা মূল্যে সহিত উক্ত যন্ত্রালয়ে লোক প্রেরণ করিলে পাইবেন।

যদিও গ্রন্থটি ১৮৬৬ সালে মুদ্রিত হয়েছিল কিন্তু নাটকাকারে এর পাণ্ডুলিপি ১৮৫৭ সালের মধ্যেই প্রস্তুত হয় কারণ ঐ সালেই এ নাটকের প্রথম অভিনয় হয় (৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭)

মণিমোহন সরকার তারাশঙ্কর তর্করত্নের কাদম্বরী গদ্য উপাখ্যান অবলম্বনে তাঁর নাটকটি রচনা করেন। ১৮৫৭ সালের প্রথম দিকেই মণিমোহন সরকার তারাশঙ্করের কাদম্বরী উপাখ্যান সম্বন্ধে যথেষ্ট ঔৎসুক্য প্রকাশ করতেন। এই উপাখ্যান গ্রন্থ সম্বন্ধে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার ৫৮০২ সংখ্যায় [২২ শে এপ্রিল ১৮৫৭, ১১ই বৈশাখ, বুধবার ১২৬৪ সন] একটি 'বিজ্ঞাপন' মণিমোহন সরকারের নামে প্রকাশিত হয়ঃ

"পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয় 'কাদম্বরী' নামক কাব্য-গ্রন্থের উপাখ্যান ভাগ অবলম্বন পূর্ব্বক বঙ্গভাষায় যে পুস্তক বিরচন করিয়াছেন তদন্তর্গত মহাশ্বেতার উপাখ্যান নামক প্রবন্ধে পয়ারাদি ছন্দে বিরচনপূর্ব্বক প্রভাকর যন্ত্রালয়ে উত্তমাক্ষরে ও উত্তম কাগজে মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করা গিয়াছে, যাহার প্রয়োজন হয় তথায় পত্র লিখিবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।"

মণিমোহণ সরকার স্বীয় গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় নাটক রচনার উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

"যে মহোদয়গণ ৺তারাশঙ্কর বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনুবাদিত 'কাদম্বরী' উপাখ্যান পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানিতে পারিয়াছেন যে উক্ত গ্রন্থ কি প্রকার সুরস ও সুশ্রাব্য বাক্য পরিপূরিত, অধিক কি কহিব, কাদম্বরী গ্রন্থ পদ্যের স্বরূপ। ...ইহার মধ্যে 'মহাশ্বেতা' উপাখ্যান অতিশয় চমৎকার। একদা আমি কতিপয় বন্ধু সমক্ষে উক্ত পুস্তক পাঠ করিতে-ছিলাম, তাঁহারা এরূপ বিমোহিত হইয়াছিলেন যে সকলেই এই 'মহাশ্বেতা' উপাখ্যানকে নাটক স্বরূপে করিয়া লিখিতে অনুরোধ করিলেন।......

নাটক সম্পূর্ণ প্রস্তুত না হইতে হইতেই বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র ঘোষের প্রযত্নে তাঁহাদিগের ভবনে ইহার অভিনয় প্রদর্শিত হয়, উক্ত রঙ্গস্থলে দেশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত মনুষ্য উপস্থিত ছিলেন।

হে গ্রাহক মহোদয়গণ! এই গ্রন্থ ছাপা হইতে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল সেই নিমিত্ত অনেক বিলম্ব হইয়াছে, অতএব সেই অপরাধ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

মহাশ্বেতার সহিত পুণ্ডরীকের পুনঃর্মিলন ও চন্দ্রপীড়ের সহিত কাদম্বরীর প্রণয় আর একখণ্ডে প্রস্তুত হইয়াছে—ছাপা হইতেছে, অবিলম্বে প্রকাশ হইবে।"

গ্রন্থশেষের 'বিজ্ঞাপন'-এ পুনরায় বলেছেন ঃ

"হে গ্রাহকমহোদয়গণ! মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীকের মিলন ও কাদম্বরী ও চন্দ্রপীড়ের প্রণয় ইহার দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে, প্রস্তুত হইয়াছে, ছাপা হইতেছে, অবিলম্বেই প্রকাশ হইবে।"

নাটকে চিত্ররথদুহিতা কাদম্বরী অপেক্ষা হংসকুমারী ও মহাশ্বেতা চরিত্র-দুটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাই গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে 'মহাশ্বেতা'। ১০৪ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে ষষ্ঠ অঙ্কে [দৃশ্য বিভাগ আছে কিন্তু দৃশ্যাঙ্কের উল্লেখ নেই] নাটক সমাপ্ত হয়েছে। ভারতীয় রাগ-রাগিনী ও তানের উল্লেখ সহ অনেকগুলি গান আছে। সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ী সূত্রধার, নটী ইত্যাদি দ্বারা [বাংলা গদ্য ও পয়ারাদি ছন্দে সংলাপ ওগীতগুলি রচিত] নাটকারম্ভ হয়েছে।

নাট্যকর্মের নমুনাস্বরূপ ষষ্ঠ অংকের শেষার্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক ঃ

মহাশ্বেতা—পিতঃ তপস্বিনীর আবার অট্টালিকায় প্রয়োজন কি। কানন বাসিনী কাঙ্গালিনীকে সৈন্য দ্বারা রক্ষা করিবার কি আবশ্যক। আপনি কি আমার অন্তঃকরণ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত এইসকল কথা কহিতেছেন।

দেবী— হা বিধাতঃ অপত্য প্রতিপালনের কি এই প্রতিফল দর্শিল? [মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন]।

রাজা— আর আমি তোমাকে কোন কথা কহিতে প্রত্যাশা করি না। বৎসে তরলিকা মা তুমি গৃহে গমন কর। তুমি বালিকা এখানে থাকিবার আবশ্যক নাই।

সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার ৮২২১ সংখ্যার [৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৬৬ সাল] একটি

'বিজ্ঞাপন' থেকে জানা যায় যে, মণিমোহন সরকার আলিপুরে ছোট আদালতের উকিল ছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন[২] ঃ

"মণিমোহন সরকার অভিনেতাও ছিলেন। তাঁহার 'মহাশ্বেতা' ও 'উষানিরুদ্ধ' (১২৬৯ সাল) নাটক দুইখানি অভিনীত হইয়াছিল।" আলোচ্য গ্রন্থের প্রথমে নাট্য চরিত্রের ভূমিকালিপি থেকে জানা যাচ্ছে গ্রন্থকার এ নাটকের প্রথম অভিনয়ানুষ্ঠানে কপিঞ্জল-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন।

অভিনয় প্রসঙ্গ

সাতুবাবুর গৃহপ্রাঙ্গণে ১৮৫৭ সনের ৫ই সেপ্টেম্বর এ নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। এ সম্বন্ধে জনৈক দর্শকের একটি পত্র শুক্রবার ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ তারিখের 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ঃ

"...বিগত শনিবার রজনীযোগে মৃত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে 'মহাশ্বেতা' নামক নাটকের অভিনয় হয়। ইহা বাণভট্ট প্রণীত সংস্কৃত কাদম্বরী গ্রন্থের অন্তর্গত। সংস্কৃত গ্রন্থ নাটক নহে। বাবু মণিমোহন সরকার অভিনয় জন্য নাটকচ্ছলে তাহা রচনা করিয়াছেন। ...পুস্তক মুদ্রিত না হওয়া প্রযুক্ত তাহার রচনার বিষয়ে বিশেষাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিলাম না, স্থানে স্থানে সঙ্গীতগুলীন উৎকৃষ্টরূপে রচিত হইয়াছে। বোধ হইল স্থলবিশেষে শ্রীযুত তারাশংকর ভট্টাচার্য্য প্রণীত কাদম্বরী গ্রন্থের অবিকল অনুলিপি হইয়াছে। যথা পুণ্ডরীক দর্শনে মহাশ্বেতা প্রণয়বন্ধ হওন ও সখীসমক্ষে তদ্বিষয়ের উক্তি, কপিঞ্জলের বন্ধুকে প্রবোধ প্রদান ইত্যাদি।

এক্ষণে অভিনয় বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য। নটের উক্তিগুলীন উৎকৃষ্ট হয় নাই। মধ্যে মধ্যে আপন বক্তব্য বিস্মৃত হইয়া শ্রোতৃবর্গকে বিরক্ত ও আপনি লজ্জিত হইয়াছিলেন, উক্ত মহাশয় পুণ্ডরীকের রূপ গ্রহণ করিয়াও যথাবিধানে আপনার কার্য্য সমাধা করিতে পারেন নাই। মদনবিকারগ্রস্ত ব্যক্তির অনুরূপ ভাবভঙ্গী প্রকাশ করা সহজ নহে। মহাশ্বেতা তরলিকা ও কপিঞ্জল আপন আপন ভাব প্রকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। বিশেষ-রূপে কাদম্বরীর প্রশংসা করিতে হয়। সম্পাদক মহাশয়! কাদম্বরীর ভার যাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল তিনি বালক। কিন্তু বালক হইয়াও

স্বীয়ভার এরূপ মর্য্যাদার সহিত নিষ্পন্ন করিয়াছেন যে দর্শকমাত্রেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন, উক্ত মহাশয় বেণীসংহার নাটকের অভিনয়কালীন দুর্য্যোধন সীমন্তিনী হইয়াও যথেষ্ট প্রশংসাভাজন হন। আমি তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত হইলেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলাম, সুতরাং চন্দ্রাপীড়, চন্দ্রদূত, প্রভৃতি বিশিষ্ট নাট্যবরাদিগের গুণবিষয়ে কোন কথা উল্লেখ করিতে পারিলাম না। ···১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ সাল। কস্যচিৎ যথার্থবাদি দর্শকস্য।"

পত্রলেখক-দর্শক যে সত্যই যথার্থবাদিদর্শক, সৎ ও সত্যিকার নাট্য-রসবেত্তা ব্যক্তি তার প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়—

১। তিনি পূর্ববর্তী বেণীসংহার নাটক অভিনয়ে কে কোন ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন তা স্মরণ করে উক্ত নাটকের দুর্যোধন সীমন্তিনীর ভূমিকাভিনেতাই [যিনি সু অভিনয় করেন বলে স্মরণ করেছেন] যে মহাশ্বেতা নাটকের কাদম্বরী চরিত্রাভিনেতা তা সপ্রশংস উল্লেখ দ্বারা লিপিবন্ধ করেছেন।

২। তিনি 'তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত হইলেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন' করেছিলেন স্বীকার করে পরবর্তী দৃশ্যগুলির অকারণ আলোচনায় ক্ষান্ত হয়ে নিজের সততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

মহাশ্বেতা নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে কে কোন ভূমিকায় অভিনয় করেন তা মুদ্রিত গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লিখিত হয়েছে ঃ

রাজা—বাবু অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
পুণ্ডরীক ও নট—বাবু মহেন্দ্রনাথ মজুমদার।
কপিঞ্জল—বাবু গ্রন্থকার।
কঞ্চুকী—বাবু শিবচন্দ্র সিংহ।
মহাশ্বেতা ও নটী—বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহ।
কাদম্বরী—বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ।
তরলিকা—বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ।
রাণী—বাবু ভুবনমোহন ঘোষ।
ছত্রধারিণী—বাবু মহেন্দ্রলাল [মহেন্দ্রনাথ ?] মুখোপাধ্যায়।

☐ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাদম্বরী নাটক ঃ

গ্রন্থটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ ঃ

Kadumvary Natak— / (A Tragi-Comedy) / By / Kedar-nath Ganguly / কাদম্বরী নাটক / শ্রীকেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত / শ্রীপাণ্ডবচরণ দে দ্বারা প্রকাশিত / কলিকাতা, ১১৫নং চিৎপুর রোড জেনারেল প্রিন্টিং প্রেসে / শ্রীবেনীমাধব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত সন ১২৮৪ সাল গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে গ্রন্থকার মুদ্রিত 'বিজ্ঞাপন'-এ বলেছেন ঃ

"পাঠকগণ ! মহাত্মা তারাশঙ্কর বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত অনুবাদিত কাদম্বরী গ্রন্থ অবলম্বনে আমি এই নাটকখানি প্রচারিত করিয়াছি, এতদ্দ্বারা যে আমি আপনাদের সন্তুষ্ট করিতে পারিব, এমন ভরসা করি না, কিন্তু তত্রাচ পাঠে ক্ষণকালের জন্যও পরিতোষ লাভ করিলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিয়া চরিতার্থ হইব। -শ্রীকেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৩ই শ্রাবণ, ১২৮৪ সাল।"

'বিজ্ঞাপন'-এর পর পৃষ্ঠায় 'নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ' [পুরুষ ও স্ত্রী]-এর উল্লেখ আছে।

ষষ্ঠ অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ৮৪ পৃষ্ঠায় মোটামুটি চলিত গদ্যে নাটক সমাপ্ত হয়েছে। মাঝে মাঝে ভারতীয় রাগরাগিনী ও তাল উল্লেখসহ অনেকগুলি গান আছে। এ নাটকে মূল কাব্যানুযায়ী কাদম্বরী নায়িকা এবং স্বাভাবিকভাবেই এ চরিত্রচিত্রণে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ী নাটকের প্রারম্ভে নটনটী, সূত্রধার ইত্যাদি আছে কিন্তু নান্দী অংশ নেই—পরন্তু আখ্যাপত্রে গ্রন্থকার নাটককে 'ট্র্যাজি-কমেডি' বলেছেন এবং পাশ্চাত্য ট্র্যাজি-কমেডি রচনার মোটামুটি নিয়মগুলি মেনে চলেছেন। মূল আখ্যানানুযায়ী দৃশ্য, চরিত্র ও ঘটনারাজির দেশীয়রূপ বজায় রাখা হয়েছে। নাটকের শেষদৃশ্যে চন্দ্রাপীড়-কাদম্বরীর পুনর্মিলন ও পরিজনমণ্ডল এবং অপ্সর-অপ্সরা ও অন্যান্য গুরুজনদের এজন্য আশীর্বাদ জ্ঞাপনের দ্বারা নাটকের মধুসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। তবে নাটকের construction-এর বিচারে শেষ দৃশ্যটি রচনার দ্বারা নাটকের মধুসমাপ্তি ঘটাতে গিয়ে নাট্যকার বিরহিনী মহাশ্বেতাকে দিয়ে বসন্ত গীত গাওয়াতেও কুণ্ঠিত হন নি—ফলে দৃশ্যটি made-to-order বলে মনে হয়।

নাটকের দৃশ্যগঠন ও সংলাপ রচনার নমুনাস্বরূপ ষষ্ঠ অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের [শেষ দৃশ্য] অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক ঃ

কাদম্বরীর আশ্রম। কাদম্বরী মদলেখা আসীনা।

কাদম্বরী — মদলেখে! মদনোৎসব কাল পড়েছে বোল্লে নেপথ্যে কে যেন বসন্তসূচক গীত গাচ্ছে,—আমরা সকলে এই মহাশোকসাগরে নিমগ্না, এমন সময় কে ওরূপ গান গাচ্ছে ?

মদলেখা — দেবি! আমার বোধ হোচ্ছে যে ও স্বর দেবী মহাশ্বেতার—

কাদম্বরী — মদলেখা পাগল হোয়েছিস? প্রিয়সখী স্বামী বিরহে এতাবৎকাল কিভাবে কালাতিপাত কোরছে, তার কি এখন সঙ্গীতের সময় ?

মদ — আচ্ছা সখি, আমি দেখে আসি। প্রস্থান।

নমুনাস্বরূপ পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের একটি গীত উদ্ধৃত করা গেল ঃ

রাগিনী ললিতবিভাষ— তাল আড়াঠেকা।

তিমিরা ঘোর যামিনী, হলো অবসান।
গুঞ্জরে ভ্রমর কুল, বিহঙ্গম করে গান ॥
চন্দ্র অস্তমিত দেখি, কুমুদ মলিন মুখী,
বিরহিনী কমলিনীর, হলো প্রফুল্ল বয়ান।
তরুণ অরুণ হেরে, তমোরাশি গেল দূরে,
সবে জগদীশ স্মরে, গাও সুমঙ্গল গান ॥

☐ রামলাল মুখোপাধ্যায়ের—'মহাশ্বেতা তাপসী বেশ'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

মহাশ্বেতা-তাপসী বেশ নাটক ব্যাঘ্রটীকরা নাট্য সমাজাধ্যক্ষ শ্রীরামলাল মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত।

'গৃহ্ণাতি সাধুরপরস্যগুণং ন দোষং,
গুণান্বিতো গুণী গুণং পরিহারয় দোষং।
বালঃস্তনাৎ পিবতি দুগ্ধমমুগ বিহায়,
ত্যক্ত্বা পয়োরুধিরমেব ন কিং জলোকাঃ ॥'

কলিকাতা / যোড়াসাঁকো ৫৪নং বলরাম দের ষ্ট্রীট / সুধাসিন্ধু যন্ত্রে শ্রীরাখালচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত। / সন ১২৮৫ সাল।

গ্রন্থটি "দীন-জন প্রতিপালিকা প্রাতঃস্মরণীয়া শ্রীল শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহাশয়া সমীপেষু"র উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার কর্তৃক উৎসর্গীকৃত হয়েছে।

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে গ্রন্থকার গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'-এ বলেছেন :

"জনসমাজে লেখনীধারণ যদিও মৎসদৃশ ব্যক্তিগণের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব 'যত্নেন কিম্নপি ন সিধ্যতি' মহাকাব্যের অনুশরণ করিয়া আমি এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে ইহা যে বিশেষ আদরণীয় হইবেক সে আশা আমার সম্পূর্ণ ভ্রমসঙ্কুল সন্দেহ নাই, কিন্তু নিবেদন অভাগিনী মহাশ্বেতার তাপসীবেশ যখন যাঁহার নয়নপথে পতিত হইবেক, একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দোষসমূহ দর্শাইয়া দিলে বাধিত ও পরমোপকৃত হইব।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে আমাদের নাট্যসমাজস্থ অভিনেতাগণের নাটকাভিনয়ে পারদর্শিতাই আমাকে এতাদৃশ মহৎকার্য্যে সাহসী করিয়াছে। মনোমোহন বাবুর কৃত রামাভিষেক, সতী নাটক ও অপরাপর গ্রন্থকারের আরও দুই একখানি নাটক ও অভিনয় দ্বারা তাঁহারা অস্মদ্দেশীয় যাবতীয় কৃতবিদ্য ভদ্রমহোদয়গণ সমীপে আশাতীত সুখ্যাতি ও উৎসাহ লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থই আমি সাধ্যমত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া এই ক্ষুদ্র নাটকখানি প্রণয়ণ ও প্রকাশ করিলাম। …শ্রীরামলাল মুখোপাধ্যায়, ব্যাঘ্রটীকুরা নাট্য সমাজ, সার্বভৌবিজান কাটোয়া।"

নাট্যোল্লিখিত চরিত্র [পুরুষ ও স্ত্রী] পূর্ববর্তী নাট্যকারদের তুলনায় অনেক কম। যেমন—পুরুষগণ : হংসরাজ—রাজা। পুণ্ডরীক ও কপিঞ্জল —তাপস পুত্রদ্বয়, পুরবাসী ও দ্বারবান ইত্যাদি। স্ত্রীগণ : গৌরী—হংসরাজের মহিষী। মহাশ্বেতা—ঐ কন্যা। তরলিকা—মহাশ্বেতার সহচরী। ছত্রধারিণী প্রভৃতি।

৬২ পৃষ্ঠায় চতুর্থ অঙ্কে [প্রথম অঙ্ক ছাড়া দৃশ্য বিভাগ বা দৃশ্যাঙ্কের উল্লেখ নেই—প্রথম অংকে তিনটি গর্ভাংক আছে] গদ্যে নাট্যকর্ম সম্পাদিত হয়েছে। অবশ্য গ্রন্থকার গ্রন্থের কোন স্থানেই এটি কাদম্বরী কাব্যের নাট্যরূপ তা স্বীকার করেন নি। নাটকারম্ভের পূর্বে সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ী নটনটী দ্বারা একটি খণ্ড দৃশ্য রচিত হয়েছে। সমাপ্তি অংশ কিন্তু

সংস্কৃত নাটক রচনা আদর্শের বিরোধী—অর্থাৎ পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী ট্র্যাজিক-ধর্মী সমাপ্তি নাটকের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অবশ্য নাটকের ট্র্যাজিক-ধর্মী সমাপ্তি দৃশ্যেও ভারতীয় নারীজাতির মহান আদর্শ সমূহের আলোচনা সমৃদ্ধ হয়ে ট্র্যাজিক-ধর্মী চরিত্র মহাশ্বেতাকে ত্যাগব্রতিনী মহীয়সী নারী চরিত্রে রূপায়িত করেছে। গ্রন্থে ভারতীয় রাগরাগিনী ও তালের উল্লেখ সহ অনেকগুলি গান আছে।

গ্রন্থশেষে দুইপৃষ্ঠা 'শুদ্ধিপত্র' লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। নাট্যকর্মের সমুনাস্বরূপ চতুর্থ অঙ্কের শেষাংশ উদ্ধৃত করা হল:

মহাশ্বেতা—মাতঃ! এর জন্য আপনি কিছুমাত্র দুঃখিতা হবেন না, কারণ এসকল ঈশ্বরের নিয়ম, ঈশ্বর নিয়ম খণ্ডন করে কার সাধ্য? বোধহয়, আমি পূর্ব্ব জন্মে কোন পতিপ্রাণা কামিনীকে পতিধনে বঞ্চিতা করেছিলেম; তাই ন্যায়বান ঈশ্বর আমার প্রতি এ দণ্ডবিধান করেছেন। তা আপনি বিলাপ করে কি করবেন?

রাজা— বৎসে! এতদিনের পর জানলেম, তুমি আমার উপযুক্ত পুত্রী। তোমার জ্ঞানগর্ভ, নীতিপূর্ণ বাক্যশ্রবণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেম। স্বচ্ছন্দে তোমার ধর্ম্ম তুমি রক্ষা কর, আর তোমাকে গৃহে প্রত্যাগমনে অনুরোধ করবো না। আশীর্ব্বাদ করি, সতী-সাবিত্রী কঠোর তপস্যা বলে, যেরূপ নিজ স্বামী ধনলাভে সমর্থ হয়েছিলেন, তুমিও সেরূপ নিজ পতিরত্নলাভে সমর্থ হও, এখন আমরা বিদায় হলেম।

মহাশ্বেতা—যে আজ্ঞে! প্রণাম হই! [গলবস্ত্রে জনক-জননীকে প্রণাম]

(মহাশ্বেতা ভিন্ন সকলের প্রস্থান)

যবনিকা পতন।

□ গৌরসুন্দর চৌধুরীর 'কাদম্বরী গীতাভিনয়'

আলোচ্য গ্রন্থটি আদর্শ গীতাভিনয় ফর্মে রচিত। অষ্টম অঙ্ক ও উপসংহারাঙ্কে ৯৬ পৃষ্ঠায় গদ্যে নাট্যকর্ম সম্পাদিত। ভারতীয় রাগরাগিনী ও তালের উল্লেখপূর্ব্বক অনেকগুলি গীত আছে। উপসংহার অঙ্ক মহাশ্বেতা-পুণ্ডরীক মিলনে সমাপ্ত হয়েছে।

গ্রন্থ রচনায় উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'-এ গ্রন্থকার বলেছেন :

"পাঠক মহাশয়গণ! আমি বহুদিন বিগত হইল, মহাত্মা ৺তারাশঙ্কর প্রণীত কাদম্বরী পাঠে এতাদৃশ তৃপ্তিলাভ করি যে, তদোক্ত অভিনেতাগণের চিত্রাবয়ব আমার মনোমধ্যে সেই পর্য্যন্ত জাগরূক রহিয়াছে। বলিতে পারিনা; কিন্তু কাদম্বরী গ্রন্থের গীতাভিনয় প্রণয়নার্থে আমার আশা এতদূর বলবতী হয় যে তাহা প্রণয়ন না করিয়া কোনক্রমেই আমার মনোক্ষোভ নিবারিত হইল না, সেইজন্য স্বীয় মনেচ্ছা পূরণার্থে, এই গীতাভিনয় প্রকটিত করিয়া আপনাদের করে দিলাম, সানুগ্রহপূর্ব্বক আপনারা এক একবার পাঠ করিলেই, আমার সর্ব্ব আয়াস ও শ্রম সফলিত হইবে। পরিশেষ এই বক্তব্য, যে শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইহাতে কতিপয় গীতরচনা করিয়া প্রায় অনেকাংশে সংশোধিত করিয়া দিয়াছেন—একান্ত বিনয়াবনত শ্রীগৌরসুন্দর চৌধুরী, কলিকাতা সন ১২৮৫ সাল।"

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল পূর্ববর্তী নাট্যকার কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পরবর্তী নাট্যকারের (একই বিষয়ে রচিত) গ্রন্থে শুধু গীত রচনা করেই দেন নি পরন্তু গ্রন্থটি সংশোধিত করে দিয়েছেন। লক্ষণীয় বিষয় হল—কেদারনাথের গ্রন্থটি মাত্র একবৎসর পূর্বে (১২৮৪) রচিত হয়েছে। সহযোগিতার এ জাতীয় উদাহরণ শুধু অনুবাদ নাটকের ইতিহাসেই নয় সমগ্র বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসেই বিরল। 'বিজ্ঞাপন'-এর পরপৃষ্ঠায় নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের (পুরুষ ও স্ত্রী) নাম আছে। নাট্যকর্মের নমুনাস্বরূপ উপসংহারাঙ্কের উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

গন্ধর্ব্বনগর (কাদম্বরী, চন্দ্রাপীড়, মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরিক পরস্পর হস্তসংলগ্ন করিয়া আসীন)।

মহাশ্বেতা— প্রাণেশ! অজ্ঞানতাবশঃ যে আপনার প্রাণ বিনাশে সহযোগীতা করেছি। পরাধিনী বিদ্যাবুদ্ধিবিহীনা অবলাজ্ঞানে মার্জ্জনা কোরবেন।

পুণ্ডরিক—প্রেয়সি! যদ্যাপিও শাপবশততঃ ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ কোরেছিলেম, তত্রাচ তোমার ন্যায় রমণী রত্নলাভ কোরে সর্ব্বপ্রকারে পরম প্রীতি লাভ কোরেছি, প্রিয়ে! তোমার অদ্ভুত ও অনুপমেয় পতিব্রতাধর্ম্মের জন্য চিরকাল অনুগত রইলেম।

চন্দ্রাপীড়—(কাদম্বিনীর চিবুক স্পর্শে) এবং আমিও গন্ধর্ব্বরাজকুমারীর প্রতি অসদাচরণ করেও প্রকৃতরূপে তাঁর প্রেমের পরিচয় পেয়ে শ্রীচরণে দাসখৎ লিখে দিয়ে চিরক্রীত হয়েছি।

কাদম্বরী—এখন চলুন, সকলে বিহার গৃহে, গীতবাদ্যে কন্ঠাপনোদন করিগে।

সকলে— আচ্ছা, সেই যুক্তি সিদ্ধ (সকলের প্রস্থান)

□ সতীশচন্দ্র সেনের কাদম্বরী নাটক

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

কাদম্বরী নাটক শ্রীসতীশচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক গীতি সম্বলিত নাটিকাকারে পরিবর্ত্তিত অকল্যান্ড এন্ড কোম্পানির ম্যানেজার শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন দ্বারা প্রকাশিত সখা প্রেসে মুদ্রিত।

লক্ষণীয় বিষয় হল গ্রন্থ রচনার কোন সন তারিখ উল্লিখিত হয় নি। আলোচ্য নাট্য গ্রন্থের ভাষার নমুনা দেখে মনে হয় বিংশ শতকের প্রথমদিকে এটি রচিত হয়েছে। আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় 'নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের তালিকা' দেওয়া আছে।

ষষ্ঠ অঙ্ক ৫ম গর্ভাঙ্কে ১৫৩ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে নাট্যকর্ম সম্পাদিত। নাটকের প্রস্তাবনাংশ চারজন সখীর গান দ্বারা সমাপ্ত।

নাটকের পদ্য সংলাপের নমুনাস্বরূপ [পয়ার ছন্দে রচিত] ষষ্ঠ অঙ্ক ৫ম গর্ভাঙ্কের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল :

[চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরী, পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতা আসীন]

কাদম্বরী — নাথ! কবে মোরা যাব তবে উজ্জয়িনী ধামে?
দেখিতে বড়ই সাধ, হেথা নাকি আর
চিত্তশান্তি নাহি হয় রাজ্য তেয়াগিয়া।

চন্দ্রাপীড় — হেমকুটগিরি বাসে পূর্ব্বস্মৃতি জাগে—
প্রথম দর্শনে যথা চিত্তের বিকার।
কিছুকাল রহি হেথা যাইব তথায়।
পুণ্ডরীকে রাজ্যভার করি সমর্পণ
কখন আসিব হেথা থাকিব কখন
সেই স্থানে সুবদান! এই ইচ্ছা মম।

মহাশ্বেতা — [পুণ্ডরীকের প্রতি] নাথ !
আমারে রাখিয়ে হেথা কোথা কোথা তুমি
যেপেছ ক্লেশেতে কাল শুনিতে বাসনা।

পুণ্ডরীক — প্রিয়ে !
সে দুঃখের কথা শুনিয়ে কি ফল ?
ভাবিতে সে অলৌকিক ঘটনা সকল
বিদরে হৃদয় মম ;......... ।

নাটকের গদ্য সংলাপের নমুনাস্বরূপ ১ম অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্কের শেষাংশ উদ্ধৃত করা গেল ঃ

[সরোবর সন্নিহিত লতাকুঞ্জ]

মহাপুরুষ — [মহাশ্বেতার প্রতি] বৎস মহাশ্বেতে ! · প্রাণত্যাগ ক'র না। পুনর্ব্বার পুণ্ডরীকের সহিত তোমার সমাগম হবে। [পুণ্ডরীকের মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান]।

মহাশ্বেতা — [কপিঞ্জলের প্রতি] হে তাপস, কি শুনলেম ?

কপিঞ্জল — [মহাপুরুষের প্রতি] রে দুরাত্মন্ ! বন্ধুকে লইয়া কোথায় যাচ্ছিস্ ? [রোষপূর্ব্বক এই কথা বলিতে বলিতে তৎপশ্চাৎ ধাবমান]

গদ্য সংলাপের ভাষার গুরুচণ্ডালী দোষ লক্ষণীয়।

□ নিমাইচাঁদ শীলের কাদম্বরী নাটক ঃ

এ গ্রন্থের রচনাকাল ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ [ডঃ সুকুমার সেনের সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থানুযায়ী]। অনেক অনুসন্ধান করেও আলোচ্য গ্রন্থটির সন্ধান পাওয়া যায় নি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় নাটাশালার ইতিহাস' গ্রন্থের পরিশিষ্টে নাটক অভিনয়ের তালিকায় আলোচ্য নাট্যগ্রন্থের প্রথম অভিনয়ের তারিখ (বেঙ্গল থিয়েটারে বীডন ষ্ট্রীট) "১০ই জানুয়ারী ১৮৭৪" বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, উক্ত অভিনয়ানুষ্ঠান সংবাদ ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ পত্রে ১০ই জানুয়ারী ১৮৭৪ সালে মুদ্রিত হয়। বঙ্গবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বঙ্গবাসীর সহকারী সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'বঙ্গভাষার লেখক'-এর তালিকায় নিমাইচাঁদ শীল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে ঃ

চুচুঁড়ার বিখ্যাত শীল বংশসম্ভূত। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সতীর্থ, হুগলী কলেজে অধ্যয়নকালেই বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুরাগ জন্মে।

এছাড়া ডঃ সুকুমার সেন বাণভট্টের কাদম্বরীর আখ্যানবস্তু অবলম্বনে পরিকল্পিত 'কাদম্বরী বিবাহ কি সম্বন্ধ ১৮৭৯' [অজ্ঞাতনামা লেখক কর্তৃক রচিত] গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থের প্রসঙ্গ আমাদের আলোচনা বহির্ভূত বলেই মনে হয়। প্রসঙ্গত একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাদম্বরী কাব্যের আখ্যান অবলম্বনে যাঁরাই নাটক রচনা করেছেন তাঁরা সকলেই তারাশঙ্কর তর্করত্নের বঙ্গানুদিত গ্রন্থের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ সাহায্য অবশ্যই গ্রহণ করেছেন।

তারাশঙ্করের কাদম্বরী—বঙ্গানুদিত গ্রন্থটির সার্থকতা ঐতিহাসিক। তাই পরবর্তীকালে অনেকেই এ গ্রন্থটির নব নব সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ করেছেন।[৩]

পরিশেষে, কাদম্বরী কাব্যের নাট্যরূপগুলির তুলনামূলক সর্বতোমুখী বিচারে প্রাচীনতার দিক থেকে মণিমোহন সরকারের 'মহাশ্বেতা' নাটক'কে এবং সমস্ত নাটকগুলির মধ্যে মোটামুটিভাবে সতীশচন্দ্র সেনের 'কাদম্বরী নাটক'কে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিতে হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ

১। History of Sanskrit Literature : Dr. S. K. De, P 225-230.

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : ডঃ সুকুমার সেন, দ্বিতীয় খণ্ড পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১০০।

৩। সম্পাদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

(ক) অজয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত ও সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারী প্রকাশিত—১৯৩৩

(খ) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও এ. মুখার্জী এণ্ড কোং প্রকাশিত—১৩৬৭ সাল।

(গ) চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত—১৯৬৩।

ভবভূতির নাটকের বঙ্গানুবাদ

☐ 'কালিদাস কবিশ্রেষ্ঠ ঃ ভবভূতি মহাকবি'

ভবভূতির নাটকের প্রস্তাবনা অংশ আত্মজীবনীমূলক বিস্তৃত ঘটনার উল্লেখে সমৃদ্ধ। যদিও সঠিক সময় নির্ধারিত হয় নি তথাপি সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত ভবভূতির সময়কাল নির্ধারণে দেশী-বিদেশী বুধমণ্ডলী মোটামুটিভাবে ঐকমত্য বোধ করেছেন।[১]

কালিদাসের নাম বাদ দিলে ভবভূতি বাংলা সাহিত্যে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে সর্বাধিক আলোচিত নাট্যকার। ভবভূতি-চর্চার উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

১। **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর** ১৮২০—১৮৯১ ঃ ক। 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব'—১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে [২৮শে ফাল্গুন ১৭৭৫ শক] বিটন্ সোসাইটিতে পঠিত হয়।

খ। 'সীতার বনবাস' [এপ্রিল, ১৮৬০] উত্তর রামচরিতের অনুসরণে লেখা। এছাড়া বিদ্যাসাগর সম্পাদিত উত্তর রামচরিত ও তার ভূমিকা স্মরণীয়।

২। **মধুসূদন দত্ত** ১৮২৪—১৮৭৩ ঃ মেঘনাদবধ কাব্যের [জানুয়ারী ১৮৬১] পূর্ব-সূরীদের প্রণাম নিবেদন প্রসঙ্গে সশ্রদ্ধভাবে ভবভূতিকে স্মরণ করেছেন।

৩। **কালীপ্রসন্ন সিংহ** ১৮৪০—১৮৭০ ঃ মালতী মাধবের অনুবাদ (১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ)।

৪। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভবভূতির তিনটি নাটকেরই [মালতীমাধবম্‌, মহাবীরচরিতম্‌ ও উত্তররামচরিতম্‌] বঙ্গানুবাদ করেন।
১৮৪৯—১৯২৫

৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ক। কপালকুণ্ডলা [১৮৬৬] উপন্যাসের কপালকুণ্ডলা নামটি গ্রহণ করেছেন মালতী-মাধব নাটক থেকে।
১৮৩৮—১৮৯৪

খ। 'উত্তর চরিত' প্রবন্ধ [বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ-আশ্বিন, ১২৭৯]।

৬। ভূদেব মুখোপাধ্যায় : 'উত্তর চরিত' সমালোচনামূলক প্রবন্ধ—এডুকেশন গেজেটে প্রথম প্রকাশিত হয়ে পরে বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম ভাগ গ্রন্থে মুদ্রিত হয় ১৮৯৫।
১৮২৭—১৮৯৪

৭। রমেশচন্দ্র দত্ত : রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'সাধনা' পত্রিকায় 'কবি ভবভূতি' প্রবন্ধ (মাঘ ১২৯৯)।
১৮৪৮—১৯০৯

৮। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'উত্তর চরিত' প্রবন্ধ [সাধনা, আষাঢ়, ১৩০০]
১৮৭০—১৮৯৯

৯। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : (ক) 'বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত' সমালোচনা, 'নারায়ণ', বৈশাখ, ১৩২২ সাল।
১৮৫২—১৯৩১

(খ) 'ভবভূতি' প্রবন্ধ, মাসিক বসুমতী, মাঘ—ফাল্গুন ১৩৩৮।

১০। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : 'কালিদাস ও ভবভূতি' প্রবন্ধ 'সাহিত্য' পত্রিকায় ১৩১৭-১৩১৮ সালে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ১৩০৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'সীতা' নাটক মুখ্যত উত্তর রামচরিতের অনুসরণে রচিত।
১৮৬৩—১৯১৩

১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : (ক) সমালোচনামূলক 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন' প্রবন্ধ [১২৮৮];
১৮৬১—১৯৪১

(খ) লোকসাহিত্য গ্রন্থের 'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রবন্ধ [১৩০৫];

(গ) ১৩১৬ সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধ
[শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, তপোবন]
তাছাড়া সাহিত্য গ্রন্থ [১৩০৯] জীবনস্মৃতি—
[১৯১২], পঞ্চভূত গ্রন্থের কৌতুকহাস্য এবং
গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ [১৩০১] এবং 'চিঠিপত্রে'র
বিভিন্ন পত্রে রবীন্দ্রনাথ ভবভূতি প্রসঙ্গে
আলোচনা করেছেন।

ভবভূতির তিনটি নাটক যথাক্রমে মালতী মাধবম্, মহাবীর চরিতম্ ও উত্তর রামচরিতম্। প্রথমটি প্রেমোপাখ্যানমূলক এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি রামায়ণের আদি ও উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে রচিত। বলা বাহুল্য এই তিনটি নাটকেরই বঙ্গভাষায় একাধিক অনুবাদ [মহাবীর চরিতম্-এর একটি] সম্পন্ন হয়েছে।

□ **মালতী মাধব**

এই নাটকের তিনটি অনুবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। ১। মালতী মাধব ঃ কালীপ্রসন্ন সিংহ [১৮৫৯], ২। মালতী মাধব ঃ রামনারায়ণ তর্করত্ন [১৮৬৭], ৩। মালতী মাধব ঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৯০০]।

লোহারাম শিরোরত্ন এ নাটকের আখ্যানানুবাদ করেন ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। এছাড়া ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ক্রোড়পত্র কালানুক্রমিক বাংলা নাটকের তালিকায় মালতীমাধব নাটকের আর একজন অনুবাদকের নাম করেছেন—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৭০]। ডঃ ভট্টাচার্যের গ্রন্থের তালিকাটি প্রস্তুত করেন শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত [গ্রন্থের ভূমিকায় স্বীকৃতি আছে]। সম্ভবত সনৎবাবু ও ডঃ ভট্টাচার্য মূল গ্রন্থটি দেখেন নি এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস গ্রন্থের শেষে বিবিধ নাট্যকারদের রচিত গ্রন্থের তালিকায় [পৃষ্ঠা ২০৩] নগেন্দ্রনাথ রচিত মালতী মাধবের উল্লেখের ওপর এঁরা নির্ভর করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ কোন সূত্র থেকে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত মালতী মাধবের সন্ধান পেয়েছিলেন জানা যায় না। ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, বেঙ্গল লাইব্রেরী এবং অন্যান্য ক্যাটালগে এ গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নট, নাট্যকার ও নাট্য প্রযোজক ছিলেন এবং গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর প্রভৃতি প্রতিভাধর ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ যোগাযোগ ছিল। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা

সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ডে [পঞ্চম সংস্করণ] এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন কিন্তু তাঁর গ্রন্থেও নগেন্দ্রনাথ রচিত মালতী-মাধবের উল্লেখ নেই। Calcutta Review-র xix সংখ্যায় (1871) একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যার দ্বারা নগেন্দ্রনাথের মালতী মাধব নাট্যগ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের সত্যতা প্রমাণিত হয়: "Malatimadhava—Nagendranath Bandopahpadhyay. Calcutta Harihar Press 1792 Saka. This is short drama in which there is a lot of songs, most of which are of no great merit. The story ends in the marriage of Madhava and Malati."

এবার পূর্বোক্ত তিনটি গ্রন্থের আলোচনায় আসা যাক।

☐ **কালী প্রসন্ন সিংহের 'মালতী মাধব':**

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ:

Malatee Mudhaba / A Comedy of Bhubabhootee / Translated into Bengalee / from the original Sanskrit, / By / Kali Prusno Sing, M.A.S. / Calcutta / Printed : / For the Beedut Shahunee Shova, / By G. P. Roy & Co, / No. 67 Emaumbarry Lane, Cossitollah/1859

মালতী মাধব নাটক মহাকবি ভবভূতি বিরচিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত। কলিকাতা। জি. পি. রায় এণ্ড কোং দ্বারা বিদ্যোৎসাহিনী সভার কারণ মুদ্রিত, শকাব্দা ১৮৭০ বিনামূল্যেন বিতরিতব্যং।

গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৵০+৯১। মোট ৪টি কাণ্ডে এবং প্রত্যেকটি কাণ্ড ৩টি অঙ্কে অর্থাৎ মোট ১২টি অঙ্কে নাটকটি বিভক্ত হয়েছে। রাগরাগিনী ও ও তালের উল্লেখসহ গানগুলি[২] সরলপদ্যে রচিত। প্রথমকাণ্ডের প্রথম অঙ্কটি নান্দীরূপে পরিকল্পিত। প্রথম কাণ্ডের দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে নাটকের মূল ঘটনা শুরু হয়েছে। সুতরাং কালীপ্রসন্ন পরিবর্তন এবং পুনর্বিন্যাস সহ মূল নাটকের ভাবানুবাদ করেছেন।

অনুবাদকর্মের উদ্দেশ্য, রীতিনীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গে গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'এ বলা হয়েছে:

"মালতী মাধব নাটক মূল সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল, বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের অবিকল অনুবাদিত গ্রন্থ সহজেই

পাঠ করিতে ঘৃণা বোধ হয়, বিশেষতঃ প্রত্যেক পদের বাঙ্গালা অর্থ ও শব্দানু-করণে যথার্থ ভাব সংরক্ষণ করা কাহারও সাধ্য নহে, ইহার প্রথম উদ্যম স্বরূপে মহাকবি কালিদাস প্রণীত বিক্রমোর্ব্বশী নাটকেই সংপূর্ণ পুরস্কারপ্রাপ্ত হইয়াছি; তন্নিমিত্ত এবার তাহা হইতে স্বতন্ত্রিত হইতে হইয়াছে। মালতী মাধব নাটকে মহাকবি ভবভূতি বিরচিত সংস্কৃতে নাটকের আনুপূর্বিক পাঠ করিলে একটী অনির্বচনীয় গূঢ়ভাব জ্ঞাত হওয়া যায়, যদ্দ্বারা লেখকের অলৌকিক রচনা শক্তির বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, কারণ মালতী মাধব নাটক বাস্তবিক আদিরস সার কিন্তু এরূপ কৌশলে লিখিত হইয়াছে যে পিতা পুত্রের নিকট এবং পুত্র পিতার নিকট অনায়াসে পাঠ করিতে সমর্থ হন, এবং সহৃদয় বান্ধবগণের সমীপে আদিরস প্রসংগে যদ্যপি মালতীমাধব নাটক পঠিত বা অভিনীত হয়, তাহা হইলে সে প্রস্তাবে তাঁহারাও সম্যক্‌রূপে সংতৃপ্ত হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে অভিনয়াহ্‌র্য নাটক সকলের গণনা করা হইলে মালতী মাধবও তন্মধ্যে গণিত হইতে পারে,......

মদ্রচিত মৎপ্রণীত ও মদনুবাদিত অন্য ২ নাটক হইতে মালতী মাধবের ভাষারও প্রভেদ হইয়াছে, কারণ অভিনয়াহ্‌র্য নাটক সকল ইদানিন্তন যে ভাষায় লিখিত হইতেছে আমিও সেইরূপ অবলম্বন করিয়া ঈপ্সিত বিষয় সুসিদ্ধ করণ মানসে সচেষ্ট ছিলাম; এক্ষণে সহৃদয় রংগপ্রিয়মহোদয়গণ মালতী মাধব নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ অভিনয়াহ্‌র্য ও পাঠ্য বিবেচনা করিলেই পরিশ্রম ও ধনব্যয় সফল বিবেচনা করিব। শ্রীকালী প্রসন্ন সিংহ। কলিকাতা, বিদ্যোৎসাহিনী সভা। শকাব্দা ১৮৭০।"

অনুবাদের নমুনাস্বরূপ বিখ্যাত শ্মশান দৃশ্যের [এখানে তৃতীয় কাণ্ড সপ্তম অঙ্ক] অংশ বিশেষ উল্লেখ করা যাক:

মালতী নেপথ্যে—হে পিতামাতা! তোমাদের কথাই যথার্থ হলো, ওরে দুর্ব্বত্তরাজা! তোর অভিলাষই পূর্ণ হলো, ওরে দুর্দ্দৈব! তোর মনে কি এই ছিল?

গীত

রাগিনী বেহাগ, তাল একতালা।

কোথা নিরঞ্জন!
এ বিপদে মরি; চেয়ে দেখ হরি, তোমা বিনে করি
কারে বা স্মরণ। ছিলাম কি আসে, আপনারি বাসে,

ত্যেজিয়া সে আসে, পড়িলাম ফাঁসে, ত্রাসে আঁখি ভাসে,
শ্মশানে বিনাশে, সরলা অবলা প্রাণ ॥
কোথায় এখন, ভাই বন্ধুগণ, জনক জননী আর পরিজন।
কোথা হে মাধব, মম প্রাণ ধব, কোথা দিলে বিসর্জন ॥
দেখিলে না চক্ষে, পড়িছি কি দুঃখে, আঁখি বারি বক্ষে,
বহে নিরপেক্ষে, নাহি আর রক্ষে, কে হবে স্বাপক্ষে,
তারিবে দুঃখিনী জন ॥

এরপর মূল নাটকের বক্তব্য বিষয়ানুযায়ী মাধব কর্তৃক মালতীর উদ্ধার-কার্য বর্ণিত হয়েছে এবং মাধব মালতীর উক্তি থেকে জানতে পারে যে মালতী ঘুমন্ত অবস্থায় কি ভাবে যোগবলে অঘোর ঘণ্টা ও কপালকুণ্ডলা কর্তৃক অপহৃতা হয়ে শ্মশানভুমিতে আনীতা হয়।

উপরোক্ত অংশটিতে লক্ষণীয় বিষয় তিনটি আছে।

১। নাটকের গদ্য সংলাপ কথ্য ভাষায় রচিত।

২। গীতের ভাষায় "চক্ষে, দুঃখে, বক্ষে, নিরপেক্ষে, রক্ষে, স্বাপক্ষে," শব্দের ব্যবহার। এতদ্বারা আবেগের গভীরতা আনয়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

৩। গ্রন্থের পাদটীকায় দৃশ্যপটাদি ও নাট্য প্রযোজনায় নির্দেশকের করণীয় বিষয় সম্বন্ধে অনুবাদকের মন্তব্য এযুগের আর কোন নাট্যগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নি।

অনুবাদকের 'বিজ্ঞাপন'-এর বক্তব্য থেকে মনে হয় এ গ্রন্থটি 'বিদ্যোৎসাহিনী' মঞ্চে [১৮৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত] বোধহয় অভিনীত হয়েছিল কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রামাণিক কোন উক্তি বা বিবরণ সমসাময়িক পত্রপত্রিকা বা গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ডঃ সুকুমার সেন বলেন ঃ

"এই বইটি 'বিদ্যোৎসাহিনী সভার কারণ' রচিত হইয়াছিল। এখন লুপ্ত বলিয়া বলিবার কিছু নাই। কালীপ্রসন্নের স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে হয়ত ঠিক অভিনীত হয় নাই, নাট্যোচিত আবৃত্তি (dramatic recital) হইয়াছিল বলিয়াই অনুমান করি।"[৩]

ডঃ সেনের অনুমান যথাযথ বলেই মনে হয়। কারণ এ নাটক যদি অভিনীত হত তাহলে তার বিবরণ সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় অবশ্যই আলোচিত হত। পরবর্তী অনুবাদক রামনারায়ণ তর্করত্নের মালতীমাধব পাথুরিয়াঘাটা

রঙ্গনাট্যালয়ে একাধিকবার অভিনীত হয়েছিল বলে প্রামাণিক উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত আলোচ্য অনুবাদকর্ম সম্বন্ধে ডঃ সুশীলকুমার দের সমালোচনা স্মরণীয়।[৪]

☐ **রামনারায়ণ তর্করত্নের 'মালতীমাধব নাটক':**

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ:

মালতীমাধব নাটক শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত কলিকাতা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। বাংলা ১২৭৪ ইংরাজী ১৮৬৭।

রামনারায়ণের গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন' এর বক্তব্য নিম্নরূপ:

"এতদ্দেশে যেসকল সংস্কৃত নাটক প্রচলিত আছে মালতী মাধবও তন্মধ্যে একখানি উৎকৃষ্ট নাটক, ইহা সহৃদয় সম্বেদ্য ও অতীব মনোহর। ইহার আখ্যায়িকা অতি চমৎকারিণী। মহাকবি ভবভূতি এই নাটকে একপ্রকার প্রণয়-রসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আমি ইহার বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিলাম। অনুবাদ অবিকল হয় নাই, অভিনয়ের উপযোগী করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে অনেক পরিবর্ত্ত পরিত্যক্ত ও প্রক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছে, পরন্তু মূলগ্রন্থের অবিকল রসভাবাদি ভাষান্তরে অবতীর্ণ করা সুদূরপরাহত, তবে অনুবাদে সাধ্যমতে যে পর্য্যন্ত পরিরক্ষিত হইতে পারে তাহা আমি চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে সাধারণের নিকট গ্রাহ্য হয় ইহাই প্রত্যাশা। নাটকের সঙ্গীত কয়েকটি শ্রীযুক্ত বাবু বনয়ারীলাল রায় মহাশয় রচনা করিয়া দিয়াছেন। ইতি ১২৭৪ সাল তারিখ ১৫ই আশ্বিন। শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা, সংস্কৃত কলেজ।"

'বিজ্ঞাপন' অংশ থেকে গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য, রীতিনীতি এবং বাংলা গীতগুলির রচয়িতার নাম জানা গেল। পুরস্কারধন্য (যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর গ্রন্থ রচনার জন্য ১০০৲ টাকা পুরস্কার দেন) আলোচ্য অনুবাদকর্ম প্রসঙ্গে ডঃ সুশীল কুমার দের মন্তব্য স্মরণীয়।[৫]

পঞ্চম অঙ্কে একাদশ দৃশ্যে নাট্যকর্ম সম্পন্ন হয়েছে। পাঁচটি অঙ্কের গর্ভাঙ্কগুলি নিম্নরূপ সংখ্যক:

১ম অংক—৩, ২য় অংক—২, তৃতীয় অংক—১,
৪র্থ অংক—৩ এবং ৫ অংক—২।

অনুবাদের নমুনাস্বরূপ শ্মশান দৃশ্যটির অংশ বিশেষই উদ্ধৃত করা যাক।

[তৃতীয় অঙ্ক—ঘণ্টা বাদ্য এবং কপালকুণ্ডলা কর্তৃক শঙ্খ ও কাংস বাদন]

মালতী— [চৈতন্য পাইয়া সবিষাদে স্বগত] একি ! আমি কোথা এসেছি ? আমি ছাদের উপর শুয়েছিলাম, এখানে আমাকে কে নিয়ে এলো ? [সভয়ে] একি ? আমার হাত—পা বাঁধা কেন ? এ কি হোলো ? ও মা ? মা ? ও সখি ? তোরা কোথা গেলি ? কৈ ? কেউ যে কোথাও নাই। আমি কোথা এসেছি ? আঁ !— [রোদন]।

মাধব— (চকিতভাবে) একি ? ব্যাপারটা কি ? এ যুবতীটী কে ? কণ্ঠের স্বর বোধ হচ্যে যেন আমি পূর্বে শুনেছি, কিন্তু চিন্তেও পাচ্যি নে ; দীপটে যে ভাল জ্বলচে না—ইনি কে ? এঁকে এখানেই বা কে নিয়ে এলো ?

কপালকুণ্ডলা—স্থির হও, রোদন করো না।

মালতী— (সকাতরে) ওগো তুমি কে গা ? আমি কোথা এসেছি বলনা গা ? আমায় এমন করে বাঁধলে কে ? আমার বন্ধন খুলে দেও না গা। হাঁগো খুলে দাও, তোমার পায়ে পড়ি, আমার বড় লাগছে—আর আমার বড় ভয় কচ্যে।

কপাল— ভয় কি, এই ভয় শেষ হয়।

মালতী— (সকাতরে) অগো কেন গো ? ওকি কথা বলচো ? আমি যে কিছু ভাব বুঝতে পাচ্চি নে, তুমি কে গা বল না।

আলোচ্য অনুবাদকর্মে লক্ষণীয় হল—

১। চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদ এবং 'গো' 'গা' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ দ্বারা নাটকীয় ঘটনার আন্তরিকতা ও স্বাভাবিকতা আনয়নের চেষ্টা হয়েছে।

২। পূর্ববর্তী অনুবাদক কালীপ্রসন্নের ন্যায় রামনারায়ণ অভিনয় প্রযোজনা সম্বন্ধে দৃশ্যের মধ্যে কোন নির্দেশ দান করেন নি।

৩। মূল নাটকের আলোচ্য দৃশ্যে 'পটক্ষেপ' পরিবর্তন করার দৃশ্য পরম্পরা রক্ষিত হয়েছে।

অভিনয় প্রসঙ্গ

পাথুরিয়া রঙ্গ নাট্য মঞ্চে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে রামনারায়ণের 'মালতী মাধব' অভিনীত হয়।[৬] পরবর্তী ২২শে জানুয়ারী

তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকায় একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা[৭] প্রকাশিত হয়—

"মালতী মাধব অভিনয়। —বিগত ২রা মাঘ বৃহস্পতিবার পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভবনে উক্ত অভিনয় সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমরা অভিনয় দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। অভিনেতৃদিগের মধ্যে সকলেই সুন্দররূপে অভিনয় সম্পন্ন করিয়াছেন বিশেষতঃ মালতী, মাধব, মকরন্দ, কামন্দকী ইহাদিগের অভিনয় অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছিল, অপিচ ঐকতানবাদনও অত্যন্ত মনোহর হইয়াছিল।"

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ থেকে আরো জানা যায়ঃ

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের, ৫ই ৬ই এবং ১৯এ ফেব্রুয়ারী তারিখেও মালতী মাধব নাটকের পুনরভিনয় হয়। রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁর আত্মকথায় বলেছেন—মালতীমাধব নাটক পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে দশ এগার বার অভিনীত হয়।

ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে (কৃষ্ণচন্দ্র দেবের বাড়ি ২২২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট) এ নাটকের অভিনয় সংবাদ (১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩) 'এডুকেশন-গেজেট' এর ২৮।২।৭৩ এ এবং 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার ১৫।২।৭৩-এ প্রকাশিত হয়।[৮]

এডুকেশন গেজেটের সমালোচনামূলক সংবাদটি নিন্দাপ্রসংশামিশ্রিত।[৯]

আর একটি সমালোচনা প্রসঙ্গত উদ্ধৃতিযোগ্য। সমালোচনায় গ্রন্থকর্তার নামোল্লেখ নেই, তবে সম্ভবত ১৮৬৯ সনের ফেব্রুয়ারীর কোন অভিনয়ানুষ্ঠানের (রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত গ্রন্থের) সম্বন্ধেই এই সমালোচনা প্রকাশিত হয়। 'মালতী মাধব নাটকের অভিনয়' প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশ ৫ই ফাল্গুন ১২৭৫ সন; ১৪ সংখ্যায় লেখা হয়ঃ

"গত ২৫শে মাঘ শনিবার রাত্রিতে আমরা পাথুরিয়াঘাটায় মালতীমাধব নাটকের অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম।……

……যে গ্রন্থ দেখিয়া অভিনয় হইয়াছে, এখানি সংস্কৃত মালতীমাধব অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু লেখক সকল দিক সমন্বয় করিয়া আপনার লিপিনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

গ্রন্থের নায়ক মাধব; কিন্তু তাঁহার অভিনয় প্রীতিকর হয় নাই। বন্ধুকে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিলে মাধব 'কৈ, কৈ, কোথায় আছে? বলিয়া

একটি স্ত্রীলোককে সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিলেন; নিজে নায়িকার অনুরোধে গমন না করিয়া একটী স্ত্রীলোককে 'কি হইতেছে' দেখিতে বলিলেন এটী নিতান্ত কাপুরুষের কাজ। কোন গ্রন্থকার কখন নায়ককে এরূপ কাপুরুষ করিয়া বর্ণনা করেন নাই।

মকরন্দের অভিনয়টী অতিশয় মনোহর হইয়াছে। তাঁহার অভিনয়ে চতুরতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধিতা, সদাশয়তা ও অকপট মিত্রানুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে। অঘোর-ঘণ্টনের পূজা, মন্ত্রপাঠ, কপালকুণ্ডলার বলিদানের উদ্যোগ হইয়াছে বলিয়া এগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিল। মাধব যখন মালতীর উদ্ধার সাধন করিলেন তখন তাহার মনোরথ বিফল ও যোগসিদ্ধির ব্যাঘাত হইল দেখিয়া তাঁহার প্রগাঢ় ক্রোধ গালী না দিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে কটিবন্ধন, অব্যাকুলভাবে মাধবকে খড়্গাঘাত করিবার উদ্যোগ, নয়নরক্তিমা ও অঙ্গভঙ্গী এগুলি অতিশয় চমৎকার হইয়াছিল। বৃদ্ধ মন্ত্রীর যোগিবেশ ও ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিয়া শোক সম্বরণ অপ্রীতিকর হয় নাই। মালতীর অভিনয় উত্তম হইয়াছে। কামন্দকীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব স্ত্রীজন দুর্লভ প্রশান্ত সাহস ও চতুরতা অতিশয় আনন্দিত করিয়াছিল। চন্দ্রোদয় মেঘাড়ম্বর বিদ্যুৎ জলপ্রবাহ প্রভৃতিও যারপরনাই প্রীতিকর হইয়াছিল। এখানকার একতানবাদ্যের ন্যায় বাদ্য আমরা আর কোথায়ও শ্রবণ করি নাই!"

□ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মালতীমাধব':

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনূদিত 'মালতীমাধব' নাটকটি ৫৩ পৃষ্ঠায় দশ অঙ্কে [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির] সম্পন্ন।

'অনুবাদকের মন্তব্য' শীর্ষক সুদীর্ঘ ভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকের কাহিনী, নাট্যকারের পরিচয়, নাটকের বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য এবং কালিদাস ও ভবভূতির কবি প্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। কাহিনী ও নাটকের বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন:

'মালতীমাধব' কোন পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া বিরচিত হয় নাই। ইহার আখ্যানবস্তু সমস্তই মহাকবি ভবভূতির স্বকপোল-কল্পিত। ইহা দশ অঙ্কে বিভক্ত এবং ইহা 'প্রকরণ' শ্রেণীর নাটকের অন্তর্গত। কবি-কল্পিত লৌকিকবৃত্তান্ত লইয়াই প্রকরণ রচিত হইয়া থাকে। প্রকরণের নায়ক বিপ্র, অমাত্য অথবা বণিক।······

□ নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'উত্তরচরিত' ঃ

আলোচ্য গ্রন্থটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ ঃ

উত্তরচরিত। বাঙ্গালা অনুবাদ সংক্ষিপ্ত টীকা সমেত ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষার্থীদিগের ব্যবহারার্থ। শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম. এ., বি. এল. কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা প্রাকৃত যন্ত্রে শ্রীকালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত। পটলডাঙ্গা সেখ রদস্দিগের পুস্তকালয়ে ও সংস্কৃত বুক ডিপজটরীতে প্রাপ্য। মূল্য ৸৶০ আনা।

২০৬ পৃষ্ঠায় সপ্তম অঙ্কে গদ্যে অনুবাদকর্ম সম্পাদিত হয়েছে। দৃশ্যবিভাগ থাকলেও দৃশ্যাঙ্ক উল্লিখিত হয় নি। অঙ্কগুলির নামকরণ নিম্নরূপ ঃ

১। চিত্রদর্শন। ২। পঞ্চবটী প্রবেশ। ৩। ছায়া। ৪। কৌশল্যা ও জনকের পরস্পর সাক্ষাৎকার। ৫। কুমারবিক্রম। ৬। কুমার প্রত্যভিজ্ঞান। ৭। সম্মেলন।

অনুবাদকর্ম কিছুটা সংক্ষিপ্ত এবং পরিবর্তন ও পরিবর্জনসহ সম্পাদিত। মুখ্যত ছাত্রপাঠ্য সহায়িকা গ্রন্থ হিসাবে রচিত, সুতরাং বিস্তৃত আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। যদিও, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নৃসিংহচন্দ্রের অনুবাদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ আস্থা ছিল। 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে তিনি নৃসিংহচন্দ্রের অনুবাদাংশ উদ্ধৃত করেছেন।

□ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'মৈথিলীমিলন নাটক' ঃ

গ্রন্থের আখ্যাপত্র নিম্নরূপ ঃ

নারদের উপদেশে চ্যবন-নন্দন।
রচিলেন রামায়ণ করিয়া যতন ॥
মহাপুণ্য-প্রদ গ্রন্থ বিদিত ভুবনে।
শ্রবণে পঠনে মুক্তি লভে জনগণে ॥

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতাস্থ কতিপয় সভ্যগণ কর্ত্তৃক গীতাভিনয় হইয়া কলিকাতা শ্রীগৌরীচরণ পালের হরিহর যন্ত্রে মুদ্রিত। চিৎপুর রোড বটতলা ১১৮ নং ভবন। সন ১২৭৭ সাল। শ্রীগৌরীচরণ পাল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'মহামহিমবর শ্রীযুত বাবু ধর্ম্মদাস বসু মহাশয় মহামহিমবরেষু'র উদ্দেশে গ্রন্থটি শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক উৎসর্গীকৃত।

অনুবাদের উদ্দেশ্য ও রীতি এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 'গ্রন্থকারের নিবেদন'-এ বলেছেন:

"বাবু শিবচন্দ্র দত্ত, বাবু গিরীশচন্দ্র কর, বাবু গোরাচাঁদ আঢ্য ও বাবু মতিলাল আশ মহাশয়দিগকে এই 'মৈথিলী-মিলন' নাটকের মূল কারণ বলিতে হইবেক। প্রমথত উক্ত মহাত্মারা এই অভিনয় প্রচার করণার্থে, তদ্বিষয়ে আমারই উপরে ভারার্পণ করেন। যেহেতু উক্ত বাবুদিগের আমার প্রতি বিশেষ মমতা আছে।······আমি এক সপ্তাহকাল মধ্যে এই নাটকখানি প্রস্তুত করিয়া উহা প্রিয়বান্ধবগণকে প্রদান করিয়াছিলাম, তাঁহারা পাঠ করিয়া যথোচিত সন্তোষের সহিত অভিনয়ের জন্য সত্ত্বর হন। তদ্বিষয়ে অকাতরে অর্থব্যয় এবং অপরিসীম কায়িক পরিশ্রম করিয়াছেন।

বাবু বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় অভিনয় কার্য্যের কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া বহু পরিশ্রমের সহিত কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

এই মৈথিলীমিলন নাটকখানি যেমত অভিনয় হইয়াছে, সভ্য সাম্প্রদায়িক হইতে এমত অধিকবার আর আর কোন অভিনয় হয় নাই। কিন্তু অথাচ ইহার অভিনয় দর্শন করিবার জন্য অনেকেই আগ্রহ হইয়া থাকেন। অনেকেই ইহার গীতগুলি লিখিয়া লইয়াছেন। অনেকেই এ নাটকখানি পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, এজন্য সাধারণের বিদিতার্থে আমি এই নাটকখানি প্রচার করিলাম।"

নাটকের নামকরণ প্রসঙ্গে অনুবাদক বলেছেন:

"মৈথিলীমিলন নামটি ইহার প্রসিদ্ধ নাম নহে, উত্তর রামচরিতকে অবলম্বন করিয়া ইহা সংগৃহীত হইয়াছে। 'সীতার বনবাস' বলিলেই ইহার প্রসিদ্ধ নাম হইত, কিন্তু তাহা হইলে ভদ্রাসন ভবনে অভিনয় করাইতে অনেকেই শঙ্কিত হইতেন; এজন্য শ্রীরামচন্দ্রের মানব-লীলার পরিশেষে বৈকুণ্ঠের মিলনসূত্রে 'মৈথিলী-মিলন' নামটি দেওয়া হইয়াছে।

এই মৈথিলী-মিলন নাটকখানি যেমত পাণ্ডুলিপী লইয়া অভিনয় হইয়াছে মুদ্রাঙ্কন সেইরূপ হইল; কোনবিষয়ে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না। অভিনয়কালে অভিনেতারা 'লবকুশে'র স্থলে 'নবকুশ' বলিয়া অভিনয় করিয়াছে

বলিয়া তাহাও পরিবর্ত্তন করা হইল না। কেবল যে কএকটী গীত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহাই এই বিজ্ঞাপনটীর পশ্চাতভাগে দেওয়া হইল।......"

'গ্রন্থকারের নিবেদন' অংশের পর কয়েকটি গীতের পরিবর্তিত পাঠ দেওয়া হয়েছে। গীতগুলি অধিকাংশই পয়ারছন্দে ভারতীয় রাগরাগিনী ও তালের উল্লেখসহ লিপিবন্ধ হয়েছে।

পরপৃষ্ঠায় 'প্রকাশক কর্তৃক অভিনয়-স্বত্ব সংরক্ষিত'—এই বিজ্ঞপ্তি আছে।

এরপর আছে নাট্যোল্লিখিত পুরুষ ও স্ত্রী চরিত্রগুলির নাম।

গীতদ্বারা নান্দীর সূচনা হয়েছে। দশপৃষ্ঠা ব্যাপী 'উপাঙ্কে' নট-নটীর বক্তব্য গদ্য, পদ্য ও গীতে সম্পন্ন হয়েছে।

২১৬ পৃষ্ঠায় চতুর্দশ অঙ্কে গদ্য-পদ্যে [গীতসহ] নাট্য-গ্রন্থটি সম্পন্ন হয়েছে। দৃশ্যবিভাগ থাকলেও দৃশ্যাঙ্ক উল্লিখিত হয় নি। প্রসঙ্গত, একই কাহিনী ভিত্তিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত 'সীতার বনবাস' [১৮৮২] স্মরণীয়।

☐ **তারাকুমার কবিরত্নের 'উত্তর রামচরিত নাটক' ঃ**

আলোচ্য গ্রন্থটি অনেক অনুসন্ধান করেও স্থানীয় কোন গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করা যায় নি। পরিশেষে "ব্রিটিশ মিউজিয়াম" গ্রন্থাগার থেকে মাইক্রোফিল্ম কপি সংগ্রহ করা হয়।[১১]

গ্রন্থটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ ঃ

MAZUMDAR'S SERIES / উত্তররামচরিত নাটক। মহাকবি ভবভুতি প্রণিত উত্তররামচরিত নাটকের অনুবাদ। শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসাদ মজুমদারের প্রার্থনায় শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন অনুবাদিত। কলিকাতা। ২২নং শ্যামাপুকুর লেন শ্রীঅমৃতলাল চৌধুরী কর্তৃক বি. পি. এম্‌স যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৭৮ সাল। মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

'বি. পি. এম্‌স'-এর 'মজুমদার সিরিজ্' উনবিংশ শতকীয় নবজাগরণের 'পুরাতনের নব মূল্যায়ন' আদর্শে অনুপ্রাণিত বরদাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয়ের মুদ্রণ-প্রকাশ ভবনের সাহিত্য ফসল। আদর্শবান সাহিত্য গুণগ্রাহী বরদাপ্রসাদ তাঁর সুবিখ্যাত 'বি. পি. এম্‌স' থেকে 'মজুমদার সিরিজ' প্রকাশ করে বিশেষত বাংলা কাব্য ও নাট্য সাহিত্যের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন। বাংলা সাহিত্য প্রকাশকদের ইতিহাসে বরদাপ্রসাদ মজুমদারের নাম স্মরণীয় হওয়া উচিত।

আখ্যাপত্রের পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রকাশক বরদাপ্রসাদ মজুমদার-এর একটি "বিজ্ঞাপন' লিপিবন্ধ হয়েছে ঃ

"মহাকবি ভবভূতি প্রণীত উত্তর রামচরিত নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ কাব্য প্রকাশিকায় মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। অনুবাদ যতদূর সুগম হইতে পারে তাহাতে যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি করা হয় নাই। এই পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়ের এল. এ., পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের পাঠ্যপুস্তক মধ্যে নির্ণীত হওয়াতে ইহার অনুবাদ ও মুদ্রাঙ্কন কার্য্য শীঘ্র সম্পূর্ণ করিতে হইল। এই শীঘ্রতাবশত যদি কোন স্থানে মুদ্রাঙ্কন কার্য্যের কোন দোষ ঘটিয়া থাকে পাঠকগণ অনুকম্পাগুণে তাহা সংশোধিত করিয়া লইলে আমি তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে বন্ধ থাকিব। এক্ষণে ইহার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-মহোদয়গণের কিছুমাত্র উপকার হইলেই আমার অর্থব্যয় ও আয়াস সার্থক জ্ঞান করিব। শ্রীবরদাপ্রসাদ মজুমদার। কলিকাতা ১২৭৮। বৈশাখ।"

প্রকাশকের 'বিজ্ঞাপন'-এ অনুবাদের উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশকের বিজ্ঞাপন-এর পরবর্তী পৃষ্ঠায় অনুবাদকেরও একটি 'বিজ্ঞাপন' প্রকাশিত হয়েছে যেখানে অনুবাদের রীতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

"উত্তর চরিতের অনুবাদ সমাপ্ত হইল। মূলের অবিকল রক্ষার জন্য এবং দীর্ঘ সমাসঘটিত পদসকল বিশদ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছি, জানি না কতদূর কৃতার্থতা লাভ হইয়াছে। কার্য্যান্তরে ব্যস্ততা নিবন্ধন যদি আমার কোন ভ্রম প্রমাদাদি দোষ ঘটিয়া থাকে পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া মার্জ্জনা করিবেন। ইতি শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা। কলিকাতা। বৈশাখ। ১২৭৮ সাল।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'উত্তরচরিত' ঃ

সপ্তম অঙ্কে গদ্য-পদ্যে মোটামুটি যথাযথভাবে অনুবাদকর্ম সম্পাদিত হয়েছে। গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৩০৭ সাল [ইংরাজী ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ]। কোন ভূমিকা বা মুখবন্ধ নেই।

স্বাভাবিক ও যথাযথ অনুবাদের নমুনাস্বরূপ নান্দীর শ্লোকটি [সরস্বতী-বন্দনা] উদ্ধৃত করা যাক ঃ

বাল্মীকি আদিগুরু
যা হ'তে ছন্দের সুরু

প্রণমিয়া তাঁর পদে এ মোর মিনতি।

যেন দেবী বাগ্‌বাদিনী

ব্রহ্ম-অংশ সনাতনী

বিতরেণ আমা পরে কৃপা এক রতি ॥

গদ্যাংশের নমুনাস্বরূপ সপ্তম অংকের শেষ ভাগের অংশবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

সীতা — [সজলনয়নে ও ঔৎসুক্যের সহিত] কৈ, আমার বাছারা কোথায়? [বাল্মীকি ও কুশলবের প্রবেশ]

বাল্মীকি — বৎস কুশ! বৎস লব! ইনিই তোমাদের পিতা রঘুপতি রামচন্দ্র, ইনি কনিষ্ঠতাত লক্ষ্মণ, এই তোমাদের জননী সীতাদেবী, আর ইনি তোমাদের মাতামহ রাজর্ষি জনক।

সীতা — [হর্ষ, করুণা ও বিস্ময়ের সহিত] কি! আমার পিতা এসেছেন?

কুশলব — হা তাত—হা মাত—হা মাতামহ!

রাম — [আহ্লাদে আলিঙ্গন করিয়া] বৎসগণ! বহু পুণ্যফলে আজ আমি তোমাদের পেয়েছি।

সীতা — কুশ আয় জাদু—লব আয় জাদু—তোরা আমার গলা জড়িয়ে ধর্। তোদের মা'র আজ পুনর্জন্ম হ'ল।

লবকুশ — [তথা করিয়া] আ! আজ আমরাও ধন্য হলেম।

সীতা — ভগবন্! প্রণাম করি।

বাল্মীকি — এইরূপ সৌভাগ্যবতী নারী হয়ে বেঁচে থাকো।

প্রসঙ্গত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বঙ্গভাষায় অনূদিত ১৩খানি সংস্কৃত নাটকের সমালোচনা [বান্ধব, আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩১০ সাহিত্য প্রসঙ্গ—সম্পাদক] স্মরণীয়।

"……জ্যোতিরীন্দ্রনাথ একাকী, এক উদ্যমে, এখন পর্য্যন্ত, ১২/১৩ খানি নাটক অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার পুষ্পিত লেখনীর উপর বঙ্গভারতীর পুষ্প বৃষ্টি হউক। তিনি একাকী, আপনাতে আপনি, বহু প্রসারি মাধবীলতার মনোমোহন বিতানের মত, এক অপূর্ব্ব সাহিত্যকুঞ্জ।"…

□ বিমলা দাসগুপ্তার 'উত্তর রামচরিত' ঃ

বিমলা দাসগুপ্তাই একমাত্র মহিলা যিনি সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ করেছেন। অনুবাদিকার পূর্ববর্তী অনূদিত নাট্যগ্রন্থ মালবিকাগ্নিমিত্রও বঙ্গদেশের তদানীন্তন বিশিষ্ট বুধমণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করে। রংপুর নিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, বর্ধমানবিজয় চতুষ্পাঠীর ভূতপূর্ব স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সিতিকন্ঠ বাচস্পতি এবং নবদ্বীপ নিবাসী প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মালবিকাগ্নিমিত্র-র বঙ্গানুবাদের লিখিতভাবে প্রশংসাসূচক সমালোচনা করেন। আলোচ্য গ্রন্থের শেষাংশে এই সমস্ত প্রশংসাপত্রগুলি মুদ্রিত আছে।

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

উত্তর রামচরিত। [মহাকবি ভবভূতি প্রণীত] শ্রীমতী বিমলা দাসগুপ্তা কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত। কলিকাতা ২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট বেঙ্গল্ মেডিকেল্ লাইব্রেরি হইতে শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। ১৩২০। মূল্য ৮০ আনা।

গ্রন্থটি কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার উইল্কিনস্ মেসিন প্রেসে জে, সি, রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী 'নিবেদন' অংশে অনুবাদিকা কালিদাস ও ভবভূতির কবি প্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তারপর অনুবাদের উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

…অনুবাদ আর মূল গ্রন্থে যে কত প্রভেদ তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তথাপি যে; আমার মত অল্পমতি জন, পুনরায় ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে প্রয়াসী হইয়াছে, তাহার কারণ মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের বঙ্গানুবাদ পুস্তকে পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এস্থানেও পুনরায় বলিতেছি, মহামতি ভবভূতি তাঁহার এই 'উত্তররামচরিতে' সীতাদেবী, ঋষিকন্যা আত্রেয়ী, বনদেবতা বাসন্তী, ভগবতী বসুন্ধরা এবং ভাগীরথী, অরুন্ধতী প্রভৃতির অবতারণা করিয়া উন্নত নারী চরিত্রের উদারতা, সৌজন্য, আত্মসম্ভ্রম ও বিনয়ের যে আদর্শ অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়াই এই গ্রন্থ অনুবাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এবং এই অনুবাদ পাঠে প্রকৃত ভাবের সম্যক্ অভিব্যক্তির অভাব দেখিয়া যদি বঙ্গ-মহিলাদিগের কাহারও অপরিতৃপ্ত অন্তরে মহাকবিদিগের

মূলগ্রন্থ অধ্যয়নের স্পৃহা জন্মে, তবেই শতদোষ ত্রুটী সত্ত্বেও আমার এই নবীন উদ্যমের সকল শ্রম সার্থক মনে করিব।...উদার পাঠক পাঠিকাগণের নিকট যে অযাচিত ভাবে এই পুস্তকের সর্ব্ববিধ ভ্রমপ্রমাদ মার্জ্জনীয় হইবে, ইহাও নিশ্চয় জানি। —নিবেদিকা শ্রী বিমলা দাসগুপ্তা ৮নং ময়রা ষ্ট্রীট্ কলিকাতা শকাব্দ ১৮৩৫, ১৫ই ফাল্গুন।

সপ্তম অঙ্কে গদ্যে ১৪৩ পৃষ্ঠায় যথাযথভাবে এই গ্রন্থে অনুবাদকর্ম সম্পাদিত হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থ প্রসঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকার ভাদ্র ১৩২১ সালে শ্রী সত্যব্রত শর্মা লিখিত একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। শ্রী শর্মা বলেন ঃ

......'নিবেদন'-এ লেখিকা বলিতেছেন 'মহামতি ভবভূতি তাঁহার এই গ্রন্থে ...অভিলাষী হইবেন।' লেখিকার এই সাধু উদ্দেশ্যের সহিত আমাদিগের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তিনি যে কালধর্ম্মের প্রভাবে বিদেশী ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস কিম্বা বিশেষত্বহীন তৃতীয় শ্রেণীর রোমান্স অনুবাদের মায়া কাটাইয়া সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার হইতে রত্নচয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এজন্য তাঁহাকে সাধুবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। অনুবাদ ভালই হইয়াছে।

☐ গুরুনাথ বিদ্যানিধির 'উত্তর রামচরিত' ঃ

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

উত্তর রামচরিত। মহাকবি ভবভূতি প্রণীতম্। সর্ব্বার্থ সংবাদিন্যা উত্তর দীপিকাখ্যয়া টীকয়া কবি কাব্য সমালোচন বঙ্গানুবাদান্বয়-গভর্ণমেন্টপরিগৃহীত পরীক্ষা প্রশ্নাবলী প্রভৃতি ভিশ্চ সমলঙ্কৃতম্। শ্রীমদ্ গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্যেন সম্পাদিতম্। কলিকাতা ৩০ সংখ্যক গোপীমোহন দত্ত লেনস্থিত সংস্কৃত বিদ্যালয়াৎ শ্রীজানকীনাথ কাব্যতীর্থেন প্রকাশিতম্। বঙ্গাব্দা ঃ ১৩২২।

আখ্যাপত্রের বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে গ্রন্থটি মুখ্যত ছাত্র-পাঠ সহায়িকা হিসাবে রচিত। অনুবাদকর্ম পরিবর্তন ও পরিবর্জনসহ কিছুটা সংক্ষিপ্ত হলেও মোটামুটিভাবে যথাযথ।

প্রথম অঙ্কের নান্দীর শ্লোকটির অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ

পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের প্রতি নমস্কার উচ্চারণপূর্ব্বক প্রার্থনা করি, যেন বিষ্ণু অংশ স্বরূপা শাশ্বতী বাগ্‌দেবতাকে লাভ করিতে পারি। ১ ॥

□ **অমৃতলাল গুপ্তের 'উত্তর রামচরিত' ঃ**

আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

উত্তর রামচরিত অমৃতলাল গুপ্ত কর্তৃক বঙ্গানুবাদ। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মূল ও সংস্কৃত টীকাসহ গ্রন্থের অবিকল বঙ্গানুবাদ। ৭ম অঙ্কে সমাপ্ত। ১৯১৯।

মোটামুটিভাবে আলোচ্য গ্রন্থটি পূর্ববর্তী অনুবাদক গুরুনাথের গ্রন্থের অনুরূপ তবে ছাত্রপাঠ্য সহায়িকা হিসাবে এ গ্রন্থটি রচিত হয় নি। নান্দীর শ্লোকের অনুবাদ ঃ

পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের প্রতি নমস্কার উচ্চারণ পূর্ব্বক এই প্রার্থনা করি, যেন পরমাত্মার অংশস্বরূপা শাশ্বতী বাগদেবীকে লাভ করিতে পারি।

সপ্তমাঙ্কের শেষ ভাগের অংশ বিশেষের নমুনা নিম্নরূপ ঃ

সীতা — [অশ্রুবিসর্জনপূর্ব্বক সাভিপ্রায়ে] আমার পুত্রদ্বয় কোথায় ?

[বাল্মীকি ও কুশলবের প্রবেশ]

বাল্মীকি — বৎস কুশলব, এই রঘুপতি তোমাদিগের পিতা, এই লক্ষ্মণ তোমাদিগের কনিষ্ঠ তাত, সীতাদেবী তোমাদিগের জননী এবং এই রাজর্ষি জনক মাতামহ।

সীতা — [হর্ষ, শোক ও বিস্ময়ের সহিত অবলোকন করিয়া] কি পিতা।

কুশ ও লব — হা তাত, হা জননি, হা মাতামহ।

রাম — [হর্ষের সহিত আলিঙ্গন করিয়া] বৎসদ্বয়, পুণ্যফলে তোমাদিগকে প্রাপ্ত হইলাম।

সীতা — বৎস কুশ এস, বৎস লব এস ; তোমাদিগের জন্মান্তরগত জননীকে বহুক্ষণ ব্যাপিয়া আলিঙ্গন কর।

কুমারদ্বয় — [সেইরূপ করিয়া] আমরা ধন্য হইলাম।

সীতা — ভগবন্, প্রণাম করি।

বাল্মীকি — বৎসে, এইভাবে দীর্ঘকাল জীবনধারণ কর।

কে. পি. বিদ্যারত্নের 'উত্তর রামচরিত' ঃ

আখ্যা-পত্রটি নিম্নরূপ ঃ

Lecture Notes on Bhababhuti's / Uttara Ramacharita / By Prof. K. P. Vidyaratna, / M. R. A. S. (London) Ripon College / Formerly Professor of Sanskrit, / Chittagong, Rajsahi, Hugly, Ravenshaw and Patna Colleges and / author of several Sanakrit Kabyas, Notes & Bengali books,/ with the English translations / By C. H. Tawney Esq. M.A., C.I.E, I.E.S. / Principal, Presidency College and Director of 'Public Instruction's / Gupta Press, / Printed and published By P. C. Das, / 221, Cornwallis St. (Calcutta).

গ্রন্থটি যে ছাত্রপাঠ্য সহায়িকা হিসাবে রচিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পরন্তু বাংলা অনুবাদ আছে শুধুমাত্র প্রথম অঙ্কের [টীকাসহ], ইংরাজী অনুবাদ প্রথম দুটি অঙ্কের এবং তৃতীয় অঙ্কের প্রথম কিছু অংশের।

যোগেন্দ্রদাস চৌধুরীর 'উত্তর রামচরিত' ঃ

আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

Bhavabhuti's / Uttar-Rama-Charitam / Compiled By / Jogendra Daschowdhuri, M.A., / Senior Professor of Sanskrit & Bengali, / St. Xavier's College, Calcutta / Editor of Manu, Kiratsisupal, Ratnavali and / twenty five other Sanskrit and Bengali works.

To be had of / Messrs. J. Chowdhury, Brothers/1/1B; Radhanath Mallick Lare, Cal / And of other book-sellers, everywhere.

আসলে গ্রন্থটি সর্বতোভাবে মূল সংস্কৃত, ব্যাকরণ, টীকা, টীপ্পনী এবং ইংরাজী ও বঙ্গানুবাদসহ ছাত্রপাঠ্য সহায়িকা হিসাবে রচিত সুতরাং অনূদিত নাটক হিসাবে এর মূল্য অকিঞ্চিৎকর বলে বিস্তৃত আলোচনা অপ্রয়োজনীয়।

দ্রষ্টব্য :

১। History of Sanskrit Literature : Dr. S. K. De, 4th Publication 1947, Page 277—280.

২। বাংলা নাটকে গান সংযোগের রীতি এই প্রথম নয়। কালীপ্রসন্ন স্বয়ং সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর সঙ্গীতানুরাগের পরিচয় হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২য় বর্ষ', 'পুণ্য' পত্রিকায় (পৌষ-মাঘ ১৩০৫) লিপিবন্ধ করেছেন।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ডঃ সুকুমার সেন, পৃষ্ঠা ৬৪।

৪। নানানিবন্ধ (নাট্যকার কালীপ্রসন্ন সিংহ), ডঃ সুশীল কুমার দে, পৃষ্ঠা ১৮৫।

৫। "...নামে অনুবাদ হইলেও, রামনারায়ণের অন্যান্য অনূদিত নাটকগুলির মত, ইহাও পরিবর্তনাদি হিসাবে প্রায় নূতন করিয়া লেখা। কালীপ্রসন্ন সিংহের অপারিক্কপ অনুবাদ অপেক্ষা, এই রচনা সুপাঠ্য ও সুলিখিত।..."—নানানিবন্ধ (নাটুকে রামনারায়ণ) : ডঃ সুশীল কুমার দে, পৃষ্ঠা ২১৯—২২০।

৬। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃষ্ঠা ৪৭—৪৮।

৭। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস।

৮। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৮০।

৯। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১২৮।

১০। 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থের ১১—১২ পৃষ্ঠায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু আলোচনা করেছেন। এ সম্বন্ধে 'ঈস্ট ইণ্ডিয়ান' পত্রে যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তা 'এশিয়াটিক জার্নালে' (April 1832, Asiatic Intelligence Page 176) উধৃত হয়। তাতে সমাচার দর্পণে প্রকাশিত নামগুলি ছাড়া তারাচাঁদ চক্রবর্তীর নাম আছে।

"নাচঘর" পত্রিকার ২রা শ্রাবণ ১৩৩১ সালে ১১শ সংখ্যায় 'অজ্ঞাত লেখক' কর্তৃক লিখিত "বাংলা থিয়েটারের গোড়া" শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হ :

"১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের Asiatic Journal থেকে জানতে পারা যায় যে Horace Hayman Wilson কর্তৃক অনূদিত ইংরেজী উত্তর রামচরিত ও জুলিয়াস সিজারের কিয়দংশ এই থিয়েটারে অভিনীত হয়। ঐ বৎসরের Calcutta Monthly Journal ও Hindoo Reformer—সংবাদ দিয়েছে যে, এই অভিনয় রামচন্দ্র মিত্র, গঙ্গাচরণ সেন প্রভৃতি সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের East India লিখছে :

On Sunday last, a meeting was called by Babu Prosanna Coomar Thakoor,...was attended by a selected few, who resolved first, that theatre was useful ; Record that an association, to be called the Hindoo Theatrical Association, be established ; third, that a managing Committee be formed to take into consideration matters relative to such an understanding the following gentlemen were selected members of the Committee ; Babu Prosanna Coomar Thakoor, Sree Kishen Singh, Kissen Chunder Dutt, Ganga Charan Sen, Madhab Chunder Mullick, Tarachand Chukerbutter and Haru Chandra Ghosh.

East India এই সংবাদটি দিয়ে বিদ্রূপ করে আরও লেখেন

A theatre among the Hindoos, with a degree of knowledge they possess, will be like building a palace in the waste—এপ্রিল মাসের Asiatic Journal এর তীব্র প্রতিবাদ করেন।"

১১। British Museum.
Department—O. P. B.
Catalogue—14127 F 16 (1—5) Order PS 6/12060
Author— ....
Title—Translations From the Sanskrit.
Place & Date of Origin—1856—1871 Calcutta.

বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস

এই নাটকের রচনাকার বিশাখদত্তের সময় ও জীবনের ঘটনাপঞ্জী নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

এর অন্যতম বঙ্গানুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন :

"মুদ্রারাক্ষসের শেষভাগে ভরতবাক্যের মধ্যে একস্থলে 'ম্লেচ্ছৈরুদ্বিজ্যমানাঃ।' এই শব্দগুলি আছে—ইহা হইতে উইলসন্ সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে সময়ে মুসলমানদিগের আক্রমণ আরম্ভ হয়, খ্রীষ্টাব্দের সেই একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে মুদ্রারাক্ষস রচিত হয়। কিন্তু পণ্ডিতবর কাশীনাথ ত্রিম্বক্-তেলং তাঁহার মুদ্রারাক্ষসের উপক্রমণিকায় বলেন, ম্লেচ্ছ শব্দে শুধু যে মুসলমান বুঝায়, ইহার সমর্থক আনুসঙ্গিক অন্য কোন প্রমাণ নাই। মুদ্রারাক্ষসে কুমার 'মলয়কেতু'ও ম্লেচ্ছ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার পিতা 'পর্ব্বতক' রাজার শ্রাদ্ধাদিরও উল্লেখ আছে। তাছাড়া, একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, মুদ্রা রাক্ষস পাঠ করিয়া এইরূপ প্রতীতি হয়, সে সময়েও বৌদ্ধদিগের প্রতি লোকের বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। একস্থলে এইরূপ উল্লেখ আছে—'চন্দন দাসের সাধু ব্যবহারে 'অর্হৎ-গণও' তিরস্কৃত হইয়াছেন।' এইরূপ বিবিধ যুক্তি অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতবর তেলং খ্রীষ্টাব্দের অষ্টম-শতাব্দী মুদ্রারাক্ষসের রচনাকাল বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। আমারও এই সিদ্ধান্তটি সমীচীন বলিয়া মনে হয়" বলা বাহুল্য, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংস্কৃত যে কোন গ্রন্থের মূল পাঠ নির্বাচনের ব্যাপারে বঙ্গ-দেশীয় বা উত্তরপ্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত পাঠ অপেক্ষা বোম্বাই প্রদেশ বা দাক্ষিণভারতীয় কোন অঞ্চলের প্রচলিত পাঠের উপর নির্ভরশীল ছিলেন—এক্ষেত্রেও তিনি দাক্ষিণভারতীয় পণ্ডিত শ্রীতেলং সম্পাদিত পাঠের ভিত্তিতেই উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন।

ডঃ সুশীলকুমার দে বলেছেন ঃ

"...There is nothing to prevent Visakhadatta from belonging to the older group of dramatists who succeded Kalidasa, either as a younger contemporary, or at some period anterior to the 9th Century A.D." (History of Sanskrit Literature, page 264)

মুদ্রারাক্ষসের বিষয়বস্তুর আলোচনা প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর অনূদিত গ্রন্থের ভূমিকায় আরো বলেছেন ঃ

"মৃচ্ছকটিকের ন্যায় মুদ্রা-রাক্ষসেও সে সময়কার রীতিনীতি আচার-ব্যবহারের কতকটা আভাষ পাওয়া যায়। তাছাড়া, ইহার বিশেষত্ব এই, ইহা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং রাজনৈতিক চক্রান্তই ইহার আখ্যান-বস্তু। ইহাতে আদি-রসের প্রসঙ্গমাত্র নাই এবং পাত্রগণের মধ্যে, চন্দনদাসের স্ত্রী ও দুইজন প্রতীহারী ইহা ব্যতীত আর কোন স্ত্রীলোক নাই। ইহা সত্ত্বেও, পাঠকের আগ্রহ ও কৌতূহল কবি যে সজাগ রাখিতে পারিয়াছেন, ইহা কবির কম ক্ষমতার কথা নহে। পাত্রগণের চরিত্রও অতি নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। বিশেষতঃ চাণক্য ও রাক্ষসের চরিত্র-বৈসাদৃশ্য অতীব পরিস্ফুট রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। এরূপ ধরণের নাটক শুধু সংস্কৃত-সাহিত্যে কেন, অন্য সাহিত্যেও বিরল।" ডঃ দে-ও তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উক্তির সমর্থনসূচক কথা বলেছেন।[১]

মুদ্রারাক্ষস নাটকের তিনটি বঙ্গানুবাদ গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় ঃ

১। মুদ্রারাক্ষস ঃ হরিনাথ শর্ম্মা [ন্যায়রত্ন] — ১৮৬০, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ
২। ঐ ঃ হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ [১২৭৮ সাল]
৩। ঐ ঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ [১৩০৭ সাল]

☐ হরিনাথ শর্ম্মার মুদ্রারাক্ষস

গ্রন্থটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ ঃ

মুদ্রারাক্ষস। সংস্কৃত মুদ্রারাক্ষসের অনুবাদ। শ্রী হরিনাথ শর্ম্মা প্রণীত। কলিকাতা মিরজাপুর, অপর সরকিউলর রোড, নং ৫৯। বিদ্যারত্ন যন্ত্র। ইং ১৮৬০ সাল।

আসলে এ অনুবাদ নাটকাকারে নয় আখ্যানাকারে। আখ্যানবস্তুও অঙ্কানুসারে সাজানো হয়নি। সুতরাং মূলের আখ্যানানুবাদ না বলে গ্রন্থটিকে মুদ্রারাক্ষসের আখ্যায়িকার বাংলা তর্জমা বা বাংলাভাষায় মুদ্রারাক্ষসের আখ্যান বলাই যুক্তিযুক্ত। শ্রী হরিনাথ শর্ম্মার লিখিত 'বিজ্ঞাপন'-এ মূল নাটকের আলোচনার পর এবিষয়ে বলা হয়েছে :

"...আমি মূল গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ করি নাই। আখ্যায়িকা মাত্র অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধখানি লিখিয়াছি। আরও অধুনাতন পাঠকবৃন্দের সর্ব্বতোভাবে পাঠোপযোগী করিবার নিমিত্ত অনেকস্থলেই গ্রন্থকর্ত্তার ভাব পরিবর্ত্তিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং অনেকস্থলেই অভিনব ভাব সংযোজিত করা গিয়াছে। ইহাতে আমার যে অপরাধ হইয়াছে সুধীগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন।

পাঠকদিগের আখ্যায়িকার যথার্থ মর্ম্মার্থবোধ ও সবিশেষ স্বাদগ্রহ হইবে বলিয়া আমি বহুতর পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া নানা ইতিহাস হইতে এই প্রবন্ধের পূর্ব্ব পীঠিকাটী সঙ্কলিত করিয়াছি,...শ্রী হরিনাথ শর্ম্মা।"

শ্রী হরিনাথ শর্মা [ন্যায়রত্ন] সংস্কৃত কলেজে মাসিক ৫০্ বেতনে ব্যাকরণের পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের অধ্যক্ষতা কালে হরিনাথ ন্যায়রত্নের সংস্কৃত কলেজে শিক্ষকতা দ্বিতীয় পর্যায়ে। কারণ এর বহুপূর্বে [১৮৫৬] তিনি সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের অধ্যাপনা করেন। সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে [১৮২৪—১৮৫৮] ১৪ পৃষ্ঠায় সম্পাদক শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

"মুগ্ধবোধ : ৭ম শ্রেণী।—১৮৫৬ সনের জানুয়ারী মাসে ব্যাকরণ ৭ম শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭ই জানুয়ারী হইতে হরিনাথ ন্যায়রত্ন ৪০্ বেতনে এই শ্রেণীর অধ্যাপকের পদলাভ করিয়াছিলেন। তিনি সুলেখক ছিলেন। তাঁহার অনূদিত 'বিরাটপর্ব' [ইং ১৮৫৮] ও 'মুদ্রারাক্ষস [ইং ১৮৬০] এবং সঙ্কলিত 'রচনাবলি' [ইং ১৮৬৪] সেকালে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিল।"—এ সময়ে [১৮৫৬] সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং পরে এ পদে অধিষ্ঠিত হন মিঃ ই. বি. কাওয়েল।"

সুতরাং হরিশ্চন্দ্র মুদ্রারাক্ষস নাটকের বঙ্গানুবাদ না করলেও প্রথম বঙ্গভাষায় [আখ্যায়িকা ফর্মে] রূপান্তরিত করেন,—এই ঐতিহাসিক স্বীকৃতি ছাড়া এ গ্রন্থের আর কোন বিস্তৃত আলোচনা মনে হয় অপ্রয়োজনীয়। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় পণ্ডিত তাঁর গ্রন্থটি সংস্কৃত

কলেজের তদানীন্তন সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণের প্রধান অধ্যাপক গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিজস্ব ছাপাখানা 'বিদ্যারত্ন যন্ত্র' থেকে মুদ্রিত করেন।

হরিশচন্দ্র কবিরত্নের মুদ্রারাক্ষস নাটক

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

Majumdar's Series মুদ্রারাক্ষস নাটক। কবিবর বিশাখদত্ত বিরচিত। শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসাদ মজুমদারের প্রার্থনানুসারে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত শিক্ষক শ্রী হরিশচন্দ্র কবিরত্ন কর্তৃক অনুবাদিত। কলিকাতা বি, পি, এমস্ যন্ত্রে শ্রী অমৃতলাল চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত। ২২নং ঝামাপুকুর লেন। ১২৭৮ সাল।

বি. পি. এমস্-এর মজুমদার সিরিজ প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এ গ্রন্থেও প্রকাশক ও অনুবাদকের বক্তব্য 'বিজ্ঞাপন' আকারে লিপিবদ্ধ আছে।

সপ্তম অঙ্কে ১৩২ পৃষ্ঠায় গদ্যে আলোচ্য গ্রন্থের অনুবাদকর্ম সম্পাদিত হয়েছে।

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পুত্র এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃত শিক্ষক হরিশচন্দ্র কবিরত্ন গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'-এ বলেছেন :

"…এই নাটকখানি অবিকল অনুবাদ করিতে যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদগুলি স্বতন্ত্র প্যারেগ্রাফে সন্নিবেশিত করিয়াছি, এবং স্থানে স্থানে আবশ্যকমত দুই একটী টীকাও লিখিয়া দিয়াছি…শ্রীহরিশচন্দ্র শর্ম্মা ১১ই আষাঢ় ১২৭৮ প্রেসিডেন্সী কালেজ।"

উপরোক্ত বক্তব্যে অনুবাদের রীতি নির্দিষ্ট হয়েছে। অনুবাদের রীতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রকাশক শ্রীবরদা প্রসাদ মজুমদার বলেছেন :

"…সংস্কৃত কালেজের উত্তীর্ণ ছাত্র শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় ইহার অনুবাদের ভার গ্রহণ করেন। তিনি যথার্থ পরিশ্রম করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়াছেন। সংস্কৃত মুদ্রারাক্ষসের যেখানে যেরূপ ভাব ও সঙ্কেত চাতুর্য্য আছে, অনুবাদেও অবিকল সেইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে সংস্কৃত পাঠার্থী ছাত্রবৃন্দের ও তদনভিজ্ঞ সাম্প্রদায়িক সমাজের কিঞ্চিৎ সাহায্য হইলেই আমার আয়াস, অধ্যবসায় ও অর্থব্যয় সার্থক হয়…।"

অনুবাদের নমুনাস্বরূপ সপ্তম অঙ্কের শেষাংশ উদ্ধৃত করা যাক :

চাণক্য—বৃষল! অমাত্য রাক্ষসের এই প্রার্থনা রক্ষা করা উচিত। [পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া] ভদ্র! আমার বচনানুসারে

ভদ্রভট্ট প্রভৃতি [illegible] বলগে অমাত্য রাক্ষসের বিজ্ঞাপনানুসারে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মলয়কেতুকে পৈতৃক রাজ্য প্রদান করিতেছেন; অতএব তোমরা ইঁহার সহিত যাও, ইনি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে পুনঃ প্রত্যাগমন করিও।

পুরুষ—যে আজ্ঞা আর্য্য !

চাণক্য—ভদ্র ! থাম। [ভদ্র ! বিজয়পাল ও দুর্গপালকে এইকথা বলগে শস্ত্রগ্রহীতা অমাত্যরাক্ষসের প্রীতির জন্য মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত আজ্ঞা করিতেছেন—'এই শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে পৃথিবীর যাবতীয় নগরে শ্রেষ্ঠিপদে অধিরূঢ় কর'।]

পুরুষ—যে আজ্ঞা অমাত্য। [নিষ্ক্রান্ত হইল।]

চা— চন্দ্রগুপ্ত ! আর তোমার কি প্রিয়কার্য্য করিব ?

রাজা— ইহার পর আর কি প্রিয়কার্য্য আছে ?
রাক্ষসের সহিত মিত্রতা সম্পাদন করিলেন, আমাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং সমস্ত নন্দবংশ উন্মূলিত হইয়াছে, ইহার পর আর কি কর্ত্তব্য আছে।

—এরপর ভরত রাজ্যের অনুবাদ গদ্যে সম্পাদিত হয়েছে।

□ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুদ্রারাক্ষস'

আলোচ্য অনুবাদ গ্রন্থটি ১৯০০ [১৩০৭] খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীকালে বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী'তে স্থানলাভ করে। গ্রন্থমধ্যে অনুবাদক 'ভূমিকা'তে মূল নাটকটি সম্বন্ধে এবং 'গোড়ার কথা' অধ্যায়ে নাটকের কাহিনীর নাতিদীর্ঘ ব্যাখ্যা করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের মতো আলোচ্য অনুবাদকর্মও মূলানুরূপ ও যথাযথ [গদ্যাংশ গদ্যে এবং পদ্যাংশ পদ্যে]।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনূদিত গ্রন্থটির কোন অভিনয়ানুষ্ঠান সংবাদ পাওয়া যায় নি। অনূদিত নাটকগুলির তুলনামূলক বিচারে সর্বতোভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গ্রন্থটি শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদালাভের যোগ্য বলে মনে হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ

১। History of Sanskrit Literature: Dr. S. K. De., page 264.

শ্রীহর্ষের নাটকের বঙ্গানুবাদ

☐ রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, ও নাগানন্দ

রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা ও নাগানন্দ নাটকের রচনাকারের স্থান, কাল ও পাত্র নিয়ে বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর কিছু কিছু মতভেদ থাকলেও মোটামুটিভাবে রচয়িতা হিসাবে মহারাজ হর্ষদেব সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করেছেন।[১]

বিন্যাসের বিভিন্নতা সত্ত্বেও রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী 'নাটিকা' এবং নাগানন্দ 'নাটক' শ্রেণীভুক্ত।

পূর্বে কালিদাস ও শূদ্রকের নাটকের বঙ্গানুবাদের আলোচনায় সংস্কৃত নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গুপ্তরাজগণ প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ বিধানের জন্য বিভিন্ন সমাজ, আপনক, উদ্যানযাত্রা, সঙ্গীতশালা, নাট্যগৃহ, চিত্রগৃহ, চিত্রশালা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। নাগরিকগণ তাঁদের অবসর সময়ে এসব সুবেশিত নাট্যশালা ও সঙ্গীতশালায় স্বাধীনভাবে গমন ও আনন্দ উপভোগ করতেন। তাছাড়া শিক্ষার্থী ও শিল্পীদের জন্য সঙ্গীতশিক্ষা ও অনুশীলনের বহুবিধ ব্যবস্থা ছিল। ফলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভারতীয় রাগরাগিনীর বহু বিচিত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং প্রয়োগ প্রবহমান ছিল। রত্নাবলী নাটকেও তাই মাগধী প্রাকৃতে রচিত বিভিন্ন রাগরাগিনীতে গেয় অনেকগুলি গীত আছে।

রত্নাবলী নাটিকার চতুরঙ্ক। নায়ক পরিণীত। তাঁর রাজবংশ-সম্ভূতা জ্যেষ্ঠা পত্নী প্রগলভা এবং পদে পদে অভিমানিনী আর সে পত্নীর ত্রাসে নায়ক সদাসশঙ্ক। নায়িকা রত্নাবলী রাজবংশসম্ভূতা অন্তঃপুরচারিণী সঙ্গীত-ব্যাপৃতা ও নবঅনুরাগিনী কুমারী। নায়ক-নায়িকার মিলন নায়কের জ্যেষ্ঠা পত্নীর কর্তৃত্বে সম্পন্ন হয়।

রত্নাবলী নাটিকার আটটি অনুবাদের সন্ধান পাওয়া যায়।

১। রত্নাবলী নাটিকা : নীলমণি পাল ১৮৪৯-৫০।

২। রত্নাবলী ঃ রামনারায়ণ তর্করত্ন ১৮৫৮।

৩। রত্নাবলী গীতাভিনয় ঃ হরিমোহন কর্মকার—১৮৬৫।

[রামনারায়ণের অনুবাদানুসরণে]

৪। রত্নাবলী নাটক ঃ নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৭৪।

৫। রত্নাবলী ঃ জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী ১৮৮৮।

৬। রত্নাবলী নাটিকা ঃ মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন—১৮৯৫

৭। রত্নাবলী ঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০০।

৮। রত্নাবলী ঃ সারদারঞ্জন রায় ১৯১৯।

এছাড়া প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার অমৃতলাল বসু 'নাট্যমন্দির' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এ নাটকের অনুবাদ প্রকাশ করেন (শ্রাবণ ১৩১৭—ফাল্গুন ১৩১৭)। এ অনুবাদ গ্রন্থকারে অপ্রকাশিত। সুতরাং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নাটকের অনুবাদ আলোচনা অধ্যায়ে এসম্বন্ধে বক্তব্য জ্ঞাপন করা হবে।

অনুবাদকগণ সারা ভারতে প্রচলিত নিম্নলিখিত মুখ্যত ৮টি পাঠের যে কোনটির কিম্বা সম্পাদিত কোন পাঠের অনুবাদ প্রকাশ করেছেন।

১। এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত নাগরী ও বঙ্গভাষার পাঠ।

২। অধ্যাপক বোহ্‌টলিঙ্ক্ ও গরুবা সম্পাদিত মুদ্রিত পাঠ।

৩। দক্ষিণ ভারতের তিনটি পুঁথি থেকে সঙ্কলিত ও সম্পাদিত বোম্বাইয়ের অধ্যাপক ঘাটের মুদ্রিত পাঠ।

৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীতারকনাথ তর্কবাগীশের সম্পাদিত মুদ্রিত পাঠ।

৫। মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন সম্পাদিত মুদ্রিত পাঠ।

৬। শ্রী শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মুদ্রিত পাঠ।

৭। শ্রীবি. এস. গোস্বামী সম্পাদিত মুদ্রিত পাঠ।

৮। বোম্বাইয়ের নির্ণয়সাগর প্রেস সম্পাদিত ও প্রকাশিত মুদ্রিত পাঠ।

মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ও নিজে সমস্ত পুঁথি ও প্রচলিত পাঠ বিবেচনা করে রত্নাবলী নাটকের পাঠ সম্পাদিত করেন এবং বাংলাদেশে এ পাঠই সবচেয়ে বিশ্বস্ত বলে সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বঙ্গভাষায় অনূদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে নীলমণি পালের রত্নাবলী নাটিকা প্রাচীনতম। ডঃ সুকুমার সেন এবং শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নীলমণি পালের গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।[২] নীলমণি পালের অনুবাদ যদিও মোটামুটি-

ভাবে যথাযথ তবুও এ গ্রন্থ পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবেই রচিত হয়েছিল মনে হয় কারণ সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসূচীতে [উনবিংশ শতকের চতুর্থ দশকে] রত্নাবলীর স্থান ছিল।[৩]

☐ **নীলমণি পালের 'রত্নাবলী নাটিকা' :**

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

রত্নাবলী নাটিকা শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর সেনের অনুমত্যানুসারে শ্রীনীলমণি পাল কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় নানাছন্দঃ প্রবন্ধে অনুবাদিত হইয়া শ্রীচন্দ্রমোহন সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সংশোধনপূর্ব্বক কলিকাতা তত্ত্ববোধিনী যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইল। এই পুস্তক উক্ত যন্ত্রালয়ে অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য ১৷৹ টাকা মাত্র। শক ১৭৭১।

মধুসূদন পূর্ববর্তী যুগে বাংলা নাটকের কাব্য ভাষার সৃষ্টি হয়নি এবং এ যুগে অধিকাংশ কবিতাই পয়ার বা ত্রিপদী ছন্দে রচিত হয়েছে, কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে নীলমণি পালের ২১৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত গ্রন্থটিতে পয়ার, ত্রিপদী, লঘুত্রিপদী, দীর্ঘপয়ার, একাবলী, তুলকাভাস, ললিত লঘু, তোটক, ললিত, অন্ত্যযমক, ভঙ্গমাল্‌ঝাঁপ, চৌপদী, লঘুচৌপদী, প্রভৃতি ছন্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এছাড়া কিছু কিছু অংশ সমসাময়িক প্রচলিত গদ্যে রচিত হয়েছে। গণেশ-বন্দনা ও গুরুবন্দনা দ্বারা গ্রন্থ আরম্ভ হয়েছে। কোন ভূমিকা বা বিজ্ঞাপন নেই। গীতগুলিতে রাগরাগিনী ও তালের উল্লেখ আছে। গদ্যাংশ উপাখ্যানাকারে রচিত হয়েছে।

নিম্নে কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করা হল :

১। **প্রথম অঙ্কের একটি গীত**

বেহাগ রাগিনী ॥ তাল আড়া।

অসাধ্য কি আছে বল তাঁর।
যিনি সৃষ্টি স্থিতি মূলাধার ॥

যে জন সৃজিল স্থল। সপ্তদীপ সপ্ত জল ॥
সপ্ত স্বর্গ রসাতল। শশীভানু বায়ু আর ॥
বিধি অনুকূল হলে। ভাগ্যে কত ফল ফলে ॥
বল কি দুষ্কর তবে। সেই বিধাতার ॥

২। প্রথম অঙ্কের তূণকাভাস ছন্দে রচিত কাব্যাংশ

সবে কন্যারে,	মোহিত হেরে।
কহে আদরে।	এ ও উহারে॥
হায়রে মরি,	কি যে মাধুরী।
এ হেন নারী,	কদা না হেরী॥
কামের নারী,	যায় বা হারি।
রূপে সুন্দরী—	স্বর্গ অপসরী॥

৩। দ্বিতীয় অংক থেকে গদ্যাংশ

যোগন্ধরায়ণের এই উক্তি সময়ে নেপথ্য শালায় অতিশয় কোলাহল হইল, রাজমমন্ত্রী ইহা শুনিয়া কহিতেছেন, অহে মধুর মৃদংগ বাদ্য সহিত কি রমণীয় চর্চ্চরধ্বনি হইতেছে বোধকরি মহারাজ মদন মহোৎসবে পুরবাসিদিগের প্রমোদ দর্শনে আমোদিত হইয়া উচ্চতর অট্টালিকা আরোহণে প্রস্থান করিতেছেন ইহা বলিয়া মন্ত্রী উর্দ্ধদিকে অবলোকন করত কহিলেন। অহে মহারাজ অট্টালিকোপরি অরোহণ করিয়াছেন এইক্ষণে।

উদ্ধৃত গদ্যাংশের গঠন দৌর্বল্য লক্ষণীয়। পরবর্তীকালের বিদ্যাসাগরীয় গদ্যের ব্যঞ্জনাধর্মিতা এখানে অনুপস্থিত। সমসাময়িক গ্রন্থাদি ও পত্র-পত্রিকায় নীলমণি পালের গ্রন্থের কোন আলোচনা দৃষ্ট হয়নি। অনুবাদক সম্বন্ধেও বিস্তৃত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। বলা বাহুল্য, এ নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়নি।

□ রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী নাটক'

রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' গ্রন্থ বাংলা নাট্যসাহিত্যে তথা নাট্য অভিনয়ের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

গ্রন্থটির, তৃতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র নিম্নরূপ ঃ[৪]

রত্নাবলী নাটক শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক চলিত ভাষায় অনুবাদিত। কলিকাতা কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে তৃতীয়বার মুদ্রিত। সম্বৎ ১৯২৫। শ্রীকেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত কলিকাতা পটলডাঙ্গা।

প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন'এ রামনারায়ণ অনুবাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

অশেষ আনন্দের বিষয় যে অধুনাতন লোকদিগের নাট্য ব্যাপারে বিশেষ অনুরাগ জন্মিতেছে। সরস সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষার নাটক সমূহের অতুল্য রসমাধুরী অবগত হইয়া প্রচলিত ঘৃণিত যাত্রাদিতে সকলেরই সমুচিত অশ্রদ্ধা হইয়া উঠিয়াছে।...বঙ্গভাষায় নাটক সংখ্যা অতি অল্পমাত্র থাকাতে তদ্বিষয়ে সকলের ঐ নবীন অনুরাগ সম্যক্ সফল হইতেছে না; অতএব সেই অভাব দূরীকরণ পক্ষে সাধ্যানুসারে যত্নশীল হওয়া আবশ্যক। অতি অকিঞ্চিৎকর ক্ষমতা সত্ত্বেও এই গুরুতর অধ্যাবসায়ে আমার প্রবৃত্তি হওয়ারও ইহাই এক প্রধান কারণ।

অনুবাদ রীতি প্রসঙ্গে আলোচনায় তিনি বলেছেন:

"সকলেই স্বীকার করিবেন যে অভিনব কোন নাটক প্রস্তুত করা অতীব সুকঠিন; কিন্তু অন্যভাষা হইতে অনুবাদ করা যে তদপেক্ষা নিতান্ত সহজ এ মতও নহে...অশেষ রসশালিনী সংস্কৃত ভাষার চিত্তরঞ্জক ভাষাদি আধুনিক ও সংকীর্ণ বঙ্গভাষায় পরিরক্ষিত হওয়া সুদূরপরাহত। তন্নিমিত্ত রত্নাবলী নাটকের অবিকল অনুবাদকরণে ক্ষান্ত থাকিয়া মূলগ্রন্থের স্থূল মর্ম্ম মাত্র গ্রহণ করা গেল; এবং কথোপকথনে এতদ্দেশে যেরূপ ভাষা সচরাচর প্রচলিত আছে তাহাই অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিলাম, তাহাতে স্থানে স্থানে কিয়দংশ পরিত্যক্ত ও স্থানে স্থানে কোন ২ ভাব পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছে।"—যেমন মূল রত্নাবলীর ঐন্দ্রজালিক রামনারায়ণের নাটকে বাঙ্গালী বেদে বাজিকর-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

তাছাড়া কথোপকথনেরই নাট্যকার কেবল 'এতদ্দেশীয়' ভাষার ব্যবহার করেননি, নাটকের গঠন ভঙ্গিতে ও চরিত্রচিত্রণে বাঙ্গালী ধর্মী সহৃদয়তার ছাপ রেখেছেন। বিশেষত সঙ্গীতের আকর্ষণ বাঙ্গালী দর্শক সাধারণের কাছে রামনারায়ণের সংস্কৃত নাট্যানুবাদকেও মঞ্চোপভোগ্য করে তুলেছিল। এক্ষেত্রে লেখক সচেতনভাবে যাত্রার অনুসারী। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হল:

"এইক্ষণে নাটকাভিনয় বিষয়ে যে অনেকেরই ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে, তাহা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত থাকায় এ গ্রন্থ তদুপযোগী করণ মানসে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি, এবং তন্নিমিত্ত শ্রীযুক্ত গুরুদয়াল চৌধুরী মহোদয় দ্বারা কতিপয় সংগীতও সংগ্রহ করিয়া স্থানবিশেষে যোজনা করা গিয়াছে। যদিচ যাত্রার প্রতি আমাদিগেরও অসীম অশ্রদ্ধা আছে, তথাপি এককালে সংগীতমাত্র উচ্ছেদ করা অভিমত কখনই নহে। প্রত্যুত নাটক অভিনয়ে সংগীত সম্পর্ক নিতান্ত পরি-

বর্জিত হইলে তাহাতে রস ও সৌন্দর্য্যের বিশেষ হানির সম্ভাবনা। বোধকরি পাঠকমণ্ডলীও এই অভিপ্রায়ে অসম্মত হইবেন না।"

সুতরাং যাত্রার সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হলেও সমাজ সচেতন রামনারায়ণ যাত্রার সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন তাই নিজ নাটকে গুরুদয়াল চৌধুরীকে দিয়ে প্রয়োজন মতো গীত রচনা-করিয়ে নিয়েছিলেন।

'বিজ্ঞাপন' এর শেষাংশে তিনি বলেছেন :

...বিদ্যানুরাগী শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ বাহাদুর মহোদয় এই গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে সমূহ সাহায্য করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে মহারাজা প্রতাপচন্দ্র ও তাঁর ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্রের নির্দেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অর্থানুকূল্যে রামনারায়ণের সমস্ত নাটকই রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। এ গ্রন্থের 'দ্বিতীয়-বারের বিজ্ঞাপন' থেকে জানা যায় রামনারায়ণ প্রয়োজনবোধে নাটকের কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্পন্ন করেছেন।

আলোচ্য অনুবাদ কর্ম প্রসঙ্গে ডঃ সুশীল কুমার দে-র সমালোচনা স্মরণীয়।[৫]

এবার অনুবাদের কিছু কিছু উদ্ধৃতির আলোচনায় আসা যাক। মূল নাটকের প্রস্তাবনায় গানটি [সূত্রধারের] খাম্বাজ রাগে ও চৌতালে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তারপর সূত্রধারের নির্দেশে নটীর গানটি [মূল নাটকে প্রাকৃত ভাষায় রচিত] রামনারায়ণ নিম্নলিখিত রূপে লিপিবদ্ধ করেছেন :

রাগিনী বাহার, তাল আড়া।

উঠিল মলয়ানিল, ফুটিল ফুল বকুল।
লুটিতে কুসুম-মধু, ছুটিল মধুপ কুল॥
কোকিল প্রফুল্ল মনে, পঞ্চম গাইয়ে-বনে,
ভ্রমর-ভ্রমরী সনে, ভ্রমিতেছে নানা ফুল।
কুটিল কুসুম বাণ, করিছে শর-সন্ধান,
কিসে রবে কুলমান, বিরহী ভেবে আকুল॥

খাম্বাজ, বাহার প্রভৃতি প্রচলিত সুরগুলির প্রয়োগ যাত্রার গীত আবেদনের কথা স্মরণ করেই সম্পন্ন হয়েছে।

এবার অনুবাদের নমুনা হিসাবে চতুর্থ অঙ্কের শেষাংশ উদ্ধৃত করা যাক :

রাজা — [পরমাহ্লাদে] ইনিই কি সিংহলেশ্বর বিক্রমবাহুর কন্যা? ইনিই সেই রত্নাবলী?

বসু — আজ্ঞা হাঁ মহারাজ! ইনিই আমাদের রাজকন্যা।

বাভ্রব্য — মহারাজ! যে কন্যার নিমিত্ত যোগন্ধরায়ণ আমাকে পাঠিয়েছিলেন, ইনি সেই কন্যাই বটেন।

বিদূষক — মহারাজ! মহামূল্য রত্নাবলী দেখে আমি তখনই ত বলেছিলেম, বলি এ সামান্য লোকের মেয়ে নয়।

বসু — রাজকন্যে রত্নাবলি! ওঠ ২ ইনি যে তোমার বড় ভগিনী বাসবদত্তা, ইনি তোমার নিমিত্তে কত দুঃখ করচ্যেন, তুমি ওঠ, উঠে এঁকে প্রণাম কর।

সাগরিকা — [চৈতন্য পাইয়া রাজার প্রতি কটাক্ষ করিয়া স্বগত] আমি রাজমহিষীর নিকটে যে অপরাধিনী আছি, কেমন কোরে আর মুখ দেখাব? [উঠিয়া অধোমুখে অবস্থিতি]

বাসব — [সবিনয়ে] মহারাজ! আমি অতি নির্দ্দয়! অতি নিষ্ঠুরের কর্ম্ম করেছি। আমার অত্যন্ত লজ্জা হচ্যে; কিন্তু আমারও নিতান্ত দোষ নেই; যোগন্ধরায়ণই আমাকে অপরাধিনী করেছেন। তিনি যদি সেই সময়ে বলতেন, তাহলে কি এমন কর্ম্ম হয়! তা যা হবার হয়েছে, এখন আপনি এর বন্ধন খুলে দিন।

রামনারায়ণ প্রত্যক্ষভাবে মঞ্চের সঙ্গে ছিলেন তাই অভিনয়ের সুবিধার্থে কথ্য ভাষায় উপরোক্ত রূপ সংলাপের ব্যবহার করেছেন।

এবার রত্নাবলীর অভিনয়ানুষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনার্থে বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রসঙ্গে আসা যাক। এ সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ঃ[৬]

এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। এবং এই ব্যাপারে সে-যুগের ইংরেজী-শিক্ষিত বহু নবীন বাঙালী তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই নাট্যশালার প্রথম অভিনয়ের পর কলিকাতার অভিজাত-মহলে অভাবিত রকমের সাড়া পড়িয়া যায়। সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, কি রঙ্গমঞ্চের সাজসজ্জায়, কি গীতবাদ্যে, কি অভিনয়ে, এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাট্যাভিনয় বাংলাদেশে কখনও দেখা যায় নাই। গৌরদাস বসাক তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, বেলগাছিয়া নাট্যশালার অভিনয়-কৃতিত্ব-কাহিনী সুপরিচিত প্রবাদ-বাক্যের মত সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার বিবরণ হইতে বেলগাছিয়া নাট্যশালা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আমরা জানিতে পারি।

এই বেলগাছিয়া নাট্যশালাতেই প্রথমে দেশীয় ঐক্যবাদনের প্রবর্ত্তন হয়। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও যদুনাথ পাল এই ঐক্যতানের দল গঠন করেন। এই নাট্যশালার সাজসজ্জা-সংগ্রহ ও দৃশ্যপট অঙ্কনে বহু অর্থব্যয় হয়। এক 'রত্নাবলী' অভিনয়ের জন্যই রাজাদের দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। নাট্যশালা-নির্ম্মাণে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর রাজাদের পরামর্শদাতা ছিলেন। এই নাট্যশালার অভিনেতাদের সকলেই ছিলেন সে যুগের ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিদূষকের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তিনি স্বভাবতঃ উচ্চশ্রেণীর অভিনয়-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন ; ইহার সহিত অফুরন্ত ব্যঙ্গ-রহস্যের সংযোগ ঘটাইয়া বিদূষকের ভূমিকাটির এমন জীবন্ত বাস্তবরূপ দিতে পারিয়াছিলেন যে, বঙ্গরঙ্গমঞ্চের 'গ্যারিক' আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্রও একটি চরিত্রের অভিনয় করেন। দর্শকদের মধ্যে কলিকাতার দেশী ও বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তিমাত্রেই এবং সপরিবারে বাংলার লেপ্টেনান্ট গবর্ণর স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কেশববাবুর অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন ও বলেন যে, কেশববাবুর গম্ভীর ও শান্ত চেহারা দেখিয়া তিনি যে বিদূষকের ভূমিকা এরূপ নিপুণতার সহিত অভিনয় করিতে পারেন, তাহা কেহই বলিতে পারিত না।

বলা বাহুল্য রামনারায়ণের রত্নাবলী নাটকের অভিনয়ই বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রথম অভিনয়। এ অভিনয়ের তারিখ শনিবার, ৩১শে জুলাই ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ। ৫ই আগস্ট ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় এ অভিনয়ের একটি সুদীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়।[৭]

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন :

হিন্দু পেট্রিয়টের সমালোচকের নিকট এই অভিনয়ের নৃত্য ও গীত খুব ভাল লাগিয়াছিল। একজন ইংরেজ শ্রোতা ইঁহার নিকট বলিয়াছিলেন, এই অভিনয়ে ভারতীয় বাদ্য ও গীত শুনিয়া তাঁহার মনে হিন্দু সঙ্গীত সম্বন্ধে যে বিরুদ্ধভাব ছিল, তাহা সম্পূর্ণ দূর হইয়াছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কিন্তু এই অভিনয়ের প্রশংসামাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কতকগুলি দোষও দেখাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী অভিনয়ে সেই দোষগুলি সংশোধিত হইয়াছিল।

ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ৪ঠা আগস্ট ১৮৫৮, বুধবারে রত্নাবলী নাটকের প্রথম অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা প্রকাশিত হয় :

[বন্ধু হইতে প্রাপ্ত] রত্নাবলী নাটক। গত শনিবার রাত্রে শ্রীযুত রাজা

প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের বেলগেছের উদ্যানে এতদ্দেশীয় কতিপয় ধনবান ব্যক্তি কর্তৃক ঐ নাটক সমাধা হয়, রাত্র ৮৸৹ সাড়ে আট ঘণ্টাকালে আরম্ভ হইয়া দুই প্রহরের সময় শেষ হয়, তদ্দর্শনে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে বাঙ্গালাদেশের ছোট গবরনর শ্রীযুক্ত মান্যবর হেলিডে সাহেব, শ্রীযুত মেং হিউম সাহেব, ডাক্তর গুড্‌ইব চক্রবর্ত্তী এবং আরো অনেকানেক ইংরাজ লোক ও বাঙ্গালির মধ্যে শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ, শ্রীযুত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, শ্রীযুত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত রামনারায়ণ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি মহাত্মারা উপস্থিত ছিলেন। নাট্যোক্ত স্ত্রী পুরুষের যে প্রকার অঙ্গভঙ্গিমা ও নৃত্যগীত দ্বারা সভা মোহিত করেন, তাহাতে তাহারদিগকে দর্শকেরা বিস্তর সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেছেন :

রত্নাবলী নাটক বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ছয় সাতবার অভিনীত হয়। অভিনয় দর্শনের জন্য বহু বিশিষ্ট ইংরেজ নিমন্ত্রিত হইতেন। তাঁহাদের সুবিধার জন্য পাইকপাড়ার রাজারা 'রত্নাবলী' নাটক ইংরাজীতে অনুবাদ করাইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ কার্য্যের ভার পড়িয়াছিল মধুসূদন দত্তের উপর। তিনি ইহার জন্য রাজাদের নিকট হইতে পাঁচশত টাকা দক্ষিণা পাইয়াছিলেন।

এইভাবেই মাদ্রাজ প্রবাস হইতে সদ্য প্রত্যাগত মধুসূদনকে বঙ্গসাহিত্যের দিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবার উপলক্ষ্য হিসাবে 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এই রত্নাবলী নাটকের অভিনয়াভ্যাস দেখিয়াই মধুসূদনের মনে নাটক লিখিবার সংকল্প জাগে। প্রসঙ্গত শিবনাথ শাস্ত্রীর মন্তব্য স্মরণীয়।[৮]

পরবর্তীকালে রামনারায়ণ 'রত্নাবলী' নাটক ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে [২২২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট—কৃষ্ণচন্দ্র দেবের বাড়ী] ২২শে মার্চ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত হয় এবং তার বিবরণ 'ন্যাশনাল পেপারে'র ১৯-৩-১৮৭৩-এর সংখ্যায় এবং 'মধ্যস্থ'-র ১৩ চৈত্র ১২৭৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া বেঙ্গল থিয়েটারে [বীডন স্ট্রীট, কলিকাতা] রত্নাবলী দুবার [২২শে নভেম্বর ১৮৭৩ এবং ফেব্রুয়ারী ১৮৭৪] অভিনীত হয় এবং তার বিবরণ যথাক্রমে 'নাট্য-মন্দির'

৪র্থ বর্ষ পৃষ্ঠা ১৪৯-৫০ এবং 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউস' পত্রিকায় ২৮-২-১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

☐ হরিমোহন কর্ম্মকার রচিত 'রত্নাবলী গীতাভিনয়'

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

রত্নাবলী গীতাভিনয়। শ্রী হরিমোহন কর্ম্মকার প্রণীত। শ্রীযুত বাবু রামকানাই দাস কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা সুধাসিন্ধু যন্ত্র। সন ১২৭২ সাল। শ্রী রাখালচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

অনুবাদের উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে হরিমোহন কর্ম্মকার তাঁর গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'-এ বলেছেন :

গীতাভিনয় যে সাধারণের নয়নমনের আনন্দবর্দ্ধক ও প্রীতিদায়ক, তার আর কি পরিচয় দেব। বঙ্গদেশে নাট্যাভিনয় যেরূপ সুপ্রণালীতে নির্ব্বাহ হয়। আমি এরূপ সাহস করিতে পারি না, যে রত্নাবলী গীতাভিনয় দ্বারা সেই কুপ্রণালি এককালে সংশোধিত হইতে পারে। যদি শতাংশের একাংশও হয় তাহাও আমার পক্ষে শ্লাঘা। রত্নাবলী গীতাভিনয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্নের রত্নাবলী নাটক হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। গানের অনুরোধে কোন কোন স্থল একেবারে পরিত্যক্ত ও কোন ২ স্থল নূতন রচিত হইয়াছে।

'গানে মিল দোষ একপ্রকার চলিতে পারে' এই কুসংস্কারটী অস্মদ্দেশীয় কতিপয় সুকবির হৃদয়ক্ষেত্রে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। আমার মতে যদি চৌপদী, পঞ্চপদী ও ষট্পদী কবিতাবলিকে উৎকৃষ্ট মিলরূপ অলঙ্কারে সাজান যায়, তবে হতভাগ্য গানগুলি কেন হীন সাজে থাকে?

আমি এক্ষণে সবিনয় সহকারে এই সরলা রাজবালা রত্নাবলীকে, আদরের সহিত সুবিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকটে সমর্পণ করিতেছি। পাঠক মহাশয়রা অনুকূল নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেই সমুদয় ভ্রম সকল বোধ করিয়া চরিতার্থ হইব।

...অবশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, সঙ্গীত শাস্ত্রোধ্যাপক পূজ্যবর শ্রীযুত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামি, রত্নাবলী গীতাভিনয়ের গানবিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। এবং আমার প্রিয় সুহৃদবর শ্রীযুক্ত বাবু অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ও উক্ত বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন।

ইহারা সাহায্য [illegible] বলিয়াই আমি গীতাভিনয় বিষয়ে একপ্রকার কৃতকার্য্য হইয়াছি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে গীতাভিনয় কি প্রকারে সূচিত হয়েছিল এবং গীতাভিনয়ের স্বরূপ প্রকৃতি কি—সে সম্বন্ধে শকুন্তলা গীতাভিনয় আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

হরিমোহন কৃত নাট্যকর্মের নমুনাস্বরূপ শেষাংশের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল :

বাস— মহারাজ তা আপনার ও মান কোরে বলবার আবশ্যক কি বলুন না কেন যে রত্নাবলীকে আমাকে দেও। [রত্নাবলীর প্রতি] রত্নাবলি এসতো ভাই! আহা! আমি তোমাকে কত কষ্টই দিয়েছি। তা ভাই এখন কিছুকাল সুখভোগ কর [নিজলঙ্কারে রত্নাবলীকে সুসজ্জিত করিয়া] মহারাজ! এই তোমার রত্নাবলী গ্রহণ করুন।

রাজা— [হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক] দাও দাও প্রিয়ে! তোমার অনুরোধ অবশ্য গ্রহণ কল্লেম [রত্নাবলীর পাণিগ্রহণ]।

বাস— হাঁ নাথ! আমারি অনুরোধ বটে, তা যা হক ওর মা-বাপ দূরদেশে আছে আপনি ওকে একটু স্নেহমমত্ত করবেন।

রাগিনী ভৈরবী। তাল আড়াঠেকা।

দেখ দেখ রেখো মম ভগ্নিরে অতি যতনে।
এই অনুরোধ মম নাথ হে তব চরণে॥

যদি মাতাপিতা তরে দুনয়নে নীর ঝরে,
তবে হে যতন করে, ভুলায়ে রেখো বচনে॥
সিংহল রাজকুমারী, অতিশয় সুকুমারী,
তাহার দুঃখ নিবারি, সুখী হও সুখ মিলনে॥

বিদূষক—রাজর্ষিহিষি! আপনাকে আর এমন কোরে বলতে হবে না। 'ও যে কথায় বলে পাগলা ভাত খাবি না হাত ধুয়ে বসে আছি।'

[সকলের প্রস্থান]

ভাষার গুরুচণ্ডালী দোষ লক্ষণীয় এবং দৃশ্যের সমস্ত গাম্ভীর্য ও আন্তরিকসততা শুধু হাস্য পরিহাসের প্রাবল্যে ভেসে গেছে, তাই লেখকেরই ভাষা অনুসরণে বলা চলে—এ গীতাভিনয়ও কুপ্রণালীতে নির্বাহ হয়।

আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

Ratnavali—a Sanskrit Drama./translated into Bengali by Nrisinha Chandra Mukhopadhyaya, Vidyaratna, M.A./ রত্নাবলী নাটিকা। বাঙ্গালা অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন প্রণীত / Calcutta./ Printed by K. B. Das./At B. P. M'S Press/ No 22 Jhama Pooker Lane / 1874.

অনুবাদক অনুবাদের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে 'বিজ্ঞাপন'-এ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

······প্রায় দুই তিন বৎসর অতীত হইল, আমি বিখ্যাত সংস্কৃতাদি গ্রন্থ প্রচারয়িতা শ্রীযুক্তবাবু বরদাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয়ের অনুরোধে সংস্কৃত টীকার সহিত রত্নাবলীর এক সংস্করণ প্রকাশ করি। গ্রন্থ রচয়িতাকে সর্ব্ব-সাধারণের নিকট পরিচিত করিবার উদ্দেশ্যে বরদাবাবু প্রত্যেক সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করিবার সময় উহা অবিকল বাঙ্গালা অনুবাদও প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং এক্ষণেও আমি তাঁহারই অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া রত্নাবলীর বাঙ্গালা অনুবাদ প্রণয়ণ পূর্ব্বক তাঁহাকেই দান করিলাম। আমি সর্ব্বসাধারণের নিকট কবির প্রকৃত পরিচয় দিবার নিমিত্ত রত্নাবলীর অবিকল অনুবাদ করিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষার লালিত্য সম্পাদনের নিমিত্ত কুত্রাপি ভাবাদির পরিবর্ত্ত করি নাই। ফলত রত্নাবলীকারের প্রকৃত পরিচয় দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য, কেবল বাঙ্গালা-ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনার্থ আমি অনুবাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই···শ্রীনৃসিংহচন্দ্র শর্ম্মা, কলিকাতা ১লা শ্রাবণ ১২৮১।

স্বতন্ত্র একটি 'বিজ্ঞাপন'-এ প্রকাশক বরদাপ্রসাদ মজুমদারও বলেছেন ঃ

কাব্য প্রকাশিকার নিয়মানুসারে রত্নাবলীর বাংগালা অনুবাদ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। আমি সংস্কৃত রত্নাবলীর অবিকল অনুবাদের ভার শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম. এ. বি. এল. মহাশয়কে দিয়াছিলাম। উক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ও যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন, এক্ষণে ইহা দ্বারা পাঠার্থীদিগের কিঞ্চিদংশ উপকার হইলেও অনুবাদকের পরিশ্রম ও আমার অর্থব্যয় সার্থক হইবে।

অনুবাদের নমুনা হিসাবে চতুর্থাঙ্কের শেষাংশ উদ্ধৃত করা যাক ঃ

বাসবদত্তা—[সসম্ভ্রমে] কঞ্চুকি! ইনিই কি আমার সেই রত্নাবলী ভগিনী?

কঞ্চুকী—দেবি! ইনিই সে রত্নাবলী।

বাসব— [রত্নাবলীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক] বোন রত্নাবলি! আশ্বস্ত হও; কিছু মনে কোরো না বোন্।

রাজা— কি উদাত্ত বংশসম্ভূত মহারাজ সিংহলেশ্বরের দুহিতা রত্নাবলী ইনি!

বিদূষক—[রত্নমালা দেখিয়া স্বগত] আমি প্রথমেই জানতে পেরেছিলাম; যে সামান্য লোকের গায়ে এমন পরিচ্ছদ, এমন অলঙ্কার কখনই হতে পারে না। এমন অলঙ্কার যার গায়ে, সে অবশ্যই কোন ঘরোয়ানা লোক হবে।

বসুভূতি—[গাত্রোত্থান পূর্ব্বক] রাজপুত্রি! আশ্বস্ত হও ২ এই তোমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী দেবী বাসবদত্তা দুঃখিত হোচ্চ্যেন! তা তুমি এঁকে আলিঙ্গন কর।

উদ্ধৃত অংশের অনুবাদে যথাযথ অনুবাদক নৃসিংহচন্দ্র মূল গ্রন্থের ন্যায় বাসবদত্তা কর্তৃক 'কঞ্চুকী'কে রত্নাবলী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন। কিন্তু আলোচ্য অংশের অনুবাদে নৃসিংহচন্দ্রের পূর্ব্বসূরী রামনারায়ণ বাসবদত্তা কর্তৃক মন্ত্রী বসুভূতির উদ্দেশে এ প্রশ্ন সংলাপ লিপিবদ্ধ করেছেন। আর একটি উল্লেখ্য বিষয় হল নৃসিংহচন্দ্র যদিও যথাযথ অনুবাদ প্রয়াসী হয়েছেন এবং সেজন্য সমসাময়িক বাংলা কথ্যভাষা সংলাপের বেশীরভাগ অংশে ব্যবহার করেছেন কিন্তু 'সম্ভ্রান্ত'শব্দের অনুবাদে ফার্সী শব্দ 'ঘরোয়ানা' ব্যবহার করে শ্রুতিকটুতার সৃষ্টি করেছেন। নাটকের কয়েকটি স্থানে নৃসিংহচন্দ্রের এ জাতীয় শব্দচয়ন 'বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনার্থ আমি অনুবাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই' ইত্যাদি উক্তির [বিজ্ঞাপন-এ লিপিবদ্ধ] বৈপরীত্যই প্রমাণ করে।

সমসাময়িক পত্র পত্রিকা থেকে এ নাট্য গ্রন্থ অভিনয়ের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না পরন্তু রামনারায়ণের নাটকের একাধিক অভিনয়ের কথা [উনিশের শতকের সপ্তম দশকে]—যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রমাণ করে তখনও পর্যন্ত তাঁর নাটকের [রত্নাবলী] জনপ্রিয়তা।

□ জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরীর 'রত্নাবলী' ঃ

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

রত্নাবলী / শ্রী হর্ষদেব বিরচিত সংস্কৃত নাটিকার বঙ্গানুবাদ / শ্রী জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক প্রণীত / মূল্য ৷৷০ আনা

Calcutta / Pubished By Charu Chandra Chowdry / No. 3, Nundo Coomar Chowdry's Lane. / Printed By P. M. Soor & Co, / Crown Press No 2 Goabagan Street / 1888./

বাংলা পদ্য ও গদ্যে মূল সংস্কৃত নাটকের মোটামুটি যথাযথ বঙ্গানুবাদ চতুর্থ অঙ্কে ৮৫ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। অবশ্য স্থানে স্থানে মূল পাঠের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করা হয়েছে। সংলাপের ভাষা ব্যঞ্জনাধর্মী নয়ই; পরন্তু স্থানে স্থানে আড়ষ্ট।

উদাহরণ হিসাবে চতুর্থ অঙ্কের শেষাংশ উদ্ধৃত করা যাক।

বাসবদত্তা — [সজল নয়নে] কঞ্চুকিন্‌! এই আমার ভগিনী রত্নাবলী?

কঞ্চুকী — দেবি! ইনিই তিনি।

বাসব — ভগিনি! আশ্বাসিত হও, আশ্বাসিত হও।

রাজা — কি! এই সেই মহাকুলসম্ভূত সিংহলেশ্বর বিক্রমবাহুর কন্যা?

বিদূষক — [রত্নমালা দেখিয়া স্বগত] প্রথম হতেই ত আমি মনে করিয়াছি যে, সামান্য লোকের এরূপ অলঙ্কার হয় না।

বসুভূতি — [উত্থান করিয়া] রাজপুত্রি! আশ্বাসিত হও! এই তোমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী কত দুঃখ করিতেছেন, তা ইঁহাকে আলিঙ্গন কর।

রত্নাবলী — [সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া রাজাকে তির্য্যগভাবে দেখিয়া স্বগত] দেবীর নিকট কত অপরাধই করেছি, তা কেমন করে আর মুখ দেখাব। [অধোমুখে অবস্থিতি]।

জ্ঞানচন্দ্রের নাট্যগ্রন্থ কোথাও অভিনীত হয় নি।

□ পঞ্চানন তর্করত্নের 'রত্নাবলী নাটিকা' ঃ

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

মহাকবি শ্রীহর্ষরাজ রচিত রত্নাবলী নাটিকা ভট্টপল্লী-নিবাসী পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত। কলিকাতা ৩৪/১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীম মেসিন প্রেসে শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১৩০২।

গ্রন্থের 'ভূমিকা'তে তর্করত্ন মহাশয় বলেছেন :

সংস্কৃত নাটকের নাটিকাকারে বঙ্গানুবাদ ইতিপূর্ব্বে কখনও হয় নাই; কঠিন বলিয়াই হয় নাই। সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকবর্গকে সংস্কৃত নাটকীয় রসে অভিজ্ঞ করিবার জন্য আমরা সেই কঠিন কার্য্য নির্ব্বাহে সাহস করিয়াছি।...

পদ্যাংশ পদ্যে, সংস্কৃত গদ্যাংশ সাধুভাষা সম্মত ক্রিয়াপদ ঘটিত গদ্যে এবং প্রাকৃত গদ্যাংশ গ্রাম্য ভাষা প্রচলিত ক্রিয়াপদ ঘটিত গদ্যে অনূদিত হইয়াছে। শ্লেষযুক্ত কবিতার শব্দ পরিবর্ত্তন করি নাই, সংক্ষেপে টীকা করিয়া দিয়াছি।...

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে অনুবাদের উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গ অবগত হওয়া গেল। কিন্তু 'সংস্কৃত নাটকের নাটিকাকারে বঙ্গানুবাদ ইতিপূর্ব্বে কখনও হয় নাই'—অনুবাদক ও সম্পাদক তর্করত্ন মহাশয়ের এ দাবীর যৌক্তিকতা কম। মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সমসাময়িক ভট্টপল্লী তথা সমগ্র বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। সাহিত্য, দর্শন, ন্যায়, স্মৃতি, সমাজবিদ্যা ও অন্যান্য নানাবিষয়ে শতাধিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি তর্করত্ন মহাশয়ের বহুবিচিত্র মনীষার জ্বলন্ত নিদর্শন। বঙ্গবাসী প্রকাশনের তিনি প্রায় ছয় বৎসর (১৮৯৫—১৯০০) সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং অন্যান্য বহু গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর অনূদিত রত্নাবলীও এ সময়ে প্রকাশিত হয়। তর্করত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত রত্নাবলী নাটিকার পাঠই বাংলাদেশে পরবর্তীকালে সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করেছে।

আলোচ্য গ্রন্থটি ৯৩ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে মূল সংস্কৃত নাটকের যথাযথ অনুবাদে সম্পন্ন হয়েছে। গ্রন্থের পূর্বে ৬৯ পৃষ্ঠাব্যাপী 'ইতিহাস ও সমালোচনা শীর্ষক সম্পাদকীয় আলোচনাটি অত্যন্ত মূল্যবান। ডাক্তার রামদাস সেন, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণের 'রত্নাবলী' সম্বন্ধে মন্তব্য উদ্ধৃত করে সম্পাদক নিজ বক্তব্য জ্ঞাপন করেছেন এবং প্রভুত প্রমাণাদি উল্লেখে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন নাগানন্দ ও রত্নাবলী আলঙ্কারিক ধাবকের নয়, কবি শ্রীহর্ষের রচনা।

যে বিশিষ্ট পদ্ধতিতে তর্করত্ন মহাশয় অনুবাদকার্য সম্পন্ন করেছেন ['ভূমিকা'য় লিপিবদ্ধ হয়েছে] তার উদাহরণ স্বরূপ প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক :

বিদূষক — [সবিস্ময়ে] মহারাজ দেখুন ; এই সেই মকরন্দ উদ্যান, কেননা, মলয়াবাতাস বচ্চে, তাল আমগাছের মুকুলগুলি দুলচে; আর তার থেকে ধুলা ঝ'রে বাতাসের গুণে মণ্ডলাকার হ'য়ে চাঁদোয়ার [চন্দ্রাতপে] কাজ কচ্ছে ; মত্ত-অলিকুলের ঝঙ্কার, সঙ্গে ; মধুর কোকিল-রব, এত ক'রে সংগীতসুখও জন্মাচ্চে ; তাই বোধহয়, উদ্যান যেন তোমার আগমনে আদর দেখাচ্চে, তা প্রবেশ করুন আপনি।

রাজা — [চারিদিকে চাহিয়া] বাঃ ! মকরন্দ-উদ্যানের কি রমনীয়তা। এখানে—

ছুরিত প্রবালদ্যুতি— কিশলয়ে তাম্রভাতি,
অলিরুত-জড়িত বচন।
মলয়-পবনে হয় শাখা আন্দোলন—
বারংবার হতেছে ঘূর্ণন।

বলা বাহুল্য সাধু ভাষায় চলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে অনুবাদক সংলাপের স্বাভাবিকতা আনয়ন করতে পারেননি। ত্রিপদী ছন্দে কবিতাংশটি প্রাচীনপন্থী কাব্যরীতিরই অনুরূপ।

আলোচ্য গ্রন্থটিও কোথাও অভিনীত হয়নি।

☐ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'রত্নাবলী নাটক' ঃ

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

রত্নাবলী নাটক। শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদিত। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড। ৩০ ভাদ্র, ১৩০৭ সাল। মূল্য বার আনা মাত্র।

স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীকালে বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী'তে এ নাটকটি দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয়।

দুইপৃষ্ঠাব্যাপী অনুবাদকের বক্তব্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থকার ও নাটকের বিষয় বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং পরিশেষে বলেছেন ঃ

এই নাটিকাটি কবিত্ব-অংশে উচ্চ দরের না হইলেও নাট্যাংশে যে ইহা উৎকৃষ্ট তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার নাটকীয় সংস্থানগুলিও ঘটনার পাকচক্র

কতকটা আধুনিক নাটকের ন্যায়—সেইজন্য এখনকার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপযোগী। ইহার ঘটনাগুলি ঘোরো রকমের এবং পরিণতি সাধনে কোন অলৌকিক শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয় নাই। পাত্রগণও সকলেই সাধারণ মনুষ্যের রক্ত মাংসে গঠিত। আশ্চর্য্য ঘটনার মধ্যে কোন সন্ন্যাসী দত্ত ঔষধীর দ্বারা নবমল্লিকা অকালে প্রস্ফুটিত করা হয়, এবং একজন যাদুকর ভোজবাজির সাহায্যে আকাশে দেবদেবীর নৃত্যে ও প্রাসাদে অগ্নিকাণ্ড প্রদর্শন করে। ইহার মধ্যে কোনটাই অলৌকিক কিম্বা অসম্ভব নহে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদ কার্যে অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় প্রচলিত দক্ষিণ ভারতীয় মূল পাঠই গ্রহণ করেছেন।

অনুবাদের নমুনাস্বরূপ চতুর্থাঙ্কের শেষাংশই উল্লেখ করা যাক ঃ

বাসবদত্তা—[শশব্যস্তভাবে] কঞ্চুকি ! ইনিই কি আমার ভগিনী রত্নাবলী ?

কঞ্চুকী— হাঁ দেবি।

বাসব— [রত্নাবলীকে আলিঙ্গন করিয়া] শান্ত হও বোনু, শান্ত হও।

রাজা— কি ? মহাকুল-সম্ভব সিংহলেশ্বর বিক্রমবাহুর ইনি আত্মজা ?

বিদূষক—[রত্নমালা দেখিয়া স্বগত] আমি প্রথমেই বুঝেছিলাম, সামান্য লোকের এরূপ অলঙ্কার কখনই হ'তে পারে না।

বসুভূতি—[গাত্রোত্থান করিয়া] শান্ত হও রাজকুমারি। শান্ত হও। ঐ দেখ, তোমার জন্য তোমার ভগিনী কত কাতর হয়েছেন। ওকে তুমি একবার আলিংগন কর।

রত্নাবলী—[সংজ্ঞালাভ করিয়া ও রাজাকে আড়চক্ষে দেখিয়া স্বগত] আমি কত অপরাধ করেছি—এখন কি করে' দেবীর কাছে মুখ দেখাব ?

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থটি কোথাও অভিনীত হয়নি বলেই সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় তার কোন আলোচনা প্রকাশিত হয়নি।

সারদারঞ্জন রায়ের বঙ্গানুদিত গ্রন্থটি মুখ্যত ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ হিসাবে সম্পাদিত। অর্থ, টীকা, টিপ্পনী ও ইংরাজী অনুবাদসহ গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। ভারতবর্ষে প্রচলিত বিভিন্ন প্রদেশের মূল পাঠগুলি থেকে সারদারঞ্জন তাঁর গ্রন্থের পাঠ সম্পাদন করেন এবং রত্নাবলী প্রসংগে হোরেস উইলসন থেকে শুরু করে সমস্ত সমালোচকদের মত উদ্ধৃত করে ২৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী সুদীর্ঘ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ইংরাজী ভূমিকাটি রচনা করেন।

□ **প্রিয়দর্শিকা**

এ নাটকের বঙ্গভাষায় একমাত্র অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূল নাটকের গুণাগুণ এবং অনুবাদের উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভূমিকায় বলেছেন :

প্রিয়দর্শিকা একটি ক্ষুদ্র নাটিকা। রত্নাবলী ও নাগানন্দ যাঁহার রচনা; সেই রাজা শ্রীহর্ষদেবই এই নাটিকার রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। …এই নাটিকাখানি, গ্রন্থকারের অপর দুইটি নাটিকা অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। বরং ইহাকে নাট্যাংশে উৎকৃষ্ট বলা যাইতে পারে। ইহার বস্তুবিন্যাসে কোন অলৌকিক কিম্বা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের আশ্রয় গ্রহণ করা হয় নাই। ইহার ঘটনাগুলি বেশ স্বাভাবিকভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। রত্নাবলীর বৎসরাজ, বাসবদত্তা, ইহাতেও আছে কিন্তু উহাদের চরিত্রচিত্রে একটু যেন বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। রত্নাবলী ও নাগানন্দের আখ্যান-বস্তু কবির স্বকপোল-কল্পিত। ভবভূতির উত্তর-রামচরিতের ন্যায় এবং কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের ন্যায় 'নাটকের মধ্যে নাটকের' অবতারণা আছে।……

এই নাটিকায় মহিষীর জন্ম বিবরণ লইয়া একটু গোলযোগ আছে। মহিষী বাসবদত্তাকে কোথাও প্রদ্যোত-তনয়া, কোথাও বা মহাসেনের দুহিতা বলা হইয়াছে। ইহার যথাযথ বিবরণ, টিপ্পনীযোগে যথাস্থানে প্রদত্ত হইল। আমার বোধ হয়, এই সুন্দর নাটিকাটি বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না, প্রচলিত থাকিলে, উইলসন্ সাহেবের প্রসিদ্ধ 'হিন্দু ষ্টেজ' গ্রন্থে অবশ্যই ইহার উল্লেখ থাকিত।

নাটিকাকারে 'প্রিয়দর্শিকা' গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য এবং তাঁর অধিকাংশ নাটকের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য, একমাত্র 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী' [বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত] তে নাটকগুলির স্থান আছে।

আলোচ্য নাটকের অনুবাদের ভাষা স্বচ্ছ ও সরল। ফলে সংলাপের নাটকীয়তা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বজায় আছে। গ্রন্থটি কখনও অভিনীত হয়নি।

অনুবাদের নমুনাস্বরূপ চতুর্থাঙ্কের শেষাংশ উল্লেখ করা যাক :

বিদূষক—ওগো বয়স্য ! তোমার বৈদ্যাগিরি সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছে।

প্রিয়দর্শিকা—[অনুরাগের সহিত রাজাকে নিরীক্ষণ করিয়া, সলজ্জভাবে কিঞ্চিৎ অধোমুখী হইয়া অবস্থান]

বাসবদত্তা—[সহর্ষে] আর্য্যপুত্র ! এখনও কেন ওঁর বিকৃতভাব দেখছি ?

রাজা— [সস্মিত]

এখনো হয়নি এ'র দৃষ্টি স্বাভাবিক ;
এখনো হয়নি বাক্য স্পষ্ট সমধিক ;
স্বেদ-কণা-কণ্টকিত তনু অবসন্ন ;
স্তন-ভার ক্লেশকর কম্পন-জন্য ;
তাই বলি দেহে বিষ এখনো সঞ্চিত ;
এখনো সমস্ত বিষ হয়নি শমিত।

কঞ্চুকী— [প্রিয়দর্শিকাকে নির্দ্দেশ করিয়া] রাজকুমারি। এই তোমার পিতার আজ্ঞাকারী ভৃত্য। [পদতলে পতন]

প্রিয়— [অবলোকন করিয়া] একি ! বিজয়-বসু কঞ্চুকী মহাশয় যে ! হা ! পিতা আমার ! —মা আমার ! কোথায় গো তোমরা ?

ক— রাজকুমারি ! কেঁদো না। তোমার পিতা ভাল আছেন। বৎসরাজের প্রভাবে রাজ্যেরও পূর্ব্ব অবস্থা হয়েছে।

বাসব— [সাশ্রুনেত্রে] এসো প্রিয়দর্শিকা, এখন তোমার ছদ্মবেশ ত্যাগ কর। এখন তোমার ভগিনী-স্নেহের পরিচয় দেও। [কণ্ঠ ধারণ করিয়া] আ ! এখন যেন আমি দেখে প্রাণ পেলেম।

বিদূষক—আপনি তো ভগিনীর কণ্ঠধারণ করে' বেশ পরিতুষ্ট আছেন —কিন্তু বৈদ্যের পারিতোষিকটা কি একেবারেই বিস্মৃত হলেন ?

বাসব— না বসন্তক, আমি বিস্মৃত হইনি।

] নাগানন্দ

আলোচ্য গ্রন্থের দুজন বঙ্গানুবাদকের সন্ধান পাওয়া যায়— ১। কালীপদ মুখোপাধ্যায় ১৮৬৩ ; ২। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৯০২।

কিন্তু কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থটি নাটিকাকারে নয়। তিনি ৯৮ পৃষ্ঠায় গদ্যে আখ্যানানুবাদ করেছেন, অবশ্য মূল নাটিকানুযায়ী তিনি আখ্যানভাগ পাঁচটি অঙ্কের বিভাগ যথাযথভাবে সংস্থাপিত করেছেন। স্বীয় গ্রন্থটি তিনি 'মহিমার্ণব শ্রীযুক্ত বাবু সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহিমার্ণবেষু'র করকমলে 'সবিনয়ে সাদর সম্ভাষণমাবেদনম্'সহ সমর্পণ করেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গ্রন্থটি গদ্য পদ্যে মূলের যথাযথ প্রাঞ্জল অনুবাদ।

গ্রন্থের ভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাট্যকার শ্রীহর্ষের হিন্দু বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি যুগপৎ শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কথা ব্যক্ত করেছেন নাটকের বিষয়বস্তুর আলোচনার নিরিখে।

গদ্য পদ্যের নমুনাস্বরূপ পঞ্চম অঙ্কের প্রথমাংশের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাক:

প্রতীহারী—গৃহোদ্যানে যাইলেও হয়গো অনিষ্ট-শঙ্কা
স্নেহবশে স্নেহী জন-তরে,
তাতে তিনি অবস্থিত ভীষণ কান্তারে এবে
যেথা বহু বিপদ বিচরে।

জীমূতবাহন সমুদ্রতীরের জলোচ্ছ্বাস দেখবার জন্য কুতূহলী হয়ে যাত্রা করেছেন—এখনও তিনি না আসায় মহারাজ বিশ্বাবসু বড়ই চিন্তিত হয়েছেন। আর তিনি আমাকে এইরূপ আজ্ঞা করলেন।

'দেখ সুনন্দ! আমি শুনলেম যে জামাতা জিমূতবাহন নাকি গরুড়ের নিকটবর্তী কোন ভয়ঙ্কর স্থানে গেছেন। তাই আমি অত্যন্ত ভীত হয়েচি। দেখ, তুমি শীঘ্র জেনে এসো, তিনি নিজগৃহে ফিরে এসেছেন কিনা।' আমি তাই এখন সেখানে যাচ্চি। [পরিক্রমণপূর্বক সম্মুখে অবলোকন করিয়া] এইতো রাজর্ষি জীমূতবাহনের পিতা জীমূতকেতু কুটীরের অঙ্গনে বসে' আছেন; আর তাঁর সহধর্ম্মিনী ও রাজপুত্রী তাঁর সেবা করচেন।

তরল-তরঙ্গ-ভঙ্গ ফেনময় জল-সম
পট্টবস্ত্র করি পরিধান,
মহিষী আছেন বসি' সুসলিলা সুবিশদা
মহাপুণ্যা জাহ্নবী সমান;
তা-সহ জীমূতকেতু বিরাজিত জলধি-শ্রী
করিয়া ধারণ;
তাঁহার সমীপে বসি' শোভেন মলয়বতী
বেলার মতন।

এখন তবে নিকটে যাওয়া যাক।

দ্রষ্টব্য:

১। History of Sanskrit Literature: Dr. S. K. De, page 255.

২। "নীলমণি পাল রত্নাবলী নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন [১৭৭১ শকাব্দ ১৮৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দ] ইহাও গদ্য-পদ্যাকারে পাঠ্যগ্রন্থ।"

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : ডঃ সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৩।

"পর বৎসর [১৮৪৯ সনে] শ্রীহর্ষের রত্নাবলী অবলম্বনে নীলমণি পাল 'রত্নাবলী নাটিকা' প্রকাশ করেন।"—বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৪।

৩। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড [১৮২৪—১৮৫৮] : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৫।

৪। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

রত্নাবলী নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক চলিত ভাষায় অনুবাদিত। কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত। সম্বৎ ১৯১৪।

পত্রসংখ্যা ।।০ ৯২। ইহার বিজ্ঞাপনের তারিখ কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়, ২৮শে ফাল্গুন সম্বৎ ১৯২৪।

৫। নানানিবন্ধ (নাট্যকে রামনারায়ণ) : ডঃ সুশীলকুমার দে, পৃষ্ঠা ২০২-২০৩।

৬। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭।

৭। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩৮। প্রসঙ্গত, এ অভিনয়ের প্রত্যক্ষদর্শী কিশোরীচাঁদ মিত্রের Calcutta Review পত্রিকায় প্রকাশিত (1873, page 255) প্রশংসাসূচক মন্তব্যের অংশবিশেষ উল্লেখযোগ্য :—"The Corps of dramatis personal was trained by Babu Keshab Chunder Ganguli, a born actor.…It was accompanied by a band newly organised by Kshetra Mohan Gossain.…The performence was a great success."

৮। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী, ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২২৬-২৭, ২০৬।

কবি রাজশেখরের নাটকের বঙ্গানুবাদ

সমালোচক রামদাস সেন ভারতী পত্রিকায় [ভাদ্র, ১২৯৪] 'মহাকবি রাজশেখর' প্রবন্ধে বলেছেন ঃ

"ক্ষেমেন্দ্রকৃত সুবৃত্তিতিলক গ্রন্থে রাজশেখর কবির প্রশংসা দেখা যায়। ক্ষেমেন্দ্রকবি বলিয়াছেন, রাজশেখর শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে লিখিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।......বস্তুতঃই তিনি শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে কবিতা লিখিতে ভালবাসিতেন এবং তাঁহার শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের কবিতাগুলিই বিশেষ মনোহর।...রাজশেখর কবি কেন ? তাঁহার কি কি কবিতাগ্রন্থ আছে ? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি তাঁহার ছয়খানি কাব্যগ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। তন্মধ্যে ১। বালরামায়ণ ২। বালভারত বা প্রচন্ডতান্ডব—সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায় না। ৩। কর্পূরমঞ্জরী ও ৪। বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা—এই চারিখানি গ্রন্থ অদ্যাপি পাওয়া যায় এবং তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আর দুইখানি গ্রন্থের নাম জানি না, কিন্তু তাহা ছিল, একথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি...।"

বলা বাহুল্য উপরোক্ত চারটি নাটকের মধ্যে ৩ ও ৪ সংখ্যক দুটি দৃশ্য-কাব্যের বঙ্গানুবাদ সাধিত হয়েছে এবং এ দুটি গ্রন্থে [মূল] শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে বেশ কিছু শ্লোক রচিত হয়েছে।

বিদ্ধশালভঞ্জিকা ও কর্পূরমঞ্জরী নাটকের একমাত্র বঙ্গানুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বঙ্গানুদিত গ্রন্থদুটির ভূমিকায় প্রসঙ্গত কিছু আলোচনা করেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনূদিত গ্রন্থটির মূল আলোচনায় এবার আমরা অগ্রসর হব।

□ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'বিদগ্ধশালভঞ্জিকা'

আলোচ্য গ্রন্থটির প্রকাশকাল ২০শে ডিসেম্বর ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ [১৩১০ বঙ্গাব্দ]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৩। পরবর্তীকালে বসুমতী সাহিত্যমন্দির প্রকাশিত 'জ্যোতিরিন্দ্র গ্রন্থাবলী'তে এটি পুনর্মুদ্রিত হয়।

গ্রন্থের 'ভূমিকায়' অনুবাদক বলেছেন ঃ

"রত্নাবলী ও মালবিকাগ্নিমিত্রের ন্যায় 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা' [কাঠে ক্ষোদা পুতুল] একটি নাটিকা। ইহা চারি অঙ্কে বিভক্ত। ত্রিলিঙ্গাধিপতি বিদ্যাধর-মল্লের গুপ্ত প্রেম-লীলাই ইহার আখ্যানবস্তু। চিত্রশালায় রাজা মৃগাঙ্কাবলীর বিবিধচিত্র ও একটি দারুময়ী প্রতিমা দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন। ইহা হইতেই এই নাটিকার নাম 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা' হইয়াছে। রচনার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, এই নাটিকাখানি তেমন প্রাচীন নহে। কোন্ সময়ে ইহা রচিত হইয়াছিল, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে 'শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি' নামক চতুর্দ্দশ শতাব্দীর একটি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। ইহাতে প্রতিপন্ন হয়, নাটিকাখানি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত। সম্ভবতঃ ইহা ভোজ-রাজার রাজত্বকালের পরবর্ত্তী নহে। কেননা, সুবন্ধু-প্রণীত 'বাসবদত্তা' গ্রন্থে এই নাটিকার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। 'বাসবদত্তা'র একস্থলে লিখিত হইয়াছে যে, 'কুসুম-পুরের প্রত্যেক গৃহে শালভঞ্জিকা ও বৃহৎকথা বিদ্যমান।' ভোজরাজ প্রণীত 'সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ' নামক অলঙ্কার গ্রন্থেও এই নাটিকার উল্লেখ আছে। গ্রন্থকারের নাম রাজশেখর। ইনি একজন 'মহামন্ত্রিপুত্র', রঘুবংশীয় রাজা মহেন্দ্রপাল ইঁহার শিষ্য ছিলেন।—সম্ভবত একাদশ কিম্বা দ্বাদশ শতাব্দীতে কবি রাজশেখর আবির্ভূত হয়েন…।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গদ্য ও পদ্যে মূল নাটকের যথাযথ অনুবাদ করেছেন।

অনুবাদের নমুনাস্বরূপ তৃতীয়াঙ্কের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

বিদূষক— যার অঙ্গ নেই, সেই অনঙ্গের আবার রণোদ্যোগ—তাই আমার ভারি হাসি পাচ্চে।

রাজা— এসময়ে এত উচ্চহাস্য করে কেন আমাকে কষ্ট দেও ?

মৃগাঙ্কাবলী—সখি বিচক্ষণা, বুঝি লোকজন আসছে।

বিচক্ষণা— কদলীবনের আড়াল থেকে দেখা যাক্, ব্যাপারটা কি। [তথাকরণ]।

বিদূষক— এসো প্রবেশ করা যাক: [পরিক্রমণ]।

রাজা— [শীতল উপচার সামগ্রী অবলোক করিয়া]

মৃণাল বলয়রূপে করেছে ধারণ,
বসন্ত-পল্লব যত ইহারই কারণ।
কদলী-দল-অংশুক ইঁহারই নিশ্চিত;
স্মরজর তাহে যেন দেখি সংক্রামিত।

এই পরিত্যক্ত শীতল সামগ্রীর দ্বারা আমার হৃদয়ানল নির্বাণ করি।

[তথা করিতে উপবেশন]

লক্ষণীয় বিষয় হল—১। সংলাপের গদ্যভাষা চলিত ও স্বাভাবিক। ২। পদ্য সংলাপের ভাষা সাধু। ৩। সংলাপের ভাষার নাটকীয়তা অভিনয় উপযোগী।

দুঃখের বিষয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যান্য অধিকাংশ অনূদিত নাটকের মতো আলোচ্য অনুবাদ নাটকেরও কোন অভিনয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হয় নি।

□ কর্পূরমঞ্জরী

আলোচ্য অনুবাদ গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশকাল ২৩শে এপ্রিল ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ [১৩১১ বঙ্গাব্দ]। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আলোচ্য অনুবাদ কর্মটিও বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্র গ্রন্থাবলীতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। অনূদিত গ্রন্থের ভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

"কর্পূরমঞ্জরী—ইহা সট্টক-জাতীয় একটি উপরূপক। বিদ্ধশালভঞ্জিকা-নাটিকার রচয়িতা কবিবর রাজশেখর-কর্তৃক ইহা বিরচিত। 'সট্টক' সর্ববিষয়েই নাটিকা লক্ষণাক্রান্ত, কেবল প্রভেদ এই ইহার গদ্য পদ্য সমস্ত অংশই প্রাকৃত-ভাষায় রচিত থাকে; ইহাতে 'প্রবেশক' ও 'বিষ্কম্ভক' থাকে না, এবং ইহাতে অদ্ভুতরসের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। নাটিকার ন্যায় ইহাও চারি অঙ্কে বিভক্ত। কিন্তু ইহার অঙ্কগুলি 'যবনিকান্তর' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অলঙ্কার গ্রন্থাদিতে সট্টকের উদাহরণ স্বরূপ এই কর্পূরমঞ্জরীরই উল্লেখ দেখা যায়।"

সুতরাং, মনীষী অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের একমাত্র উল্লেখ্য সট্টক জাতীয় উপরূপকের অনুবাদ দ্বারা বাংলা নাট্য সাহিত্য-ভাণ্ডারকে শ্রীমণ্ডিত করেছেন বলা চলে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদ কর্ম যথাযথ। অঙ্ক বা দৃশ্য বিভাগের পরিবর্তে মূলানুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যান্তর-এর মাধ্যমে প্রতি অঙ্কের সীমা নির্দেশিত হয়েছে। গদ্য পদ্যে [গীতসহ] অনুবাদকর্ম সম্পাদিত।

'বান্ধব' পত্রিকার চৈত্র ১৩১০ সালের সংখ্যায় 'সংক্ষিপ্ত-সমালোচন'-এ 'ধনঞ্জয় বিজয়' ও 'কর্পূরমঞ্জরী' দুটি নাটকের সম্যালোচনা যুগপৎ প্রকাশিত হয়। দুটি নাটকেরই অনুবাদকর্ম 'আক্ষরিক কিন্তু সরল, সুখপাঠ্য ও প্রশংসার্হ হইয়াছে' মন্তব্য করে অনুবাদকর্মের উদ্ধৃতিসহ বলা হয়েছে—

"...আমরা এখানে কর্পূরমঞ্জরী হইতেও একটি অনূদিত শ্লোক উদ্ধৃত করিব। যথা বসন্ত বর্ণনায়—

'ষোড়শী বালারা এবে বিম্ব-ওষ্ঠে নাহি দেয়
বহুল মদন ;
সুরভি তৈল দিয়া এবে দেখ নাহি করে
বেণী বিরচন',

এই পংক্তি চতুষ্টয়ের মধ্যে 'সুরভি তৈল দিয়া'—এই পাদটি আমাদিগের নিকট ভাল লাগিল না। গদ্যরচনা কিয়দংশে পদ্য লক্ষণান্বিত হইলে উহাকে পদ্যগন্ধি গদ্য বলে। পদ্যরচনাও সেইরূপ গদ্য লক্ষণে লাঞ্ছিত হইলে উহাকে গদ্যগন্ধি বলা যাইতে পারে। এস্থলে, 'সুরভি তৈল দিয়া' এই সপ্তাক্ষর শব্দত্রয়ের পরিবর্তে নিম্নলিখিত প্রকারে পদ-যোজনা করিলে, বোধহয়, যতিভঙ্গদোষ ও গদ্যগন্ধের কোনপ্রকার সম্পর্ক থাকে না। যথা—

সুরভিত তৈলে তারা এবে দেখ নাহি করে
বেণী বিরচন;—

গ্রন্থকারের আর একটি অনূদিত কবিতায় 'প্রশমিত' শব্দটি আমাদিগের নিকট মূল কবিতার অর্থ বিঘাতক বলিয়া বোধ হইল। গদাধর-হর; গৌরীর প্রণয়-কোপ প্রশমনার্থ, তদীয় পদারবিন্দে প্রণত হইয়াছেন। সে প্রসাদনী প্রণতিই কবিতার প্রতিপাদ্য। কবিতার আরম্ভে মূল প্রাকৃতে আছে,—'ঈসারোসপসা-দপণদিস্স'। গ্রন্থকার ইহার বাঙ্গালা অনুবাদে লিখিয়াছেন—'ঈর্ষাকোপ প্রশমিত—প্রণত হইয়া যিনি' ইত্যাদি। এখানে এই 'প্রশমিত' শব্দ কার বিশেষণ? গৌরীর না হরের? প্রশমিত বলিলে প্রসাদন-ক্রিয়ার আর বাকি

থাকে কি? আমাদিগের ক্ষুদ্র-বিবেচনায় এই লয় যে, এস্থলে প্রশমিত না বলিয়া 'প্রশমনে' কিংবা 'প্রসাদনে' বলিলেই, বুঝিবা প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট হয়। আমরা 'বুঝিবা' বলিতেছি ভয়ে ভয়ে। কারণ অনুবাদকের নাম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তিনি যেমন পণ্ডিত, তেমনি কবি, কাব্যানুবাদে সিদ্ধহস্ত। তিনি স্বজাতীয় সাহিত্য সম্পর্কে যে কার্য্য করিতেছেন, তাহা তাদৃশ প্রশান্ত প্রতিভান্বিত সুপণ্ডিত কবিরই শোভা পায়।

—এ সমালোচনা প্রসঙ্গে আর কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন বলেই মনে হয়।

এবার অনুবাদের নমুনাস্বরূপ চতুর্থ যবনিকান্তরের শেষাংশ [ভরতবাক্য-অংশটুকু বাদে] এখানে উদ্ধৃত করা হল :

রাজ্ঞী— [কুরঙ্গিকার প্রতি] তুমি মহারাজকে সাজিয়ে দেও—আর সারঙ্গিকা ধনসার মঞ্জরীকে সাজিয়ে দিক্।

উভয়ে— [উভয়ের বিবাহযোগ্য বেশভুষা সম্পাদন]

ভৈরবাচার্য্য—উপাধ্যায় পুরোহিতকে ডেকে আনা হোক্।

রাজ্ঞী— মহারাজ! পুরোহিত কপিঞ্জল ঠাকুর এখানেই রয়েছেন।

বিদূষক— আমি তো প্রস্তুত আছি। এসো এসো সখা, তোমার চাদরে গাঁট বেঁধে দি। এখন তোমার হস্ত দিয়ে কর্পূরমঞ্জরীর হস্তধারণ কর।

রাজ্ঞী— [চমৎকৃত হইয়া] কর্পূরমঞ্জরী কোথায়?

ভৈরবানন্দ— [তাঁর মনের ভাব বুঝিয়া বিদূষকের প্রতি] তোমার বিষম ভ্রম হয়েচে; কর্পূরমঞ্জরীরই আর একটি নাম ধনসারমঞ্জরী।

রাজা— [হস্তগ্রহণ করিয়া]
'রঙ্গ'-ধাতু-ফলকের-সূক্ষ্মাগ্র যেমতি সূতীগণ,
কেতকী-কুসুম গত-গর্ভদল-কণ্টক যেমন,
সুন্দরীর তনুস্পর্শে তেমতি আমার
সর্ব্ব-অঙ্গে হ'ল কিবা পুলক সঞ্চার।

বিদূষক— ওগো বয়স্য! এইবার সাতপাক দেও। অগ্নিতে লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ কর।

রাজা— [সাতপাক দিয়া ভ্রমণ]

নায়িকা— [ধূমহেতু মুখ ফিরাইয়া অবস্থান]

রাজা— [পরিণয় সম্পাদন]

রাজ্ঞী— [সপরিবারে প্রস্থান]

ভৈরবাচার্য্য—পুরোহিতের দক্ষিণা দেওয়া হোক্।

রাজা— দেওয়া যাচ্চে। বয়স্য! তোমাকে একশত গ্রামদান করলেম্।

বিদূষক— কল্যাণ হোক্। [নৃত্য]

ভৈরবাচার্য্য—মহারাজ, আপনার আর কি প্রিয়কার্য্য আছে?

রাজা— যোগীশ্বর! আমার এখন আর কি প্রিয়কার্য্য আছে?

প্রিয়দর্শিকা নাটকের অনুবাদ প্রসঙ্গে যে তিনটি লক্ষণীয় বিষয়ের উল্লেখ করেছি কর্পূরমঞ্জরীর অনুবাদ কর্ম প্রসঙ্গেও তা স্মরণীয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনূদিত কর্পূরমঞ্জরীর কোন অভিনয়ানুষ্ঠানের সংবাদ আমরা সমসাময়িক পত্রপত্রিকা থেকে পাই না। অবশ্য, কর্পূরমঞ্জরী নাটকটি কাব্যহিসাবে যতখানি উপাদেয় দৃশ্যকাব্য হিসাবে ঠিক ততখানি নয় কারণ উদাহরণস্বরূপ উপরে উদ্ধৃত অংশ থেকে আমরা দেখতে পাই সংলাপের মাঝে মাঝে বন্ধনীর মধ্যে যে সমস্ত ক্রিয়ার [ঘটনা সংঘটনের] নির্দেশ দেওয়া আছে সেগুলি মঞ্চে সম্পাদন করা খুবই দরূহ।

☐ কাঞ্চনাচার্য্য রচিত ধনঞ্জয় বিজয়

আলোচ্য নাটকেরও একমাত্র বঙ্গানুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। অনুবাদের প্রথম প্রকাশকাল ৩রা মার্চ ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ [বাংলা ১৩১০ সাল]। পরবর্তীকালে বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্র গ্রন্থাবলীতে এ অনুবাদকর্ম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

নাটক ও নাট্যকার প্রসঙ্গে অনুবাদক তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন:

"ধনঞ্জয় বিজয়, ব্যায়োগ-জাতীয় রূপক। নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথি ও প্রহসন—রূপকের এই দশটি ভেদ। অতএব ব্যায়োগ এই দশের মধ্যে একটি। ব্যায়োগ এক অঙ্কে সমাপ্ত হয়। ইহা স্বল্প স্ত্রী-জন-সংযুক্ত; গর্ভ ও বিমর্ষ—এই দুইটি সন্ধি ইহাতে থাকে না। ইহার পাত্রগণের মধ্যে পুরুষবর্গ অধিক। ইহার নায়ক কোন প্রখ্যাত পুরুষ কিম্বা দেবতা হওয়া চাই। কোন ঐতিহাসিক যুদ্ধ ব্যাপারই ইহার আখ্যানবস্তু। হাস্য, শৃঙ্গার ও শান্তিরস ইহাতে বর্জ্জিত। এই ধনঞ্জয় বিজয় কাব্যায়ন-ব্রাহ্মণ বংশীয় যোগশাস্ত্রের উপদেষ্টা নারায়ণ উপাধ্যায়ের পুত্র কাঞ্চনা-

চার্য্যের প্রণীত। এই ব্যায়োগ নাটকখানি জয়দেব নামক কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আদেশলিপি অনুসারে গঙ্গাধর মিশ্র প্রভৃতির চিত্তবিনোদনার্থ শরৎকালে অভিনীত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে জয়দেব নামে কনৌজের এক রাজা ছিলেন। ইনি সেই জয়দেব কিনা বলা দুষ্কর। গঙ্গাধর মিশ্রও একজন সুলেখক বলিয়া খ্যাত। ধনঞ্জয় বিজয় কাব্যাংশে উচ্চদরের না হউক, ইহার সংস্কৃত অতীব সুললিত ও প্রাঞ্জল। ব্যায়োগের দৃষ্টান্তস্বরূপ আর অন্যসকল রচনাই বিলুপ্ত কিম্বা দুষ্প্রাপ্য, কেবল এই ব্যায়োগখানি এখনও পর্য্যন্ত কাল-কবলে পতিত হয় নাই।"

দশ পৃষ্ঠায় [বসুমতী সংস্করণ] গদ্য পদ্যে এ অনুবাদ কর্ম মূলানুযায়ী যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়েছে। অর্জুন এ নাটকের নায়ক—কোন স্ত্রী ভূমিকা এতে নেই। সংস্কৃত নাটকের প্রচলিত নিয়মানুসারে নান্দী, সূত্রধার ইত্যাদি প্রস্তাবনা অংশ দ্বারা নাটকের সূচনা হয়েছে। বিরাটতনয়ের সারথ্যে অর্জুন কর্তৃক গোধন-প্রত্যানয়নের জন্য দুর্যোধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় নাটক আরম্ভ এবং বিরাটরাজ কর্তৃক তদীয় তনয়া উত্তরার সহিত অর্জুনপুত্র অভি-মন্যুর বিবাহ সম্পাদনে নাটক সমাপ্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত আলোচ্য গ্রন্থ সম্বন্ধে বান্ধব পত্রিকার [চৈত্র, ১৩১০] 'সংক্ষিপ্ত সমালোচন' উল্লেখযোগ্য। 'ধনঞ্জয়-বিজয়' ও 'কর্পূরমঞ্জরী' [কবি রাজশেখরকৃত ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত] সমালোচনা প্রসঙ্গে বান্ধব বলেছেন ঃ

"আমরা এই দুইখানি পুস্তকই মূলের সহিত মিলাইয়া পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি ; এবং প্রায় প্রত্যেক পংক্তিতেই অনুবাদ নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া গ্রন্থকারকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিয়াছি। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা নাট্য সাহিত্যকে লক্ষণ-ভেদে নানারূপ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সেই শ্রেণী বিভাগ অনুসারে, ধনঞ্জয়বিজয়ের নাম ব্যায়োগ। ···ব্যায়োগের বিশেষ লক্ষণ এই যে, উহার আরম্ভ ও শেষ সমস্তই এক অঙ্কে সমাপ্ত। ···এই দুই পুস্তকের বঙ্গানুবাদের দ্বারা বাঙ্গালাভাষার যথাসম্ভব শোভাবৃদ্ধি হইয়াছে।"

অনুবাদের নমুনাস্বরূপ নাটকের শেষাংশ [ভরতবাক্য বাদে] এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

বিরাট — [যুধিষ্ঠিরের প্রতি]

বেণীসংহার নাটকের ছয়টি বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায় :

১। বেণীসংহার : মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ [শর্ম্মা] সম্পাদিত—১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ শক ১৭৭৭

২। „ : রামনারায়ণ তর্করত্ন কলিকাতা; ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ ।

৩। „ নাটক : কেদারনাথ তর্করত্ন কলিকাতা ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ ।

৪। „ : ভুবনমোহন ঘটক; কলিকাতা ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ ।

৫। শত্রুসংহার : হরলাল রায় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ ।

৬। বেণীসংহার নাটক : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩০৮ বঙ্গাব্দ ।

এর মধ্যে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের [—১৮৬০] গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে বঙ্গানুবাদ নয় পরন্তু মূল সংস্কৃত নাটকটি টীকা, টিপ্পনী ও অন্বয়সহ সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু বাঙলা হরফে মুদ্রিত। অপর গ্রন্থগুলি অবশ্য বিভিন্ন রীতিতে বঙ্গানুবাদ।

□ মুক্তারাম শর্ম্মার বেণীসংহার

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

Veni Samhara/a drama By Bhatta Narayana./Editied By Muktaram Vidyabagish./Calcutta,/Printed at the Bengal Superior Press./1855

গ্রন্থের প্রারম্ভে ভট্টনারায়ণের একটি বংশলতা দেওয়া আছে যাতে পরবর্তী ৩৩ তম পুরুষের নাম উল্লিখিত হয়েছে [সম্পাদকের নিজ নাম]। তারপর ১৪ পৃষ্ঠাব্যাপী ইংরাজী ভূমিকা এবং তারপর ৫ পৃষ্ঠাব্যাপী সংস্কৃত ভাষায় 'অবতরণিকা' মুদ্রিত আছে। ইংরাজী ভূমিকায় প্রথমে ভট্টনারায়ণের বংশ-পরিচয়; সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি ব্যক্ত হয়েছে। তারপর 'Veni Samhara—a drama in six acts'……উল্লেখ করে নাটকের পাত্রপাত্রী-দের নামোল্লেখপূর্বক নাটকের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। ইংরাজী ভূমিকায় একেবারে শেষের দিকে শ্রীমুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন :

"……the Veni Samhara is calculated to remind us very forcibly of the early attempts of the French and English dramatists."

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত সাহিত্যসাধক চরিতমালার দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের জীবনী থেকে জানা যায়—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য কৃতী ছাত্র [জ্যোতিষ, স্মৃতি প্রভৃতি ১৮৩৬—১৮৩৯] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহপাঠী মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ছাত্রজীবন শেষ করে হিন্দু কলেজ সংলগ্ন পাঠমালায় বাংলার মাধ্যমে সাহিত্য ও প্রাচ্যপ্রতীচ্য বিজ্ঞান শিক্ষাদানের শিক্ষকতায় যোগদান করেন। একবৎসর পরে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগের পণ্ডিতের পদে, তারও দুই বৎসর পরে কলিকাতার মাদ্রাসার ইংরেজী স্কুল সংলগ্ন বাংলা শ্রেণীপণ্ডিতের পদে মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। ব্রজেন্দ্রনাথ সাহিত্যসাধক চরিতমালার দ্বিতীয় খণ্ডে মুক্তারামের জীবনীতে General Reports of the General Committee of Public Instruction-এর 1940—44 এর সংখ্যাগুলি থেকে উপরোক্ত তথ্যগুলি জ্ঞাপন করেছেন। বেণীসংহার নাটকের অনুবাদ ছাড়া মুক্তারাম বিভিন্ন বিষয়ে ১০টি গ্রন্থ রচনা বা সম্পাদনা করেন তার মধ্যে ল্যাম্বকৃত শেকসপীয়রের নাটকের উপাখ্যানানুবাদ গ্রন্থটি "শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও অন্যান্য সুহৃৎগণ সাহায্যে" সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক কর্তৃক বঙ্গভাষায় সংকলিত হয় [৫০০ পৃষ্ঠা] ১২৫৯ বঙ্গাব্দে। পরে ১৩১৮ সালে এ গ্রন্থ বসুমতী কার্যালয় পুনর্মুদ্রিত করেন। মুক্তারামের অন্যান্য গ্রন্থগুলি : শিশুবোধি-ভূগোলসূত্র [১২৪৭ সন], শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস-সটীক ১৭৬৭ শকাব্দ, শব্দাম্বুধি [১৭৭৫]; আরবীয়োপাখ্যান ৫ খণ্ড, শ্রীমৎ ভাগবত—শক ১৭৭৭ দ্বাদশখণ্ডে [শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৮৮ শকে]; নূতন অভিধান [শক ১৭৭৮], অমরার্থ-দীধিতি [১২৬৩ বঙ্গাব্দ], অন্নদামঙ্গল-সম্পাদিত [১৮৫১], হিতোপদেশ [১২৬৭]।

১৮৬০ সালের ১লা এপ্রিল মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন বড় পণ্ডিত ও স্মার্তকে হারায়। কলকাতা মাদ্রাসার তৎকালীন অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন লীস (W. N. Lees) তাঁর মৃত্যুতে যে প্রশস্তি রচনা করেন তা স্মরণীয়।[২]

সংস্কৃত 'অবতরণিকা'তেও ইংরাজী বক্তব্যের অনুরূপ বক্তব্য আছে।

গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা—১৪+।/·+১২৪।

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

বেণীসংহার নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক গৌড়ীয় চলিত ভাষায় অনুবাদিত। কলিকাতা সত্যার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত। সংবৎ ১৯১৩। দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃষ্ঠা সংখ্যা—১০৩), কলিকাতা সংবৎ ১৯০৩ (১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ)।

রামনারায়ণ যথাযথভাবে বঙ্গানুবাদ করেন নি পরন্তু পরিবর্তন ও পরিবর্জন কিছুটা সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদকর্ম সম্পাদন করেন।[৩] অনুবাদের রীতি ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'-এ তিনি বলেছেন :

"মহাকবি ভট্টনারায়ণ কুরুপান্ডবদিগের যুদ্ধবৃত্তান্ত বিষয়ে 'বেণীসংহার' নামে যে এক সংস্কৃত নাটক রচনা করেন তাহা বীর করুণাদি নানারসে পরিপূর্ণ ও স্বভাবোক্তি প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কৃত, সুতরাং এতদ্দেশে সুপাঠ্য নাটক মধ্যে পরিগণিত ও সুবিখ্যাত রহিয়াছে। ঐ মনোহর নাটক পাঠ করিলে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রপটে অবিকল চিত্রিত হইয়া থাকে, তাহাতে যেরূপ আনন্দ হ্রদে নিমগ্ন হইতে হয় তাহা উক্ত নাটক পাঠকগণের পরোক্ষ নহে কিন্তু সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ বিজ্ঞগণ তাহার রসাস্বাদনে অসমর্থ—এ হেতু আমি বহু পরিশ্রমে সচরাচর চলিত দেশীয় ভাষায় উক্ত নাটকখানি অনুবাদিত ও মুদ্রিত করিলাম। এ অনুবাদ অবিকল অনুবাদ নহে, স্থানবিশেষে কোন ২ অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এক্ষণে দেশীয় ভাষানুরাগি মহোদয়গণ দৃষ্টিগোচর করিলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা কলিকাতা, সংস্কৃত বিদ্যালয় ২৮ জ্যৈষ্ঠ সংবৎ ১৯১৩।"

এরপর ২২ পৃষ্ঠাব্যাপী সরল বাংলায় নাটকের 'আখ্যায়িকা' বর্ণনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অঙ্কে এবং ৯৬ পৃষ্ঠায় গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়েছে।

অনুবাদের নমুনাস্বরূপ প্রথম অঙ্কের ভীম-সহদেব কথোপকথন দৃশ্যের [প্রথম দৃশ্য] অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক :

[কুরুক্ষেত্রের পথে ভীম ও সহদেবের প্রবেশ]

ভীম— না ভাই, তোমার সকল ভাইরে তাদের সঙ্গে সন্ধি করিতে উদ্যত, এখন তাদের অমঙ্গল চিন্তা করা তোমার উচিত হয় না।

সহদেব— মেজদাদা, কি বলিব, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা তো পদে ২ই আমাদের

অপমান করেছে; তা আপনার ভাই হইয়ে কি আমরা তাদের ক্ষমা করিতাম ? কি করি; রাজা যে কিছুই করিতে দিলেন না।

ভীম— [সক্রোধে] কি ? দিলেন না। তবে আমিও আজি অবধি তোমাদের হইতে স্বতন্ত্র হলেম। দেখ দুর্য্যোধন বাল্যকালে আমারই সঙ্গে শত্রুতা করেছে; রাজার সঙ্গে করে নাই, কৃষ্ণের সঙ্গেও করে নাই, তা তোমরা সকলে সন্ধি করিবে না কেন; করোগে, কিন্তু আমিও সে সন্ধি ভঙ্গ করিব; সন্দেহ নাই।

সহ— [সানুনয়ে] আপনি এমন করিলে গুরু যে মনোদুঃখ করিবেন।

ভীম— [সহাস্যমুখে] কি ? গুরু কি মনোদুঃখ করিতে জানেন ? সভামধ্যে দ্রৌপদীর সেই অপমান আমরা স্বচক্ষে দেখে বাকল পরে ব্যাধের মত বনে বাস করিলাম, বিরাট রাজার কাছে অত্যন্ত অযোগ্য কর্ম্মে নিযুক্ত থেকে লুকাইয়া রহিলাম; কৈ, তিনি এতে মনোদুঃখ করিতে পারেন নাই, এখন সন্ধি ভেদ করিলেই মনো-দুঃখ করিবেন; করুন; তুমি যাও রাজার নিকট বলোগে, ভীম একথা শুনে বড় রাগত হইয়া বলিতেছে।

সহ— কি বলিতেছেন, বলিব গে ?

ভীম— বলোগে, আমি কোন কথাই শুনিব না, এতে আমাকে লোকেও নিন্দা করিবে, আমার ভাইরেও নিন্দা করিবে, করুক, আজিকার একদিনের নিমিত্তে তিনিও যেন আমার গুরু নন; আমিও যেন তাঁর শিষ্য নই; আমি আজি এই গদাপ্রহারে সমস্ত কুরুকুল নির্ম্মূল করিব।

মূল নাটকের দৃশ্যাংশ থেকে অনূদিত দৃশ্যাঙ্ক যে সংক্ষেপিত ও পরিবর্জিত তা বলাই বাহুল্য। সংলাপ চলিত ভাষায় রচিত হলেও স্থানে স্থানে অভিনয়োপযোগী হয় নি। 'ভাইরে' 'পদে ২ ই' 'নিমিত্তে' প্রভৃতি শব্দগুলি শ্রুতিকটু।

এবার অভিনয় প্রসঙ্গে আসা যাক।

"১৮৫৩ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। পরে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চও তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও বিদ্যোৎসাহিনী সভার সহিত সংযুক্ত হয়। ১৮৫৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পর বৎসর ১১ই এপ্রিল

শনিবার এই রঙ্গমঞ্চের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় এবং সেই তারিখে উহাতে প্রথম অভিনীত হয় ভট্টনারায়ণ কৃত 'বেণীসংহার' নাটকের রামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক একটি বাংলা অনুবাদ।[৪]

এই অভিনয় প্রসঙ্গে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় (১৫ই এপ্রিল, বুধবার, ১৮৫৭ সাল) নিম্নোদ্ধৃত বিবৃতি প্রকাশিত হয় ঃ

যুগলসেতু নিবাসী সিংহবাবুদিগের ভবনে গত শনিবার [১১ই এপ্রিল] সন্ধ্যার পর মহাসমারোহে নাট্যক্রীড়া হইয়াছিল; সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার আরথর বুলার সাহেব; ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী মেং সিসিল বিডন সাহেব প্রভৃতি ৫/৭ জন প্রধান ইংরাজ এবং নগরীর অনেক আঢ্য মহাশয়েরা ঐ নাট্যক্রীড়া দর্শনে গমন করিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই নাট্য কৌতুক দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং বাবুরা সাহেবদিগকে পানভোজনে পরিতোষ করিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আরো বলেছেন ঃ

'বেণীসংহার' নাটকে কালীপ্রসন্ন নিজেও অভিনয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিনয় খুব প্রশংসার্হ হইয়াছিল। প্রশংসায় উৎসাহিত হইয়া তিনি স্বয়ং নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং ১৮৫৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহার 'বিজ্ঞাপন' পাঠে আমরা বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমির কথা ও নাটক রচনার উদ্দেশ্য জানিতে পারি।[৫] [কালীপ্রসন্ন সিংহের বিক্রমোর্বশী নাটকের অনূদিত গ্রন্থ আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বে এই বিজ্ঞাপনের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'মহাশ্বেতা' নাটকের আলোচনা করে 'কস্যাচিৎ যথার্থবাদি দর্শকস্য'র একটি পত্র ১৮৫৭ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবারের 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, যাতে পত্রলেখক প্রসঙ্গত বলেছেন ঃ

"...সম্পাদক মহাশয়! কাদম্বরীর ভার যাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল তিনি বালক। কিন্তু বালক হইয়াও স্বীয় ভার এরূপ মর্য্যাদার সহিত নিষ্পন্ন করিয়াছেন যে দর্শকমাত্রেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন; উক্ত মহাশয় বেণীসংহার নাটকের অভিনয়কালীন দুর্য্যোধন সীমন্তিনী হইয়াও যথেষ্ট প্রশংসা ভাজন হন।"

পত্রলেখক কাদম্বরী ও দুর্য্যোধন সীমন্তিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ অভিনেতা বালকের নাম প্রকাশ করেন নি কিন্তু আলোচ্য 'মহাশ্বেতা' নাটকের [রচনা মণিমোহন সরকার] ছাপা গ্রন্থের ভূমিকা লিপিতে৬ বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষের নাম মুদ্রিত আছে। সুতরাং দুর্যোধন সীমন্তিনীর ভূমিকায় অভিনয় করে যে বালক দর্শকদের প্রশংসা ভাজন হন তিনি যে বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ— সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

□ কেদারনাথ তর্করত্নের 'বেণীসংহার নাটক'

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

ভট্টনারায়ণ প্রণীত বেণীসংহার নাটকের বঙ্গানুবাদ। শ্রীযুত বাবু বরদা-প্রসাদ মজুমদারের প্রার্থনায় বিশপস কালেজের প্রধান পণ্ডিত শ্রী কেদারনাথ তর্করত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত। কলিকাতা বি, পি, এম্‌স্ যন্ত্রে শ্রীঅমৃতলাল চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ২২নং ঝামাপুকুর লেন। সন ১২৭৭ মূল্য দ° বার আনা মাত্র ॥

ছয় অঙ্কে গদ্যে অনুবাদকর্ম সমাপ্ত। গ্রন্থের আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় (এক পৃষ্ঠা ব্যাপী) প্রকাশক শ্রীবরদাপ্রসাদ মজুমদারের 'প্রথম বিজ্ঞাপন' মুদ্রিত আছে। তারপর প্রায় ৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী শ্রীকেদারনাথ শর্ম্মার 'দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন' লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'প্রথম বিজ্ঞাপন'-এ বরদাপ্রসাদ মজুমদার বলেছেন ঃ

"কাব্য প্রকাশিকার ভট্টনারায়ণ প্রণীত বেণীসংহার নাটক অনুবাদ সমেত সমাপ্ত হইল। ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থ নির্ণীত হইয়াছে বলিয়া পরীক্ষার্থী-গণের পক্ষে ইহার টীকা ও অনুবাদ যতদূর সুগম হইতে পারে ততদূর হইয়াছে। অন্যান্য নাটকের ন্যায় ইহার আংশিক টীকা হয় নাই। আদ্যোপান্ত সমস্ত টীকাই হইয়াছে এবং সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণেরও সংস্কৃত নাটকানুবাদ লালসা পরিপূরণার্থ অনুবাদও অবিকল হইয়াছে। কোন স্থানে রসভাবাদির বিপর্য্যয় হয় নাই। কিন্তু সংক্ষেপ সময় বশতঃ কোন কোন স্থানে যদি বর্ণাশুদ্ধি থাকে তাহাও সহৃদয় মহোদয়গণের নিকট মার্জনীয় সন্দেহ নাই।

এই নাটক পূর্বে এতদ্দেশে দুষ্প্রাপ্য ছিল। ১২৫২ সালে নিজ পূর্ব-পুরুষবরের কৃতি বলিয়া শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের অনুমতিক্রমে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সংশোধন করিয়া বাঙ্গালা অক্ষরে

কেবল মূলটি মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন, পরে তর্কালঙ্কার ও বাচস্পতি মহাশয় প্রভৃতি দু তিনখানি পুস্তক মুদ্রিত হয়; কিন্তু তাদৃশ বালসুলভ টীকা ছিল না। কোনখানিতে দুরূহ টীকা ও কোনখানি কেবল পাঠ নির্ণয় পূর্ব্বক মুদ্রিত হইয়াছিল। আমি যে তৎপরিবর্ত্তে ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম এমত নহে। আমি যে সংস্কৃত পুস্তক সকল মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছি; সেই ব্রতানুসারেই ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।......কিমধিকমিতি—কলিকাতা ১২৭৬ সাল।"

'দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন'-এ অনুবাদক কেদারনাথ শর্ম্মা প্রথমে ভট্টনারায়ণের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করে অঙ্কানুসারে নাটকের কাহিনীর আলোচনা করেছেন, তারপর তিনি বলেছেন ঃ

"...ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থ নির্ণীত হওয়াতে ছাত্রগণের সুবোধার্থ আমি আদ্যোপান্ত অবিকল অনুবাদ করিয়া দিলাম, বাঙ্গালা নাটক লিখিতে হইলে যেরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়, আমি তাহা করি নাই, কারণ সংস্কৃত পাঠার্থী ছাত্রগণের অর্থবোধই আমার প্রধান উদ্দেশ্য, অতএব তাহা রক্ষা করিবার যতদূর সম্ভব তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই, কিন্তু যেখানে সংস্কৃতোক্ত অংশের পরিত্যাগ বা বিপর্য্যয় না করিলে বাঙ্গালা নাটক ভাল হয় না সেখানে অবিকল সংস্কৃত ভাব বজায় রাখিয়া যতদূর হইতে পারে করিয়াছি; এক্ষণে ইহা দ্বারা পাঠকবর্গের বহুতর উপকার হইলেই আমার পরিশ্রম সার্থক বোধ করি। ক্ষিপ্রকারিতা নিবন্ধন স্থানে স্থানে যদি কোন ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্ট হয়, সহৃদয় পাঠক মহাশয়েরা তাহা ক্ষমা করিবেন। নালমতিপল্লবিতেন। ১২৭৭।২।১৭—শ্রী কেদার নাথ শর্ম্মা।"

উপরোক্ত দুটি বিজ্ঞাপন থেকে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি ঃ

১। প্রথম বিজ্ঞাপনের তারিখ ১২৭৬ সাল, দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনের তারিখ ১৭।২। ১২৭৭ এবং আখ্যাপত্রে মুদ্রিত সন ১২৭৭। গ্রন্থটি ছাপার জন্য প্রস্তুত হয় ১২৭৬ সনে এবং প্রকাশক বরদা প্রসাদের বক্তব্যের শেষে তাই '১২৭৬ সাল' লিপিবদ্ধ হয়েছে। পরে ১২৭৭ সনে গ্রন্থটির মুদ্রণ শেষ হলে প্রকাশিত হয় তাই অনুবাদকের বক্তব্যের শেষ তারিখ লিপিবদ্ধ হয়েছে ১২।২। ৭৭ এবং আখ্যাপত্রেও ১২৭৭ সন মুদ্রিত হয়েছে।

২। উনিশ শতকীয় নবজাগরণের অগ্রদূত রামমোহন রায়ের প্রিয়শিষ্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অনুমতি ও প্রেরণায় মূল নাট্যকার ভট্টনারায়ণ বংশসম্ভূত পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সর্বপ্রথম মূল গ্রন্থটি টীকা ও টিপ্পনীসহ বঙ্গভাষায় মুদ্রিত করেন এবং তাকে ভিত্তি করে কেদারনাথ তর্করত্ন পরিবর্তন ও সম্পাদন সহ মূল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। পূর্বে বিশ্লেষণ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার দ্বারা প্রাচ্যবিদ্যার পুনরুজ্জীবনের সূচনা হয়। প্রসন্ন কুমারের 'Hindu Theatre' প্রতিষ্ঠা ও H. H. Wilson-এর 'Theatre of the Hindoos' রচনা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

বলা বাহুল্য, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রেরণায় মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ কর্তৃক ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার নাটকের বঙ্গভাষায় প্রকাশন—উল্লিখিত পূর্ববর্তী ধারারই অন্যতম ফসল। পরবর্তী কেদারনাথের বঙ্গানুবাদ প্রয়াস তারই পরিবর্ধিত রূপ।[৭]

৩। অনুবাদের উদ্দেশ্য ও রীতি স্বরূপ নিছক ছাত্রপাঠ্য সহায়িকা হিসাবে যথাযথভাবে অনুবাদ, টীকা টিপ্পনী সহ গ্রন্থ রচনা ছাড়াও দেশীয় সামাজিকদের বঙ্গভাষার সমৃদ্ধিসাধনে সমুৎসুক করার প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়। অবশ্য অনুবাদকের বক্তব্যানুযায়ী অনুবাদকর্ম মোটামুটিভাবে যথাযথ হলেও কিছু কিছু পরিবর্তন, পরিবর্জন সাধিত হয়েছে।

এবার গ্রন্থের অনুবাদের নমুনাস্বরূপ প্রথমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যের অংশবিশেষই উদ্ধৃত করা যাক:

ভীম — [সবেগে] না না! তোমরা কৌরবদিগের অমঙ্গল চিন্তা করিতে যোগ্য নহ, যেহেতু তোমার ভ্রাতারা তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করিতেছে।

সহদেব — [সরোষে] আর্য্য! ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা পদে পদে শত্রুতা করিতেছে। যদি রাজা নিষেধ না করিতেন, তবে আপনার কোন্ কনিষ্ঠ তাহাদের ক্ষমা করিত।

ভীম — যদি এরূপ; তবে আমি আজ পর্য্যন্ত তোমাদিগের সহিত পৃথক হইলাম। দেখ কুরুদিগের সহিত বাল্যকাল পর্য্যন্ত আমারই শত্রুতা হইয়াছিল। তাহাতে কি আর্য্য যুধিষ্ঠির, কি অর্জ্জুন,

কি তোমরা কেহই তাহার কারণ নহে। ভীম ক্রোধে পুনঃ-সংযোজিত জরাসন্ধের বক্ষঃস্থলের ন্যায় সন্ধি ভগ্ন করিতেছে, তোমরা তাহা ঘটাইতেছ।

সহ — [সানুনয়ে] আর্য্য! আপনি এরূপ কুপিত হইলে গুরু ক্ষুণ্ণ হইবেন।

ভীম — [সজল নেত্রে ক্রোধে] কি বলিলে? গুরু কখন খেদ কাহাকে বলে তাহা জানেন। [সক্রোধে] রাজ-সভামধ্যে পাঞ্চাল রাজপুত্রী পাণ্ডুবধূ দ্রোপদীকে তদবস্থ দেখিয়া বনে বল্কল ধারণ করিয়া ব্যাঘ্রাদি পশুগণের সঙ্গে বাস করিয়া এবং অনভ্যস্ত —অনুপযুক্ত কার্য্য অবলম্বন করিয়া বিরাট রাজের আবাসে থাকিয়া অদ্যাপিও কুরুদিগের প্রতি খিন্ন হইলেন না? আমি খেদ করিলেই গুরু ক্ষুণ্ণ হইবেন।

অতএব সহদেব! তুমি যাও, চির ক্রোধপরায়ণ ভীমের বাক্যে রাজাকে জাগও।

সহ — আর্য্য! কি জানাইব।

ভীম — এইরূপ জাগও যে—

আমি আপনার অনুজ্ঞা-লঙ্ঘন-জলে মগ্ন হইয়া রহিলাম এবং মর্য্যাদাভিজ্ঞ কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদিগের মধ্যে নিন্দার পাত্র হইলাম। আমি ক্রোধে কৌরবদিগকে উচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদিগের রক্ত গঙ্গা অরুণ বর্ণ করিব। অতএব আপনি একদিনের জন্য আমার গুরু নহেন; আমিও একদিনের জন্য আপনার বশম্বদ ভৃত্য নহি। [এই বলিয়া উদ্ধতভাবে পরিক্রমণ করিতে লাগিল]।

বিশপস্ কলেজের প্রধান পণ্ডিত কেদারনাথ তর্করত্নের অনূদিত বেণীসংহার নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠানের সংবাদ সমসাময়িক গ্রন্থাদি বা পত্রপত্রিকায় পাওয়া যায় না।

□ ভুবনমোহন ঘটকের বেণীসংহার নাটক

ভুবনমোহন ঘটক আলোচ্য নাটকের বঙ্গানুবাদক হলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রূপটি অভিনয়োপযোগী করে প্রদান করেন নৃত্যগোপাল বিশ্বাস।

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

বেণীসংহারনাটক মহাকবি ভট্টনারায়ণ প্রণীত অধুনা রাণাঘাট-নাট্যশালার নিমিত্ত রাণাঘাটস্থ জমিদার নাট্যামোদী শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ পালচৌধুরী মহোদয়ের অনুমত্যানুসারে ও অর্থানুকূল্যে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘটক বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়া শ্রী নৃত্যগোপাল বিশ্বাস কর্ত্তৃক নাট্যশালার অভিনয়োপযোগী প্রণালীতে বিরচিত। কলিকাতা বি, পি, এম্‌স্ যন্ত্রে শ্রী কীর্ত্তিবাস দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত। সন ১২৮১ সাল। অনুবাদের উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করে শ্রী ভুবনমোহন বিদ্যালঙ্কার গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন' এ বলেছেন ঃ

"কয়েক বৎসর হইল, আমি পাঠার্থ একখানি সংস্কৃত বেণীসংহার নাটক প্রাপ্ত হই। এই গ্রন্থপাঠে যারপরনাই পরিতৃপ্ত হইয়া যথেচ্ছক্রমে বঙ্গভাষায় উহার অনুবাদ করি।...

আমি যেভাবে গ্রন্থখানির অনুবাদ করিয়াছিলাম, তাহাতে মূল গ্রন্থের রসভাবাদি অধিক পরিমাণে রক্ষিত হইলেও, তাহা অভিনয়োপযোগী ও সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী হইতে পারে না। এই নিমিত্ত, গ্রন্থখানিকে উক্ত পাল চৌধরী বাবুর নাট্যশালার অভিনয়োপযোগী ও বাঙ্গালী পাঠক—মাত্রেরই পাঠোপযোগী করিবার ভার, আমার সোদরবৎ স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত বাবু নৃত্যগোপাল বিশ্বাসের উপর অর্পণ করি। তিনি উক্ত উদ্দেশ্যে সাধ্যমত শ্রম ও যত্ন করিয়াছেন। বর্তমান সামাজিকী রুচির অনুরোধে এই গ্রন্থের স্থলবিশেষে কিছু ২ নূতন সংযোগ ও পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে ; তজ্জন্য সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকেরা ক্ষমা করিবেন...অনুবাদক শ্রী ভুবনমোহন শর্ম্মা, রাণাঘাট ১২৮১ সাল।"

ভুবনমোহন ঘটকের মূল অনুবাদ কর্ম কিরূপ ছিল তা জানা যায় না—তবে আলোচ্য গ্রন্থটি যে অভিনয়োদ্দেশ্যে ছাপা হয়েছে তা উপরোক্ত বিজ্ঞাপন-এর বক্তব্য থেকে জানা গেল।

অনুবাদের নমুনা স্বরূপ ভীম সহদেব অংশটি উদ্ধৃত করা হল ঃ

ভীম — ভাই, তোমরা যে সকলেই কৌরবগণের সঙ্গে সন্ধির ইচ্ছা কচ্ছ, এটী বড় আক্ষেপের বিষয়।

সহদেব — [সরোষে] আর্য্য! কুরুপুত্রেরা যে পদে ২ শত্রুতা কচ্ছে, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু রাজা যদি নিষেধ না করতেন তবে আপনার কোন কনিষ্ঠ সেই পামরদের ক্ষমা করতো।

ভীম — দেখ ভাই, আমি আজ হতে তোমাদের ত্যাগ করে স্বতন্ত্র হচ্ছি। কারণ কুরুগণ কর্ত্তৃক বালক কাল হতে আমি যেরূপ উৎপীড়িত হয়ে আসছি, আর্য্য কিম্বা ধনঞ্জয় সেরূপ হননি, এজন্যই তাঁরা সন্ধির প্রস্তাব কচ্ছেন; কিন্তু জরাসন্ধ বিদ্যা-রণের ন্যায় যতদিন দুর্য্যোধনাদির বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ না করি; ততদিন আমার এই মর্মান্তিক ক্রোধের শান্তি হবে না।

সহ — আর্য্য! আপনার এরূপ ক্রোধে ভীষ্ম দ্রোণাদি গুরুগণ ক্ষুব্ধ হতে পারেন।

ভীম— কি! কি! কি! বল্লে ভাই? গুরুগণ ক্ষুভিত হবেন? তাঁদের মনে কি ক্ষোভ আছে? [সরোষে] যাঁরা সভামধ্যে কেশাকৃষ্টা কৃষ্ণাকে দেখে ক্ষুভিত হননি, মহারাজকে ব্যাধের সংগে বনবাসী হতে এবং ছদ্মবেশে বিরাট রাজার অনুচর হতে দেখে ক্ষুভিত হননি, তাঁরা আমাদের বৈরসাধনে প্রবৃত্ত দেখে ক্ষুভিত হবেন? দেখ ভাই, আমি এখন তোমায় যা বোলছি, তুমি তাই মহারাজকে বলোগে যাও।

সহ — আর্য্য! মহারাজকে কি বলব। অনুমতি করুন।

ভীম — তুমি এইরূপ বলগে যাও যে, মহারাজের অনুজবর্গের মধ্যে ভীম আপনার আজ্ঞা লংঘন কোরে আজ হতে নিন্দনীয় হতে স্থির করেছে। তার প্রতিজ্ঞা, সে কৌরবদের সমূলে বিনাশ কোরে তাদের রক্তে জাহ্নবীজল রক্তিম করবে। সে আর আপনাকে গুরু বলে বিবেচনা করবে না; আপনিও আর তাকে আপনার অনুগত দাস বলে মনে করবেন না। [উদ্ধতভাবে পরিক্রমণ]।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হল—অনুবাদকালে অনুবাদক মূল পাঠের ভাবটি বজায় রেখে সংলাপের আক্ষরিক অনুবাদ না করে কিছু কিছু পরিবর্তন করে নিয়েছেন। যেমন—সহদেব বলছেন—"আর্য্য! আপনার এরূপ ক্রোধে ভীষ্ম দ্রোণাদি গুরুগণ ক্ষুব্ধ হতে পারেন।" মূল পাঠ অনুযায়ী পূর্ববর্তী অনুবাদকগণ "গুরু রাগ করবেন" কথাটি যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে আরোপ করেছেন।

রামনারায়ণ ও কেদারনাথের অনুবাদের তুলনায় এক্ষেত্রে অনূদিত সংলাপ

অনেক বেশী সহজ, স্বাভাবিক এবং অভিনয় উপযোগী গুণসম্পন্ন। কেদারনাথ মোটামুটি যথাযথ অনুবাদ করেছেন—রামনারায়ণ ও ভুবনমোহন [এক্ষেত্রে নাট্যগুণ সম্পন্নতা দানে নিত্যগোপাল বিশ্বাস] কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্জন করেছেন। তবে তিনজনই চলিত ভাষার ব্যবহার করেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থটি পালচৌধুরীদের পারিবারিক নাট্যশালায় অভিনয়োপযোগী করে রচিত হলেও [এবং নিশ্চয়ই উক্ত নাট্যশালায় আলোচ্য নাটকের অন্তত ২/১টি অভিনয় হয়েছিল] সে অভিনয়ের কোন সংবাদ সমসাময়িক পত্রপত্রিকা বা গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং যদিও নাটকটি অভিনয়োপযোগী করে রচিত কিন্তু অভিনয় হবার পর সামাজিকগণ তা কতখানি রসাশ্রয়ী ও শিল্পসম্মতরূপে গ্রহণ করেছিলেন অর্থাৎ নাটকের প্রয়োগগুণের বিচার সম্ভবপর নয়।

☐ হরলাল রায়ের 'শত্রুসংহার নাটক'

গ্রন্থের ২য় সংস্করণের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

শত্রুসংহার নাটক। বেণীসংহার নাটক অবলম্বন করিয়া শ্রীহরলাল রায় প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত। 'মণৌবজ্র-সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যোবাস্তি মে গতিঃ কালিদাসঃ।' কলিকাতা। নং ১৭; ভবানীচরণ দত্তের লেন, রায় যন্ত্রে শ্রীবাবুরাম সরকার দ্বারা মুদ্রিত। শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ॥

গবর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষক হরলাল রায়ের[৮] গ্রন্থটির অনুবাদকর্ম—পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ১০৪ পৃষ্ঠায় গদ্যে সম্পন্ন হয়েছে। শত্রু সংহার ছাড়া হরলাল রায় আরো দুটি নাটক বাংলায় অনুবাদ করেন বলে জানা যায়—১। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' অবলম্বনে 'কণকপদ' [১৮৭৫] এবং ২। শেকস্পীয়রের ম্যাকবেথ অবলম্বনে 'রুদ্রপাল নাটক' [১৮৭৪]। তাঁর আরো দুটি মৌলিক নাটক হল—ক। 'হেমলতা' [১৮৭৩] এবং খ। 'বঙ্গের সুখাবসান নাটক' [১৮৭৪]।

অনুবাদের নমুনাস্বরূপ ভীম-সহদেব দৃশ্যাংশ উদ্ধৃত করা যাক—

[প্রথম অঙ্ক-দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের প্রথমাংশ। দ্রৌপদীর শিবির। ক্রোধাবনত মস্তকে ভীমের প্রবেশ। পশ্চাতে—সহদেব]।

ভীম— [সক্রোধে সন্ধি ! চিরশত্রুদিগের সঙ্গে সন্ধি ! চিরপরম শত্রুদিগের সঙ্গে সন্ধি। তোমরা জাননা শত্রুর প্রতি কিরূপ আচরণ করতে হয়। শত্রু নিপাতই পুরুষের কার্য্য।

সহ— আর্য্য, দুরাচার কৌরবেরা পদে পদে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করছে, তা আমরা বিস্মৃত হইনি, হতেও পারব না ! তবে কি, আর্য্য যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা আমাদের শিরোধার্য্য।

ভীম— [সহদেবের দিকে একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া] তবে তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এইক্ষণ অবধি একেবারে উঠে গেল। তোমরা শান্তস্বভাব, শত্রুদের সঙ্গে সন্ধি কর গিয়ে—ক্রোধপরায়ণ ভীম তা ভঙ্গ করবে।

সহ— [সবিনয়ে] আর্য্য, আপনি এরূপ কুপিত হলে পরম গুরু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষুণ্ণ হবেন।

ভীম— [দুঃখে ও ক্রোধে] আর্য্য যুধিষ্ঠির কি ক্ষুণ্ণ হতে জানেন ? রাজসভায় স্বীয় সহধর্ম্মিনীর অবমাননা হল, স্বচক্ষে দেখলেন ; বল্কল পরে দীনহীনের ন্যায় বনবাসী হলেন ; বিরাটরাজের গৃহে দাসবৃত্তি অবলম্বন করলেন ; তবুও গুরুজন কৌরবদিগের প্রতি ক্ষুণ্ণ হলেন না। মৃত ব্যক্তিও এমন অপমানে ক্ষুণ্ণ হয়, যুধিষ্ঠির ক্ষুণ্ণ হলেন না। তুমি যাও, ক্রোধান্ধ ভীমের কথা রাজাকে বল গিয়ে।

সহ— আমি আর্য্যের নিকট কি নিবেদন করব ?

ভীম— নিবেদন করবে এই, আমি তাঁর আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করে জগতের নিকট নিন্দনীয় হতে চললেম। আমি কৌরব রক্তে যমুনা-সলিল রক্তবর্ণ করব ; আর্য্য যুধিষ্ঠিরের অপমান সহ্য করতে না পেরে তাঁর আদেশ অবহেলা করলেন। বল গিয়ে আজকের দিন আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের ভৃত্য নই; তিনি আমার গুরু নন। [উদ্ধতভাবে পরিক্রমণ]।

পূর্ববর্তী অনুবাদকদের তুলনায় এক্ষেত্রেও অনুবাদক কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করেছেন। ভীমের প্রথম সংলাপ—'সন্ধি !......পুরুষের কার্য্য।' এবং ভীমের শেষের সংলাপ 'আমি কৌরব রক্তে যমুনা-সলিল রক্তবর্ণ করব'......

এই পরিবর্তনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সংলাপে চলিত ভাষার প্রয়োগ এবং বিশেষত ঠাকুরবাড়ীর বৈশিষ্ট্য ক্রিয়াপদে 'করলেম,' 'চললেম,' ইত্যাদির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এবার এ নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে আসা যাক।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থের ১৮৩-৮৪ পৃষ্ঠায় অভিনয়ের, তালিকায়' 'শত্রু সংহার' নাটকের তিনটি অভিনয়—অনুষ্ঠানের সংবাদ [সংবাদপত্রে প্রকাশিত] দিয়েছেন ঃ

১। শত্রু সংহার — ২রা ডিসেম্বর ১৮৭৪; বুধবার, অমৃত বাজার পত্রিকা ২৬—১১—৭৪।

২। শত্রু সংহার — ১২ই ডিসেম্বর ১৮৭৪; শনিবার, অমৃতবাজার পত্রিকা ১০—১২—৭৪।

৩। শত্রু সংহার — ১৯শে ডিসেম্বর; ১৮৭৪, শনিবার, অমৃতবাজার পত্রিকা ১৭—১২—৭৪ এবং ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ ১৯—১২—৭৪।

২৬শে নভেম্বর ১৮৭৪ সালের অমৃতবাজার পত্রিকায় যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় সে সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থের অন্যত্র বলেছেন ঃ

"১৮৭৪; ২৬এ নভেম্বর তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় পরবর্তী ২৮এ নভেম্বর তারিখে 'রুদ্রপাল' এবং ২রা ডিসেম্বর বুধবার অমৃতলাল বসু সাহায্য-রজনী উপলক্ষে 'শত্রুসংহার' নাটক অভিনীত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই দুইটি অভিনয় হয় নাই বলিয়া মনে হয়, অন্ততঃ প্রথমটি যে হয় নাই, তাহার প্রমাণ আছে।"

ব্রজেন্দ্রনাথের উপরোক্ত মন্তব্য সত্য বলেই মনে হয়—পরন্তু দ্বিতীয়টিও যে অভিনয় হয়েছিল এমন কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরবর্তী-কালের অমৃতবাজার পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ বা অন্য কোন পত্র পত্রিকায় এ সম্বন্ধে কোন সংবাদ পরিবেষিত হয় নি। ব্রজেন্দ্রনাথ একই জায়গায় এর কারণ স্বরূপ উল্লেখ করেছেন—'এই সময়েই গ্রেট ন্যাশনালের দলে একটা গোল বাধে।' [পৃষ্ঠা—১৫৯, ব, না, ই ঃ ব্র, না, ব,]

যে নাট্যশালাকে কেন্দ্র করে নাট্যকার গোষ্ঠী মৌলিক ও অনুবাদ নাটকের রচনা ও প্রযোজনার পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন সেই থিয়েটারের দলে

'গোলবাধা' কম উল্লেখযোগ্য কথা নয়। অবশ্য থিয়েটারে নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ কারণে গণ্ডগোল হওয়ার ঘটনা সর্বদেশে সর্বকালেই দেখা যায় কিন্তু তার ফলে যে নাট্য-প্রযোজনা বা অভিনয়ানুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যেতে পারে তা সন্দেহ করা মোটেই অমূলক নয়।

তাই ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যশালার ইতিহাস গ্রন্থের ১৬১ পৃষ্ঠায় যথার্থই বলেছেন :

"এইসকল গোলমাল মিটিয়া যাইবার পর ১৮৭৪ সনের ১২ই ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনালে 'শত্রুসংহার' নাটকের অভিনয় হয়। এই নাটকটি ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' অবলম্বনে হরলাল রায় কর্তৃক রচিত। খ্যাতনামা অভিনেত্রী বিনোদিনী এই নাটকের অভিনয়ে একটি ছোট ভূমিকা লইয়া সর্ব্বপ্রথম রঙ্গালয়ে প্রবেশ করেন। তিনি লিখিয়াছেন :

আমি যখন প্রথম থিয়েটারে যাই, তখন রসিক নিয়োগীর গঙ্গার ঘাটের উপর যে বাড়ী ছিল, তাহাতে থিয়েটারের রিহার্সাল হইত।······তখন স্বর্গীয় ধর্ম্মদাস সুর মহাশয় ম্যানেজার ছিলেন, ৺অবিনাশচন্দ্র কর মহাশয় এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার ছিলেন। আর বোধহয় বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু শিক্ষা দিতেন। আমার সব মনে পড়ে না। তবে তখন বেলবাবু, মহেন্দ্রবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু ও গোপাল-বাবু, ইঁহারাই বুঝি সব শিক্ষা দিতেন। তখন বাবু রাধামাধব করও উক্ত থিয়েটারে অভিনয় কার্য্য করিতেন এবং বর্ত্তমান সময়ে সম্মানিত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ও উক্ত ন্যাশনাল থিয়েটারে অবৈতনিক অভিনেতা ছিলেন। ইঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া আমায় 'বেণীসংহার' ['শত্রুসংহার'] পুস্তকে একটী ছোট পার্ট দিলেন, সেটী দ্রৌপদীর একটী সখীর পার্ট, অতি অল্পকথা।······'আমার কথা', বিনোদিনী দাসী, [১৩২০], পৃষ্ঠা ২৩—২৭।

১৮৭৪, ১৯এ ডিসেম্বর তারিখেও 'শত্রুসংহার' অভিনয় হয়।"

☐ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বেণীসংহার নাটক

আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

বেণী সংহার নাটক। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদিত। কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত। ৫৫নং আপারচিৎপুর রোড। অগ্রহায়ণ, ১৩০৮ সাল।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্র গ্রন্থাবলীতেও 'বেণীসংহার নাটক' মুদ্রিত হয়েছে। ষষ্ঠ অঙ্কে গদ্য-পদ্যে যথাযথ অনুবাদ দ্বারা গ্রন্থটি সম্পাদিত হয়েছে।

গ্রন্থের ভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মূল গ্রন্থটির রচনাকাল নির্দেশ করেছেন :

"……আনুমানিক নবম হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে যে কোন সময়ে বেণীসংহার নাটক রচিত হইয়া থাকিবে।"

অনুবাদের নমুনাস্বরূপ প্রথম অঙ্ক প্রস্তাবনান্তে 'ভীম-সহদেব' সংবাদ অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা হল :

ভীম— [তিরস্কার সহকারে] না না, কৌরবদের অমঙ্গল চিন্তা করা কি তোমাদের উচিত? যাও, তোমরা সব ভাই মিলে তাদের সঙ্গে সন্ধি করগে।

সহদেব—[সরোষে] দাদা!

ধৃতরাষ্ট্র তনয়েরা পদে পদে করিয়াছে
বৈর-আচরণ,
কোন্ অনুজেরা তব সহিত তা'—নৃপতি না
করিলে বারণ;

ভীম— সেকথা সত্য। তাই আজ হ'তে তোমাদের থেকে আমি পৃথক্ হলেম। দেখ :

কৌরবদিগের সনে ঘটিল শত্রুতা মোর
আমি শিশু ছিলাম যখন,
তাহাদের বিদ্বেষের নহে রাজা-অরজুন
অথবা গো তোমরা কারণ।
তব সংযোজিত সন্ধি ভীম হয়ে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত
জরাসন্ধ-বক্ষ সম করিবে গো পুন বিয়োজিত।

সহ— [অনুনয় সহকারে] দাদা, তুমি অত ক্রুদ্ধ হ'লে মহারাজ বোধ হয় মনে মনে কষ্ট পাবেন।

ভীম— কি? দাদা কষ্ট পাবেন? তিনি কি জানেন কষ্ট কাকে বলে? দেখ :

দেখিলেন যবে দাদা   পাঞ্চালীর সেই দশা
নৃপ-মাঝে রাজার সভাতে ;
অরণ্যে মোদের বাস   বহুকাল ধরি' যত
বল্কল-ধারী ব্যাধ সাথে ;
বিরাট নিবাসে মোরা   অনুচিত কাজে লিপ্ত
কতদিন ছিনু সঙ্গোপনে ;
—এইসব কুরু-কার্যে   আমার এ কষ্ট দেখি
তাঁর কষ্ট হয়েছিল মনে ?

—তাই বলছি সহদেব, তুমি ফিরে যাও। যার বহুদিনের সঞ্চিত ক্রোধ এখন প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে, সেই ভীমের এই কথাগুলি তুমি রাজাকে জানাও গে।

সহ—দাদা, কি কথা জানাবো ?

ভীম—সহিষ্ণু অনুজ-মাঝে
তব আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন
পাপে মগ্ন হয়ে আমি
হইয়াছি নিন্দার ভাজন।
রক্তারুণ গদা মোর   ক্রোধ-বশে উত্তলিয়া
উদ্যত করিতে আমি   কৌরব-বিনাশ।
আজ হ'তে জেনো দাদা,   তুমি নহ প্রভু মোর,
আমিও নহি গো তব   আজ্ঞাবহ দাস ॥
—এই কথা জানিও। [উদ্ধতভাবে পরিক্রমণ]।

অনুবাদকর্মে মূলপাঠের যাথার্থ্য রক্ষা করা, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সম্পাদন করার ব্যাপারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে পূর্ববর্তী অনুবাদকগণের পার্থক্য সহজেই লক্ষণীয়।

বলা বাহুল্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই অনূদিত নাটকটিও কোথাও অভিনীত হয় নি।

দ্রষ্টব্য ঃ

১। History of Sanskrit Literature, Dr. S. K. De, Page 271—273.

২। General Report on Public Instructions in the lower provinces of the Bengal Presidency for 1859-60 Appendix A, page 170; Report of the Principal Capt. W. N. Lees L. L. D.

৩। "অনুবাদ সর্বত্র স্বচ্ছন্দ, 'চলিত ভাষায় অনুবাদিত', স্থানে স্থানে কথাযোগ্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আছে।" বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : ডঃ সুকুমার সেন, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৫১।

আলোচ্য অনুবাদকর্ম প্রসঙ্গে ডঃ সুশীলকুমার দে বলেছেন (নানানিবন্ধ, নাটকে রামনারায়ণ, পৃষ্ঠা ২০১) "...মৌলিকতা বা নূতনত্ব না থাকিলেও নাটকটি সুলিখিত। ইহার ভাষা বীররসাশ্রিত গুরুগম্ভীর নাটকের উপযোগী; কিন্তু উৎকট নয়, প্রাঞ্জল। কেবল স্থানে স্থানে সাধুভাষা ও চলিত ভাষার মিশ্রণ হাস্যাস্পদ না হইলেও মনোরম হয় নাই। যাত্রার ধরনের আস্ফালন ও হা হুতাশ একেবারে যায় নাই, কিন্তু সমকালীন নাটকের অনর্থক বাগাড়ম্বর বেশী নাই...।"

৪। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃষ্ঠা ৩৪।

৫। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃষ্ঠা ৩৪।

৬। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃষ্ঠা ৩০।

৭। বরদাপ্রসাদ মজুমদার বলেছেন—"এই নাটক পূর্বে এতদ্দেশে দুষ্প্রাপ্য ছিল। ১২৫২ সালে নিজ পূর্বপুরুষবরের কৃতি বলিয়া... মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সংশোধন করিয়া বাঙ্গালা অক্ষরে কেবল মূলটি মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন।" মনে হয় 'এই নাটক এতদ্দেশে দুষ্প্রাপ্য ছিল' এ দাবী সত্য হলেও আলোচ্য নাটকের কথা অজানিত ছিল না কারণ পূর্বে এইচ. এইচ. উইলসন সাহেব তাঁর সুবিখ্যাত Hindu Drama গ্রন্থে সংস্কৃত নাটকের তালিকায় বেণীসংহারের উল্লেখ করেছেন, দ্রষ্টব্য : List of Hindu plays (page 111–112), A complete Accout of the Dramatic Literature of the Hindus by H. H. Wilson; Publisher—The

Chowkhamba Sanskrit Series Office, Gopal Mandir Lane, Varanasi-1, India, 1882. গ্রন্থের 'Publisher's Note এ বলা হয়েছে :—'The present work is a reprint of the Introductory position of the said book'.

৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : ডঃ সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৪৮

ক্ষেমেন্দ্রের অবদান কল্পলতা অবলম্বনে

কৃষ্ণপদ বিদ্যারত্নের একশৃঙ্গ নাটক

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

একশৃঙ্গ নাটক বা ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজীবনী A Drama on the previous life of BUDDHA with his noble doctrines "কেশবধৃত বুদ্ধ শরীর জয় জগদীশ হরে।" শ্রীকৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন প্রণীত Chittagong 1897.

আলোচ্য অনূদিত গ্রন্থের আলোচনার পূর্বে ক্ষেমেন্দ্র ও তাঁর রচিত অবদানকল্পলতা প্রসঙ্গে আসা যাক। এ সম্বন্ধে শ্রীশরচ্চন্দ্র দাসগুপ্ত বলেছেন :[১]

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথমাংশে কাশ্মীর প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন।······ক্ষেমেন্দ্র অবদানকল্পলতা, চারুচর্য্যাশতক, দর্পদলন, ভারতমঞ্জরী প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় বহুতর উৎকৃষ্ট গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে অবদানকল্পলতা গ্রন্থটাই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ। এই গ্রন্থে ভগবান্‌ বুদ্ধের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত কথনচ্ছলে অনেক উপদেশগর্ভ সার কথা আছে। ইহার কবিত্বও অতি মনোরম এবং ভাষা অতীব প্রাঞ্জল। এই গ্রন্থটী মূল সংস্কৃত ও তিব্বতীয় অনুবাদসহ এসিয়াটিক সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। আমিই ইহার সংস্করণ কার্য্য করিতেছি। প্রায় তিন অংশ ছাপা হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশও যথাসম্ভব সত্বরই প্রকাশ হইবে।

যৎকালে এই গ্রন্থটী লিখিত হয় তখন কাশ্মীর দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল এবং তিব্বতীয় পণ্ডিতগণ তথায় সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন।

তিব্বতীয় কবিতাকারে অনুবাদ হইয়াছিল এবং এই অনুবাদ ও মূল সংস্কৃত উভয়ই ১২৪০ সংখ্যক [illegible] তিব্বতীয় অক্ষরে খোদিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই এক একটী কাষ্ঠফলক দুইফুট দীর্ঘ ও ৫ ইঞ্চি প্রস্থ। এই কাষ্ঠফলক হইতে ছাপা হইয়া উহা তিব্বত দেশে বহুকালাবধি প্রচার ছিল। ভারতে এ গ্রন্থের সৃষ্টি হইলেও কালক্রমে এখানে উহার লোপ ঘটিয়াছিল। খ্রীষ্টাব্দ ১৮৮২ সালে আমি যখন লাসা নগরে উপস্থিত হই তখন বৈশাখ মাসে এই গ্রন্থের অনুসন্ধান পাইয়া বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এই গ্রন্থটী ১০৮ সংখ্যক পল্লব নামক পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ৯৩তম পল্লবটী সুমাগধাবদান। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম ব্যতীত জৈনধর্ম্ম নামে আরও একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্ত হইলেও জৈনধর্ম্ম এখনও প্রচলিত আছে। বুদ্ধের নামও জিন। ইহাতে পুণ্ডবর্দ্ধন নামে যে দেশের উল্লেখ আছে উহা আধুনিক গৌড় দেশ। এই সুমাগধাবদানটী ভারতী পত্রিকার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলাম। ইতি শ্রীশরচ্চন্দ্র দাসগুপ্ত।”

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাসগুপ্তের বক্তব্য থেকে ক্ষেমেন্দ্রের জন্ম ও সন তারিখ এবং তাঁর রচিত অবদান কল্পলতা সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানা গেল। শরচ্চন্দ্র সমগ্র ৯৩ সংখ্যক পল্লবটীর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন মূল সংস্কৃত শ্লোক থেকে।

এবার কৃষ্ণপদ বিদ্যারত্ন অনূদিত একশৃঙ্গ নাটক প্রসঙ্গে আসা যাক। নাটক রচনায় বিদ্যারত্ন মহাশয় শরচ্চন্দ্রের অনুবাদকর্মের সাহায্য গ্রহণ করেন বলে স্বীকার করেছেন। এ সম্বন্ধে এবং নাটক রচনার উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে কৃষ্ণপদ বিদ্যারত্ন বলেছেন ঃ

“প্রায় দুইমাস অতীত হইল, মদীয় সুহৃৎ রঘুবংশের অনুবাদক বৈদ্য-কুল-তিলক সুকবি কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস এম. এ, বি. এল, মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে আমি এই একশৃঙ্গ বা ভগবান্ বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত, যাহা তিনি স্বয়ং ভিক্ষুদিগকে বলিয়াছিলেন, নাটক আকারে লিখিতে প্রবৃত্ত হই। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বাবুর সুললিত ইংরাজী পদ্যে অনূদিত Miracles of Budha—ও তদীয় অগ্রজ কল্যাণীয় রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি. আই. ই. মহাশয়ের প্রকাশিত মূল অবদানকল্পলতাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের অবলম্বন। রায় বাহাদুর মহাশয় এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি শুনিয়া আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করেন

এক্ষেত্রে কিছু বক্তব্য আছে। শরচ্চন্দ্র দাসগুপ্তের [শুধু দাস নয়] প্রবন্ধ ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় মাঘ ১৩১৭ সালে। প্রবন্ধে শ্রীদাসগুপ্ত বলেছেন—গ্রন্থটী মূল সংস্কৃত ও তিব্বতীয় অনুবাদসহ এসিয়াটিক সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। আমিই ইহার সংস্করণ কার্য্য করিতেছি। প্রায় তিন অংশ ছাপা হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশও যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশিত হইবে। অথচ কৃষ্ণপদ বিদ্যারত্ন তাঁর গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে [গ্রন্থটির প্রকাশ ইং ১৮৯৭ সালে—শরচ্চন্দ্রের প্রবন্ধ প্রকাশের বেশ কয়েক বৎসর আগে] বলেছেন—রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি. আই. ই. মহাশয়ের প্রকাশিত মূল অবদান-কল্পলতাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের অবলম্বন। ব্যাপারটি সম্ভাব্যতার বিচারে সত্যিই গোলমেলে বলে মনে হয়।

যাহোক, বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁর বিজ্ঞাপন-এ আরও বলেছেন—

কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র অবদানকল্পলতা নামক বৃহৎ বৌদ্ধগ্রন্থ ১০৮টী পল্লবে সুললিত সংস্কৃত পদ্যে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে একশৃঙ্গ উপাখ্যান ৬৫তম পল্লব, ৮০টি শ্লোকে পূর্ণ।

বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজীবনী বৌদ্ধবতিদিগের প্রাণস্বরূপ। বুদ্ধদেব আমাদিগের শাস্ত্রমতে ভগবানের অবতার। সুতরাং একশৃঙ্গও যে অন্যতম অবতার তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

মহামুনি একশৃঙ্গের জীবনী পাঠে রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গের আভাস পাওয়া যায়। ঋষ্যশৃঙ্গের জীবনী রাম অবতারের ভুমিকা বলা অসঙ্গত নহে; পরন্তু একশৃঙ্গ স্বয়ংই অবতার; সেইজন্য ইঁহার চরিত্র, অতি পবিত্রভাবে লিখিত।……

কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত নবীন বাবু বিশেষ যত্নের সহিত এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত প্রুফ দর্শন করিয়াছেন, এবং তিনি এই পুস্তক মুদ্রণের সমস্ত ব্যয় বহন করিয়াছেন, এজন্য সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি,……ফলতঃ এই পুস্তকখানি ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই যাহাতে প্রীতিপদ হয়, তদ্বিষয়ে যত্নের ত্রুটি হয় নাই।—শ্রীকৃষ্ণপদ শর্ম্মা। ১৫ই চৈত্র ১৩০৩; চট্টগ্রাম।"

তৃতীয় অঙ্ক চতুর্থ গর্ভাঙ্কে ৯৮ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে [অধিকাংশ অংশই পদ্যে] নাট্যকর্ম সম্পাদিত। ভারতীয় রাগরাগিনী ও তালে এবং দেশী সুরে অনেকগুলি গীত আছে।

গ্রন্থটির আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় উৎসর্গ পত্রে বলা হয়েছে:

"This humble treatise is respectfully dedicated to C.A. Martin Esq. p.h.D., Director of Public Instruction, Bengal, as an inadequate token of the author's gratitude".

নাটকের গদ্য-সংলাপের নমুনাস্বরূপ তৃতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কের প্রথমাংশ [দৃশ্য বারাণসী রাজপথ, দুইজন নাগরিকের প্রবেশ] উদ্ধৃত হল ঃ

১ম নাগরিক—ওহে ভাই! শুনেছ মহারাজ নাকি অনেক অন্বেষণ করে জামাই করবার জন্য বন হ'তে এক দেড়ে বনমানুষ ধরে এনেছেন?

২য় নাগরিক—দূর পাগল! এরূপ অসম্ভব কথা বলিস্ কেন?

১ম নাগরিক—ওরে ভাই অসম্ভব নহে, সত্য বল্‌ছি, রাজার পোষা হরিণ ময়ূর প্রভৃতির বাগানে তাহারে ধরে রেখে দিয়েছে। দরওয়ানকে একটা করে পয়সা দিয়ে কতলোক দেখে আস্‌ছে। তার নক্ নাকি এক হাত, পশ্চাতে ৪/৫টী লেজ ঝুল্‌ছে, হরিণের ন্যায় নাকি মাথায় সিং আছে।

২য় নাগরিক—দূর মূর্খ! প্রলাপ বক্‌ছিস্ কেন? মহারাজ কাশ্যপ ঋষির পুত্র মহাতপা একশৃঙ্গকে জামাতা করিবেন বলিয়া কৌশলে আনিয়া প্রমোদ উদ্যানে রেখে দিয়েছেন।

সমসাময়িক কালের বিচারে এ চলিত গদ্য সংলাপ যথেষ্ট মডার্ন। হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা ও আলালের ঘরের দুলাল-এর ভাষা-প্রভাব আছে। অবশ্য সংলাপের চলতি ভাষায় গুরুচণ্ডালী দোষও লক্ষণীয়।

এবার একটি গীত ও পদ্য সংলাপের নমুনা উদ্ধৃত করা হল। [দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কের অংশ বিশেষ—যেখানে একশৃঙ্গ ও নলিনীর প্রথম সাক্ষাৎকার বর্ণিত হয়েছে] ঃ

গীত

সিন্ধু কাপি—ঢিমেতেতালা

নলিনী—শান্তি মন্দাকিনী তীরে প্রেম তপোবনে
প্রেম নাম জপি সদা প্রেমেরি কারণে।
প্রণয় পাদপ তাহে প্রেম ফল ফুলে,
পীরিতির লতাপাতা কাঁপে সুখ-পবনে।

প্রেমিকে পশিতে পারে প্রেম-মন্ত্র-বলে,
প্রেম-যোগী কত আছে আনন্দিত মনে;
রতি-লতা কাম-তরু নিয়ত যেখানে,
ফুটি মধু ফুল ফলে তোষে জীবগণে।

একশৃঙ্গ—বুঝিনু সকল এবে তাপস কুমার !
মন্দাকিনী তীরে থাক শান্তি-তপোবনে;
পবিত্র স্বরগ-পুরে, অমর যেথানে।
পুণ্যব্রত আচরণ, মধুর বচন,
আলোক সামান্য দেহ কান্তির প্রভায়,
বিমোহিলে এ উদাসী তাপসের মন।
সুধাই এক্ষণে বল কেন প্রতিক্ষণ
উরস্থলে ধর যুগ্ম শ্রীফল গোপনে
ব্রত অঙ্গ বলি কিংবা গুরুর আদেশে ?

সখী— [সস্মিতে]
বিষয়-আস্বাদ-হীন তাপস কুমার।
এ দুটী শ্রীফল নহে তপস্যার ফল।

এক— বুঝিতে নারিনু তাহা সম্ভবে কেমনে ?

নলিনী—প্রেমিক তাপস বিনা বুঝিতে কে পারে ?
বহুকাল তপ করি থাকি অনাদরে
জন্ম জন্মান্তর পরে তপস্বি নিচয়,
পাইয়া অদৃষ্ট ফল তপ সাঙ্গ করে ;
প্রেম তপোবনে কিন্তু প্রেমিক তাপস
কিছুকাল পুরে পায় হাতে হাতে ফল,
এসকলি হয় গুরু প্রেমেরি কৃপায়।
যুগযুগান্তর যারা প্রেম তপোবনে
করিয়াছে ঘোর তপ, তারাই কেবল
প্রত্যক্ষ যুগল ফল ধরে বক্ষস্থলে,
যাহা হয় চতুর্বর্গ ফলের কারণ।
সৃষ্টি লোপ হলে হায় কে আর সংসারে

যতন করিত চারি বর্গের সাধনে ?
দেখিতেছ এ সংসারে যত জীবগণে;
এই ফলরস পিয়ে জীবিত তাহারা।

পদ্য-সংলাপে কবিতার স্বাদুতা ছাড়াও নাটকীয় ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়।

এ নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠানের সংবাদ সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না।

দ্রষ্টব্য :

১। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা : রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাসগুপ্ত সি. আই. ই., ভারতী, মাঘ ১৩১৭ সাল।

ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিক

চণ্ডকৌশিক নাটক এবং নাট্যকার ক্ষেমীশ্বর সম্বন্ধে বুধমণ্ডলীর যথেষ্ট মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহাসিক ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'হিস্টরী অফ স্যানস্ক্রিট লিটারেচার' গ্রন্থে কোন কিছু উল্লেখ করেন নি। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৬০ পৃষ্ঠায় বলেছেন:

"কয়েকখানি সংস্কৃত নাটকের নাট্যকার বাঙালী ছিলেন, অথবা দুই একখানি সংস্কৃত নাটক বাঙলাদেশে রচিত হইয়াছিল, এইরূপ একটা লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে। এদেশে অনেক পূর্ব হইতেই একপ্রকার অভিনয়োপযোগী গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। 'গীতগোবিন্দের' মধ্যে সেই আদিম লোকাভিনয়ের ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। চর্যাগীতিকাতেও একাধিক স্থলে নট ও নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ আছে। বাঙলা দেশে লোকাভিনয় প্রচলিত থাকিলেও প্রসিদ্ধ কোন সংস্কৃত নাটক এখানে রচিত হইয়াছে কিনা সন্দেহস্থল। বিশাখদত্তের 'মুদ্রা-রাক্ষস', নারায়ণ ভট্টের [ভট্টনারায়ণ] 'বেণীসংহার,' মুরারির 'অনর্ঘরাঘব,' ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক'—প্রধানত এই নাটকগুলি বাঙলাদেশে অথবা বাঙালীর দ্বারা রচিত হইয়াছিল, একথা অনেকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু নাটকগুলিতে এমন কোন উল্লেখ নাই, যাহার ফলে নাট্যকারগণের জাতিকুল নির্ণয় করিতে পারা যায়।"

আনুমানিক ৯ম-১০ম শতকের অন্তর্গত নাট্যকার বিশাখ দত্ত, ভট্টনারায়ণ, মুরারির সম্বন্ধে এবং তাঁদের রচিত নাট্যগ্রন্থগুলি সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলী যেমন দ্বিধান্বিত তেমনি নাট্যকার ক্ষেমীশ্বর ও তাঁর নাটক 'চণ্ডকৌশিক' সম্বন্ধেও একাধিক মতবাদ প্রচলিত আছে। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থের ৬১ পৃষ্ঠায় আরও বলেছেন:

"ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিক নাটক হিসাবে অসার্থক ; 'নৈষধানন্দ' নামক তাঁহার আর একখানি নাটক ছিল। কেহ কেহ তাঁহাকেও বাঙালী বলিতে চাহেন। 'চণ্ডকৌশিকে'র প্রস্তাবনায় মহীপালের উল্লেখ আছে। মহীপালের রাজসভায় এই নাটক অভিনীত হইয়াছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুমান করিয়াছিলেন যে, ইনি বাঙলার পালবংশের রাজা মহীপাল। অবশ্য তাঁহার এই মত সকলে স্বীকার করেন না। পিশেল সাহেবের অনুমান, এই মহীপাল হইতেছেন গুর্জর প্রতিহার রাজা প্রথম মহীপাল। অবশ্য এই নাটকের প্রাচীনতম পুঁথি নেপালে পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা ক্ষেমীশ্বরকে বাঙালী প্রমাণ করিতে চাহেন, তাঁহারা বলিতেছেন যে, তুর্কী আক্রমণের সময় বাঙালাদেশের বহু পুঁথিপত্র নেপালে চলিয়া গিয়াছিল ; সেইজন্য চণ্ডকৌশিকের প্রাচীন পুঁথি নেপালে পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য এই সামান্য প্রমাণের বলে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।...'চণ্ডকৌশিক' সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির যুগে রচিত ; কাজেই তাহাতে বাগ্‌ভঙ্গিমার বাহবাস্ফোট থাকিলেও নাট্য সাহিত্যের প্রশংসনীয় লক্ষণ নাই বলিলেই চলে।"

চণ্ডকৌশিক নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, ৯৬-৯৭ পৃষ্ঠায় পার্বতী চরণ তর্করত্নের হরিশ্চন্দ্র নাটক [১৮৭৩], মনোমোহন বসুর হরিশ্চন্দ্র নাটক [১৮৭৫] এবং রামনারায়ণ তর্করত্নের ধর্মবিজয় নাটক [১৮৭৫]-এর উল্লেখ করেছেন। মনোমোহনের হরিশ্চন্দ্র নাটক প্রসঙ্গে ডঃ সেন বলেছেন ঃ

"হরিশ্চন্দ্র নাটকে নবোন্মেষিত জাতীয় অনুভূতির রঙ লাগিয়াছে। এই আন্দোলনের সঙ্গে মনোমোহন প্রথম হইতেই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। মনোমোহন হরিশ্চন্দ্র-নাটকে হিন্দুমেলায় গীত তাঁহার বিখ্যাত গান—'দিনের দিন সবে দীন, হয়ে পরাধীন' অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন।"

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ৪০৫ পৃষ্ঠায় অমৃতলাল বসু প্রসঙ্গে আলোচনায় বলেছেন ঃ

"পৌরাণিক নাটকের মধ্যে অমৃতলালের হরিশ্চন্দ্র নাটকখানি বিষয়গৌরবের জন্য ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল। ইহার রচনায় অমৃতলাল ক্ষেমীশ্বর রচিত 'চণ্ডকৌশিক' নামক সংস্কৃত নাটক কিংবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক ইহার অনুবাদ দ্বারাই মুখ্যতঃ প্রভাবিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইহার কোন কোন চিত্র ও চরিত্রের মধ্যে কালিদাস রচিত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকের প্রভাব অনুভব

করা যায়। ইতিপূর্বে মনোমোহন বসু ইহার বিষয়বস্তু লইয়া 'হরিশ্চন্দ্র' নামক যে নাটকরচনা করিয়াছিলেন, তাহারও প্রভাব ইহার মধ্যে অনুভূত হয়।"

"ইহার রচনায় অমৃতলাল ক্ষেমীশ্বর রচিত চণ্ডকৌশিক নামক সংস্কৃত নাটক দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।" ডঃ ভট্টাচার্যের এ বক্তব্য যুক্তিযুক্ত হতে পারে কিন্তু একই বাক্যে তিনি যে 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক ইহার অনুবাদ দ্বারা প্রভাবিত' বলেছেন তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক—কারণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহু পরে (১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ) এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন।

শ্রীসত্যজীবন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'দৃশ্যকাব্য পরিচয়' গ্রন্থের ৩৫২-৫৩ পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"অমৃতলালের পৌরাণিক নাটক 'হরিশচন্দ্র' ক্ষেমীশবরের 'চন্ডকৌশিক' নাটকের অনুসরণে লিখিত হইয়াছে। অমৃতলালের পূর্ববর্তী নাটককার মনোমোহনবসু এই নামে আর একখানি নাটক লিখিয়াছিলেন, তাহাতে মূলক্রিয়া কতকগুলি অবান্তর ক্রিয়ার চাপে গতিহীন হইয়া গিয়াছিল।"

উপরোক্ত মন্তব্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে হয় সমসাময়িক সমস্ত নাটকগুলিই [হরিশচন্দ্র কাহিনী অবলম্বনে রচিত] চণ্ডকৌশিকের কাহিনী ও আঙ্গিকের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয়েছে।

এবার বঙ্গানুদিত গ্রন্থ প্রসঙ্গে আসা যাক।

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড [পঞ্চম সংস্করণ] ৯৬ পৃষ্ঠার ফুটনোটে বলেছেন ঃ

"চণ্ডকৌশিক নাটকের দুইটি অনুবাদ বাহির হইয়াছিল [১৮৬৯, ১৮৭৮] শেষের অনুবাদটিতে নাম—'কুপিতকৌশিক নাটক'—তিরিশটি গান ছিল"

আমরা বহু অনুসন্ধান করেও ডঃ সেন উল্লিখিত ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের অনুদিত গ্রন্থের সন্ধান পাই নি। চণ্ডকৌশিক নাটকের আমরা দুটি বঙ্গানুদিত গ্রন্থের সন্ধান পাই ঃ

১। কুপিত কৌশিক [১৮৭৮]—অনুবাদকের নাম লিপিবন্ধ হয়নি।
২। চণ্ডকৌশিক [১৯০১] র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

কুপিত কৌশিক নাটক। —সংস্কৃত হইতে সঙ্কলিত। ৩০টী গীত সমেত। হুগলী বুধোদয় যন্ত্রে শ্রী কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত। সন ১২৮৫ সাল। মূল্য ৸০ বার আনা।

অনুবাদকর্ম গদ্যে যাত্রার উদ্দেশে মূল নাটকের কাহিনী ও [illegible] সঙ্কলিত হয়েছে। পঞ্চম অঙ্কে নাটক সমাপ্ত।[১] আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় 'বিজ্ঞাপন'-এ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

"অনেকদিন যাত্রা শোনা হয় নাই। কয়েকমাস অতীত হইল, কোনও স্থলে উপর্য্যুপরি দুইদিন যাত্রা শুনিতে হইয়াছিল। একদিন রামাভিষেক নাটকের যাত্রা —অপরদিন সতী নাটকের যাত্রা। এযাত্রা শুনিয়া নূতন রূপ প্রীতিলাভ হইল। কারণ পূর্ব্বকালের যাত্রায় বালকদিগের বিকৃতস্বরে কথোপকথন বড়ই কর্ণ জ্বালাকর হইত, —এ যাত্রায় সেরূপ হইল না। উক্ত উভয় নাটকেরই রঙ্গস্থলে অভিনয় পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম; বর্ত্তমান যাত্রাতেও অবিকল সেইরূপ অভিনয়ই দেখিলাম, বৈলক্ষণ্যের মধ্যে এই যে, এযাত্রা স্থলে সজ্জিত রঙ্গভূমি ছিল না, এবং মধ্যে মধ্যে গীত ছিল। কিন্তু ঐ গীতগুলি নাটক রচয়িতার স্বরচিত নহে—যাত্রাকারকেরা স্বকার্য্যের সুবিধার জন্য আপনারা রচনা করিয়া লইয়াছেন, এ নিমিত্ত নাটকের সহিত সেগুলির ভালরূপে মিশ খায় নাই। তদ্ভিন্ন তাহা সংখ্যাতেও অল্প। এইহেতু গীতপ্রিয় যাত্রা শ্রোতৃগণের পক্ষে তাদৃশ প্রীতিকর হয় নাই। এইসকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল যে, যদি কোনও নাটকে অধিক সংখ্যায় গীত থাকে, তাহা হইলে বোধ হয়, যাত্রাকারদিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। সেই সুবিধা করণের অভিপ্রায়েই আর্য্য ক্ষেমীশ্বর-প্রণীত সংস্কৃত চণ্ডকৌশিক নাটক অবলম্বন করিয়া এই কুপিত কৌশিক নাটক লিখিত হইল। ইহাতে ৩০টী গীত আছে। গীতগুলির যেসকল রাগিনী ও তাল লিখিত হইল, যদি কেহ সুবিধাবোধ করেন, তাহার অন্যথাও করিয়া লইতে পারিবেন। ফলতঃ যে অভিপ্রায়ে ইহা লিখিত হইল, তাহা সিদ্ধ হইলেই পরিশ্রম সার্থক হইবে। ২৫এ বৈশাখ সংবৎ ১৯৩৫।"

'রামাভিষেক' ও 'সতী' নাটক দুটি গীতাভিনয় ফর্মে রচিত। এবং বলা বাহুল্য 'বিজ্ঞাপান'-এ গ্রন্থকার কথিত 'যাত্রা' আসলে সেযুগে সদ্যপ্রচলিত

[illegible] অমর্ষ জাগিয়ে দেয়। সুতরাং আলোচ্য নাটক কুপিত-কৌশিককেও আমরা গীতাভিনয় গ্রন্থ হিসাবে উল্লেখ করতে পারি। বিজ্ঞাপনেও গ্রন্থকার চণ্ডকৌশিকের স্থলে কুপিতকৌশিক নাম পরিবর্তনের কোনো কারণ উল্লেখ করেননি—সুতরাং নিছক পরিবর্তনের জন্য পরিবর্তন সাধন দ্বারা 'চণ্ড' শব্দের স্থলে 'কুপিত' শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে বলেই মনে হয়।

গ্রন্থে ভারতীয় রাগরাগিনী ও তালের উল্লেখসহ ৩০টি গীত আছে। উদাহরণস্বরূপ প্রথমাঙ্কের প্রথমাংশের একটি গীত উধৃত করা হল। মিশ্র-ত্রিপদী ও পয়ার ছন্দে রচিত গীতটি ঝিঁঝিট রাগিনীতে আড়াঠেকা তালে গেয় বলে গ্রন্থে নির্দেশ করা হয়েছে।

নিদ্রার মহিমা অপার।
হে গুণবতী দেবী নাহি দেখি আর॥
জীবগণে বক্ষে লয়ে, গাত্র হাত বুলাইয়ে,
লাগিতে না দেয় অংগে, কোনও দুখ তার—
অবসন্ন দেহ মন, প্রসন্ন করে কেমন,
জননী অপেক্ষা স্নেহ নিরখি হইয়া॥
এই নিশা জাগরণে আজ আমার—
নিদ্রায় অলস অঙ্গ, মুখে উঠে হাই।
চক্ষু লাল, ঘোরে তারা, দেখিতে না পাই॥
শরীরে সামর্থ নাই বিরস বদন।
রোগীর মতন সদা অবসন্ন মন॥

রচিত গীতে ছন্দ ও বাক্যগঠনে গুপ্ত কবির প্রভাব লক্ষণীয়। আলোচ্য গ্রন্থের একটি সমালোচনা উল্লেখ্য [ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১২৮৫ সাল, পৃ ৩৮৩—৩৮৪]:

"কুপিতকৌশিক নাটক। সংস্কৃত হইতে সঙ্কলিত—৩০টী গীত সমেত। বুধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৫০ আনা।

পুরাকালের রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানটি মুখে বলিলেও চক্ষে অশ্রু আকর্ষণ করে, তাহাতে আবার এই নাটকখানি প্রখ্যাত সংস্কৃত নাটক চণ্ড-কৌশিক হইতে সঙ্কলিত, সুতরাং ইহা যে আমাদের বিশেষ প্রীতিপদ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই, আমরা অনেক অপেক্ষা এইরূপ সঙ্কলন ভালবাসি, কারণ ইহার দ্বারা মূল সংস্কৃতের উচ্চ ভাবগুলি সহজেই বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে মধ্যে

বিস্তার করিতে পারে। কিন্তু সঙ্কলনকার নাটকখানিকে দেশীয় আত্মার উপযোগী করিতে গিয়া স্থানে স্থানে কল্পনার অত্যন্ত ব্যাভিচার করিয়াছেন। চণ্ডমূর্তি মহামুনি বিশ্বামিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রের ত্যাগ স্বীকার দেখিয়া সবিস্ময়ে স্বগত বলিতেছেন—'উঃ! ব্যাটার মনের কি দৃঢ়তা!

—ধন্য ধৈর্য্য! ধন্য মহানুভবতা! তা যা হোক, আমাকে কিন্তু ব্যাটার কত দূর দৌড় দেখিতে হইবে!'—নাটকখানির ৩০টী গীতের কোনটিই আমাদের ভাল লাগিল না। আমাদের মতে 'নিশা অবসান হল, ভানুরশ্মি প্রকাশিল। ভয়ঙ্কর রাত্রিচর জন্তু সবে লুকাইল' ইত্যাদি গীতের ভাষাই নয়।"

অনুবাদকর্মের নমুনাস্বরূপ তৃতীয় অঙ্কের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক।

বলা বাহুল্য এ অংশে অনুবাদকর্ম মূলানুগ তো নয়ই পরন্তু সংক্ষেপিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হয়েছে ঃ

বিশ্বামিত্র— এই যে দুটোতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে [কমণ্ডলু জলসেক—শীতল জল স্পর্শে উভয়ে সংজ্ঞা লাভ এবং উঠিয়া উপবেশন] দুরাত্মন্ হরিশ্চন্দ্র! এখনও তুই দক্ষিণা দিলি না? সত্যভ্রষ্ট হয়ে যে নরকবাসী হবি, সে চিন্তা করলি না? আর বেলা দেড় প্রহর আছে—এর মধ্যে যদি না দিস্ তবে সূর্য্য অস্ত হলেই নিশ্চয়ই তোরে শাপানলে দগ্ধ করবো। এখন্ আমি যাই,—আমার সান্ধ্যাহ্নিক কিছু বাকী আছে —শেষ করে আসি। [প্রস্থান]

রাজা— [দীর্ঘনিঃশ্বাস—ও অধোমুখে অবস্থান]

শৈব্যা— জীবিতেশ্বর! তুমি এত চিন্তা করছ কেন? আমি যা বলেছি তাই কর! ইহকালের সুখ দিনকত বই নয়—আমাদের ভাগ্যে যতদিন সুখ ভোগ করবার ছিল, তা হয়ে গেছে—[সরোদনে] তা ফুরিয়ে গেছে—এখন্ পরকালের অনন্ত সুখে যাতে না কাঁটা পড়ে, তার চেষ্টা দেখ। নাথ! তুমি যে সত্যভ্রষ্ট হয়ে নরকগামী হবে, আমার প্রাণে তা সবে না।

রাজা— [সরোদনে] প্রেয়সি! যা বলছ সকলি সত্য, কিন্তু যে কথা মুখ দিয়ে বা'র করতেই বুক বিদীর্ণ হ'য়ে যায়—সে কাজ আমি কি রূপে করবো? হা হা হা! আমি যে হতভাগ্য! আমার স্ত্রী বিক্রয় করে ধন উপার্জ্জন করতে হ'লো। ধিক্,

ধিক্ ! আমায় ধিক্ ! হা দৈব ! তুমি হরিশ্চন্দ্রের কপালে এতই দুঃখ লিখেছিলে !

১। উদ্ধৃত অংশের মধ্যে মূলের প্রায় অর্ধদৃশ্যের বক্তব্য সম্পূর্ণ নতুন করে বলা হয়েছে।

২। মূলে নাটকে বিশ্বামিত্র চরিত্রটি 'কৌশিক' নামে উল্লিখিত হয়েছে—এখানে তা করা হয় নি।

৩। চলিত ভাষাব ব্যবহার দ্বারা নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়।

নাটকের শেষ দৃশ্যটি অবশ্য মূলানুযায়ী ধর্ম ও হরিশ্চন্দ্র কর্তৃক রোহিতাশ্বের রাজ্যাভিষেক-এ সমাপ্ত হয়েছে—যদিও বক্তব্য বিষয় মূলের থেকে যথেষ্ট সংক্ষেপিত ও পরিবর্তিত। 'সিন্ধু-ভৈরবী' রাগিনী ও আড়াঠেকায় গেয় পয়ার ছন্দে রচিত একটি গীত দ্বারা আলোচ্য নাটক সমাপ্ত হয়েছে।

এ নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠান হয়েছে বলে সমসাময়িক পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থাদি থেকে খবর পাওয়া যায় না।

□ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চণ্ডকৌশিক'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯০১ [১৩০৮ সাল] খ্রীস্টাব্দে। পরবর্তীকালে বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী'তে নাটকটি সঙ্কলিত হয়।

কুপিত কৌশিক নাটকের নান্দী অংশ থেকে যে গানটি আমরা উদ্ধৃত করেছি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গ্রন্থে সে গানটি নিম্নরূপে লিপিবদ্ধ হয়েছে—

বন্ধু ! নিদ্রাই তো প্রাণীদের শরীর ধারণের প্রধান কারণ। কেননা নিদ্রা —

চিত্তরে প্রসন্ন করে, লঘুতা প্রত্যেক অঙ্গে
করে আনয়ন ;
প্রতিভা-বিশেষে করে সমুজ্জ্বল ; আর, দোষ
করয়ে হরণ ;
ধাতু-সাম্য করে দান, যোগ-বিশেষের সুখ
করয়ে অর্পণ।

আর, আমার দেখনা এখন কি অবস্থা হয়েছে ;

নিদ্রাভঙ্গের ন্যায় মোর গাত্র-ভঙ্গ হয় ;

ক্লান্তিভারে নিশ্চেষ্ট চিত্ত অতিশয় ;

মুখে মোর উঠে সদ্য হাই থাকি থাকি ;

তরুণ তপনালোক নাহি সহে আঁখি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদ কর্ম মূলানুগ ও যথাযথ। তৃতীয় অঙ্কের যে অংশ বিশেষ [কুপিত কৌশিক নাটকেব] পূর্বক্ষেত্রে আমরা উদ্ধৃত করেছি এখানেও সেই অংশ বিশেষ উদ্ধৃত কবা যাক—

কৌশিক—[সক্রোধে] রে দুরাত্মন্! তুই কেবল অলীক দান করে আপনার পৌরুষ প্রকাশ করেছিস্ ?—রোস্—রোস্।

পূর্ণ হইলেও মাস দক্ষিণা আমারে তুই
না করিলি দান।
শুদ্ধ মিষ্ট বাক্য লয়ে হইয়াছিস তুই এবে
হেথা অধিষ্ঠান ?
প্রতিশ্রুত ধন তুই— না করিলি দান মোরে,
হল তাই ক্রোধ মোর—
পুনঃ প্রজ্জ্বলিত ;
ঘোর শাপানল মোর হইয়া বিমুক্ত এবে
এখনি রে তোর পরে
হবে নিপতিত।
[শাপ জল গ্রহণ]

রাজা— [সভয়ে পদতলে পতিত হইয়া] মহর্ষি! প্রসন্ন হোন্ ; মার্জ্জনা করুন, মার্জ্জনা করুন।

সূর্য্যাস্ত-কাল-পূর্বে যদি না শুধি গো আমি
দক্ষিণার ঋণ,
দিও শাপ, কোরো বধ— যাহা ইচ্ছা তব, আমি
তোমারি অধীন।

মহর্ষি! প্রসন্ন হোন্—আমি এখনি বণিক-বীথিতে যাচ্ছি।

কৌশিক—[শাপ-জল পরিহার করিয়া] আচ্ছা, তুমি সেইখানে ফিরেই দিও। —আমি দ্বিতীয় স্নান সমাপন করে এখনি আসচি। [প্রস্থান]

বলা বাহুল্য, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হয় নি।

হনুমান রচিত "মহানাটক"

'হনুমান নাটক' বা হনুমান রচিত 'মহানাটক'কে আদপেই নাটক বলা হবে কিনা এ নিয়ে শতাধিক বৎসর কাল ধরে অনেক আলোচনা হয়েছে। অধ্যাপক হোরেস উইলসন তাঁর সুবিখ্যাত "হিন্দু ড্রামা" গ্রন্থের শেষে সংস্কৃত নাটকের তালিকায় "মহানাটক"কে স্থান দিয়েছেন। মহানাটকের প্রথম ইংরাজী ও বঙ্গানুবাদক মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর মহানাটককে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃত নাটকের মর্যাদা দিয়েছেন।[১] মহানাটকের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহানাটককে 'নাটক না বলিয়া ইহাকে কাব্য বলিলেই ঠিক হয়' বলেছেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের মনীষী ঐতিহাসিক ড. সুকুমার সেন তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে নাটকের আলোচনায় মহানাটককে নাটকের মর্যাদা দেননি। সুবিখ্যাত জার্মান প্রাচ্যবিদ অধ্যাপক লুইডেরস (Prof. Luiders) মহানাটককে ছায়া নাটকের পর্যায়ে ফেলেছেন। সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের দুই জন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক -সমালোচক অধ্যাপক এ. বি কীথ এবং অধ্যাপক ডঃ সুশীল কুমার দে তাঁদের সুবিখ্যাত গ্রন্থদ্বয় 'স্যাংস্ক্রীট ড্রামা' ও 'হিস্টরী অফ স্যাংস্ক্রীট লিটারেচার'-এ বিভিন্ন বিদ্বৎজনের মতামত উল্লেখসহ সুবিস্তৃত আলোচনার দ্বারা মহানাটককে যথাক্রমে 'ড্রামা অফ ইরেগুলার টাইপ' এবং 'সেমি ড্রামাটিক' পর্যায়ভুক্ত করেছেন।

এ নাটকের রচয়িতা এবং রচনাকাল নিয়েও পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মতান্তরের শেষ নেই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই নাটকের রচয়িতা হিসাবে মধুসূদন মিশ্রের নাম করেছেন, কিন্তু বক্তব্যের সমর্থনে উপযুক্ত তথ্যের অভাব জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের মতের সত্যতা অপ্রমাণ করে। কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বলেছেন—"By whomever or in whatever ages this species of entertainment was invented, it is very certain that it

was carried to great perfection in its kind, when Vikramaditya who reigned in first century before Christ..."
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মহানাটকের রচনাকাল হিসাবে চতুর্দশ শতাব্দীকে নির্দেশ করেছেন। ড. সুশীলকুমার দে তাঁর গ্রন্থের ৫০৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন—বর্তমান নাটকের পাঠ পরবর্তীকালে সঙ্কলিত হয়েছে এবং মূল রচনা সংস্কৃত সাহিত্যের আদিযুগে রচিত নয় বলেই মনে হয়।

অধ্যাপক কীথ্-এর মতে মহানাটকের মুখ্যত দুটি 'recension' বা পাঠভেদ পাওয়া যায়। প্রথমটি মধুসূদন মিশ্র সঙ্কলিত নয়টি অঙ্কে ৭৩০টি শ্লোকে সম্পূর্ণ এবং দ্বিতীয়টি দামোদর মিশ্র কর্তৃক সঙ্কলিত চৌদ্দটি অঙ্কে ও ৫৮১টি শ্লোকে সমাপ্ত।[২] অপর পক্ষে ড সুশীলকুমার দে মূল দুটি পাঠভেদ সম্বন্ধে বলেছেন, প্রথমটি পশ্চিম ভারতের পণ্ডিত দামোদর মিশ্র সঙ্কলিত ১৪টি অঙ্কে এবং ৫৪৮টি শ্লোকে সমাপ্ত। দ্বিতীয়টি পূর্বভারতীয় [বাংলাদেশ] মধুসূদন মিশ্র সঙ্কলিত ১০টি অঙ্ক এবং ৭২০টি শ্লোকে সমাপ্ত।[৩] সুতরাং দুই ঐতিহাসিকের উল্লিখিত দুই পাঠান্তরের শ্লোক সংখ্যারও তফাৎ ঘটেছে। এমনকি ডঃ সুশীলকুমার দে তাঁর গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে শ্লোক সংখ্যার হেরফের লক্ষ করা যায়। আমাদের আলোচিত বঙ্গানুদিত গ্রন্থগুলির শ্লোকসংখ্যাও ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

নাট্যশাস্ত্র নির্দেশিত সংস্কৃত নাটকের 'form and contents'-এর উল্লেখসহ মহানাটকের' 'form and contents'—এর 'irregularties and peculiarities'—এর আলোচনা করে ড সুশীলকুমার দে আরও বলেছেন—(১) রামায়ণের প্রায় সমগ্র কাহিনী আলোচ্য নাটকে কাব্যাকারে বিধৃত হয়েছে। এ ব্যাপারে একই কাহিনী অবলম্বনে প্রচলিত ও অপ্রচলিত সমস্ত নাটকের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। (২) আলোচ্য নাটকে গদ্যাংশ খুবই কম, সত্যিকারের সংলাপ প্রায় অবর্তমান, কোনও রকম মঞ্চ নির্দেশনা নেই, চরিত্রের সংখ্যা বহু। শুধু নান্দী অংশ বর্তমান, কিন্তু একটি পাঠে কাব্যে প্রস্তাবনা অংশও পরিদৃশ্যমান। (৩) নাটকের কোন নির্দিষ্ট ঘটনা সংস্থাপন নেই, পরন্তু কাহিনীটি ধারাবাহিক কথনাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে।[৪]

এ নাটকের অভিনয় সম্ভাব্যতা সম্পর্কেও পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যথেষ্ট

মঞ্চভেদ' আছে। কেউ একে বলেছেন 'only a literary drama or TOUR DE FORCE;' কেউ বলেছেন 'it is a Lesedrama plus Campu plus Tika.' অধ্যাপক কীথ্ বলেছেন 'The work was composed in preparation for some kinds of performance in which the dialogue was plentifully eked out by narration' অধ্যাপক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য (I H Q, 1934, p 492) মন্তব্য করেছেন "মহানাটক বাংলা পৌরাণিক কথকতার ভঙ্গিতে সংকলিত হয়েছিল।" কিন্তু এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. সুশীলকুমার দে ভিন্ন মত পোষণ করে বলেছেন, "But on this theory, the occasional elaborate stage-directions, the Chorus-like Vaitaliya-Vakyas, the lengthened and extended working out of the story are not satisfactorily explained. The Bengali manuals for Kathakas are certainly of a different character."[৫] অধ্যাপক কীথ্ মহানাটকের সম্ভাব্য অনুষ্ঠানকে জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" ও রামকৃষ্ণের "গোপালকেলিচন্দ্রিকা"র 'lyrical narration or song'-এর 'Quasidramatic presentation' এবং 'sublimated outcome of the operatic and melodramatic'—'কৃষ্ণযাত্রা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেউ কেউ বা বাংলাদেশের আদি মধ্যযুগের পৌরাণিক বা 'Semi-religious' যাত্রার সঙ্গেও মহানাটকের সম্ভাব্য প্রযোজনার আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত ডঃ সুশীলকুমার দে-র মন্তব্য স্মরণীয়।[৬]

অধ্যাপক কীথ্ মহানাটকের বঙ্গদেশে প্রচলিত মূল পাঠের মধ্যে ২৫৩টি পদ-সমন্বিত ১০৯টি শ্লোক শার্দূলবিক্রীড়িত, ৮৩টি বসন্ততিলক, ৭৭টি স্রগ্ধরা, ৫৯টি মালিনী এবং ৫০টি ইন্দ্রবজ্রা ছন্দে রচিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন এবং পরিশেষে মন্তব্য করেছেন—'This fact, in the verison of Madhusudana, is sufficient to show how far we are removed from anything primitive.'

অতএব বিভিন্ন মতান্তরের বিস্তৃত আলোচনা পরিহার করে এবার মূল বঙ্গানুদিত গ্রন্থগুলির আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক।

যতদূর জানা যায় ১৮৪০ বা ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্গানুদিত গ্রন্থটিই বাংলাভাষায় মহানাটকের প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ। এই জরাজীর্ণ গ্রন্থখানির প্রথম

এর শেষ অংশ না থাকায় অনুবাদকের নাম জানিবার [illegible] পাওয়া যায় না। গ্রন্থটি কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের মহানাটকের ইংরাজী অনুবাদের সঙ্গে বাঁধাই করা আছে। প্রাপ্ত গ্রন্থটির প্রথম পৃষ্ঠায় 'Vernacular Literature Committe Library 1842'—রবার স্ট্যাম্প আছে। মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের ইংরাজী অনুবাদ গ্রন্থটি অনুগত প্রজা হিসাবে (A Dramatic History of King Rama by Hanumat—Translated into English from its original Sanskrit by Maharaja Kali Krishna Bahadur C. M. R. A. S. &c &c., Calcutta—Printed by N. Robertson & Co., at the Columbian Press, N. 65, Cossitollah 1840) "To her most gracious Majesty Victoria, Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland &c &c"-এর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হয়েছে। মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ চারপৃষ্ঠা ব্যাপী ইংরাজী ভূমিকায় বলেছেন—"Of the invention and antiquity of the 'Maha-Nataka', the late Sir William Jones says in his first preface to the Sakuntala-Nataka, that the first Sanskrit Verse ever heard by mortals was pronounced in a burst of recenment by the Great Valuic who flourished in the silver age of of the world, and was author of an epic poem on the Wars of his Contemporary Rama, a king of Ayodhya, so that no drama in verse could have been represented before his time, and the Indians have a wild story, that the first regular play, on the same subject with Ramayana, was composed by HANUMUT or PAVAN, who commanded an army of Satyrs or Mountaineers, in Rama's expedition against Lanka; they add that he engraved it on a smooth rock, which, being dissatisfied with his composition, he hurled into the sea; and that, many years after, a learned prince ordered expert drivers to take impressions of the

poem on wax, by which means the drama was in great measure restored. বলা বাহুল্য এ গল্পের সত্যাসত্য যাচাই করার কোন উপায় নেই ও সম্ভবও নয় এবং সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি যা পাওয়া গেছে সেগুলির দ্বারা মহানাটকের প্রাচীনত্ব প্রমাণেরও কোন অবকাশ নেই। তবে প্রসঙ্গত বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, উইলিয়াম জোনস্‌, হোরেস উইলসন এবং অন্যান্য দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণ যাঁরাই মহানাটকের আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন তাঁরা সকলেই উক্ত পৌরাণিক কিংবদন্তীটি মোটামুটিভাবে উল্লেখ করে গেছেন। সুতরাং প্রমাণসাধ্য না হলেও মূল মহানাটক যে অন্ততঃ খ্রীস্টপূর্ব যুগে রচিত হয়েছিল একথা অনুমান করা কণ বোধ হয় খুব অযৌক্তিক হবে না।

এ গ্রন্থের সম্পাদনা ও অনুবাদপ্রয়াস প্রসঙ্গে মহারাজা কালীকৃষ্ণ তাঁর ইংরাজী ভূমিকার আর এক জায়গায় বলেছেন—"I undertook to publish an English translation of the 'Maha-Nataka' in compliance with the wish of my learned friend Captain A. Troyer, formerly Secretary to the Government Sanskrit College of Calcutta, and now a resident in Paris, that a correct edition of the original Nataka should be published for the use of my Countrymen and of foreigners. To fulfil this intention I have made a collection of a dozen manuscript copies both ancient and modern, and a printed copy[৭] in Bengali character, to compare them with one another, and I have not been wanting in my endeavours, aided by my Pandits, to present the reader with a correct edition of the work in Divanagara, and with a translation in every respect faithful to the original, except in the omission of a few passages which would appear exceptionable to modern taste and refinement." এরপর মহারাজা কালীকৃষ্ণ অধ্যাপক হোরেস উইলসনের মন্তব্য—"তখন পর্যন্ত হিন্দুরা সম্ভবত নাটকে দৃশ্য বিভাগ এবং অভিনয়ে পটক্ষেপের প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না" সমর্থন করে বলেছেন "But to avoid obscurity, I have with reference to the subject of each act, indicated in

the headings both in English and Sanskrit, the Scenes where the transactions are supposed to occur. I have interspersed some annotations, facilitate the perusal of the author by English readers." কালীকৃষ্ণের বঙ্গভাষায় অনূদিত গ্রন্থটিতে ইংরাজী অনুবাদের ন্যায় অংক বিভাগ (Act I to Act IX) নেই তবে ইংরাজী অনুবাদ গ্রন্থের ন্যায় মোট ৬১৯টি শ্লোকেরই অনুবাদ দেওয়া আছে। অনুবাদকর্ম পয়ারাদি ছন্দে সম্পন্ন হয়েছে। ইংরাজী অনুবাদ গ্রন্থটি উনিশ শতকের চতুর্থ-পঞ্চম দশকে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রপাঠ্য সহায়িকা হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল বলে জানা যায়। সমসাময়িক পত্রপত্রিকা অনুসন্ধান করে জানা যাচ্ছে এ নাটকটি কোথাও অভিনীত হয় নি। বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এ নাটকের পরবর্তীকালের অনুবাদক রামগতি কবিরত্ন ও মধুসূদন মিশ্রের অনুবাদের সঙ্গে এ অনুবাদের প্রায় হুবহু মিল আছে এবং মনে হয় পরবর্তী অনুবাদকগণের পূর্বসূরীর অনুসরণ ও অনুকরণ স্পৃহাই এর মূল কারণ। কালীকৃষ্ণের বঙ্গানুবাদ ছাড়া আর তিনখানি বঙ্গানূদিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

১। শ্রীরামগতি ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন কর্তৃক পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত [প্রথম প্রকাশ ১৮ ৮ খ্রীস্টাব্দ] ২। শ্রীযুক্ত মধুসূদন মিশ্র কর্তৃক সাধুভাষায় পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত [বাংলা ১২৭৪ সাল—ইং ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দ] এবং ৩। শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যেণ শোধিতং বঙ্গভাষয়া অনুবাদিতঞ্চ [বাংলা ১২৮০ সাল—ইং ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দ]। এছাড়া শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মহানাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

রামগতি কবিরত্নের গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৫৫ সালে বা ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে কিন্তু প্রথম সংস্করণ গ্রন্থটি সংগ্রহ করা যায়নি। পরবর্তীকালে দুটি গ্রন্থ [সংস্করণ সংখ্যা লিপিবদ্ধ করা হয়নি] একটি ১২৮৫ সালে ও অপরটি ১২৯৫ সালে প্রকাশিত—আদ্যোপান্ত পরীক্ষা করা হয়েছে। ১২৮৫ সালের ২৮শে ভাদ্র [ইং ১৮৭৮, ১২ই সেপ্টেম্বর] প্রকাশিত গ্রন্থটির প্রকাশক শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর আঢ্য। কলকাতা চিৎপুর রোড বটতলা ১১৫ নম্বর ভবন প্রকাশস্থল। ৬০৭টি শ্লোকের অনুবাদ দ্বারা গ্রন্থশেষ হয়েছে, কোন ভূমিকা বা নিবেদন নেই। ১২৯৫ সালে প্রকাশিত ১১২ পৃষ্ঠায় ৬০৭টি শ্লোকের মূলসহ বঙ্গানুবাদ-

অবে বাংলা পয়ারাদি ছন্দে অনূদিত গ্রন্থটির আখ্যা পত্র (Title page)-টি নিম্নরূপ ঃ

শ্রীরামচন্দ্র চরিত শ্রীমন্ধনুমন্ত বিরচিত। ইদানীং শ্রীযুক্ত রামগতি ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন কর্ত্তৃক পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত। প্রকাশক—শ্রীরসিকলাল চন্দ্র। কলিকাতা, চিৎপুর রোড ১১৭ নং কবিতাকৌমুদী যন্ত্রে শ্রীহংসেশ্বর বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত। সন ১২৯৫ সাল।

নাটকের আলোচনায় শেষোক্ত সংস্করণটিই গ্রহণ করা হয়েছে।

মধুসূদন মিশ্রের গ্রন্থে কোন ভূমিকা বা নিবেদন নেই তবে ৬০৮টি শ্লোক বাংলা পয়ারাদি ছন্দে অনূদিত হয়ে [পাশাপাশি মূলে সংস্কৃত শ্লোকগুলিও দেওয়া আছে] গ্রন্থটি শেষ হয়েছে।

মধুসূদন মিশ্রের অনূদিত গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

শ্রীরামচন্দ্র চরিত শ্রীমন্ধনুমতা বিরচিত ইদানীং শ্রীযুত মধুসূদন মিশ্র কর্ত্তৃক সাধুভাষায় পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত যন্ত্রাধ্যক্ষঃ শ্রীবিশ্বম্বর লাহা। কলিকাতা চিৎপুর রোড গরানহাটা বৃন্দাবন বসাকের ষ্ট্রীট নং ৩৭।১ ভবনে কবিতা রত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত সন ১২৭৪ সাল ১৭ অগ্রহায়ণ। শ্রীরামচন্দ্র মিত্রের দ্বারা প্রকাশিত।

রামগতি কবিরত্ন ও মধুসূদন মিশ্র বিরচিত গ্রন্থের উপরোক্ত আখ্যাপত্র থেকে জানতে পারা যায় যে—প্রকাশক একই ব্যক্তি শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা।

কিন্তু চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের অনুবাদ গ্রন্থটি ৭৩৪টি শ্লোকের অনুবাদ দ্বারা সমাপ্ত হয়েছে। পূর্বের তিনটি অনুবাদ কর্মে কোন নাট্যাংক উল্লিখিত হয়নি, এখানে তা হয়েছে। ৯টি নাট্যাংকের প্রতিটিতে শ্লোক সংখ্যার বিন্যাস নিম্নরূপ ঃ

৪৮ + ৫২ + ৮৯ + ৭২ + ১০০ + ১১৬ + ৭২ + ৩৭ + ১৪৮ = ৭:৪

চন্দ্রকুমারের গ্রন্থে সমগ্র অনুবাদ কর্ম গদ্যে সম্পন্ন হয়েছে। চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য তাঁর গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'—এ [২৮ চৈত্র সন ১২৮০ সাল] বলেছেন— "এই গ্রন্থের অনুপ্রাসচ্ছটা এরূপ যে প্রায় কোন কাব্যে বা নাটকে সেরূপ লক্ষিত হয় না। ইহার রচনা যেরূপ প্রাঞ্জল, তদ্রূপ মধুর, ইহাতে আদিরস ঘটিত বর্ণনা মাত্রই নাই, বীর ও করুণ রস ঘটিত বর্ণনাতেই গ্রন্থ পর্য্যবসিত হইয়াছে, এবং মধ্যে ২ উপদেশ পূর্ণ শ্লোক অনেক আছে।" চন্দ্রকুমারের বক্তব্যের "ইহাতে আদিরস ঘটিত বর্ণনা মাত্রই নাই" কথাটি যে সত্য নয় তা মূলসহ অনুবাদকর্মের

তুলনামূলক আলোচনার উদাহরণে প্রদর্শন করা হবে। তিনি 'বিজ্ঞাপন'-এ আরো বলেছেন—"এই গ্রন্থখানি অনেক দিবস যাবৎ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু কেহই এযাবৎ বিশেষ যত্নপূর্বক উত্তমরূপে মুদ্রাঙ্কন কিম্বা আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্লোক সংগ্রহ করিতে যত্ন করেন নাই। কেহ কেহ দুই চারি সর্গের কিছু কিছু অংশ মুদ্রিত করিয়াই 'সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থ' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া থাকেন। তাহাও যদি কথঞ্চিৎ পাঠোপযোগী হইত, তবে ঐ চীৎকার ধ্বনি তত ক্লেশকর হইত না। বিশেষতঃ গ্রন্থখানি নেত্রগোচর হইলে তাহার বর্ণবিন্যাস ও লিপিপ্রণালী, ঐ চীৎকারধ্বনির সহযোগী হইয়া অধিকতর ক্লেশ প্রদান করে। ইতিপূর্বে কোন সুবিখ্যাত পণ্ডিত যে ঐ মহানাটক কাব্য মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। উক্ত মহাত্মা এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনে তাঁহার পাণ্ডিত্যের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। উহা দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত, সুতরাং সাধারণের কার্যোপযোগী হয় না, এবং অনেকানেক কাব্যরসাভিজ্ঞ ব্যক্তি বঙ্গাক্ষরে মুদ্রাঙ্কনের অনুরোধ করাতে, আমি শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর চন্দ্রের অনুমত্যনুসারে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিলাম। উক্ত চন্দ্র তাঁহার নিজের অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া চন্দ্রশেখর পণ্ডিতের কৃত টীকা ও মৎকৃত অনুবাদের সহিত মুদ্রিত করিলেন।..." এখন এই বিশ্বম্ভর চন্দ্র রামগতি কবিরত্ন ও মধুসূদন মিশ্রের গ্রন্থ প্রকাশক বিশ্বম্ভর লাহা কিনা ['লাহা' এবং 'চন্দ্র' দুই উপাধি আপাত ভিন্ন হলেও উভয়েই সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত] তা যদিও নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা যায় না তবু মনে হয় তা একান্ত অসম্ভব নয়। চন্দ্রকুমারের গ্রন্থের আখ্যা-পত্রের সংস্কৃত মিশ্রিত বাংলাভাষা নিম্নরূপ ঃ শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যেণ শোধিতং বঙ্গভাষয়া অনুবাদিতঞ্চ শ্রীবিশ্বম্ভরচন্দ্র স্যানুমত্যা শ্রীশশিভূষণ ঘোষস্য সুধানিধি যন্ত্রে মুদ্রিতং প্রকাশিতঞ্চ। কলিকাতা চিৎপুর রোড, বটতলা ৩১৭ নং সন ১২৮০ সাল শকাব্দা ১৭৯৬। মূল্য ২ টাকা মাত্র॥

এছাড়া গ্রন্থশেষে আবার "শ্রীকালীচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত" কথা কয়টি লিপিবদ্ধ আছে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে একই অনুরাগী ধনী প্রকাশক কর্তৃক একই মূল গ্রন্থের বিভিন্ন টীকা বা অনুবাদ প্রয়াসের গ্রন্থাকারে প্রকাশন-প্রচেষ্টা দুর্লভ নয় বলেই মনে হয় রামগতি, মধুসূদন ও চন্দ্রকুমারের গ্রন্থ প্রকাশক শ্রীবিশ্বম্ভর [চন্দ্র বা লাহা] একই ব্যক্তি। উপরোক্ত বিজ্ঞাপন-এর শেষাংশে অনুবাদক বলেছেন—"পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে শ্রীযুক্ত সর্বানন্দ

সুধীবর কর্তৃক প্রথমাবধি ২১ ফরমা পর্য্যন্ত অনুবাদিত ও সংশোধিত হইয়াছিল।"—সুতরাং প্রথম ২১ ফরমা ছাড়া বাকি অংশ অনুবাদের ও গ্রন্থ সম্পাদনের দায়িত্ব চন্দ্রকুমার গ্রহণ করেছিলেন।

তুলনামূলক বিচারে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। কাহিনী বিন্যাসের ক্ষেত্রে রামগতির গ্রন্থে রামচন্দ্রের লীলাবর্ণনে গ্রন্থারম্ভ ও রামসীতা মিলনে গ্রন্থশেষ। মধুসূদন মিশ্রও একই পন্থা অনুসরণ করেছেন। দুই তিনটি শ্লোকের সংখ্যার বিন্যাসে অদলবদল এবং বঙ্গানুবাদে বিভিন্নতা ভিন্ন রামগতি ও মধুসূদনের অনুবাদ গ্রন্থের অনুবাদের ভাষা ও বিন্যাসের বিস্ময়কর মিল দেখে সন্দেহ হয় একই অনুবাদকর্ম ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়েছে কিনা, বিশেষত দুই গ্রন্থের প্রকাশক যখন একই ব্যক্তি। কিন্তু চন্দ্রকুমারের গ্রন্থে গ্রন্থারম্ভ একইভাবে হলেও গ্রন্থশেষ হয়েছে রামের স্বর্গারোহণে; ফলে শেষের দিকে ভিন্ন কয়েকটি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ দ্বারা রামায়ণের অনুসরণে গ্রন্থের কাহিনীতে রামের জীবনের শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে—ফলে স্বাভাবিকভাবেই শ্লোক সংখ্যা তথা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব মহানাটকের আলোচনার প্রথম দিকে যে পাঠভেদ ও শ্লোকসংখ্যার তারতম্যের কথা বলা হয়েছে, সেকথার সত্যতা এখানে প্রমাণিত হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কালীকৃষ্ণের গ্রন্থে কাহিনী বিন্যাস রামগতি ও মধুসূদন মিশ্রের গ্রন্থের অনুরূপ।

এবার তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন গ্রন্থের অনুবাদকর্মের কিছু নিদর্শনের আলোচনা করা যাক।

মূল সংস্কৃত গ্রন্থের নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে:

১। বাহোর্ব্বলং ন বিদিতং ন চ কার্ম্মুকস্য, ত্রৈয়ম্বকস্য
সুতরাম যমেব দোষঃ। তচ্চাপলং পরশুরাম মম
ক্ষমস্য, ডিম্বস্য দোর্বিলাসিতানি মুদে গুরূণাং॥

২। ক্ব স দাশরথি রামো মদ্‌ যশ্চন্দ্রবারিতঃ। পবারেঃ
কার্ম্মুকং যেন ভগ্নং তিষ্ঠতি ভার্গবে॥

উপরোক্ত শ্লোক দুটি রামগতি কবিরত্নের গ্রন্থে ৫৫ ও ৫৬তম শ্লোক বলে চিহ্নিত। মধুসূদন মিশ্র ও কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের গ্রন্থেও তাই কিন্তু চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থে 'ক্ব স……ভার্গবে' শ্লোকটি দ্বিতীয় অঙ্কের ১২তম এবং 'বাহোর্ব্বলং……মুদে গুরূণাং' শ্লোকটি দ্বিতীয় অঙ্কের ১৩তম বলে চিহ্নিত

হয়েছে। মূল পাঠের অর্থবিচারে মনে হয় চন্দ্রকুমারের সম্পাদনাই ঠিক। কারণ পরশুরামের ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাক্যের [দ্বিতীয় শ্লোকের বক্তব্য] উত্তরেই রামচন্দ্রের বিনয়বচনগুলি [প্রথম শ্লোকের বক্তব্য] যুক্তিযুক্ত। এবার অনুবাদের নমুনাগুলি দেখা যাক :

মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের অনুবাদ—

না জানিহে বাহুবল আর ধনুর্ব্বল। নিশ্চয় আমার দোষ হৈয়েছে সকল ॥
জমদগ্ন্য নিবেদন করি তবে আমি। আমার চাঞ্চল্য প্রভু ক্ষমা কর তুমি ॥
বালকের বাহুবল বিলাসিত হয়। তাহাতে আহ্লাদ গুরু করয়ে নিচয় ॥
কোথায় কোশালাপতি দাশরথিরাম। যশশ্চন্দ্রমোর সেই করিছে বিরাম ॥
শিবের ধনুকরাম কিরূপে ভাঙিলে। ভার্গব থাকিতে কর্ম্ম এরূপ করিলে।

রামগতি কবিরত্ন এবং মধুসূদন মিশ্রের অনুবাদ হুবহু এক।

চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্যের অনুবাদ—

ভৃগুবংশাবতংশ পরশুরাম থাকিতে যে রামচন্দ্র শিবধনু ভঙ্গ এবং আমার যশচন্দ্র বিলোপ করিয়াছে সেই দশরথনন্দন রামচন্দ্র কোথায়। শ্রীরামচন্দ্র বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন হে পরশুরাম! আমি আপনার বাহুবল এবং এই শিবধনুর বল উভয়ই বিদিত নহি, সুতরাং এই ধনুর্ভংগ আমার দোষ করা হয়েছে, আপনি আমার এই দোষ ক্ষমা করুন, যেহেতু গুরুলোকেরা বালকের কার্য্যে দোষ গ্রহণ না করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

চন্দ্রকুমার মূলকাব্যের গদ্য-অনুবাদ করলেও তাঁর অনুবাদ মূলানুগ ও যথাযথ এবং সমসাময়িক বাংলাগদ্যের আড়ষ্টতা থাকলেও কাব্য-সংলাপকে তিনি যথাসাধ্য নাটকীয় করবার চেষ্টা করেছেন। অপরপক্ষে পূর্বোক্ত তিনজন অনুবাদক [একই প্রকার অনুবাদ করেছেন] মূল কাব্যরূপকে বজায় রেখেও সংলাপে নাটকীয়ত্ব আনয়নে প্রয়াসী হন নি, পরন্তু মূলবহির্ভূত "কোশালাপতি" শব্দটি তাঁরা অধিক ব্যবহার করেছেন। বলা বাহুল্য এই অধিক-শব্দটি ছন্দরক্ষার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে, নাটকীয়ত্ব আনয়ন বা কাব্যসৌন্দর্য বর্ধনের দ্বারা অনুবাদ উৎকর্ষ সম্পাদনার্থে প্রয়োগ করা হয় নি।

আরও একটি উদাহরণ তুলনামূলক আলোচনার জন্য গ্রহণ করা যাক।

'মুগ্ধেবমৈথিলি চন্দ্রসুন্দরমুখি প্রাণপ্রদানৌষধি
প্রাণান্তক মৃগাক্ষি মন্মথনদি প্রাণেশ্বরি ত্রাহিমাং।
[illegible] মুখং সুললিতং বক্ত্রেক্রমাক্রেণ ত—

শ্চুম্বিষ্যামিদশাননৈশ্বর্বহুবিধং মুঞ্চগ্রহং মানিনি ॥
ইত্থং নিশম্য মধুরং নৃপমাহবাক্যং নম্রাননা শপথি
কোপমতী চ সীতা। শ্রীরাম বাণহত রাবণ মস্তকেষু
গৃধ্রাঃপদং দধতি চেতসি তুষ্টি যোগঃ।'

রামগতি কবিরত্নের গ্রন্থে উক্ত শ্লোকটি ২৭৬ ও ২৮২ নং, মধুসূদন মিশ্রের গ্রন্থেও তাই, মহারাজা কালীকৃষ্ণের গ্রন্থে ২৮২ ও ২৮৮ নং এবং চন্দ্রকুমারের গ্রন্থে ৫ম অংক ৪০তম ও ৪৬তম শ্লোক বলে উক্ত হয়েছে।

কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের বঙ্গানুবাদ—
মানময়ী চন্দ্রমুখী বিদেহ নন্দিনী। প্রাণদানে হও তুমি ঔষধি আপনি ॥
মদনের নদী তুমি মম প্রাণেশ্বরী। প্রাণরক্ষা কর প্রিয়ে জানকী সুন্দরী ॥
তব মুখপদ্মে রাম করেছে চুম্বন। এক মুখে তৃপ্ত নাহি হয় কদাচন ॥
দশানন দিয়া আমি চুম্বিব রূপসী। বহুবিধ গ্রহত্যাগ করহে রূপসী ॥
এরূপ মধুর বাক্য করিয়া শ্রবণ। সপথি করিল সীতা নমিত বদন ॥
কোপেতে কুপিতা হইয়া বিদেহ নন্দিনী। লঙ্কাধিপে এই বাক্য কহিলা আপনি ॥
শ্রীরামের বাণে হত হৈয়া লঙ্কেশ্বর। যেদিন পড়িবে তুমি ধরার উপর ॥
তব মুণ্ডে গৃধ্রগণ বসিবে যখন। মানসেতে মম তুষ্টি হইবে তখন ॥

রামগতির অনুবাদও একই রূপ, শুধু পরবর্তী শ্লোকের অনুবাদে 'সপথি করিল সীতা' স্থলে শপথ করিল সীতা আছে। মধুসূদন মিশ্র রামগতিকে হুবহু অনুকরণ করেছেন।

চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য বঙ্গানুবাদ করেছেন—
ইতিমধ্যে রাবণ উপস্থিত হইয়া সীতাকে প্রবোধ বচনে কহিল হে মুগ্ধে হে মৈথিলি হে চন্দ্রসুন্দরমুখি প্রাণদানৌষধি মৃগাক্ষি হে মন্মথনদী প্রাণেশ্বরি, রাম তোমার সুললিত বদন একমুখে চুম্বন করে। আমি বহুপ্রকার দশমুখে চুম্বন করিব হে মানিনি লজ্জা পরিত্যাগ কর প্রাণরক্ষা ও যন্ত্রণামুক্ত কর।

কোপবতী নম্রাননা সীতা তখন রাবণের এইরূপ মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন যদি গৃধ্রগণ রামবাণহত রাবণমস্তকে পাদ প্রদান করে তবে আমার সন্তোষ হইবে।

আদিরস প্রধান প্রথম শ্লোকটি এবং বীররস প্রধান দ্বিতীয় শ্লোকটির অনুবাদে প্রথম তিন জন কাব্যে যথেষ্ট নাটকীয়তা আনয়ন করলেও 'যথাযথতা' থেকে কিছুটা ভ্রষ্ট হয়েছেন। 'গৃধ্রপদং দধতি'র অনুবাদ করেছেন তাঁরা

'গৃধ্রগণ বসিবে যখন'। রাবণের মুখে গৃধিনী পা রাখিবে—একথা বলার মধ্যে সীতার রাবণের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা এবং ক্ষত্রিয় রমণীসুলভ যে আত্মবিশ্বাস প্রকাশিত হয় 'তব মুণ্ডে গৃধ্রগণ বসিবে যখন' বলার মধ্যে সে ভাবটি প্রস্ফুটিত হয় না। তাছাড়া—

'দশানন দিয়া আমি চুম্বিব রূপসী। বহুবিধ গ্রহত্যাগ করহে রূপসী' —পদের মধ্যে প্রথম লাইনের শেষের কথা 'রূপসী'র সঙ্গে দ্বিতীয় লাইনের শেষকথা 'রূপসী' ব্যবহার করে ছন্দ মেলানোর চেষ্টায় কবির শব্দ ব্যবহারের অপ্রতুলতা সুলভ-দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে।

চন্দ্রকুমারের অনুবাদে যথাযথতা রক্ষিত হয়েছে তবে বলিষ্ঠ গদ্যের গঠমানতার অভাবে সংলাপের নাটকীয়ত্বের হানি ঘটিয়েছে।

সর্বতোভাবে তুলনামূলক বিচারে চন্দ্রকুমারের গ্রন্থটিই মহানাটকের বঙ্গভাষায় অনুদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়।

দ্রষ্টব্য:

১। মহানাটকের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকা: কালীকৃষ্ণ বাহাদুর। 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত, আষাঢ়-চৈত্র, ১৩১২ সাল।

২। Sanskrit Drama : A. B. Keith page 270—71

৩। History of Sanskrit Literature : Dr. S. K. De, University of Calcutta 1947, page 506

৪। History of Sanskrit Literature : —do— page 505.

৫। History of Sanskrit Literature : —do— footnote of the page 508.

৬। —do— page 508—509.

৭। অনেক অনুসন্ধান করেও কালীকৃষ্ণ বাহাদুর উল্লিখিত ছাপা গ্রন্থটির সন্ধান পাওয়া যায় নি।

কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক

বাংলা অনুবাদ নাটকের ইতিহাসে কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের স্থান উল্লেখযোগ্য। যতদূর জানা যায়, তাতে উনবিংশ শতকে সংস্কৃত নাটকাবলীর মধ্যে প্রবোধচন্দ্রোদয়ই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। অনুবাদ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে মূল সংস্কৃত নাটক প্রবোধচন্দ্রোদয় এবং তার রচয়িতা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার।

অন্যান্য সংস্কৃত নাট্যকারদের মতো কৃষ্ণমিশ্রের সময় নিয়েও বুধমণ্ডলীর মধ্যে মতভেদ আছে। অধ্যাপক কীথ্‌ কৃষ্ণমিশ্রের সময় মোটামুটিভাবে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ বলে নির্দেশ করেছেন।[১] শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে বলেছেন[২]—

"কৃষ্ণমিশ্রকে [১১শ—১২শ শতক] কেহ কেহ [দ্রষ্টব্য চিন্ময় বঙ্গ, ক্ষিতিমোহন সেন, পৃষ্ঠা ১২০] বাঙালী মনে করেন। কিন্তু নাটকের যে শ্লোক—

[গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তথাপি রাঢাপুরী ভূরিশ্রেষ্ঠিক নামধাম রি
পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা। তৎপুত্রাশ্চমহাকুলা ন বিদিতাঃ কস্যা (?)
এতেষামপি প্রজ্ঞাশীলবিবেকধৈর্যবিনয়াচা রৈরহং চোত্তমঃ ॥ ২।৭

—ইহা অহঙ্কারের উক্তি। ইহাতে নাট্যকার সম্ভবতঃ তদানীন্তন বাঙালী পণ্ডিতের অহমিকার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন] হইতে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, সেই শ্লোকে এই সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ইঙ্গিত নাই। এই নাটকের প্রস্তাবনায় যে গোপালের উল্লেখ আছে, তিনি বাংলার পালরাজ গোপাল কিনা জানা যায় না। গোপাল কোন বিশেষ রাজার নাম না হইয়া রাজ পর্যায় শব্দ হিসাবেও প্রযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে; 'নাটকাভরণ' ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, গাং ভুবং পালয়তী তি গোপালঃ।" শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় বলেছেন—

"কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণ 'অহঙ্কার'-এর উক্তি :

"প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ—বিরুদ্ধার্থাবিবোধিনঃ। বেদান্তা যদি শাস্ত্রাণি বৌদ্ধৈঃ কিমপরাধ্যতে॥"[৩] ইহার অর্থ এইরূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা যাহা সিদ্ধ হয় না, এরূপ বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদক বেদান্ত যদি শাস্ত্র হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধগণের দোষ কি ?—ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে বাঙালী তৎকালে [খ্রীঃ ১১শ শতকের শেষার্ধ] বেদান্ত দর্শনের প্রতি হতাদর ছিল। কিন্তু এই শ্লোকে প্রকৃতপক্ষে তদানীন্তন বাংলায় দর্শনচর্চার অবস্থা প্রতিফলিত হইয়াছে কিম্বা রাঢ়দেশের প্রতি নাট্যকারের কটাক্ষ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বুঝা কঠিন। তাহা ছাড়া, রাঢ়দেশ সমগ্র বঙ্গদেশের একটি অংশ মাত্রকেই সূচিত করে। এই শ্লোকে বৌদ্ধগণের প্রতিও অবজ্ঞা প্রকাশিত হইয়াছে।"

সুরেশচন্দ্রের বক্তব্য থেকে জানা গেল—১। কৃষ্ণমিশ্রের বয়সকাল ১১শ—১২শ শতক, ২। সঠিকভাবে বলা যায় না যে কৃষ্ণমিশ্র বাঙালী ছিলেন কিন্তু তিনি বাঙালী ছিলেন না—একথাও তিনি বলেননি।

শ্রীভবতোষ দত্ত বিভিন্ন প্রমাণপঞ্জি সহ প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন (প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও বাংলা সাহিত্য : ভবতোষ দত্ত, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৭১ বর্ষ ১—৪ সংখ্যা, ১৩৭১)—"নাটকের রচনাকাল একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ।...আমাদের কাছে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের গুরুত্ব বিশেষ করে গৌড়ের উল্লেখ থাকার জন্য। এ নাটকের রচনাস্থান এবং রচনার উপলক্ষের সঙ্গে গৌড়ের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই। কিন্তু নাট্যকার বর্ণনা প্রসঙ্গে রাঢ় দেশকে নিয়ে এসেছেন।"

সংস্কৃত সাহিত্যে কৃষ্ণমিশ্রের নাটক কালিদাস-বাণভট্টের মতো প্রধান গ্রন্থরূপে গণ্য না হলেও বাংলাদেশের টোলে এ বই পড়ানো হতো। এর দুটি প্রধান টীকা বাংলাদেশেই রচিত মহেশ্বর ন্যায়লংকার এবং রুদ্রদেব তর্কবাগীশের টীকা। পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লক্ষ করেছেন, নব্য ন্যায়ের যুগে দুটি গ্রন্থ বাংলাদেশের চতুষ্পাঠীতে বিশেষভাবে পড়া হতো একটি চিরঞ্জীবের "বিদ্বোন্মাদতরঙ্গিনী" অন্যটি কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয়। তিনি লক্ষ করেছেন সুদূর পূর্ববঙ্গেও এই নাটকের প্রচার ছিল।

সংস্কৃত নাটকগুলির মধ্যে প্রবোধচন্দ্রোদয়ই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। একথা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রামকান্ত ভট্টাচার্যের শকুন্তলা

নাটক অনুবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন। (সংবাদ প্রভাকর, ১৮৪৮, ২৮ জুন)। শ্রীভবতোষ দত্ত তাঁর পূর্বে উল্লেখিত প্রবন্ধে বলেছেন— "তিনি সম্ভবত আত্মতত্ত্ব কৌমুদীর কথা মনে করেই এ মন্তব্য করেছিলেন, কারণ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটকের যে সংস্করণ করেন তাতে বাংলা অনুবাদ ছিল না। এই নাটকটিতে বাঙালীদের যে বিশেষ আগ্রহ ছিল, ঈশ্বর গুপ্তের উক্তিতে তা প্রমাণিত হয়। হিন্দু কলেজে এটি পাঠ্যও ছিল সম্ভবত অনুবাদে।"

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের প্রাচীনতম বঙ্গানুবাদিত গ্রন্থ 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী' [১৮২২]। কিন্তু এর পূর্বে এ নাটকের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় [১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে] বলে সংবাদ পাওয়া যায়।[৪]

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুদিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও একখানি বাংলা মৌলিক নাটকের রচনায় এ গ্রন্থের প্রভাব সবিশেষ। গ্রন্থটি হলো—মহাতাব চাঁদ ঘোষ রচিত মঞ্চসফল নাটক 'আত্মদর্শন' [১৯২৫]। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রকাশিত বাংলা নাটকের তালিকায় গ্রন্থটি লিপিবন্ধ করেছেন। এবং শ্রীসত্যজীবন মুখোপাধ্যায় তাঁর আলোচনা গ্রন্থে, আত্মদর্শন গ্রন্থের মোটামুটিভাবে আলোচনা করে প্রসঙ্গত আত্মতত্ত্বকৌমুদী ও বোধেন্দুবিকাস নাটকের কথা উল্লেখ করে বলেছেন "ইহাতে প্রকৃতি নিবৃত্তির ক্রীড়া দেখানো হইয়াছে। এগুলির নাটকীয় সার্থকতা নাই, আত্মদর্শন কিন্তু সার্থক নাটক।"[৫]

তাই শ্রী ভবতোষ দত্ত যথার্থই বলেছেন[৬]—

"শুধু সাহিত্যিক শিল্পরীতিই নয়, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের মূল সিদ্ধান্তও চল্লিশ শতকের মনন ধর্মকে সমৃদ্ধ করেছিল। এর তথ্যগত প্রমাণ দেওয়া অবশ্য সহজ নয়, কিন্তু রামমোহন থেকে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ পর্যন্ত মননধারার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এই ধারণা বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে।"

১৯ শতকের প্রথমভাগ থেকে ২০ শতকের প্রথমভাগের মধ্যে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনেকগুলি অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং প্রায় একশো বছর ধরে এ নাটক রূপক বা রূপকাশ্রিত নাটক রচনায় বাঙ্গালী নাট্যকারদের অনুপ্রেরণা দান করে।

এবার বঙ্গানুবাদিত নাটকগুলির মূল আলোচনায় আসা যাক। প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকের নিম্নলিখিত বঙ্গানুদিত গ্রন্থগুলির সন্ধান পাওয়া যায়—

১। আত্মতত্ত্বকৌমুদী : কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন ও
: রামকিঙ্কর শিরোমণি — ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ
২। প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক : গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন — ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ
৩। মনোযাত্রা নাটক : পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর —
১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ
৪। বোধেন্দুবিকাস নাটক : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কলকাতা—১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ
৫। প্রবোধচন্দ্রোদয় : বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন [১২৪৬ সালে রচিত এবং ১২৭৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত]
৬। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক : আদ্যানাথ বিদ্যাভূষণ, বাংলা ১৩০০ সাল।
৭। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ
১৩০৮ সাল

□ **কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন ও রামকিংকর শিরোমণি রচিত 'আত্মতত্ত্বকৌমুদি' :**

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন—

"ঊনবিংশ শতাব্দের প্রথমার্ধে 'নাটক' নামে অনেক বই গদ্যে, পদ্যে অথবা গদ্যে-পদ্যে লেখা হইয়াছিল। ...এই সময়ে সংস্কৃত অধ্যাত্ম-রূপক নাটক প্রবোধচন্দ্রোদয়ের অনুবাদ অনেকগুলিই লেখা হইয়াছিল। কিন্তু দুই-একটি ছাড়া কোনোটিই নাটক-আকারে নয়। সবচেয়ে পুরানো অনুবাদ হইতেছে 'আত্মতত্ত্বকৌমুদি' [১৮২২]"[৭]

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' রচনাকে 'বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম ধাপ'[৮] বলে উল্লেখ করেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি[৯] নিম্নরূপ—

শ্রীশ্রীহরিঃ শ্রীআদি পুরুষায় নমঃ—উৎপত্তি স্থিতি লয়, জগতের যাঁর হয়, পুনর্জন্ম হরে যাঁর—জ্ঞান। অনাদি অনন্ত শান্ত; যাঁর মায়ায় জগদ্ভ্রান্ত, সারি সেই পুরুষ প্রধান গ্রন্থনাম আত্মতত্ত্বকৌমুদী শ্রীশ্রীকৃষ্ণমিশ্রকৃত প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন; শ্রীগঙ্গাধর ন্যায়রত্ন; শ্রীরামকিঙ্কর শিরোমণি কৃত, সাধুভাষা রচিত তদীয়ার্থ সংগ্রহ গ্রন্থের সংখ্যা ছয় অঙ্ক; প্রথমাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যম, দ্বিতীয়াঙ্কের নাম মহামোহোদ্যোগ, তৃতীয়াঙ্কের নাম পাষণ্ডবিড়ম্বন, চতুর্থাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যোগ, পঞ্চমাঙ্কের নাম বৈরাগ্যোৎপত্তি, ষষ্ঠাঙ্কের নাম প্রবোধোৎপত্তি, এই গ্রন্থের নাট্য শাস্ত্রোক্ত সংজ্ঞা শব্দের অর্থ

এবং মোহবিবেকাদির লক্ষণ শব্দার্থের নির্ঘণ্টপত্রে অকারাদিক্রমে দৃষ্টি করিয়া অবগত হইবা। পুস্তকের মূল্য ৪ মুদ্রা চতুষ্টয় মাত্র। মহেন্দ্রলাল প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল সন ১২২৯।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা গ্রন্থে[১০] 'সমাচার দর্পণ' থেকে যে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন সে উদ্ধৃতিতে গ্রন্থরচয়িতা তিন ব্যক্তির দ্বিতীয় জনের নাম 'গঙ্গাধর' স্থানে 'গদাধর' উল্লিখিত হয়েছে। সমাচার দর্পণের হুবহু উদ্ধৃতিটি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো:

"১৭ই আগষ্ট ১৮২২। ২ ভাদ্র—১২২৯।

নূতন পুস্তক। মহামহোপাধ্যায় তত্ত্বজ্ঞাননিধান শ্রীযুত কৃষ্ণমিশ্র প্রণীতাধ্যাত্ম বিদ্যাব্বোধ প্রবোধচন্দ্রোদয় নামক যে নাটক প্রসিদ্ধ আছে ঐ গ্রন্থ শ্রীকাশীনাথ তর্ক পঞ্চানন শ্রীগদাধর ন্যায়রত্ন শ্রীরামকিঙ্কর শিরোমণি বঙ্গদেশীয় সাধুভাষাতে তর্জমা করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন ও তাহার নাম আত্মতত্ত্ব-কৌমুদী রাখিয়াছেন ঐ গ্রন্থে ছয় অঙ্ক অর্থাৎ পরিচ্ছেদ তাহার প্রথমাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যম দ্বিতীয়াঙ্কের নাম মহামোহোদ্যোগ তৃতীয়াঙ্কের নাম পাষণ্ডবিড়ম্বন। চতুর্থাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যোগ পঞ্চমাঙ্কের নাম বৈরাগ্যোৎপত্তি ষষ্ঠাঙ্কের নাম প্রবোধোৎপত্তি। গ্রন্থের পরিমাণ একশত পৃষ্ঠা।"

সমাচার দর্পণ পত্রিকার উপরোক্ত নূতন পুস্তক সমাচার [সমালোচনা বলা চলে না, কারণ গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য নেই] বৃত্তান্তের মুদ্রণ-প্রমাদকেই [গঙ্গাধর স্থলে গদাধর] সত্য বলে গ্রহণ করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তী-কালে রচিত আত্মতত্ত্বকৌমুদীর অন্যতম গ্রন্থকার কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের জীবনী ও কর্মজ্ঞানপ্রয়াসের বিবরণদান প্রসঙ্গেও একই মুদ্রণ-প্রমাদকে অনুসরণ করেছেন।[১১] 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী'র তিনজন গ্রন্থকারের দুজনের [গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন ও রামকিংকর শিরোমণি] জীবনী ও কর্মজ্ঞান প্রয়াসের কোন বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।[১২] সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ডে ৪২৫-৪২৬ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ সমাচার দর্পণ-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধের [পৃষ্ঠা-২৯] সারমর্ম থেকে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন সম্বন্ধে জানা যায়:

"...গবর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী ১৮০০ সনের শেষাশেষি কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০১ সনের ৪ঠা মে তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের অধিবেশনে এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত, মৌলবী প্রভৃতির নিয়োগ মঞ্জুর হয়। বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন পাদরি

উইলিয়াম কেরী। তাঁহার অধীনে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার প্রধান পণ্ডিতের পদে এবং রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে যথাক্রমে দুইশত ও একশত টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮১৩ সনে সিমুলিয়ার কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন বাংলাবিভাগের একজন সহকারী পণ্ডিতের পদলাভ করেন। ১৮২৫ সনের নবেম্বর (?) মাসে রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হইলে কলিকাতা গবমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূণ্য হয়। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন এই পদে আবেদন করেন এবং প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়া ১৯এ নভেম্বর হইতে মাসিক ৮০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি ১৮২৭ সনের মে মাস হইতে ১৮৩১ সন পর্য্যন্ত ২৪ পরগণার জজপণ্ডিত ও সদর-আমিনের কাজ করেন। ১৮৩২ হইতে ১৮৪৬ সন পর্য্যন্ত কাশীনাথ কি করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই। তবে ১২ মার্চ ১৮৪৭ হইতে তিনি মাসিক ৪০৲ বেতনে ব্যাকরণের ৫ম শ্রেণীর অধ্যাপকরূপে পুনরায় সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৫১ সনের জুন মাস হইতে আমরা তাঁহাকে কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ রূপে দেখি। ৮ নভেম্বর ১৮৫১ তারিখে, ৬৩ বৎসর বয়সে কাশী-নাথের মৃত্যু হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে [আত্মতত্ত্বকৌমুদি ছাড়া] উল্লেখ-যোগ্য হলো পদার্থ কৌমুদী [১৮২১], পাষণ্ডপীড়ন নামক প্রত্যুত্তর [১৮২৩], সাধুসন্তোষিনী [১৮২৬] এবং শ্যামাসন্তোষণ স্তোত্র (?) উল্লেখ-যোগ্য।[১৩] বলা বাহুল্য 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' নাটকাকারে রচিত নয়। মূলে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের শ্লোকগুলির বাংলা সাধুভাষায় উপাখ্যানাকারে গদ্যানুবাদ এ গ্রন্থে সম্পাদন করা হয়েছে। অনুবাদকালে শ্লোকের সংখ্যাগুলি গ্রন্থে লিপিবন্ধ করা হয়নি। নমুনাস্বরূপ গ্রন্থের ১০০-১০১ পৃষ্ঠার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হলো :

"এ কি আশ্চর্য্য অজ্ঞানিলোকেরা অজ্ঞান দৃষ্টিতে নারীতে কি আরোপিত না করিতেছে দেখ মুক্তা রচিত হার, শব্দায়মান মণিময় স্বর্ণনূপুর, কুঙ্কুমের রাগ সুগন্ধি কুসুমরচিত আশ্চর্য্য মাল্য এবং আশ্চর্য্য বসন পরিধান, অর্থাৎ মুক্তা হারাদির শোভাতে শোভিতা কিন্তু ফলতঃ রক্তমাংসময়ী যে নারী তাহাকে দর্শন করিয়া এই নারী কি পরমা সুন্দরী এইরূপ ভ্রান্তিতে ভ্রান্তলোকেরা মুগ্ধ হইতেছে কিন্তু জ্ঞানীলোকেরা জ্ঞান দৃষ্টিতে সেই নারীকে নরকরূপে দর্শন করিতেছেন যেহেতু তাঁহারা তাবৎবস্তুর বাহ্য ও অন্তর জ্ঞাত আছেন এবং নারীর কনকচম্পক সদৃশ যে শরীর তাহাও ফলতঃ মলমূত্রাদিতে পরিপূর্ণ আছে।"

☐ গঙ্গাধর ন্যায়রত্নের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটক :

আত্মতত্ত্বকৌমুদীর আলোচনা প্রসঙ্গে একটি ঘটনার বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে হয়। পূর্ববর্তী আলোচনার দুটি বিষয় এখানে পুনরায় উল্লেখ করছি—১) আত্মতত্ত্বকৌমুদী নাটকাকারে রচিত নয়, ২) আত্মতত্ত্ব কৌমুদীর অন্যতম রচয়িতা কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হয় ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে। লক্ষণীয় বিষয় হলো—১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে আত্মতত্ত্বকৌমুদীর তিনজন লেখকের দ্বিতীয় জন গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন স্বনামে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পূর্বতন বঙ্গানুবাদিত গ্রন্থ 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' সম্বন্ধে ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁর রচিত পরবর্তী গ্রন্থে সামান্যতম উল্লেখও করেননি।[১৪] এ বিষয়ে বক্তব্য বিষয় আরো সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুটনের জন্য গঙ্গাধর ন্যায়রত্নের বঙ্গানুবাদিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের [১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ এবং পরে এ গ্রন্থের ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দেও আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়] আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণমিশ্র পণ্ডিত কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত। শ্রীগঙ্গাধর ন্যায়রত্ন কর্তৃক গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রণীত। কলিকাতা শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি যন্ত্রে মুদ্রিত শকাব্দা : ১৭৭৪।

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'-এ শ্রী গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন বলেছেন—

"অবিরত সংসার যাত্রা সুনির্ব্বাহার্থে নিপুণতর চিত্ত ব্যক্তিদিগের বিবিধ পাতকরূপ নিবিড়তম তিমির রাশিতে বিজ্ঞানময় কোষকে সর্ব্বাবয়বে গ্রাস করাতে নির্ম্মল অদ্বৈত ব্রহ্ম প্রাপ্তিরূপ ফললাভের নিতান্তই অসম্ভাবনা, যেহেতু উপনিষৎ বেদান্তাদি শাস্ত্রের অধ্যয়নাদিস্বরূপ জ্যোতির উদয় হইয়া তাদৃশ ঘনান্ধকার ধ্বংস না করিলে তথাবিধ ফললাভ কদাচ সম্ভবে না, পরন্তু তত্তাবৎ শাস্ত্র অত্যন্ত দুরূহ এইহেতু পরম কৃপাময় মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণমিশ্র পণ্ডিত নাট্যকৌতুক প্রসঙ্গ সঙ্গতি দ্বারা অল্পজ্ঞ লোকদিগের অনায়াসে মনোভিলাষে তত্ত্বজ্ঞানোদয়ার্থে প্রবোধচন্দ্রোদয় নামক কাব্যরচনা করেন যাহা অত্যন্ত ব্যবহিত পূর্ব্বে গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদ হইয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদিত হইলেও তম্ভাবার্থ ঘোরার্থরূপ মেঘাচ্ছন্ন থাকাতে সাধারণ জনসন্নিধানে সুস্পষ্টরূপে আলোকময় দৃষ্ট হয় নাই। অতএব এক্ষণে কর্তৃক্রিয়াদির প্রয়োগবিশেষে কোমল শব্দবিন্যাসে

অতিশয় আয়াসে তদীয়ার্থ সুনির্যাসে সংশোধিত হইয়া মূল শ্লোকের সহিত উত্তম কাগজে সুন্দর অক্ষরে পুনরায় মুদ্রাঙ্কিত হইল।

গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা কলিকাতার ডিঙ্গাভাঙ্গার শাঁখারিটোলার গলিতে ৫৭ নং বাটিতে অন্বেষণ করিলে এই পুস্তক পাইবেন। —শ্রীগঙ্গাধর ন্যায়রত্ন। কলিকাতা সন ১২৫৯ শাল ২৫ অগ্রহায়ণ।"[১৫]

গ্রন্থের 'নির্ঘণ্ট পত্র'তে ছটি অঙ্কের নামকরণ [এমনকি বানান পর্যন্ত] আত্মতত্ত্বকৌমুদীর মত। ১৮৫ পৃষ্ঠার গদ্যে অনুবাদকর্ম [গৌড়ীয় সাধুভাষায়] সম্পাদিত। মোট ১৮২টি শ্লোকের গদ্যানুবাদ আছে।

এবার অনুবাদের নমুনাস্বরূপ প্রথমাঙ্কের ২-সংখ্যক শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ [মূল্যে শ্লোক সহ] উদ্ধৃত করা হলো—

মূল শ্লোক ঃ

অন্তর্নাড়ী নিয়মিত মরুল্লঙ্ঘিত ব্রহ্মরন্ধ্রং
স্বান্তে শান্তি প্রণয়িনি সমুন্মীলনানন্দ সান্দ্রং
প্রত্যগেজ্যোতির্জয়তি যমিনঃ স্পষ্ট ললাটনেত্র
ব্যাজব্যক্তী কৃতমিব জগদ্ব্যাপি চন্দ্রার্দ্ধমৌলেঃ ॥২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ

জিতেন্দ্রিয় মহাদেবের যে চৈতন্যমূর্ত্তি জ্যোতিঃ সুষুম্না নাম নাড়ীতে নিবন্ধ যে প্রাণবায়ু তাহার অবলম্বনের দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র স্পর্শ করিয়াছে, এবং শান্তরসে নিমগ্ন যে মানস তদ্দ্বারা যাহা নিবিড় আনন্দ স্বরূপ প্রকাশ পাইতেছে, এবং যে চৈতন্যরূপ জ্যোতিকে মহাদেব আপনার ললাটস্থ লোচনের ছলেতে প্রভাপটলের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপক করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ শিবের ললাটনেত্র নহে বুঝি চৈতন্যস্বরূপ জ্যোতিঃই ললাটভেদ করিয়া উঠিয়াছে। এবম্ভুত মহাদেবের সেই চৈতন্য স্বরূপ জ্যোতিকে আমরা প্রণাম করি ॥২॥

লক্ষণীয় বিষয় হলো মূল নাটকের ঘটনা বা অ্যাকসন্ ও কথোপকথন অংশের সংস্কৃত শ্লোকগুলি গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়নি কিন্তু চরিত্রগুলির নীতিবাক্য সদৃশ সংলাপগুলির মূল সংস্কৃত ও তারসঙ্গে বঙ্গানুবাদ [সাধুভাষায় গদ্যে] দেওয়া হয়েছে।

আত্মতত্ত্বকৌমুদি বা গঙ্গাধর ন্যায়রত্নের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠান সংবাদ সমসাময়িক পত্র পত্রিকা বা গ্রন্থাদি থেকে পাওয়া যায় না।

☐ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মনোযাত্রা নাটক'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

মনোযাত্রা নামক নাটক শ্রীযুত বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদর প্রণীত শ্রীরামপুর। চন্দ্রোদয়যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল শকাব্দাঃ ১৭৮৪। এই গ্রন্থ যাঁহার প্রয়োজন হইবেক তিনি জীলা হুগলীর ইষ্যলকাজ ক্রোটের নাজীর অথবা কলিকাতার শ্রীযুত বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইনকমটেক্স আপীশের হেড এসিস্টেন্ট বাবুর নিকট সংবাদ পাঠাইলে পাইবেন মূল্য ১ টাকা।

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

"গ্রাম্য বালকসকলে শারদীয় মহাপূজাকালে আনন্দোৎসব ছলে বর্ষে বর্ষে বিদ্যাসুন্দরাদি নাটক কোকিলকণ্ঠে সংগীত করত সাধারণের সুখবর্দ্ধন করা দৃষ্টে অস্মদের মনে এই মানস হইয়াছিল যে পরমার্থতত্ত্ববোধক আনন্দজনক কোন নাটক ভাষাতে রচনাপূর্ব্বক ঐ সকল বালকদিগের দ্বারা গান করাইলে তাহা শ্রবণে শ্রবণের সার্থকতা ও মনের মলিনতা দূর হইয়া শ্রবণমনঃ পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেক, এই বাসনার তোষণা কল্পনায় সংস্কৃত নানা নাটক পর্য্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণমিশ্রকৃত জ্ঞানানন্দরসযুক্ত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকসদৃশ অন্য দৃষ্ট না হইয়া তদাভাসক্রমে ভাষাতে নাটক রচনা করণের অভিলাষ হয়; ১২৬৩ বঙ্গাব্দে মোছলমানদিগের পর্ব্ব এবং অস্মাদাদির দুর্গোৎসব প্রযুক্তমাসদ্বয় রাজকার্য্য হইতে অবকাশপ্রাপ্ত হইয়া এই গ্রন্থের প্রথম এবং দ্বিতীয় অঙ্ক রচনা করিয়া বালকদিগকে সুশিক্ষিত করাইয়া তাহারদিগের দ্বারা মহোৎসবদিবসে সংগীত করাণ যায় তচ্ছ্রবণে বিচক্ষণ শ্রোতাগণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া উৎসাহ প্রদান করাতে সাহস বৃদ্ধি হইয়া পর বর্ষে তৃতীয় অঙ্ক প্রণয়ণ করা হয়, তদনন্তর রাজকার্য্যের বাহুল্যপ্রযুক্ত অবসরাভাব হইবাতে গ্রন্থ সমাপ্ত করণের সময় প্রাপ্ত হই নাই। মুরসিদাবাদনগরে ছোট আদালতের জজের পদে ১২৬৮/৬৯ বঙ্গাব্দে আমার নিযুক্ত থাকাকালে অসৌ ভাগ্যক্রমে আমার সুশীল কনিষ্ঠ পুত্র যে প্রাণতুল্য ছিল এবং প্রিয়োত্তমা পত্নী ক্রমে করালকালের বশতাপন্ন হইবায় অবসন্নচিত্ত হইয়া শোকসিন্ধু হইতে উত্তীর্ণ হইবার তরি স্বরূপ শান্তিরস কথা জানিয়া এই গ্রন্থের চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্ক রচনা করা হয়, জগদীশ্বরের কৃপায় এই উপায় অবলম্বনে স্ত্রীপুত্র বিয়োগজনিত

গুরুতর শোকে অনেক সম্বরণ ও মনঃস্থির করণে সক্ষম হইয়াছি ; এক্ষণে বিচক্ষণ বন্ধুগণে এ গ্রন্থ প্রকটনে সাধারণের চিত্তবিনোদ ও উপকার হইবার সম্ভাবনা বিবেচনা করায় মুদ্রাঙ্কণে অনুমতি দিলাম এ গ্রন্থে যে বিষয়ের চর্চা করা হইয়াছে তাহা বিষয়ী ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে এতাদৃশ সুকঠিন যে বিশেষ মনোভিনিবেশ ব্যতীত ইহার মাধুর্য্যরসের তাৎপর্য্যানুভব হইতে পারে না।"

গ্রন্থরচনার রীতি প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন ঃ

"সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হইবার কারণ যে পর্য্যন্ত সুলভ ও সহজ হইতে পারে এমত চেষ্টা করা হইয়াছে, ও পদ সকল কোমলচলিত শব্দে রচনা করা গিয়াছে ; বালকদিকের দ্বারা সংগীত হইবার কারণ রাগ ও তাল প্রায় কঠিন প্রয়োগ করা হয় নাই, তন্মেধতুক যদিচ রচনার পারিপাট্য হইতে পারে নাই ; তথাপি বঙ্গভাষাতে প্রস্তাবিত বিষয়ের এরূপ নাটক পূর্ব্বে কেহ যে রচনা করিয়াছেন ইহা দৃষ্ট না হওয়ায় এবং সর্ব্বসাধারণের বুঝিবার সুলভ হইলে সাদরে সকলে গ্রহণ ও পাঠ করিয়া তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া সুখী হইতে পারিবেন এই প্রত্যাশায়, বিজ্ঞ, গুণজ্ঞ, রসজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নিকট বিনয় পুরঃসর এই প্রার্থনা করিতেছি যে অনুগ্রহপূর্ব্বক অজ্ঞেয় রচনার দোষালোচনাবিনির্ম্মুখে অবকাশ কালে পাঠ করিয়া যে নিগূঢ়রস ইহাতে আছে তাহার আস্বাদনে আনন্দ অনুভব করিবেন।"

পঞ্চম অঙ্কে ১১৩ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে নাট্যকর্ম সম্পন্ন হয়েছে। গদ্য অংশের স্থানে স্থানে সংলাপ আছে আবার কোথায়ও বা উপাখ্যানাকারে বর্ণনা আছে। পদ্যাংশ বিভিন্ন বাংলাছন্দে লিখিত হয়েছে। রাগরাগিনী ও তাল উল্লেখসহ অনেকগুলি গান আছে—অধিকাংশ ক্ষেত্রে গানগুলি সংলাপাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। গণেশ-বন্দনা, ভগবতী-বন্দনা, নির্গুণ-ভজনা দিয়ে গ্রন্থারম্ভ হয়েছে। অনুবাদকর্ম যথাযথ নয় বরং স্থানে স্থানে পরিবর্জিত অথবা পরিবর্ধিত হয়েছে ;—সাধারণভাবে ভাবানুবাদ রীতি অনুযায়ী অনুবাদ কর্ম সম্পাদিত হলেও ফর্মের ক্ষেত্রে গীতাভিনয়-ধর্মী বলা চলে। মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক দেওয়া আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে 'অস্যার্থঃ' বলে বঙ্গানুবাদ দেওয়া হয়েছে। দৃশ্যের সংখ্যা উল্লিখিত না হলেও দৃশ্য বিভাগ [ছোট ছোট পর্য্যায় আকারে] করা হয়েছে।

নাট্যকর্মের নমুনাস্বরূপ তৃতীয়াঙ্ক থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক ঃ

কথা

মহামোহ কহিলেন হাঁ তাহারে শীঘ্র আহ্বান কর, যদ্যপি সুযোগ্য হইয়া থাকে তবে উপস্থিত যুদ্ধে সৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হউক। ক্রোধ মহামোহের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া নিজ-সন্তান দ্বেষকে আহ্বান করিতেছেন, ওরে বাপু দ্বেষ। দ্বেষ বলে, কেরে বেটা এতরাত্রে আমায় ডাকাডাকি করিতেছিস?

রাগিনী মালকোস বহার, তাল আড়া খেমটা।

এতরাত্তিরে তুই কেরে আমায় ডাকছিস বেটা।
আমি শুয়ে ছিলাম মনের সুখে দুপুর রেতে একি লেঠা॥
বধুর সঙ্গে, প্রেম প্রসঙ্গে, ছিলাম আমি নানারঙ্গে।
সে সুখে করিলি ভঙ্গ, তোর মুখে মারিব ঝাঁটা॥[১৬]

দ্বেষ

তখন দ্বেষ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ পূর্ব্বক আপন পিতা ক্রোধকে দৃষ্টি করিয়া বলে কেও বাবা। তুমি আমাকে ডাকিতেছিলে? নতুবা এমত অরসিক কে আছে, বাবা নামেও যেমন কর্ম্মেও তেমন, সদাকাল রেগেই আছ সংসারের মজা কিছুই জানিতে পারিলে না। ইহা শ্রবণ করিয়া ক্রোধ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া দন্ত কট্মট্ ধ্বনিপূর্ব্বক পুত্রকে চপেটাঘাত করিয়া বলিতেছেন ওরে নির্ব্বোধ কাহাকে কিরূপ সম্বোধন করিতে হয় তাহা তোমার বোধ নাই, এবং অস্মদাদির উপস্থিত ঘোর বিপদ সময়ে তোমার আমোদ প্রমোদের কথা! আর কি বালক আছ, উপযুক্ত হইয়াছ, ঐ দেখ তব পিতামহ মহারাজ বিষণ্ন-বদনে আছেন, কোন তত্ত্ব রাখ না। দ্বেষ বলিতেছে কেমন ২ কি বিপদ উপস্থিত? ক্রোধ উত্তর করিলেন ওরে, কর্ত্তা পিতাঠাকুরের প্রমুখাৎ সবিশেষ শ্রবণ কর।

উদ্ধৃত নমুনায় লক্ষণীয় হলো—১। ভাষার গুরুচণ্ডালী দোষ—যা সেযুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই [বিশেষত গদ্য রচনায়] দেখা যেত। ২। সংলাপে নাটকীয়তা থাকলেও সংলাপলেখ্য রীতি উপাখ্যানানুরূপ।

আলোচ্য নাটকের কোন অভিনানুষ্ঠান সম্বন্ধে সংবাদ পাওয়া যায় না।

☐ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'বোধেন্দুবিকাস নাটক'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ:

বোধেন্দুবিকাস নাটক প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটকের অনুরূপ—অর্থাৎ স্বভাবানুযায়ি বর্ণন মহাকবি ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। প্রভাকর সম্পাদক

শ্রীযুত রামচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা। প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত। সিমুলিয়া নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট নং ৫৪। ১২৭০ সাল। পৃষ্ঠা—১৪০।

কবির জীবিতকালে নাটকখানির অংশ বিশেষও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। মৃত্যুর চার বছর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র গুপ্ত বোধেন্দুবিকাসের প্রথম খণ্ড [অসম্পূর্ণ—প্রথম তিন অঙ্ক মাত্র] প্রকাশ করেন এবং রামচন্দ্র গুপ্ত প্রকাশিত গ্রন্থের আখ্যাপত্রটিই উপরে উদ্ধৃত হয়েছে এ নাটকের পরবর্তী [দ্বিতীয়] খণ্ড [বাকি তিন অঙ্ক সহ] রামচন্দ্র গুপ্ত পুস্তকাকারে প্রকাশ করে যেতে পারেননি। রামচন্দ্রের দৌহিত্র [একমাত্র কন্যার পুত্র] মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের সম্পাদনায় পরবর্তীকালে ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে ২০নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটস্থ মেডিকাল লাইব্রেরী থেকে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩০৭ সাল, মূল্য ৪ মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা—২৭৪] এ নাটকের সম্পূর্ণ অংশ প্রকাশিত হয়।[১৭] সুতরাং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' অংশে 'নাট্যকার ও নাট্যগ্রন্থ' শীর্ষক অধ্যায়ে ১২৭০ সালে প্রকাশিত বোধেন্দুবিকাস গ্রন্থেরই [আংশিক] উল্লেখ করেছেন।

'বোধেন্দুবিকাস' গুপ্ত কবির পরিণত বয়সের [মাত্র ৪৭ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন] রচনা। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাতে প্রথম এটি প্রকাশিত হতে থাকে ১২৬৪ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের 'উপক্রমণিকা'তে সংবাদ-প্রভাকর সম্পাদক রামচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন ঃ

"মদগ্রজ মহাকবি ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের রূপক-প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক সুললিত গদ্য-পদ্য পূরিত 'বোধেন্দুবিকাস' নামক যে নাটক বিরচন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ছয় অঙ্কে সমাপ্ত হইয়াছে, এইক্ষণে আমি এই প্রথমভাগে তাহার প্রথম তিন অঙ্ক মুদ্রাঙ্কণ করিয়া সাধারণ সমাজে প্রকাশ করিলাম, এই মহোপদেশপূর্ণ পরম-জ্ঞানানন্দ-প্রদ নাটক প্রথমতঃ মাসিক প্রভাকরে[১৮] প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কবিবর ইহার কোন কোন স্থান পুনর্ব্বার সংশোধন, পরিবর্ত্তন এবং নূতনরূপে রচনা করেন, মূলগ্রন্থে যেরূপ আছে, তাহা অপেক্ষা বিষয়ের স্বভাব বর্ণনা করাতে গ্রন্থখানি অনেক বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং একভাগে সমুদয়াংশ প্রকাশ করা বিবেচনা সিদ্ধ হইল না, বিশেষত তাহাতে আবার কালবিলম্ব হইবার

সম্ভাবনা, এই নাটকের উদ্দিস্ট বিষয়টি বাহিরের নহে, তাহা আন্তরিক, সুতরাং অত্যন্ত কঠিন বলিতে হইবেক, ফলতঃ সেই আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান যতদূর পর্যন্ত সহজে প্রকাশ করা যাইতে পারে, কবিবর পাঠকবৃন্দের উপকার নিমিত্ত তাহাতে প্রযত্ন ও পরিশ্রমকরণে ত্রুটি করেন নাই। যাঁহারা এই নাটকের অভিনয় প্রদর্শনে অনুরত হইবেন, তাঁহারদিগের কার্যের সমাধানার্থে প্রত্যেক বিচারাদি উক্তির শেষভাগে অতি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে…।"

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক অনুসরণে 'বোধেন্দুবিকাস' রচিত হলেও অনুবাদ কর্ম [মর্মানুবাদ] অধিকাংশ স্থলে এবং বহুলাংশে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে—সুতরাং বোধেন্দুবিকাসকে "প্রবোধচন্দ্রোদয় অনুসরণে ঈশ্বর গুপ্তের মৌলিক রচনা" বললে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। মূল নাটকানুযায়ী অঙ্ক বিভাগ বা অঙ্কের সংখ্যাল্লেখ বিচ্ছিন্নভাবে আছে যদিও ষষ্ঠ অঙ্ক আলাদাভাবে নেই—ঘটনাগুলিও মূলানুযায়ী বর্তমান নেই। সরল গদ্য এবং তরঙ্গলহরী ত্রিপদী, পয়ার, প্রকৃতি, বীরবিলাসিনী, রণরঙ্গিনী, ভঙ্গত্রিপদী, সুরঞ্জিকা, মোহিনী, উন্মাদিনী, পঞ্চাল, সুধাতরঙ্গিনী, মালতীলতা, চপলামালা ললিতচৌপদী, মালিনী চপলাগতি, লঘুত্রিপদী, আমোদিনী, সেফালিকা, শাসক, রোহিনী পয়ার, হিল্লোল, বিনোদিনী, ষট্‌পদী, গৌরবিনী, তোটক, করালী, পদঃ প্রভৃতি চলিত-অচলিত সংস্কৃত মূলছন্দ এবং একাধিক ছন্দের মিশ্রণে [মিশ্র ছন্দ] রচিত ছন্দে পদ্যে অনুবাদ কর্ম সম্পাদিত হয়েছে। নতুন নতুন সংস্কৃত ছন্দের শুধু সার্থক অনুশীলনই করেন নি গুপ্ত কবি, নিজের রচিত বহু গান ও কবিতার সংযোজন করেছেন নাটকখানিতে। গুটিকয়েক হিন্দি গানও সন্নিবেশিত হয়েছে। বাংলা ও হিন্দী মিশ্রিত তাঁর মনুর ভজন ও দোঁহাগুলির উচ্চ প্রশংসা করেন রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক সমালোচনা গ্রন্থে।

নাটকের নামকরণের পরিবর্তন ['প্রবোধচন্দ্রোদয়' স্থলে 'বোধেন্দুবিকাস'] লক্ষণীয়।

এবার বোধেন্দুবিকাস নাটকের রচনার আলোচনায় আসা যাক।

"ওকথা, আর বোলো না, আর বোলো না,
বলছ বঁধু, কিসের ঝোঁকে ?
এ বড় হাসির কথা, হাসির কথা,
হাসবে লোকে। হাসবে লোকে॥

বলহে, জ্বালবো কত, বোলবো কত,
বোলতে হোলো মনের দুখে। মনের দুখে।
এ বড়, অনাসৃষ্টি, বিষয় সৃষ্টি, সুধাবৃষ্টি,
সাপের মুখে। সাপের মুখে ॥
কাণার চোখে চশমা দিয়ে, কার্য্যকিবা আছে।
পতিব্রতা ধর্ম্মকথা, বারাঙ্গনার কাছে ॥
কালার কাছে কাব্যকথা, কি তোমার ভ্রান্তি।
চোরের কাছে পুণ্যকথা, বীরের কাছে শান্তি ॥
রসের কথা বোল্লে ভাল, এমন রসিক চাইতো।
তোমার মত রসের সাগর কোনখানে নাইতো
বোঝাপড়া হবে পরে, ঘরে আগে যাইতো।
তাইতো বটে, তাইতো বটে, তাইতো,
তাইতো, তাইতো……॥

'বোধেন্দুবিকাস নাটকে'র প্রস্তাবনায় নটীর উক্তি এটি। ছড়ার ছন্দে হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষায় কবিতাটি রচিত। শতাধিক বর্ষ পূর্বে সংশয়ী কিশোর মনে রবীন্দ্রনাথের ধারণা হয়েছিল—নতুন ছন্দে এমন সুন্দর কবিতা কে আর লিখতে পারে সে যুগে—এটি নিশ্চয়ই বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক আলোচনা[১৯] এক্ষেত্রে স্মরণীয়।

রচনার নমুনাস্বরূপ দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথমাংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলো—

"দম্ভ

গীত।

রাগিনী খাম্বাজ। তাল একতালা।

আমার তুলনা কি হয়। আমি অতুল্য অজয়।
তমোগুণে তমোরূপী, মম সম নয় ॥
সর্ব্বোপরি করি গর্ব্ব, ইন্দ্র, চন্দ্র, অতি খর্ব্ব,
তুচ্ছ বিধি, হরি সর্ব্ব, আমি সর্ব্বময় ॥
আমার সহিত তুলে, তুলনা করিল তুলে,
লঘু হয়ে রবি, শশী, গগনেতে রয় ॥

অরে ও মূঢ় লোক সকল! তোরা সকলে আমার চরণতলে প্রণত হ। আমি

ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছি; আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমার তুল্য মহাপুরুষ আর কেহই নাই, আমার পদধূলি যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিবে, সেই ব্যক্তি পবিত্র হইবে।

সাক্ষাৎ জগদীশ্বর মহারাজ মহামোহ এইমাত্র আমাকে আজ্ঞা করিলেন; "হে প্রাণাধিক দম্ভ! বাপু তোমার কুশল হোক, কুশল হোক। হিতাহিত বিবেচনাবিহীন দুর্ভাগ্য বিবেক আমারদিগের কুলনাশের নিমিত্ত অমাত্যের সহিত স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া প্রবোধচন্দ্রের উদয়ের জন্য সমুদয় তীর্থধামে শমদম প্রভৃতিতে প্রেরণ করিয়াছে। অতএব তুমি এই দণ্ডেই কামাদি সেনাপতি এবং আর ২ মহাবল যোদ্ধাদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া বারাণসী, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, অযোধ্যা, শ্রীক্ষেত্র, কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ এবং সেতুবন্দ রামেশ্বর প্রভৃতি সকলতীর্থ গমন ও ভ্রমণপূর্ব্বক শত্রুদিগ্যে সংহার কর। ব্রহ্মচারী, গৃহী, বাণপ্রস্থ এবং যতি, এই চতুর্ব্বিধ আশ্রমিগণের আশ্রমে ধর্ম্ম কর্ম্মাদির বিঘ্ন কর। শীঘ্রই গিয়া ধর্ম্মের ও তৎসংক্রান্ত কর্ম্মের মর্ম্মে বিষমতর বেদনা প্রদান কর, তোমার গাত্রের চর্ম্মের ঘর্ম্মে যেন ধর্ম্মের দল তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায়। আমি সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সংপ্রতি কাশীবাসী হইয়া এখানকার সমস্ত লোককে অধীন করিয়াছি, তাবতেই আমার বশ হইয়াছে।"

এরপর চপলাগতি, মালিনী ও চৌপদী ছন্দে কবিতায় এবং পরে সাধু গদ্যে দম্ভের আত্মপ্রচার ব্যক্ত হয়েছে। উপরোদ্ধৃত গদ্য-সংলাপে এ্যালিটারেসনের ব্যবহার ['গাত্রের চর্ম্মের ঘর্ম্মে যেন ধর্ম্মের দল' ইত্যাদি] গুপ্ত কবির কবি-স্বভাবের ব্যঞ্জনাস্বরূপ।

উপরোদ্ধৃত অংশের কিছু পরে ["দূর থেকে অহঙ্কারকে দৃষ্টি করিয়া বিতর্ক"] দম্ভের উক্তি হলো :

> "গঙ্গার ওপার হোতে এপারে ঐ কে আসছে?
> গায়ে যেন রবি ছবি ভাস ভাসছে।
> সকলকে তুচ্ছ জ্ঞানে উচ্চরবে ভাষ ভাষছে?
> বাহু নেড়ে ধরা যেন শাসছে?
> ঐ যে দেখি ভণ্ড-দলের ভণ্ডামি সব নাশছে?
> নৈলে কেন নিজভাবে উপহাসে হাস হাসছে?
> হ্যাদে, ঐ কে আসছে? কে আসছে?

বোধহয়, ইনি দক্ষিণ রাঢ় দেশ হইতে আগমন করিতেছেন, ইঁহারি নিকট আমার পিতামহ অহঙ্কারের সংবাদটা পাওয়া যাইতে পারে।"

উদ্ধৃত কবিতাংশে গুপ্ত-কবির শব্দ-চয়ন ও জাদুকরী ছন্দ বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ সুপরিস্ফুট।[২০]

বোধেন্দুবিকাস নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে সমসাময়িক পত্রপত্রিকা বা গ্রন্থাদিতে কোন উল্লেখ নেই তবে পূর্বে বর্ণিত 'জীবনস্মৃতি'র বক্তব্য থেকে একথা অনুমান করা বোধহয় অসমীচীন নয় যে দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রেরণা ও তত্ত্বাবধানে ঠাকুরবাড়িতে এ নাটকের অভিনয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল, কিম্বা, অন্তত সে সম্বন্ধে সচেষ্ট উদ্যোগ আয়োজন হয়েছিল।[২১]

প্রসঙ্গত একটি বিষয়ের আলোচনা এখানে অত্যাবশ্যক বলে মনে হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে উনিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত এক শতবৎসরের মধ্যে সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের প্রভাব অপরিসীম। বিশেষত ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার সার্বিক অনুকূল পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ-অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার ওপর এ নাটকের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ সংস্কৃতচর্চা গতানুগতিক-ভাবে করেন নি। সংস্কৃত ভাষার রস সম্পদ আহরণ করবার স্বাভাবিক প্রবণতা তাঁর ছিল। সাম্প্রতিককালে রচিত একটি প্রবন্ধে শ্রী ভবতোষ দত্ত বলেছেন যে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'স্বপ্নপ্রয়াণ' রচনায় বোধেন্দুবিকাস এবং মূল প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন।[২২] 'স্বপ্নপ্রয়াণ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে—কিন্তু এর রচনা ১৮৭৩-এর পূর্বেই সম্পন্ন হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবিতকালে স্বপ্নপ্রয়াণের তিনটি সংস্করণ [১৮৭৫, ১৮৯৪, ১৯১৪] প্রকাশিত হয় এবং সংস্করণের প্রতিবারেই যথেষ্ট পরিমাণে পাঠ পরিবর্তিত হয়।[২৩] শ্রী ভবতোষ দত্ত তাঁর আলোচনায় বলেছেন ঃ

"ঈশ্বরগুপ্তের বোধেন্দুবিকাস নানাকারণেই একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই। এর ভাষা ছন্দ দুইই সেকালের পক্ষে অসামান্য ছিল। এই দুই দিক দিয়েই বোধেন্দুবিকাস দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ রচনার মূলে প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে মনে হয়।...তাই, আমাদের মনে হয় দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণের মূলে প্রত্যক্ষ প্রভাব যদি কোন কিছুর থেকে থাকে তবে ঈশ্বরগুপ্তের বোধেন্দুবিকাস এবং সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের প্রভাবই ছিল। কিন্তু বোধেন্দুবিকাস থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ছন্দসচেতনতা ও ভাষা সচেতনতা লাভ করে থাকলেও মূল প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের দ্বারাই তিনি বক্তব্য বিস্তারে অনুপ্রেরণা লাভ করে থাকবেন।"

অবশ্য স্বপ্নপ্রয়াণ রচনায় জগদ্বিখ্যাত দুখানি গ্রন্থের প্রভাবের কথা অনেকেই উল্লেখ করেছেন[২৪]—একটি কবি স্পেনসার কর্তৃক গদ্যে লিখিত 'ফেয়ারী কুইন', অপরটি বানিয়ন কর্তৃক গদ্যে লিখিত 'পিলগ্রিমস্ প্রগেস্'। তাই তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীদত্ত বলেছেন :

"স্বপ্নপ্রয়াণের সঙ্গে স্থূল কাহিনীর [প্রবোধচন্দ্রোদয়ের কাহিনীর মূলে কেন্দ্র হচ্ছে যুদ্ধ। তারি সঙ্গে শান্তি ও করুণার শ্রদ্ধার জন্য ব্যাকুল সন্ধান।] দিক দিয়ে এর খুব মিল নেই। কিন্তু প্রবোধচন্দ্রোদয়ে বিশেষত তার অনুবাদে নানা বিচিত্র রসের অবতারণা সুন্দর উপভোগ্যতার সৃষ্টি করেছে।...পিলগ্রিমস্ প্রগেসের 'দি প্যালেস বিউটিফুল', 'দি ভ্যালি অফ হিউমিনিয়েশন'; 'দি সেলেশিয়াল সিটি' প্রভৃতি নামগুলি স্বপ্নপ্রয়াণের নন্দনপুর, বিষাদপুর, বিলাসপুর প্রভৃতি নামকরণরীতির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। তথাপি, পিলগ্রিমস্ প্রগেস্ স্বপ্নপ্রয়াণের কবিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিল একথা জোর করে বলা যায় কিনা সন্দেহ। য়ুরোপে এবং এদেশেও স্বাভাবিকভাবেই মধ্যযুগে রূপকরীতির উদ্ভব হয়েছিল। তাই দুয়ের মধ্যে কোন কোন দিক দিয়ে মিল থাকাও আশ্চর্যের নয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ বস্তুত প্রথাকেই অনুসরণ করেছিলেন এবং প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের সঙ্গে স্বপ্নপ্রয়াণের কতকগুলি মিলও দেখানো যায়। পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেসের প্রশান্ত আধ্যাত্মিকতা স্বপ্নপ্রয়াণে নেই—এর ঘটনা চরিত্র এবং পরিস্থিতির বৈচিত্র্য উৎসুক কৌতূহলের সৃষ্টি করে। এই মিশ্র রসই, রসের প্রচ্ছন্ন অখণ্ডতা সত্ত্বেও, প্রবোধচন্দ্রোদয়ের মতো স্বপ্নপ্রয়াণেরও বিশেষত্ব। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের মতোই এখানেও রাজা রাজসভা এবং পার্শ্বচরদের ভূমিকা। বিবেক এবং মহামোহ দুই প্রতিপক্ষ রাজা, এখানে নন্দনপুররাজ আনন্দভূপ এবং বিষাদপুররাজ হাহা হু হু গন্ধর্ব। আনন্দভূপের পক্ষে বীররস এবং গন্ধর্বরাজের পক্ষে রসাতলপর্বত ভয়ানক রসের যুদ্ধও প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে বারাণসী ক্ষেত্রে বিবেক এবং মহামোহর সৈন্যদলের মধ্যে যুদ্ধের অনুরূপ। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের তৃতীয় অঙ্কের সঙ্গে স্বপ্নপ্রয়াণের পঞ্চম সর্গ রসাতল-প্রয়াণ তুলনীয়। প্রথমোক্ত নাটকটির তৃতীয় অঙ্কে তান্ত্রিক বৌদ্ধ কাপালিক জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মমতের রূপক চরিত্রগুলির সমাবেশে কথোপকথনে এবং স্থূলতায় যে নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছে স্বপ্নপ্রয়াণের পঞ্চম সর্গে আধিব্যাধি, ভয়ানক রস, কাপালিক ইত্যাদি চরিত্রের সমাবেশে সেইরকম নাটকীয়তাই সূচিত।...দুই কাহিনীর উপসংহারেই বৈরাগ্যের উৎপত্তি, শান্তি এবং করুণার জয়। স্বপ্নপ্রয়াণে কবি কল্পনাকে ফিরে

পেয়েছেন, নন্দনপুরে ফিরে এসেছেন, ভয়ানক রস নিহত। প্রবোধচন্দ্রোদয়ে মহামোহ পরাভূত, সৈন্যদল নিহত, করুণা ও শান্তি বিষ্ণুভক্তির কাছে ফিরে এসেছে, বিবেকের প্রবোধোদয়।"

রবীন্দ্রনাথ নিজের ওপর দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণের প্রভাব অস্বীকার করেছিলেন[২৫] সত্য, কিন্তু "দুইপাখী", "পরশপাথর", "হিং টিং ছট", "আকাশের চাঁদ" প্রভৃতি বহু কবিতায় রূপকের ব্যাপক প্রয়োগ বস্তুত উনিশ শতকের প্রচলিত রূপক আন্দোলনেরই ফল বলে মনে হয় যার সূদূর সূচনা করে দিয়েছিল প্রবোধচন্দ্রোদয়ের অনুবাদ ও অনুকৃতি।[২৬]

☐ **বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন রচিত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'**

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ:

প্রবোধচন্দ্রোদয় কাব্যকৌমুদী এবং কৃষ্ণকেলি প্রণেতা কাদিহাটী নিবাসি ৺বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন প্রণীত কলিকাতা জি. পি. রায় এণ্ড কোম্পানীর যন্ত্রে মুদ্রিত। কলুটোলার নম্বর ৬৭ এমামবাড়ী লেন, বেনটিং ষ্ট্রীট। শকাব্দ ১৭৯৩। এক টাকা মাত্র।

আখ্যাপত্র থেকে এবং ডঃ সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের [দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ] ৪৩ পৃষ্ঠার ফুটনোট থেকে জানা যায় বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন-র দুখানি কবিতার বই হল—'কাব্য কৌমুদী' ও 'কৃষ্ণকেলি কল্পলতা'।

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় 'বিজ্ঞাপন'-এ গ্রন্থপ্রাপ্তির স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে—

"এই পুস্তক মোং হাওড়া শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিসপেনসারিতে এবং কলিকাতা কসাইটোলা এমামবাড়ী লেন নম্বর ৬৭, জি. পি. রায় এণ্ড কোম্পানীর প্রেসে বিক্রীত হইতেছে। যাঁহার ইচ্ছা হয় উক্ত স্থানে অন্বেষণ করিলে পাইবেন।"

গ্রন্থখানি 'শ্রীযুক্তবাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি. এ. মহাশয় সমীপেষু'—'সানুনয় নিবেদন' সহ উৎসর্গ করে অনুবাদকের দুই পুত্র অনুবাদক ও তাঁর অনুবাদকর্ম প্রসঙ্গে বলেছেন:

"আমাদিগের পিতা ৺বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়, শ্রীকৃষ্ণমিশ্র বিরচিত, সুপ্রসিদ্ধ, সংস্কৃত নাটক দৃষ্টে সন ১২৪৬ সালে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া অল্পকাল পরে লোকান্তরিত হয়েন, এজন্য তাঁহার জীবিতাবস্থায় ইহা মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই। সকল বিষয়ে সুযোগ না হওয়ায় আমরাও এই ৩১ বৎসরের মধ্যে ইহা প্রকাশ করিতে পারি নাই। এক্ষণে ইহা মুদ্রিত করিয়া, বহুগুণবিশিষ্ট কোন উপযুক্ত ব্যক্তির করে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা হওয়ায়, এই গ্রন্থখানি আপনার নামে

উৎসর্গ করিলাম। প্রবোধচন্দ্রের প্রতি আপনার কৃপাদৃষ্টি থাকে ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইবার সময় প্রুফ্‌ সংশোধন বিষয়ে আপনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে আমরা তজ্জন্য আপনার নিকট বিশিষ্টরূপে বাধিত রহিলাম। বশম্বদ শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হাওড়া, ১লা আষাঢ় ১২৭৮ সাল।"

উৎসর্গ পত্রের পরপৃষ্ঠায় বাংলা পয়ারছন্দে ছয় পৃষ্ঠা ব্যাপী 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের সংক্ষেপ বিবরণ' লিপিবন্ধ আছে। ষষ্ঠ অঙ্কে ১২৮ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে অনুবাদকর্ম সম্পাদিত হয়েছে। ধ্রুবপদগুলি কবিতায় এবং সংলাপগুলি গদ্যে লিখিত হয়েছে। এছাড়া মাঝে মাঝে গানও আছে। নট-নটী, মঙ্গলাচরণ ইত্যাদি সহ নান্দীপাঠের পর প্রথম অঙ্কের নাটকীয় ঘটনা শুরু হয়েছে যথাযথ ভাবে। দৃশ্যবিভাগ থাকলেও দৃশ্যাঙ্ক বর্ণিত হয়নি।

মূল সংস্কৃত নাটক এবং আত্মতত্ত্বকৌমুদীতে ছটি অঙ্কের নামকরণ করা হয়েছে যথাক্রমে—১। বিবেকোদ্যম ২। মহামোহোদ্যোগ ৩। পাষণ্ডবিড়ম্বন ৪। বিবেকোদ্যোগ ৫। বৈরাগ্যোৎপত্তি ৬। প্রবোধোৎপত্তি। আলোচ্য অনুবাদকর্মে অঙ্কগুলির নামকরণ নিম্নরূপ:

১। রঙ্গভূমি মানবপ্রকৃতি—সংসারাবতার নামক প্রথমাঙ্ক।

২। রঙ্গভূমি বারাণসী—

৩। রঙ্গভূমি বারাণসী সন্নিধান—পাষণ্ডবিড়ম্বন নামক তৃতীয়াঙ্ক।

৪। রঙ্গভূমি তীর্থস্থান—বিবেকোদ্যোগ নামক চতুর্থাঙ্ক।

৫। রঙ্গভূমি বারাণসী চক্রতীর্থ—বৈরাগ্য সমাগম নামক পঞ্চমাঙ্ক।

৬। রঙ্গভূমি বারাণসী—জীবনমুক্তি নামক ষষ্ঠাঙ্ক।

আলোচ্য গ্রন্থের আলোচনাপ্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন[২৭]:

"ঠিক অভিনয়ের উদ্দেশ্যে লেখা না হইলেও সংস্কৃত নাটকের নাট্যানুবাদ লইয়াই ঊনবিংশ শতাব্দের মাঝের দিকে বাঙ্গালায় নাটক-ছাঁদের রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন অনূদিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকই এই ধরনের প্রথম লেখা [রচনাকাল ১২৪৬ সাল, প্রকাশ ১৮৭১]। বিশ্বনাথের অনুবাদে নাটকের প্রাচীন ঠাট বজায় আছে। আরম্ভে পয়ারে বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রহিয়াছে। শ্লোকগুলির পদ্য অনুবাদ যথাসম্ভব মূলানুগত। সংলাপের গদ্য অংশের ভাষা প্রাচীন ধরনের

হইলেও উৎকট নয়। তোটক ছন্দে একটি গান এবং জয়দেবের ছন্দে একটি স্তোত্র আছে।"

গ্রন্থের প্রারম্ভে 'এই নাটককে পরমাত্মার বংশাবলি যেরূপ কল্পিত হইয়াছে তাহার বিবরণ' [প্রবৃত্তি পক্ষ ও নিবৃত্তি পক্ষ সহ] এবং 'নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম' [পুরুষ ও স্ত্রী] উল্লিখিত হয়েছে।

এবার অনুবাদের নমুনাস্বরূপে তৃতীয়াঙ্কের অংশবিশেষ [রঙ্গভূমি বারাণসী সন্নিধান। শান্তি ও করুণার প্রবেশ] উদ্ধৃত করা যাক ঃ

শান্তি [সজলনয়নে, সকাতরে] হায়! আমি মাতৃবিচ্ছেদে কাতরা হইয়াছি, এক্ষণে কোথায় গিয়া মনের তাপ নিবারণ করিব। ওগো মাতা শ্রদ্ধা! তুমি কোথায় আছ? একবার দেখা দেও। হায়! আমি এখন কোথায় যাই? কোথা গেলে জননীর সাক্ষাত পাইব।

মুনির আশ্রম গিরি, গয়া গঙ্গা গোদাবরী,
বারাণসী বৃন্দাবন ধাম।
আমারে লইয়া সঙ্গে, থাকিতে পরমরঙ্গে,
সর্ব্বদা শুনিতে রাম নাম॥
আজ সেই শ্রদ্ধা তুমি, গিয়াছ পাষণ্ডভূমি,
যবনের গৃহে যেন ধেনু।
না জানি আছ ক্যামনে, ক্যামনে বাঁচ জীবনে,
কি প্রকারে রক্ষা পায় তনু॥

সখি করুণা! আমি বোধ করি আমার জননী শ্রদ্ধা, আমার বিচ্ছেদে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। যেহেতু,

আমায় না দেখে শ্রদ্ধা স্নান নাহি করে।
না করে ভোজন আর নাহি রহে ঘরে॥
আমার বিচ্ছেদে শ্রদ্ধা মরেছে নিশ্চয়।
কিম্বা পাষণ্ডের হাতে জীবন সংশয়॥

এক্ষণে শ্রদ্ধার ব্যতিরেকে শান্তির জীবনধারণ কেবল বিড়ম্বনামাত্র। প্রিয়সখি! তুমি আমার জন্য শীঘ্র চিতাশয্যা প্রস্তুত করিয়া দাও, আমি সেই চিতানলে প্রবেশ করিয়া অবিলম্বে শ্রদ্ধার সহচারিণী হইব।

অনূদিত গদ্য ও পদ্যাংশের [ত্রিপদী ও পয়ার ছন্দে রচিত] সারল্য, স্বাভাবিকতা ও নাটকীয়তা লক্ষণীয়।

এ নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠানের সংবাদ সমসাময়িক পত্রপত্রিকা বা গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না।

☐ **আদ্যানাথ বিদ্যাভূষণের 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক'**

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকম্ শ্রী আদ্যানাথ বিদ্যাভূষণ কৃতানুবাদসমেতম্ শ্রী গোপালচন্দ্র দাস দত্তেন প্রকাশিতম্। কালকাতা রাজধান্যাং ৩৩ সংখ্যক নূতন চিনাবাজারস্থ করিন্থিয়ন যন্ত্রে শ্রী রাধিকাচরণ দাসেন মুদ্রিতম্ সন ১৩০০ সাল। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় 'পরদুঃখবধুর পরোপকারব্রতনিরত প্রশান্তচেতাঃ প্রভুত মাৰ্জ্জিত বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন পরম পূজ্যপাদ সার্থক নামা শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু সবিনয় নিবেদনমিদং'—বলে গ্রন্থখানি 'একান্ত অনুগত' হিসাবে শ্রী গোপালচন্দ্র দাস দত্ত উৎসর্গ করেছেন শিবপুর ৩৬ নং ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লেন থেকে।

"এই পুস্তক ৩৬ নং ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন শিবপুর হাওড়া, ও ৪ নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্ কলিকাতা, শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস দত্তের নিকট পাওয়া যায় মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা"—গ্রন্থের শেষে একথা কয়টি মুদ্রিত আছে।

অনুবাদের উদ্দেশ্য ও রীতিপ্রসঙ্গে অনুবাদক গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'-এ বলেছেন ঃ

"সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক অতি প্রাচীন গ্রন্থ। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণমিশ্র ইহার প্রণেতা। গ্রন্থকার এই উৎকৃষ্ট নাটকখানি রচনা করিয়া আপনার পাণ্ডিত্য বৈচক্ষণ্য ও অসাধারণ কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ইহার ভাবসকল সুললিত ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন নাই বলিয়া ইহা অতিশয় দুরূহ ও সাধারণের দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। টীকার সাহায্য ব্যতিরেকে এই গ্রন্থের অধ্যাপনাও অধ্যাপক মহাশয়দিগের অনায়াস সাধ্য নহে। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার টীকাকর্ত্তাও তাদৃশ পটু নহেন। বিশিষ্টরূপ মনোনিবেশ না করিলে টীকার ভাবার্থসকল বুঝা যায় না। এই সকল কারণে এতাদৃশ আদরণীয় গ্রন্থের তাৎপর্য্য বা প্রতিপাদ্যের সহিত সাধারণের পরিচয় নাই। সাধারণকে ইহার তাৎপর্য্যার্থ বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে দুইতিনজন কৃতবিদ্য পণ্ডিত এই নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারাও তাহাতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহা দেখিয়া আমার

ভূতপূর্ব প্রিয়তম ছাত্র ও পরমহিতৈষী প্রতিবেশী শ্রী গোপালচন্দ্র দাস দত্ত এই নাটকখানির সমূল সরল বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। সেইহেতু আমি অনুবাদকার্য্য নির্বাহের নিমিত্ত তৎকর্তৃক অনুরুদ্ধ ও অর্পিত ভার হইয়া এই নাটকের সরল ভাষায় বাঙ্গালা অনুবাদ করিলাম। মূলের সহিত অনুবাদের মিলন রাখিবার নিমিত্ত ও প্রকৃতভাব সাধারণের নিকট প্রকাশ করণার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে এই অনুবাদ কোনও অংশে মূলাংশের তাৎপর্য্যবোধের সাধক ও পাঠক মহাশয়গণের হৃদয়গ্রাহী হইলে আমরা উভয়ে [অনুবাদক ও প্রকাশক] আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব এবং আমাদিগের সমস্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা সার্থক হইবে। শ্রী আদ্যানাথ শর্ম্মা শিবপুর সন ১৩০০ সাল ২০শে পৌষ।"

ষষ্ঠ অঙ্কে নাটক সমাপ্ত। ছয় অঙ্কের নামকরণ করা হয়েছে যথাক্রমে: ১। মানবপ্রকৃতি ২। বারাণসী ৩। বারাণসী সন্নিধান ৪। তীর্থস্থান ৫। বারাণসী চক্রতীর্থ ৬। বারাণসী।

গ্রন্থের প্রথমে মূল সংস্কৃত নাটকটি [সম্পূর্ণ] বাংলাভাষায় ছাপা আছে এবং তারপর ৮১ পৃষ্ঠায় বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হয়েছে। অনুবাদকর্ম মোটামুটি-ভাবে যথাযথ হলেও স্থানে স্থানে সংক্ষেপিত। এবার যথাযথ অনুবাদের নমুনাস্বরূপ নান্দী অংশের সূত্রধারের উক্তি দুনম্বর শ্লোকটির ['অন্তর্নাড়ী নিয়মিত···চন্দ্রার্দ্ধমৌলেঃ'] বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করা যাক ঃ

—যাহা চন্দ্রার্দ্ধ মৌলির ধ্যানাবস্থায় তাঁহার শরীরাভ্যন্তরস্থ সুষুম্নানাড়ীতে নিয়মিত বায়ুদ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গামী, যাহা শান্তিগুণবিশিষ্ট মহেশ্বরের চিত্তে ধ্যানবশতঃ জায়মান পরমানন্দে সতত পরিব্যাপ্ত এবং যাহা পরমযোগী সদানন্দের ললাটনেত্ররূপে সুস্পষ্ট ব্যঞ্জীভূত, সেই জগদ্ব্যাপী ব্রহ্মস্বরূপ জ্যোতিঃ সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট পদার্থ, তাঁহাকে প্রণাম।

সাধুগদ্যে রচিত উপরোক্ত অনুবাদে সূত্রধারের মঙ্গলাচরণের স্বাভাবিক নাটকীয়তা কিছুটা হানি ঘটিয়েছে।

কিছুটা সংক্ষেপিত অনুবাদের নমুনা স্বরূপ তৃতীয়াঙ্কের অংশবিশেষ [তৃতীয়াঙ্কের প্রারম্ভ—রঙ্গভূমি বারাণসী সন্নিধান—শান্তি ও করুণার প্রবেশ। সংস্কৃত নাটকের 'ততঃ প্রবিশতি শান্তিঃ করুণা চ থেকে মুক্তাতঙ্ক······ক্ষণার্দ্ধ-মপি জীবতি' ইত্যাদি শ্লোকের পর 'তদবিনা শ্রদ্ধয়া······সহচরী ভবামী' গদ্যাংশ পর্য্যন্ত] এখানে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

শান্তি। [সজল নয়নে] ওগো মা! মাগো! তুমি কোথায় আছ, আমাকে প্রত্যুত্তর দাও। হে মাতঃ শ্রদ্ধে! তুমি সিদ্ধাশ্রমে, পর্ব্বতশ্রেণীতে, পুণ্য দেবালয়ে ও অবিশ্রান্ত তপোনিষ্ঠ বৈখানস সমীপে থাকিয়া প্রীতিলাভ করিতে; হায়! হায়! এখন চাণ্ডাল গৃহাগত কপিলাগাভীর ন্যায় পাষণ্ড হস্তগত হইয়া কিরূপে প্রাণধারণ করিতেছ! অথবা যখন তুমি আমাকে দেখিতে না পাইলে স্নান কর না, আহার কর না, নিদ্রা যাও না, অধিক কি, আমাকে ছাড়িয়া ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পার না, তখন তোমার জীবনের আশা করা বৃথা। অতএব শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে শান্তির জীবনধারণ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। সখি করুণে! তুমি আমার জন্য শীঘ্র চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও। আমি অবিলম্বে সেই চিতানলে প্রবেশ করিয়া মাতা শ্রদ্ধার সহচারিণী হই।

অনুবাদকর্ম সহজ এবং স্বাভাবিক হওয়ায় সংলাপের নাটকীয়তা মোটামুটিভাবে বজায় আছে। তবে, অনুবাদকর্মে যে স্থানে স্থানে পরিবর্জন ও পরিমার্জন [মূল থেকে] সাধিত হয়েছে তা বোঝা যায় পূর্ববর্তী অনুবাদক বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন কৃত গ্রন্থের আলোচ্য অংশের অনুবাদ কর্মের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে।

☐ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৪৯—১৯২৫] অনূদিত আলোচ্য গ্রন্থটি সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয় ২৪ শে মার্চ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে [১৩০৮ সাল]। পরে বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলীতে নাটকটি স্থানলাভ করে। আরও পরে [১৩৩৮] কলকাতার সান্যাল এন্ড কোং-এ গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত করে প্রকাশ করেন।

প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ বা বসুমতী সংস্করণের [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী] গ্রন্থে অনুবাদকের কোন 'ভূমিকা' 'বিজ্ঞাপন' বা অবতরণিকা জাতীয় কোন কিছু লিপিবদ্ধ হয়নি—সান্যাল কোং প্রকাশিত গ্রন্থেও তেমন কিছু নেই। ফলে অনুবাদের রীতি বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিতভাবে কোন কিছু জানা যায় না। তবে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যান্য অনুবাদের ন্যায় আলোচ্য অনুবাদকর্মও যথাযথ এবং মূলানুযায়ী—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

নমুনাস্বরূপ নান্দীর দু নম্বর শ্লোকটির ['অন্তর্নাড়ী···চন্দ্রার্ধ মৌলেঃ'] বঙ্গানুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা যাক:

অন্তর্নাড়ী-নিয়মিত বায়ুযোগে যাহা উঠে
ব্রহ্মরন্ধ্র করি অতিক্রম,
শান্তি-প্রিয় আত্মা মাঝে প্রগাঢ়-আনন্দরূপে
সহসা যা হয় উন্মীলন,
অর্দ্ধেন্দু-শেখর, সেই যোগীন্দ্র-ললাট-দেশে
নেত্ররূপে যাহার উদয়;
সেই সে জগদ-ব্যাপী অন্তরস্থ-জ্ঞান-জ্যোতি
—হউক তাহার জয় জয়।

দ্বিতীয় নমুনাস্বরূপ তৃতীয়াঙ্কের প্রথমাংশের বঙ্গানুবাদই উদ্ধৃত করা হলো ঃ

শান্তি। [সাশ্রুনয়নে]—মাগো! মাগো!—কোথায় তুমি, উত্তর দেও।
কুরঙ্গ আতঙ্কহীন
যে কাননে সতত বিচরে,
যে সকল শৈল হতে
নির্ঝরিণী অবিরত ঝরে,
পুণ্যালয়-যেথা থাকে
তপস্বী সন্ন্যাসী সাধু-যতি
সেই সব স্থান তব
ছিল যে গো সাধের বসতি;
—হায় হায় সেই তুমি চণ্ডালের গৃহ-গত
কপিলা গাভীটির মত
কেমনে করিবে মাগো জীবনধারণ বল
পাষণ্ডের হয়ে হস্তগত?
অথবা হায়! তাঁর জীবনের আশা করাই বৃথা। কেননা ঃ—
মোরে না দেখিয়া যেগো না করে আহার স্নান
না করে শয়ন,
আমা-হীন সেই শ্রদ্ধা না করিবে ক্ষণমাত্র
জীবনধারণ।

অনুবাদকর্ম, যথাযথ, সহজ, স্বাভাবিক ও নাটকীয় ব্যঞ্জনাধর্মী। প্রসঙ্গত, বলাবাহুল্য যে তুলনামূলক বিচারে প্রবোধচন্দ্রোদয়ের সমস্ত অনুবাদ-

কর্মের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদ সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদালাভের যোগ্য।

দুঃখের বিষয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনূদিত গ্রন্থটি কখনও কোথাও অভিনীত হয়নি। আরও দুঃখের বিষয়, যে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক প্রায় একশোবছর ধরে বিভিন্ন মৌলিক রচনায় প্রেরণাস্বরূপ ছিল তার একটি বঙ্গানুবাদিত গ্রন্থেরও কোন অভিনয়ানুষ্ঠান কোথাও সম্পন্ন হয়নি [বোধেন্দুবিকাসের অভিনয়ানুষ্ঠানের কোন নির্দিষ্ট সংবাদ কোথাও পাওয়া যায়নি—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে অভিনয়ের জন্য মহড়ার উল্লেখ আছে।]

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুবাদ-প্রসঙ্গ আলোচনার শেষে প্রসঙ্গত আর একটি অনূদিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রয়োজন বলে মনে হয়। গ্রন্থটি গোপীনাথ চক্রবর্তীর সংস্কৃত নাটকের রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারকৃত বঙ্গানুবাদ 'কৌতুকসর্ব্বস্ব নাটক' ১২৩৫ সাল]। ডঃ সুকুমার সেন গ্রন্থটিকে 'সংস্কৃত নাটকের পাঠ্য অনুবাদ' রূপে উল্লেখ করেছেন।[২৮] গ্রন্থটি আত্মতত্ত্বকৌমুদী প্রকাশের সমসাময়িক।

অনুবাদক রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য উল্লেখযোগ্য ঃ

মেট্রোপলিটান কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ১৩০৫ সালে একখানি পত্রে শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীকে লিখেছিলেন—"প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হরিনাভি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।...প্রায় ৫৫ বৎসর হইল; রামচন্দ্রের কাল হইয়াছে।[২৯]

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ৪৫৫-৪৫৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সমাচার দর্পণ পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের সারমর্ম থেকে জানা যায়—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে হরিনাভি গ্রামে দ্বিজরামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের জন্ম হয়। রামচন্দ্র সংস্কৃত শাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন এবং 'বিদ্যালঙ্কার', 'তর্কালঙ্কার' ও 'তর্কপঞ্চানন' উপাধিতে ভূষিত হন। গান রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলে সমসাময়িক পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁকে 'কবিকেশরী' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর শেষজীবন রাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাসদরূপে অতিবাহিত হয় এবং রাজার আদেশে তিনি শেষজীবনে 'মাধব মালতী' ও 'হরপার্ব্বতী-মঙ্গল' শীর্ষক গ্রন্থ দুটি রচনা করেন। আনুমানিক ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু

হয়। রামচন্দ্র প্রায় ১৩/১৪টি গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন।[৩০]

কৌতুকসর্বস্ব নাটক গ্রন্থটিতে কলিরাজার উপাখ্যান পদ্যাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। মূল সংস্কৃত থেকে অনুবাদ কর্ম যথাযথ হলেও নাটকীয়গুণের বিচারে আলোচ্য গ্রন্থকে 'নাটক' বলা কঠিন। ডঃ সুকুমার সেন একে 'সংস্কৃত নাটকের পাঠ্যানুবাদ' বলে উল্লেখ করেছেন।

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি[৩১] নিম্নরূপ ঃ

শ্রীশ্রী দুর্গা জয়তি ॥ কৌতুকসর্ব্বস্ব নাটক ॥ শ্রীযুক্ত কলিবৎসল রাজার উপাখ্যান ॥ শিষ্টান্তক, ধমানল, অনৃতসর্ব্বস্ব, পণ্ডিতপীড়া বিশারদ, অভব্য প্রখর, এবং কুকর্ম্ম-পঞ্চানন ইহার দিগের কাব্যরসঃ ॥ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ চক্রবর্ত্তি-কর্ত্তৃক রচিত ॥ শ্রীরামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কবিকেশরী কর্ত্তৃক ॥ তদীয়ার্থ সাধুভাষায় এবং পয়ারাদি ছন্দে শ্রীপীতাম্বর সেন দিগরের সিন্ধুযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল ইতি ॥ ১২৩৫।

সর্বতোবিচারে, আলোচ্য গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা বাহুল্য বলেই মনে হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ

১। The Sanskrit Drama—Prof. A. B. Keith, P. 25

'তুরস্কদেশাগত ব্যক্তি'র প্রতি ঘৃণা প্রকাশ হতে দেখা যায় এই নাটকে। অতএব এই নাটকের রচনাকাল দ্বাদশ শতকের পূর্বে নয় বলেই মনে হয়।

২। সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান ঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃষ্ঠা ১২০-১২১।

৩। "কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে ভুরশুট গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ 'অহংকার'-এর ভূমিকায় তাহার বিশিষ্ট পরিচয় আছে" —বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮, ১৯৪৮ সং।

৪। Catalogue of Sanskrit & Pali Books in the British Museum by Dr. Ernst Haas, Edited in 1876—First Edition-এর 69 পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে—

Prabodh Chandrodaya, or the Moon of Intellect an allegorical drama, and Atma Bodh, or the knowledge of Spirit (by Sankara Acharya) Translated from the Sanskrit and Pracrit by J. Taylor with an appendix containing an analysis of the two pieces. London, 1812

বোম্বাইয়ের এশিয়াটিক সোসাইটি এবং লিটারেরি সোসাইটির সভ্য মেডিকেল কোরের জে. টেলরের এই অনুবাদ বিশেষ কৌতুহলের সৃষ্টি করে এবং বিদেশে এর তিনটি সংস্করণ বের করেন যথাক্রমে পি. জি. রোদে (বার্লিন, ১৮২০ খৃীঃ), ব্রখাউস (লাইপজিগ, ১৮৩৫ খৃীঃ) এবং গোল্ডস্টুকার (কনিকস্‌বার্গ ১৮৪২ খৃীঃ)। টেলর কৃষ্ণমিশ্রকে মৈথিলী মনে করেছিলেন।

৫। "মহাতাপচন্দ্র ঘোষের এই নাটকখানি ১৯২৫ খৃীষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট শনিবার তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে।... নাটককার ২৮ খানি ইঙ্গিতপূর্ণ গানের ভিতর দিয়া গদ্য ও গৈরিশ ছন্দের মাধ্যমে অধ্যাত্ম সম্বন্ধীয় এই রূপক নাটকটি রূপায়িত করিয়াছেন।"... দৃশ্যকাব্য পরিচয়, সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৪৯৮-৪৯৯।

৬। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও বাংলাসাহিত্য, ভবতোষ দত্ত সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৭১ বর্ষ, ১—৪ সংখ্যা ১৩৭১।

৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪২-৪৩। এ গ্রন্থের পূর্ববর্তী সংস্করণে ডঃ সেন অজ্ঞাত নামা লেখকের রচনা আত্মতত্ত্বকৌমুদী বলেছেন।

৮। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৫।

৯। গ্রন্থটি বাংলাদেশের কোন গ্রন্থাগার বা ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। ব্রিটিশ মিউজিয়াম গ্রন্থাগার থেকে মাইক্রোফিল্ম করে সংগ্রহ করেছি। ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে মাইক্রোফিল্ম সংগ্রহের নিদর্শন পত্রটি নিম্নরূপ:

British Museum.

Department—O. P. B.

Catalogue—14079. C. 33. Order Ps. 6/13060.

Author—Krishna Misra.

Title—A Bengali Paraphrase of the Prabodha Chandrodaya.

Place and Date of origin—1822.

British Museum Photographic Service, London.

১০। পৃষ্ঠা ৭৩-৭৪, সাহিত্য, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।

১১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড [১৮১৮—১৮৩০], শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৪২৫-৪২৬।

১২। সমসাময়িক গ্রন্থাদি ও পত্রপত্রিকা; পরবর্তীকালে প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থাদি; বাংলাদেশের গ্রন্থাগার সমূহের মুদ্রিত পুস্তক তালিকা; ক্যালকাটা রিভিউ ও লং সাহেব ক্যাটালগ; ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ক্যাটালগ; থিওডোর আউফ্‌রেক্‌ট্‌-এর 'ক্যাটালোগাস ক্যাটালোগাম'; দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য রচিত 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান' গ্রন্থ ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান' গ্রন্থ তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেও আমি গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন ও রামকিংকর শিরোমণি সম্বন্ধে কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি। এমনকি এসম্বন্ধে বাংলাদেশের পণ্ডিতসমাজের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে পরামর্শ করেও আমি ব্যর্থ হয়েছি।

১৩। কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের জীবনী ও রচিত গ্রন্থাদি প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচিত সাহিত্যসাধক চরিতমালার ১৪ সংখ্যক গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর সম্পাদিত 'সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস' গ্রন্থের ১ম খণ্ডেও কাশীনাথ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

সমাচার দর্পণ পত্রিকার ৩রা ডিসেম্বর ১৮২৫ [১৯শে অগ্রহায়ণ ১২৩২] ৯ই জুন ১৮২৭ [২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪] এর দুটি সংবাদে ["পাণ্ডিত্য কর্মে নিযুক্ত" শিরোনামায়] কাশীনাথের দুটি কর্মে যোগদানের সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে।

১৪। তিনজনের অনুদিত গ্রন্থের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আত্মসাত করার মানসেই শ্রী ন্যায়রত্ন এ কাজ করেছেন—এ সন্দেহ করা বোধ হয় অমূলক নয়। বিশেষত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর জীবিতকালে এ কাজ করতে শ্রীন্যায়রত্ন সাহসী হননি। তাই, তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে গ্রন্থের আত্মতত্ত্বকৌমুদী নাম পরিবর্তন এবং গ্রন্থের বক্তব্য বিষয়ের কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে নতুনভাবে স্বনামে গ্রন্থ প্রকাশ করে অনুবাদ কর্মের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন আত্মসাৎ করেছিলেন একথাই প্রমাণিত হয়।

১৫। গ্রন্থরচনার রীতি ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের বক্তব্য 'বিজ্ঞাপন'-এর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল। কিন্তু যদিও তিনি বলেছেন— 'যাহা অত্যন্ত ব্যবহিত পূর্ব্বে...পুনরায় মুদ্রাঙ্কিত হইল' তবু এ স্বীকৃতির মধ্যে 'ব্যবহিত পূর্ব্বে গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদ' গ্রন্থের নাম এবং অন্যান্য গ্রন্থকারদের নাম প্রকাশ [যা অত্যন্ত প্রয়োজন ও স্বাভাবিক] করা হয়নি। সুতরাং পূর্বেই বলেছি—এ সন্দেহ নিশ্চয়ই অমূলক নয় যে শ্রী ন্যায়রত্ন পূর্ববর্তী অনুবাদ গ্রন্থ-রচনার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আত্মসাতে এ প্রথমে প্রয়াসী হন। এ সম্বন্ধে আরো বিস্তৃত তথ্য জানা যেত যদি শ্রী ন্যায়রত্নের জীবনী ও কর্মজ্ঞান প্রয়াসের কোন বিবরণ পাওয়া যেত।

১৬। তখনকার দিনের যাত্রা—'কালুয়া-ভুলুয়া'দির প্রভাব।

১৭। ডঃ সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণের ১২১-২২ পৃষ্ঠায় [এবং ফুটনোটে] বলেছেন ঃ

ঈশ্বর গুপ্তের রচনা সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। তাঁহার জীবৎকালে অথবা মৃত্যুর পরে যেসব রচনা পুস্তিকা কিংবা গ্রন্থ আকারে বাহির হইয়াছে তাহা সবই পুনর্মুদ্রণ। 'কালীকীর্ত্তন' [১২৪০ সাল], 'ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনবৃত্তান্ত' [১২৬৩ সাল], 'প্রবোধ প্রভাকর' [চৈত্র ১২৬৪ সাল] 'হিত প্রভাকর' [চৈত্র ১২৬৭ সাল], 'বোধেন্দুবিকাস' [১২৭০ সাল]। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাবলীর সঙ্কলন খণ্ড ও প্রকাশ করিতে থাকেন। ১২৯২-৯৩ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৩০৬ সালে বসুমতী কার্য্যালয় হইতে এবং ১৩০৭ সালে মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের সম্পাদনায় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮। সমগ্র নাটকটি ১২৬৪ সালের মাসিক সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (২রা বৈশাখ ১ম ও ২য় অংক, ১লা জ্যৈষ্ঠ ৩য় অংক, ২রা আষাঢ় ৪র্থ অংক, ১লা শ্রাবণ ৫ম অংক এবং ২রা ভাদ্র ৬ষ্ঠ অংক।

১৯। "বড়দাদা একবার কী একটা কিম্ভূত কৌতুকনাট্য (Burlesque) রচনা করিয়াছিলেন, প্রতিদিন মধ্যাহ্নে গুণদাদার বড়ো বৈঠকখানাঘরে তাহার রিহার্সাল চলিত। আমরা এ বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া অট্টহাস্যের সহিত মিশ্রিত অদ্ভুত গানের কিছু কিছু পদ শুনিতে পাইতাম এবং অক্ষয় মজুমদার মহাশয়ের উদ্দামনৃত্যেরও কিছু কিছু দেখা যাইত। গানের এক অংশ এখনও মনে আছে—

ও কথা আর বোলো না.........

.........................হাসবে লোকে।

এতবড়ো হাসির কথাটা যে কী তাহা আজ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই ; কিন্তু একসময়ে জানিতে পাইব, এই আশাতেই মনটা খুব দোলা খাইত।" —জীবনস্মৃতি, বাড়ির আবহাওয়া, পৃষ্ঠা ৫৭, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। উদ্ধৃত গানের লাইনগুলি প্রমাণ করে রচনাটি গুপ্ত কবির বোধেন্দুবিকাস নাটকের যা রবীন্দ্রনাথ ভুলক্রমে দ্বিজেন্দ্রনাথের মনে করেছিলেন।

২০। ঈশ্বর গুপ্তের ছন্দজ্ঞান প্রসঙ্গে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বলেন [ছন্দশিল্পী রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১০৭৩] ঃ

"মনে হয়, ঈশ্বরচন্দ্র রামপ্রসাদের চেয়ে কিছু বেশি ছন্দ সচেতন ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর বোধের চেয়ে জ্ঞান বেশি ছিল। কিন্তু সে জ্ঞান সুগভীর ছিল না, ফলে ছন্দের মূলনীতিগুলি তাঁর কাছে অনাবিষ্কৃতই ছিল। এ বিষয়ে তিনি প্রধানতঃ চলতি ধারণার দ্বারাই চালিত হতেন। অথচ তাঁর ছন্দের বোধ ছিল সুপ্রখর। তাই যখন তিনি শুধু বোধের দ্বারা চালিত হতেন তখনই তাঁর ছন্দে দেখা দিত সুষমা ও মাধুর্য। কিন্তু যেই তিনি সচেতন হয়ে উঠতেন অমনি ছন্দ বাঁধা পথে চলতে শুরু করত। তাঁর রচনায় যা কিছু অভিনবত্ব তার অধিকাংশই চলতি প্রথার গণ্ডির মধ্যে এবং ছন্দোবন্ধ রচনায় অর্থাৎ ছন্দের বহিরাকৃতিতে, অন্তঃপ্রকৃতিতে নয়। এটা হল তাঁর সচেতন মনের খেলা। ছন্দের বোধ বাসা বেঁধেছিল তাঁর কানে, জ্ঞানের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারেনি। ...এই কারণে ব্যাপারটি সবচেয়ে বেশি

ঘটেছে কলাবৃত্ত ছন্দরচনার বেলায়। কান ও জ্ঞানের বিরোধঘটিত এই যে ট্র্যাজেডি, তার দু একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ঈশ্বরচন্দ্রের 'বোধেন্দুবিকাস' নাটক থেকে। এই নাটকের 'মঙ্গলাচরণ' অংশেই আছে—

শিশির, 'বসন্ত', নিদাঘ, বৃষ্টি,
যে জন করিল এসব সৃষ্টি,
যে জন দিয়েছে নয়নে দৃষ্টি,
তাঁরে ভাব একবার।

ছন্দ-জগতের দুষ্ট-সরস্বতী স্পষ্টতঃ এখানে অক্ষরসংখ্যার সমতা দেখিয়ে কবিকে ভুলপথে চালিয়েছেন। নতুবা 'বসন্তে'র আগে কিছুতেই 'শিশির আসতে পারত না, আসত 'শীত' বা অন্য কিছু। ছলনাময়ীর মায়া-জাল-বিস্তারের আর একটি দৃষ্টান্ত এই—

মরকতমণিমণ্ডলমণ্ডিত
মোহনমুকুট মুখসুশোভিত
মথুরামহীপ মুকুন্দমাধব
মধুর মুরলী ধর হে!

পরমানন্দ প্রেম প্রসঙ্গ,
প্রমোদপীযূষ পূরিত অঙ্গ,
পতিত পাবন প্রণত পালক,
পরমপুরুষ পর হে॥

'বোধেন্দুবিকাস' [মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত], পঞ্চম অঙ্ক, পৃষ্ঠা ১৮১।

এটির প্রথম অংশে কবির সচেতন মন সযত্নে অক্ষর সংখ্যার সমতা রক্ষা করে চলেছে। এখানে কবির শিক্ষালব্ধ জ্ঞান স্বতন্দ্র। কিন্তু দ্বিতীয় অংশ রচনার কালে দেখি জ্ঞানের প্রহরী ঝিমিয়ে পড়েছে। তাই তিনি কানের দ্বারা চালিত হয়ে অনায়াসেই ছন্দ-সরস্বতীর প্রসন্নতা লাভ করতে পারলেন।

···কলাবৃত্ত রীতির ছন্দ হচ্ছে মূলতঃ গীতিরচনার বাহন। চর্যাগীতি ও গীতগোবিন্দ কাব্য তার প্রমাণ। মধ্যযুগে বৈষ্ণব কবিরাও এই ধারার অনুসরণ করেছেন।···ঈশ্বরচন্দ্রও অনেক গান রচনা করেছেন, গাইতেও তিনি পারতেন, সুরতালের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল তাঁর। কিন্তু গানের ইতিহাসে গীতিকার বা সুরকার হিসাবে তাঁর কোন স্থানই নেই। রামপ্রসাদের মতো কানের উপলব্ধি ও গানের অনুভূতি তাঁর মজ্জাগত ছিল না। তাই গীতি-রচনার মুখ্য বাহন কলাবৃত্ত-রীতির স্বরূপ তাঁর আয়ত্ত হয়নি।"

২১। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' [১৩২৬], পৃষ্ঠা ৭১ দ্রষ্টব্য।

২২। কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভবতোষ দত্ত, 'এক্ষণ' পত্রিকা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭১, পৃষ্ঠা ৯—৩৮।

শ্রীভবতোষ দত্তের প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করে 'এক্ষণ' পত্রিকায় পরবর্তী একটি সংখ্যায় [বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩] শ্রীনীলরতন সেন পুনরায় বিশেষত দ্বিজেন্দ্রনাথের ছন্দ সচেতনতা সম্বন্ধে সুবিস্তৃত বক্তব্য রেখেছেন।

২৩। জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা ৫৯, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

২৪। বাংলা সাহিত্যে রূপকের প্রভাব আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বক্তব্য রেখেছেন শ্রীভবতোষ দত্ত উপরোক্ত প্রবন্ধে—

১। প্রিয়নাথ সেন প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি গ্রন্থে 'স্বপ্নপ্রয়াণ' [সম্ভবত ১৯১৫ তে লিখিত] প্রবন্ধে।

২। ডঃ সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'নবীন কবিতার সূত্রপাত' অধ্যায়ে।

৩। কানাই সামন্ত 'দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ' প্রবন্ধে [বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫২]।

৪। প্রমথনাথ বিশী, 'বাংলার কবি' [১৩৬৬] তে।

৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদর্শনের [পৌষ, ১২৭৯] এক সমালোচনা প্রবন্ধে।

উপরোক্ত আলোচনা নিবন্ধ এবং শ্রীভবতোষ দত্তের 'কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর' প্রবন্ধের বক্তব্য থেকে জানা যায় উনিশ শতকের বিভিন্ন রূপকাশ্রয়ী কাব্য রচনায় 'ফেয়ারী কুইন', 'পিলগ্রিমস্ প্রগেস্' ও 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের প্রভাব সবিশেষ। উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলি হলো :

ক। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'নির্ব্বাসিতের বিলাপ' [১৮৬৮]।

খ। বলদেব পালিতের রচিত প্রথম কাব্য মঞ্জরীর [১৮৬৮] অনেকগুলি কবিতা।

গ। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'যৌবনোদ্যান' রূপক কাব্য [১৮৬৮]।

ঘ। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুখানি রূপক কাব্য 'আশাকানন' [১৮৭৬] ও 'ছায়াময়ী' [১৮৮০]।

এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের শ্মশান দৃশ্যটি প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকের "এতৎ করালকরবাল নিকৃত কণ্ঠ নালোচ্চলদ্বহুল বুদ্বুদ্‌ফেনিলৌঘৈঃ। দত্তবা ডমড্ ডমরু ডাংকুতি হুত ভূত, বর্গাস্ত ভর্গগৃহিনীং রুধিরৈর্ধিনোমি।" ইত্যাদি কাপালিকের ভূমিকাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

২৫। রবীন্দ্ররচনাবলী : ২ (বিশ্বভারতী), 'কড়ি ও কোমল',-এর ভূমিকা।

২৬। "জনকের ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ", সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, রবীন্দ্রসংখ্যা বর্ষ ৬৬।

২৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪।

২৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪২।

২৯। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩৫০, পৃষ্ঠা ১৭।

৩০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ৩০—সংখ্যক সাহিত্যসাধক চরিতমালা গ্রন্থে রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের বিস্তৃত জীবনী ও কর্মজ্ঞান প্রয়াসের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

৩১। বহু অনুসন্ধান করেও আলোচ্য গ্রন্থের কোন কপি বাংলাদেশ তথা ভারতের কোন গ্রন্থাগারে বা ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। পরিশেষে ব্রিটিশ মিউজিয়াম গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আলোচ্য গ্রন্থের মাইক্রোফিল্ম কপি সংগ্রহ করি। বৃটিশ মিউজিয়ামের গ্রন্থটির নিদর্শন-পত্রে যদিও ভুল [বক্তব্যগত] আছে তবু তার হুবহু অনুলিপি এখানে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়।

British Museum
Department—O. P. B.
Catalogue—14079. C.42 (1-2) Order-PS 6/13060
Author—KAUTUKASARVASVA
Title—KAMALAKARVNAVILASA
Place & Date of Origin—1828—1900, Calcutta.
British Museum Photographic Service,
London.

আনন্দগিরি ও মাধবাচার্য্যের 'শঙ্কর বিজয়' ও 'শঙ্কর দিগ্বিজয়' নাটকের বঙ্গানুবাদ

আলোচ্য নাটকদ্বটি অবলম্বনে রচিত বাংলা ভাষায় তিনটি নাটকের সন্ধান পাওয়া যায় :

১। শঙ্কর বিজয় : হারাণচন্দ্র রক্ষিত, ১২৯৪ সাল।

২। শঙ্কর বিজয় নাটক : জহরলাল ধর, ১৩০৪।

৩। শঙ্কর বিজয় : কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, ১৩০৯ সাল, বসুমতী সংস্করণ।

কালানুক্রমিক অনূদিত উক্ত তিনটি নাটকের আলোচনায় আসা যাক।

☐ হারাণচন্দ্র রক্ষিতের 'শঙ্কর বিজয়' :

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

শঙ্কর বিজয়—ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মর্ত্তলীলা। ধর্ম্মমূলক নাটক। 'শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ, ব্যাসোনারায়ণোহরিঃ'......'ভোগেরোগ ভয়ংকুলে চ্যুতি ভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং মানে দৈন্য ভয়ং বলে রিপু ভয়ং রূপে তরুণ্যাভয়ম্। শাস্ত্রে বাদি ভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং। সর্ব্বংবস্তু ভয়াম্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।' —বৈরাগ্যশতকম্ 'কর্ণধার' সম্পাদক শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত বিরচিত কলিকাতা ২০১ নং কর্নওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্—বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত নিউ ক্যানিং প্রেস ফাল্গুন ১২৯৪ মূল্য ১, একটাকা মাত্র।

গ্রন্থটি গ্রন্থকার কর্তৃক 'অতীব শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতা-চিহ্নস্বরূপ—'পরমপূজ্যপাদ, পণ্ডিতাগ্রগণ্য। হিন্দুকুল-চূড়া শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহোদয়কে' উৎসর্গীকৃত।

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে গ্রন্থের সুবিস্তৃত ভূমিকায় গ্রন্থকার বলেছেন :

শঙ্কর-বিজয় প্রথমে কর্ণধারে বাহির হয়, এক্ষণে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এখানি "ধর্ম্মমূলক নাটক, সুতরাং ধর্ম্মগ্রন্থও বলা যায়। ······এ গ্রন্থে এমন অনেক স্থান আছে, যাহা অনেকেরই একেবারে বিশ্বাসযোগ্য নহে, অধিকন্তু উপহাস ও নিন্দার বিষয় হইবে। কিন্তু এস্থলে কর্ত্তব্যানুরোধে বলা আবশ্যক যে, এ শ্রেণীর পাঠকের জন্য এ গ্রন্থ রচিত হয় নাই,···পুস্তকের ঐতিহাসিক ভিত্তি বড় অশক্ত, অথবা একথার উল্লেখই নিষ্প্রয়োজন। যেহেতু, ঈদৃশ মহান জীবনের সকল স্থলে সামঞ্জস্য রক্ষা করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। মূল মহাত্মা আনন্দগিরি ও মাধবাচার্য্য প্রণীত 'শঙ্কর বিজয়' ও 'শঙ্কব দিগ্বিজয়, উভয় গ্রন্থে অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এমনকি আচার্য্যের জন্ম বাসস্থান এবং পিতামাতার নাম পর্য্যন্তও বিভিন্নরূপ উল্লেখিত হইয়াছে। যাহা হোক ঈদৃশ বিষয়ে মতান্তর হইলেও তাঁহার জীবনের সার লক্ষ্য বা প্রধান প্রধান আবশ্যকীয় বিষয়ে মূলের সহিত কোন প্রভেদ নাই। আনন্দগিরি আচার্য্যের একজন প্রধান শিষ্য; মাধবাচার্য্য তৎপরবর্ত্তী ও তন্মতাবলম্বী সাধক-শ্রেষ্ঠ। ভাবে বিভোর হইয়া ভক্তপ্রাণ ভাবুকদ্বয় ভিন্ন ২ উপায়ে আচার্য্যের জীবন-আখ্যায়িকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা প্রধানতঃ এই দুই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া স্থানে ২ কয়েকটি ভাবময় চিত্র অংকিত করিয়াছি।······

কোন রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুরোধে গ্রন্থখানি নাটিকাকারে রচিত হইল। কেবল অভিনবের সুবিধার জন্যই ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ অবলম্বন করিয়াছি। ইহা যে সাধারণের পাঠ্যগ্রন্থ হইবে, এ আশা করিতে পারি না। নাটকের অনুরোধে কোথাও বা দুই একটি দৃশ্য অধিক সংযোজিত এবং কোন স্থলে বা তাহা পরিত্যাজ্য হইয়াছে। নাটক দেশকাল পাত্রভেদে কার্য্য করে এবং ইহার জন্ম বা উদ্দেশ্যও এইজন্য। প্রায় নাটককার মাত্রেরই এ নিয়মের বশবর্ত্তী হইতে হয়, কিন্তু একথা সকলে স্বীকার করেন কিনা জানি না। এই মনে করুন, এ গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠাতেই 'মিয়ামল্লার' রাগিনীতে নারদ গান করিতেছেন, এক্ষণে আপনার প্রশ্ন হইতে পারে, নারদের সময় 'মিয়া' সাহেব কোথা হইতে আসিলেন ?

নাটকের অনুরোধে পুস্তকখানি অনেক সংক্ষেপে সারিতে হইয়াছে। সমগ্র মত খণ্ডন সর্ব্বস্থান ভ্রমণ ও সকল কার্য্যকলাপ আলোচনা করিতে গেলে, গ্রন্থখানি ইহার দ্বিগুণেরও অধিক হইত। ইহাতেই আশঙ্কা হয় যে, একঘেয়ে রকমই বা হইয়াছে। যাঁহারা আচার্য্যের সমগ্র জীবনচরিত দেখিতে ইচ্ছা করেন,

তাঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত মূল ও অনুবাদ পাঠ করিবেন।…শ্রীহারাণচন্দ্র দাসস্য, নজিলপুর, ১৫ই ফাল্গুন, ১২৯৪।"

গ্রন্থটি পঞ্চম অঙ্কে ১২৮ পৃষ্ঠায় মুখ্যত পদ্যে এবং গৌণত গদ্যে [গীতসহ] সমাপ্ত হয়েছে।

গীতের নমুনাস্বরূপ প্রথম অংক প্রথম দৃশ্যোক্ত নারদের গানটি [ভূমিকা দ্রষ্টব্য] এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

গীত

মিয়ামল্লার—ধামার।

গাও জয়-লীলাময়-অনুক্ষণ।
মজিয়ে অনন্ত-প্রেমে হরিনাম গাও মন।
কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে, গায় যাঁরে সমুদয়ে,
স্থাবর-জঙ্গম আদি এই ত্রিভুবন।
সরল শুদ্ধ-অন্তরে, জ্ঞান-যোগ সহকারে,—
প্রেম অশ্রু-চন্দনে ভক্তি ফুল অর্পণে
পূজ তাঁরে, শ্রীচরণে করি আত্মসমর্পণ॥

অনুবাদের নমুনাস্বরূপ চতুর্থ অংক ষষ্ঠ দৃশ্যের [শ্রাদ্ধানুষ্ঠান স্থলে বিচার দৃশ্য] অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা যাক :

সারসবাণী—[বিস্মিতভাবে] এ কি গো সন্ন্যাসীঠাকুর ?
কোথা দিয়া আসিলে হেথায় ?
রুদ্ধদ্বার যেমন ছিল তেমনি যে আছে !
স্বতন্ত্র আর ত নাহি কোন পথ !—
কিছু গুণ ভেল্কী জান নাকি তুমি ?
[দ্বার উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক চতুর্দিকে অবলোকন]

শঙ্কর— সন্ন্যাসী উপরে
ঈশ্বর সদয় হন এইমাত্র জানি !

মণ্ডল— [বিরক্তভাবে] কে তুমি হে আইলে হেথায় ?
কাণ্ডজ্ঞান তব নাহি কিহে কিছু ?
সন্নাসী না তুমি ?
গৃহীর আলয়ে তবে কিবা প্রয়োজন ;
মুষ্টি ভিক্ষা চাহ যদি
লয়ে তবে যাও নিজস্থানে।

শ— মহাশয় ! ঈশ্বর কৃপায়—

ম— [বাধা দিয়া] রেখে দাও বুজরুকি ।
বাবু হে,
পাওনি কি অন্য স্থানে ভণ্ডামী করিতে ?

ব্যাস— [স্বগত] এতদিনে অভীষ্ট মোর হইল পূরণ ।
কর্ম্মযোগ পক্ষপাতী মণ্ডন পণ্ডিত,
হবে এবে পরাজিত জ্ঞানযোগ বলে ।
শংকর অদ্বৈতবাদ,
একছত্রী হবে মহীতলে ;
বিধিমতে সহায়তা করিব শংকরে ।
[প্রকাশ্যে] তাও ত বটে—
জ্ঞান এ বড় 'কেও কেটা' নয়,
স্বয়ং মণ্ডল মিশ্র এঁরই আলয় ।
কি সাহসে
প্রক্রিয়াকাণ্ড—যাগযজ্ঞস্থলে
আসিলে হে সন্ন্যাসী বিরাগী ?
জান তুমি ঘোর শত্রু এঁর ;
ইনি হন কর্ম্মকাণ্ডে ঘোর পক্ষপাতী,
তুমি তার বিপরীত জ্ঞানকাণ্ডবাদী ।

শংকর— মহাশয় ! তাহাতে কিবা আসে যায় ?

ম— বাবু ! বাজে কথা ছেড়ে দাও ।
ভিক্ষালয়ে নিজস্থানে যাও ।
এই লও—[ভিক্ষা প্রদানোদ্যোগ]

শ— মুষ্টি ভিক্ষায় মম নাহি প্রয়োজন ;
অন্য ভিক্ষা মাগি তব কাছে ।

ম— কিবা তাহা বলহ প্রকাশি ।

শ— বিচার ভিক্ষা !

ম— ওঃ বুঝেছি ! তুমি কি শংকরাচার্য্য ?

শ— আজ্ঞা হাঁ মহাশয় !

ম— [কিছু প্রতিভভাবে]

ভাল ভাল;
বাবু, কিছু করো নাক মনে!
তোমা দ্বারা উপকার হয়েছে অনেক ;
করেছ হে তুমি—দুষ্ট বৌদ্ধের দমন,
একারণে—দেই ধন্যবাদ।
কিন্তু অন্য পক্ষে—
বিস্তর অনিষ্ট তুমি করেছ মোদের।
পৌত্তলিক উপাসনা—
কর্ম্মকাণ্ডে কেন হে বিরোধী তুমি ?
বলত হে—কিবা লাভ আছে তব এতে ?

লক্ষণীয় বিষয় হলো পয়ার ছন্দে রচিত সংলাপগুলি যথেষ্ট বলিষ্ঠ ও নাটকীয়তা গুণে গুণান্বিত অবশ্য আলোচ্য নাটকের বিচার দৃশ্যটি [মনে হয় এটিই শ্রেষ্ঠ দৃশ্য] তর্ক—বিতর্ক; উক্তি-প্রত্যুক্তি দ্বারা স্বভাবতই নাটকীয়-গুণান্বিত।

ভূমিকায় যদি গ্রন্থকার বলেছেন 'রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুরোধে গ্রন্থখানি রচিত' তথাপি সমসাময়িক পত্রপত্রিকা থেকে এ নাট্য-গ্রন্থের কোন অভিনয়ানুষ্ঠান-সংবাদ পাওয়া যায় না।

☐ জহরলাল ধর প্রণীত 'শংকর বিজয় নাটক'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

শঙ্কর বিজয় নাটক যুক্তি-যুক্ত বাক্য যদি বালকেতে বলে, বেদ-বাক্য গণি তা পালিবে সকলে। কিন্তু ব্রহ্মা যদি কহে অন্যায় বচন, তৃণ-জ্ঞান করি কেহ না করে শ্রবণ। শ্রী জহরলাল ধর প্রণীত। ৭০ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট হইতে শ্রী অখিলচন্দ্র শীল কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, ৪ নং জগন্নাথ সুরের লেন, 'নব-কাব্য-প্রকাশ' যন্ত্রে শ্রী হরিচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত সন ১৩০৪ সাল, ৫ই শ্রাবণ মূল্য ৷৷০ আট আনা ৷৷ 'আমি এই পুস্তকের কপিরাইট স্বত্ব উচিতমূল্যে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র শীল মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি শ্রী জহরলাল ধর' All rights reserved এই পুস্তক ১৮৪৭ সালের ২০ আইন অনুসারে রেজিষ্টারি করা হইল ৷৷

আলোচ্য নাট্যকর্ম মূল নাটক অনুসরণে ৫ম অঙ্কে ১১৬ পৃষ্ঠায় পদ্যে সম্পাদিত হয়েছে। দৃশ্যগুলি পুনর্বিন্যাসে পাত্রপাত্রিগণের সংলাপাংশ

পরিবর্তিত ও পরিবর্জিত হয়েছে। নামকরণের ক্ষেত্রে শঙ্করের মাতার নাম 'সুভদ্রা', মণ্ডল মিশ্রের ভার্য্যার নাম সরস্বতী [লীলাবতী] প্রভৃতি লক্ষণীয়।

নাট্যকর্মের নমুনাস্বরূপ বিচার দৃশ্যের অংশ বিশেষই এখানে উদ্ধৃত করা হলো—অবশ্য এক্ষেত্রে দৃশ্যটি তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্করূপে চিহ্নিত হয়েছে :

মণ্ডল—একি ! একি ! অলক্ষেতে তস্করের মত,
কে পশিছে গৃহে মম ?
গৃহদ্বার আচ্ছাদিত,
রক্ষিগণ অবিরত,
রক্ষিতেছে গৃহদ্বার কৃতান্ত সমান !
তবে,—
কেমনে পশিল গৃহে কপট সন্ন্যাসী !
ভো ভো কপটি মুণ্ডিত !
কি হেতু পশিলি হেথা তস্করের মত ?
অগো !—শ্রাদ্ধ কর্ম্মে,
মুণ্ডিতে হেরিলে হয় মহা অমঙ্গলম।
রে মুণ্ডি ! কহ মোরে,
কোথা হ'তে তুই ?
শঙ্কর—হের, গলদেশ অবধি মুণ্ডিত।

মণ্ডল—কথা নাহি কব তব সনে,—চোর তুমি !
যবে, অলক্ষিতে পশিয়াছ আমার ভবনে।
শঙ্কর—চোর নহে আমি,—চোর তুমি !
ধনী তুমি,—
বহু ধন করিয়া হরণ,
রাখিয়াছ নিজ পাশে।
বসে আছ—রত্ন সিংহাসনে,—
রত্নমালা দোলে গলে।
কিন্তু চেয়ে দেখ !
লক্ষ লক্ষ দীন হীন জন,

অন্নবিনা, অনাহারে,
দিন দিন মরে অনুক্ষণ ;
কিন্তু—তাহাদের না করি পোষণ ;
বহু ধন করিয়া হরণ, রাখিয়াছ নিজ পাশে।
তবে, নিজে চোর হয়ে তুমি,
চোর বল মোরে ?
ধনের কি এই ব্যবহার ;
আত্মসুখে মত্ত হয়ে,
পর-দুঃখ নাহি দেখ ফিরে ?
তুচ্ছ—ধন তব—তুচ্ছ এ সংসারে।

ম— রে ভিক্ষুক ! ভিক্ষা যার জীবন-সম্বল,
কেমনে সে বুঝিবে রে ধনের—মহিমা ?

শ—রে বর্ব্বর !
যোগীরে দেখাও তুমি ধনের গরিমা ?
যার পুরীষ মূত্রেতে হয়,
মণি-মুক্তা মাণিক্যাদি অমূল্য রতন ?

ম—অহো ! 'কর্ম্মকালেন সংভাষ্য
অহম্ মূর্খেন সংপ্রতি।'

শ—ভাল মূর্খ আমি,—
কিন্তু,—পণ্ডিত হইয়া তুমি,
কেন কহ যতি-ভঙ্গ অশুদ্ধ বচন ?

ম—কোথা ভাঙ্গিয়াছি যতি ?

শ—'সংভাষ্য—অহম্'
এই পদে ভাঙ্গিয়াছে যতি।
যদি চাহ করিবারে বিশুদ্ধ বচন,—
তবে কহ —সংভাষ্যোহহম্, সংভাষ্যোহহম্।'

লক্ষণীয় বিষয় হলো মূল নাটকানুযায়ী সংলাপের পরিবর্তন পরিবর্ধনাদি করলেও আলোচ্য দৃশ্যের সংলাপের নাটকীয়তা মোটামুটিভাবে রক্ষিত হয়েছে।

এ নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠান-সংবাদ সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায় না।

☐ কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের 'শঙ্কর বিজয়'

গ্রন্থের আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

শঙ্কর বিজয় শঙ্কররূপী শঙ্করাচার্য্যের—পবিত্র জীবনী পণ্ডিতপ্রবর শ্রী কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সংগৃহীত 'বসুমতী-কার্য্যালয়' হইতে শ্রী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা গ্রে ষ্ট্রীট, নূতন ষ্টীম মেসিন যন্ত্রে শ্রী পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ১৩০৯। মূল্য ১. একটাকা।

কিন্তু গ্রন্থটি নাটকাকারে নয়। উপাখ্যানাকারে গদ্যে ১৬ সর্গে ৭৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে। সুতরাং স্বচ্ছন্দে আমাদের আলোচনা বহির্ভূত বলে চিহ্নিত করা যায়।

চৈতন্য নাটকাবলীর বঙ্গানুবাদ

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে চৈতন্য-পরিকরদের দ্বারা রচিত [সংস্কৃত] পাঁচখানি নাটকের বঙ্গানুবাদ সম্পাদিত হয়েছে :

১। কবি কর্ণপূরকৃত 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়'

ক। অনুবাদক—প্রেমদাস, শক ১৭৭৫, [১৮৫৩]।

২। প্রবোধানন্দ সরস্বতী রচিত 'চৈতন্য-চন্দ্রামৃত'

ক। অনুবাদক—রামদয়াল ঘোষ, চৈতন্যাব্দ ৪০৪, [১৮৫২]।

খ। „ —রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, ১২৯১ সাল।

গ। „ —শ্যামলাল গোস্বামী, [১৯০১]।

ঘ। „ —'অকিঞ্চন', [১৯২০]।

ঙ। „ —ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, [১৯২৬]।

চ। „ —হরিদাস গোস্বামী, [১৯২৬]।

ছ। „ —শশাঙ্কশেখর সিংহ, [১৯৩০]।

৩। রায় রামানন্দ বিরচিত 'জগন্নাথবল্লভম্'

ক। অনুবাদক—রাধিকাপ্রসাদ কবিরাজ, [১৮৭২]।

খ। „ —জ্যোতিষচন্দ্র শর্ম্মা, চৈতন্যাব্দ ৪৫০, [১৯৩৬]।

৪। রূপ গোস্বামী প্রণীত 'ললিত মাধবম্'

ক। অনুবাদক—স্বরূপচরণ গোস্বামী, [১৮৫৬]।

৫। রূপ গোস্বামী প্রণীত 'বিদগ্ধ মাধবম্'

ক। অনুবাদক—স্বরূপ নারায়ণ বিদ্যারত্ন, ১২৮৮।

খ। „ —যদুনন্দন দাস, ১৩১৯।

গ। „ —হৃষিকেশ শীল, [১৯৩৮]।

মূল চৈতন্য-নাটকগুলির রচনা এবং পরবর্তীকালে অনুবাদকগণের বঙ্গানুবাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চৈতন্য-ভক্তগণের বৈষ্ণব-ভাবাবেগের উন্মেষ ও স্ফুরণ। নাটক রচিত হয় পাঠ ও অভিনয়ের জন্য ; কিন্তু এ নাটকগুলির রচনা ও অনুবাদ সে উদ্দেশ্য সাধন করে না। সুতরাং অনুবাদ-নাটকের ক্ষেত্রে এগুলির বিস্তৃত আলোচনা অপ্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়।

ভাসের নাটকাবলীর বঙ্গানুবাদ

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুরের একমঠে ত্রিবাঙ্কুরের একমঠে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী যে তেরখানি পুঁথি আবিষ্কার করেন সেগুলি সবই নাটক। প্রমাণিত হয় রচয়িতা মহাকবি ভাস।[১]

ভাসের নাটকগুলি প্রকাশিত হবার পর সর্বপ্রথম এর বঙ্গানুবাদ প্রয়াসী হন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ডঃ সুকুমার সেন জ্যোতিরিন্দ্র নাথ প্রসঙ্গে বলেছেন :[১]

ভাসের নব-আবিষ্কৃত নাটক নাটিকা প্রকাশিত হইবামাত্র ইনি বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। —'অবিমারক', 'প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ', 'দরিদ্র-চারুদত্ত', 'মধ্যমব্যায়োগ', 'প্রতিমা নাটক' প্রভৃতি।

তাছাড়া ভাসের স্বপ্ন বাসব দত্তের তথ্যানুবাদ করেন—

১। এস. কে. মিত্র ২। এম. ডি. চক্রবর্তী ৩। বামাপদ বসু [১৩৬২]। প্রতিমা নাটকের অনুবাদ করেন—১। সুরেন্দ্রমোহন কাব্যতীর্থ [১৯৪১] ২। বামাপদ বসু [১৩৭১] মধ্যম ব্যায়োগের অনুবাদ করেন বামাপদ বসু [১৩৬০]।

ভাসের নাটকের বঙ্গানুবাদিত গ্রন্থগুলির বিস্তৃত আলোচনা এখানে করা হলো না কারণ অধিকাংশ অনুবাদই ছাত্রপাঠ্য হিসাবে পরিকল্পিত।

দ্রষ্টব্য :

১। "Before 1912 Bhasa was known only by reputation, having been honoured by Kalidasa and Basa as a great predecessor and author of a number of plays, and praised and cited by a succession of writers in later times ; but since

then, much discussion has centred round his name with the alleged discovery of his original dramas. Between 1912 and 1915 T. Ganapati Sastri published from Trivandrum thirteen plays of varying size and merit, which bore no evidence of authorship, but which, on account of certain remarkable characteristics, he ascribed to the far-famed Bhasha. All the plays appear to have based upon legendary material; but some draw their theme from the Epic and Puranic sources."—History of Sanskrit Literature : Dr. S. K. De, Page-101

ভাসের নাটকাবলী সম্বন্ধে ডঃ দে তাঁর গ্রন্থে সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা—৩০১।

দ্বিতীয় খণ্ড

then, much discussion has centred round his name with the alleged discovery of his original dramas. Between 1912 and 1915 T. Ganapati Sastri published from Trivandrum thirteen plays of varying size and merit, which bore no evidence of authorship, but which, on account of certain remarkable characteristics, he ascribed to the far-famed Bhasha. All the plays appear to have based upon legendary material; but some draw their theme from the Epic and Puranic sources."—History of Sanskrit Literature : Dr. S. K. De, Page-101

ভাসের নাটকাবলী সম্বন্ধে ডঃ দে তাঁর গ্রন্থে সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

ইংরাজী নাটকের বঙ্গানুবাদ

শেকস্‌পীয়র

□ শেকস্‌পীয়র চর্চা ও অনুবাদের সূচনা

ষোড়শ শতকের ইংলণ্ডের উইলিয়ম শেকস্‌পীয়র [১৫৬৪—১৬১৬] অপনুম নাট্য সৃষ্টি দ্বারা তাঁর দেশ ও কালের গণ্ডীকে অতিক্রম করে বিশ্বরসিক সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। 'ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি'—শেকস্‌পীয়র সম্পর্কে বাংলার কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উক্তি—তাই অত্যুক্তি নয়, সারা বিশ্বের সহৃদয় সামাজিকের বক্তব্যের সমর্থক।[১] ভারত সাম্রাজ্য ও শেকস্‌পীয়রের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বললে ইংলণ্ড শেষোক্তকেই বেছে নেবে—কারলাইলের এ উক্তিটিও স্মরণীয়।

শেকস্‌পীয়র সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধাবোধ বাংলাদেশের রেনেসাঁস বা নবজাগরণের অন্যতম চরিত্রলক্ষণ। আর শেকস্‌পীয়রের দ্বিতীয় মৃত্যু শতবার্ষিকী [১৮১৬] বৎসরে 'হিন্দু কলেজে'র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ও তৎপরতার মধ্য দিয়ে এ লক্ষণ পুষ্টির সূচনা হয়। 'হিন্দু কলেজ' [প্রতিষ্ঠাকাল ১৮১৭] স্থাপিত হয়েছিল প্রধানত সম্ভ্রান্ত ও ধনী হিন্দু ভদ্রলোকগণের সন্তানদের শিক্ষাদানের জন্য। তাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। কাজেই বেকন ও শেকস্‌পীয়র—ইংলণ্ডের রেনেসাঁসের এই দুই প্রধান রথীর রচনা হিন্দু কলেজের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বেকন জাগান যুক্তি ও বুদ্ধিকে, শেকস্‌পীয়র জাগিয়ে দেন কল্পনার, হৃদয়জগতের রহস্য।

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে এদেশীয় ইংরেজদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন রঙ্গালয়ে শেকস্‌পীয়রের নাটকের অভিনয় দ্বারা এদেশে শেকস্‌পীয়র-চর্চার সূচনা হয়েছিল,[২] কিন্তু হিন্দু কলেজের পঠনপাঠন[৩] এবং রিচার্ডসন প্রমুখ শিক্ষকমণ্ডলীর অভিনয় শিক্ষাদানের[৪] মধ্য দিয়েই বাঙ্গালী সর্বপ্রথম শেকস্‌পীয়র চর্চার সুযোগ লাভ করে। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু থিয়েটারের[৫] উদ্বোধন হয় শেকস্‌পীয়রের জুলিয়াস সীজার নাটকের অংশ বিশেষ অভিনয়ের দ্বারা।

উনিশের শতকের তৃতীয় ক থেকে বিংশ শতকের তৃতীয় দশদশক পর্যন্ত [একশত বৎসরের] উল্লেখযোগ্য শেকস্‌পীয়র চর্চা নিম্নরূপ :

আলোচনা

ক। **ইংরাজী ভাষায়**[৬]

ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন [১৮৪০], মাইকেল মধুসূদন দত্ত [১৮৬০], স্বামী বিবেকানন্দ [১৮৯২], সমরজিৎ দত্ত [১৯২৩], ব্রজেন্দ্রনাথ শীল [১৯২৪], অরবিন্দ ঘোষ [১৯২৫], এইচ্. এম্. পার্সিভাল [১৯২৯], এম. এম ভট্টাচার্য [১৯৪০] ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় [১৯৪০]।

খ। **বাংলা ভাষায়**

গুরুদাস হাজরা—রোমিও জুলিয়টের মনোহর উপাখ্যান—১৮৪৮। ডঃ বোয়ার—ল্যাম্বস্ টেলস্ ফ্রম্ শেক্সপীয়র-এর বঙ্গানুবাদ ১৮৪৯-৫০। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—ভ্রান্তিবিলাসের ভূমিকা—১৮৬৯। পরেশচন্দ্র দত্ত—(?) —১৮৭২[৭]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—কালিদাস ও সেক্ষপীয়র, বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৮৭৮।

চন্দ্রনাথ বসু—(?)—বঙ্গদর্শন, ১৮৮১[৭]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা, বিবিধ প্রবন্ধ ১৮৮৭।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে লেখা পত্রাংশ, ১২৯৯ [১৮৯২]।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—কালিদাস ও সেক্ষপীয়র, সাহিত্য, ১২৯৯ [১৮৯৩]।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—কাব্যে প্রকৃতি, চিত্র ও কাব্য, [বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী—ব. সা. প.] ১৮৯৪।

হারাণচন্দ্র রক্ষিত—সেক্ষপীয়র নাটকাবলী [১৮৯৪]।

পূর্ণচন্দ্র বসু—সাহিত্যে খুন, সাহিত্য—১৩০২ [১৮৯৫]।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—(?)—১৯০৩[৭]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—(?)—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৯০৭।

প্রিয়নাথ সেন—(?)—১৯০৯[৮]

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—(?)—১৯১০[৮]

দেবাংশুনাথ চক্রবর্তী—সেক্ষপীয়র সম্বন্ধে দুই একটি কথা—ভারতী, ১৩১৭ [১৯১০]

বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়—সেক্ষপীয়রের নীতিশিক্ষা, নাট্য মন্দির, ১৩১৮ [১৯১১]।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—নাটকত্ব, সাহিত্য—১৩১৮ [১৯১১]।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—(?)—১৯২৪

প্রমথ চৌধুরী—(?)—১৯২৭

মোহিতলাল মজুমদার—(?)—১৯৩০

অভিনয়

ইংরাজী ভাষায়—[বাঙ্গালীদের দ্বারা]

হিন্দু থিয়েটার—জুলিয়াস সীজারের অংশবিশেষ—১৮৩১।

গভর্ণর হাউস— মার্চেণ্ট অফ্ ভেনিসের কোর্টসীন—১৮৩৭।

সাসুঁচি থিয়েটার—ওথেলো— ১৮৪৮।

মেট্রোপলিটান একাডেমি— মার্চেণ্ট অফ্ ভেনিস—১৮৫২।

ডেভিড হেয়ার একাডেমি—মার্চেণ্ট অফ্ ভেনিস—১৮৫৩।

ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার [ওরিয়েণ্টাল একাডেমি]—ওথেলো, মার্চেণ্ট অফ্ ভেনিস, ১৮৫৩, ৫৪, ৫৫।

জোড়াসাঁকোর প্যারীমোহন বসুর বাড়ি— জুলিয়াস সীজার—১৮৫৪।

[১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গালী কর্তৃক আর কোনও অভিনয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হয় নি যদিও শেকস্‌পীয়রের মূল ইংরাজী নাটক অভিনয়ের ধারা বন্ধ থাকে নি—একের পর এক বিদেশী দল এদেশে এসে শেকস্‌পীয়রের নাটক অভিনয় করে গেছেন এবং তাঁদের অভিনয় দেখে আমাদের দেশের অভিনেতারা নানাভাবে অনুপ্রাণিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন]।

উল্লেখযোগ্য শেকস্‌পীয়র শিক্ষক

ডি এল. রিচার্ডসন, রেভারেণ্ড্ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয় চৌধুরী [ঠাকুর পরিবারের সাহিত্য শিক্ষক], রাজনারায়ণ বসু, ই. এম. হুইলার, এইচ্. এম. পার্সিভাল ও প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

কিন্তু উনিশের শতকের তিনটি দশকে [তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম] বাঙ্গালী কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় শেকস্‌পীয়রের অভিনয় দ্বারা বাংলা নাট্য সাহিত্য ও অভিনয় সুসমৃদ্ধ হয় নি কারণ—

"These Shakespeare productions certainly created a taste for stage-plays amongst the English-educated classes in the city, but that taste did not lead to the creation of

a dramatic literature modelled on Shakespeare. For one thing, the performances were meant for a very small section of the vital literary urge and were but an expression of young Bengal's love of English Literature.[৯]

ফলে বাংলাদেশে কয়েকজন আদর্শ শিক্ষকের শিক্ষকতায় শেকস্‌পীয়রের পঠনপাঠন যতখানি সার্থকতা লাভ করেছে শেকস্‌পীয়রের নাটকের অভিনয় সে সার্থকতা অর্জন করে নি।

একথা অবশ্যস্বীকার্য যে বাংলা নাট্য সাহিত্য রচনায় আদি ও মধ্য পর্বের অধিকাংশ নাট্যকারই অল্পবিস্তর শেকস্‌পীয়রের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। এবং বলাই বাহুল্য বহু মৌলিক নাটকের কাহিনী ও গঠন বিন্যাসেও শেকস্‌পীয়রের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু শেকস্‌পীয়রের নাটকের মঞ্চ রূপায়ণ সংখ্যাগত ও গুণগতবিচারে যথেষ্ট নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শেকস্‌পীয়রের মৃত্যুর তৃতীয় শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতা বাগবাজারের আনন্দ চাটার্জী লেনে 'শেকস্‌পীয়র সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং সোসাইটির উদ্যোগে যে (Book of Homage to Shakespeare) প্রকাশিত হয় তাতে ভারতের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজী অনুবাদ সহ একটি বাংলা সনেট রচনা করে শেকস্‌পীয়র তর্পণের সূচনা করেন কিন্তু শেকস্‌পীয়র সোসাইটি কয়েক বৎসরের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায় এবং উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শেকস্‌পীয়রের নাটকের বঙ্গানুবাদ অভিনয়ের যে ধারাটি ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসছিল তা নিঃশেষ হয়ে যায়।[১০]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য শেকস্‌পীয়রের নাটকের অভিনয় ব্যাপারে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের (বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে) প্রশংসনীয় ঐতিহ্য আছে। শুধুমাত্র ইংরাজী ভাষাতে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে শেকস্‌পীয়রের নাটক নিয়মিত ভাবে অভিনীত হয়েছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এখানে ম্যাকবেথ অভিনয়ানুষ্ঠানে ম্যাকবেথ ও ম্যাকডাফ এর ভূমিকায় যথাক্রমে জ্ঞানেন্দ্র বসু ও কিরণ দত্ত অংশ গ্রহণ করেন।

তাছাড়া সেন্ট জেভিয়ার্স এবং কলকাতা ও শহরতলীর অন্যান্য কলেজে শেকস্‌পীয়রের নাটকের অভিনয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।

শেকস্‌পীয়রের নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গে প্রথমে উল্লেখ করা হয় মংকটনের (ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সিভিলিয়ান) 'টেম্‌পেস্ট' অনুবাদ (১৮০৬)। কিন্তু তার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।

উনিশের শতকের পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী অনুবাদের দিকে প্রথম অগ্রসর হন এবং "ইংরাজী শিক্ষার প্রথম উচ্ছ্বাসে ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম শেক্সপীয়রের নাটকের গল্পই বাংলা গদ্যে রূপান্তরিত

হইয়াছিল।"[১১] বাংলা নাট্য সাহিত্যের প্রথম পর্বে (১৮৫২—১৮৭২) হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭—৮৪) কৃত শেকস্‌পীয়রের প্রথম নাট্যানুবাদ (মার্চেন্ট অফ্ ভেনিসের) 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (১৮৫৩) এর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

☐ **শেকস্‌পীয়রের নাটকে গান ও তার রূপান্তর :**

সাধারণ বাঙ্গালীর মানসিকতায় যাত্রাগান এবং নবজাগরণের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিকগত ও আত্মিক প্রভাব ছিল অপরিসীম।[১২]

স্বভাবতই নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার প্রসঙ্গ দেখা দেয়। শেকস্‌পীয়রের নাটকে 'সঙ্গীত' একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়। নাট্যকার শেকস্‌পীয়রের সঙ্গীত শাস্ত্রে জ্ঞান ছিল অপরিসীম। মিলটন-কথিত 'সুইটেস্ট শেকস্‌পীয়র'কে তাঁর গানগুলির মধ্যেই যেন বেশী করে খুঁজে পাওয়া যায়। প্রখ্যাত ইংরেজ সমালোচক নেলর (E. W. Naylor) তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'শেকস্‌পীয়র এন্ড মিউজিক' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন—

"Out of thirtyseven plays of Shakespeare, there are no less than thirtytwo which contain interesting references to music and musical matters in the text itself. There are also over three hundred stage-directions which are musical in their nature, and these occur in thirtysix out of thityseven plays. The musical references in the text are most Commonly found in the Commedies ...while the musical stage-directions belong to the tragedies and are mostly of a military nature."

সাধারণভাবে শেকস্‌পীয়রের নাটকে ব্যবহৃত সংগীতকে তিনভাগে ভাগ করা যায়— (ক) ফ্যান্-ফেয়ার্‌স্ (খ) নৃত্য-গীত এবং (গ) গান। যদিও প্রকৃতপক্ষে শেকস্‌পীয়রের নাটকের সংগীতগুলি দুটি মৌলিক[১৩] লক্ষণাক্রান্ত বলেই মনে হয় — (১) ইমিটেশান (২) কমুনিকেশন। শেকস্‌পীয়রের গানে প্রেম ও প্রকৃতি হল প্রধান বিষয়। এই বিষয়ের সবচেয়ে গুণগত আকর্ষণীয় দিক হল এর উজ্জ্বল ও সুসমন্বিত ব্যবহার। "তাঁর মতে শিল্পীর কাজ হল Holding the mirror upto Nature—প্রকৃতির প্রতিবিম্বন। এই যে প্রকৃতিকে শিল্পের সর্বোচ্চ আদর্শ বলে মানা হল, তারই জের টেনে আধুনিক সংস্কৃতি দর্শন রাজনীতি সমাজনীতি ও বিজ্ঞানের অভিযান শুরু হল। আধুনিক সভ্যতার স্রষ্টা শেকস্‌পীয়র।"[১৪]

বলাই বাহুল্য শেকস্‌পীয়রের গানগুলির যৌবনদীপ্ত ঔজ্জ্বল্য আধুনিক সভ্যতার বাণীবহ। আর প্রকৃতির এই যে উজ্জ্বল প্রাণপ্রাচুর্য তারই মধ্যে

প্রেম এসেছে প্রিমরোজ, বা উজলিপ্স, ডেইজী, আইসিক্ল প্রভৃতি অজস্র ফুলের অমল হাসির মধ্য দিয়ে যৌবনের দূতরূপে। শেকস্পীয়রের সমস্ত কমেডিতে এই মুক্ত প্রাণের কলকল্লোল। 'এ্যাজ্ ইউ লাইক ইট' নাটকের সেই বিখ্যাত গানটি। 'Under the green word tree who loves to lie with me come hither come hither .' সজীব জীবনবোধের ব্যঞ্জনা ধ্বনিত করে।

শেকস্পীয়রের ট্রাজেডিগুলিতে গানের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম কিন্তু ট্র্যাজেডির প্রায় প্রত্যেকটি গান নাটকের কোন বিশেষ চরিত্রের অসাধারণ মানসিকতার সংগে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। চরম ট্র্যাজেডির পূর্বমুহূর্তে ডেস্‌ডিমোনার "উইলো সঙ্গীত" পরবর্তী নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সম্পূর্ণ বিপরীত মধুর করুণ রসের ব্যঞ্জনাস্বরূপ।[১৫] উন্মাদ অবস্থায় এক অসাধারণ মানসিকতার প্রকাশ হল হ্যামলেট নাটকের ওফেলিয়ার গানগুলি। এফ-ডবলু-স্টারনফেণ্ড বলেছেন[১৬]:—

"When Ophelia sings Consecutive stanzas Shakespeare portrays her madness by a fickle change of thought which fluctuates between her concern for Hamlet's affection and her misery over her father's death :

How should I your true love know
From another one ?
By his Cockle hat and staff,
And his sandal shoon.

He is dead and gone, lady,
He is dead and gone ;
At his head a grass-green turf.
At his heels a stone.

Which his shroud as the mountain snow
Harded all with sweet flowers :
Which bewept to the grave did not go
With true-love showers.

Ophelia's second and third stanzas mourn her father's death, but the phrase 'true-love' reappears in the final line of her lyric and again betrays her innermost anxiety."

শেকস্পীয়রের অন্যান্য ট্রাজেডির গানগুলি সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য। দুঃখ বেদনায় উন্মাদ লীয়রের মানসিক প্রশান্তির জন্য গীত এড্‌-গারের গানগুলি নাটকের প্লটের বিন্যাস প্রয়োজনে রচিত এবং লীয়ার চরিত্রের

মানসিকতার ব্যঞ্জনাধর্মী প্রকাশের সার্থক উদাহরণ। তাই প্রখ্যাত শেকস্‌পীয়র সমালোচক Percey Scholen-এর "শেকস্‌পীয়রের সঙ্গীত প্রায়ই কুহক ও অতি প্রাকৃতের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাঁর নাটকে সঙ্গীতের কাজ ছিল চরিত্রের কোন অসাধারণ মানসিকতার ইঙ্গিত দেওয়া"—উক্তিটি সর্বতোভাবে সমর্থন-যোগ্য। সুতরাং—

"এলিজাবেথীয় যুগের সঙ্গীত তৃষ্ণা শেকস্‌পীয়রকে খুব সহজেই একজন অপেরা রচয়িতায় টেনে নামাতে পারত। কিন্তু শেকস্‌পীয়রের সদাজাগ্রত নাট্যবোধ তাকে এই বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছে। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে তাঁর নাটকে সঙ্গীতের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সংযত, সুনির্দিষ্ট এবং তাৎপর্যময়। প্রাত্যহিক জীবনে সঙ্গীত যেমন স্বাভাবিক এবং অনুচ্চ শেকস্‌পীয়রের নাটকেও সঙ্গীত তেমনি স্বাভাবিক ও অনুচ্চ। অপেরা রচয়িতার সঙ্গে তার এইখানেই পার্থক্য। অপেরার সঙ্গীত প্রায়ই হয় বর্ণবহুল এবং অস্বাভাবিক রকমের উচ্চ গ্রামের।"[১৭] তাছাড়া শেকস্‌পীয়রের নাটকের গানগুলি সংলাপের পরিপূরক এবং সর্বোপরি তাঁর কাব্যেরও একটি নিজস্ব সঙ্গীত আছে। সেই অনুচ্চার সঙ্গীতের সঙ্গে উচ্চারিত সঙ্গীতের সুপরিমিত সংমিশ্রণে তাঁর নাটকে সৃষ্টি হয় এক আলো-আঁধারির রহস্যময় জগৎ। হ্যামলেট চরিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে টি এস এলিয়ট রহস্যময় হ্যামলেট চরিত্রকে 'সাহিত্যের মোনালিসা' আখ্যা দিয়েছেন।

কিন্তু শেকস্‌পীয়রের নাটকের বঙ্গানুবাদে শেকস্‌পীয়রের মূল গানগুলির ভাব-ব্যঞ্জনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীর স্বভাবে আছে সঙ্গীত। সুতরাং বাংলা নাটকে [শেকস্‌পীয়রের নাটকের অনুবাদেও] সঙ্গীতের ব্যবহার অপরিহার্য। কিন্তু এ ব্যবহার পরিমিত ও সুসমঞ্জস নয়—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাটকের ঘটনা বিন্যাস ব্যতিরেকে ; সংলাপের পরিপূরক না হয়ে কখনও কখনও উদ্দেশ্যহীনভাবে যত্রতত্র গানের আবির্ভাব দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে 'সতী' নাটকের [১২৭৯] ভূমিকায় নাট্যকার মনোমোহন বসুর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

"...আমাদের নাটক কাব্যে গীতাধিক্যের প্রয়োজন। ইটী জাতীয় রুচিভেদে স্বাভাবিক। যে দেশের বেদ অবধি গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় ধারাপাত পাঠ পর্য্যন্ত স্বর সংযোগ ভিন্ন সাধিত হয় না, যে দেশের লোক সঙ্গীতের সাহচর্য্য বিরহিত পুরাণ পাঠ ও শ্রবণ করে না ; অধিক কি, যে দেশের দিবা ভিক্ষু ও রাত্ ভিকারীরাও গান না শুনাইলে পর্য্যাপ্ত ভিক্ষান্ন পাইতে পারে, না, সে দেশের দৃশ্যকাব্য যে সঙ্গীতাত্মক হইবে ইহা বিচিত্র কি ?

"...অতএব চরিত্রগত স্বভাবের সমর্থন পূর্ব্বক বাঙ্গালা নাটকে সংসঙ্গীতের বাহুল্য যতই থাকিবে, ততই লোকের প্রীতির কারণ হইবে। সন্দেহ নাই। নাটকের অন্যান্য অঙ্গে কল্পনা ও বিচার শক্তি যাহা আবশ্যক, গীতি অংশেও তদপেক্ষা ন্যূন হওয়া উচিত নহে..."।[১৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীর এই অতিরিক্ত গীতধর্মী স্বভাবের অনুকূলে গীতিপ্রধান 'অপেরা' রচনার সূচনা হয় ১৮৬৫ সাল থেকে এবং পাশ্চাত্য যুক্তি বিজ্ঞানে প্রভাবিত হয়েও বাংলা নাট্য সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগের শেকস্‌পীয়র অনুবাদকগণ বাঙ্গালীর অতিগীতধর্মী স্বভাবের পরিপন্থী কোন নাট্য প্রয়াসে অগ্রসর হতে খুব বেশী সাহস প্রকাশ তো করেনই-নি পরন্তু অনুবাদকর্মে মূল-নাটকে ব্যবহৃত সঙ্গীতের পরিমিত ভাবরূপকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবর্ধিত বা পরিবর্তিত করতে গিয়ে খন্ডিত করেছেন। ফলে, মূল নাটকে ব্যবহৃত সঙ্গীতের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুবাদে বিঘ্নিত বা ব্যর্থ হয়েছে।

প্রসঙ্গত আর একটি বিষয় স্মরণীয়। নাটকের পাঠ্যমূল্যের সঙ্গে দৃশ্যমূল্য কোনো অংশে তো কম নয়ই পরন্তু বেশী। তাই নাটকের পঠন-পাঠনের সঙ্গে সঙ্গে তার অভিনয়ের দ্বারাই নাটকের সার্থকতা নিরূপণ সম্ভবপর। অনুবাদ-নাটকের ক্ষেত্রে একথা আরো বেশী প্রযোজ্য। কিন্তু "বাঙালী শিক্ষিতসমাজ যে কারণেই হউক বাংলা বঙ্গমঞ্চের প্রতি প্রসন্ন হইতে পারেন নাই। ইহার কারণ হয়তো এই যে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শেকস্‌পীয়রের পাঠন এবং শৌখীন ও পেশাদার দলের অভিনয় বিপরীত খাতে প্রবাহিত হইয়াছে।"[১৯]

অবশ্য উপরোক্ত সমস্ত বক্তব্য স্মরণ করেও একথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য যে বাংলা নাট্য সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগের প্রায় সমস্ত নাট্যকার শেকস্‌পীয়রের নাটকের প্রভাবে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে অল্প-বিস্তর প্রভাবাধীন ছিলেন।[২০] আদিযুগের দীনবন্ধু মিত্র থেকে বিংশ শতকের প্রথম সীমার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পর্যন্ত সমস্ত নাট্যকারের প্রায় সমস্ত মৌলিক নাটকেই শেকস্‌পীয়রের নাটকের কাহিনী, চরিত্র অথবা সংলাপের প্রভাব অল্প বিস্তর পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং বাঙ্গালীর মৌলিক নাটক রচনাতেও শেকস্‌পীয়র নাট্যচিন্তার সাদৃশ্য প্রমাণ করতে গেলে প্রায় সমস্ত রচনাবলী আলোচনা করতে হয়, যা শুধু দুরূহই নয় নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়। সুতরাং "প্রত্যক্ষ অনুবাদপর্বের সমাপ্তির পরেও যখন ধীরে ধীরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্য রীতির সমন্বয় ও সাঙ্গীকরণ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মৌলিক নাট্য রচনার সূত্রপাত হল, তখন বাঙালী নাট্যকাররা প্রধানভাবে নাট্য নির্মিতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য প্রভাবকে মেনে

নিলেও নাট্যকাহিনী গ্রহণায় পৌরাণিক ধর্মমূলক কাহিনী অথবা জাতীয় ইতিহাসের বীরত্বজনক কাহিনীগুলিকেই অবলম্বন করলেও, সেই সব মৌলিক রচনার মধ্যেও শেকস্‌পীরিয় নাটকের চরিত্র অথবা সংলাপের প্রতিভাসন আমরা দেখতে পাই।"[২]

সুতরাং, বাংলা নাটক সৃষ্টির সাধনা যতখানি শেকস্‌পীয়র প্রভাব-সঞ্জাত ঠিক ততখানি তার প্রারম্ভিক ক্রমবিবর্তনও শেকস্‌পীয়র নির্ভর। বাংলা সাহিত্যে সমগ্র শেকস্‌পীয়র অনুবাদ প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয় বিষয়গুলি হল ঃ

প্রথমত—শেকস্‌পীয়রের অধিকাংশ বঙ্গানুবাদ সার্থক শিল্পসম্মত হয়ে ওঠে নি কারণ অনুবাদকগণ শেকস্‌পীয়রের নাটকের বহিরঙ্গ প্রকাশ অপেক্ষা তার অন্তরঙ্গ রসরূপের যে ফল্গুধারা বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়েছে তা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করেন নি।

দ্বিতীয়ত—অধিকাংশ অনুবাদক শেকস্‌পীয়রের নাটকের কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার এদেশীয় ঘটনা চিত্রণে যতখানি তৎপর হয়েছেন ঠিক ততখানি মূল চরিত্রের আন্তর সৌন্দর্য বিন্যাসে যত্ন নেন নি।

তৃতীয়ত—অনুবাদকগণ শেকস্‌পীয়রের নাট্য সম্পদের দ্যুতিতে চমৎকৃত হয়ে রাতারাতি নাট্যকার যশলাভের জন্য বিখ্যাত নাটকগুলির অনুবাদে যতখানি তৎপর হয়েছিলেন—ঠিক ততখানি নিজস্ব ক্ষমতা তাঁদের ছিল না ফলে গতানুগতিক পন্থায় অনুবাদকর্মে প্রবৃত্ত হয়ে তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই মহাকবির নাটকের মূল রসবস্তুর অমর্যাদা ঘটিয়েছেন।

চতুর্থত—মহাকবি শেকস্‌পীয়রের রঙ্গালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকার ফলে যে 'অভিনেয়তা' তাঁর নাটকের প্রাণস্বরূপ—অধিকাংশ অনুবাদকগণেরই মঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযোগ না থাকায় সেই অভিনেয়তা-রূপী প্রাণধর্মের অভাব ঘটেছে তাঁদের অনুবাদকর্মে।

তাছাড়া, বাংলা নাট্যসাহিত্যের কোন কোন সমালোচক এইসব নাট্যকারদের অনুবাদ প্রয়াসের সমালোচনা প্রসঙ্গে এ অভিযোগও উত্থাপন করেছেন যে এঁরা অনেকেই মূল নাটক পাঠ না করে পূর্ববর্তী অনুবাদকদের দোষগুণ অন্ধভাবে অনুকরণ করেছেন। মনে হয় নিতান্ত অপ্রিয় হলেও একথা বহুলাংশে সত্য। তাছাড়া বঙ্গানুবাদ কর্মে মূল পাঠ নির্বাচনের সমস্যাও স্মরণীয়।[২২]

শেকস্‌পীয়রের নাটকাবলীর রচনা কালপঞ্জী সম্বন্ধে বুধমণ্ডলীর মধ্যে মতভেদের সীমা পরিসীমা নেই। তবে সকলেই তাঁর নাট্য রচনাবলীকে চারটি

পর্বে ভাগ করেছেন। এই চারটি পর্বের মোট ৩৬টি নাটকের মধ্যে যে ১৯টি নাটকের বঙ্গানুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি হল :

১। দি কমেডি অফ এররস্ (১৫৮৯)
২। দি টু জেনটেলমেন অফ ভেরোনা (১৫৯০)
৩। মিডসামার নাইটস ড্রীম (১৫৯০—৯৩)
৪। রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট (১৫৯১—৯৩)
৫। দি মার্চেন্ট অফ ভেনিস ১৫৯৬)
৬। দি টেমিং অফ দি শ্রু (১৫৯৬—৯৭)
৭। অ্যাজ ইউ লাইক ইট (১৬০০)
৮। টুয়েলফথ নাইট (১৬০১)
৯। অল্স ওয়েল দ্যাট এন্ডস্ ওয়েল (১৬০১—২)
১০। জুলিয়াস সীজার (১৬০১)
১১। হ্যামলেট (১৬০২—৩)
১২। মেজার ফর মেজার (১৬০৩)
১৩। ওথেলো (১৬০৪)
১৪। ম্যাকবেথ (১৬০৫—৬)
১৫। কিং লীয়র (১৬০৫—৬)
১৬। অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা (১৬০৬—৭)
১৭। দি টেমপেস্ট (১৬০৯—১০)
১৮। দি সিমবেলাইন (১৬১০)
১৯। দি উইনটার্স টেল (১৬১১)

অবশ্য শেকস্‌পীয়রের সমগ্র রচনাবলীর বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ একাধিক প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু নাটকের বঙ্গানুবাদের দোষগুণ বিচারে সেগুলি বিস্তৃত আলোচনা বহির্ভূত হওয়াই বোধহয় যুক্তিযুক্ত।

☐ **কমেডি অফ এররস্**

'কমেডি অফ্ এরর্স্' প্রহসনের দুটিমাত্র বাংলা অনুবাদগ্রন্থ পাওয়া গেছে—

১। ভ্রান্তিবিলাস : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৮৬৯
২। ভ্রমকৌতুক নাটক : বেণীমাধব ঘোষ, ১৮৭৩

☐ **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের "ভ্রান্তিবিলাস"**

গ্রন্থটি ১৮৬৯ (৩০শে আশ্বিন, সংবৎ ১৯২৬) সালে প্রথম প্রকাশিত

হয়। মূল নাটকের পাঁচটি অঙ্ক পাঁচটি পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ হয়েছে। দৃশ্য বিভাগ নেই। বাংলা সাজপোষাকের আড়ালে নাম বদল করলেও এটি অনুবাদকর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' বিদ্যাসাগর বলেছেন—

"কিছুদিন পূর্বে, ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি শেকস্‌পীয়রের প্রণীত ভ্রান্তি প্রহসন পড়িয়া আমার বোধ হইয়াছিল, এতদীয় উপাখ্যানভাগ বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত হইলে লোকের চিত্তরঞ্জন হইতে পারে। তদনুসারে ঐ প্রহসনের উপাখ্যানভাগ বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত ও ভ্রান্তিবিলাস নামে প্রচারিত হইল।

…ভ্রান্তি প্রহসন, কাব্যাংশে সেক্ষপীর প্রণীত অনেক নাটক অপেক্ষা অনেক অংশে নিকৃষ্ট, কিন্তু উহার উপাখ্যানটি যারপরনাই কৌতুকাবহ। তিনি এই প্রহসনে হাস্যরসোদ্দীপনের নিরতিশয় কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠকালে হাস্য করিতে করিতে শ্বাসরোধ উপস্থিত হয়। ভ্রান্তিবিলাসে সেক্ষপীরের সেই অপ্রতিম কৌশল নাই; সুতরাং ইহা দ্বারা লোকের তাদৃশ চিত্তরঞ্জন হইবেক, তাহার সম্ভাবনা নাই।

বাঙ্গালা পুস্তকে ইয়ুরোপীয় নাম সুখশ্রাব্য হয় না। বিশেষতঃ, যাঁহারা ইঙ্গরেজী জানেন না, তাদৃশ পাঠকগণের পক্ষে বিলক্ষণ বিরক্তিকর হইয়া উঠে। এই দোষের পরিহার বাসনায়, ভ্রান্তিবিলাসে সেই সেই নামের স্থলে এতদ্দেশীয় নাম নিবেশিত হইয়াছে।

বিদ্যাসাগরের শেক্‌সপীয়র প্রীতি বহুজনবিদিত ছিল।[২৩]

'ভ্রান্তিবিলাস'-এ অনুবাদকর্মের নমুনাস্বরূপ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল:

"চন্দ্রপ্রভা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিঙ্কর! তুমি যে একাকী আসিলে, তোমার প্রভু কোথায়। তাহার দেখা পাইয়াছ কিনা; কতক্ষণে গৃহে আসিবেন, বলিলেন। কিঙ্কর বলিল, মা ঠাকুরাণি! আমার বলিতে শঙ্কা হইতেছে, কিন্তু না বলিলে নয়, এজন্য বলিতেছি। আমি যেরূপ দেখিলাম তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইল, তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাঁহাতে উন্মাদের সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। আমি বলিলাম, কর্ত্রী ঠাকুরাণীর আদেশে আমি আপনাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি, ত্বরায় গৃহে চলুন, আহারের সময় বহিয়া যাইতেছে। তিনি আমায় দেখিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার স্বর্ণমুদ্রা কোথায় রাখিয়া আসিলে। পরে আমি যত গৃহে আসিতে বলি, তিনি ততই বিরক্ত হইতে লাগিলেন।"

বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাসের'র কোন অভিনয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়নি।

□ বেণীমাধব ঘোষের 'ভ্রমকৌতুক নাটক'

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

'ভ্রমকৌতুক নাটক। সেক্সপিয়র। শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের সাহায্যে ও ব্যয়ে গুপ্তকথা সমাজ হইতে প্রকাশিত। Sovabazar নতুন বাঙ্গালা যন্ত্র। কলিকাতা, সিমুলিয়া, মানিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৯ সম্বৎ ১৯২৯ মূল্য আট আনা। শ্রীশারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ও অন্যান্য বিষয়ে অনুবাদক গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন' এ বলেছেন ঃ

"ভ্রমকৌতুক নাটক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইংরাজী ভাষায় মহাকবি সেক্সপিয়র প্রণীত 'কমিটি অফ এরস' অভিধেয় নাটক অতি কৌতুকাবহ এবং হাস্য-করুণ রসে পরিপূর্ণ। আমি সেই নাটকখানি অবলম্বন করিয়া এই বাঙ্গালা নাটক রচনা করিলাম। এক্ষণে নাট্যানুরাগী পাঠক মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক এক একবার পাঠ করিলে সমস্ত শ্রম সফলজ্ঞান করিব। •

পরিশেষে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার্য এই যে, শোভাবাজার রাজবংশের সমুজ্জ্বল মণি স্বরূপ, বিদ্যানুরাগী, বঙ্গসাহিত্যের পরমবন্ধু 'আমার গুপ্ত কথা, অতি আশ্চর্য' নামক অভিনব আখ্যায়িকা পুস্তকের প্রধান নিয়োগকর্ত্তা ও উৎসাহদাতা এবং গুপ্তকথা সমাজের শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক ইহার আদ্যোপান্ত শোধন, স্থানে স্থানে সংযোজন ও অনেকস্থানে পরিবর্ত্তন এবং অতুল্য বদান্যতার পরিচয়-স্বরূপ এতৎ মুদ্রাঙ্কণের সমস্ত ব্যয় প্রদান করিয়াছেন। ...বেণীমাধব ঘোষ। শোভাবাজার,—রাজবাটী, ২০ এ মাঘ,—১২৭৯।"

পঞ্চম অংক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ৬৫ পৃষ্ঠায় গদ্যে আলোচ্য গ্রন্থটির অনুবাদকর্ম সম্পাদিত হয়েছে। মধ্যে মধ্যে গীত আছে—সেখানে ভারতীয় রাগ রাগিনী ও তালের উল্লেখ করা হয়েছে।[২৪] দৃশ্য, চরিত্র, চরিত্রের সাজ পোষাক ও আচরণের দেশীয়করণ সম্পাদিত হয়েছে। অনুবাদকর্মে বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাসের' ভাষার প্রভাব আছে।

উদাহরণস্বরূপ নাটকোক্ত নরনারীদের কয়েকটি নামকরণ (মূলের সঙ্গে) এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

Solinus, Duke of Ephesus : সুবাহু রাজা—বঙ্গাধিপতি।

Ægeon, a merchant of Syracuse——সুরপতি, গুজরাটদেশীয় বণিক।

Antipholus of Ephesus — twin brothers বসন্তকুমার জ্যেষ্ঠ্য
and sons to
Antipholus of Syracuse — Ægeon and Æmilia ঐ কনিষ্ঠ — সুরপতির পুত্র

Æmelia, Wife to Ægeon, an abess at Ephesus — মায়াবতী, সুরপতির হারা স্ত্রী ব্রহ্মাবতী

Adriana, Wife to Antipholus of Ephesus — পদ্যাবতী, জ্যেষ্ঠ বসন্তকুমারের স্ত্রী

Luciana, her sister — লজ্জাবতী, পদ্মাবতীর কনিষ্ঠা ভগিনী

এবার অনুবাদের নমুনাস্বরূপ দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল ঃ

পদ্মাবতী—কি রে কেষ্টা ! আমাদের সে দুর্ব্বাসা ঋষি কোথায় ?

কৃষ্ণদাস—আর মা ঠাকুরণ ! সে যে কাণ্ডকারখানা, দেখে শুনে হাত পা পেটের ভিতর সেঁদিয়ে গেছে, আমার পিটে তার স্যাক্ষী দেখুন।

পদ্মা—কি কোরেছেন ?

কৃষ্ণ—মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দিয়েছেন, আর কোরবেন কি ?

পদ্মা—অবাক। তোরে সুধু সুধু মাল্লে ? তুই কি বোলেছিলি।

কৃষ্ণ—বোলবো আর কি।

লক্ষণীয়, বঙ্গানুবাদে মূলের বহুল অংশ পরিবর্জিত অথবা পরিবর্তিত হয়েছে। অবশ্য চলিতভাষার প্রয়োগ দ্বারা মূলানুযায়ী ভাষা বিন্যাস সম্পন্ন হয়েছে বলা চলে।

বেণীমাধব ঘোষের অনূদিত নাটকটির কোন অভিনয়ানুষ্ঠান সংবাদ সমসাময়িক গ্রন্থাদি ও পত্র পত্রিকার বিবরণ থেকে পাওয়া যায় নি। [২৫]

□ দি টু জেণ্টলমেন অফ ভেরোনা

আলোচ্য নাটকটি শেকস্‌পীয়রের প্রথমযুগের রচনা (১৫৯০)। মূল নাটকটি পাঁচটি অঙ্ক এবং কুড়িটি দৃশ্যে (৩+৭+২+৪+৪) সমাপ্ত হয়েছে। বাংলাভাষায় এ নাটকের একমাত্র অনুবাদক শ্রীসৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 'শেক্‌সপিয়র গ্রন্থাবলীর প্রথমভাগে অনূদিত নাটকটি সন্নিবেশিত হয়েছে। সৌরিন্দ্রমোহন মূলানুযায়ী মোটামুটিভাবে যথাযথ ভাবানুবাদ করেছেন। মূল নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগগুলি হুবহু বজায় রেখেছেন স্বীয় অনুবাদ কর্মে। এমনকি চরিত্রলিপিও কিছুমাত্র পরিবর্তন বা নামের দেশীয়করণ করেন নি—বাংলা ভাষায় চরিত্রগুলি যথাযথ লিপিবদ্ধ

করেছেন। মূল সংলাপের কবিতাংশ কবিতায় এবং গদ্যাংশ গদ্যে অনূদিত হয়েছে। অনুবাদের নমুনাস্বরূপ দুটি অংশ (গদ্য ও পদ্য) উদ্ধৃত করা হল :

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের শেষাংশ থেকে

(স্পীডের প্রবেশ)

স্পীড—কিগো ল্যানস সাহেব তোমার মনিবের খপর কি ?

ল্যানস—তিনি যে জাহাজে এসেচেন, সেই জাহাজের খপর চাও ? সে জাহাজ সাগরে।

স্পীড— আবার কথা কাটাকাটি সুরু করে। ঐ যে কি তোমার তোমার রোগ ? হাতে ও কিসের কাগজ ? কি খবর ?

ল্যানস—খপর খুব খারাপ।

স্পীড— বটে ! তাহলে তো জানতে হলো। না, না, আমি পড়ি। কাগজ দাও।

[Enter speed]

Speed. How now, Signior Launce. What news with your master' ship ?

Launce. With my master's ship ? Why it is at sea.

Speed. Well, your old vice still : mistake the word. What news, then, in your paper ?

Launce. The black'st news that over thou heard'st

Speed. Why man ? how black ?

Launce. Why as black as ink ?

Speed. Let me read them.

মূল গদ্য ও পদ্যাংশের ভাষায় অনুবাদের শেষের দিকে সামান্য পরিবর্তন সাধিত হলেও মোটামুটিভাবে এ অনুবাদকে যথাযথ বলা অসমীচীন নয় বলেই মনে হয়।

সৌরিন্দ্রমোহনের 'ভেরোনার ভদ্র যুগল' কোথাও মঞ্চস্থ হয়েছিল বলে জানা যায় নি।

☐ মিড্ সামার নাইটস ড্রিম

শেক্সপীয়রের প্রাথমিক যুগের কমেডিগুলির মধ্যে 'মিডসামার নাইটস ড্রিম' অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। এসম্বন্ধে এফ, জে, ফানিভাল বলেছেন :[২৬]

"Here at length is Shakespeare's genius in the full glow of fancy and delightful fun. The play is an enormous advance

on what has gone before. But it is poem, a dream, rather than a play ; its freakish fancy of fairy-land fitting it for the choicest chamber of the student's brain, while its second part, the broadest farce, is just the thing for the public stage....

Then we have the vixen Hermia to match the sharewish Adriana, the quarrel with husband and wife, and Titania's 'these are the forgeries of jealously' to compare with Adriana's jelousy in the Errors "

মিড্ সামার নাইট্স্ ড্রিম-এর সঙ্গীত সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায় "It introduces us to an another traditional antithesis in Elizabethan music—between the supernatural and the normal, everyday"[২৭] যৌবনের রঙীন দীপ্তিতে এ নাটকের গানগুলি উজ্জ্বল। জীবনে বাঁচাটা খুবই জরুরী, হো হো হাসি দিয়ে পথের দুঃখকে ভুলে যাও, সহরের চক্রান্ত আর কৃত্রিমতার মধ্যে যদি প্রাণ হাঁপিয়ে উঠে থাকে তবে সবুজ কুঞ্জের বিস্তারে ছুটির ডানা মেলে দাও। সেখানে ঝোড়ো হাওয়া আর শীত ছাড়া মানুষের আর কোনো শত্রু নেই। সেখানে সবুজ গাছের ছায়ায় গা এলিয়ে দিয়ে পাখির গানে গলা মিলিয়ে জীবনটাকে সুন্দরভাবে কাটিয়ে দেওয়া যায়। এ নাটকে 'ফেয়ারী সঙ্স' বা বটম্...নাক্ প্রভৃতির গানগুলির মূল বক্তব্য হল তাই।

কিন্তু দুঃখের বিষয় অনূদিত গ্রন্থগুলির আলোচনায় উপরোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ বহুলাংশে কিংবা সর্বাংশে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হবে—কারণ একখানি অনূদিত গ্রন্থেও উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রায় চিহ্নমাত্র নেই।

'মিড্ সামার নাইট্স্ ড্রিম' নাটকের তিনখানি বঙ্গানূদিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

১। শরৎশশী নাটক : নীলরতন মুখোপাধ্যায়—১২৮৯
২। জাহানারা : সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১৯০৩
৩। কুহকী : দেবেন্দ্রনাথ বসু—১৯২০

এছাড়া, কবি নবীনচন্দ্র সেন মানসী পত্রিকায় [১৩১৭—১৮] ধারাবাহিক ভাবে এ গ্রন্থের অনুবাদ করেন, নলিনাক্ষ রায় 'নিদাঘের নিশীথ স্বপ্ন' নামে [১৯০০] আখ্যানানুবাদ করেন এবং সাম্প্রতিককালে [১৯৫৬] শিশুদের জন্য শ্রীমণীন্দ্রনাথ দত্ত এ নাটকের আখ্যানানুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

☐ নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের 'শরৎ-শশী নাটক'

নাটকের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

শরৎ-শশী নাটক। মহাত্মা উইলিয়ম্ সেক্ষপীয়র প্রণীত। নিদাঘ

নিশীথ স্বপ্ন হইতে সংগৃহীত। শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। শ্রীমাণিকচন্দ্র শ্রীমাণী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা গোয়াবাগান ৩ নং, অরোরা প্রেসে শ্রীতারিণীচরণ আস দ্বারা মুদ্রিত। সন ১২৮৯ সাল।

মূল নাটকটি পাঁচটি অঙ্ক এবং নয়টি দৃশ্যে [২+২+২+২+১] সমাপ্ত। আলোচ্য নাটকটি সপ্তম অঙ্ক এবং বারটি গর্ভাঙ্কে সমাপ্ত হয়েছে। সপ্তম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে ৮৯ পৃষ্ঠায় গদ্যে অনুবাদ কর্ম সম্পাদিত। মূল নাটকের গানগুলি যথাযথভাবে অনূদিত হয় নি কিন্তু যত্রতত্র অনেকগুলি গান সংযোজিত হয়েছে এবং সেগুলিতে ভারতীয় রাগরাগিনী ও তালের নির্দেশসহ গীত নির্দেশ দেওয়া আছে। পরিবর্তিত ও পরিবর্জিত আলোচ্য মর্মানুবাদে নাটকীয় চরিত্রের ও স্থানের নামগুলি দেশীয়করণ করা হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি হল ঃ

Theseus, Duke of Athens—সুরেন্দ্রমোহন, রাজা

Egens, father to Hermis—বিজয়মোহন, জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি

Lysander	in love with	শরৎচন্দ্র—শশীকলার মনোনীত স্বামী
Demetrius	Hermis	পূর্ণচন্দ্র—বিজয়মোহনের মনোনীত জামাতা।

Hermis, daughter to Egeus, in love with Lysander.—শশীকলা, বিজয়মোহনের কন্যা।

Helena, in love with Demetrius— ইন্দুমতী, পূর্ণচন্দ্রের ভাবী পত্নী

Titani, Queen of the Fairies.— কুসুমকুমারী, পরীরাণী।

Other Fairies attending their King and Queen.	মন্ত্রী, সভাসদগণ, পারিষদ,
Attendants on Theseus and Hipholyta.	প্রতিহারী, পথিক প্রভৃতি

The Scene : Athens and a wood near it. স্থান—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর।

নাটকের নায়ক নায়িকার নামানুসারে নামকরণ দ্বারা নাটকের মূল নামকরণের পরিবর্তন লক্ষণীয়।

আলোচ্য গ্রন্থের অনুবাদ প্রসঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকায় [শ্রাবণ, ১২৮৯] একটি 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' প্রকাশিত হয় ঃ

"শরৎ-শশী নাটক। সেক্ষপীয়র প্রণীত নিদাঘ নিশীথ স্বপ্ন হইতে সংগৃহীত। শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৷৹ আনা।

আমরা এ গ্রন্থখানির প্রশংসা করিতে পারিলাম না। অনুবাদের হিসাবেও ইহা ভাল হয় নাই, রচনার হিসাবেও ইহা ভাল হয় নাই।"

এরপর আর কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন বলেই মনে হয়।

রচনার নিদর্শন [অনুবাদের বলা যুক্তিসঙ্গত নয়] স্বরূপ সপ্তম অংক প্রথম গর্ভাংকের সমাপ্তি অংশ উদ্ধৃত করা হল।

বিজয়— [শরতের হস্ত ধরিয়া] বৎস! গত বিষয় আর চিন্তা করে কাজ নাই। এক্ষণে আমার জীবনসর্ব্বস্ব একমাত্র দুহিতা শশীকলাকে তোমার করে সমর্পণ করলেম, তুমি এর সহায়। আমাদের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটেছিল, সে কেবল 'নিদাঘনিশীথ স্বপ্ন' !!!

[মিলন ও নেপথ্যে হুলুধ্বনি]

সুরেন্দ্র— বৎস পূর্ণচন্দ্র! নিরাশ্রয়া ইন্দুর তুমিই একমাত্র আশ্রয় রইলে, অধিক আর কি বলব [মিলন ও হুলুধ্বনি]

পারিষদ— [স্বগতঃ] আহা দাম্পত্য-প্রণয় কি সুখকর! শশীকলা যেন প্রেম-সরসীতে অর্দ্ধ-প্রস্ফুটীত নলিনির ন্যায়, স্বনাথ-সম্মেলনে আনন্দে ঢলমল করছে।

সুরেন্দ্র— এই রাজসভায় যে এককালে শরৎ-শশী-পূর্ণ-ইন্দু উদিতা হবে, এ আর মনে ছিল না। এক্ষণে ঈশ্বরের নিকট এইমাত্র প্রার্থনা যে, ইঁহারা জীবিত থেকে, সকল দিক আলোকিত, ও সকলের হৃদয়ে শীতলকিরণ বর্ষণ করুন।

[নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও গীত]

রাগিনী ছায়ানট—তাল আড়ায় ভরতঙ্গা।

যুগল যুগল রূপ কিবা শোভিল।
রতিপতি কোলে যেন, রতিসতী হাঁসিল ॥
প্রেমের সরসী জলে, যুগল নলিনী খেলে,
হেরিয়া উদয় হৃদে, দিনমণি যুগল ॥
যুগল জলদ কোলে, যুগল চপলা খেলে,
যুগল যুগলে মিশি, দশদিশি ভাতিল ॥
আজি কিবা শুভদিন, গাওরে মঙ্গল গান,
পোহাইল দুখনিশি, সুখরবি উদিল ॥

সভাসদ্‌গণ। পারিষদগণ ও সকলে—জয় যুগল নবদম্পতীর জয়!

!!!

[নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি]

লক্ষণীয় বিষয় হল প্রথম ও দ্বিতীয় নায়ক-নায়িকার দেশীয় নামকরণ [শরৎচন্দ্র—শশীকলা, পূর্ণচন্দ্র—ইন্দুমতী]। সমাপ্তি সঙ্গীত [নর্তকীগণের দ্বারা নৃত্যসহ গীত] টিতে যাত্রার আত্মিক ও আঙ্গিকগত প্রভাবও উল্লেখযোগ্য।

এ নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠান সংবাদ পাওয়া যায় না।

☐ **সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'জাহানারা'**

গ্রন্থের আখ্যা পত্রটি নিম্নরূপ ঃ

Love sees Helen's beauty in an Egyptian brow

জাহানারা। অপরূপ প্রমোদ গীতি-নাটিকা। মহাকবি সেক্ষপীয়রের Mid Summer Night's Dream—বা নিদাঘ নিশীথ স্বপ্নের ছায়া অবলম্বনে। শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইউনিক্ থিয়েটারে অভিনীত। কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। সন ১৩১০। মূল্য ছয় আনা মাত্র। Calcutta,/Printed By T. C. Aush at the Victoria Press / 2, Goabagan Street.

গ্রন্থটি 'চিরপূজ্য জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায় শ্রীচরণেষু' উৎসর্গীকৃত হয়েছে।

প্রথমে গদ্যে 'প্রস্তাবনা' ও শেষে পদ্যে [গীতসহ] 'ক্রোড়াঙ্ক' দেওয়া আছে। তৃতীয় অঙ্ক নবম গর্ভাঙ্কে ১২৭ পৃষ্ঠায় গদ্যে অনুবাদ কর্ম সম্পাদিত হয়েছে। প্রযোজনার প্রয়োজনে অনেকগুলি [রাগরাগিনী ও তালের উল্লেখপূর্বক] গান সংযুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থটি গীতাভিনয় ফর্মে রচিত হয়েছে। স্থান-কাল-পাত্রের নামের দেশীয়করণ করা হয়েছে।

গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য, রীতি ও অন্যান্য বিষয়ে 'গ্রন্থকারের নিবেদন'-এ বলা হয়েছে ঃ

'পাশ্চাত্য কাব্য-জগতের সম্রাট জগৎপূজ্য মহাকবি সেক্ষপীয়রের Mid Summer Night's Dream' বা নিদাঘ নিশীথ স্বপ্নের ছায়া অবলম্বনে 'জাহানারা' লিখিত হইয়াছে। যদিও আমি সেই মহাকবির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া লেখনী ধারণ করিয়াছি, তথাপি আমাদের দেশের সাধারণ নরনারীর বোধগম্য করিবার জন্য আমাকে বাধ্য হইয়া নাটকীয় চরিত্রগুলির অনেক পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমানকালের রঙ্গমঞ্চের অভিনয় প্রণালী, ও দর্শকমন্ডলীর নবরুচি, এ অধীনকে এই পথ অবলম্বন করিতে

আরও বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। সেই বিজয়বৈজন্তী-মন্ডিত অমর কবির প্রতিভাময়ী লেখনী-প্রসূত নাটকীয় চরিত্রনিচয়, এই ক্ষীণ হস্তের ক্ষীণ তুলিকাঘাতে দেশীয়ভাবে রঞ্জিত করিতে গিয়া আমায় অনেকস্থলে সংকুচিত হইতে হইয়াছে। যাঁহারা 'Mid Summer Night's Dream' .. এর অবিকৃত চিত্র আমার এই ক্ষুদ্র গীতি নাটিকায় দেখিবার পূর্ণ আশা করেন, তাঁহাদিগের নিকট আমার সবিনয় অনুরোধ, তাঁহারা যেন প্রথম হইতে সে আশা ত্যাগ করেন। সহৃদয় সুধীপাঠক ও দর্শকমন্ডলী, যেরূপ স্নেহ চক্ষে আমার অন্যান্য গ্রন্থ দেখিয়াছেন, তাহা অবিচলিত থাকিলেই এ দীন গ্রন্থকারের পরিশ্রম সার্থক হইবে। আমি অতি সন্তর্পণে ও সভয়ে সেই জগৎপূজ্য মহাকবির পদানুসরণ করিয়াছি মাত্র। অনুসরণ করিতে হইলে, মহাজনের পদানুসরণ করাই কর্ত্তব্য; আমার ইহা দৃঢ় ধারণা…। বিনয়াবনত শ্রীসতীশচন্দ্র। ১লা মাঘ, ১৩১০ সাল। ১৩/১ নবীন সরকারের গলি, নেবুবাগান. বাগবাজার, কলিকাতা।'

নাট্যকর্মের নিদর্শন [অনুবাদকর্ম বলা অপ্রয়োজনীয়] স্বরূপ তৃতীয় অংক নবম গর্ভাংকের শেষাংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

নশরৎ— এই যে, এই যে জাহানারা! বহু অনুসন্ধানে তোমাদের দেখা পেয়েছি।

আশফ— মা! এইরকম ক'রেই কি আমাদের মায়া মমতা ত্যাগ ক'রে বাড়ী থেকে চলে আস্‌তে হয়?

আজিনারা— পিতা! খোদা যা করেন ভালোর জন্যই করেন! আজ আপনি আপনার কন্যার মৃতদেহ দর্শনের পরিবর্ত্তে, তাকে চিরসুখিনী দর্শন ক'রলেন।

জাহানারা— আমাদের গৃহত্যাগেই খোদা আমাদের সকল বাসনা পূর্ণ ক'রেছেন। পিতা! মজঃফর খাঁ আমার আশা পরিত্যাগ করে আজিনারাকে বিবাহ ক'রতে সম্মত হ'য়েছে।

নশরৎ— য়্যাঁ! একথা কি সত্য? মজঃফর! তুমি কি যথার্থই জাহানারার প্রত্যাশী নও?

মজঃ— উজীর সাহেব! এই পরীরাজের কৃপায়—আমার হৃদয় এখন সম্পূর্ণ পরিবর্তন হ'য়েছে! আজিনারাকে এখন আমি অন্য চক্ষে দেখিছি!

চলিত ভাষার প্রয়োগ দ্বারা সংলাপ বেশ নাটকীয় রসমন্ডিত বলা চলে। মূল চরিত্রগুলি মুসলমান করা হয়েছে কিন্তু নাটকীয় ঘটনায় বা আচরণে উক্ত

সমাজের বাস্তব চিত্রণের অভাব আছে—'গোস্তাকি', 'মাপ', 'খোদা' প্রভৃতি শব্দ মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করে এ অভাব যথাযথভাবে নিরসন করা যায় নি।

নাটকটি ইউনিক থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। প্রথম অভিনয় রজনীতে সে যুগের নিম্নলিখিত অভিনেতা অভিনেত্রী বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন :

মনসিজ—	পরীরাজ	শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায়।
মরিয়ম—	ঐ প্রধান অনুচর	শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রানুবাবু)
নজীরুদ্দিন—	পারস্য ফেরিস্থান প্রদেশের নবাব	শ্রীঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়
নশরৎ খাঁ—	ঐ প্রধান উজীর	শ্রীকেদারনাথ দাস।
আশফ খাঁ—	ফেরিস্থানের জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি	শ্রীযতীন্দ্রনাথ হালদার।
মজঃফর খাঁ—	জনৈক ঐশ্বর্যবান যুবক	শ্রীকুঞ্জলাল চক্রবর্তী
জাফর খাঁ—	গৃহস্থ যুবক ও মজঃফরের বন্ধু	শ্রীতারকনাথ পালিত।
প্যাকম্ খাঁ—	জনৈক কৃষক	শ্রীললিতমোহন পাল।
জাহানারা—	উজীর কন্যা	শ্রীমতি তারাসুন্দরী।
আজিনারা—	আশফ খাঁর কন্যা, ঐ সখী	শ্রীমতি ভুবনমোহিনী।
আভরণা—	পরীরাণী	শ্রীমতি গোলাপ সুন্দরী
মরিণা—	ঐ প্রধান সহচরী	শ্রীমতি বিনোদিনী (হাঁদি)।
মুনিয়া—	জাহানারার বাঁদী	শ্রীমতি মৃণালিনী (খেঁদি)।
আমিনা—	প্যাকম্ খাঁর নানী	শ্রীমতি খ্যান্তকালী।

অভিনয়ের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিস্তৃত কোন তথ্য সমসাময়িক পত্রপত্রিকা বা গ্রন্থাদি থেকে পাওয়া যায় না।

☐ দেবেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'কুহকী'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

কুহকী। গীতি-নাট্য। শ্রীদেবেন্দ্র বসু প্রণীত। ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত। ১৯শে জুন, ১৯২০ মূল্য ॥০

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে :

Printed and Published by S. B. Chakravarty./At the Temple Press, / 1, Shib Sankar Mullick Lane, Calcutta. / To be had at, / The Star Theatre, The Northern Book Depot, / 130, Cornwallis Street and of all other principal book-sellers.

গ্রন্থটি "স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় করকমলেষু" উৎসর্গীকৃত।

দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে ৫৪ পৃষ্ঠায় গদ্য পদ্যে (গীতসহ) নাট্যকর্ম সম্পাদিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, নাটকটি অপেরা ফর্মে রচিত—মূল নাটকের কাহিনী সূত্রটুকুই শুধুমাত্র গৃহীত হয়েছে, বিন্যাসগত অন্যান্য সমস্ত খুঁটিনাটি পরিবর্তিত হয়েছে।

নাটকের পাত্র পাত্রী ইত্যাদি নিম্নরূপ:

পুরুষ	স্ত্রী
সুন্দর— গন্ধর্ব রাজপুত্র	সোহাগ— গন্ধর্ব কন্যা।
মলয়— ঐ সখা	চন্দনা— ঐ সখী
কুহকী— ...	কুহকিনী— ...
রঞ্জন— কুহকীর অনুচর	হেনা— কুহকিনীর অনুচরী
	বনদেবী, বনবালাগণ, সখীগণ

সংযোগ স্থান: কাম্যবন ও তৎপার্শ্ববর্তী উপবন।

ঘটনাকাল: বাসন্তী পূর্ণিমা রাত্রি।

নাট্যকর্মের উদাহরণ স্বরূপ ২য় অঙ্ক ৩য় দৃশ্যের শেষাংশ উদ্ধৃত করা হল:

[একদিক দিয়া কুহকী, কুহকিনী ও অপর দিক দিয়া রঞ্জনা ও হেনার প্রবেশ]

কুহকী—জিনেছ কুহক-রণে কিনিয়াছ দাসপণে
রাখলো বাঁধিয়া প্রেমফাঁসি।

কুহকিনী— হারাতে হেরেছি রণ, পদে সঁপি প্রাণমন,
রাখহে চরণে তব দাসী॥

রঞ্জন— ফুলমালা না ছাঁদন দড়ি বাধবি কিসে বল?

হেনা— প্রাণনাথ আর ষাঁড় হয়ো না,

রঞ্জন—তবে প্রিয়ে, হীরের কথা কয়ো না,

হেনা— আবার! দেখেছি যে শিঙের বাহার
তাতেই রক্ত জল!

সমবেত গীত

প্রেমে হাসি কুসুম কলি, প্রেমে মাতে প্রাণ।
প্রেমে মেতে নাচে শাখ পাখী তোলে তান ॥
ভাস্‌ছে ধরা মধুর ধারে,
বাজ্‌ছে হিয়ে মধুর তারে,
উথ্‌লে ওঠে মধুর লহর বয়ে যায় তুফান ॥

উনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে বাংলা রঙ্গমঞ্চে যে অপেরাধর্মী অভিনয়ের হাওয়া বয়েছিল আলোচ্য নাটকের অভিনয় সেই হাওয়ারই অনুসারী। ১৯শে জুন ১৯২০ সালে প্রথম রাত্রির অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে এ নাটকের আর কোন অভিনয়ানুষ্ঠান হয়েছিল কিনা তাও জানা যায় নি।

☐ রোমিও ও জুলিয়েট

আলোচ্য নাটকখানি শেক্‌সপীয়রের রচনার প্রথম পর্বের সর্বপ্রথম ট্র্যাজেডি [১৫৯১—১৫৯৩]। অবশ্য, এ নাটককে ট্র্যাজেডি না বলে 'প্যাশন-প্লে' বলাই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত। এ নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে ফার্নিভাল বলেছেন: [২৮]

"The love which we saw rise in the Errors and develops in the Two Gentlemen, bursts into full force in Romeo and Juliet. The play gives us that passion lawful in woman and man ;... and in Juliet we have the first striking figure of Shakespeare's youthful Conception of womanhood. It is there indeed the very ecstasy of love, that without which life is worthless, that without which death is welcome.' Miss Constance Astley বলেছেন শেক্‌সপীয়রের ওপর ইতালীয় রেনেসাঁসের সর্বপ্রথম সার্থক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাঁর রোমিও জুলিয়েট নাটকে। তাই এ নাটক সম্বন্ধে সম্ভবত একথা যথার্থ:

"The unity which belongs to the play of Romeo and Juliet consists in that spirit of youth which every where penetrates and pervades it—even from the flow of its languages and the music of its rhythm, to the very depths and innermost recesses of that passion which is its subject . love....The love of Romeo and Juliet" (embodies that) "period when to live and to love are one, and the life of which, and its love, expire together"....

বাংলা ভাষায় (গ্রন্থাকারে প্রাপ্ত সর্বপ্রথম শেকস্‌পীয়রের অনুবাদ-কর্ম) ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এ নাটকের আখ্যানানুবাদ করেন ('ল্যাম্বস্‌ টেলস্‌ ফ্রম শেক্‌সপীয়র' থেকে) গুরুদাস হাজরা। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এড্‌ওয়ার্ড রোয়ার কৃত 'মহাকবি সেক্ষপীর প্রণীত নাটকের মর্মানুরূপ কতিপয় আখ্যায়িকা' ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। যতদূর জানা যায়, বাংলা ভাষায় নাটকাকারে অনূদিত গ্রন্থগুলি হল।

১। চারুমুখ চিত্তহরা ঃ হরচন্দ্র ঘোষ—১৮৬৪

২। অজয়সিংহ বিলাসবতী নাটক ঃ যোগেন্দ্রনারায়ণ দাস ঘোষ—১৮৭৮

৩। বসন্তকুমারী ঃ রাধামাধব কর—১৮৭৮

৪। রোমিও জুলিয়েত ঃ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮৯৪

এছাড়া সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু ১৮৯২ সালে একটি আখ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। [২৯]

☐ হরচন্দ্র ঘোষের চারুমুখ 'চিত্তহরা'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

চারুমুখ চিত্তহরা নাটক। এতদ্দেশীয় সরল সাধুভাষায় গদ্য পদ্য প্রবন্ধে (হুগলির) শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক রচিত। কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীটের ৫৩ সংখ্যক ভবনস্থ কেনিং যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত। ইং ১৮৬৪ সাল।

নাট্য গ্রন্থে দুটি ভূমিকা আছে—প্রথমটি ইংরাজি ভাষায় (১৮৬৩ তারিখ যুক্ত) এবং দ্বিতীয়টি বাংলা ভাষায়।

অনুবাদক হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭—৮৪) হুগলীর ঘোলঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সাহিত্য সাধক চরিত মালা'-য় প্রকাশিত হরচন্দ্রের জীবনী থেকে আরো জানা যায় হরচন্দ্রের পিতা হলধর ঘোষ হুগলী কালেক্টরেটের হেড ক্লার্ক ছিলেন—আদি নিবাস হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগর। ডিরোজিও-র শিষ্য ও ভক্ত হয়েও ইনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। ইনি যেমন কৃতবিদ্য তেমন সচ্চরিত্র ছিলেন। দেশীয়দের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম কলকাতায় পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। পনেরো বৎসর কলকাতার ছোট আদালতের জজ ছিলেন। বাংলা নাট্য সাহিত্যের আদিযুগে ইনি অন্যতম নাট্যকার। চারুমুখ চিত্তহরা ছাড়া এঁর রচিত নাটকগুলি হল—'ভানুমতী চিত্ত বিলাস' (১৮৫৩), 'কৌরব বিজয়' (১৮৫৮) 'রজতগিরি নন্দিনী' (১৮৭৫)।

আলোচ্য অনুবাদকর্মের উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে হরচন্দ্র ঘোষ তাঁর গ্রন্থের বাংলা ভূমিকায় বলেছেন :

"কিয়ৎকাল হইল ইংলণ্ডীয় ভাষায় প্রকাশিত 'রোমীয় জুলিয়েট' নামক মনোহর নাট্যকাব্য এতদ্দেশীয় ভাষা প্রবন্ধ পরিচ্ছদে প্রকাশ করিতে কোন বিদ্যানুরাগী বান্ধব আমাকে কহিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার ঈশ্বরপ্রাপ্তি হওয়াতে এবং আমার ও রাজকার্য্যের পরিশ্রমে অনবকাশ থাকাতে আমিও একাল পর্য্যন্ত সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করিতে পারি নাই। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে, এই গ্রন্থ অতিশয় অলঙ্কৃত সুমার্জিত সাধুভাষায় না লিখিয়া সামান্যতঃ কথিত কোমল সরলবাক্যে রচনা করিয়া সর্ব্বসাধারণের কৌতুহল জন্য এতন্নাটিকা নেপথ্যের উপযোগিনী করা যায়। আমিও সেই কথাক্রমে সেই মতই রচনা করিয়াছি। আর অতুল সদ্ভাবাপন্ন মূল গ্রন্থের অপূর্ব্ব রসমাধুরী বহুরূপে বিভিন্ন দেশ ভেদে ও বিজাতীয় ভাষান্তরে যে পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারা যায় তদর্থেও ত্রুটি করা যায় নাই।...অতএব, পাঠক মহাশয়েরা অনুকম্পাপূর্ব্বক এই নব পরিচ্ছদেও নবাঙ্গরাগে নবীন দম্পতী 'রোমীও জুলিয়েট'কে একবার নয়নে নিরীক্ষণ করিলেই আমার চিরদিনের চর্চ্চা অবলীলাক্রমে সফলা হয়। আর যদি ইহা অনধিকার চর্চাই তাও বুঝিতে পারি... ।"

পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় অঙ্গে [দৃশ্যে] ১৮৫ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে অনুবাদ কর্ম সম্পাদিত হয়েছে। ভারতীয় রাগরাগিনী ও তালের উল্লেখসহ ১৪টি গান আছে। সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ী নান্দী. সূত্রধার প্রভৃতি আলোচ্য অনুবাদ কর্মের প্রারম্ভে সংযুক্ত হয়েছে। ইহা অনুবাদকের দেশীয়করণ মানসিকতা সঞ্জাত সংস্কৃত নাটকের প্রতি প্রীতির ব্যঞ্জনাস্বরূপ। নাটকের চরিত্র স্থান, বেসবাস আচরণ ও সংলাপের প্রকৃতিতেও দেশীয়করণের মানসিকতা কাজ করেছে। চরিত্র ও স্থানের নামের দেশীয়করণ নিম্নরূপ :—

বীরকিশোর—কর্ণাটদেশের রাজা

সম্মোহন—উক্ত রাজবংশীয়।

মহীশূর—ভোজবংশের প্রধান। | পরস্পর প্রতিকূল

অংশুমান—সিন্ধবংশের প্রধান। |

অনুপম—উক্ত রাজবংশীয় ও চারুমুখের মিত্র।

অনুকুল—অংশুমানের অন্তরঙ্গ।

চারুমুখ—ভোজতনয়।

কীর্ত্তিকেশরী—চারুমুখের মিত্র ও ভোজবংশজ।

তপোধন—ব্রহ্মচারী।

বিরচন—তস্য শিষ্য।

অজিতব্যাধি—বৈদ্য।

সেতু—সম্মোহনের বালক ভৃত্য।

সেতা ও নেতা—সিন্ধুপ্রধানের কিঙ্করদ্বয়।

প্রিয়ম্বদ—চারুমুখের ভৃত্য।

অমলা—সিন্ধুমহিষী। চিত্তহরা—অনূঢ়া সিন্ধুসুতা।

চন্দ্রমালা—চিত্তহরার সহচরী। মুক্তি—চিত্তহরার চেডী।

এতদ্ভিন্ন নর্ত্তক, নর্ত্তকী, অস্ত্রধারী, দন্ডনায়ক, নিশাপতি, প্রহরীগণ ও নগরস্থ লোক প্রভৃতি।

রঙ্গভূমি কর্ণাটনগর ও কদাকদা ত্রিবঙ্কুর দেশে।

হরচন্দ্রের নাট্যকর্ম সম্বন্ধে ডঃ সুশীলকুমার দে-র বক্তব্য প্রসঙ্গত স্মরণীয়।[৩১]

এবার অনুবাদকর্মের নমুনাস্বরূপ দ্বিতীয় অঙ্গের (দৃশ্যের) অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা গেল :

চিত্তহরা—(প্রকাশ্যরূপে) এই যে এখনও আছ দেখ্‌চি (হাস্য)

চারুমুখ—সুধামুখি! আর কি বল, তাই সুধাবার জন্য আছি।

চি—বলি, কাল কতক্ষণের সময় লোক পাঠাব?

চা—প্রাতঃকালে।

চি—সেই ভাল। যে কথাটির জন্যে তোমাকে ডাকলেম, তা মনে পড়চে না। কি মন! [চিন্তা করেন] না মনে হলো না (হাস্য)।

চা—আমি আছি, তুমি মনে কর।

চি—তবু ভাল; আর যদি মনে না পড়ে তো আরো ভালো, তাহলে আরো মনের সাধে দেখোনি। আহা! তোমাকে দেখ্‌তে যে কত ভালবাসি, তা এতেই বুঝবে।

ভূমিকায় উক্ত অনুবাদকর্মের রীতি-প্রসঙ্গ ('অতিশয় অলঙ্কৃত সুমার্জিত সাধুভাষায় না লিখিয়া সামান্যতঃ কথিত কোমল সরলবাক্যে রচনা করিয়া') এখানে রক্ষিত হয়েছে তবে মূল সংলাপের যথাযথ অনুবাদ না করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। হরচন্দ্রের অন্যান্য নাটকের তুলনায় এ নাটকের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। কিন্তু তাঁর রচনার প্রসাদগুণ বিতর্কের উর্দ্ধে নয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে হরচন্দ্র স্বীয় অনুবাদ-নাটকের প্রারম্ভে সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ী প্রস্তাবনা অংশ সংযুক্ত করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রস্তাবনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল (দ্বিতীয় পৃষ্ঠা থেকে) ঃ

সূত্র— …প্রিয়ে। সে কথাটি কি ?

নর্ত্তকী—তা আমি তোমাকে বল্‌বো না। তোমার পেটে কথা থাকে না। আমি যে মেয়ে-মানুষ, তবু কত কথা চেপে রাখি। তুমি পুরুষ হয়েও একটী কথা পেটে রাখ্‌তে পার না।

সূত্র— প্রিয়ে! তুমি এইবার খালি বল, আমি যেমন করে পারি পেটে রাখ্‌বো। আমার দিব্বি, যদি না বল। দেখ, আমি তোমার বই আর কারু নই।

নর্ত্তকী—তোমার সঙ্গে যখন যার ভাব হয়, তাকেই তো ঐ কথা বল যে, প্রিয়ে! আমি নিতান্ত তোমারি। তোমার বই আর কারু নই। কি তুমি যে কার, তা তোমার বিধাতাই জানেন।

শেকস্‌পীয়রের নাটকের অনুবাদকর্মে এজাতীয় প্রস্তাবনা অংশ সংযুক্ত করে সংস্কৃত নাটকের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন (হরচন্দ্র নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন) ছাড়াও আর একটি কারণ অনুমান করা বোধ হয় অযৌক্তিক নয়—তা হল—অনুবাদকের মনে সন্দেহ ছিল যে বিদেশী নাটকের (বিয়োগান্তক সংস্কৃতে অপ্রচলিত) হুবহু অনুবাদ এদেশীয়গণের নিকট গ্রাহ্য হবে না—তাই তিনি সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ী একটি প্রস্তাবনা দৃশ্য সংযোজন করে দেশীয় মোড়কে বিদেশী নাটকের রসবস্তু পরিবেশনে তৎপর হয়েছেন। কিন্তু এ প্রয়াসের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ থেকেই যায়।

অনূদিত নাটকের ১৪টি গানের মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ একটি এখানে লিপিবদ্ধ করা হল ঃ

রাগিনী গারা—ভৈরবী। তাল আড়া।

অনিত্য সংসার মাঝে, নিত্য নিরাকার যেই
মুক্তিপদ লাভ হবে, মনে মনে ভাব সেই ॥
বিষম বিষয়াবশে,
বিষণ্ণ হইবে শেষে ;
পঞ্চভূত আত্মা যেই, কবে আছে কবে নেই ॥

গানের বিষয়বস্তুতে যাত্রা গানের ভাববাদী প্রভাব এবং রচনায় গুপ্তকবির প্রভাব লক্ষণীয়।

আলোচ্য নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হয় নি।

❑ **যোগেন্দ্রনারায়ণ দাস ঘোষের 'অজয়সিংহ-বিলাসবতী নাটক':**

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

অজয়সিংহ বিলাসবতী নাটক। মহাকবি সেক্‌সপিয়রের প্রণীত রোমিও ও জুলিএটের মর্ম্মানুবাদ শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ দাস ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রথম সংস্করণ। কলিকাতা, ১০৭ নং, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট কর প্রেসে, শ্রীযদুনাথ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত। সন ১২৮৫ সাল আশ্বিন।

অনুবাদকর্মের উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে অনুবাদক গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'-এ বলেছেন ঃ

"মহাকবি উইলিয়ম্ সেক্‌সপিয়রের 'রোমীও-জুলিএট' আখ্যানের আভাস লইয়া এই 'অজয়সিংহ-বিলাসবতী' নামক নাটকখানি লিখিত হইয়াছে। এ বিষয়ে আমার তিরস্কার ভিন্ন পুরস্কারের প্রত্যাশা নাই ;......যেসকল স্বদেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস করেন নাই ; তাঁহাদিগকে মহাকবি সেক্‌সপিয়রের রচনা বিষয়ে কিরূপ উদ্দেশ্য, কেবল তাহা জানাইবার জন্য আমি এই নাটকখানি বঙ্গভাষায় প্রস্তুত করিলাম এবং তদনুসারে নাম, স্থান, আচার ও ব্যবহার হিন্দুযুগের প্রথানুসারে লিখিত হইল।... কলিকাতা ৫ই আশ্বিন সন ১২৮৫ সাল।"

অনুবাদক যোগেন্দ্রনারায়ণের জীবনী ও কর্মজ্ঞান প্রয়াসের আর কোন তথ্য পাওয়া যায় না তবে আলোচ্য অনুবাদ কর্মে তিনি পূর্ববর্তী অনুবাদক হরচন্দ্রের অনুসরণ করেছেন বলা চলে।

নাটকের প্রারম্ভে দেড় পৃষ্ঠাব্যাপী গীত গাহিতে গাহিতে (রাগিনী কাল্যাংড়া—তাল একতালা) সূত্রধারের প্রবেশ। তারপর আট পৃষ্ঠা ব্যাপী 'প্রস্তাবনা' দৃশ্য। ষষ্ঠ অংক তৃতীয় গর্ভাংকে ১৮০ পৃষ্ঠায় গদ্যে অনুবাদকর্ম সম্পাদিত। বলা বাহুল্য, ভারতীয় রাগরাগিণী ও তালের উল্লেখসহ নাটকের মধ্যে অনেকগুলি গান আছে।

'বিজ্ঞাপন'-এর পর পৃষ্ঠায় 'এই নাটকখানি গ্রন্থকারের অনুমতি ব্যতিত কেহই অভিনয় করিতে পারিবেন না'—এই নির্দেশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 'বিজ্ঞাপন'-এর বক্তব্য এবং আখ্যাপত্রের বিবরণ থেকে জানা যাচ্ছে অনুবাদ মর্মানুবাদ শ্রেণীর। সুতরাং অংক, দৃশ্য, স্থান, কাল, পাত্র এবং সংলাপের যথেচ্ছ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জন সাধিত হয়েছে অনূদিত গ্রন্থে।

নাট্যকর্মের নিদর্শন স্বরূপ দ্বিতীয় অংক দ্বিতীয় গর্ভাংকের অংশ বিশেষ (হরচন্দ্রের গ্রন্থালোচনায় যে অংশ উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত হয়েছে) এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

বিলাসবতী—রাজকুমার !

অজয়সিংহ—(সস্নেহ স্বরে) প্রণয়িণি ! কি ব'লচ ?

বি—কাল আপনার কাছে কখন লোক পাঠাব জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন, তার আপনি ত কোন উত্তর দ্যান নি ?

অ—প্রিয়ে ! তোমার যখন ইচ্ছা হবে, আমি সর্ব্বদাই তোমার লোকের আসা-পথ চেয়ে থাক্‌বো।

অনুবাদকর্মে মূল সংলাপাংশের বহুল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। সংলাপের ভাষায় অস্বচ্ছলতা ও অনাটকীয়তা বিরক্তিকর।

আলোচ্য নাটকেরও কোন অভিনয়ানুষ্ঠান সাধিত হয় নি যদিও 'বিজ্ঞাপন' এর পরে সুস্পষ্ট নির্দেশ 'এই নাটকখানি গ্রন্থকারের অনুমতি ব্যতীত কেহই অভিনয় করিতে পারিবেন না' ভবিষ্যতে এ নাটকের অভিনয় হবে—এই প্রত্যাশা নিয়েই দেওয়া হয়েছিল।

□ রাধামাধব করের 'বসন্ত কুমারী'

আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

বসন্তকুমারী নাটক। '...is a picture of love and its pitiable fate / in a world whose atmosphere is too sharp for this / the tenderest blossom of human life / Schlegel' শ্রীরাধা মাধব কর দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা ১০৭ নম্বর শ্যামবাজার স্ট্রীট কর প্রেসে, শ্রীযদুনাথ মন্ডল দ্বারা মুদ্রিত। সন ১২৮৫ সাল। এপ্রেল।

লক্ষণীয় বিষয়—পূর্ববর্তী অনুবাদক যোগেন্দ্রনারায়ণ দাস ঘোষের ন্যায় আলোচ্য গ্রন্থটি একই প্রেসে একই মুদ্রাকর কর্তৃক মুদ্রিত এবং একই বাংলা সালে [১২৮৫] প্রকাশিত হয়েছে।[৩২]

পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ১৫৩ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে অনুবাদকর্ম সম্পাদিত। ভূমিকা বা ঐজাতীয় কোন বক্তব্য গ্রন্থমধ্যে নেই। আখ্যাপত্রের বিবরণে এটা যে রোমিও জুলিয়েটের অনুবাদ তা প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ না করলেও 'রোমিও জুলিয়েট' প্রসঙ্গে স্লেগেল-এর মন্তব্যাংশটি অপ্রত্যক্ষভাবে তার সমর্থনসূচক। তাছাড়া গ্রন্থের বক্তব্য বিষয় ও বিন্যাসের বিচারে এ গ্রন্থ যে 'রোমিও-জুলিয়েট'-এর অনুবাদ কর্ম তা বোঝা যায়। অনুবাদকর্ম 'মর্মানুবাদ' শ্রেণীর। পূর্ববর্তী অনুবাদ গ্রন্থদুটির ন্যায় এক্ষেত্রেও দৃশ্য বেশবাস, আচার অনুষ্ঠান, চরিত্রের নামকরণ ও সংলাপের ভাষায় দেশীয় করণের লক্ষণ সুস্পষ্ট।[৩৩] অনুবাদক রাধামাধব করের পরিচয় স্বরূপ ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন :[৩৪]

"ডাক্তার দুর্গাদাস করের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর (আর. জি. কর নামে বিখ্যাত) ন্যাশনাল থিয়েটারের একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। মধ্যম, সেকালের বিখ্যাত অভিনেতা রাধামাধব কর 'বসন্তকুমারী' [১৮৭৯] নামে একখানি বিয়োগান্ত 'মনোহর' নাটক গদ্যে পদ্যে রচনা করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ রাধারমণও একটি ছোট নাটক লিখিয়াছিলেন 'সরোজা' নামে।"

অভিনেতা হিসাবে তিনি গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখরের সমসাময়িক। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন : ৩৪

"মতিলাল শীলের বংশধর গোপাল লালের থিয়েটার করিবার শখ হওয়ায় তিনি অনেক টাকা দিয়া ষ্টার থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ কিনিয়া লন এবং নাম দেন 'এমারেল্ড্ থিয়েটার, তখন ষ্টারের দল হাতি বাগানে বর্তমান ষ্টার রঙ্গমঞ্চ তৈয়ারী করিলেন। আদি ন্যাশনাল থিয়েটারের অপর দল অর্থাৎ অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, রাধামাধব কর প্রভৃতি এমারেল্ডে যোগ দিলেন।"

নাট্যকর্মের উদাহরণ স্বরূপ দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল :

বসন্ত— গুটী তিন কথা মাত্র প্রণয়ি মদন।
নিশ্চয় বিদায় তবে। যদ্যপি মানস
তব অনুরাগ রত, সততা পূরিত,
সখে। থাকে মম প্রতি, অথবা বাসনা
বিরাহিত এ অধীনে, দিবে প্রত্যুত্তর
কালি, পাঠাইব আমি তোমার নিকটে
প্রেমময়! কোন নারী, বলিও তাহাকে
কোথা থাকি সময় বাঁধিবে হৃদয় মম
পরিণয় ডোরে? সখে! সমর্পণ এবে
আমার সর্ব্বস্ব ধন ও পদকমলে,
যাইব তোমার সহ হৃদয় ঈশ্বর।
অখিল জগত মাঝে যথা যাবে তুমি।

কমলা— (নেপথ্যে) বসন্ত!

বসন্ত— যাইগো।—
পরন্তু, নাহি রয় প্রেমভাব
যদি ও হৃদয়ে নাথ।—

কমলা— (নেপথ্যে) ও বসন্ত, বসন্ত।

বসন্ত— এই যাই, যাই।
তাহলে হৃদয়রত্ন। দাও জলাঞ্জলি,
করেছ যতন যাহা লভিতে আমারে,—
পরিত্যজ মোরে বিষাদসাগরে নাথ!
তবে কালি পাঠাইব?

সংলাপে 'নাটকীয়তা' লক্ষণীয় কিন্তু অনুবাদ কর্মে বহুলাংশে মূল সংলাপের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

রাধামাধব করের গ্রন্থটিও কোথাও অভিনীত হয় নি।

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

☐ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রোমিও জুলিয়েত'

রোমিও জুলিয়েত ছায়া। বাণী-বর-পুত্র তুমি, দেব অবতার। ক্ষম অপরাধ পদ পরশি তোমার। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা ২৯।২ নন্দকুমার চৌধুরীর লেন হইতে, আর্য্য-সাহিত্য সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত ১৩০১। মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র। কলিকাতা ২০ নং সুকীয়া স্ট্রীট, 'কালিকা যন্ত্রে' শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত।

মূল নাটকের প্রারম্ভে ১২ লাইনে একটি 'সূচনা' সংলাপ আছে। উদাহরণ স্বরূপ নবম দশম পংক্তি দুটি উদ্ধৃত করা যাক :

"সেই ভয়ংকর, ঈর্ষা-প্রাণীহর, সেই নিদারুণ পুণ্যের কথা,
দণ্ড দুই ধরি, এই মঞ্চোপরি. দেখাইব আজি, ঘটিল যথা।"

বলা বাহুল্য এই 'সূচনা সংলাপ' (১২ লাইনে) মূল নাটকের 'কোরাস' কর্তৃক গেয় 'এপিলোগের (১৪ লাইনের) ভাবানুবাদ।

অনুবাদকর্মের উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে অনুবাদক গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন :

"এই পুস্তকখানি, সেক্ষপিয়রের 'রোমিও জুলিয়েট' নামক নাটকের ছায়া-মাত্র, তাহার অনুবাদ নহে। বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় প্রকৃতিগত এত প্রভেদ যে, কোনও একখানি ইংরাজি নাটকের কেমন অনুবাদ করিলে, তাহাতে কাব্যের রস কি মাধুর্য্য কিছুই থাকে না, এবং দেশাচার, লোকাচার ও ধর্মভাবাদির বিভিন্নতা-প্রযুক্ত, এরূপ শ্রুতিকঠোর ও দৃশ্যকঠোর হয় যে, তাহা বাঙ্গালী পাঠক ও দর্শকদিগের পক্ষে একেবারে অরুচিকর হইয়া উঠে। সেইজন্য আমি রোমিও-জুলিয়েটের কেবল ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি প্রকাশ করিলাম। মূলের কোন কোনও স্থান পরিত্যাগ বা পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছি। কোথাও দু একটি নূতন গর্ভাংকও সন্নিবেশিত করিতে

হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষদিগের নাম ও কথাবার্ত্তা দেশীয় করিয়া লইয়াছি. কিন্তু প্রধান প্রধান নায়ক নায়িকাগণ ও তাহাদের চিত্ত বা চরিত্রগত ভাব, মূলে যেখানে যেরূপ আছে, সেইরূপই রাখিতে যতদূর সাধ্য, চেষ্টা করিয়াছি। ·· বলা বাহুল্য যে, গোরস্থানের পরিবর্ত্তে শ্মশানের দৃশ্য সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে। আর যাহা কিছু অদলবদল করা হইয়াছে, তাহা পুস্তক পাঠেই প্রকাশ পাইবে। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর, বাংলা ১৮ই ফাল্গুন ১৩০১ সাল, ইংরাজী ১লা মার্চ্চ ১৮৯৫ সাল।''

বলা বাহুল্য অনুবাদের রীতি প্রসঙ্গে অনুবাদকের বক্তব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদের অবকাশ আছে। ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে অনূদিত রোমিও জুলিয়েট নাটকেরই প্রায় ত্রিশখানি নাট্যানুবাদ গ্রন্থ পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে কয়েকটিকে বিশ্বস্ত অনুবাদ হিসাবে যথেষ্ট বরণীয় বলা চলে।[৩৫] এ সমস্ত অনুবাদে দেশীয়করণ প্রথা গৃহীত হলেও অনেক ক্ষেত্রে মূলের রস রক্ষা করার প্রয়াস আছে। কিন্তু হেমচন্দ্রের গ্রন্থে এ প্রয়াস পরিদৃষ্ট হয় না। এ সম্বন্ধে সাম্প্রতিককালে জনৈক সমালোচক বলেছেন ঃ [৩৬]

"ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকবি বিদেশী নাটকের স্বদেশী-করণের আগ্রহাতিশয্যে শেকস্‌পীয়রের যে অপমৃত্যু ঘটিয়েছেন তা সত্যই বেদনাদায়ক। হেমচন্দ্র শেকস্‌পীয়রের 'টেমপেস্ট' ও 'রোমিও এণ্ড জুলিয়েট' নাটকদুটির অনুবাদ করেছেন।···উভয় অনুবাদেই মূল নাটকের চরিত্র বিষয়বস্তু এবং ঘটনা সংস্থানের মোটামুটি সাদৃশ্য থাকলেও স্থান কাল পাত্রের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের আচার-আচরণ সম্পর্কে কোন বিধিনিষেধই নাট্যকার মেনে চলেন নি। ···'রোমিও জুলিয়েট' নাটকে রোমিওর সঙ্গে (এই অনুবাদে চরিত্র-গুলির নাম অপরিবর্তিত) ভৃত্যের বাপের অনায়াস মিতালী সম্ভব হয়েছে দেখতে পাই। হেমচন্দ্রের অনুবাদের নিম্নোদ্ধৃত সংলাপ অংশ থেকেই অনুবাদক হিসাবে তাঁর দায়িত্বহীনতার কিছু পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

'মরকত— ···কিম্বা এখনকার—
বঙ্গবিবির সিঁথির যথা টিপের বাহার।
যাদের রাণী খুদে গিন্নী চড়ে দিব্য যান,
মশকের চোঘুড়ীতে চলে সে বিমান।···' ইত্যাদি।
(রোমিও জুলিয়েট ১ম অঙ্ক ৪র্থ দৃশ্য)

শেকস্‌পীয়রের নাটকের অনুবাদে ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার সমাজ জীবনের এই চিত্রের অহেতুক সংযোজন নিতান্তই হাস্যকর। যেখানে মূল কাহিনীর পটভূমি এবং চরিত্র অপরিবর্তিত, সেখানে মরকতের (Mercutio)

মুখে 'বজ্রবিধির' উল্লেখ কোনক্রমেই মেনে নেওয়া যায় না। নাট্যকারের মাত্রাজ্ঞানহীনতার ফলে অনুবাদ কালাতিক্রমণ দোষে দুষ্ট।"

হেমচন্দ্রের গ্রন্থে মূল নাটকের পূর্বে দু পৃষ্ঠাব্যাপী 'শুদ্ধিপত্র' দেওয়া আছে। পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে গদ্য পদ্যে ১৮৯ পৃষ্ঠায় অনুবাদ কর্ম সম্পাদিত।

নাটকীয় চরিত্রগুলির নামগুলির দেশীয়করণে লক্ষণীয় বিষয় হল নায়ক নায়িকার নাম ভিন্ন অন্য চরিত্রগুলির নামের ক্ষেত্রে এ প্রচেষ্টা কার্যকরী করা হয়েছে। স্থান এবং চরিত্রগুলির নামকরণ নিম্নরূপ:

রাজা—বরুণা নগরের রাজা। পারশ—উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবক, রাজার মাসতুতো ভাই। কপলত ও মন্তাগো—চিরশত্রু ভাবাপন্ন দুই সম্ভ্রান্ত পরিবারের কর্তাদ্বয়। কপলত—বয়স্য। মন্তাগো—বয়স্য। রোমিও—মন্তাগোর পুত্র। মরকেশ—রোমিওর বন্ধু এবং রাজার জ্ঞাতি. বেণুবল—রোমিওর বন্ধু এবং মন্তাগোর ভ্রাতুষ্পুত্র। তৈবল—কপলত পত্নীর ভ্রাতুষ্পুত্র। মথুরানন্দ—মঠের অধিকারী গোঁসাই বা মোহান্ত। গুহাবাসী—মঠের জনৈক বাবাজী। বল্লভ—রোমিওর ভৃত্য। শম্ভো ও গিরে—কপলতের দুইজন পাইক। ভৃত্যের বাপ। ধাত্রী—অনুচর। অভিরাম ও রাঘব—মন্তাগোর দুই ভৃত্য। হরকরা। বেদিনী। বাদ্যকর। বাউলের দল। পারশের দুইজন ভৃত্য। বরুণাবাসিগণ। অন্যান্য ব্যক্তি ও দাসদাসিগণ। নগর রক্ষক। ঐক্যতান বাদক। দৃশ্যস্থান—বরুণা ও মাণ্ডুয়ানগর।

স্ত্রী॥ মন্তাগোর পত্নী। কপলত পত্নী। কপলতের মাতা। সোহাগ, সুতার, সুভাষ প্রভৃতি কপলতের স্ব সম্পর্কীয় স্ত্রীলোকগণ। জুলিয়েত—কপলতের কন্যা। জুলিয়েতের ধাত্রী।

হেমচন্দ্রের রচনা প্রসঙ্গে 'কালাতিক্রমণ দোষ' ইত্যাদি সঠিক হলেও একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, পদ্য সংলাপাংশে কবি হেমচন্দ্রের স্বাভাবিক নাটকীয়তা সৃষ্টির মোটামুটিভাবে উল্লেখ্য কৃতিত্ব আছে। উদাহরণস্বরূপ দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষাংশই উদ্ধৃত করা যাক:

"জু— রোমিও!

রো— এই যে প্রিয়ে!

জু— কটায় পাঠাব লোক ?

রো— ন'টায় পাঠায়ো—দেখো যেন ভুলিও না।

জু— পাঠাবোই—পাঠাবো।—কেন ডাকলুম্— কই মনে ত পড়ে না কিছু!

রো— প্রিয়ে! যতক্ষণে
পড়ে মনে, আমি হেথা আছি ততক্ষণ।

জু— তাহলে ত কিছুতেই মনে তা হবে না ;
তোমাকে পেলেই কাছে, সব যাই ভুলে।

রো— ভালইত, ভোলো যত তত আরো কাছে থাকিতে পাইব আমি।

আলোচ্য অনূদিত-নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠান-সংবাদ সমসাময়িক গ্রন্থাদি বা পত্রপত্রিকা থেকে পাওয়া যায় না।

রোমিও জুলিয়েট নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গ আলোচনায় আর একটি বাংলা নাটকের উল্লেখ এখানে প্রয়োজন। নাটকটি হল উমেশচন্দ্র গুপ্তের 'হেমনলিনী' [১৮৭৪]। নাটকটির শেষদিকে ব্রহ্মচারী কর্তৃক ঔষধ প্রয়োগে নায়িকা নলিনীকে মৃতবৎ রাখা এবং তাই দেখে নলিনী প্রকৃত মৃতা মনে করে নায়ক হেমচন্দ্রের আত্মহত্যা, তারপর চৈতন্যপ্রাপ্তির পর পার্শ্বস্থ হেমচন্দ্রর মৃত-দেহ দর্শন করে নলিনীর আত্মহত্যা—ইত্যাদি ঘটনাবলী একান্ত স্বাভাবিকভাবে রোমিও-জুলিয়েট নাটকের নায়ক-নায়িকার অন্তিম-পরিণতির অনুরূপ বলেই মনে হয়।

☐ মার্চেণ্ট অফ্ ভেনিস্

'মার্চেণ্ট অফ্ ভেনিস্' শেকস্পীয়র রচিত সর্বসম্মত প্রথম সার্থক কমেডি।

মূল নাটকটি ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়। সর্বোপরি এ নাটকের বক্তব্য হল মানবিকবোধের প্রতিষ্ঠা। এ সম্বন্ধে ফার্নিভাল বলেছেন :[৩৭]

"The Marchant of Venice is the first full Shaksperre. The only blemish on the play—the seemingly tedious casket scenes—become almost its brightest gems, when an actress of genius like Miss Ellen Terry puts into them the wonderful by-play that she did at the Prince of Wale's Theatre in the summer of 1875. The hero of the piece is undoubtedly Shylock. The first entry of the play in the Stationer's Ragisters is the Marchant of Venice, otherwise called the Jew of Venice.[৩৮] And besides the gracious figure of Portia, that of the cursing Shylock ever stands.

But as Antonio's friendship is the occasion for the display of shylock's Character, and triumphs over his hate, the play is justifiably called the Merchant of Venice......

......As to Portia, We shall all agree with Jessica, 'The poor rude world hath not her fellow.' With many lovers of Shakspere, Portia is still the dearest character,— her namesake, Brutus's wife, Volumnia, Imogen, Hermione, notwithstanding. As Mrs. Fanny Kemble says in the Atlantic Monthly, Jan 1876 p 718, 'Shakspere's Portia, then, as now, my ideal of a perfect woman.'[৩৯] Portia is one of those characters that like Rosalind in As you like It, Shakspere shows us first in gloom and then brings into the sunshine of love."

বাংলা ভাষায় শেকস্‌পীয়রের বহুল-অনূদিত নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম হল মার্চেণ্ট অফ্‌ ভেনিস্‌। তাছাড়া মার্চেণ্ট অফ্‌ ভেনিসই বাংলা ভাষায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত শেকস্‌পীয়রের সর্বপ্রথম অনূদিত নাটক। সর্বপ্রথম অনুবাদ-কৃতিত্বের অধিকারী হলেন হরচন্দ্র ঘোষ [ভানুমতী চিত্তবিলাস— ১৮৫৩]।

মার্চেণ্ট অফ্‌ ভেনিসের নাটকাকারে বঙ্গানূদিত গ্রন্থগুলির কালানুপাতিক তালিকা নিম্নরূপ:

১। ভানুমতি চিত্তবিলাস: হরচন্দ্র ঘোষ ১৮৫৩

২। সুরলতা নাটক: প্যারীলাল মুখোপাধ্যায় ১৮৭৭

৩। ভেনিসের বণিক: সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শেকস্‌পীয়র গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা।

৪। সওদাগর: ভুপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯১৫

৫। সোনায় সোহাগা: মনোজমোহন বসু ১৯১৯

৬। মার্চেণ্ট অফ্‌ ভেনিস: মনোমোহন রায় ১৯১৭

৭। ঐ: আশুতোষ ঘোষ ১৯২৫

৮। ভিনিস বণিক: মহাদেব দে ১৯২৬

৩৯

☐ হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ—

ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটক। হুগলী বিদ্যালয়ের পূর্ব্ব ছাত্র ইদানীং মালদহের আবগারীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রী হরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক রচিত। কলিকাতা পূর্ণ চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। সন ১৮৫৩ শকাব্দ ১৭৭৫।

অনুবাদ কর্মের উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে হরচন্দ্র গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন—

"এতদ্দেশীয় বালকবৃন্দের জ্ঞান বৃদ্ধ্যর্থ উৎসাহান্বিত ইংলণ্ডীয় কোন বিচক্ষণ মহাজনের পরামর্শক্রমে আমি 'সেক্সপিয়র' নামক ইংলণ্ডীয় মহাকবির সুনামপ্রসিদ্ধ মহানাটক হইতে 'মরচেণ্ট-অফ্-ভিনিস' ইত্যভিধেয় অপূর্ব্ব কাব্যের আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ কাব্যের অনেকানেক স্থানের ভাব দেশীয় ভাষার ভাবের সহিত ঐক্য হয় না দেখিয়া কতিপয় প্রাচীন জ্ঞানবান্ মহাশয় উল্লেখিত কাব্যের আখ্যানের মর্ম্মমাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আমূলাৎ দেশীয় প্রণালীতে রচনা করিতে যুক্তিদান করেন। আমি উক্ত উক্তি যুক্তিযুক্তবোধে তদনুসারে এই 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' নাটক গদ্য-পদ্যে রচনা করিলাম। যদ্যপিও ইহাতে উল্লেখিত ইংরাজী কাব্যের আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ না হউক, তথাপি বর্ণিত মহাকবি সেক্সপিয়রের সদ্ভাবের বহুলাংশ অথচ সম্পূর্ণ আখ্যানের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি : শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ, হুগলী ভাদ্র। ১৭৭৪ শকাব্দা।"

অনুবাদক হরচন্দ্র ঘোষ গ্রন্থমধ্যে বাংলা ভাষায় লিখিত ভূমিকার পরেই ইংরাজী ভাষায় একটি ভূমিকা মুদ্রিত করেছেন। ইংরাজী ভূমিকার তারিখ আছে '২০শে অক্টোবর, ১৮৫২।' ইংরাজী ভূমিকার বক্তব্য বাংলা-ভূমিকার বক্তব্যের অনুরূপ। গ্রন্থের শেষে 'পরিশেষ' শীর্ষক নির্দেশিকায় উনিশের শতকের ইংরেজী-শিক্ষিত উচ্চ সরকারী কর্মচারী হরচন্দ্রের সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকদের সম্বন্ধে পণ্ডিতম্মন্য পরিচয় পরিস্ফুটিত হয়েছে। সেজন্য মনে হয় সম্পূর্ণ 'পরিশেষ' শীর্ষক নির্দেশিকাটি এখানে উল্লেখযোগ্য।

"ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ অথবা যাঁহারা ইংরাজী কোন নাটক গ্রন্থ পাঠ করেন নাই তাঁহারদের বিজ্ঞাপনার্থে নিম্নে কতিপয় উপদেশ লিখিত হইল এই গ্রন্থ পাঠকালে এই সকল উপদেশ দ্বারা তত্মহাশয়দিগের বুঝিবার অনেক সুগম হইবেক ইতি।

১। গ্রন্থারম্ভে যে ২ ব্যক্তিদিগের নাম বা উপাধি লিখিত হইয়াছে এতন্নাটকে ঐ সকল ব্যক্তিরা বর্ণিত অর্থাৎ প্রধানত্ব রূপে সংসৃষ্ট আছেন বোধ করিতে হইবেক।

২। প্রত্যেক বক্তৃতার আরম্ভে বর্ণিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে ২ ব্যক্তির নাম পার্শ্বে লিখিত হইয়াছে উক্ত বক্তৃতা উক্ত ব্যক্তির উক্তি।

৩। কোন ২ বক্তৃতার শিরোভাগে বা কাব্যারম্ভে বর্ণিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহার প্রবেশ কালে 'প্রবেশ' এই শব্দ লিখিত হইয়াছে তাহাতে ঐ ব্যক্তির নাট্যাগারে আগমন বুঝিতে হইবেক।

৪। কোন ২ বক্তৃতার পরিশেষে 'প্রস্থান' এই শব্দ লিখিত হইয়াছে তাহাতে তৎপূর্ব্ববর্ত্তি ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা নাট্যাগার হইতে বিদায় হইলেন বিবেচনা করিবেন।

৫। (?) এই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রেখাদ্বয়ের মধ্যে যে চিহ্ন আছে তাহা জিজ্ঞাসা বোধক, অতএব যে ২ পদের অন্তে এই চিহ্ন দৃষ্ট হইবেক ঐ পদ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ন্যায় পাঠ করিতে হইবেক।

৬। (,) এই বক্ররেখাদ্বয়ের মধ্যস্থিত যে লঘুচিহ্ন তাহা পদ-বিচ্ছেদ নিমিত্ত ও বিরামার্থবোধ হইবেক।

৭। "—" এই ঋজুরেখার আদ্যন্তে যে যুগল লঘুচিহ্ন বাক্য বা পদের আদ্যন্তে থাকিবেক ঐ পদ বা বাক্য অন্য ২ গ্রন্থকর্ত্তার বচন হইতে গৃহীত এমত বুঝিতে হইবেক।

৮। (!) এই বক্ররেখাদ্বয়ের মধ্যে তিলকাকৃতি যে চিহ্ন যে ২ পদের অন্তে স্থাপিত হইবেক তাহা খেদ বা বিস্ময় বা আশ্চর্য্যবোধক জ্ঞান করিবেন।

৯। ( ) এই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রেখাদ্বয় যে ২ পদ বা বাক্যের আদ্যন্তে বসিবেক সেই ২ পদ বা বাক্য ত্যাগ করিলে মূল লিপির তাৎপর্য্য বা অর্থের অন্যথা হইতে পারে না।

১০। —, যে পদের অন্তে এই লঘুচিহ্ন যুক্ত ঋজুরেখা দৃষ্ট হইবেক সেই পদ অসম্পূর্ণ আছে এমত বোধ করিতে হইবেক অর্থাৎ বক্তার কথনকালে অস্পষ্ট কেহ অনপেক্ষিত রূপে উক্তি করিয়া বাধা জন্মাইলে পূর্ব্ববক্তা আপন বাক্য যে সমাধা করিতে পারেন নাই কিম্বা স্বীয় বাক্যের শেষাংশ অস্পষ্ট করিতে ইচ্ছুক আছেন

এতদ্বোধার্থে ইংরাজীতে এইরূপ রেখা তাঁহার বাক্যের অবসানে দেওয়া হইয়া থাকে ইতি।

মন্তব্য। অজ্ঞানত বা জ্ঞানতই হউক এই গ্রন্থে যে দোষ হইয়া থাকে সুধী মহাশয়েরা স্ব ২ গুণে তাহার পরিহার করিবেন। সুবর্ণকারেরা সুবর্ণের সৌবর্ণ্য ও বৈবর্ণ্য উভয়ই করিতে পারেন।"

আলোচ্য অনুবাদকর্ম তৃতীয় অঙ্কে ২১৮ পৃষ্ঠায় গদ্য পদ্যে সম্পাদিত হয়েছে। অধিকাংশ স্থলেই সংলাপ পদ্যে রচিত হয়েছে। পদ্যাংশে পয়ার, ত্রিপদী, দীর্ঘত্রিপদী, লঘুত্রিপদী, যমক, অন্তঃযমক অন্ত্যযমক পয়ার প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সংলাপের প্রান্তে 'গদ্য' বা 'পদ্য' এবং পদ্যের ছন্দ নির্দেশিত হয়েছে। অনুবাদকর্ম 'অ্যাডাপটেশন' বা ছায়ানুবাদ শ্রেণীর। স্থান, কাল, পাত্রপাত্রী ও তাদের আচার আচরণ এবং সাজপোষাকের দেশীয়করণ সম্পাদিত হয়েছে। মূলচরিত্রগুলি ছাড়াও অনুবাদক নিতান্ত অবাঞ্ছিতভাবে কতকগুলি অতিরিক্ত চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। যেমনঃ— কালু রায় জ্যোতির্বেত্তা নাপিত ও তাহার মুখরা পত্নী মালতী, উজ্জয়নী—দেশীয় ভাট ও রাজদূত গঙ্গানায়ক, সদানন্দ ভাঁড় ও তাহার স্ত্রী বিলাস ইত্যাদি নাটকের 'দৃশ্য' স্থলে 'অঙ্গ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

এবার অনুবাদকর্মের নমুনাস্বরূপ বিখ্যাত বিচার দৃশ্যের অংশবিশেষ [চতুর্থ অঙ্ক অষ্টম অঙ্গ—গদ্য] উধৃত করা হল—

লক্ষপতি রায়—[প্রকাশ্যে] ধর্ম্মাবতার, 'অশুভস্য কালহরণং' এই চিন্তায় অধমর্ণগণ অনর্থক কথোপকথনের দ্বারা অনর্থক কালহরণ ও বিচারের ব্যাঘাত করিতেছে। অতএব ধর্ম্মাধিপতে, দণ্ডাজ্ঞা করুন। যে এই দীন, স্বত্বস্বত্ত্বা হইয়া আপনার গুণানুকীর্ত্তন করিতে ২ ঘরে যায়। ও আপনকার ধীরতার ধী ধী শব্দ নিরবধি ধীরগণেরা করিতে থাকেন।

শাস্ত্রী—তবে এক্ষণে এই বিচারাগারস্থ তাবল্লোকে মনোযোগ কর। আমি নিষ্পত্তি আজ্ঞা করি। এই ঋণপত্রের লিখনানুসারে ও এই রাজ্যের রাজবিধান ক্রমে এই চারু দত্ত বন্দীর গাত্রের অর্দ্ধসের মাংস এই লক্ষপতি আন্বাশীর প্রাপ্য, এবং এই সাধুর সাধ্য আছে যে তাহা খাতকের বক্ষস্থল হইতে কাটিয়া লইতে পারে। আমি এই আজ্ঞা করিলাম।

লক্ষ—[অত্যুল্লাসিতভাবে] ধন্য ২ ধর্ম্মাধিপতি আপনি ধন্য। আমি কৃতার্থ হইলাম। বন্দী গা তোল। আর রোদন করিলে কি হইবে। গণপতিরায়, আমার হস্তে ছুরি দেও, আর তুমি তুল ও বাটখারা লইয়া আমার কাছে বৈস। ধর্ম্মাবতার, তবে আজ্ঞা হয় ছেদন করি।

[ভানুমতী ভিন্ন বিচারাগারস্থ তাবতের অশ্রুপাত]। সংলাপের আড়ষ্টতা ও অনাটকীয়তা বিরক্তিকর।

সর্বতোভাবে গ্রন্থটির গুণাগুণ প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন[40] :—"লেখক কয়েকটি অবান্তর পাত্রপাত্রী সৃষ্টি করিয়াছেন, শেষে একটি নূতন দৃশ্য যোগ করিয়াছেন এবং দৃশ্যের নাম দিয়াছেন 'অঙ্গ'। নাটক হিসাবে বইটি একেবারে ব্যর্থ এবং পাঠ্য হিসাবে সম্পূর্ণ অসার্থক। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে হরচন্দ্র বইটিকে অভিনেতব্য নাটক করিয়া লেখেন নাই, পাঠ্য পুস্তক করিয়াই লিখিয়াছিলেন।

আলোচ্য গ্রন্থ প্রসঙ্গে ডঃ সুশীলকুমার দের বক্তব্যও বিশেষভাবে স্মরণীয়।[41] গ্রন্থের আলোচনা করে ডঃ দে বলেছেন—

"ইহা সেক্সপীয়েরের ইংরাজী নাটকের আনুপূর্বিক অনুবাদ নয়, তথাপি গ্রন্থকার সেক্সপীয়রের আখ্যানের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই-জন্য ইহাতে মৌলিকতা বিশেষ নাই। তবে ইনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তাঁহার বাঙ্গালা নাটকখানিকে দেশ, কাল ও পাত্রের অনুযায়ী করিবার জন্য ইংরাজী নাটকের বহুস্থলে 'নিবর্ত্তন পরিবর্ত্তনাদি' করিয়াছেন। এই 'নিবর্ত্তন পরিবর্ত্তন' প্রধানতঃ কতকগুলি নূতন চরিত্র ও দৃশ্যের অবতারণায় দৃষ্ট হইবে। কিন্তু যে সকল নূতন চরিত্র বা দৃশ্য তিনি তাঁহার নাটকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের বিশেষ কোনও সার্থকতা দেখা যায় না; কারণ সেগুলির বেশীর ভাগই অপ্রধান ও অপ্রাসঙ্গিক। সদানন্দ ভাঁড় এবং তাহার স্ত্রী রসিকা, বিদূষক বর্জ্জিত এই নাটকের হাস্যাস্পদ প্রসঙ্গের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যে সকল দৃশ্যে তাহাদের অবতারণা করা হইয়াছে, সেগুলি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া হাস্যোদ্রেকের চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নাই। কালু রায় জ্যোতির্বেত্তা নাপিত ও তাহার মুখরা পত্নী মালতী সম্বন্ধেও ঐকথা খাটে। চন্দ্র সেনের ক্ষৌরকার্য্যের দৃশ্যটি মূল বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধবিহীন।...গ্রন্থকার মূলগ্রন্থের শাইলকের চরিত্র যে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না।

তাহা হইলে তিনি শাইলকের এক ভার্য্যার সৃষ্টি করিতেন না। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য বোধ হয় এইরূপ ছিল যে, শাইলককে যত নিষ্ঠুর প্রকৃতি বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়, ততই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং সেইজন্য তাহার উপর স্ত্রী নির্য্যাতনের দোষও চাপাইয়াছেন কিন্তু শাইলক যে মানুষ এবং নিষ্ঠুরতার সহিত তাহার দুই একটি সদগুণও যে থাকিতে পারে, তাহা গ্রন্থকার ধরিতে পারেন নাই। মূল গ্রন্থে শাইলকের অপত্য-বাৎসল্যের কল্পনা বোধহয় এইজন্য।...ইহার ভাষা মোটেই সরল বা নাটকোপযোগী নহে। পয়ারাদি ছন্দ ব্যবহার ও কাব্যোৎকর্ষ বিধানের জন্য কৃত্রিমতাপূর্ণ সাধুভাষা প্রয়োগের ইচ্ছা [বিশেষতঃ প্রেম বর্ণনা ও নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনা প্রভৃতির স্থলে] ইহার ভাষাকে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও উৎকট করিয়াছে। নাট্যকারের উপজীব্য মানব চরিত্রের অভিজ্ঞতা গ্রন্থকারের যে বিশেষ আছে তাহা বোধ হয় না, এবং সেইজন্য ভাষা ও চরিত্র চিত্রাঙ্কন জীবনের আদর্শের কাছাকাছি পেঁছায় নাই। চরিত্রগুলিও সজিব হয় নাই, ভাষাও আড়ষ্ঠ হইয়াছে। গ্রন্থকারের কবিত্ব শক্তিরও একান্ত অভাব দেখা যায়।...গদ্যের ভাষাতেও যে বিশেষ স্ফূর্ত্তি দেখা যায় তাহা নহে।"

গ্রন্থটি সম্বন্ধে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের বক্তব্য[৪২] ডঃ সেন ও ডঃ দে-র বক্তব্যের মোটামুটিভাবে সমর্থনসূচক বলা চলে। তিনি বলেছেন—

"...অনুবাদকর্মে তিনি কতকটা স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুধু যে চরিত্রের নামগুলিই তিনি ইংরেজির পরিবর্ত্তে ভারতীয়রূপে রূপান্তরিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাই নহে, অনেকস্থলে তিনি 'আখ্যানের মর্ম্মমাত্র গ্রহণ' করিয়াছিলেন।...ভদ্রসমাজ যে তাঁহার এই নাটকখানি খুব সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না।

হরচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম নাট্যকার যিনি সমসাময়িক পাঠকের রুচির উপর লক্ষ্য রাখিয়া নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাট্য রচনার প্রতিভা আদৌ ছিল না বলিয়া, যদিও তাহা বিশেষ কার্য্যকরী হইতে পারে নাই তথাপি নাট্য রচনায় সমাজের রুচি যে উপেক্ষণীয় হইতে পারে না, তাহা তিনিই সর্ব্বপ্রথম অনুভব করিয়াছিলেন।"

এর কারণ প্রথমত, নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 'অভিনেয়তা' হরচন্দ্রের অনূদিত নাটকে অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত, স্বীয় অনূদিত গ্রন্থটিকে স্কুল পাঠ্য-পুস্তক হিসাবে ব্যবহারের আশা করে তিনি ব্যর্থ হন। ফলে অনুবাদকের

সকল উদ্দেশ্যই অসার্থক হয়। কিন্তু সর্বতোভাবে এ ব্যর্থতা সত্ত্বেও একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, হরচন্দ্রের অনুবাদ প্রয়াসের পর থেকে বাংলা দেশে শেকস্‌পীয়রের নাটকের অনুবাদে বাঙ্গালী অগ্রণী হতে শুরু করেন। প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে লেবেদেফের প্রচেষ্টা ছাড়া পাশ্চাত্য নাটকের অনুবাদ-প্রয়াস ইতিপূর্বে দেখা যায়নি।

□ প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়ের 'সুরলতা নাটক'

গ্রন্থটির আখ্যা-পত্র নিম্নরূপ ঃ

সুরলতা নাটক। মহাকবি সেক্ষপীয়র কৃত মার্চ্চ্যান্ট অব্‌ ভেনিসের অনুবাদ। শ্রী প্যারীলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা অপর চিৎপুর রোড, শোভাবাজার ১৮৫ নং ভবনে বিদ্যারত্ন যন্ত্রে শ্রী অরুণোদয় ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। সম্বৎ ১৯৩৪।

গ্রন্থটি 'শ্রীযুক্ত বাবু নিমাই চরণ বসাক প্রিয়বরেষু'র উদ্দেশে 'তোমার একান্ত শ্রী প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়' কর্তৃক উৎসর্গীকৃত। ১০৮ পৃষ্ঠায় গদ্য পদ্যে পঞ্চম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে অনুবাদ কর্ম সম্পাদিত হয়েছে। অনুবাদক প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়ের জীবনী ও কর্মজ্ঞান প্রয়াসের অন্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না, শুধুমাত্র জানা যায় তিনি 'নলিনীভূষণ নাটক' [১৮৭৮] শীর্ষক আর একখানি গার্হস্থ্যচিত্র সম্বলিত নাটকের রচয়িতা ছিলেন। অনুবাদক তাঁর অনুবাদকর্মে স্থান-কাল-পাত্রের নাম, সাজপোষাক ও আচার আচরণের দেশীয়করণ করেছেন।

অনুবাদের উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে অনুবাদক স্বীয়গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'-এ বলেছেন ঃ

"কবিবর সেক্ষপীয়র প্রণীত নাটকগুলির মধ্যে 'মার্চ্চ্যান্ট অব ভেনিস' একখানি অতি উৎকৃষ্ট রচনা। আমি সেইখানি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া সুরলতা নামে প্রচারিত করিলাম। মূলগ্রন্থ পাঠ করিলে যেরূপ আনন্দের উদ্রেক হয়, ইহাতে সেরূপ চিত্তরঞ্জন হওয়া অসম্ভব বলা বাহুল্যমাত্র; তবে যাঁহারা মূল গ্রন্থ পাঠে অক্ষম, ইহা কথঞ্চিৎ তাঁহাদের উপযোগী করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। বাঙ্গালা পুস্তকে ইউরোপীয় নাম ও উপমা প্রভৃতি বিরূপবোধ হওয়ায় অগত্যা পরিহার করিয়াছি। ভাষার ব্যত্যয় না জন্মে, মূলের ভাব ও অবয়ব বজায় থাকে, অভিনয়েরও সুবিধা হয়, ইহার জন্য যত্নের ত্রুটী হয় নাই।…

ইংরাজী গ্রন্থ পরিশুদ্ধ বাঙ্গালায় অনুবাদ করা কত কঠিন, তাহা যিনি করিয়াছেন তিনিই জানেন। বিশেষতঃ চলিত ভাষা পূর্ণ নাটকাদির তো কথাই নাই। অবিকল অনুবাদ, অথচ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অসম্ভব! পরস্পর রচনাপ্রণালী পৃথক, ভাবমার্গ অনৈক্য; রুচি বিপরীত; রীতি-নীতি-প্রকৃতি স্বতন্ত্র; অলঙ্কারাদি বিভিন্ন; সুতরাং বহু পরিশ্রম ও যত্ন করিলেও মূলে ও অনুবাদিত গ্রন্থে সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য থাকে না।"

বিজ্ঞাপন-এর তারিখ আছে—১লা চৈত্র, সম্বৎ ১৯৩৪।

স্বীয় অনুবাদকর্ম প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞচিত্তে অনুবাদক স্বীকার করেছেন [বিজ্ঞাপন-এর শেষাংশে] ঃ—

"অনুবাদ সমাপ্ত হইলে রামবাগান নিবাসী সুকবি শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে দেখাই; এবং তিনি প্রীতি প্রকাশ করায় আমি মুদ্রিত করিতে সাহস পাই।···মুদ্রাঙ্কনকালে কলিকাতাস্থ ফ্রি চার্চ্চ কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ইহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন, এবং বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ও স্থলবিশেষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।"

অনুবাদের নমুনাস্বরূপ বিচার দৃশ্যের [মূলানুসারে এখানে ৪র্থ অঙ্ক ১ম দৃশ্য] অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হল ঃ—

সোমদত্ত — ···আর বৃথা বিলম্ব কেন ?—আদেশ দিন না !

সুরলতা — ধর্ম্মশীলের বক্ষস্থলের একসের মাংস তোমার।

সোম — সাধু! সাধু!

সুর — এবং সেই মাংস তুমি স্বহস্তে কেটে নিতে পার।

সোম — ধন্য! ধন্য! এস, অনুমতি হয়েছে, এগিয়ে এস।'

—বলা বাহুল্য অনুবাদকর্ম এক্ষেত্রে কিছুটা সংক্ষিপ্ত হলেও মোটামুটি ভাবে মূলানুরূপ।

আলোচ্য নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়নি।

☐ **সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'ভেনিসের বণিক' ঃ**

আলোচ্য গ্রন্থটির রচনাকাল জানা যায় না। তবে মনে হয়, বিংশ শতকের প্রথমদিকে গ্রন্থটি রচিত ও প্রকাশিত হয়। বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 'সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী'র দ্বিতীয় ভাগে এটি মুদ্রিত হয়েছে কিন্তু গ্রন্থের আখ্যা-

পত্র না থাকায় গ্রন্থকার ও গ্রন্থরচনা সম্পর্কে অন্য কোন তথ্য জানা যায় না। গ্রন্থকার মোটামুটিভাবে খ্যাত নাট্যকার ছিলেন—তাঁর রচিত অনেকগুলি নাটকের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ [১৯০৮], দশচক্র [১৯১০] রুমেলা [১৯১৪], হাতের পাঁচ [১৯১৬], শেষবেশ [১৯১৮] পঞ্চশর [১৯২০], লাখ টাকা ও নারী রাজ্যে [১৯২৬], পঞ্চশর [১৯২০], লাখ টাকা ও নারী রাজ্যে [১৯২৬], হারানো রতন [১৯২৯] এবং স্বয়ংবরা [১৯৩১] উল্লেখযোগ্য।[৪৩]

গদ্য-পদ্যে অনুকর্ম যথাযথ [ভাষানুবাদ] এবং মূলানুরূপ বলা চলে। উদাহরণ স্বরূপ বিখ্যাত বিচার দৃশ্যের [এখানে মূলের ন্যায় ৪র্থ অঙ্ক ১ম দৃশ্য] পূর্বক্ষেত্রে উধৃত অংশ বিশেষ উল্লেখ করা হল—

শাইলক— ...কিন্তু বৃথা যাপি কাল ! আমার মিনতি,
বিচার-কাজের এবে হোক্ সমাপন।

পোর্শিয়া— বণিকের দেহ হতে অর্ধসের মাংস—
তোমারি সে। আদালত দিতেছে তোমারে ;
আইনও তা দিবে, জেনো। নাহিক অন্যথা।

শাইলক— বিচার ! বিচার বটে—নিক্তির ওজনে !

বলা বাহুল্য আলোচ্য অনুবাদকর্ম মোটামুটিভাবে বিশ্বস্ত ও যথাযথভাবে সম্পন্ন করলেও অনুবাদক অভিনয়ের উদ্দেশ্যে মনে হয় এ গ্রন্থ রচনা করেন নি এবং পরবর্তীকালে এ গ্রন্থের কোন অভিনয়ানুষ্ঠান সম্পন্নও হয়নি।

☐ ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সওদাগর'

আলোচ্য নাটকের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

সওদাগর—নাটক। মহাকবি সেক্ষপীয়র রচিত 'মার্চেন্ট অফ্ ভেনিস্' নামক নাটকের ছায়া অবলম্বনে। ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত। শ্রীভূপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত। প্রথম সংস্করণ সন ১৩২২ সাল। মূল্য ।।০ আট আনা।

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় বলা হয়েছে—

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। শাস্ত্রপ্রচার প্রেস। প্রিণ্টার—শ্রীকুলচন্দ্র দে। ৫নং ছিদাম মুদির লেন, কলিকাতা।

আখ্যাপত্রের বিবরণ থেকে বোঝা যায় নাটকটি রচিত ও অভিনীত হবার পর গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থটির উৎসর্গ পত্রে লেখা আছে—

"বাণী-বরপুত্র নটগুরু স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাত্মার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার 'সওদাগর' নাটক ভক্তিভরে উৎসর্গ করিলাম। ইতি গ্রন্থকারস্য।"

তারপর মুদ্রিত আছে—

"সওদাগর নাটক ষ্টার থিয়েটারে শনিবার ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩২২ সাল [ইংরাজি ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯১৫ সালে] প্রথম অভিনীত হয়।"

আলোচ্য নাটকটি তিনটি অঙ্কে এবং ১৮টি দৃশ্যে [প্রথম অঙ্ক—৬টি, দ্বিতীয় অঙ্ক ৫টি এবং তৃতীয় অঙ্ক ৭টি] বিন্যস্ত হয়েছে। অনুবাদকর্ম ১৫৩ পৃষ্ঠায় মুখ্যত গদ্যে মূলের স্থানে স্থানে পরিবর্তন, পরিবর্জন অথবা পরিবর্ধন সহ সম্পাদিত হয়েছে। অনুবাদ ছায়ানুবাদ শ্রেণীর। স্থান-কাল-পাত্রের নাম এবং চরিত্রগুলির সাজপোষাক ও আচার-আচরণের দেশীয়করণ সম্পাদিত হয়েছে।

অনুবাদক ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেযুগে নাট্যকার হিসাবে খ্যাতি ছিল। তাঁর রচিত নাটকাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—ক্ষত্রবীর [১৯১৪], গোঁসাইজি [১৯১৫], পেলারামের স্বাদেশিকতা [১৯২২], জোর বরাত [১৯২৪], সাইন্ অফ্ দি ক্রশ্ [১৯২৫] বাঙ্গালী [১৯২৬] ও শঙ্খধ্বনি [১৯২৯]।

অনুবাদের নমুনাস্বরূপ বিচার দৃশ্যের [এখানে তৃতীয় অঙ্ক পঞ্চম গর্ভাঙ্ক] অংশবিশেষ উধৃত করা হল:

কুলীরক— …আপনার বিচার আসনের দোহাই, ধর্ম্মের দোহাই, ন্যায়ের দোহাই,—আপনি আর বিলম্ব ক'র্ব্বেন না! এখুনি আপনার রায় প্রকাশ করুন।

অনিলকুমার— ধর্ম্মবতার। অধীনেরও বিনীত প্রার্থনা আপনি শীঘ্র রায় প্রকাশ ক'রে দিন!

প্রতিভা— তা'হলে সওদাগর সাহেব—শ্রেষ্ঠী মহাশয়কে আপনি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিন।

লক্ষণীয় অনুবাদকর্মে বহুলভাবে মূল সংলাপ পরিবর্জিত বা পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু অভিনেয়তা-গুণ আরোপের জন্য সংলাপগুলি মোটামুটিভাবে স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

এ নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে এবার আসা যাক।

গ্রন্থে মুদ্রিত ভূমিকালিপি থেকে এবং সমসাময়িক অমৃতবাজার পত্রিকার

'প্রস্তাবনা গীত'টি অংশবিশেষ নিম্নরূপ ঃ—

বিধাতার এ রাজ্যখানা কিবা চমৎকার,
আইন কানুন সূক্ষ্ম ভারি বুঝে ওঠা ভার।
[হেথা] ফাঁকি দিয়ে কেউ না যাবে, যেমন দেবে তেমনি পাবে,
নিক্তি ধরে ওজন করে চুল চিরে বিচার।
দৃষ্টি গুলো মোদের কিন্তু চলে বড়ই কম,
[তাই] মাঝে মাঝে প্রাণের মাঝে ধোঁকা হয় বিষম,
জেনো কিন্তু মনেতে ঠিক, হবে নাক এদিক ওদিক,
কড়া ক্রান্তি হিসেব দরে চুকে যাবে সবার ধার।

নাট্যকর্মের নমুনা স্বরূপ তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষাংশ উধৃত করা হল ঃ—

[আচার ওয়ালার বেশে ফজল ও সিপাহীর বেশে মুন্না]

ফজল—চাই জারে—কা লেবু, হজমী গোলি, আমাচার, টোবাকুল, কাসুন্দ, কুলের আচার—

গীত

চাই জারে—কা লেবু কুলের আচার
টোবাকুল কাসুন্দি বহুত মজেদার—
মসেলা ভরপুর, কেয়া তোফা আমচুর,
খাট্টা মিট্টা দোনো মিলায়া জবার।
চো চো কা মোরব্বা চীনকা আমদানী
পুদিনাকা চাটনি থোড়া নেই পানি,
পেয়ারা জেলি টেপারি জ্যাম ক্যায়সা দানাদার।

এক কথায় বলা যায় হাস্য-রসাত্মক গীতি নাট্যের নামে নিদারুণ ভাঁড়ামির নিদর্শন। কাহিনীর আভাসটুকু ছাড়া এখানে শেকস্‌পীয়র সর্বতোভাবে অনুপস্থিত।

মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম রজনীর [২৫শে ডিসেম্বর ১৯২৫] অভিনয়ের ভূমিকালিপি নিম্নরূপ ঃ

স্বত্বাধিকারী	—	শ্রীউপেন্দ্রকুমার মিত্র বি. এ.।
অধ্যক্ষ	—	শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
অপেরা মাষ্টার	—	শ্রীজানকী নাথ বসু।

সহ ঐ — শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য।
ষ্টেজ ম্যানেজার — শ্রীঅমূল্যচরণ সুর।
বংশীবাদক — শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দত্ত [তমুবাবু]
প্রম্পটার — শ্রীনন্দহরি ভট্টাচার্য্য।

নৃত্য শিক্ষয়িত্রী—শ্রীমতি চারুশীলা।
নাসিরুদ্দিন— শ্রীতারকনাথ পালিত।
নবাব— শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
ইব্রাহিম— শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে।
বাহার আলি— শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ দে।
ফজল— শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বটব্যাল (Angus)
মোল্লা— শ্রীহরিদাস দত্ত।
কোতোয়াল— শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
জমাদার— শ্রীকালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মালব সেনাপতি—শ্রীতুলসীচরণ পাঠক।
নাগরিকগণ— ননীবাবু, কিশোরীবাবু, ইত্যাদি।
আসামী— শ্রীননীগোপাল মল্লিক।
মেহেরা— শ্রীমতি তারাসুন্দরী।
আমিনা— শ্রীমতি বাণীসুন্দরী।
গুলনার— শ্রীমতি ফিরোজাবালা।
মুন্না— শ্রীমতি চারুশীলা।
নাগরিকগণ— শ্রীমতি জ্ঞানদা, শরৎকুমারী।

অভিনয়ের গুণাগুণ সম্পর্কে সমসাময়িক কোন পত্রপত্রিকা থেকে সমালোচনাদি পাওয়া যায়নি।

□ মনমোহন রায়ের 'মারচ্যাণ্ট অফ্ ভিনিস্'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

সেক্সপিয়র, ম্যারচ্যান্ট অফ্ ভিনিস্—ভিনিসের বণিক। 'রিজিয়া' প্রণেতা শ্রীমনমোহন রায় বি. এ., বি. এল, অনূদিত। ম্যাক্মিলান এণ্ড কোং লিমিটেড্। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লণ্ডন। "…স্মৃতি যাঁর আজ-ও আঁকা আছে মনিবের মানস-নয়নে। প্রতিভা যাহার, চালিবে অনন্ত কাল অমিয়ার ধারা নরের শ্রবণে—গীতি বিমোহিনী…—সিম্বেলিন্, তৃঃ অঃ, প্রঃ দৃঃ।

শাইলক — ...[প্রকাশ্যে]

বৃথা কাল করিতেছি ক্ষেপ, দাও রায়।

পোর্সিয়া— এই বণিকের আধসের মাংস তব প্রাপ্য। এ জনের বক্ষঃস্থল হতে লহ কাটি, আদালত দিল তাই, আইনও দিল তাই।

শাই — অতি ন্যায়বান্ বিচারক!

পোর্সিয়া— কাটিবে এ মাংস তা'র বক্ষঃস্থল হ'তে আইন দিল তাহা, আদালতও দিল তাহাই।

শাই — অতি পণ্ডিত বিচারক! কিবা রায়! এস প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও!

অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনুবাদ কর্ম মোটামুটি সহজ এবং মূলানুরূপ। আলোচ্য নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠান কোথাও সম্পন্ন হয়নি।

☐ মহাদেব দে রচিত 'ভিনিস বণিক'

গ্রন্থের আখ্যা-পত্রটি নিম্নরূপ :

ভিনিস বণিক। মহাকবি উইলিয়ম সেক্স্পীয়র প্রণীত ইংরেজী দি মারচ্যান্ট্ অফ্ ভিনিসের বঙ্গানুবাদ ইন্দুবালা হেমপ্রভা প্রভৃতি নাটক প্রণেতা— শ্রী মহাদেব দে কাব্যরত্ন, কাব্যবিনোদ অনূদিত। "As long as there is life, there is hope". / সেপ্টেম্বর ১৯২৬, খৃঃ অঃ ঢাকা। মূল্য দশ আনা। প্রকাশক শ্রী ইন্দুভূষণ দে, মোক্তার, ঢাকা। প্রিন্টার— শ্রী হৃদয়লাল চক্রবর্তী হেনা প্রেস, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে অনুবাদক গ্রন্থের 'ভূমিকা'তে বলেছেন :

"...মাদৃশ ব্যক্তিদ্বারা, উহা বঙ্গভাষায় নাটকাকারে অনুবাদ করা সম্পূর্ণ ধৃষ্টতার কার্য্য। তবে, যাঁহারা ইংরেজী ভাষানভিজ্ঞ, তাঁহারা এই নাটকখানা পাঠে, অশ্বত্থামার দুগ্ধপান লালসা, পিটুলি-রসপানে পরিতৃপ্তির ন্যায়, পরিতৃপ্তি লাভ করিলেও শ্রম সার্থক মনে করিব। এই নাটকের অবতরনিকাটী মূলের অতিরিক্ত। এতদ্ভিন্ন অনেক উপমান উপমেয় অংশ, কি, যে যে অংশে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঘটনার ইঙ্গিত আছে, তাহা পণ্ডিত ভিরীটির নোট অবলম্বনে লিখিত ; সুতরাং স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ মূলের অতিরিক্ত পরিলক্ষিত হইবে।...অনুবাদ কার্য বড়ই দুরূহ, ত্রুটি বিচ্যুতি দোষ থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব, তাহা পাঠক পাঠিকাগণ মার্জ্জনা করিয়া লইবেন। একঘেঁয়ে গদ্য নিরস হইবে

বলিয়া এবং আজকাল রঙ্গমঞ্চে অভিনয় সৌকার্য্যার্থে আভিনায়িক অমিত্রাক্ষর ছন্দের (poetic prose) বহুল প্রচলন বিধায়, অনেক অংশ উক্ত ছন্দে লিখিত হইল।...বিনীত শ্রী মহাদেব দে, গ্রাম মান্দ্রা, পোঃ আঃ ভাগ্যকুল, জিঃ ঢাকা।"

ভূমিকার মধ্যে একটি করুণ অথচ কৌতুককর আবেদন আছে যেখানে তিনি বলেছেন ঃ— "অর্থাভাবে পুস্তকখানার বহিরাবরণ বিচিত্রবর্ণের বস্ত্রে আবরিত, স্বর্ণাক্ষরে পুস্তকের নাম, গ্রন্থকর্ত্তার নাম ও মূল্য নিরূপণ, এক কি বহুবর্ণের চিত্রে পুস্তকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারি নাই বলিয়া, বিক্রয় সম্বন্ধে বড়ই সন্দিহান হইতেছি। কিন্তু সুধীসমাজে কথঞ্চিৎ সমাদৃত হইলেও, এই এক-সপ্ততি বর্ষ বয়সের বৃদ্ধ নিজকে ধন্য মনে করিবে।"

গ্রন্থটি 'জনক-জননী-স্নিগ্ধ-চরণ-যুগলে' 'স্নেহের সন্তান' কর্তৃক উৎসর্গীকৃত। গ্রন্থশেষে চারপৃষ্ঠা ব্যাপী 'পরিশিষ্ট'-তে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক শব্দগুলির তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এক পৃষ্ঠা ব্যাপী 'শুদ্ধি পত্র' দেওয়া আছে।

পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্কে ১৫১ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে অনুবাদ কর্ম সম্পাদিত। পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন সহ অনুবাদ কর্ম মোটামুটি ভাবে 'ভাবানুবাদ' শ্রেণীর। স্থান-কাল-পাত্রে নামকরণে দেশীয়করণ রীতি গৃহীত হয়নি।

অনুবাদকর্মের নমুনাস্বরূপ বিচার দৃশ্যের [এখানে পঞ্চম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক] অংশ বিশেষই এখানে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

সাইলক— ...[প্রকাশ্যে] আমরা বৃথাসময় নষ্ট কচ্ছি। প্রার্থনা করি—শাস্তির হুকুম দিন।

পোরসিয়া—এই বণিকের এক পাউণ্ড মাংস আপনার প্রাপ্য। বিচারক তা দিচ্ছেন, আইনও তা দিচ্ছে।

সা— অতি ন্যায়পরায়ণ বিচারক।

পো— অবিশ্যি, তাঁর বুক থেকেই মাংস কেটে নেবেন। আপনি আইনের বিধান অনুসারে, তা পেতে অধিকারী এবং বিচারকও তা দিচ্ছেন।

সা— অতি বিজ্ঞ বিচারক! কি ন্যায় দণ্ডাজ্ঞা!! এণ্টনিও! এস, প্রস্তুত হও।

বলা বাহুল্য অনুবাদ কর্ম মোটামুটিভাবে সহজ, সরল ও স্বাভাবিক নাটকীয় গুণসম্পন্ন এবং সর্বোপরি মূলানুরূপ।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী "সুদখোর সওদাগর" শীর্ষক একটি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে। অনুবাদ আখ্যানানুবাদ শ্রেণীর যদিও সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় এ অনুবাদ প্রশংসিত হয়। এ গ্রন্থ সম্পর্কে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকার [৮ম বর্ষ ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩২৩] 'গ্রন্থ সমালোচনা' বিভাগে লেখা হয়ঃ

"সুদখোর ও সওদাগর 'মার্চেণ্ট অব্ ভেনিস' হইতে গৃহীত। তবে গল্পটি দেশী ছাঁচে ঢালা—অর্থাৎ স্থান ও পাত্রগণের দেশীয় নাম দেওয়া হইয়াছে। সে ভালই হইয়াছে—বাঙ্গালা অক্ষরে য়ুরোপীয় নামযুক্ত গল্প বড়ই কটমট শোনায়, পড়িতে গায়ে যেন জ্বর আসে।

পুস্তকের ভাষা ও রচনারীতি সহজ সরল ও সুখপাঠ্য। সুললিত গল্পের ন্যায় উহা শিশুদিগের চিত্তকে অনায়াসে আকৃষ্ট করিবে।"

☐ টেমিং অফ্ দি শ্রু

শেকস্পীয়রের এই নাটিকাটির যতদূর জানা যায় একটিমাত্র বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। সেটি হল নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত 'চামুণ্ডার শিক্ষা' (১৯২২)। কিন্তু গ্রন্থটি শিশুদের জন্য আখ্যানানুবাদ—নাটক নয়, সুতরাং এ গ্রন্থের আলোচনা অপ্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়। সুখপাঠ্য রচনারীতির জন্য 'মানসী' পত্রিকা [কার্ত্তিক, ১৩২৩] গ্রন্থটির প্রশংসা করে।

☐ অ্যাজ্ ইউ লাইক্ ইট্

'The three Sunny or Sweet-time Commedies'—এর অন্যতম হল 'অ্যাজ্ ইউ লাইক্ ইট্', সম্ভবত শ্রেষ্ঠও বটে।[৪৪] এ নাটকটির আলোচনায় ফার্নিভাল বলেছেনঃ[৪৫]

"The play goes back too, to the Old Robin Hood spirit of England, to that same love of Country and of forest and of adventure which still sends our men all over the world, and empeties yearly our women out of town."

বঙ্গানূদিত দুটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছেঃ

১। অনঙ্গরঙ্গিনী ঃ অন্নদাপ্রসাদ বসু—১৮৯৭

২। মনের মতন : সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, সেকসপিয়র গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির।

অন্নদাপ্রসাদ বসুর 'অনঙ্গরঙ্গিনী'

গ্রন্থের আখ্যা-পত্রটি নিম্নরূপ :

অনংগরঙ্গিণী। মিলনান্ত নাটক। মহাকবি সেক্ষপিয়রের 'য়্যাজ ইউ লাইক ইট' নামক নাটকের ছায়া অবলম্বনে, শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বসু প্রণীত। "Wedding is great Juno's crown : /Oh, blessed bond of board and bed. /'Tis Hymen peoples every town ; /High Wedlock, then, be honoured ; /Honour, high honour and renown, / To Hymen, God of every town" / Shakespeare. / ......কলিকাতা, ২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিকটোরিয়া প্রেসে শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৩০৪।

পঞ্চম অঙ্ক, নবম গর্ভাঙ্কে ১৩২ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে ছায়ানুবাদ সম্পাদিত হয়েছে। ছায়ানুবাদ বলে চরিত্র ও দৃশ্যাবলীর নামের দেশীকরণ বলা বাহুল্য স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়েছে। মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক—বিশেষ করে নির্বাসিত রাজার প্রধান অনুচর যাদবের মুখে, ব্যবহৃত হয়েছে। ঘটনার ক্রম-পরিণতির ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে। ভাষাগত ব্যবহারের ক্ষেত্রে অধিকাংশ স্থলেই চলিত ভাষায় প্রয়োগ লক্ষণীয়। চরিত্র সংখ্যার হেরফের আছে—যেমন, ডিউক স্যার রোনাল্ড ডিবয়েসের তিনপুত্রের [অলিভার, জেকুইস, অর্লান্ডো] স্থলে এ নাটকে দুই পুত্র [অনঙ্গ ও অরবিন্দ] আছে। মূল নাটকের তুলনায় দৃশ্য সংখ্যাও বর্ধিত হয়েছে। মূল নাটকে যে সমস্ত গান নাটকের প্রাণস্বরূপ দুঃখের বিষয় অনুবাদকর্মে অনুবাদক সেগুলি বর্জন করেছেন। সেজন্য মূল নাটকের সৌন্দর্য ব্যাহত হয়েছে। অনুবাদকর্মের কিছু নমুনা উল্লেখ করা হল। আলোচ্য নাটকের শেষ দৃশ্যে [পঞ্চম অঙ্ক নবম গর্ভাঙ্ক] সন্ন্যাসীবেশে যাদব রাজার নিকট নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকগুলি [শঙ্করাচার্যের রচিত] আবৃত্তি করেছে :

> দেহাদিভাবং পরিবর্ত্তয়ন্তঃ আত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তঃ।
> নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।।
> স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ সুশান্ত সর্ব্বেন্দ্রিয় তুষ্টি মন্তঃ।
> অহর্নিশং ব্রহ্ম সুখে রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।।

পঞ্চাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ পতিং পশূনাং হৃদি ভাবয়ন্তঃ ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ।।

এই শ্লোকগুলি আবৃত্তি শেষে যাদব প্রথম সন্ন্যাসীসহ প্রস্থানোদ্যত হলে রাজা তাঁদের বাধা দিয়ে বলছেন ঃ

রাজা—পুণ্ডরীক! আমার জনকজননীর প্রিয়পুত্র! আমার শৈশব স্নেহের একমাত্র পাত্র! তুমি কোথা যাবে? আমার দক্ষিণবাহু! তোমায় অরণ্যে বিসর্জ্জন দিয়ে কিরূপে আমি ঘরে যাব? আমি এ বৃদ্ধকালে গৃহবাসী হব, আর তুমি ভিক্ষাজীবী হ'য়ে দিগ্‌দিগন্তরে ভ্রমণ ক'রবে। ধর্ম্মজ্ঞ! একি বিপরীত বিচার ক'রেছ? ভাই ঘরে চল; আমি কন্যা দুটি—জামাতা দুটিকে নিয়ে আমোদ আহ্লাদে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত ক'রব; আরও জাম্বিন্! তুমি রাজকার্য্য নির্ব্বাহ ক'রবে। ভাই, আমার এ মনোরথ ব্যর্থ ক'র না, ঘরে চল।

রাজা উপরোক্ত কথাগুলি বলার পর দৃশ্যের সমাপ্তি অংশটি নিম্নরূপ—

অনঙ্গ
অরবিন্দ } আবার নগরকে অলঙ্কৃত করুন।

রঙ্গিনী— কাকা, এস। [হস্ত আকর্ষণ]

১ম সন্ন্যাসী— যদি ত্যজিতে হয় এ সংসার ধর্ম্ম,
বিসর্জ্জিব কেন ইহা সংসার-রৌরবে?
যোগানলে বিসর্জ্জিব দেহের সহিত;
এ রত্ন মুষিতে মোর কেন বাঞ্ছা কর?
হরি হরি! হেন পাপ কেন কর সবে?

[গমনোন্মুখ]

সরলা— [পিতার হস্ত ধরিয়া]

বাবা! সরলা তোমার—[রোদন]

যবনিকা পতন

—উপরোক্ত অনুবাদকর্ম প্রসঙ্গে এককথায় বলা যায় অনুবাদক তাঁর গ্রন্থে স্বদেশীয়করণের আগ্রহাতিশয্যে শেকস্‌পীয়রের অপমৃত্যু ঘটিয়েছেন।

☐ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'মনের মতন'

শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের যথাযথ ও মূলানুরূপ বঙ্গানুবাদের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ সৌরীন্দ্রমোহনের 'মনের মতন'। শুধুমাত্র নাটকের নামকরণের পরিবর্তন ছাড়া অনুবাদক মহাকবির নাটকের যথাযথ অনুবাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। মূল নাটকের প্রাণস্বরূপে প্রত্যেকটি গানের অনুবাদ এবং গদ্য সংলাপের গদ্যানুবাদ ও পদ্য সংলাপের পদ্যানুবাদ [অমিত্রাক্ষর ছন্দে] করেছেন সৌরীন্দ্রমোহন আলোচ্য নাটকে। মূল নাটকের 'এপিলোগ' অংশটুকুও অনুবাদক 'উপসংহার' শীর্ষক অধ্যায়ে অনূদিত করে প্রকাশ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ পঞ্চম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যের সুবিখ্যাত গানটির[৪৬] বঙ্গানুবাদ উধৃত হল :

দেবতার মণি—বিবাহ ভূষণ! করে এক গৃহ—পুণ্য শয়ন!! প্রজাপতি জয়—জয় প্রজাপতি! এ শুভ পরিণয়ে—সুচির প্রণতি!! মান-গৌরব-পুলক-বিভব! বিবাহে ধন্য হোক পুণ্য জীবন!!

অনুবাদের সার্থক নমুনা স্বরূপ সমাপ্তি দৃশ্যের শেষাংশ[৪৭] উধৃত করা যাক :

জাক্‌স্‌—ভবে তাঁর পাশে মোর ঠাঁই।
সেথা যাবো—বহু কথা জানিবার আছে।
[ডিউকের প্রতি]
রাজত্ব-সম্পদে করি তব অভিষেক!
ধৈর্যে, ক্ষমা-ধর্মে তব—তুমি যোগ্য রাজা।
[অর্লাণ্ডোর প্রতি]
একন্যা তোমারে দিই। যোগ্য পাত্র তুমি।
বিশ্বাসে নিষ্ঠায় প্রেমে পূর্ণ তব প্রাণ।
[অলিভারের প্রতি]
তুমি পেলে পত্নী মিত্র—যোগ্যে যোগ্য লাভ।
[সিল্‌ভিয়াসের প্রতি]
চির-ঈপ্সিতারে পেলে নৈষ্ঠিক সাধনে!
[টচ্‌ষ্টোনের প্রতি]
তার্কিক, তর্কের তুমি পেয়েছো পাথার—
এ তোমার—প্রেম-যাত্রা দু' মাসে কাবার।
সকলে আনন্দ করো, হাস্য-নৃত্য-গীতে—

নীরব রহিব।
মোর রুচি নাহি ইবে।

ডিউক— আনন্দ-মেলায়
দাও ডাক্ সে, যোগ দাও আজিকার মত।

দুঃখের বিষয় সৌরীন্দ্রমোহনের নাটকটির কোন অভিনয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা যায় না।

□ টুয়েলফ্থ নাইট

আলোচ্য নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে ফার্নিভাল বলেছেন :[৪৮]

"Still one of the Comedies of Shakspere's bright, sweet time. True that we have to change Rosalind's rippling laugh for the drunken Catches and bidulous drollery of Sir Toby Belch and his Comrade, and Touchstone for the clown ; but the leading note of the play is fun, as if Shakspere had been able to throw off all thought of melancholy, and had devised Mal-Volio to help his friend's 'fleet the time carelessly', as they did in the golden world.

...Henry IV gives us in Falstaff and his followers the Company whence Sir Toby Belch and Sir Andrew Aguechee come, as the Second Part of that play gives us Falstaff playing on Justice Shallow as Sir Toby in Twelfth-Night plays on Sir Andrew"

ইংলণ্ডে এ নাটকের প্রথম অভিনয়-ইতিহাস প্রসঙ্গে ফার্নিভাল আরো বলেছেন :[৪৯]

"The play was acted at th barristers' feast at the Middle Temple, on February 2, 1601-2, as Inganni (one by Nicolo Secchi, Pr. 1562, another by Curzio Gonzaga, Pr. 1592), which contains a brother, and sister so like him drest as a man, as to lead to mistakes like those in Shakspere's play. But another Italian Play, Gl' Ingannati, Pr. 1585, englist 1862, contains more likenesses to Twelfth-Night. However, the original that Shakspere used was doubtless Barnaby Rich's a History of Apolonius and Silla, printed in Hazlitt, Pt. I., Vol. 1 page 287, from 'Riche his Farewell to Militarie profession' 1581".

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা অনুবাদের সংখ্যাগত ও গুণগত অবস্থা আশাব্যঞ্জক বলা চলে না।

মাত্র দুটি অনুবাদ-প্রয়াসের [গ্রন্থাকারে] সন্ধান পাওয়া গেছে ঃ

১। সুশীলা-চন্দ্রকেতু ঃ কান্তিচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৮৭২ [১২৭৯ সাল]

২। দ্বাদশ রজনী ঃ পশুপতি ভট্টাচার্য, সেক্সপিয়র গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির।

প্রথমটি [সুশীলা চন্দ্রকেতু] নাটকানুবাদ নয়, আখ্যানুবাদ।

দ্বিতীয়টি মোটামুটিভাবে যথাযথ ভাষানুবাদ।

□ **কান্তিচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'সুশীলা চন্দ্রকেতু'**

গ্রন্থের আখ্যা-পত্রটি নিম্নরূপ ঃ

Sushila Chandra Ketu/By/Kanti Chandra Vidyaratna B. A./Professor of Sanskrit, Cathedral Mission College.

সুশীলা চন্দ্রকেতু কাথিড্রাল মিশন কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক বন্দ্যোপাধিক শ্রীকান্তিচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বি এ, প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৭৯ সাল।

গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'-এ কান্তিচন্দ্র বলেছেন ঃ

"সুশীলা-চন্দ্রকেতু কোন পুস্তকের অনুবাদ নহে। মহাকবি সেক্সপিয়ারের অন্যতম নাটক পাঠে উদ্বোধিত। উক্ত কবি শিরোমণির 'টুয়েলফ্থ নাইট' পাঠ করিতে আমার কেমন প্রতীতি হইল, যে এই নাটকের গল্পভাগটী বঙ্গভাষায় সঙ্কলিত হইতে পারে। গল্পটির সারভাগ মাত্র গ্রহণ করিয়া আমি উহাকে অনেক পরিবর্ত্তিত ও ভারতীয় বেশে সন্নিবেশিত করিয়াছি। এইরূপ পরিবর্ত্তন দ্বারা গল্পটীর উৎকর্ষ সম্পাদন কখনই সম্ভাবিত নহে, বরং অপকর্ষেরই সমধিক সম্ভাবনা। এক্ষণে পাঠকগণ নূতনবোধে 'সুশীলা চন্দ্রকেতু' একবার আদ্যন্ত পাঠ করিলেই সকল শ্রম সফল বোধ করিব।—শ্রীকান্তি চন্দ্র শর্ম্মা।"

সুতরাং, 'বিজ্ঞাপন'-এর বক্তব্য থেকে জানা গেল গ্রন্থটি মূলের আখ্যানানুবাদ। ১০০ পৃষ্ঠায় গদ্যে মূল নাটকের মর্মানুসরণে উপাখ্যানাকারে গ্রন্থটি সম্পাদিত হয়েছে।

অতএব এ গ্রন্থের আলোচনা বাহুল্য বলেই মনে হয়।

☐ পশুপতি ভট্টাচার্য্যের 'দ্বাদশ রজনী'

বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত সেক্সপিয়র গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত নাটকটির প্রথম পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে—

দ্বাদশ রজনী। অথবা যেমন অভিরুচি Twelfth Night or What you will উইলিয়াম সেক্সপীয়র প্রণীত। শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য অনূদিত। অনুবাদকর্ম মূলানুরূপ ও যথাযথ। অনুবাদে মূল নাটকের গানগুলির মর্য্যাদা মোটামুটিভাবে রক্ষা করা হয়েছে।

অনুবাদের নমুনাস্বরূপ তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথমাংশ[৫০] এখানে উদ্ধৃত করা হল:

[সার টোবি, সার এণ্ডরু ও ফেবিয়ানের প্রবেশ]

সার এণ্ডরু—না, আর এক মুহূর্ত্ত আমি এখানে থাক্‌বো না।

সার টোবি—কারণ কি যাদু? কারণ শুনি।

ফেবিয়ান—কারণ আপনার দেখানো উচিত সার এণ্ডরু।

সার এণ্ডরু—তোমার ভাইঝি সেই কাউণ্টের লোকটাকে এত আদর যত্ন করতে লাগলো—যে, তেমন যত্ন আমায় কখনো করেনি। বাগানে এ ব্যাপার আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

সার টোবি— সে তোমায় দেখেছিল?

সার এণ্ডরু—পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিল··· আমি যেমন তোমায় দেখছি।

ফেবিয়ান — এ থেকে তোমার উপর তাঁর ভালবাসার প্রমাণ পাচ্ছি।

সার এণ্ডরু—আরে ছো! আমায় গাধা বানাবে নাকি?

ফেবিয়ান — বিচারে আমি প্রমাণ করে দেবো।

সার টোবি— নোয়া নাবিক হবার আগে থেকেই ওরা বিচার-কার্য্য করছে।

স্বাভাবিক, সহজ ও যথাযথ অনুবাদের উজ্জ্বল নিদর্শন। এবার গানের নমুনাস্বরূপ পঞ্চম অঙ্কের [নাটকের] সমাপ্তি-গীতটি[৫১] [ক্লাউনের মুখে] উদ্ধৃত করা যাক:

গান

বিদূষক — বালক ছিলেম যখন রে ভাই, রৌদ্র-বাদল ভরপুরে;
খেল্‌না তখন ছিল মধুর, ঝরতো বাদল ঝুর-ঝুরে॥
যুবক হলেম যখন রে ভাই, রৌদ্র-বাদল ভরপুরে;
চোরকে দেখে হতেম সামাল, ঝর্‌তো বাদল ঝুরঝুরে॥

প্রেয়সী মোর এলেন যখন, রৌদ্র-বাদল ভরপুরে ;
মদের নেশায় কাটতো না দিন, ঝরতো বাদল ঝুরঝুরে ॥
শয়ন-বিরাম নিতেম যখন, রৌদ্র-বাদল ভরপুরে ;
ছটপটে ভাব কাটতো না ভাই—ঝরতো বাদল ঝুরঝুরে ॥
এইতো সেদিন পেলেম জনম, রৌদ্র-বাদল ভরপুরে ;
যাকরে চুলোয়, নাটক তো শেষ,
আসবো আবার তুষবো রে ॥

দুঃখের বিষয় আলোচ্য নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়নি যদিও অনুবাদকর্মে অভিনেয়তা গুণ বিদ্যমান।

☐ অল্‌স্‌ ওয়েল দ্যাট্‌ এ্ন্ড্‌স্‌ ওয়েল

আলোচ্য নাটকের একটিমাত্র অনুবাদকর্ম সাধিত হয়—তা হলো গোবিন্দচন্দ্র রায়-এর 'ভিষক দুহিতা' [১৮৮৮]। কিন্তু এটি উপাখ্যানাকারে রচিত। সুতরাং এ বিষয়ে আলোচনা অপ্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়। গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

Shakespeare—উপন্যাসকুসুম। দ্বিতীয় স্তবক। All's well that Ends well / অথবা ভিষক-দুহিতা ঢাকা আরমানীটোলা আদর্শ-যন্ত্র শ্রীযুক্ত এল, এম, দাস কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত। ১৮৮৮ All rights reserved for the author.

☐ জুলিয়াস সীজার

শেকস্‌পীয়র রচিত তৃতীয় পর্যায়ের নাটকাবলীর প্রথম নাটক 'জুলিয়াস সীজার' [১৬০১]। নাটকের প্রধান চরিত্র ব্রুটাস, সীজার নয়। মাত্র তিনটি দৃশ্যে [১ম অঙ্ক ২য় দৃশ্য, ২য় অঙ্ক ২য় দৃশ্য এবং ৩য় অঙ্ক ১ম দৃশ্য] সীজারকে নাটকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু তাঁর প্রভাব সমগ্র নাটকে পরিব্যাপ্ত। কর্মবীরের প্রতি শেকস্‌পীয়রের অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল—এবং এ শ্রদ্ধা থেকে তিনি নাটকের নামকরণে সুগভীর রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। তাই এ ট্রাজেডির মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে দীপ্যমান রয়েছে সীজারের চরিত্র—তাঁর শক্তি—তাঁর spirit। মহাকবি বলিষ্ঠ মানবাত্মার ছবি এঁকেছেন এ নাটকে—কর্তব্যের জন্য স্নেহমায়া প্রীতি বলি দিতে প্রকৃত কর্মী কখনও পরাঙ্মুখ হয় না—এ সত্য নাটকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচ্য ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি রচনার কারণ স্বরূপ ফার্নিভাল বলেছেন[৫২] :

"What made Shakspere produce this historical play in 1601? We know its date by an extract from Weever's Mirror of Martyrs, 1601, no doubt written when the play was quite frest in people's minds—

'The many-headed multitude were drawn
By Brutas' speech, that Cæsar was ambitious :
When eloquent Mark Antony had shown
His virtues. who but Brutus then was Vicious?'

...Assuredly the citizens of London in that year who heard Shakspere's play must have felt the force of 'Et tu Brute,' and must have seen Brutus's death, with keener and more home-felt influence than we feel and hear the things with now. Among Essex's friend's was that Lord Southampton, to whom Shakspere dedicated both his Venus in 1593 and Lucrce in 1594."

বাস্তবিকপক্ষে 'Et tu, Brute' উক্তি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে শেকস্পীয়রের পরবর্তীকালে রচিত সমস্ত ট্র্যাজেডির মূল চরিত্রগুলির উক্তি, আচরণ ও পরিণতিতে। প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য নাটকের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শেকস্পীয়র সমসাময়িক দেশবাসীদের রাজনৈতিক-চেতনা সঞ্চারে তৎপর হয়ে সার্থকতা লাভ করেছিলেন।

শেকসপীয়রের আলোচ্য সার্থক ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির একটিমাত্র অনূদিত গ্রন্থের [বাংলা ভাষায়] সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রন্থটি হলো— জুলিয়াস সীজার : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯০৭। গ্রন্থটি ৫১নং আপার চিৎপুর রোড থেকে রামগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত সেকসপীয়র গ্রন্থাবলীর—১ম খণ্ডে অনূদিত নাটকটি পুনর্মুদ্রিত হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গ্রন্থটি মূলানুরূপ, যথাযথ ও স্বাভাবিক অনুবাদের সার্থক নিদর্শন। অনুবাদকর্মের নমুনাস্বরূপ পঞ্চম অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যের [ব্রুটাসের মৃত্যু দৃশ্য] অংশ বিশেষ[৫৩] এখানে উধৃত করা হল :

"[দুন্দুভি ধ্বনি। নেপথ্যে। —'পলাও পলাও প্রভু']

ক্লাইটাস্— পলাও পলাও প্রভু।

ব্রুটাস—	যারে তোরা যাবে হেথা হতে,
পশ্চাতে আসিব আমি।
[ক্লাইটাস, ডাভের্ন্যাস ও ভলম্ন্যাসের প্রস্থান]

দেখ্ ষ্ট্র্যাটো, তুই শুধু থাক্
তোর প্রভুর নিকটে ; জানি, তুই অতি ভদ্রলোক
মর্য্যাদা-জ্ঞানের তুই দিয়াছিস কিছু পরিচয়
আপন জীবনে - শোন্। তোরে করি এই অনুরোধ,
—ধরি এই অসি মোর, থাক্ তুই মুখ ফিরাইয়া,
আর আমি দ্রুতবেগে পড়ি এই অসির উপরে।
করিবি—বলিনু যাহা!

ষ্ট্র্যা—	আগে প্রভু দেও হস্ত তব,
বিদায় লইনু তবে তব-কাছে জনমের মত।

ব্রু—	সুজন সুশীল ষ্ট্র্যাটো! জন্মশোধ হইনু বিদায়।
সীজার! নিশ্চিন্ত হও, আমি এবে যে আগ্রহ ভরে
বধিতেছি আপনারে—ছিল নাকো অর্দ্ধেক তাহার
—বধিনু তোমায় যবে।
[দৌড়িয়া গিয়া অসির উপর পতন ও মৃত্যু]

[দুন্দুভি ধ্বনি]—রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন। অকটেভিয়াস, আন্টনি, মেসেলা, লুসিলিয়াস, সৈন্যে প্রবেশ]

অ—	ও লোকটা কেবা বল' দেখি।

মে—	ও মোর প্রভুর ভৃত্য।
বল্ ষ্ট্র্যাটো—কোথা তোর প্রভু ?

ষ্ট্র্যা—	শুনলে মেসালা তবে—যে বন্ধনে আছ বদ্ধ তুমি,
প্রভু মুক্ত তাহা হতে, বিজয়ীরা কি আর করিবে ?
—আগুন জ্বালাতে পারে শুধু তার দেহের অঙ্গারে।
কেননা, ব্রুটাস্ নিজে নিজেরেই করিল নিহত,
তাঁর মৃত্যু ঘটনায় আর কেহ নহে যশোভাগী।"

এক কথায় বলা যায় সার্থক অনুবাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বাংলা-অনুবাদ নাটকের ইতিহাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্থান সর্বোচ্চে। প্রায় পঁচিশখানি দেশী বিদেশী নাটক তিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন।

দুঃখের বিষয় শেক্সপীয়রের নাটকের এই একটিমাত্র অনুবাদ প্রয়াসই তিনি করেছিলেন যদিও নিঃসন্দেহে বলা চলে শেক্সপীয়রের নাটকের মুষ্টিমেয় কয়েকটি সার্থক অনুবাদ প্রয়াসের মধ্যে এটি শুধু অন্যতমই নয় হয়ত বা শ্রেষ্ঠতমও।

খুবই আশ্চর্যের বিষয় আলোচ্য সার্থক অনূদিত নাটকটি কোথাও অভিনীত হয়েছিল বলে সন্ধান পাওয়া যায় না। অবশ্য অতি সাম্প্রতিককালে এ নাটকের সার্থক প্রযোজনার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়েছে।

□ হ্যামলেট

বিখ্যাত ইংরেজ কবি-সমালোচক টি. এস. এলিয়ট হ্যামলেট চরিত্রের সঙ্গে দ্য ভিঞ্চির অমর সৃষ্টি 'মোনালিসা'র তুলনা করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে হ্যামলেট চরিত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটনে জগতের সুধীমণ্ডলীর প্রয়াসের অন্ত নেই। 'রয়াল শেক্সপীয়র' গ্রন্থের ভূমিকায়[৫৪] ফার্নিভাল হ্যামলেট নাটকের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে বহু মনীষীর বক্তব্যের উদ্ধৃতিসহ সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আলোচ্য নাটকের তিনটি জায়গায় তিনজনের উক্তিতে পূর্ববর্তী নাটক 'জুলিয়াস সীজার'-এর প্রসঙ্গ উধৃত হয়েছে—১। প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে হোরাসিওর উক্তিতে ২। তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে পলোনিয়াসের উক্তিতে এবং ৩। পঞ্চম অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে হ্যামলেটের উক্তিতে।

হ্যামলেট নাটক প্রসঙ্গে সুধীমণ্ডলীর বহুবিধ আলোচনার উদ্ধৃতি পরিহার করলেও বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার বলে মনে হয়—

১। হ্যামলেটের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও স্বগতোক্তিতে তার প্রকাশ।

২। ওফেলিয়ার সঙ্গীত[৫৫]।

৩। অতিপ্রাকৃত বা ভৌতিক দৃশ্যে পারিপার্শ্বিকতার স্বাভাবিকতা।

৪। মূল সংলাপের গঠনগত সাদৃশ্য ও ছন্দোমাধুর্য।

শেক্সপীয়রের হ্যামলেট নাটকের নিম্নলিখিত [নাটকাকারে] বাংলা অনুবাদগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে।

১। অমরসিংহ : প্রমথনাথ বসু, ১৮৭৪।

২। হ্যামলেট : ললিতমোহন অধিকারী, ১৮৯২ [১২৯৯]।

৩। ঐ : চণ্ডীপ্রসাদ ঘোষ, ১৮৯৪।

৪। হরিরাজ : নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ১৮৯৫।

৫। হ্যামলেট : মনোমোহন রায়, ১৯১৮।

এছাড়াও সিদ্ধেশ্বর ঘোষ রচিত 'চন্দ্রনাথ' [১৩০০ সাল, পৃষ্ঠা—১২৪] নাটকটিও মূলের ছায়ানুবাদ বলে উল্লেখিত হয়েছে[৫৬]

□ **প্রমথনাথ বসুর 'অমরসিংহ'**

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

অমরসিংহ। or Shakespeare's Tragedy of Hamlet. / শ্রী প্রমথনাথ বসু প্রণীত 'False face must hide what / the false heart doth know'—Macbeth. / অথবা কৃত বাগ্দ্বারে বংশেহস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ। মণৌবজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।[৫৭]—রঘুবংশম্। কলিকাতা চিৎপুর রোড ২৮৫ নম্বর শোভাবাজার শ্রী অরুণোদয় ঘোষ দ্বারায় বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে অনুবাদক গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'-এ বলেছেন :

"যাঁহারা মহাকবি সেক্সপীয়ার কৃত হ্যামলেট্ পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট যে এই অমরসিংহ আদৃত হইবে এ আশা দুরাশা মাত্র। তথাপি ইদানীন্তন সহৃদয় মহোদয়গণের নাট্যরসে অনুরাগ দর্শন করিয়া আমি ইহাকে বঙ্গসমাজ-হস্তে অর্পণ করিতে উৎসাহিত হইলাম। যদি অমরসিংহ ক্ষণকালের নিমিত্ত বঙ্গবাসীগণের মনোরঞ্জন করিতে পারে তাহা হইলে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিব।—শ্রী প্রমথনাথ বসু, ১লা অগ্রহায়ণ—সন ১২৮১ সাল।"

অনুবাদক প্রমথনাথ বসুর জীবনী ও অন্যান্য কর্মজ্ঞান প্রয়াসের প্রাসঙ্গিক কোন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাঁর আলোচ্য গ্রন্থে গদ্যে-পদ্যে পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে [মূলানুরূপ, দৃশ্যের বদলে গর্ভাঙ্ক বলা হয়েছে] অনুবাদ সম্পাদিত হয়েছে। চরিত্র ও দৃশ্যাবলীর নামের দেশীয়করণ হলেও অনুবাদ মোটামুটিভাবে যথাযথ ও ভাবানুযায়ী। দৃশ্য বিভাগও প্রায় যথাযথ। প্রধান চরিত্রগুলির নামের দেশীয়করণ নিম্নরূপ :

ক্লডিয়াস—বিজয়সিংহ, হ্যামলেট—অমরসিংহ, লিঅর্টিস—আদিত্য, মন্ত্রী [পলোনিয়াস]—সুধীর, হোরেসিও—বিনয়, গারট্রুড—বিমলা এবং ওফেলিয়া —সরোজিনী।[৫৮]

অনুবাদকর্মের নমুনাস্বরূপ মূল নাটকের তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের [অনুবাদে তৃতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক] অন্তর্গত হ্যামলেটের স্বগতোক্তিটুকু ("To be, or not to be—……Sins rememb'red") এখানে উধৃত করা হল :

অমরসিংহ [চিন্তিতভাবে]

এখন কি করা যায়। সহিব কি আমি
অদৃষ্টের ফলাফল যেমন ঘটিবে ?
অথবা ধরিয়া অস্ত্র, নাশিবে জীবন,
নিবারিব সে সকলে, জনমের তরে ?
মরণে নিদ্রায় কিছু নাহিক প্রভেদ।
নিদ্রার কুহকে যদি, শত শত ক্লেশ
যায় চলি মন হতে, মরিলে মানব
যাইবে যতেক ক্লেশ, নাহিক সংশয়।
মহানিদ্রা বলি ডাকে, মরণে মানব,
আছয়ে কি এ নিদ্রায়, সেরূপ স্বপন
যেরূপ ঘটয়ে সদা, সহজ নিদ্রাতে ?
জানিনা আমরা কিছু মরণের পরে।
কি ঘটিবে মৃত্যু পরে, নাহিক নিশ্চয়,
এ হেতু সতত মোরা, সহি অপমান
একারণে সহি ঘৃণা, অহঙ্কারী পাশে
নতুবা দিতাম শোধ, অসির প্রয়োগে।
এইরূপে আমাদের করি কাপুরুষ,
পরলোক-ভয় আসি করে নিবারণ ;
সাধিতে মনের সাধ, করিতে সুকাজ,
রাখিতে মানব নাম, প্রতিজ্ঞা পালনে।
[সরোজিনীকে দেখিয়া] একি ! সরোজিনী যে
এখানে একলা বেড়াচ্চে। দেখি আমায় কি বলে।

অনুবাদকর্ম কিছুটা সংক্ষেপিত। কোন কোন স্থলে তা মোটামুটিভাবে যথাযথ এবং মূলের ব্যঞ্জনা রক্ষা করেছে। কিন্তু কিছু কিছু স্থলে (মূলের পরিবর্জন দ্বারা) অসার্থক বলে মনে হয়। যেমন 'The fair Op elia-Nymph, in thy orisons be all my sins rememb' red'-এর অনুবাদ—'[সরোজিনীকে দেখিয়া] একি ! সরোজিনী যে এখানে একলা বেড়াচ্চে ! দেখি আমায় কি বলে'।

খুবই দুঃখের বিষয় ওফেলিয়ার গানগুলি বর্জিত হয়েছে—গানের বক্তব্য বিষয় পাগলিনী সরোজিনীর সংলাপাংশে সংযুক্ত করা হয়েছে।

আলোচ্য নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠানের সংবাদ সমসাময়িক গ্রন্থাদি এবং পত্রপত্রিকার বিবরণ থেকে পাওয়া যায় না।

☐ ললিতমোহন অধিকারীর 'হ্যামলেট'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

যুবরাজ হ্যামলেট; অর্থাৎ মহাকবি সেক্ষপীয়ের হ্যামলেট প্রিন্স অব্ ডেনমার্কের বঙ্গানুবাদ।

পরপৃষ্ঠায় পদ্যে একপৃষ্ঠা ব্যাপী 'উৎসর্গ' পত্রে 'কাসিমপুর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী জমিদার শ্রীযুক্ত কুমার কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ীর করকমলে' —'শ্রী ললিতমোহন অধিকারী, উকীল, জজ্ আদালত, পাবনা ১২৯৯ সাল ৫ই বৈশাখ কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত' হয়েছে।

গ্রন্থে পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে ১৯৩ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে মোটামুটিভাবে মূলের যথাযথ বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। অনুবাদকর্মের রীতি বা উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে গ্রন্থমধ্যে কোন 'বিজ্ঞাপন', 'ভূমিকা', বা 'নিবেদন' ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয়নি। অনুবাদকর্মের নমুনাস্বরূপ হ্যামলেটের স্বগতোক্তির অংশ-বিশেষ [তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য থেকে] উদ্ধৃত করা হল ঃ

হ্যামলেট — কি বল কি করি, বল বাঁচি কিম্বা মরি,
এ কি মনের গৌরব স'য়ে থাকা সব
বিড়ম্বনা অদৃষ্ট যখন হয় বাম,
কিম্বা বাধা দিয়ে বেগ নিবারণ করা,
উথলিয়ে উঠে যবে শোকের সমুদ্র ?
ঘুমান মরণ এক ; নাই <u>ভিন্ন ভেদ</u> ;
এত জানা আছে ঘুমালে <u>মনের ব্যথা,</u>
নিয়ে যায় আর কত এ জ্বালা যন্ত্রণা,
এত সবার বাসনা। মৃত্যু নিদ্রা মাত্র ;
স্বপ্ন দেখি নিদ্রাবেশে এইত <u>শঙ্কট</u> ;
সেই মৃত্যু নিদ্রাবেশে কি স্বপ্ন দেখিব,
ছাড়িয়াছি যবে' সদ্য <u>পাতি কলেবর,</u>
এই চিন্তার বিষয় ; যতদিন বাঁচি ?
সহি কত কষ্ট কেবল এ <u>জপ ভেবে</u> ;

উপরের রেখাঙ্কিত অংশগুলির অস্পষ্টতা ও অর্থহীনতা লক্ষণীয়।

□ চণ্ডীপ্রসাদ ঘোষের 'হ্যামলেট'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

হ্যামলেট্‌ অর্থাৎ মহাকবি সেক্‌সপিয়রকৃত সুপ্রসিদ্ধ কাব্যের বঙ্গানুবাদ। শ্রী চণ্ডীপ্রসাদ ঘোষ কৃত। Published By the Poor's Library, / No. 64, College Street, Calcutta./1894.

১৯৬ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে মোটামুটিভাবে যথাযথ অনুবাদ সাধিত হয়েছে। গ্রন্থটি 'পূজনীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহোদয় কমলেষু'— '—বিনয়াবত শ্রী চণ্ডীপ্রসাদ ঘোষ' কর্তৃক উৎসর্গীকৃত হয়েছে। উৎসর্গপত্রটি কবিতায় (এক পৃষ্ঠা ব্যাপী) রচিত। হ্যামলেটের মৃত্যুর পর ফর্টিনব্রাসের দৃশ্যাংশটি আছে।

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে অনুবাদক গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'-এ বলেছেন :

"হ্যামলেটের বঙ্গানুবাদ দৃশ্যকাব্য রূপে প্রকাশিত হইল। জানিনা, সমালোচকগণের তীব্র সমালোচনায় ইহার কিরূপ ঔষধের ব্যবস্থা আছে, বোধহয় সম্মার্জনীই ইহার সুন্দর ব্যবস্থা। যাহা হউক, অনুবাদক সে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ সম্মত আছেন; কারণ তীব্র রোগের তীব্র ঔষধ হওয়াই কর্তব্য। ভাগ্যবান মহাকবি স্বর্গীয় সেক্‌সপীয়র দুর্ভাগ্য অনুবাদকের হস্তে পতিত হইয়া যাহাতে সাধারণের নিকট অনাদৃত না হয়েন, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

...অনুবাদ যত সরল হওয়া সম্ভব, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছি, তজ্জন্য বোধহয় পাঠক মহাশয়গণ কবিত্বের লালিত্য অনুভব করিতে পারিবেন না।
......শ্রী চণ্ডীচরণ ঘোষ।"

অনুবাদের নমুনাস্বরূপ গৈরিশ ছন্দে রচিত হ্যামলেটের সুবিখ্যাত স্বগতোক্তি অংশ[৫৯] [তৃতীয় অংক প্রথম গর্ভাংক থেকে] উধৃত করা হল :

হ্যামলেট— থাকি কিম্বা নাহি থাকি প্রশ্ন হয় সেই।
নাহি জানি
মহৎ উদ্দেশ্য কিবা আছে জীবনের।
অত্যাচারী, দুরাচারী, পাপে মগ্ন নর
অত্যাচার করয়ে অপরে;
বলিতে না পারি,

সেই-অত্যাচার সহ্য করে যেই জন
মহতের পরিচয় হয় কি তাহার ?
কিম্বা যেই জন,
প্রতিশোধ নেয় তার' পরি,
বাধা দ্যায় অত্যাচার-ক্রিয়া
দুর্দ্দম বিক্রমে আর বিভীষণ তেজে,
সেই সে মানব হয় প্রকৃত মানব ?
মৃত্যু—নিদ্রাসম,
মরণে নিদ্রায় নাহি আছে কোন ভেদ।
নিদ্রায় মানব হেরে স্বপ্নে বহুবিধ,
মরিলে আত্মার হয় স্বপ্নের বিকাশ।
জীবনে নিদ্রার স্বপ্ন শীঘ্র ভেঙ্গে যায়,
মরণে নিদ্রার স্বপ্ন কভু না ফুরায়।
[অফেলিয়াকে দেখিয়া বিস্ময়ে]
কে তুমি সুন্দরি ?
একি অফেলিয়া তুমি ?
মম হৃদয়ের জলদেবী,
জানি আছে মম পাপ রাশি
হৃদয়ে গ্রথিত ভব।

অনুবাদকর্ম কিছুটা সংক্ষেপিত হলেও মোটামুটিভাবে সহজ। নাটকীয়তাও রক্ষিত হয়েছে বলা চলে।

□ সিদ্ধেশ্বর ঘোষের 'চন্দ্রনাথ'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

চন্দ্রনাথ। [নাটক] শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। "Murder most foul, as in the best it is ; / But this most foul, strang and unnatural." / Hamlet. / ······কলিকাতা সিমুলিয়া ৬৮ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট 'কৃপানন্দ যন্ত্রে' শ্রীনফরচন্দ্র সরদার দ্বারা মুদ্রিত। সন ১৩০০ সাল। [গ্রন্থকারের স্বাক্ষর ব্যতীত সাধারণের ক্রয় করা নিষিদ্ধ]

মূল্য ৸০ বার আনা

"নাটক—বিশেষ বিয়োগান্ত নাটক লিখিয়া কাব্যামোদী জনগণের আনন্দ-বর্দ্ধন করিব সে আশা অল্প কিন্তু তাহাদের দ্বারা উৎসাহিত হইব, এই আশান্বিত হইয়া পুস্তকখানি প্রকাশ করিলাম।

আমার পরমহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত সংশোধিত করিয়া ইহার নবকলেবর প্রদান করিয়াছেন……শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ ৫২ নং নবাব্দি ওস্তাগরের লেন, কলিকাতা মাঘ সন ১৩০০ সাল।"

১২৪ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে নাট্যকর্ম সম্পাদিত হয়েছে। নাটকের চারটি অঙ্ক এবং ১৮টি গর্ভাঙ্ক [১ম, ২য় ও ৪র্থ অঙ্কে ৪টি করে গর্ভাঙ্ক এবং তৃতীয় অঙ্কের ৬টি গর্ভাঙ্ক আছে]। 'আখ্যা-পত্র' ও বিজ্ঞাপন'—এর বক্তব্য থেকে জানা যায় যায় না যে এ নাটকটি হ্যামলেটের বঙ্গানুবাদ, যদিও আখ্যা-পত্রে হ্যামলেটের দুটি লাইন [সংলাপ] উদ্ধৃত হয়েছে।

আলোচ্য নাটকের নায়ক চন্দ্রনাথ নাটকের প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বন্ধু বসন্তক [মূল নাটকের হোরেসিও অনুসরণে]-কে জানাচ্ছে রাত্রে প্রিয়ার সঙ্গে সুখ শয্যায় আসীন থাকাকালে এক নিদারুণ ভয়াবহ স্বপ্ন দর্শন করেছেন। স্বপ্নে দেখেছেন—এক কৃতান্তক এসে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিণাম দর্শন করাচ্ছে। রাজপুরী শোণিতে ভাসছে—প্রাণপ্রিয়া হেমপ্রভা উন্মাদিনী রূপে যথেচ্ছ ব্যবহার করছে এবং স্ত্রীর ক্রোড়ে তার [চন্দ্রনাথের] রুধিরাপ্লুত ছিন্নমুণ্ড—চতুর্দিক শোকার্ত-নাদে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ইত্যাদি।—প্রায় সমস্ত ঘটনাই পয়ারছন্দে পদ্যে রচিত। নাটকের পরিণামও পূর্ববর্তী স্বপ্নসদৃশ। আততায়ীর হস্তে নায়কের মৃত্যু—শোকসন্তপ্তা হেমপ্রভা আত্মহননে [তরবারির উপর পতন ও মৃত্যু—শেকসপীরিয় প্রক্রিয়া—ব্রুটাসের আত্মহত্যা সদৃশ] নাটকের পরিসমাপ্তি। নাটকে কয়েকটি গান আছে।

লক্ষণীয় হল নাটকের নায়িকা হেমপ্রভা মূল নাটকের নায়িকা ওফেলিয়ার মত শুধুমাত্র নায়কের বাকদত্তা নয়—নায়ক চন্দ্রনাথের পরিণীতা স্ত্রী। 'নাট্যোল্লিখিত চরিত্র'গুলি নিম্নরূপ:

□ পুরুষ

কাপালীশ্বর—জনৈক সিদ্ধযোগী। চন্দ্রনাথ—স্বর্ণভূমির অধীশ্বর। মন্ত্রী—চন্দ্রনাথের মন্ত্রী। বসন্তক—ঐ সখা। রসরাজ—ঐ জনৈক পারিষদ। কুমার—ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র। ইন্দ্রসেন—জনৈক রাজা। মন্ত্রী—ইন্দ্রসেনের মন্ত্রী। প্রেমচাঁদ—ইন্দ্রনাথের সহচর। সর্দার—ডাকাতের সর্দার। গুরু, পুরোহিত, সৈন্যগণ, রক্ষিগণ, দূত, ভৃত্য, হত্যাকারীগণ ও রাজপারিষদগণ।

□ স্ত্রী

রাজমাতা—চন্দ্রনাথের মাতা। হেমপ্রভা—ঐ স্ত্রী। সম্বরী—হেমপ্রভার সখি। চপলা—ইন্দ্রসেনের দুহিতা। মেঘমালা—চপলার সখি। পরিচারিকাগণ ও নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

নাটকের ১ম অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্কে যাত্রার আঙ্গিকে রচিত নর্তকীদের ভাঁড়ের [রসরাজ] সঙ্গে রসালাপমূলক একটি গান নিম্নরূপ ঃ

কুলে আর নইলো, সখি, প্রেমসাগরে যাইলো ভেসে।
কুল দিয়ে এই রসরাজে, বাঁধা আছি প্রেমের ফাঁসে॥
কাজ কি কুলে, চাইলো কালা,
কালার ও প্রাণ ব্রজবালা,
প্রেমের নীরে করবে লো খেলা।
গেঁথে সই মোহন-মালা,
পরাব প্রিয় প্রাণেশে।
মালা গলে নাচবে নাগর, দেখবে মোরা হেসে ২।

নাট্যকর্মের নমুনাস্বরূপ সমাপ্তি দৃশ্যে [৪র্থ অঙ্ক ৪র্থ গর্ভাঙ্ক] শেষাংশ উদ্ধৃত করা হল ঃ

হেমপ্রভা — [শবের সম্মুখীন হইয়া]
বীরপতি রণে পরাজিত,
স্বর্ণকারে শোণিত ভূষণ
হেরি আঁখি জুড়াল আমার।
সুখ, সুখ সকলই সুখ—
এস এস যেবা সুখ চাও—
ঐ ঐ দেখ সুখ পথ,
প্রাণনাথ গিয়াছে ও পথে।
নাহি ভয়, নাহি অন্ধকার,
নাহি কাল-মেঘ,
নাহি চপলা চমকে তথা,
রক্ত-আভা আলোকিছে দেশ ;

মূল নাটকের স্বগতোক্তি ও গানগুলি আলোচ্য নাটকে [অনুবাদে ?] অনুপস্থিত।

আলোচ্য নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠান সংবাদ সমসাময়িক পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থাদি থেকে জানা যায় না।

☐ নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী রচিত 'হরিরাজ':

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ:

হরিরাজ। ঐতিহাসিক ঘটনামূলক বিয়োগান্ত নাটক। "I could a tale unfold, whose lightest word/Would harrow up thy soul; freeze thy young blood; /Make thy two eyes, like stars, start from their spheres, /Thy knotted and conbined locks to part,/And each particular hair to stand an end ;/ Like quills upon the fretful porpentime.",— Hamlet ; Act I, Scene 5./ ৬ নং ভীম ঘোষের লেন হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বঙ্গাব্দা ১৩০২। মূল্য ১, একটাকা ৬নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন প্রেস। ইউ সি. বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

গ্রন্থটি 'সেবক শ্রী—' কর্তৃক 'পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঘোষ মহাশয় শ্রীচরণেষু'র উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হয়েছে।

আখ্যাপত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল—অনুবাদকের নাম লিপিবদ্ধ হয়নি। একই গ্রন্থ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত [বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত] 'অমরেন্দ্র গ্রন্থাবলী'তে [১৩১৫ সালে মুদ্রিত] স্থান পেয়েছে।

ড. সুকুমার সেন গ্রন্থ রচয়িতার নাম নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী বলেই উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন[৬০]—

"কাহিনী সম্ভবত নগেন্দ্রনাথ বসুর পরিকল্পনা।"

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেছেন[৬১]—

"অমরেন্দ্রনাথ [দত্ত] যখন ক্লাসিক থিয়েটার খোলেন নাই তখন এই সম্প্রদায়ে নগেন্দ্র চৌধুরী প্রণীত 'হরিরাজ' নাটক অভিনয় হইত। নগেন্দ্রবাবু পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষের ভাগিনেয়। ইঁহার অভিনয় করিবার একটু বিশেষ সখ এবং অধিকার ছিল; ইনি সেক্সপীয়রের হ্যামলেটের অনুকরণে, অনুবাদে ও অবলম্বনে যে নাটক লেখেন তাহাই 'হরিরাজ'। অনেকে বলেন হরিরাজের প্রথম খসড়া করেন বিশ্বকোষ প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়; কিন্তু এখন

দেখিতেছি হরিরাজ অমর গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া বসুমতী অফিস হইতে বিক্রীত হইতেছে।”

অমরেন্দ্রনাথের জীবনীকার রমাপতি দত্তও মোটামুটিভাবে উপরোক্ত মতামত ব্যক্ত করেছেন।[৬২]

সুতরাং গ্রন্থ রচনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্যগুলির ভিত্তিতে বলা চলে—নগেন্দ্রনাথ বসুর পরিকল্পনা অনুযায়ী নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী 'হরিরাজ' রচনা করেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সর্বপ্রথম 'হরিরাজ' অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন এবং পরবর্তীকালে যে কোন কারণেই হোক বসুমতী সাহিত্যমন্দির হরিরাজ গ্রন্থ-রচনার কৃতিত্ব অমরেন্দ্রনাথের ওপর অর্পণ করেন।

পঞ্চম অঙ্ক ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে ৪৬ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে অনুবাদকর্ম সম্পাদিত হয়েছে। এই অনুবাদ ছায়ানুবাদ শ্রেণীর, কারণ চরিত্রলিপি, দৃশ্যপট, দৃশ্য ও ঘটনাবিন্যাস প্রভৃতি সবকিছুর দেশীয়করণ ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, যদিও গ্রন্থের কোথাও একে শেক্সপীয়রের হ্যামলেট নাটকের অনুবাদ বা ঐজাতীয় কোন কিছু বলা হয়নি। নাটকের নামকরণের পরিবর্তনও প্রসঙ্গত লক্ষণীয়। আখ্যা-পত্রে হ্যামলেট নাটকের ১ম অঙ্ক ৫ম দৃশ্যের ছটি পংক্তির[৬৩] উদ্ধৃতি দ্বারা মূল নাটকানুসরণের স্বীকৃতিই সূচিত হয়েছে। অনূদিত নাটকে রাজকুমারী সুরমা নূতন চরিত্র এবং হরিরাজ সখা কহ্লনের সঙ্গে তার প্রণয় সূচিত করা হয়েছে। ক্লডিয়াস [জয়াকর] এখানে সেনাপতি অরুণার [ওফেলিয়া] মৃত্যু নাটকের শেষে সংঘটিত হয়েছে মৃত নায়কের শোকে মূহ্যমানা অবস্থায় আকস্মিক পতনের দ্বারা। উন্মত্তাবস্থায় ওফেলিয়ার গানগুলি এখানে বহুলাংশে রূপান্তরিত হয়েছে। জয়া করের [ক্লডিয়াস মৃত্যুও নাটকের শেষে সম্পন্ন হয়েছে।[৬৪]

গান ও সংলাপাংশের নমুনাস্বরূপ দ্বিতীয় অঙ্ক পঞ্চম গর্ভাঙ্কের অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল ঃ

[অরুণার গীত]

[ওগো] কেন গো কাঁদায়।
মরমের ব্যথা যত জানে ত সে সমুচ্চয়!
[তবু] কেন গো কাঁদায়!
নিশিদিন পথ চাহি, নীরবে যাতনা সহি,
তবু সে ত একবার ফিরে নাহি চায়।

জনম কাঁদিতে শুধু কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে যায়॥

[হরিরাজের প্রবেশ]

একদিন এই স্থানে স্নিগ্ধ হ'ত প্রাণ,
প্রণয়ের তান জাগিত হৃদয়ে,
ফুরায়ে গিয়েছে সেই দিন।
কতদিন সন্ধ্যা আগমনে,
অরুণার সনে—
বসিতাম সরসীর কূলে,
নীরব প্রকৃতি সনে—
নীরব প্রণয়স্রোত বহিত হৃদয়ে।…
সেই আমি—সেই সব—
সেই সরসীর তীর—
একি! অরুণা রয়েছে হেথা?

অরুণা—কুমার!

হরি—ডাক আর বার,
বহুদিন শুনি নাই কথা।
এ প্রাণের ব্যথা—
কি দিয়ে জুড়াই সুলোচনে?

বলা বাহুল্য উপরোক্ত গীত ও সংলাপাংশ মূলানুরূপ না হলেও নাটকীয়তা ও অভিনেয়তা গুণে সমৃদ্ধ। দুঃখের বিষয়, মূলের বিখ্যাত স্বগতোক্তি অংশ "To be or not be that is……" অনুবাদ কর্মে সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয়েছে!

এবার এ নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে আসা যাক।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেছেন: [৬৫]

"অমরবাবু ক্লাসিকে এই হরিরাজ যখন অভিনয় করেন, তখন ভিক্টোরিয়া ক্লাবের যাঁহারা সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের দুই একজনের নাম মনে আছে। জয়াকর সাজিয়াছিলেন ৺মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল [মন্টু বাবু], ইনি পরে মিনার্ভায় খ্যাতিলাভ করেন, দধিমুখ ৺ভোলানাথ দাস, শ্রীলেখা প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী স্বর্গীয়া ছোটরাণী ইত্যাদি।"

অমরেন্দ্রনাথের জীবনীকার রমাপতি দত্ত লিখেছেন[৬৬]

"তাঁহার এই সময়কার অভিনয় প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া, নাট্যামোদী সুধীবৃন্দ তাঁহাকে 'Garrick of Bengal' আখ্যায় বিভূষিত করেন। তাঁহার 'হরিরাজ' অংশাভিনয়ের কথা বলিতে গিয়া, 'ইণ্ডিয়ান মিরার' [২২শে মে, ১৯০০] লেখেন—

We must confess that Babu Amarendra Nath rightly called by the theatre going public, the Garrick of the Bangali stage, absolutely surpassed himself in it. The story is chiefly borrowed from Hamlet and Babu Amarendranath has to play the part of the hero. It is an extremely difficult part, and there are not many actors in England who are upto playing it, and yet he manages it so well as to compare favourably with some of the best actors in England. * * * Furthermore, Babu Amarendra Nath has contributed very largely within recent years towards the improvement and regeneration of the Bengali stage. He spends and that usefully, great sums of money on scenes and dresses, and he has done it so far so well as would almost induce one to think when looking at them, that he is in one of the tip-top English Theatres."

সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় হরিরাজ নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে বলেছেন[৬৭]

"১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে প্রকাশিত এবং ঐ খ্রীষ্টাব্দেই অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক তাঁহারা ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।...অমরেন্দ্রনাথ হরিরাজের ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করিয়াও বেশিদিন রঙ্গালয়ে দর্শকের ভিড় জমাইতে পারিলেন না।"

অনূদিত নাটকগুলির কোনটিতেই গানের ব্যবহার মূলানুবারী যথাযথ না হলেও তুলনামূলকভাবে বলা চলে যে ললিতমোহন অধিকারী ও চণ্ডীপ্রসাদ ঘোষের গ্রন্থে পরিবর্তন সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে মূলের ধারা রক্ষা করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ ওফেলিয়ার উন্মাদাবস্থায় গানগুলির একটি উদ্ধৃত করা যাক :

[চণ্ডীপ্রসাদ ঘোষের 'হ্যামলেট' গ্রন্থের ৪র্থ অঙ্ক ৫ম গর্ভাঙ্কে][৬৮]

কেমনে জানিব তুমি ভালবাস মোরে।
তবে কেন যাও নাথ এ দাসীরে ছেড়ে ॥
আকৃতি মোহন তব,
মধুকন্যে বেণুবর,
আমি কি পাগল হব, ভালবেসে তোরে।

[ললিতমোহন অধিকারীর হ্যামলেট গ্রন্থের ৪র্থ অঙ্ক ৫ম দৃশ্যে][৬৯]

গীত—বেহাগ

আর কি সে আসিবে আবার?
আর কি সে আসিবে আবার?
গেছে মারা যেই;
আসিবে না সেই;
কখনই আসিবে না আর।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় এ দৃশ্যে উপরোক্ত গানের পর লিয়ার্টিসের সঙ্গে কথোপকথনে অফেলিয়া সংস্কৃত সংলাপও [ব্যাজস্তুতিমূলক !] বলেছে:

অ— অবিশ্বাসীকে কখন বিশ্বাস করিতে নাই।
লিয়া—এতে সার ভিন্ন আর কিছুই নাই।
অ— চিরস্মরণায় ইদং সগন্ধ পুষ্পং ভ্রাত্রে নমঃ
চিন্তা করণায় পুনরিদং তস্মৈ নমঃ।
লিয়া—আহা একি উদার চরিত প্রকাশক।
অ— ইদং সগন্ধ পুষ্পং প্রীতিকামনায় রাজ্ঞে নমঃ
পুনরিদং বিশ্বাসহীনৈ তস্মৈ নমঃ।

বলা বাহুল্য গীত ও সংলাপাংশের নমুনা থেকে বোঝা যায় ললিতমোহনের নাটকের অফেলিয়া চরিত্রে মূল নাটকের 'ওফেলিয়া' চরিত্রের মানসিকতার ব্যবহারিক প্রকাশের বহুলভাবে দেশীয়করণ করা হয়েছে।

আলোচ্য নাটকগুলিতে ওফেলিয়াকে কবর দেওয়ার দৃশ্যের [৫ম অঙ্ক ১ম দৃশ্য] মৃত্তিকাখননকারীর গানগুলিও বহুলভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

☐ মনোমোহন রায়ের 'হ্যামলেট'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ:

সেকসপিয়র হ্যামলেট—ডেনমার্কের যুবরাজ। 'লা মিজারেবল',

'মারচেণ্ট অফ্‌ ভিনিস্‌', 'কেনিলওয়াথ'' প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদক, 'রিজিয়া' প্রণেতা, শ্রীমনোমোহন রায় বি-এল্‌ অনূদিত। ম্যাক্‌মিলান এণ্ড কোং লিমিটেড্‌ কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লণ্ডন। সমাধি-শয়ানে নিদ্রা যাও কবিবর। যুগ-যুগান্তর তুমি রহিবে অমর। নাট্যকলা যতদিন রহিবে ধরায়, ভাতিবে প্রতিভা তব পূর্ণ গরিমায়। নিদ্রা যাও, আভনের সুবর্ণ মরাল! ছন্দে তব পূর্ণ হ'ক বিশ্ব সুবিশাল॥ Printed By P. C. Das / at the Kuntaline Press, / 64, Bowbazar Street, Calcutta.

গ্রন্থের 'উৎসর্গ পত্রে' বলা হয়েছে—

"বিদ্বজ্জন-চির-সুহৃৎ শ্রীযুক্ত ডাক্তার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়ের শ্রীকরকমল গ্রন্থকারের ভক্তিপূর্ণ উপহার সেক্‌সপিয়রের বঙ্গানুবাদ গ্রন্থাবলী।"

এরপর ১৫ পৃষ্ঠাব্যাপী বাংলা গদ্যে "সাধারণী-ভূমিকা। সেক্‌সপিয়র তাঁহার জীবনী, চরিত্র ও শিল্প।" এবং আড়াই পৃষ্ঠা ব্যাপী 'ভূমিকা'— যেখানে শেক্‌সপীয়রের কবি প্রতিভার মূল্যায়ন করার চেষ্টা দেখা যায়।

গ্রন্থটি অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে [অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগের স্থলে] ১৩৮ পৃষ্ঠায় গদ্যে [কয়েকটি জায়গায় পদ্যানুবাদও আছে] উপাখ্যান আকারে সম্পাদিত। উপাখ্যানাকারে অনুবাদকর্ম সাধিত হলেও কথিকার মধ্যে কথোপকথন আকারে সংলাপের বিন্যাসও পরিলক্ষিত হয়।

হ্যামলেটের বিখ্যাত স্বগতোক্তি-অংশটি [মূল নাটকে কবিতাকারে] আলোচ্য নাটকের অষ্টম পরিচ্ছেদে গদ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার অংশবিশেষ হল:

হ্যামলেট—[আপন মনে] কি করি? কোন্‌ পথে যাই? বাঁচি কিম্বা মরি?—সমস্যা ভীষণ! উন্মাদিনী নিয়তির হস্তক্ষিপ্ত সহস্রশল্য, বীরের ন্যায় বুক পেতে লওয়াই মনুষ্যত্ব?—না, বিক্ষুপ্ত সিন্ধুর প্লাবনগতি প্রতিরুদ্ধ করতে গিয়ে, অস্তিত্বের লোপ করাই উচিত? মৃত্যু আর সুপ্তি; একই কথা! কোনও পার্থক্য নেই। তাহলে সুষুপ্তির কোলে শুয়ে, জীবনের মর্মচ্ছেদী শোকতাপ যত, সব ভুলে যাওয়া, কি মানুষের আকাঙ্ক্ষিত পরিণতি নয়? কিন্তু তাতে এক ভয়! মরণ-নিদ্রা! নিদ্রা—স্বপ্ন! কে জানে, কোন্‌ অজানা স্বপ্নে, সেই সুখের ঘুমঘোর ভেঙ্গে দেবে? জানে না মানব, সে স্বপ্ন, সুখময় কি দুঃখময়!

বলা বাহুল্য মূলের তুলনায় আলোচ্য অংশটি পরিবর্ধিত হয়েছে, ফলে

কিছুটা ক্লান্তিকর মনে হয়—যদিও 'সংলাপের নাটকীয়তা গুণ' আলোচ্য অংশে বর্তমান।

আলোচ্য নাটকে মূল নাটকের সঙ্গীতাংশগুলি বর্জিত হয়েছে।

এ নাটকের অভিনয়ানুষ্ঠানের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

☐ **মেজার্ ফর মেজার্**

আলোচ্য কমেডি নাটিকাটি ভিতরের বক্তব্যে 'হ্যামলেট'-এর অনুসারী যদিও আপাতভাবে পূর্ববর্তী কমেডি 'অল্স্-ওয়েল্স্ দ্যাট্ এণ্ডস্ ওয়েলস্' এর বিন্যাস ও আঙ্গিকগত অনেক মিল এই নাটিকায় আছে[৭০]। জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে হ্যামলেটের মনোভাবের অনুসরণ এক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। ভিয়েনা শহরের 'মহিলাদের সম্মানহানি' প্রসঙ্গে অদ্ভুত মনোভাবও এ নাটিকায় 'হ্যামলেট' এর মতো বর্তমান। অবশ্য 'অল্স্' এর সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্য নাটিকার মিলও বড় কম নয় [মানসিক দৃঢ়তা ও সামর্থ্যে 'হেলেনা' 'ইসাবেলা'র অনুরূপ, হেলেনার প্রেমের প্রকৃতি ম্যারিয়ানার প্রায় অনুরূপ। তাছাড়া দুটি নাটকের বিচার দৃশ্যের প্রকৃতি ও বিন্যাসগত সাদৃশ্যও স্মরণীয়]।

উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক।

আলোচ্য নাটকের মাত্র দুটি বঙ্গানূদিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়—

১। বিনিময় : বীরেন্দ্রনাথ রায় ১৯০৯—ছায়ানুবাদ

২। রীতিমত : সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—যথাযথ ভাষানুবাদ

☐ **বীরেন্দ্রনাথ রায়ের 'বিনিময় নাটক'**

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

বিনিময়—নাটক। মহাকবি সেক্সপীয়রের Measure for Measure / নামক নাটকের গল্পাংশের ছায়া অবলম্বনে। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীবিনোদবিহারী বিশ্বাস চিথলিয়া—নদিয়া। কলিকাতা, ২৫নং রায় বাগান স্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে, শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত। জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ সাল। মূল্য দশ আনা মাত্র।

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় উৎসর্গপত্রে বলা হয়েছে :

"উপহার। কৈশোরের উদ্দাম কল্পনার ক্ষণ-তৃপ্তি-ক্ষেত্র নাট্যমঞ্চে যাঁহাদের সহিত প্রথম অভিনয়ানন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম সেই আমার চির আদরের

পোতাজিয়া বিধুরঞ্জন-নাট্য-সমাজস্থ সুহৃদ্বর্গের করে এই ক্ষুদ্র নাটকখানি ভক্তি, প্রীতি ও স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ প্রদান করিলাম।"

সুতরাং, কলকাতার বাইরে মফঃস্বলের তদানীন্তন-আঞ্চলিক-নাট্য-প্রয়াসের নিদর্শন স্বরূপ আলোচ্য অনুবাদকর্ম স্মরণীয়।

পঞ্চম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে [মূলানুযায়ী] গদ্য-পদ্যে ১০৫ পৃষ্ঠায় অনুবাদকর্ম সম্পাদিত। মূল রচনায় নেই অথচ অভিনয়ের প্রয়োজনে অনেকগুলি গান আছে। গ্রন্থে একটি অভিনয়ের 'প্রোগ্রাম' [অঙ্ক-দৃশ্যানুযায়ী চরিত্রগুলির উপস্থিতি] মুদ্রিত আছে।

চরিত্র, দৃশ্য ও ঘটনার নাম ও বিন্যাসের দেশীয়করণ সম্পাদিত হয়েছে। উৎসর্গপত্রের পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত চরিত্রলিপি নিম্নরূপ :

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ Measure for Measure / মানসেন্দ্র—ত্রিপুরাধিপতি। সুরথ—ঐ প্রধানমন্ত্রী। তেজসিংহ—ঐ সেনাপতি। কর্ণসিংহ—জনৈক সেনানী। মহাবীর—অনুচর। রাজপুরোহিত, সচিবগণ, নাগরিকগণ, ঢেড়াদার, দূত, কারারক্ষী, ঘাতক, প্রহরিগণ, চারণগণ প্রভৃতি।

□ স্ত্রী

মোহিনী—কর্ণসিংহের সহোদরা। করুণা—তেজসিংহের পত্নী। সরমা—সুরথের কন্যা। রাজমাতা, নর্ত্তকীগণ, নাগরিকগণ ইত্যাদি।

সংযোগস্থল—আগরতলা।

অনুবাদকর্মের নমুনাস্বরূপ পঞ্চম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল। আলোচ্য অংশে মূলের যথাযর্থতা অনেকাংশে বর্জিত হলেও সংলাপের নাটকীয়তা লক্ষণীয় :

মানসেন্দ্র— মোহিনী সুন্দরি!—
বলেছিলে তুমি, ভ্রাতৃপ্রাণ বিনিময়ে—
ধর্ম্মপত্নীরূপে কেহ করিলে গ্রহণ,
আত্মদান করিবারে পার! সত্য কি সে
কথা?

মোহিনী— মহারাজ! বাল্যাবধি! সেই ভাই
মাত্র ছিল সহায় আমার। তার তরে
ধর্ম্মপথে রহি'—নাহি ছিল কোন কার্য্যে—
আপত্তি কখন!

মা— তবে প্রতিজ্ঞা পূরণ—
কর! কারারক্ষী!
[কর্ণ সিংহ সহ কারারক্ষীর প্রবেশ]
হের ভ্রাতারে তোমার!
বহুকষ্টে রক্ষা ওরে করিয়াছি আমি;
পুরস্কার দেহ বালা!—

সকলে— সেকি!—

গীতের নমুনাস্বরূপ সমাপ্তি দৃশ্যের শেষাংশে মহাবীরের গীতটি উদ্ধৃত করা যাক:

নদীর জল চ'লছে দেখ [ছল ছলাছল]
ঐটুকু ওর মজুমদারী।
কাল যেদিকে পড়্‌ল চড়া, [আগত খারিজ]
আজ সেদিকে ভাঙ্গছে পাড়ি।
ভবের খেলা এইত মজা, [সমঝে চল]
কাল ডোবা আজ হ'চ্ছে বাড়ী।
[নূতন পুরাণ নয়কো কিছু]
গাড়ীর 'পর নৌকা যেমন,
নৌকার উপর চড়ে গাড়ী।

উদ্ধৃত অংশ বাউল-সহজিয়া ধারার গানের কথা মনে পড়ায়।

এ নাটকের একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ভারতী পত্রিকায় [আষাঢ় ১৩১৭] প্রকাশিত হয়। সমালোচনাটি নিম্নরূপ:

"সমালোচনা ও প্রাপ্তি স্বীকার। বিনিময় [নাটক]। মহাকবি সেকসপীয়রের Measure for Measure—নামক নাটকের গল্পাংশের ছায়া অবলম্বনে। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। গ্রন্থকার যদি মহাকবির কণ্ঠ চাপিয়া হত্যা করিতেন তাহা হইলেও অধিকতর নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইত না।"

এ প্রসঙ্গে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন বলেই মনে হয়।

বীরেন্দ্রনাথ রায় আরও কয়েকখানি নাটক লেখেন। ভারতীর এই সংখ্যাতেই তাঁর 'রাবেয়া' নামক ঐতিহাসিক নাটকটি মিশ্র নিন্দা-প্রশংসা লাভ করেছে। তিনি কবিতাও লিখতেন কারণ রাবেয়ার সমালোচনা শেষে বলা হয়েছে—

"মোটের উপর রচনা ভঙ্গি আশাপ্রদ। লেখক কবিতা ছাড়িয়া গদ্যেরই সাধনা করুন।"

আলোচ্য নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠান সংবাদ সমসাময়িক গ্রন্থাদি এবং পত্রপত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়নি।

□ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'রীতিমত'

আলোচ্য অনুবাদকর্ম বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 'সেক্‌সপিয়র গ্রন্থাবলী'র দ্বিতীয়ভাগে প্রকাশিত হয়েছে। স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হওয়ায় রচনা-সময় জানা যায় না। সৌরীন্দ্রমোহনের অন্যান্য অনুবাদকর্মের ন্যায় [তিনি সেক্‌স্‌পীয়রেরই পাঁচখানি নাটকের অনুবাদ করেন এবং পাঁচখানিই বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর দুটি ভাগে স্থান পেয়েছে] আলোচ্য অনুবাদকর্মও বিশ্বস্তভাবে যথাযথ ও মূলানুরূপ। চরিত্র, ঘটনা ও দৃশ্যের কোনওরূপ দেশীয়করণ সম্পাদিত হয়নি।

□ ওথেলো

আলোচ্য নাটকের পটভূমি নির্বাচনে শেক্‌স্‌পীয়র ভিয়েনা থেকে পুনরায় সমুদ্রোপকূলবর্তী ঐশ্বর্যমণ্ডিত নগরী ভেনিসে প্রত্যাবর্তন করেছেন। মার্চেন্ট অফ্ ভেনিসের [ঘটনাস্থল—ভেনিস] গ্রাসিয়ানো নাম [নির্মল ব্যঙ্গচ্ছলে নামটি প্রযুক্ত] ওথেলো নাটকে ডেসডিমোনার খুল্লতাত বহন করেছেন; সেখানে প্রেমিক 'জ্যাসন ফ্লিস্' খুঁজতে 'বেলমণ্ট'-এ গেছেন আর ওথেলো নাটকে মুক্তা খুঁজতে ভেনিসে এসেছেন; পিতার ভর্ৎসনা অগ্রাহ্য করে 'জেসিকা' যেমন 'লেরেঞ্জো'র সঙ্গে পালিয়ে গেছেন তেমনি ডেসডিমোনাও ওথেলোর অঙ্কশায়িনী হয়েছেন; মার্চেন্ট অফ ভেনিসে বরবধূ [পোর্সিয়া ও ব্যাসানিও] যেমন বিবাহের দিনে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন তেমনি ওথেলোতে আছে। কিন্তু বিন্যাসগত 'উদ্দেশ্য ও ব্যাঞ্জনা'র দিক থেকে উভয় নাটকের ব্যবধান বহুল এবং এক্ষেত্রে 'হ্যামলেট'ও 'মেজার ফর্ মেজার'-এর অনুসারী।[৭১]

ওথেলো নাটকের আর একটি সম্পদ ডেসডিমোনার গান যা ব্যঞ্জনামাধুর্য হ্যামলেটের ওফেলিয়ার গানের ব্যঞ্জনামাধুর্যের সমতুল্য।

আলোচ্য নাটকের চারটি বঙ্গানুদিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে—

ক। ভীমসিংহ—তারিণীচরণ পাল, ১৮৭৫

খ। ওথেলো —কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, ১৮৯৪

গ। রুদ্র সেন—ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯০৫

ঘ। ওথেলো —দেবেন্দ্রনাথ বসু—১৯১৯

এছাড়া আর একটি অনুবাদ-গ্রন্থের কথা অনেকে উল্লেখ করেছেন [সুরসুন্দরী সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ১৮৯১] যার সম্বন্ধে মতান্তরের অবকাশ আছে।

এবার স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থগুলির আলোচনায় আসা যাক।

□ **তারিণীচরণ পালের 'ভীমসিংহ'**

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

ভীমসিংহ। মহাকবি সেক্সপিয়ার প্রণীত ওথেলোর মর্ম্মানুবাদ। শ্রী তারিণীচরণ পাল প্রণীত। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। কলিকাতা পিপলস্ ফ্রেণ্ড যন্ত্র ৪৩ নং চুনাগলি ১২৮১ সাল।

পঞ্চম অঙ্কে ৭৯ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে অনুবাদ কর্ম [মর্মানুবাদ] সম্পাদিত। চরিত্রগুলির নামের দেশীয়করণ করা হয়েছে। যেমন ঃ ওথেলো—ভীমসিংহ, ইয়াগো—ভৈরবসিংহ, ডেসডিমোনা—স্বর্ণলতা, এমিলিয়া—সরমা। ঘটনাস্থলের নামকরণ এবং চরিত্রগুলির স্বভাবগত আচরণে দেশীয়করণ সম্পাদিত হয়েছে। অনুবাদকর্ম কোন কোন স্থলে মূলানুযায়ী সংক্ষিপ্ত।

অনুবাদকর্মের নমুনাস্বরূপ পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের [ডেস্‌ডিমোনার হত্যাদৃশ্য] ওথেলোর স্বগতোক্তি অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক—

ভীমসিংহ—[স্বগতঃ] এইজন্যেই—এইজন্যেই পবিত্র নক্ষত্রমণ্ডিতা তামসী নিশি গম্ভীরস্থির। পাপীয়সীর দণ্ড দেখবার নিমিত্তই—স্থির-নিশ্চল। না আমি তাকে বিনাশ করতে পারব না। উঃ কমলের কোমল অঙ্গে কেমন করে কণ্টক বিদ্ধ করব? কি অসতী জীবিতা থাক্‌বে? বিশ্বাসঘাতিনী কলঙ্কিনী জীবিতা থেকে জগৎকে কলুষিত করবে। না—কখনই তা হবে না। অগ্রে এ প্রদীপ নির্ব্বাণ করি,—পরে ও দীপ নির্ব্বাণ করবো। এ দীপ একবার নির্ব্বাণ হলে আবার জ্বাল্‌তে পারব, কিন্তু হৃদয়ের প্রদীপ যে নির্ব্বাণ হলে আর জ্বলবে না। চিরদিনের মত নির্ব্বাণ হবে—কিছুতেই জ্বল্‌বে না। জীবন গেলে আর ফেরে না। দীপ নির্ব্বাণ করি কিন্তু জানি না আবার কেমন করে জ্বাল্‌ব। কমল তুললে কি আর জোড়া যায়?

আর কি তার সৌন্দর্য্য থাকে ? মৃণালেই কমলের আস্বাদন করি [চুম্বন] কি মনোহর, কি মধুর, তাপিত হৃদয় শীতল হল, সব যন্ত্রণা দূরে গেল, লৌহময় তরবারি দ্রবীভুত হল।

মূল স্বগতোক্তি অংশের শেষ তিন লাইন অনুবাদে বর্জিত হয়েছে। মূল কাব্য সংলাপাংশের সুগভীর অন্তর্বেদনা অনূদিত গদ্য-সংলাপাংশে কিছুটা খণ্ডিত হয়েছে। মূল সংলাপের নাটকীয়তাও কিছু পরিমাণে হানি ঘটেছে।

কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'ওথেলো'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

ওথেলো—দৃশ্যকাব্য। উইলিয়ম সেক্‌সপিয়র ও কুমারী লুসী প্রণীত। নাট্যানুবাদ—শ্রী কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা। নন্দকুমার চৌধুরী লেন, আর্য্য-সাহিত্য-সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেন কালিকা যন্ত্রে শ্রী অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত। ১৩০০। মূল্য ১্ এক টাকা মাত্র।

গদ্য-পদ্যে ১৮৬ পৃষ্ঠায় এ অনুবাদ কর্ম সম্পাদিত। চরিত্র ও দৃশ্যগুলির দেশীয় নামকরণ করা হয়েছে কিন্তু নাটকের নামকরণ 'ওথেলো'ই রাখা হয়েছে। যেমন : সত্রাজিৎ—পুরন্দররাজ—(Brabantio), বিশ্বজীৎ—প্রধান সেনাপতি (Othello), রণবীর (Cassio), মন্দ্রপাল বা সুবুদ্ধি (Montaric), সিদ্ধিনাথ (Iago), ইন্দিরা (Desdemona), পুতনা (Emilia), নগবালা (Bianca), জয়াবতী—(Silla জটিলা (Thresa) প্রভৃতি এবং সংযোগস্থল : পুরন্দরনগর—ভেনিস ও চৈতকপর্ব্বত—সাইপ্রাস। বলা বাহুল্য উপরোক্ত রূপ বিন্যাসপ্রকরণ বিস্ময়কর ও তুলনারহিত। এ গ্রন্থের পূর্ব্ববর্তী অনুবাদক তারিণীচরণ পাল এবং পরবর্তী অনুবাদক ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকের চরিত্র ও স্থানের নামকরণে সর্বাত্মক দেশীয়করণ-রীতি অনুসরণ করেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থের 'পূর্ব্বকথা'য় অনুবাদক [লক্ষণীয় বিষয় এখানে '২০এ কার্ত্তিক ১৮৯৯ রাসপূর্ণিমা'—তারিখ ও সন দেওয়া আছে কিন্তু গ্রন্থের আখ্যাপত্রে '১৩০০' এবং বিধুভূষণ ত্রিবেদীকে প্রদত্ত 'উৎসর্গ পত্রে' '১লা চৈত্র ১৩০০ সমিতি' এই কথা কয়টি লিপিবদ্ধ আছে] বলেছেন :

"ফরাসীদেশের প্রসিদ্ধ জীবনচরিত লেখক মণ্ডবিলি সেক্‌সপীয়রের জীবনচরিতে লিখিয়াছেন যে, কোনও বিশিষ্ট কারণে ফরাসীদেশের কুমারী

কবি লুসীর সহিত সেক্‌স্‌পীয়রের বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। এমনকি, দুইজনে কোনও এক নির্দিষ্ট বিষয় অবলম্বনে কবিতা লিখিতেন এবং এই সুখের সময়ে দুইজনেই পুলকিত হইতেন। এজন্য একই নামের কবিতা দুইজনের কাব্যেই প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।"

বলা বাহুল্য উপরোক্ত মন্তব্য যে কোন শেক্‌স্‌পীয়র অনুরাগী বাঙ্গালী সাহিত্য রসিকদের যথেষ্ট কৌতূহল জাগ্রত করে। এরপরই অনুবাদক বলেছেন :

"লুসীর গ্রন্থাবলীর মধ্যেও 'ওথেলো' নামে একখানি অতি মনোহর দৃশ্যকাব্য আছে। জীবনচরিত লেখক বলেন—এক সময়েই দুইজনে ঐপ্রকার একখানি বিয়োগান্ত দৃশ্যকাব্য রচনা করিতে মনস্থ করেন এবং রচনাশেষে লুসী তাঁহার দৃশ্যকাব্য সেক্‌স্‌পীয়রের নামে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। লুসীর লিখিত কাব্যের সহিত সেক্‌স্‌পীয়রকৃত এক সমালোচনা মুদ্রিত হয়। সেক্‌স্‌পীয়র যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এস্থানে উধৃত করিবার আবশ্যক নাই পরন্তু উহা যে তাঁহার নিজের অপেক্ষা সুন্দর ও শোকোদ্দীপক হইয়াছে, তাহা স্বীকার করেন।

উপরোক্ত মন্তব্যের [বিশেষত অধোরেখাঙ্কিত অংশগুলির] পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তৃত তথ্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে প্রাসঙ্গিক ইতিহাস, জীবনচরিত, সমালোচনা ও বোধগ্রন্থগুলি পাঠ করে এবং দেশী-বিদেশী বিশিষ্ট ফরাসীভাষা ও সাহিত্যবিদের সঙ্গে আলোচনা করে—

ক। মণ্ডাবিলি নামে শেক্‌স্‌পীয়রের কোন জীবনচরিতাকারের সন্ধান পাওয়া যায় নি। খ। শেক্‌স্‌পীয়রের বান্ধবী ফরাসী কুমারী কবি-নাট্যকার লুসীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও উপকরণ বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি [সুতরাং তাঁর রচিত ওথেলো নাটকের রচনার কথা আদৌ উত্থিত হতে পারে না]।

অনুবাদক 'পূর্ব্বকথা'য় এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন :

"লুসী প্রণীত ওথেলো পূর্ব্বে আমি দেখি নাই। সেক্‌স্‌পীয়রের দৃশ্য-কাব্য সকল অনুবাদ করিব, এরূপ মনস্থ করিতেছি ; এমন সময়ে আমার এক বন্ধুর মুখে লুসীর ঐ ওথেলোর নাম প্রথম শুনিতে পাই, বন্ধু ফরাসী ভাষা জানিতেন এবং ঐ পুস্তক অতি জীর্ণ অবস্থায় তাঁহার আলমারীতে পড়িয়া পচিতেছিল, আমি নিজে ফরাসী ভাষা জানি না কিন্তু আমার আগ্রহ দেখিয়া ঐ পুস্তকের মৌলিক মর্ম্মানুবাদ তিনি আমাকে শুনাইয়াছিলেন। তাঁহার দুই

এক দৃশ্য এতই সুন্দর যে, তাহা আমার অনুবাদ মধ্যে স্থান না দিয়া থাকিতে পারি নাই।"

উপরোক্ত মন্তব্য যে কোনও পাঠকের যথেষ্ট সন্দেহ উদ্রেক করে পরন্তু অনুবাদক হিসাবে কালীপ্রসন্নের সততার অভাব সূচিত করে।

অনুবাদগ্রন্থে অনুবাদক দৃশ্য বিভাগগুলি নিম্নলিখিতভাবে করেছেন :

প্রথম অংক ঃ

প্রথম দৃশ্য—পুরন্দররাজ উদ্যান (Scene I, An Orchard, Near the Palace—Lucy) রাজা সত্রাজীতের প্রবেশ ও একাকী ভ্রমণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য—পুরন্দর সেনাপতির শিবির সম্মুখস্থ ক্ষেত্র—(Open place near Castle—Lucy).

তৃতীয় দৃশ্য—পুরন্দররাজ অন্তঃপুর (Drawing room in Palace—Lucy).

চতুর্থ দৃশ্য—পুরন্দর পর্ব্বত সান্নিধ্য কেলি-কানন (Lord's Park—Lucy).

পঞ্চম দৃশ্য—পুরন্দর রাণীর শয়ন প্রকোষ্ঠ (Bed Chamber Silla and Thresa—Lucy).

দ্বিতীয় অংক ঃ

প্রথম দৃশ্য—মন্দর-বিলাসকক্ষ (Silla-Private chamber—Lucy).

দ্বিতীয় দৃশ্য—পুরন্দর-রণবীরের গৃহপ্রাঙ্গণ (Pilo—ground floor—Lucy).

তৃতীয় দৃশ্য—পুরন্দর কামিনী কুঞ্জ (In Garden—Sheak)

চতুর্থ দৃশ্য—পুরন্দররাজ অন্তঃপুর—জয়াবতীর কক্ষ (Drawing room—Sheak)

পঞ্চম দৃশ্য—পুরন্দর নিভৃত কানন (Garden—Sheak).

তৃতীয় অংক ঃ

প্রথম দৃশ্য—পুরন্দর মন্ত্রপাল ভবন (Private Chamber—Lucy).

দ্বিতীয় দৃশ্য—পুরন্দর স্কান্দাবার (Si Camp—Sheak).

তৃতীয় দৃশ্য—পুরন্দর রাজকক্ষ (Chamber—Sheak).

চতুর্থ দৃশ্য—পুরন্দর উপবেশন গৃহ (Drawing room—Sheak).

পঞ্চম দৃশ্য—পুরন্দর রাণীর কক্ষ (Chamber—Sheak).

চতুর্থ অংক :

প্রথম দৃশ্য—সমুদ্রতট-সময় অপরাহ্ণ (Sea-Cott—Lucy).

দ্বিতীয় দৃশ্য—চৈতক পর্বত (Cot-Mount—Lucy).

তৃতীয় দৃশ্য—পুরন্দর রাজার উপবেশন কক্ষ (Front Court—Sheak).

চতুর্থ দৃশ্য—চৈতকরাজ প্রাসাদ (Cyprus—Sheak).

পঞ্চম দৃশ্য—চৈতকরাজ প্রাসাদ (Cyprus—Sheak)

পঞ্চম অংক :

প্রথম দৃশ্য—চৈতক-সিন্ধনাথের শিবির (Cyprus Camp—Sheak).

দ্বিতীয় দৃশ্য—চৈতক প্রাসাদ কক্ষ (Cyprus—Silla Cham—Sheak).

তৃতীয় দৃশ্য—চৈতক অরণ্যপথ (A Street—Sheak).

চতুর্থ দৃশ্য—চৈতক সমুদ্রতীর—বালসূর্য্য সমুদিত প্রায়।

পঞ্চম দৃশ্য—চৈতক প্রাসাদ—ইন্দিরার শয়ন কক্ষ (A bed-chamber—Sheak).

উপরোক্ত দৃশ্যবিন্যাস প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্নের বক্তব্য কৌতূহলদীপক। তিনি বলেছেন :

"একের গ্রন্থের মধ্যে অন্য লেখকের গ্রন্থ কেন উদ্ধার করিলাম, তাহার একটা উত্তর চাই। রেনল্ডসের গ্রন্থাবলী অনুবাদকালে বলিয়াছি যে, কোন মৌলিক ভাষাই ভাষান্তরিত হইতে পারে না। অনুবাদ হয় ভাব, অনুবাদ হয় চরিত্রচিত্র। কথায় কথায় অনুবাদ করিতে গেলে সে অনুবাদ যে কতই অপাঠ্য হয়, তাহা তাদৃশ অনুবাদ যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারাই ভাল জানেন। এজন্য উভয় গ্রন্থকার প্রণীত গ্রন্থের সামঞ্জস্য করিয়া আমি অনুবাদ করিয়াছি, স্বয়ং সেক্সপীয়ার যখন প্রশংসা করিয়াছেন, তখন এরূপ অনুবাদের জন্য আমি তাঁহার কাছে দোষী হইব না। কোন্ গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে কোন্ দৃশ্য অনূদিত হইয়াছে, তাহা প্রতি দৃশ্যের শীর্ষদেশে লিখিয়া দিয়াছি।...এই সমস্ত অভিচার কেবল ওথেলো সম্বন্ধে। অন্যান্য গ্রন্থের অনুবাদ অবশ্য যথাযথ রূপেই করা যাইবে।"

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অনেক অনুসন্ধান করেও অনুবাদকের[12] উপরোক্ত বক্তব্যানুযায়ী 'রেনল্ডসের গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদ' ও শেক্সপীয়রের অন্যান্য নাটকের বঙ্গানূদিত গ্রন্থের [কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কৃত] হদিস পাওয়া যায়নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শেকস্‌পীয়রের ৫টি অঙ্কে [৩+৩+৪+৩+২] ১৫টি দৃশ্যে নাটক শেষ হয়েছে আর কালীপ্রসন্নের গ্রন্থে ৫টি অঙ্কে মোট ২৫টি দৃশ্য আছে। সুতরাং অনুবাদক স্থানে স্থানে নাটককে পরিবর্ধিত করেছেন বলা যায়।

এবার আলোচ্য নাটকের অনুবাদ রীতি ও পদ্ধতি প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক। এ সম্পর্কে অনুবাদকের বক্তব্যটি অনুধাবনযোগ্য :

"নাটক ও দৃশ্যকাব্য জিনিষে একটু তফাৎ আছে। অভিনেতার মুখে যে প্রকার এবং যতটুকু পরে যতি পড়িতে দেখা যায়, প্রতি পংক্তির তাহাই সীমা; এবং পাঠকালে তাহাই অনুসরণ করিতে হয়। সেক্‌সপীয়ার তাঁহার সকল কাব্যেই পদ্যের খাতির না করিয়া অভিনয় সুগম ও সহজে শ্রোতার মনে তাৎপর্য্য উপলব্ধি করাইবার জন্য এই নিয়ম অনুসরণ করিয়াছেন, সুতরাং আমরাও সেইরূপ অভিনয়ের ছন্দে অনুবাদের প্রতি পংক্তি রাখিয়াছি। পরন্তু বিরামচিহ্ন, পংক্তিচ্ছেদ ও যতি প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া পাঠ করিলেই এসকল ছন্দ অতি শ্রুতিসুখাবহ ও অর্থগ্রহ হইয়া থাকে।"

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কালীপ্রসন্নের পূর্ববর্তী অনেক শেকস্‌পীয়র অনুবাদক উপরোক্ত রীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। এবং এই অনবহতির কারণ হিসাবে মনে হয় অনুবাদক হয় নিছক সাহিত্যের প্রয়োজনে অনুবাদকর্ম সম্পাদন করেছেন নচেৎ নিছক অভিনয়ের প্রয়োজনে ঐ কাজ সম্পন্ন করেছেন। ফলে প্রথম ক্ষেত্রে নাটকের অভিনেয়তা গুণটি দেখা যায় না এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বাক্যচয়ন, ছন্দ, পংক্তিচ্ছেদ, যতিচিহ্ন স্থাপন প্রভৃতির যথাযথ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় না। শেকস্‌পীয়রের অনুবাদ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় বিষয় হল—তিনি নিজে মঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে তাঁর বিস্ময়কর সাহিত্য প্রতিভা প্রকাশ করেছেন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত নাটকগুলিতে। সুতরাং মনে হয়, প্রত্যেক অনুবাদকেরও মঞ্চের খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে এবং অভিনয়ের মৌলিক রীতিনীতি, সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে অনুবাদ কর্মে অগ্রসর হওয়া উচিত। তাই আলোচ্য অনুবাদকর্মে সম্ভাব্য ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েই অনুবাদক কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সবিনয়ে বলেছেন :

"শেক্‌সপীয়রের দৃশ্যকাব্য সকলের বাক্যাংশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে পারে, এমন লেখক আমাদের দেশে নাই, আমি ত একটা নগণ্য

এই দেহে, শোণিতের প্রতি—
বিন্দু মাঝে,
প্রতিবিম্বে ছিল ঐরূপ,
কিন্তু এখন ? উঃ—স্মরণেও
অসহ্য যাতনা।
কাজ নাই আর,
সুপ্ত মায়া-মোহ-তন্দ্রা-প্রণয়ের
আবেশে জাগায় ! [ক্ষণপরে]
প্রাণেশ্বরি ! হৃদয়ের দেবী তুমি,
কেন দিলে তাপ, কেন এ—
সন্তাপে দগ্ধ হৃদয়
আমার ? [চুম্বন]

এখানে লক্ষণীয়, অনুবাদ সাবলীল কিন্তু যথাযথ নয়। তাই এ অনুবাদকে মর্মানুবাদ বলাই যুক্তিযুক্ত। শেকসপীয়রের বক্তব্যকে অনুবাদক আত্মসাৎ করে মৌলিক রচনার মত বাংলা পদ্যে সংলাপ রচনা করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি প্রশ্ন স্বভাবতই উত্থাপিত হতে পারে :

১। মণ্ডুবিলি নামে ফরাসীদেশে শেকসপীয়রের কোন জীবন-চরিতকার আছেন কিনা—থাকলে তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম কি এবং কোথায় পাওয়া যাবে ?

২। লুসী নাম্নী ফরাসী কবির অস্তিত্বের সপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে কি না এবং গেলে তাঁর রচিত 'ওথেলো' নাটকের সন তারিখ সহ বিস্তৃত বিবরণ কোথায় পাওয়া যাবে।

৩। কালীপ্রসন্ন তাঁর যে বন্ধুর কাছে লুসীর ওথেলো নাটক ছাপা অক্ষরে [ফরাসী ভাষায়] দেখেছিলেন তার সত্যতা নিরূপণ কিভাবে করা যাবে।

৪। উপরোক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর যদি নেতিবাচক হয় তাহলে আলোচ্য অনুবাদ-গ্রন্থের রচয়িতাকে মিথ্যাশ্রয়ী বলা যায় কিনা।

বলা বাহুল্য এদেশীয় ফরাসীভাষা ও সাহিত্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে ফ্রান্সের (Bibliotheque Nationale[৭৩] (National Library) and 'Biblio-

theque De L' Arsenal—[৭৪] এ লুসী, ম্যাণ্ডভিল ও লুসীর 'ওথেলো' সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে নেতিবাচক উত্তর পাওয়া যায়।

সুতরাং কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের সমগ্র প্রয়াস ও তার প্রাসঙ্গিক বক্তব্যকেই 'মিথ্যাশ্রয়ী এবং জালিয়াতি' বলে অভিহিত করলে বোধহয় অন্যায় করা হবে না।

□ ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'রুদ্রসেন'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

রুদ্রসেন। মহাকবি সেক্ষপীয়র প্রণীত ওথেলো নাটকের অনুবাদ। শ্রীননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, ৪১নং সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীরাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত। ১৩১২। Copy Right Registered মূল্য ১৷৹ পাঁচ সিকা। ৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় উৎসর্গপত্রে বলা হয়েছে :

"প্রণয়ে ও আলাপে, অন্তরে ও বাহিরে যাঁহার শিশুর সরলতা, কবিতায় যাঁহার বনফুলের চারুতা, বসন্তের সুষমা ; নিঃস্বার্থ প্রেম যাঁর জীবনের চিরব্রত ; সেই আদর্শ কবি, সুহৃৎ প্রধান শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনকে এই গ্রন্থ প্রণয়োপহার প্রদত্ত হইল।"

পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে ১৯১ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে [বেশীর ভাগই পদ্যে] অনুবাদ কর্ম সম্পাদিত। নাট্যোক্ত চরিত্রগুলির দেশীয় নামকরণ করা হয়েছে : বভ্রুবাহন (Brabantio), রুদ্রসেন (Othello), কেশব (Cassio), গোবিন্দ-প্রসাদ (Iago), চন্দ্রনাথ (Montano), মধুসূদন (Lodovico), চন্দ্রাবতী (Desdemona), অমলা (Emilia), মেনকা (Bianca) প্রভৃতি। সম্পূর্ণ নাটকখানিই অনূদিত হয়েছে। অনুবাদকর্ম স্থানে স্থানে ভাবানুযায়ী এবং অধিকাংশ স্থলেই পরিবর্জন ব্যতীত ভাষানুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে।

অনুবাদকর্মের উদ্দেশ্য ও রীতিপ্রসঙ্গে অনুবাদক গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় বলেছেন :

"…ওথেলোর বঙ্গানুবাদ সাধারণ বঙ্গীয় পাঠকগণের সহজে বোধগম্য করিবার জন্য, চরিত্র ও দৃশ্যাবলীর বিদেশীয় নামের পরিবর্তে দেশীয় নাম দেওয়া হইয়াছে। দেশীয় লৌকিক ও সামাজিক আচার ব্যবহারের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে, সকল স্থানের আক্ষরিক অনুবাদ সম্ভব নহে। এইজন্য কোন

কোন স্থানের কেবল ভাবানুবাদ করিতে হইয়াছে ও কোন কোন স্থানের বৈদেশিক ভাব, দেশীয় চিত্রের সঙ্গে অসংলগ্ন হইবে এই আশঙ্কায়, একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। যথা, দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে—ইয়াগো, ইমিলিয়া, ও দেসদিমনার কথোপকথনের কিয়দংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে।…”

এবার অনুবাদ কর্মের আলোচনায় আসা যাক।

অনুবাদ কর্মের নমুনাস্বরূপ সমাপ্তি দৃশ্যের [পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য] ওথেলোর স্বগতোক্তি অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক:

[পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য, দুর্গ মধ্যস্থ শয়ন-গৃহ। চন্দ্রাবতী আলোক-পার্শ্বে শয্যায় নিদ্রিতা। রুদ্র সেনের প্রবেশ]।

রুদ্র সেন—কি কারণ, কি কারণ, কহিব কেমনে?
অয়ি সতী তারাদল পবিত্রতাময়ী!
কেমনে কহিব আমি সে পাপ কাহিনী?
কিন্তু তবু প্রাণবধ করিব না তার;
স্বর্গের সুষমা মাখা, অই সুকোমল
শুভ্র চারুদেহ, করিব না কলঙ্কিত
অসির আঘাতে। কিন্তু মৃত্যু শ্রেয়ঃ তার;
নতুবা সে কুহকিনী বাঁচিয়া থাকিলে,
আরো কতজনে করিবে যে প্রতারণা।
নিবাই প্রদীপ আগে, নিবাইব পরে
জ্যোতির্ম্ময়ী সুন্দরীর জ্যোতি মনোহর!
ওরে দীপশিখা! তোরে নিবালে এখনি,
আবার জ্বালাতে পারি, ইচ্ছা যদি করি।
কিন্তু ওরে—প্রকৃতির কপটতাময়—
সুচারু মোহন ছবি!—নিবাইলে তোরে,
ফিরিয়া আসিবে কিরে আর পুনঃ অই
ত্রিদিবের সুধামাখা জ্যোতি মনোহর?
আর কি ফুটিবে অই গোলাপ-কুসুম,
বৃন্তচ্যুত যদি তারে করি একবার?
শুখাইয়া যাবে হায় জনমের মত!
লইব আঘ্রান তবে শুখাবার আগে। [চুম্বন]

লক্ষণীয় বিষয় হল মূলের যথাযথ ব্যঞ্জনাধর্ম এখানে রক্ষিত হয়েছে। 'মানসী' পত্রিকার [৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩১৭] 'গ্রন্থসমালোচনা' বিভাগে আলোচ্য নাটকের নিম্নলিখিত সমালোচনা প্রকাশিত হয়:

"রুদ্রসেন, শ্রী ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত,...,... ।

গ্রন্থখানি মহাকবি সেক্ষপীয়ার প্রণীত ওথেলো নাটকের অনুবাদ। সর্ব্বত্র আক্ষরিক অনুবাদ সম্ভব নয় বলিয়া গ্রন্থকার স্থানে স্থানে ভাবানুবাদ করিতে ও দেশীয় চিত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য মূল নাটকের কিয়দংশ পরিত্যাগ করিতেও বাধ্য হইয়াছেন। মোটের উপর নাটকখানি চলনসই হইয়াছে। লেখক কতকগুলি বিষয়ের উপর তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখিলে এখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারিত। লেখক ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন—তিনি আক্ষরিক অনুবাদের পক্ষপাতী নন। কিন্তু স্থানে স্থানে তিনি একথা ভুলিয়াছেন। সেক্ষপীয়র ইংরাজি ভাষায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা ঠিক সেইভাবে অনুবাদ করা দুঃসাধ্য। গ্রন্থকারের আরো স্বাধীনতা রাখা উচিত ছিল। নিম্নের নমুনা দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন মূল ও অনুবাদে কত প্রভেদ:

'Excellent Wretch ? Perdition Catch my soul,
But I do love thee ; and when love thee not.
Chaos is come again.'

'হায় কুহকিনি ! ধন্য মন্ত্র তোর ; আমি
ভালবাসি তোরে। তোরে না বাসিলে ভাল
আঁধার জগতে হেরি প্রলয় ভীষণ।'

সেক্ষপীয়রের কথায় যে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, গ্রন্থকারের লেখনীতে তাহা পরিস্ফুট হয় নাই। গ্রন্থকার আপনার মতে চলিলে কথাগুলি আরো সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন। স্থানে স্থানে ভাষাও দীন হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয়। আশা করি ভবিষ্যতে তিনি সেক্ষপীয়রের ও অন্যান্য লেখকের রচনার দ্বারা বঙ্গভাষাকে শ্রীসম্পন্ন করিবেন। বইখানির ছাপা কাগজ ভাল।"

মানসী পত্রিকার উপরোক্ত সহৃদয় সমালোচনা মনে হয় আলোচ্য অনূদিত নাটকের যথাযথ মূল্য নিরূপণের সহায়ক। শেক্সপীয়রের নাটকের অধিকাংশ ব্যর্থ অনুবাদ-প্রয়াসের তুলনায় আলোচ্য নাটকের সার্থকতা উল্লেখযোগ্য রূপেই চিহ্নিত করা যায়।

☐ দেবেন্দ্রনাথ বসুর 'ওথেলো'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

ওথেলো। মহাকবি সেক্সপিয়ার প্রণীত বিয়োগান্ত নাটক। শ্রী দেবেন্দ্রনাথ বসু অনূদিত। ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ৮ই মার্চ্চ, ১৯১৯। মূল্য ১৲ এক টাকা। প্রকাশক শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। প্রিন্টার শ্রী রাধাশ্যাম দাস, ভিক্টোরিয়া প্রেস ২ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থের 'উৎসর্গ পত্রে' বলা হয়েছে :

"যাহার পদাঙ্ক অনুসরণে আমি এই অনুবাদ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি, সেই মহাকবি গিরিশচন্দ্রের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে আমার এই 'নগণ্য' প্রয়াস উৎসর্গীকৃত হইল।"

অনুবাদের উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে অনুবাদক গ্রন্থের 'ভূমিকা'তে বলেছেন :

"এই অনুবাদের যদি কিছু গুণ থাকে, তাহা, আমার ন্যায় শুষ্ক মৃৎপিণ্ডকে বসাইয়া যিনি গঠনোপযোগী করিয়া গিয়াছেন,—সেই নটকবি চূড়ামণি গিরিশচন্দ্রের। ইহার দোষ-ভাগ সমস্ত আমার নিজস্ব আমার।

নাটক অভিনয়ের জন্য। সেই নিমিত্ত এই অনুবাদের ভাবে ভাষায় আমি সর্ব্বত্র অভিনয়-সৌকর্য্যের উপর দৃষ্টি রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। যে যে গর্ভাঙ্ক এবং অংশ [ ] চিহ্নিত, তাহা অভিনয়ে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আর আমার কিছুই বলিবার নাই, কেননা, এই অনুবাদে যাঁহারা আমাকে উৎসাহ দিয়াছেন এবং মুদ্রাঙ্কনের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, তাঁহাদের ঋণ কথায় শোধ হইবার নহে। বিশেষতঃ আমার সোদরপ্রতিম, সহায়, সুহৃদ্ জলধর দাদার…আর এক কথা—ষ্টারের বর্ত্তমান সুদক্ষ অধ্যক্ষ আমার স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ অপরেশচন্দ্রের উৎসাহ, যত্ন, সৎসাহস এবং ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে সেক্সপীয়ার পুনরভিনয়ের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। বিনীত শ্রী দেবেন্দ্র নাথ বসু। ৭, চৌধুরী লেন, কলিকাতা।"

আলোচ্য অনূদিত নাটকের প্রযোজনা-নির্দেশ স্বরূপ অনুবাদক নিম্নলিখিতরূপ 'নাটকীয় ঘটনার নির্দ্দিষ্ট সময়' লিপিবদ্ধ করেছেন :

"প্রথম অঙ্ক—একরাত্রি। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যবর্তীকাল অনির্দ্দিষ্ট। দ্বিতীয় অঙ্ক—একদিন একরাত্রি। তৃতীয় অঙ্ক ১ম হইতে

৩য় দৃশ্য অবধি—একদিন একরাত্রি। ৩য় অঙ্ক ৩য় দৃশ্য ও ৪র্থ দৃশ্যের মধ্যবর্ত্তীকাল প্রায় এক সপ্তাহ। তৃতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য হইতে সমুদয় চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্ক—একদিন একরাত্রি।"

১৬৮ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে [অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ যথাযথ] অনুবাদকর্ম সম্পাদিত। নটগুরু গিরিশচন্দ্রের শিষ্যপ্রতিম দেবেন্দ্রনাথ বসু নট ও নাট্যকার রূপে পরিচিত ছিলেন। গীত রচয়িতা হিসাবেও তাঁর সুখ্যাতি ছিল। দেবেন্দ্রনাথ বসু রচিত নাট্যগ্রন্থগুলির মধ্যে ওথেলো ছাড়া 'বেজায় আওয়াজ' [১৮৯৩]; 'কুহকী' [১৯২০] এবং 'এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা' [বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত] উল্লেখযোগ্য।

'কুহকী' নাটকের শেষ পৃষ্ঠায় ওথেলো অনুবাদ সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত মুদ্রিত আছে ঃ

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম. এ., বি. এল., পি. আর. এস.,—

"দেবেন্দ্রবাবু যথাসাধ্য মূলের অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদের একটি বিশেষত্ব এই যে, এ অনুবাদ প্রায়ই অনুবাদ বলিয়া বোধ হয় না। যেন আমরা কোন মূলগ্রন্থ পড়িতেছি, এইরূপ মনে হয়। অনুবাদের ইহা কম কৃতিত্ব নহে।"

২। কবিবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী—

"বিশ্ব-নাটাকার সেক্সপীয়ারের নাটিকানুবাদ যেন জাত-সাপ লইয়া খেলা! আপনার দুঃসাহসিকতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। উহা করিবার অধিকার আছে পরিচয় পাইয়া ততোধিক মুগ্ধ হইলাম।"

৩। H. C. Mukherjee Esq. M. A. Ph. D. Secretary, Council of Post Gradute Teaching in Arts, Calcutta University.—

"বাস্তবিক স্থানে স্থানে আপনার অনুবাদ এমন সুন্দর হইয়াছে যে, মূল গ্রন্থকারের সেই spirit যেন আপনি পাঠকবর্গের চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়াছেন।"

এবার আলোচ্য অনুবাদকর্মের নমুনাস্বরূপ পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের অংশবিশেষ [ওথেলোর স্বগতোক্তি] উদ্ধৃত করা যাক।

[পঞ্চম অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য—শয়নকক্ষ—দেজডিমোনা নিদ্রিত একটী দীপ প্রজ্বলিত—ওথেলোর প্রবেশ]

ও— যেই হেতু—

জান তুমি অন্তর্যামী মম—যেই হেতু
এ কঠিন ব্রত আজি করেছি গ্রহণ।
কহিতে সে কলঙ্ক-কাহিনী,
নির্ম্মল তারকামালা নিবিবে গগনে।
তবু
না করিব রক্তপাত, না দিব আঘাত
তুষার-ধবল শিলা জিনি
সুচিকণ, শুভ্র অঙ্গে তার।
কিন্তু মৃত্যু সুনিশ্চিত—
নহে মায়াবিনী আরও মজাবে মানবে।
আগে নিবাই আলোক—
জীবন-আলোক তব নিবাব পশ্চাতে।
রে উজ্জ্বল কিরণ-শরীরি,
জ্বালিবারে পারি তব আলোক আবার!
কিন্তু হায়, সুষমা-প্রতিমা!—
নিপুণ সৃজনে যার আপনার সীমা
লঙ্ঘিয়াছে আপনি প্রকৃতি,—
নিবিলে আলোক তব,
হেন বহ্নি নাহি কোন স্থলে,
যার বলে জ্বলিবে জীবন-দীপ পুনঃ।
বৃন্তচ্যুত করিলে গোলাপ—
সঞ্জীবনী শক্তি দিতে কেবা পারে ফিরে?
না শুকাতে শ্রেয়ঃ তবে
জীবন্ত তরুর পরে ভুঞ্জিতে সুবাস। [চুম্বন]…

অনুবাদকর্ম মোটামুটিভাবে মূলানুরূপ বলা চলে, যদিও মূলের ছন্দোমাধুর্য, শব্দচয়ন ও নাটকীয়তার উল্লেখযোগ্য অভাব পরিদৃশ্যমান।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় আলোচ্য নাটকটি স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়[৭৫] [প্রথম অভিনয় রজনী—৮ই মার্চ, ১৯১৯]।

প্রথম রজনীর ভূমিকালিপি নিম্নরূপ :

ওথেলো—তারক পালিত, ইয়াগো—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডেসডিমোনা

—তারাসুন্দরী, রাবানসিও—লক্ষ্মীকান্ত, ক্যাসিও—প্রবোধ বসু, বিয়াঙ্কা—মণিমালা, এমিলিয়া—নীরদাসুন্দরী।

প্রবোধবাবুর [প্রবোধ বসু] নির্দেশমত পটলবাবু [পরেশচন্দ্র বসু] দৃশ্যাদির পরিকল্পনা করেন। আর একটি গ্রন্থকে কেউ কেউ ওথেলো নাটকের অনুবাদ বলে মনে করেন।[৭৬] গ্রন্থটি সুরেন্দ্রমোহন ['নাথ' নয়] ভট্টাচার্য রচিত 'সুরসুন্দরী' [১২৯৬ সাল]। গ্রন্থটি আদ্যন্ত পাঠ করলে এবং 'বিজ্ঞাপন'টি লক্ষ করলে বোঝা যায় ওথেলো নাটকের কাহিনী বা বক্তব্য বিন্যাসের সঙ্গে এর কোনওরূপ মিল নেই।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে ২৪৫ পৃষ্ঠার উপন্যাসাকারে গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়েছে।

বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজা আদিত্যকিশোর পুত্র বিজয়বর্মাকে নির্বাসিত করলে রাণী যুবনেশ্বরী পুত্রশোকে মূর্চ্ছিতা হন। রাজার আদেশে বিচারস্থান থেকে রাণী পরিচারিকা ইন্দুমতীর অধীনে অন্তর্হিতা হন। ইন্দুমতীর কৌশলে রাণী যুবনেশ্বরীর দেহত্যাগের সংবাদ প্রচারিত হয়। পরে পুত্র বিজয়বর্মার পুনরাগমন সংবাদে রাজা আদিত্যকিশোর আনন্দিত হলে কৌশলে ইন্দুমতী রাণী যুবনেশ্বরীর জীবিতাবস্থা গোচর করান। পরিশেষে রাণী ও পুত্রের উপস্থিতিতে রাজা সুখে রাজ্যপালন আরম্ভ করেন।

উপরোক্ত কাহিনীসূত্রে শেকস্‌পীয়রের নাটকের সামান্যতম অনুসরণও পরিদৃশ্যমান নয়।

☐ ম্যাকবেথ

শেকস্‌পীয়রের 'ম্যাকবেথ'-এর কাহিনী, বিভিন্ন চরিত্র, বিন্যাসরীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে দেশী বিদেশী সুধীমণ্ডলীর আলোচনা আজো চলেছে। ম্যাকবেথ নাটকে—

"From Venice and Cyprus we turn to Scotland. Nature changes from her belt of gold and blue, to purple heather and grey rock, but man remains the same, mean, tempted, falling, sinning, murdering, with the Vengeance of death falling on him and the wife who here has shared his crime. Macbeth is the play of Conscience, though the workings of that conscience are seen far more in

Lady Macbeth than in her husband. The play shows, too, the separation from man as well as God, the miserable trustless isolation, that sin brings in its train."[৭৭]

ম্যাকবেথ-এর নিম্নলিখিত বঙ্গানুদিত গ্রন্থগুলির সন্ধান পাওয়া যায় :

১। রুদ্রপাল নাটক : হরলাল রায়, ১২৮১ সাল [১৮৭৪]।
২। ম্যাকবেথ : তারকনাথ মুখোপাধ্যায় ১২৮২ [১৮৭৫]।
৩। কর্ণবীর : নগেন্দ্রনাথ বসু, ১২৯২ [১৮৮৫]
৪। ভ্রমর : ধীরেন্দ্রনাথ পাল, [১৮৯১]।
৫। ম্যাকবেথ : গিরিশচন্দ্র ঘোষ [১৮৯৯]।
৬। ম্যাকবেথ : আশুতোষ ঘোষ [১৯১৮]।
৭। ম্যাকবেথ : মনীন্দ্রনাথ ঘোষ—বসুমতী সাহিত্য মন্দির ; সেক্সপিয়র গ্রন্থাবলী।
৮। ম্যাকবেথ : উপেন্দ্রকুমার কর [১৯২৩]।
৯। ম্যাকবেথ : নীরেন্দ্রনাথ রায়—২য় সং [১৯৫৭]।

সাম্প্রতিক কালে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অনুদিত [১৯৫৪] নাটকটি মোটামুটিভাবে সার্থক [মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত]।

প্রসঙ্গত কিশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'ম্যাকবেথ' অনুবাদ বিশেষভাবে স্মরণীয়। (এ ব্যাপারে 'পূর্বকথন' অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে)।

এবার অনুদিত গ্রন্থগুলির ক্রমানুগতিক [কালানুসারে] আলোচনায় আসা যাক।

□ হরলাল রায়ের 'রুদ্রপাল নাটক'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

রুদ্রপাল নাটক। ইংরেজি ম্যাকবেথ নাটক অবলম্বন করিয়া। শ্রীহরলাল রায় প্রণীত। কলিকাতা নং ১১, কলেজ স্কোয়ার, রায়যন্ত্রে শ্রীবাবুরাম সরকার দ্বারা মুদ্রিত। সন ১২৮১ সাল।

স্কুল-শিক্ষক[৭৮] হরলাল রায় 'রুদ্রপাল নাটক' সহ পাঁচটি নাটক রচনা করেন। ৬৩ পৃষ্ঠার পঞ্চম অঙ্ক ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে গদ্য-পদ্যে অনুবাদ কর্ম সম্পাদিত হয়েছে। অনুবাদে মূল নাটককে কিছুটা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে এবং দৃশ্যাবলী

পুনর্বিন্যস্ত ও সম্পাদিত হয়েছে। চরিত্র, দৃশ্যাবলী ও ঘটনা বিন্যাসের দেশীয়করণও লক্ষণীয়। নাটকের দেশীয় নামকরণও উল্লেখযোগ্য। চরিত্রগুলির দেশীয় নামকরণ নিম্নরূপ :

Duncan—	সূর্যপাল—	পঞ্চনদের রাজা।
Malcol	ইন্দ্রপাল	— সূর্য পালের পুত্র
Donalbain	চন্দ্রপাল	
Macbeth	রুদ্রপাল	— সৈন্যাধ্যক্ষ
Banquo	বিনয়পাল	
Macduff	রণবীর	— রাজকর্মচারী [৫ জন]
Lennox	দামোদর	
Rosse	বলদেব	
Menteith	বনবিহারী	
Angus	কন্দর্প	
Caithness	———	
Lady Macbeth—	চতুরিকা[৭৯]	—রুদ্রপালের স্ত্রী।
Lady Macduff	———	রণবীরের স্ত্রী।
Three Witches	———	ভৈরবীত্রয়[৮০]

Scene : Scotland and England [দৃশ্যাবলী : পঞ্চনদ ও দিল্লী]।

অনুবাদকের উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে অনুবাদকের কোন বক্তব্য ['ভূমিকা', 'বিজ্ঞাপন' প্রভৃতির মারফৎ] পাওয়া যায় না—তবে অনুবাদ কর্ম 'ছায়ানুবাদ' শ্রেণীর বলা চলে।

এবার অনুবাদকর্মের নমুনা উদ্ধৃত করা যাক :

১। [প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক। প্রান্তর। ত্রিশূল হস্তে তিনজন ভৈরবীর প্রবেশ]।[৮১]

সকলে— জয়কালি, করালবদনি, মা! [ভূতলে ত্রিশূল মূল সংস্থাপন]।

প্রথম—বৃষ্টি, বজ্রাঘাত, যুদ্ধ, তিনের আজ সুসংযোগ হয়েছে।

দ্বিতীয়— আরম্ভ হয়েছে চতুর্দশীতে, শেষ হবে অমাবস্যায়।

তৃতীয়— যুদ্ধ শেষ হলে শ্মশানে রুদ্রপালের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হবে [নেপথ্যে দূরে আরতি বাদ্য]।

প্র— চল আমরা শীঘ্র যাই, ভগবতী চামুণ্ডার পূজা আরম্ভ হল।

দ্বি— শনিবার, অমাবস্যা, আকাশ গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন, আজ ভগবতী চামুণ্ডার পূজার উত্তম দিন। শীঘ্র চল।

সকলে— শীঘ্র চল, যবা বিলদ্দলে আজ মায়ের পূজা করিগে। জয় কালি, করাল বদনি মা! [সকলে নিষ্ক্রান্ত]।

লক্ষণীয় বিষয় হল—অনুবাদকর্মে চরিত্র ও ঘটনা বিন্যাসের শুধুমাত্র দেশীয়করণই নয় পরন্তু মূল সংলাপের বহুল পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে।

২। ডানকান হত্যা-দৃশ্যের [এখানে দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক—মূল নাটকে দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য] অংশবিশেষ :[৮২]

রুদ্র— করেছি। কোনও শব্দ শোন নি?

চতুরিকা— পেঁচার ডাক আর বাতাসের শব্দ। তুমি কথা কইলে না?

রু— কখন?

চ— এই এখন।

রু— আমি যখন নেবে আসি?

চ— হাঁ।

রু— ঐ শোন—ও পাশের ঘরে শুয়ে কে?

চ— চন্দ্রপাল।

রু— [আপন হস্ত দেখিয়া] কি কুদৃশ্য!

চ— তুমি কি বালক যে আপন হাত দেখে ভয় পাচ্ছ? কুদৃশ্য কি?

রু— একজন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বলে উঠল 'খুন'—একবার চোক মেলে দেখে তিনবার রামনাম করে আবার ঘুমাল—আমি রামনাম করতে গেলেম, জিব আড়িয়ে গেল—রাম নামে আমার বিশেষ প্রয়োজন, আমি রাম নাম করতে পারলেম না।

এখানেও চরিত্র ও ঘটনা বিন্যাসের দেশীয়করণ করা হয়েছে এবং উপরে উদ্ধৃত প্রথম সংখ্যক অংশের তুলনায় মূল সংলাপ পরিবর্তন যদিও কম তথাপি

পদ্যানুবাদের ভাবাগত [বিন্যাস ও গঠনগত] ত্রুটি [বিশেষত নিম্ন রেখাঙ্কিত অংশগুলি] মূল নাটকীয় সৌন্দর্য-ব্যঞ্জনার হানি ঘটিয়েছে। 'কি কুদৃশ্য' দ্বারা 'A sorry sight'-এর ব্যঞ্জনা আদৌ ফোটেনি। 'চোখ' স্থলে 'চোক' 'Amen' এর স্থলে 'রামনাম' হাস্যকর বলে মনে হয়।

আলোচ্য নাটক প্রসঙ্গে 'বান্ধব' পত্রিকায় [শ্রাবণ-ভাদ্র ১২৮৩] 'নাটক' শীর্ষক আলোচনায় হরলাল রচিত 'শত্রুসংহার' ও রুদ্রপালের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। রুদ্রপাল প্রসঙ্গে বলা হয়:

"......সেক্ষপিয়রের মেকবেথ হইতে রুদ্রপাল। সেক্ষপিয়রের প্রগাঢ়তা বাঙ্গালা রুদ্রপালে অনেক সময়ই রক্ষা হয় নাই বলিলে, কেবল প্রকারান্তরে সেক্ষপিয়রেরই প্রশংসা করা হয় ও প্রগাঢ়তায় বাঙ্গালা ভাষা এখনও অনেক উন্নতি সাপেক্ষ ইহাই বলা হয়।......"[৮৩]

আলোচ্য নাটকের প্রথম অভিনয়ানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ ৩১শে অকটোবর ১৮৭৪ তারিখে।

'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউস' [৪-১১-১৮৭৪] এবং 'ইংলিশম্যান [৩১-১০-৭৪] পত্রিকায় এ অভিনয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রকাশিত হয়। তবে দামোদর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক 'প্রবাহ' পত্রিকায় [২য় ভাগ, ১০ম খণ্ড, ৬ই মাঘ ১২৯০] প্রকাশিত "গ্রন্থাদির উল্লেখ, সমালোচন ও প্রাপ্তিস্বীকার" শীর্ষক সমালোচনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—যদিও এক্ষেত্রে অনূদিত গ্রন্থ ও অনুবাদকের নামোল্লেখ পাওয়া যায় না।

"ন্যাশনাল থিএটার [ম্যাকবেথাভিনয়]।

সেদিন এই রঙ্গভূমিতে মহাকবি শেক্সপীয়র প্রণীত 'ম্যাকবেথ' নামক প্রসিদ্ধ নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় অভিনয় করিবার নিমিত্ত নানা ছন্দোবন্ধে উক্ত ইংরাজি গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ করা হইয়াছে। গ্রন্থোক্ত নামগুলি দেশীয় করা হইয়াছে। গ্রন্থের অনুবাদ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার ইচ্ছাও নাই, প্রয়োজনও নাই। একমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, স্বর্গীয় মহাকবি মাইকেল বঙ্গের কবিতা সংসারে যদি 'হায়রে' 'এবে' প্রভৃতি কয়েকটি কথার বহুল প্রচার না করিতেন, তাহা হইলে ম্যাকবেথের এ অনুবাদ সম্পন্ন হইয়া উঠিত কি না সন্দেহ। তাহার পর অভিনয়। অভিনয়ের কথা আর কি বলিব? আমরা সেদিন রঙ্গভূমিতে কি অপূর্ব ব্যাপার দেখিলাম তাহা বলিয়া প্রকাশ করা অসাধ্য। দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে প্রতিক্ষণে "লাউডগা"

(Louder) 'বিচুটি ফুল' (Beautiful) 'বেশ ভাই!' প্রভৃতি উৎসাহ-সূচক, সুমধুর সম্ভাষ শব্দ অভিনেতৃবর্গের উপর বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অবশেষে দর্শকবৃন্দের নিয়ত অনুরোধে অর্দ্ধপথে অভিনয়ের পরিসমাপ্তি হইয়া গেল।"

রসহীন অভিনয় দর্শন করে বিরক্ত দর্শকবৃন্দ কর্তৃক উপরিউক্ত রূপ 'ব্যজস্তুতি' মূলক ধ্বনি-নিক্ষেপ বিশেষ কৌতুককর মনে হলেও সর্বযুগে সর্বদেশে ও সর্বকালে বর্তমান—একথা বলাই বাহুল্য।

☐ তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ম্যাকবেথ'

গ্রন্থটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ:

Shakespeare's Dramatic Works./ Macbeth./ ...ম্যাকবেথ্।/ শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা বহুভাষায় অনুবাদিত। Printed By Mahendra Nath Chucraverty/At the North Suburban Press/Barahanagar./ মূল্য স্বাক্ষরকারীর প্রতি ক্রয়কারীর প্রতি ডাকমাশুল এক আনা আলাদিহা দিতে হইবে। ১২৮২।

আখ্যাপত্রে 'বহুভাষায় অনুবাদিত' কথা কয়টি কেন মুদ্রিত হয়েছে বোধগম্য হয় না কারণ মুদ্রিত গ্রন্থে শুধুমাত্র বঙ্গানুবাদই লিপিবদ্ধ হয়েছে।

গ্রন্থের 'ভূমিকা'তে অনুবাদক বলেছেন:

"কবি চূড়ামণি শেকসপীয়েরের অসাধারণ গুণ ও ক্ষমতা ভুবনবিখ্যাত আছে। অতএব তাহার বর্ণন করার প্রয়োজন রাখে না। এইমাত্র প্রকাশ করার আবশ্যক আছে, যে অতিশয় নিপুণ ইংরাজ জাতীয় টীকাকার সকল কোন কোন স্থানের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিতে অশক্ত হইয়াছেন, অতএব অন্য-ভাষায় অনুবাদিত করা কত সুকঠিন তাহা ইহাতে জানাইতেছে: বহু যত্ন-সহকারে নানাবিধ টীকাকারদিগের টীকার সহিত বঙ্গভাষায় অনুবাদিত করিয়াও একটী অতিশয় দুঃখের বিষয় এই যে মুদ্রাঙ্কে অনেকগুলি অশুদ্ধ হইয়াছে।"

'ভূমিকা'র পর বাংলা ভাষায় দু'পৃষ্ঠাব্যাপী নাটকের গল্পটি বর্ণিত হয়েছে। গদ্য-পদ্যে পঞ্চম অঙ্ক অষ্টম গর্ভাঙ্কে ৮৭ পৃষ্ঠায় অনুবাদকর্ম সম্পাদিত। অনেক শব্দ ও প্রসঙ্গের 'ফুটনোট' দেওয়া আছে বাংলাভাষায়। গ্রন্থশেষে ৬ পৃষ্ঠাব্যাপী শুদ্ধিপত্র আছে।

অনুবাদকর্ম অত্যন্ত দুর্বল। ভাষায় গুরুচণ্ডালী দোষ, বহুল বানান

ত্রুটি [ছাপার] পীড়াদায়ক। ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ ও গতি পদে পদে বিঘ্নিত হয়েছে। সর্বতোভাবে বিচারে আলোচ্য অনুবাদকর্মকে 'ভাষানুবাদ', 'ভাবানুবাদ' বা ছায়ানু...'—কোন নির্দিষ্ট পর্যায়েই ফেলা যায় না।

তুলনামূলক বিচারের সুবিধার জন্য অনুবাদকর্মের নমুনাস্বরূপ পূর্বালোচিত দৃশ্যে দুটির অনুবাদ দেওয়া হল :

১। [প্রথম অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক—একটা প্রান্তরে। বজ্রপাত এবং তড়িৎ বিজুলি দর্শন। তিনজন ডাইনীর প্রবেশ।]

প্রং ডাং—পুনরায় কখন দেখা হইবে তিনজনায়,

বজ্রাঘাতে, তড়িৎ আভায়, কিম্বা বৃষ্টি ধারায় ?

দ্বিং ডাং—যখন সব গোলযোগ মিটিয়া যাইবে :

যুদ্ধে পরাজয় জয় যখন হইবে ঃ

তৃং ডাং—স্থান কোথা ?

দ্বিং ডাং— প্রান্তরেতে !

তৃং ডাং— সেখানে ম্যাকবেথ সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে।

প্রং ডাং— আমি আসি, গ্রেমালকিন !

একত্রে— যাই :—প্যাডক ডাকে !

সুন্দর কুচ্ছিৎ হয়, কুচ্ছিৎ সুন্দর,

কুয়াসায় মলিন বাতাসে গিয়া ঘোরে।

[ডাইনী সকল অদর্শন হয়]।

অনুবাদকর্মে মূল সংলাপাংশ মোটামুটিভাবে রক্ষিত হলেও সংলাপের ভাষার গঠন দুর্বলতা ও অস্বাভাবিকতা সত্যই পীড়াদায়ক।

২। [দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক-এর অংশবিশেষ]

ম্যাকবেথ—আমি সে কার্য্য করিয়াছি :—তুমি একটা গোল শ্রবণ কর নাই ?

ম্যাকবেথ পত্নী—পেচকের চিৎকার ধ্বনি এবং ভৃঙ্গারিকার রব শ্রবণ করিয়াছি। আপনি কথা কহেন নাই ?

ম্যাং— কখন ?

ম্যাং পং— এইক্ষণেই।

ম্যাং— নিম্নে আগমনকালীন ?

ম্যাং পং— হাঁ।

ম্যাং— শ্রবণ কর।

দ্বিতীয় গৃহে কে শয়ন করিয়া আছে ?

ম্যাং পং— তোন্যালবেইন্।

ম্যাং— এ একটা কুচ্ছিৎ দর্শন [আপন হস্ত দৃষ্টি করিয়া]।

ম্যাং পং— কুচ্ছিৎ দর্শন বলা, এক নির্ব্বোধের চিন্তা।

অনুবাদকর্মে সংলাপাংশ মূলানুরূপ হলেও সংলাপের ভাষার গঠন দুর্বলতা এক্ষেত্রেও রীতিমত পীড়াদায়ক। বলা বাহুল্য, হরলাল রায়ের অনুবাদ এর চেয়ে অনেক ভাল।

□ নগেন্দ্রনাথ বসুর 'কর্ণবীর'

কর্ণবীর—Translation of Macbeth. শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। কলিকাতা ১৩নং রামনারায়ণের ভট্টাচার্যের লেন হইতে, শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা ১৩নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন, গ্রেট. ইষ্ডিন. প্রেস., শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত। সন ১২৯২ সাল।

১৭৬ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে পঞ্চম অঙ্ক অষ্টম দৃশ্যে অনুবাদকর্ম সম্পাদিত। চরিত্র, দৃশ্যাবলী ও ঘটনা বিন্যাসের দেশীয়করণ লক্ষণীয়।

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য, রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গে অনুবাদক গ্রন্থে মুদ্রিত 'মুখবন্ধ'-তে বলেছেন :

"ম্যাকবেথ নাটকের অনুবাদ রচিত হইল। বাঙ্গালায় ইংরাজী নাম ভাল শুনায় না বলিয়া, ইংরাজী নামের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা নাম উল্লেখ করা গিয়াছে। ইয়ুরোপের রীতিনীতির সহিত ভারতবর্ষের রীতিনীতির অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়, এতন্নিবন্ধন বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত প্রাগুক্ত রীতিনীতি পরিত্যক্ত ও শেষোক্ত রীতিনীতি কোন স্থানে উহ্য ও ব্যবহার হইয়াছে। অনুবাদকালে 'ডাকিনী' স্থানে 'ভৈরবী'[৮৪] লিখিত হইয়াছে। তজ্জন্য পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

পরিশেষে আমি কায়মনে করুণাময়ের নিকট আমার বন্ধুবর ৺নন্দলাল সরকারের প্রেতাত্মার আনুকূল্যে মঙ্গল প্রার্থনা করি ; উক্ত বন্ধুবরের যত্নে ও উদ্যমে ইহার প্রথম কিয়দংশ জনসমাজে প্রকাশিত হইয়াছিল।—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১২৯২—১লা ভাদ্র।"

গ্রন্থের 'মুখবন্ধ'তে নাটকের দেশীয় নামকরণের যুক্তি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। চরিত্র ও দৃশ্যগুলির দেশীয়করণ নিম্নরূপ :

Duncan— আনন্দসিংহ—জয়পুররাজ।

Malcolm ()
() ঐ পুত্রদ্বয়—দেবীসিংহ ও কেশরি সিংহ।
Dohalbain ()

Macbeth ()
() ঐ সেনাপতিদ্বয়—কর্ণবীর ও বিজয়সিংহ।
Banquo ()

Noblemen of Scotland Macduff, Lennox, Rosse, Menteith, Angus, Caithness—যথাক্রমে বিজয়সিংহ, সুধীসিংহ, শক্তিধর, মল্লরায়, বীরবল, নয়নপাল, মৃত্যুঞ্জয়।

Lady Macbeth— মলিনা, কর্ণবীরের স্ত্রী।

Lady Macduff— পদ্মিনী, সুধীসিংহের স্ত্রী।

Three Witches— ভৈরবীত্রয়।

দৃশ্য। জয়পুর ও নিশাগড়। Scene : Scotland and England.

আলোচ্য গ্রন্থের অনুবাদক সুবিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বলেই মনে হয়।

এবার অনুবাদকর্মের নমুনাস্বরূপ প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য এবং দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক।

১। [প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য। প্রান্তর। বজ্রাঘাত ও বিদ্যুৎপাত।—
তিনজন ভৈরবীর প্রবেশ]।

১ম ভৈরবী— আবার কখন্ দেখা হবে তিনজনে?
কড়্ কড়া কড়্—ঝিমিক্ ঝিমিক্?
প'ড়বে যখন ঝমঝ'মে?[৮৫]

২য় ভৈ— গুড়ুম্ গুড়ুম্ ঝনাৎ ঝনাৎ—থামবে যখন রণ!

৩য় ভৈ— কোন্ জায়গায় দেখা হবে বোন্?

২য় ভৈ— শুনবিতো শোন্;—
সেই চাষওয়ালা মাঠের মাঝখানে।

৩য় ভৈ— বেশ ব'লিছিস্;—কর্ণবীরও আসবে সেইখানে।

১ম ভৈ— আমি—আসবো সেজে বাঘের মাসী!

সকলে— ওই ডাক্‌লো ব্যাঙ্ জিনিষ কালো,
খারাপ যেন চোখথে আলো]

দ্বিতীয় দৃশ্যে দুটি অনূদিত গ্রন্থে সম্পাদিত হয়ে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। সুতরাং অনুবাদকর্মে দৃশ্যবিন্যাস কিছুটা সংক্ষিপ্ত ও পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে বলা চলে। কিন্তু অনুবাদ কর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য রক্ষিত হয়েছে মূল নাটকের সুর, ভাষা, ছন্দ ও বিষয়বস্তুর যথাযথ ও সুসংযত সংরক্ষণ সাধনে। তাছাড়া তিনি চরিত্রগুলির নামের [দৃশ্যে ও ঘটনাবিন্যাসেরও] কোনও রূপ দেশীয়করণ করেন নি।

নানাকারণে বাংলা অনুবাদ নাটকের তথা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের 'ম্যাকবেথ' অনুবাদ স্মরণীয় ঘটনা ঃ

১। ঊনবিংশ শতকের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান নট-নাট্যকার-প্রযোজক কর্তৃক অনূদিত এ নাটক অনুবাদ নাটক রচনার সমস্ত কার্যকারণের পূর্ণতা সূচিত করে।

২। মৌলিক নাটক রচনায় বহুলভাবে শেকস্‌পীয়রের দ্বারা প্রভাবিত হলেও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র [গীতিনাট্য সহ প্রায় ৮০টি নাট্যগ্রন্থের রচয়িতা] এই একটি মাত্র প্রত্যক্ষ অনুবাদ [নাট্য] সম্পন্ন করেন। আর একটি ছায়ানুবাদ 'য্যায়সা কা ত্যায়সা' (মলেয়ার অবলম্বনে)।

৩। আলোচ্য অনূদিত নাটক অবলম্বন করেই গিরিশচন্দ্র এদেশে অভিনয় ধারার পরিবর্তন সাধন করেন।[৮৭]

'আখ্যাপত্র'-র বিবরণ থেকে জানা যায় গ্রন্থ প্রকাশ কাল ১৩০৬ সাল। ডঃ সুকুমার সেন ১৩০৬ সাল বলেই উল্লেখ[৮৮] করেছেন। কিন্তু ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য[৮৯] ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[৯০] ইংরাজি ১৯০০ সাল বলে গ্রন্থপ্রকাশ নির্দেশ করেছেন। মনে হয় ডঃ ভট্টাচার্য ও শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত ইংরাজি সাল '১৯০০' স্থলে ১৮৯৯ হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

শেকস্‌পীয়রের শব্দবিন্যাস (diction), প্রকাশভঙ্গি (style), অন্তর্নিহিত ভাব (spirit) এবং ছন্দ (verse) পর্যন্ত স্বাঙ্গীকরণ করে ভাষান্তরিত করা অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক। গিরিশের পক্ষে এই অনুবাদ সম্ভব হয়েছিল কারণ তিনি কেবল ইংরেজী ভাষার নাটক মর্ম দিয়ে বুঝতেন তাই নয়, নাট্যালয় সংশ্লিষ্ট নাট্যরীতিতেও তিনি ছিলেন ধুরন্ধর। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রসঙ্গে সাহিত্যসম্রাট এক চিঠিতে গিরিশকে লেখেন—"আপনি সুলেখক ও উৎকৃষ্ট বোদ্ধা, আপনার হাতে আমার উপন্যাসের যথাযোগ্য পরি হইবে, আমি বিশ্বাস করি।" তাই কাটছাঁট করে নয়, অনুসরণ করেও নয়,

তিনি ম্যাকবেথকে বাংলায় করেছেন শেকস্‌পীয়রের মূল নাট্যশৈলী ভাব ও ভাষা পুরো বজায় রেখে।

ম্যাকবেথের অনুবাদে মুগ্ধ হয়ে বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ ও স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার পি. এন. রায় ও কে. জি. গুপ্ত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন সাপ্তাহিক 'রঙ্গালয়' পত্রিকায়।[৯১] গিরিশচন্দ্রের ম্যাকবেথ প্রসঙ্গে বলা হয়:

"যাঁহার ম্যাকবেথ পাঠে সুপ্রসিদ্ধ 'ইণ্ডিয়ান নেসন' পত্রিকার সম্পাদক মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউটের প্রিন্সিপ্যাল, ব্যারিস্টার এন. ঘোষ লিখিয়াছিলেন যে,—'সেকস্‌পীয়রের ম্যাকবেথ নাটক ফরাসী ভাষায় সুন্দররূপে অনুবাদিত হইয়াছে, কিন্তু গিরিশবাবুর বঙ্গানুবাদ তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট'। অপিচ কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ বিচারপতিদ্বয় মহামান্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ ও শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এক্‌সসাইজ ডিপার্টমেন্টের সর্বময় কর্তা সুবিখ্যাত কে. জি. গুপ্ত এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার পি. এল. রায় মহোদয়গণ সমস্বরে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে,—'To translate the inimitable language of Shakespeare was a task of no ordinary difficulty. But Babu Girish Chandra Ghose has performed that difficult task very creditably on the whole and his translation is in many places quite worthy of the original.'

যাঁহার গ্রন্থপাঠে ভূতপূর্ব কাস্টম কলেক্টার প্রথিতনামা স্কাইন সাহেব মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—How little the world knows of its greatmen." এমনকি বাঙ্গালী বিদ্বেষী 'Englishman'[৯২]ও বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে লেখেন—"A Bengali I have of cowdor is a living suggestion of incongruity, but the' reality is an astonishing reproduction of the standard convention of the English stage."

অমরেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন[৯৩]—

"মনে পড়ে, একজন শিক্ষক মহাশয়ের লেখায় দেখিয়াছি, তিনি স্যর আশুতোষকে বলিয়াছিলেন,—'আমরা পার্সিভালের ছাত্র। তাঁর কাছেই ম্যাকবেথ পড়া। পার্সিভাল সাহেব আমাদের পড়িয়েছিলেন—

'A Sailor's wife has chestnuts in her lap,
And munch'd and munch'd and munch'd :

Notice the M-Sound in the second line, it being an echo to the sense (the sound of mastication).

গিরিশ ঘোষ এর অনুবাদ করেছেন ঃ

'এলো চুলে মালার মেয়ে—
বসে উদোম গায়,
ভোর কেঁচড়ে ছেঁচা বাদাম
চাকুম্ চাকুম্ খায়।'[৯৪]

আশ্চর্য! মূলের সে M-Sound অনুবাদে 'ম'-কারে অবিকল অনুকৃত হইয়াছে। এইরূপে ম্যাকবেথ বইখানার অষ্ট-পৃষ্ঠে দেখি, গিরিশ প্রতিভা যেন ঝলমল করিতেছে। আরম্ভেই ডাকিনীদের সেই 'বাগ্‌বৈখরীশব্দ ঝরা—'যখন ঝরবে মেঘা ঝুপুর ঝুপুর'।

মেঘে এই 'আ'কার যে কবি দিতে পারেন, তিনি সামান্য শাব্দিক নহেন।

'ডুবু ডুবু হ'বে চাঁকি,—লড়াই কি আর থাক্‌বে বাকী?'

গিরিশচন্দ্রের ডাকিণীরা সূর্যদেবকে 'চাঁকি' বলে; সেক্‌সপীয়রের ডাকিনীদের উপর চাপান দিয়াছে।—ইহা শুনিয়া গুণগ্রাহী আশুতোষ প্রশংসায় উচ্চ হাসি হাসিলেন।"[৯৫]

এবার গিরিশচন্দ্রের অনুবাদকর্মের নমুনা উদ্ধৃত করা যাক [পূর্ববর্তী ম্যাকবেথ অনূদিত গ্রন্থগুলির নমুনা অংশ দুটিই—'১ম অঙ্ক ১ম দৃশ্য ও ২য় অঙ্ক ২য় দৃশ্যের অংশ বিশেষ' এখানে তুলনামূলক আলোচনার সুবিধার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে]।

১। প্রথম অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য—প্রান্তর, বজ্রনাদ ও বিদ্যুৎ চমক, তিনজন ডাকিনীর প্রবেশ

১ম ডাকিনী—দিদিলো, বল্‌না আবার মিল্‌ব কবে তিন বোনে?
যখন ঝরবে মেঘা ঝুপুর ঝুপুর,
চক্ চকাচক্ হান্‌বে চিকুর,
কড়্ কড়াকড়্ কড়াৎ কড়াৎ ডাক্‌বে যখন ঝনঝনে?

২য় ডা — যখন বাধ্‌বে, মাত্‌বে, হার্‌বে,
জিনবে, থামবে লড়াই রণরণে।

৩য় ডা — চিকিচিক ঝিকি মিকি, ডুব্ ডুব্ হ'বে চাকি, লড়াই কি আর থাক্‌বে বাকী।

১ম ডা — কোন্‌খানে, বোন্ কোন্‌খানে, বোন্ কোন্‌খানে? ঠিক্ ঠাক্ ব'লে দেলো, যেতে হবে কোন্‌খানে?

২য় ডা — টুবণো রাঁড়ীর মাঠে যাব।

৩য় ডা — ম্যাক্‌বেথেরে দেখা দেব, ঘাপ্‌টি মেরে এককোণে।

১ম ডা — যাই যাই যাইলো দিদি, ডাক্‌ছে মেণী ন্যাল্‌নেলে;

২য় ডা — পাঁদার থেকে ডাকছে বোড়া,
কোলা ঐ ফার্‌কা জিব্‌টা মেলে।

৩য় ডা — আয় যাই চ'লে, আয় যাই চ'লে, আয় যাই চ'লে।

সকলে — ভাল মোদের কালো, মন্দ মোদের ভাল
আঁদাড় পাঁদাড় আনাচ কানাচ ঘুরে বেড়াই চল।
[অপর ডাকিনীগণের প্রবেশ]

গীত

সকলে — চল্ যাই চল্ যাই
চল্, চল্ চল্ চল্ যাইলো যাই,
ওইলো ওই, ওইলো ওই
ওই ওই ওই ওই, ওই ওই ওই ওই,
নিদিলি দেয় ঝিঁঝিঁর ঝাঁই।
হাতে হাতে ধরাধরি,
হেলা দোলা, চাতর মেলা
বাদাড় জলে দলে দলে খেলা,—
কিলিকিলি-খিলিখিলি হেসে ভেসে,
কুয়াশায় চল্ সেথায়
হিলি হিলি হিলি হিলি[৭২] সাঁই সাঁই সাঁই।
[সকলের প্রস্থান]

লক্ষণীয় বিষয় হল—অনূদিত সংলাপাংশ মূলের তুলনায় পরিবর্ধিত হলেও শব্দ বিন্যাস, প্রকাশভঙ্গি ও ছন্দের জাদুকরী প্রয়োগের দ্বারা মূল দৃশ্যের অন্তর্নিহিত ভাব সুন্দররূপে প্রতিভাত হয়েছে।

কিন্তু উপরোক্ত অনূদিত অংশটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর বলার ব্যাপারে স্বভাবতই

প্রশ্ন উঠতে পারে। বলাই বাহুল্য প্রধানত অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই ['প্রস্তাবনা' দ্রষ্টব্য] গিরিশচন্দ্র আলোচ্য অনুবাদকর্মে তৎপর হন। তাই অনুবাদ প্রচেষ্টায় তৎকালীন দর্শকরুচির কথা তাঁর স্মরণে ছিল। সেকারণেই আলোচ্য অনুবাদে 'ডাকিনীগণের প্রবেশ ও গীতের' সমারোহ অন্তত আংশিক রসবিপর্যয় ঘটিয়েছে—একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত। তাছাড়া ডাকিনীদের সংলাপের পরিবর্ধন নাটকের গঠন সাদৃশ্যকে বজায় রাখতে পারেনি বলা চলে।[৯৭]

প্রসঙ্গত আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ভাষায় শেকসপীয়রীয় জীবনবোধ ও ছন্দের অনুকূল একটি সরল ও খাঁটি বাংলা সুরের [সমসাময়িক] অনুরণন দেখতে পাওয়া যায়। যদিও সাম্প্রতিক কালের অত্যধিক পরিশীলিত বাংলাভাষায় সে সব জীবন্ত শব্দ অশালীন, গ্রাম্য ও অসভ্যবোধে পরিত্যক্ত হয়েছে। উপরোক্ত অনূদিত অংশে 'আঁদাড়-পাঁদাড়' 'ঘাপটি মেরে' এবং গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ গ্রন্থের অন্যত্র—'খোদার নাম দিয়ে বদিয়াতি', 'আখেরী নরক', 'উগরে ঝেড়ে দিয়েছে' ইত্যাদি শব্দগুলি তার নিদর্শন।[৯৮]

২। [দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের অংশ বিশেষ]

ম্যা— করিয়াছি কার্য্য সমাধান,
শুনেছ কি কিছু ?
লেডী-ম্যাক—মাত্র পেচকের ডাক আর ঝিল্লীর ঝঙ্কার।
কয়েছিলে কোন কথা ?
ম্যা— কখন ?
লে-ম্যা— এখন।
ম্যা— নামিতে নামিতে ?
লে-ম্যা— হ্যাঁ।
ম্যা— শুন, দ্বিতীয় কক্ষেতে কেবা ?
লে-ম্যা— ডনালবেন।
ম্যা— [হস্ত দেখিয়া] দৃশ্য অতি দুঃখকর।
লে-ম্যা— পাগলের কথা, দুঃখকর।
ম্যা— নিদ্রাঘোরে জনেক হাসিল
জনেক কহিল—'হত্যা'

জাগাইল পরস্পরে ;

শুনিলাম দাঁড়ায়ে—সে সেব—

প্রার্থনা করিয়া পুনঃ নিদ্রা গেল সবে।

লে-ম্যা— এক কক্ষে আছে দুইজন।

ম্যা— জনেক কহিল,—'রক্ষা কর ভগবান্ !'

'শান্তি শান্তি' জনেক কহিল,

হত্যাকারী হস্ত যেন দেখিল আমার।

শুনিয়া সভয় উক্তি সে সবার,

নারিলাম 'শান্তি' উচ্চারিতে,

যবে দোঁহে ডাকিল কাতরে,—

'রক্ষা কর ভগবান্ !'

মূলের তুলনায় সংলাপাংশ সামান্য বর্ধিত হলেও উপরিধৃত অংশটুকুর অনুবাদকর্মে মোটামুটি দক্ষতার পরিচয় আছে, যদিও অধোরেখাঙ্কিত অংশ দুটি ['দৃশ্য অতি দুঃখকর' ও 'হত্যা'] কৃত্রিম বলেই মনে হয়। এর চেয়ে হরলাল রায়ের 'খুন' বেশি জোরালো ছিল।

এবার আলোচ্য অনুবাদকর্মের অভিনয় প্রসঙ্গে আসা যাক। ২৮শে জানুয়ারী ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চ এ নাটকের প্রথম রজনীর অভিনয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।[৯৯]

প্রথম রজনীতে নিম্নলিখিত অভিনেতৃগণ অংশগ্রহণ করেন :

ডানকান—হরিভূষণ ভট্টাচার্য। ম্যালকম—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ [দানীবাবু] ম্যাকবেথ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ব্যাঙ্কো—কুমুদনাথ সরকার। ম্যাকডাফ্ ও হিকেট—অঘোরনাথ পাঠক। হত্যাকারী ও রক্তাক্ত সৈনিক—চুনীলাল দেব। দ্বারপাল, ১ম ডাকিনী, বৃদ্ধ, ১ম হত্যাকারী ও ডাক্তার—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী। লেডী ম্যাক্‌বেথ—তিনকড়ি দাসী। ফ্লিয়েন্স—কুসুমকুমারী। লেডী ম্যাকডাফ—প্রমদাসুন্দরী। পরিচারিকা—হরিমতী, স্টেজম্যানেজার—ধর্মদাস সুর এবং তাঁর দুই সহকারী—জহরলাল ধর ও শশিভূষণ দে।

লক্ষণীয় বিষয় অর্ধেন্দুশেখর একা পাঁচটি ছোট কিন্তু উল্লেখযোগ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

এ নাটকের তৃতীয় অভিনয় রজনীর 'বিজ্ঞাপন'-এ প্রযোজক-পরিচালক গিরিশচন্দ্র নাটকের মঞ্চসজ্জা ও পোষাক-পরিচ্ছদ প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

I have freely availed myself of European aid in mounting and dressing the piece with strict adherence to time and place.—

অর্থাৎ সুদক্ষ ও উপযুক্ত ইংরাজ চিত্রকর দ্বারা চিত্রপটগুলি অঙ্কিত এবং সুযোগ্য ইংরেজের তত্ত্বাবধানে পরিচ্ছদগুলি প্রস্তুত হয়েছিল। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'গিরিশচন্দ্র' নামক গ্রন্থে লিখেছেন—"ম্যাকবেথ অভিনয়ে নাট্যশিল্পের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র বিখ্যাত চিত্রকর উইলিয়ার্ড সাহেবকে নিযুক্ত করিয়া, সমস্ত চিত্রপট অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত দৃশ্যপট যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—এরূপ দৃশ্যপট পূর্বে তাঁহারা আর কখনও দেখেন নাই।......প্রসিদ্ধ রূপ সজ্জাকর পিমু সাহেবকে নিযুক্ত করিয়া গিরিশচন্দ্র আধুনিক রঙ্গালয়ে সাজসজ্জা-নৈপুণ্যেরও অনেক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন।" অর্থাৎ ধর্মদাস সুর স্টেজ ম্যানেজার থাকলেও মঞ্চসজ্জায় যথার্থতা আনতে চিত্রকর উইলিয়ার্ড ও সাজসজ্জায় গুণী শিল্পী পীমু সাহেবের প্রয়োজনীয় সাহায্য নিতে গিরিশচন্দ্র কোনোরূপ দ্বিধা করেন নি।

অভিনয় সম্বন্ধে অবিনাশচন্দ্র লিখেছেন ঃ

'নাটকের প্রত্যেক ভূমিকাই সুন্দর ও নির্দোষভাবে অভিনীত হইয়াছিল। অর্ধেন্দুশেখর ও তিনকড়ির অভিনয়ই সর্বাপেক্ষা প্রশংসা অর্জন করেছিল।'

তিনকড়ির অভিনয় সম্বন্ধে অবিনাশচন্দ্র লিখেছেন—

'সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্বর্গীয়া তিনকড়ি দাসীর লেডী ম্যাকবেথের অভিনয়। বিলাতের বড় বড় শিক্ষিতা অভিনেত্রী যে ভূমিকা অভিনয় করিতে ভীতা হন, সেই ভূমিকা এক নগণ্যা অশিক্ষিতা বাঙালী স্ত্রীলোকের দ্বারা অভিনয় যে একেবারেই অসম্ভব, ইহাই শিক্ষিত সমাজের ধারণা ছিল, কিন্তু তিনকড়ি তাঁহার অসামান্য অধ্যবসায় এবং গিরিশচন্দ্রের অদ্ভুত শিক্ষা-প্রভাবে তাঁহাদের সেই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়াছিলেন।'

নিতান্ত দুঃখের বিষয় তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজ শ্রদ্ধার চক্ষে ঐ অভিনয় দেখলেও দর্শক সাধারণ ঐ নাটকের রৌদ্ররস সম্যক রূপে অবধান করতে অপারগ হন। ফলে কয়েক রাত্রি অভিনয় চলার পরই গিরিশচন্দ্র এ নাটকের অভিনয়ানুষ্ঠান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।'[১০০]

অতীতে ও সমসাময়িককালে স্যার বার্ণাড, এলেন টেরি, মিসেস, সিডন্স-এর মত শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীরা যে ভূমিকায় অভিনয় করে জগৎজোড়া নাম করেছেন, সেই ভূমিকায় একজন অশিক্ষিতা অপাংক্তেয় সমাজের বাঙালী পতিতার অভিনয় ("Siddon's like appearance and metallic voice !") সত্যিই স্মরণীয়। কণ্ঠস্বর শ্রুতিমধুর অথচ গম্ভীর ভাবাভিনয়ে চূড়ান্ত পারদর্শিতা। অনেকের ধারণা হয়েছিল—মিনার্ভা থিয়েটার ম্যাকবেথ অভিনয় করেই ইংরেজী থিয়েটারের সমতুল্য প্রথম শ্রেণীর নাট্যশালা হয়ে উঠেছিল।

আর উল্লেখযোগ্য অবদান—'উইচ' অর্থাৎ ডাইনীদের রূপসজ্জা, অভিনয় ও সঙ্গীত। সঙ্গীত শিক্ষক দেবকান্ত বাগচীর চটকদার সুরসংযোজনায় গিরিশের মজাদার গানের কথাগুলি মূর্ত হয়ে ওঠে। গিরিশ বেছে বেছে ইংরেজী গান অবলম্বন করেই ডাইনীদের গান লেখেন। যেমন—

Shak. "Black spirits and white, red spirits and gray,
Mingle, mingle, mingle, you that mingle may."

গিরিশ—ধলাকালী, কটাকালী, মিলেজুলে চলে আয়,
ঝুন্ ঝুন্ ঝুন্ ঝুন্—ঝুন্ ঝুন্ ঝুন্ ঝুন্ !..."

অনুবাদে যেমন অদ্ভুতত্বের পরিচয়, মিশ্র পটতালে গাওয়া দেবকান্তের দেওয়া সুরও তেমনি গম্‌গম্ করে তুলতো সারা প্রেক্ষাগৃহ।

কিন্তু শিক্ষিত, সংস্কৃতিসম্পন্ন, গুণগ্রাহী নাট্যামোদীর কাছে এই নাটকটির অভিনয় ও প্রযোজনা যুগান্তকারী হয়ে দেখা দিলেও তখনকার সাধারণ অল্পশিক্ষিত রসিকমণ্ডল এই ইংরেজী নাটকের শৈল্পিক জাগরণে ঠিক সাড়া দিতে পারেন নি। তাই দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে মাত্র দশরাত্রি অভিনয়ের পর গিরিশ ম্যাকবেথ অভিনয় বন্ধ করে দেন।

মিনার্ভা থিয়েটারে কয়েকরাত্রি অভিনয়ের পর পরবর্তীকালে [১৮৯৯] ক্লাসিক থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের উপস্থিতিতে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের[১০১] পরিচালনায় [এবং 'ম্যাকবেথ' চরিত্রে তিনিই অভিনয় করেন] তিনরাত্রি আলোচ্য নাটকের অভিনয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ক্লাসিকে প্রথমাভিনয় রজনীর ভূমিকালিপি নিম্নলিখিত রূপ ছিল ঃ

ডানকান, ম্যাকডাফ ও প্রথম দূত—হরিভূষণ ভট্টাচার্য। ম্যাকম্—প্রমদাসুন্দরী। ডনালবেন্—রাণীসুন্দরী। ম্যাকবেথ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ব্যাঙ্কো, মিটন ও রক্তাক্ত সৈনিক—নীলমণি ঘোষ। লেনক্‌স—ক্ষেত্রবিহারী চক্রবর্ত্তী। রস—চণ্ডীচরণ দে। ফ্লীয়েন্স ও বৃদ্ধ সিউয়ার্ড—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়। অ্যাঙ্গাস ও ২য় দূত—অহীন্দ্রনাথ দে। কেটনাস—ভোলাচাঁদ ঘোষ। বৃদ্ধ সিউয়ার্ড—মহেন্দ্রলাল বসু। ফ্লিয়েন্স—টুকুমণি। দ্বারপাল ও প্রথম ডাকিনী—জীবনকৃষ্ণ সেন। বৃদ্ধ, ডাক্তার, ১ম হত্যাকারী ও ২য় ডাকিনী—নটবর চৌধুরী। হিকেট—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। ২য় হত্যাকারী ও ৩য় ডাকিনী—শ্রীশচন্দ্র রায়। লেডী ম্যাকবেথ—কুসুমকুমারী [পরে তিনকড়ি]। লেডী ম্যাকডাফ—হরিদাসী [গুলফম]। পরিচারিকা—গোলাপসুন্দরী।

ক্লাসিক-এর অভিনয় প্রসঙ্গে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের জীবনীকার রমাপতি দত্ত বলেছেন[১০২] :

"মাত্র তিনরাত্রি অভিনয়ের পরই ম্যাকবেথ বন্ধ হইয়া যায়। সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জনে সমর্থ না হইলেও অন্য একটা হিসাবে ম্যাকবেথ অভিনয়ের একটা বিশেষ মূল্য ছিল।"

দুঃখের বিষয় যে ম্যাকবেথের অনূদিত নাট্যরূপ তৎকালীন শিক্ষিত জনমণ্ডলীর প্রশংসা অর্জন করলেও সাধারণ দর্শকরুচিকে তৃপ্ত করল না কিন্তু এটাই বোধহয় অনিবার্য ছিল। কেননা—তখনকার নাট্যমঞ্চে পৌরাণিক ভক্তিরস ['পাণ্ডবগৌরব'], ঐতিহাসিক দেশপ্রীতি ('সরোজিনী') এবং প্রত্যক্ষ সামাজিক চিন্তা ['প্রফুল্ল', 'বলিদান'] অটুট আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। সেখানে বহু অর্থব্যয়ে ও শ্রমে ম্যাকবেথ নাটকের প্রস্তুতি থাকলেও পাশ্চাত্যজীবন, পরিচ্ছদ এবং শুদ্ধশিল্পের নাটক সাধারণ দর্শকমণ্ডলীর মনোরঞ্জনে ব্যর্থ হল। মঞ্চছাড়া নাটক অর্থহীন। তাই গিরিশচন্দ্রের অনূদিত নাটকের মঞ্চ অসাফল্য পরবর্তী নাট্যকারদের কাছে সতর্ক বাণীরূপেই উচ্চারিত হয়েছিল।

☐ আশুতোষ ঘোষের 'ম্যাকবেথ'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

Shakespeare's Works—In Bengalee Verse./ Edited By Asutosh Ghose./ Macbeth./ With an introduction by Mr. T. N. Mukherjee F. L. S./ Calcutta./ Printed By Dinonath Manna./ At the Naba Kabya Prokas Press./ 4, Jogannath Soor's Lane./ 1894.

আখ্যাপত্রে উক্ত 'টি. এন. মুখার্জী' আসলে 'কঙ্কাবতী' রচয়িতা বঙ্কিম-সুহৃদ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়[১০৩] [১৮৪৭—১৯১৯]। আশুতোষ ঘোষ অনূদিত গ্রন্থের ভূমিকা লেখক হিসাবে তাঁর গুণগ্রাহী স্বভাবের পরিচয় পাওয়া গেল।

আলোচ্য অনুবাদকর্ম পঞ্চম অঙ্ক অষ্টম দৃশ্যে [মূলানুযায়ী] ১২৭ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে যথাযথভাবে [ভাবানুবাদ] সম্পন্ন হয়েছে। দৃশ্য ও চরিত্রগুলির নামের কোনরূপ দেশীয়করণ হয় নি।

অনুবাদকর্মের উদ্দেশ্য, রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত সম্পূর্ণ ইংরাজি ভূমিকাটি উল্লেখযোগ্য :

Introduction

In the year 1883, the Editor Conceived the idea of issuing literal translations of the principal dramas of Shakespeare. The metrical translation of Macbeth was accordingly under taken and finished. But certain circumstances prevented the author from publishing the work. About three years ago while I was writing my Bengalee tale : 'Kankabati' the editor showed me the translation of Macbeth ; I was so struck with the beautiful metrical translation of Macbeth that to make English dramas popular in Bengal, immediately the well known Manager of a distinguished native theatre was written to for its production on the stage, but somehow the scheme fell through. However I insisted the Editor to publish the translations one by one. The reader will see the accuracy of translation line by line, as well as the beauty of its rendering in Bengali blank verse. I hope the reading public will appreciate the translation of the tragedy and encourage the Editor to publish the translations of Hamlet and other works of the Immortal Bard of the Avon—T. N. Mukherjee. 12th June 1894. Calcutta, 12 Patuatola Lane."

দুঃখের বিষয় ভূমিকা লেখকের বক্তব্যানুযায়ী আশুতোষ ঘোষের 'হ্যামলেট' বা অন্যান্য অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

অনুবাদক আশুতোষ ঘোষের জীবনী বা অন্যান্য কর্মজ্ঞান প্রয়াসের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র জানা যায় তিনি আর একটি ছোট নাট্যগ্রন্থ 'অজদ রায়বার' রচনা করেছেন।[১০৪]

এবার আলোচ্য অনুবাদকর্মের নমুনা উদ্ধৃত করা যাক—

১। [প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য। প্রান্তর। বজ্র ও বিদ্যুৎ। তিনজন ডাকিনীর প্রবেশ।]

প্র, ডা— বল্‌গো দিদি, মিল্‌বো কখন—
যখন হাস্‌বে চিকুর, প'ড়বে বাজ,
না, ঢাল্‌বে জল মুষল ধারে ?

দ্বি, ডা— যখন চুক্‌বে গোল,
থাম্‌বে লড়াই।

তৃ, ডা— সন্ধ্যের আগে ঘট্‌বে তাই।

প্র, ডা— ব'ল্‌গো দিদি, মিল্‌বো কোথা,

দ্বি, ডা— ঐ, উলোর মাঝে—

তৃ, ডা— ক'রবো দেখা ম্যাক্‌বেথ সাথে।

প্র, ডা— যাই মৌন।

দ্বি, ডা— ডাকছে কোলা ব্যাঙ, গ্যাং এর গ্যাং।

তৃ, ডা— চল্‌না যাই, চল্‌না যাই।

সকলে— আমাদের সুখ হলে, লোকে কষ্ট পায়।
আমাদের কষ্ট হলে, লোকে সুখে রয়।
চল্ যাই ঘুরে ফিরে,
কুয়াসা, কুবাতাস ভরে। [প্রস্থান]

আলোচ্য অংশের অনুবাদকর্মে ভূমিকা লেখকের বক্তব্যানুযায়ী সত্যই আশুতোষ ঘোষের কৃতিত্ব স্বীকার্য।

২। [দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্যের অংশ বিশেষ]

ম্যা— করিয়াছি কার্যশেষ
শোনো নাই কি কোনও শব্দ ?

লে, ম্যা— শুনিয়াছি।
পেচক চীৎকার, ঝিল্লিরব, কথা তুমি
কয়েছিলে ?

ম্যা—	কোনকালে ?
লে, ম্যা—	এইমাত্র।
ম্যা—	যবে
	নামিতেছিনু।
লে, ম্যা—	হাঁ।
ম্যা—	শোনো,
	কে নিদ্রিত আজি
	দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে ?
লে, ম্যা—	ডোনালবেন।
ম্যা—	[হস্ত দেখিয়া] কুদৃশ্য এ কর আমার।
লে, ম্যা—	'কুদৃশ্য এ কর' তোমার অসার চিন্তা !

লক্ষণীয় বিষয় হল—অনুবাদকর্ম মোটামুটি মূল সংলাপাংশ অনুযায়ী হলেও জটিল শব্দ নির্বাচনের ফলে[১০৫] সংলাপাংশের স্বাভাবিকতা ও অভিনয়তা-গুণের হানি ঘটিয়েছে। সুতরাং আলোচ্য অংশের অনুবাদকর্ম মূলানুরূপ হলেও অসার্থক বলাই বোধহয় যুক্তিযুক্ত।

□ মণীন্দ্রনাথ ঘোষ অনূদিত ম্যাকবেথ

আলোচ্য অনুবাদকর্ম বসুমতী সাহিত্যমন্দির প্রকাশিত 'সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী'র প্রথমভাগে সঙ্কলিত হয়েছে। 'গ্রন্থাবলী'তে বলা হয়েছে "কবিবর মণীন্দ্রনাথ ঘোষ অনূদিত"। কিন্তু কবিবর মণীন্দ্রনাথ-এর জীবনী ও কর্মজ্ঞান প্রয়াস সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। আলোচ্য অনুবাদকর্ম স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি। গ্রন্থাবলীতে অনুবাদকর্মের রীতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন বক্তব্য লিপিবদ্ধ হয়নি—তাছাড়া গ্রন্থরচনার [অনুবাদকর্মের] কোন সাল বা তারিখ নেই।

গদ্য-পদ্যে ৪৭ পৃষ্ঠায় ৫ম অঙ্ক ৭ম দৃশ্যে অনুবাদকর্ম মোটামুটি ভাবে মূলানুরূপ ও যথাযথ [ভাবানুবাদ]। সংলাপের কিছু কিছু অংশ [মূলানুযায়ী] পরিবর্ধিত হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এক্ষেত্রে চরিত্র ও দৃশ্যের নামগুলির কোনরূপ দেশীয়করণ সম্পাদিত হয়নি।

গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত [একক নাট্যানুবাদ হিসাবে এ অনুবাদ কর্ম বোধহয় আলোচিত না হওয়াই যুক্তিযুক্ত] আলোচ্য অনুবাদকর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত

আলোচনা পরিহার করে অনুবাদকর্মের নমুনাস্বরূপ নিয়ে প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যটি উদ্ধৃত করা হল :

[প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য। মরুপ্রান্তর। মেঘ, বিদ্যুৎ ও বজ্রনির্ঘোষ। ডাকিনীত্রয়ের প্রবেশ]

প্রথম ডাকিনী— মিলবো কখন তিনজনে
মেঘের ডাকায় চিকুর হানায়
বৃষ্টি ধারার বর্ষণে ?

দ্বিতীয়া ডাকিনী— ঘোড়া দড়বড়, তোপ গড়গড়,
যখন যাবে থেমে।
শেষ হার-জিৎ একেবারেই
সবাই যাবে জেনে।

তৃতীয়া ডাকিনী— সূর্য্য তখন বসবে পাটে।
প্রথমা ডাকিনী— সে কোথা রে ?
দ্বিতীয়া ডাকিনী— তেপান্তরের মাঠে।
তৃতীয়া ডাকিনী— যাবো ম্যাকবেথের ভেটে ?
সকলে— হুঁ-হুঁ-হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ।
১ম ডাকিনী— যাইরে কটাশ— যাইরে খটাশ—
সকলে— কালো বিল্লী ডাকেরে। যাইগো যাই।
ভালো মোদের মন্দ, মন্দ মোদের ভালো—
কুয়াশায় আর কু-বাতাসে ঘুরবি চ'না লো।
[ডাকিনী ত্রয়ের অন্তর্ধান]

মূলে৷ থেকে সংলাপাংশ সামান্য বর্ধিত হলেও শব্দ নির্বাচন ও ছন্দ বিন্যাসের মোটামুটি সু সমন্বিত প্রয়োগে আলোচ্য অনুবাদকর্ম গিরিশচন্দ্রের অনুবাদের প্রায় সমতুল্য সার্থকতা লাভ করেছে বলা চলে।

☐ উপেন্দ্রকুমার কর অনূদিত ম্যাকবেথ্

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

ম্যাকবেথ ॥ 'This even-handed Justice/Commends the ingredients of our poison'd Chalice/To our own lip'—

'নিরপেক্ষ ন্যায় পিয়াইবে বিষ। তারে বিষ-পাত্র যার'।

ম্যাকবেথ। অনুবাদক :—শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর, বি. এল.॥ মূল্য ১৲ টাকা। ১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে। শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র পাল বি এ., কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গ্রন্থটি অনুবাদকের "কাব্যালোচনার সঙ্গিনী, কাব্যরসিকা, স্বর্গগতা সহধর্মিনী হেমপ্রভা দেবীর পুণ্যময়ী স্মৃতির উদ্দেশ্যে" উৎসর্গীকৃত। পঞ্চম অঙ্ক অষ্টম দৃশ্যে ১৮২ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে অনুবাদকর্ম মোটামুটি যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে। দেড়পৃষ্ঠাব্যাপী 'নিবেদন' উল্লেখযোগ্য। অনুবাদকর্মের উদ্দেশ্য, রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গে অনুবাদক গ্রন্থের 'নিবেদন'-এ বলেছেন :

"প্রায় আট বৎসর পূর্বে অনুবাদকার্য্য শেষ হইলেও এতকাল তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই।......১৩২২ ও ১৩২৩ বঙ্গাব্দে 'শ্রীভূমি' নামক [অধুনালুপ্ত] মাসিকপত্রে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অঙ্ক পর্যান্ত প্রকাশিত হয়।

বহুবিধ কারণে বৈদেশিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য নাটকাদির সৌন্দর্য সম্পদ যথাযথ ভাষান্তরিত করা একরূপ অসম্ভব। মহাকবি শেকস্পীয়রের প্রধান প্রধান নাটকাবলী সম্বন্ধে একথাটা বিশেষভাবে সত্য। অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ মানবজীবনের অসামান্য অভিজ্ঞতা, সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও দিব্য কল্পনা বলে মহাকবি মনুষ্য হৃদয়ের পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব ও প্রবৃত্তির সংঘর্ষ অঙ্কন দ্বারা, এবং লৌকিক-অলৌকিকের অপূর্ব সমাবেশে যে অতুল্য সৌন্দর্য্যলোক সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা সম্যগ্রূপে উপলব্ধি ও ভাষান্তরে প্রকাশ করিবার জন্য, যে উদার সহানুভূতি, অভ্রান্ত রসগ্রাহিতা, সুপ্রচুর শব্দসম্পদ এবং ছন্দোরচনা-নৈপুণ্যের প্রয়োজন তাহা সর্বত্র সুলভ নহে।"...

অনুবাদক আরও বলেছেন :

...তৃতীয় অঙ্ক, ৫ম দৃশ্যে নেপথ্যে সঙ্গীতের (Come away, Come away etc) এবং চতুর্থাঙ্ক, ১ম দৃশ্যে ডাকিনীগণের (Black spirit etc.) সঙ্গীতের প্রথম পদাংশ মাত্র প্রচলিত সংস্করণগুলিতে পাওয়া যায়। Middleton-এর The Witch—নামক নাটকের অনুরূপ গান অবলম্বনে দুটি গান রচনা করিয়া যথাস্থানে সংযোজিত করিয়াছি, ভরসা করি তদ্দ্বারা অভিনয়ের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্যত্র কোথাও মূলের অনাবশ্যক পরিবর্ধন কিম্বা পরিবর্জ্জন করি নাই।...শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর।

ভাঙ্গা, ফরিদপুর। ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ সাল বাংলা।"

বলা বাহুল্য উপরোক্ত 'নিবেদন' অংশটি সুলিখিত এবং অনুবাদ প্রসঙ্গে সর্ববিধ প্রয়োজনীয় তথ্য সমৃদ্ধ।

এবার অনুবাদকর্মের নমুনা উদ্ধৃত করা যাক :

১। [প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য—বালুকাময় প্রান্তর। বজ্রনাদ ও বিদ্যুৎ। ডাকিনীত্রয়ের প্রবেশ]

১ম ডা— আর কবে লো তিনটি মিলে
হল্লা করবো দে'না বলে,
বিজলী বাদল বাজের সাথে
আনাগোনা হ'বে যাতে ?

২য় ডা— হট্টগোল হানাহানি
থেমে যাবে যবে,
আর হারা জেতা হবে।

৩য় ডা— সাঁজের আগে তবে।

১ম ডা— কোথাও ওলো হবে মেলা ?

২য় ডা— শ্মশান যে সেই, খুব নিরালা।

৩য় ডা— ভেটবো সেথা ম্যাকবেথে
কোন নিরালা সে পথে ?

১ম ডা— কাল বেড়ালী, যাই।

২য় ডা— ভেকবতী হাঁকছে ওই।

৩য় ডা— এলুম বলে এই।

ডা-ত্রয়— ভালো মোদের কালো,
কালো মোদের ভালো,
নোংরা যত বায়,
আর, কালো কুয়াসায়,
ঘুরিফিরি চরি মোরা,
তাই—তো মোদের ভালো। [ডাকিনীত্রয়ের প্রস্থান]

মূল সংলাপাংশের সামান্য কিছু অংশ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হলেও অনুবাদকর্ম মোটামুটিভাবে সুন্দর বলা চলে [কাব্য সৌন্দর্য ও অভিনেয়তা গুণ—উভয়ই অনুবাদকর্মে লক্ষণীয়রূপে বর্তমান]।

২। [দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের অংশ বিশেষ]

ম্যাক— করিলাম কাজ। কোলাহল শোননি কিছুই ?

ম্যাক-পত্নী—ঝিল্লীরব শুনিলাম, আর

পেচক-চীৎকার। বলেছিলে তুমি কিছু ?

ম্যাক্— কখন ?

ম্যাক্-পত্নী—এখনি ?

ম্যাক্— এই, আসিতে হেথায় ?

ম্যাক্-পত্নী—হাঁ।

ম্যা— এই শোন ! কে শুয়েছে ও পাশের ঘরে ?

ম্যা-পত্নী— ডন্যাল্‌বেন্‌।

ভাষার অসাবলীলতা ও অস্বাভাবিকতা মূল কাব্যরসের যথেষ্ট হানি ঘটিয়েছে। গুরুচণ্ডালী দোষে ['ঝিল্লীরব শুনিলাম'—শুদ্ধ ভাষা এবং 'কে শুয়েছে ও পাশের ঘরে'—চলিত ভাষা] পীড়াদায়ক।

উপরোক্ত অনুবাদগ্রন্থগুলি ছাড়া সাম্প্রতিককালে 'বঙ্গীয় শেক্সপীয়র পরিষদ' এর নীতি অনুসারে অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়ের অনুবাদ[১০৬] [১৯৫২] এবং কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অনুবাদ [১৯৫৪] দুটি [দ্বিতীয়টি বলাই বাহুল্য] মূল নাটকের কাব্য সৌন্দর্য ও অভিনেয়তা গুণে বহুলভাবে গুণান্বিত। দ্বিতীয় নাটকটির সাফল্যমণ্ডিত অভিনয়ানুষ্ঠান [একাধিক] সম্পন্ন হয়েছে।

কিন্তু আলোচ্য-বিষয়ের পরিধি-বহির্ভূত [কালানুপাতিক] বলে এ দুটি অনুবাদকর্ম প্রসঙ্গে বিস্তৃত কোন বক্তব্য নিবেদন বোধহয় একান্ত ভাবে অপ্রয়োজনীয়।

অমলেন্দু ঘোষ রচিত ম্যাকবেথ নাটকের সমস্ত বঙ্গানুদিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনাটি[১০৭] প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

□ কিং লীয়ার

এই নাটকটির মহিমা বর্ণনায় এফ. জে. ফার্ণিভাল বলেছেন[১০৮]—

"This play resembles a stormy night. ...Lear is especially the play of the breach of family ties ; the play of horrors, unnatural cruelty to fathers, brothers, sisters,

by those who should have loved them dearest. Not content with unsexing one woman, as in Macbeth, Shakspere has in Lear unsext two. Not content with making Lear's daughters treat him with cruel ungratitude, Shakspere has also made Edmund plot against his brother's and father's lives. Lear is a race-play too."

বলা বাহুল্য সেকসপীয়রের অন্যান্য নাটকের এবং তার অভিনয়[১০৯] সম্বন্ধে সর্বতোমুখী আলোচনা প্রসূত মতভেদ আলোচ্য নাটকের ক্ষেত্রেও দেশী-বিদেশী সুধী মণ্ডলীর মধ্যে বিদ্যমান।

'কিং লীয়ার' নাটকের তিনটি বঙ্গানূদিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়:

১। তিনভগিনী : সতীশচন্দ্র দত্ত—১৮৯৭

২। লীয়ার : যতীন্দ্রমোহন ঘোষ—১৯০২

৩। ধর্ম ও রত্নপুরী : সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু [ভিখারী নিরানন্দ]—১৯২১

সতীশচন্দ্রের অনুবাদ গদ্যাকারে [কিছুটা আখ্যানাকারে], যতীন্দ্রমোহন যথাযথ ভাষানুবাদ করেছেন এবং সুরেশচন্দ্র বসু পরিবর্তন ও পরিবর্জনসহ ছায়ানুবাদ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে মধুসূদন দত্তের [১৮২৪—৭৩] 'কৃষ্ণ-কুমারী' নাটকে [১৮৬১] ভীমসিংহের চরিত্রে ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের [১৮৬৩—১৯১৩] 'সাজাহান' নাটকে [১৩১৭] সাজাহান চরিত্রে 'লীয়রের প্রভাব অত্যধিক, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংলাপে আক্ষরিক প্রতিধ্বনি শ্রুত হয় ['এখনও বজ্রাঘাত হলো না ?—কৈ ? বিলম্ব কেন ?' বা 'তোমার কি হয়েছে মা ? —আহা ! —আমি যে তোমার দুঃখী পিতা, মা। যাকে তুমি এত ভালবাসতে।' —কৃষ্ণকুমারী এবং 'আয়তো মা আমি উল্কার বেগে জেগে উঠি তুই বায়ুর মত ধেয়ে আয়' ইত্যাদি—সাজাহান]

এবার অনূদিত গ্রন্থগুলি আলোচনা করা যাক।

□ যতীন্দ্রমোহন ঘোষের 'লীয়ার'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ:

লীয়ার। মহাকবি সেক্সপীয়ার প্রণীত কিং লীয়ার নাটকের বঙ্গানুবাদ।

চোরাবাগান ইউনিয়ন লাইব্রেরী ও লিজর আওয়ার ক্লাবের সভ্যগণ কর্তৃক অভিনয়ার্থে' শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ কর্তৃক অনুবাদিত। কলিকাতা ৩৫৩ নং রাধামাধব সাহার লেন, চোরাবাগান হইতে প্রকাশিত ও ২৯ নং বিডন স্ট্রীট, এল.এম. প্রেসে শ্রীসুরেন্দ্রকুমার সাহা দ্বারা মুদ্রিত। সন ১৩০৯ সাল। মূল্য এক টাকা মাত্র।

গ্রন্থটি পরবর্তীকালে 'রাজা লীয়ার' নামে বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 'সেক্ষপীয়র গ্রন্থাবলী'র দ্বিতীয় ভাগে সঙ্কলিত হয়।

গ্রন্থের উৎসর্গপত্র থেকে জানা যায় 'ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি' 'ইহজগতে সাক্ষাৎ দেবতা পরমারাধ্য পিতৃদেব শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহোদয়ের শ্রীচরণ কমলে' উৎসর্গীকৃত হয়েছে।

পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্কে ১৫৫ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে মূল অনুযায়ী যথাযথ-ভাবে অনুবাদকর্ম সম্পাদিত। অনুবাদকর্মের কোনো বিশেষ নমুনা উদ্ধৃত না করে 'ভারতী' পত্রিকায় [ভাদ্র, ১৩০৯] 'গ্রন্থ-সমালোচনা' বিভাগে আলোচ্য অনুবাদকর্ম সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল তা উদ্ধৃত করা যাক:

"...প্রথমতঃ এই চোরবাগান সমিতির সভ্যগণের নিকট আমাদের কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে। তাঁহারা আত্মপরিচয় প্রদানের জন্য বাছিয়া গুছিয়া এরকম একটা ইংরেজী বদখৎ নাম গ্রহণ করিলেন কেন? কোন একটা বাঙ্গলা নাম জুটিল না কি? যদি না জোটে, তবে, তাঁহাদের অনুবাদক যতীন্দ্রবাবু এই সুদীর্ঘ ইংরেজী নামের একটা তরজমা অবশ্যই করিয়া দিবেন।

অনুবাদ করা কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ সেক্ষপীয়রের ন্যায় কাব্যগ্রন্থের। তাহাও আবার ছন্দোবন্ধ ঠিক রাখিয়া। যিনি এই জগৎপূজিত মহাকবির ভাব-সাগরের অন্তস্থলে ডুবিয়া গিয়াছেন, তিনিই ভাসিয়া উঠিয়া তাহার কথঞ্চিৎ ভাব ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারেন। যেমন সেক্ষপীয়রে বিভোর না হইলে সেক্ষপীয়র অভিনয় করা যায় না, সেইরূপ সেক্ষপীয়রে বিভোর না হইলে, তাহা অনুবাদও করা যায় না। এরূপ স্থলে এই নবীন গ্রন্থকার যে অনেকস্থলে অকৃতকার্য্য হইবেন তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তবুও তাঁহার সাহস প্রশংসনীয়। আর দুই এক স্থলের রচনা বেশ ভালও হইয়াছে যেমন—

মূল—

'Fathers that Wear rags,
Do make their Children blind ;
But fathers that bear bags,
Shall see their children kind.
Fortune, that arrant whore,
Ne' er turns the key to the poor'

—Act II, Sc. IV.

অনুবাদ—

'ট্যানাপরা বাপ হ'লে অন্ধ হবে ছেলে
বাপের দুঃখ জানবে না সে কোন কালে
টাকার বোঝা আছে যার, বড় ভাল ছেলে তার
ভাগ্যদেবী বড় নটী খুলে দেয় না চাবিকাটি,
গরিবের কপালে।'

কিন্তু তেমনি অনেক স্থলে অনুবাদটি বাঙ্গালায় হইয়াছে, কি আর কোন ভাষায় হইয়াছে তাহা ঠিক করা কঠিন। সময় সময় এই বাঙ্গালা অনুবাদের অর্থ বুঝিবার জন্য মূল ইংরেজী গ্রন্থ খুলিতে হয়। অনেক স্থানে মূল গ্রন্থের ভাব পরিস্ফুট হয় নাই, কোনরকমে 'রফারফি' ভাবে অনুবাদ করা হইয়াছে। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

'দ্বিতীয়াংশ রাজ্য মম করিনু অর্পণ
মূল্যে সম এই অংশ গণেরিল সহ।'

[মূল] 'No less in space, validity and pleasure,
Then that conferred on Goneril'

'বোধহয় সম্প্রতি কোপবশতঃ কুঞ্চিত কপোল হয়েছিলে ?'—এখানে কপোল অর্থে যে কপাল তাহা মূল গ্রন্থে না পড়িলে কে বুঝিবে ?—

'Me things you are too much of late in the frown'

'তার পক্ষে আমার পাণিগ্রহণ করা তোমার প্রভুপত্নী অপেক্ষা সাজে'—ইহার অর্থ কি ? না—

'And more convenient is he for my hand.
Than for your lady's'.

এরূপ বিসদৃশ উদাহরণ অনেক আছে।"

'ভারতী' পত্রিকার উপরোক্ত সমালোচনার পর আর কোন মন্তব্য মনে হয় অপ্রয়োজনীয়।

□ সুরেশচন্দ্র বসুর 'ধর্ম্ম' ও রত্নপুরী'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

ধর্ম্ম ও রত্নপুরী। কিং লিয়ার গল্পের ছায়ামাত্র অবলম্বনে লিখিত দৃশ্যকাব্য। রাজকুমার, কর্ম্মকর্ত্তা, শ্মশানে মিলন, ভাগ্য-লেখা বা লালা গোলোক চাঁদ, যুগলচিত্র, পাষাণমুরতি; পরিতোষ, হুল কি, দেশ গুলজার; ভুতের গল্প, ধর্ম্মপুরী, মহোৎসব, ইত্যাদি পুস্তক প্রণেতা শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রণীত এবং কলিকাতা, ৬ নং গোপাল বসু লেন হইতে তদ্দ্বারা প্রকাশিত। ১৩২৮।

গ্রন্থটি 'গুরু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী মহোদয়ের শ্রীচরণোদ্দেশে' 'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' স্বরূপ 'চিরভৃত্য নীরানন্দ' কর্তৃক উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গপত্রের পরে দেড়পৃষ্ঠা ব্যাপী 'বক্তব্য'তে আলোচ্য পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থের ব্যয় ব্যবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

তারপর অনুবাদক বলেছেন ঃ "মেট্রোপলিটন কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক, প্রণম্য, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মাধবদাস সাংখ্যতীর্থ মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার সংশোধনে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।······শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু [ভিখারী নীরানন্দ] কলিকাতা ৬নং গোপাল বসু লেন, ২৪শে কার্ত্তিক, সন ১৩২৮ সাল।"

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে ৭২ পৃষ্ঠায় [পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলি দৃষ্ট গ্রন্থে ছিন্ন] নাট্যকর্ম সম্পাদিত। ছায়ানুবাদে দৃশ্যাবলী ও চরিত্রের দেশীয় নামকরণই শুধু করা হয়নি—সমগ্র নাটকের বিন্যাসকর্ম [সম্পূর্ণ দেশীয় আঙ্গিকে] নতুন করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। নাটকের প্রারম্ভে 'প্রস্তাবনা' অংশে অপ্সরী কাননে অপ্সরীগণের গীতের বক্তব্য ও বিন্যাস সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ। বহু গীতসমৃদ্ধ এ নাটকটির বক্তব্য বিষয় কিং লীয়ার-এর বক্তব্যকে আদৌ অনুসরণ করেছে কিনা তাতে সন্দেহ জাগায়।

□ অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা

আলোচ্য নাটক ও তার অভিনয় প্রসঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যে ও মঞ্চে বহু

আলোচনা ও প্রয়োগ-পরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য নাটকের দুটি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও সার্থকতার বিচারে কোনওটিই বোধহয় বিবেচিত হতে হতে পারে না।

অনূদিত গ্রন্থ দুটি হল—

১। অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা—দেবেন্দ্রনাথ বসু [বসুমতী সাহিত্যমন্দির প্রকাশিত 'সেক্সপিয়র গ্রন্থাবলী,' প্রথমভাগে সঙ্কলিত]।

২। ক্লিওপেট্রা—প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য—[১৯১৪]।

দেবেন্দ্রনাথের অনুবাদকর্ম নিছক অনুবাদের জন্য অনুবাদ—অভিনেয়তা গুণকে খর্ব করে মূলের যথাযথ অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে। প্রমথনাথের অনুবাদকর্ম [!] মুখ্যত অভিনয়ের জন্য—১৯১৪ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে এটি অভিনীত হয়।[১১০]

প্রমথনাথের গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

মিশরমণি—ক্লিওপেট্রা [নাটক] প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য-প্রণীত ১৯নং যুগলকিশোর দাসের লেন, কলিকাতা। সন ১৩২১ সাল মূল্য ১৲ মাত্র।

গ্রন্থের 'উৎসর্গ পত্র' এ বলা হয়েছে—

"...৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে আমার 'চেষ্টার প্রথম ফল' উৎসর্গ করিলাম।—শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা, ১৮ই আগষ্ট, ১৯১৪।"

গ্রন্থের 'মুখবন্ধ'তে অনুবাদকের বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

প্রায় চারিবৎসর পূর্ব্বে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু 'ভারতবর্ষে'র' অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একদিন প্রসঙ্গক্রমে বলেন—'বৈচিত্র্য হিসাবে আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে বৈদেশিক নাটকের অভিনয় হইলে ভাল হয়। তাহা হইলে, পরিচ্ছদ-পটাদি ও হাবভাবে নূতনত্ব পাওয়া যায়।—পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক নাটক এ পর্য্যন্ত ত' অনেক হইয়াছে।'—এই নূতনত্বের প্রবর্ত্তনের অভিপ্রায়ে প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্ব্বের, আদিম সভ্যযুগের মিশর ইতিহাসের এক অধ্যায়, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য, নাটকাকারে গ্রথিত করিলাম।

নটকুল চূড়ামণি ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'ম্যাকবেথ' অভিনয়ের সময় প্রথম একবার এই চেষ্টা করেন;—তখনও বোধহয়, সময় হয় নাই বলিয়া, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে ম্যাকবেথের আশানুরূপ আদর হয় নাই।......

এই নাটকখানি রচনা করিবার পূর্ব্বে, মহাকবি সেক্‌সপিয়রের 'এণ্টনী ক্লিওপেট্রা' ড্রাইডেনের All for love', Sir Rider Haggard-এর Cleopetra' এবং মিশরের দু'একখানি প্রাচীন ইতিহাস প্রভৃতি পাঠ করি। আমার পুস্তকের যদি কোন অংশ ভাল হইয়া থাকে তাহা 'পূর্ব্বসূরি'গণের গুণেই......

যদিও অনেকস্থলে আমি স্যার হ্যাগার্ডের উপন্যাসের সাহায্য লইয়াছি —প্রধানত হারমেকিসের চরিত্রের জন্য—তথাপি আমার নাটকখানি সমগ্র হ্যাগার্ডের পুস্তকের নাট্যকৃতি নহে। আমি সেক্‌সপিয়র হইতেও অনেক সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি এবং অধিকাংশ স্থলেই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল পুস্তকখানি আনন্দের সহিত আগাগোড়া পাঠ করিয়াছিলেন ও ইহার স্থানে স্থানে যেসকল ত্রুটি ছিল, তাহাও দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশমত সেগুলি সংশোধিত হইয়াছে। তিনি আমার প্রতি স্নেহবশতঃ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এই নাটকের জন্য কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করিয়া দিয়াছিলেন এবং মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়কে এই পুস্তকখানি অভিনয় করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।...

......নাট্য সম্প্রদায়ের সাহায্যার্থে, যাহাতে সময়োচিত পরিচ্ছদ-পটাদি প্রস্তুত করিবার সুবিধা হয়, তজ্জন্য কতকগুলি চিত্র সন্নিবেশিত হইল। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা Sir Herbert Beerbhom Tree 'Antony and Cleopetra'-র অভিনয়ে এইরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন। ইতি গ্রন্থকার, কলিকাতা ২২শে আগষ্ট ১৯১৪।"

সুতরাং আলোচ্য অনুবাদকর্ম্মকে মিশ্র-অনুবাদ বলাই বোধ হয় যুক্তযুক্ত হবে। ৫ম অঙ্ক ৩য় দৃশ্যে ১৩৯ পৃষ্ঠায় গদ্যে নাটক সমাপ্ত। কয়েকটি গীত আছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অনুরোধে স্বত্বাধিকারী মনোমোহন পাঁড়ের বদান্যতায় মিনার্ভা থিয়েটারে আলোচ্য নাটকের যে অভিনয় হয় [১৯১৪] তার মুখ্য ভূমিকাভিনেতৃবৃন্দ ছিলেন—

এণ্টনি—দানীবাবু [সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ], সিজার—প্রিয়নাথ ঘোষ, ক্লিওপেট্রা—তারাসুন্দরী, হার্মেকাস—তারক পালিত, আমানেমহট—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চারমিয়ান—নীরদাসুন্দরী, ব্রেনাস—অহীন্দ্র দে, ডেলিনা—

হীরালাল চট্টোপাধ্যায়; অকটেভিও—সরোজিনী।

দি টেম্পেস্ট

শেকসপীয়র—রচিত চতুর্থ [শেষ] পর্যায়ের নাটকগুলির মধ্যে 'দি টেম্পেস্ট' অন্যতম। স্বাভাবিক নিয়মে আলোচ্য নাটকে দৃশ্য পটভূমি অবশ্যই পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু—

"But though the scene is changed, the Fourth Period spirit of the Poet is the same Volumnia's' Think'st thou it honourable for a noble man still to remember wrongs ?' is still the burden of the play ; the reunion of seprated members of a family, the reconciliation of foes, are still its subjects, and forgiveness, not revenge, its lesson."[১১১]

'দি টেম্পেস্ট' নাটকের তত্ত্ব ও তথ্যগত আলোচনা দেশী-বিদেশী পণ্ডিতেরা করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বঙ্গভাষায় গ্রন্থাকারে অনুবাদকর্ম ছাড়াও টীকা, টীপ্পনীসহ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আলোচ্য নাটকের অনেকগুলি ছাত্রপাঠ্য-সহায়িকা গ্রন্থ প্রকাশিত হয় [কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে ও সময়ে এ নাটকটি পাঠ্যসূচিভুক্ত হয়]।

আলোচ্য নাটকের নিম্নলিখিত তিনটি পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুদিত [নাটকাকারে] গ্রন্থের সন্ধান[১১২] পাওয়া যায় :

১। নলিনীবসন্ত নাটক : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৮

২। প্রকৃতি নাটক : চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৮২

৩। ঝঞ্ঝা : নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী ১৯১৩

এছাড়া দুটি শিশুদের উপযোগী আখ্যানানুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় :

১। টেম্পেস্ট : পশুপতি ও বিমলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ১৯১৯

২। ঝড় : কেদারনাথ মিত্র ১৯২৫

এবার নাটকাকারে অনুদিত গ্রন্থগুলির আলোচনা করা যাক।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'নলিনী-বসন্ত নাটক'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

নলিনী বসন্ত নাটক মহাকবি সেকসপিয়ার কৃত টেম্পেস্ট নামক নাটক অবলম্বনে বিরচিত 'Sweeter Shakespeare, Fancy's child/

warbling his native wood-notes wild"/……ভারতের কালিদাস, জগতের ভূমি' কলিকাতা শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৭৫ সাল।

পঞ্চম অঙ্কে ১১৪ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে অনুবাদকর্ম সম্পাদিত। দেশীয় অনুদিত গানগুলিতে ভারতীয় রাগরাগিণী ও তালের উল্লেখ আছে। সাম্প্রতিক কালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত হয়।

পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় সম্পাদক বলেছেন :

"উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি কালে প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন সু-আবৃত্তি ও সু-অধ্যাপনার দ্বারা বাংলাদেশের শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী সমাজে শেকসপীয়রকে অভাবনীয় প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিলেন। তাহার ফলে বাঙালীর মাতৃভাষায় শেকসপীয়রে নাটকের গল্প ও সম্পূর্ণ নাটক পড়িবার আগ্রহ জন্মে। —১৮৪৮ [?] সনে গুরুদাস হাজরার 'রোমিও জুলিএটের মনোহর উপাখ্যান' প্রকাশের সঙ্গে ২ শেকসপীয়রের নাটকের অথবা গল্পের অনুবাদ ও অনুসরণ প্রবলভাবে চলিতে থাকে। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ [১৮৫২], ই. রোয়ের [Rower—১৮৫৩] প্রভৃতি গল্প প্রচারে এবং হরচন্দ্র ঘোষ নাটক প্রচারে প্রথমেই উৎসাহিত হন, ভাষান্তরিত নাটকের নামকরণে হরচন্দ্র বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছিলেন ; ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত 'মার্চেন্ট অব ভেনিসে'র নাম দিয়াছিলেন 'ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটক'। ১৮৬৪ সনে প্রকাশিত 'রোমিও এণ্ড জুলিয়েট' এর বাংলা রূপের নাম হইয়াছিল, 'চারুমুখচিত্তহরা নাটক'। হেমচন্দ্র এই হিড়িকেই 'টেম্পেস্ট'কে 'নলিনীবসন্ত' রূপে দাঁড় করান ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। দীর্ঘ ২৭ বৎসর পরে ১৮৯৫ সনে তিনি 'রোমিও-জুলিয়েত' বাহির করিয়াছিলেন। সমালোচকদের মতে তাহার যৌবনের কীর্তিই অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।…স্বতন্ত্রভাবে এই পুস্তকের আর সংস্করণ হয় নাই।"

সম্পাদক সজনীকান্ত বলেছেন 'স্বতন্ত্রভাবে এই পুস্তকের আর সংস্করণ হয় নাই'—কিন্তু ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এ গ্রন্থের আর একটি সংস্করণের [১১৪ পৃষ্ঠা] সন্ধান পাওয়া যায়।

অনুদিত নাটকে চরিত্রগুলির দেশীয় নামকরণ লক্ষণীয় :

চিত্রধ্বজ—এ্যালন্সো, বসন্ত—ফার্দিনাণ্ড, প্রচেতা—গঞ্জালো, বৈজয়ন্ত—প্রস্পেরো, নলিনী—মিরাণ্ডা প্রভৃতি। তাছাড়া চিত্রধ্বজের ভ্রাতা [কৃপ]

একটি নূতন চরিত্র।

এবার অনুবাদকর্মের নমুনাস্বরূপ পঞ্চম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা যাক :

[দুহার দ্বারোদঘাটন এবং দাবা ক্রীড়ারত নলিনী ও বসন্তকে সন্দর্শন]

নলিনী— প্রাণনাথ! ফাঁকি দিলে?

বসন্ত— না প্রেয়সি, না—ব্রহ্মাণ্ড পেলেও নয়।

ন— ব্রহ্মাণ্ড ত দূরে থাক, দশটি রাজ্য পেলে,
যুদ্ধ বিগ্রহেতে নাথ, নিরস্ত হবে না;—

চিত্রধ্বজ— এ যদি অসত্য হয়—পুনরায় তবে
মরিবে তাহলে
পাব আমি পুত্রশোক— একপুত্র দুইবার!

রূপ— [স্বগত] কি আশ্চর্য্য! —অসম্ভব! —কখনো সে নয়।

বস— মিথ্যা তবে জলধিরে শাপান্ত করিনু,
বিভীষিকা দেখাইয়া সমুদ্র আমায়।
আহা শান্ত বারিনিধি প্রশান্ত হৃদয়!
[পিতার চরণে প্রণত]

চিত্র— ওঠো পুত্র, ওঠো বাপ, করি আশীর্বাদ
চিরসুখে সুখী হও।

ন— ওমা, ওমা,—একি দেখি!—অপরূপ রূপ
এত প্রাণী কোথা থেকে আইল এখানে!
আহা কি লাবণ্যচ্ছটা! মানব এমন
সুন্দর আকৃতি, তাতো স্বপ্নেও জানিনে!
ধন্য ভাগ্যবতী ধরা, নিবাসে যেখানে
এ হেন সুন্দর জীব! অতি রম্যস্থান
সেই নবীন পৃথিবী।

বৈজয়ন্ত— হারে পাগলিনী মেয়ে, নবীন পৃথিবী
তোমারি নিকটে শুধু

আলোচ্য অংশের অনুবাদকর্মে কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও মোটামুটি ভাবে মূল দৃশ্যের সংলাপাংশের কাঠামো বজায় রাখা হয়েছে—যদিও অনুবাদকর্ম স্থানে স্থানেমূলের রস সৌন্দর্যের হানি ঘটিয়েছে। দেশীয়করণ প্রয়াসের ফলে

এখানে সমস্ত চরিত্রই বাঙালী চরিত্র উঠে হয়েছে।

দেশীয়করণ প্রয়াসে অতিরিক্ত উৎসাহের ফলে হেমচন্দ্র কিরূপ দায়িত্বজ্ঞান-হীনতার পরিচয় দিয়েছেন তার একটু নমুনা উদ্ধৃত করা যাক :

"তিলক।.........আমি যদি এই সময় একবার কোলকাতায় যেতে পারতুম, আর এই কচ্ছপটাকে রঙচঙ করে, মানুষের ল্যাজ বেরিয়েছে বলে মাঠের ধারে একটা তাঁর ফেলে বসতে পারতুম, ত' কত পয়সাই হাত হতো।......" [২য় অঙ্ক ২য় দৃশ্য]

উনিশের শতকের কলকাতায় সামাজিক অবস্থা অনুবাদকর্মে প্রবেশ করিয়ে অনুবাদক অনুবাদকর্মকে কালাতিক্রম দোষদুষ্ট করেছেন।

অবশ্য মন্মথ নাথ ঘোষ হেমচন্দ্রের আলোচ্য অনুবাদকর্মের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন[১১৩] :

'টেমেণ্টে'র অবিকল অনুবাদ না হইলেও 'নলিনী-বসন্তে' সেই জগদ্বিখ্যাত কাব্যের উচ্চভাব ও মধুর রস অতি নিপুণতার সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি কি সুন্দর!—

রাগিনী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

দিবা হ'লো অবসান ডুবিছে মিহির,
যামিনী আনিতে ধীরে চলেছে সমীর।
মেঘের বরণ জল, সাগরেতে শতদল,
একি কামিনীর ছল, গ্রাসে করি বর।
পদ্ম ধরে চারিধারে, সখীগণ নৃত্য করে,
করতালি দিয়ে করে, উড়ায় ভ্রমর।
ছড়ায়ে কুন্তল পাশ, অধরে মধুর হাস,
পবনে উড়ায় বাস ভুলাতে অমর।
এসো গো দেখিতে যাবে এ মায়া ফুরায়ে যাবে,
এখনি ভানু ডুবিবে, আসিবে তিমির।
যামিনী-আনিতে ধীরে চলেছে সমীর।

প্রস্পেরোর [বৈজয়ন্তের] সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটিও কি সুন্দরভাবে ভাষান্তরিত হইয়াছে[১১৪] :

লীলা হলো সমাপন !—এ রঙ্গভূমিতে
সেজেছিল যত পরি করি নটবেশ—
বায়ুর পুত্তলি তারা মিশিল বায়ুতে
মিশিয়া হইল লীন তরল আকাশে !
হবে লীন এইরূপে, ইহাদেরি মত,
মাটীর পুত্তলি যত মানব এ ভবে ;
পাষাণের অট্টালিকা অভ্রভেদী চূড়া,
দেউল, মন্দির, মঠ; উন্নত শরীর;
রাজ-নিকেতন কিম্বা দেব-অট্টালিকা
আভাময়ী, রত্নময়ী—চূর্ণ হয়ে যাবে !
এই যে মহীমণ্ডল ফণীন্দ্র আসনে;
পয়োধি, পর্ব্বত, বৃক্ষ, প্রাণিবৃন্দসহ,
একা ধ্বংস হবে শেষে—চিহ্নটি না রবে !
অসার স্বপ্নের ন্যায় নিদ্রায় বেষ্টিত
অনিত্য আমরা সবে অনিত্য জগতে ।

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট অনেকগুলি পদ বাঙ্গালার সুভাষিত সংগ্রহে স্থান পাইবার যোগ্য । যথা ঃ

'কুলাঙ্গার কুপুত্র কখন জনমে সোনার গর্ভে ?' 'অদৃষ্টই মূলাধার এ মহীমণ্ডলে ।' 'অনেক আমোদাহ্লাদ আছে এ সংসারে; বহু কষ্ট ব্যতিরেকে সম্ভোগ না হয় ;—কিন্তু সে কষ্টের কষ্ট আনন্দে ঘুচায় ।'

'এ দুরন্ত ভূমণ্ডলে, মানব জাতিতে ক্ষমাই পরমধর্ম্ম পরমদুর্ল্লভ !

অনুতাপে তাপিত যে তারে দণ্ড দেওয়া ভ্রান্তমতি মানবের কভু বিধি নয় ।'

প্রসঙ্গত বিশেষভাবে স্মরণীয়—

মধুসূদনের প্রতি হেমচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধাবোধের কথা । হেমচন্দ্র মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র [দ্বিতীয় সং, ১৮৬৩-৬৪] সম্পাদনা করেন এবং মধুসূদন তাঁর সম্বন্ধে লেখেন— 'A real B.A.' হেমচন্দ্রই অমিত্রাক্ষর ছন্দের শক্তি ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেন যদিও তাঁর নিজের কাব্য 'বৃত্রসংহার'-এ তার সার্থক প্রয়োগ ঘটাতে অসফল হন । মধুসূদন তাঁর 'পদ্মাবতী নাটকে' [১৮৬০] 'dramatic verse' বা নাট্যচ্ছন্দ ব্যবহার করেন । হেমচন্দ্র তাঁর 'নলিনী বসন্ত' নাটকে মধুসূদনকেই অনুসরণ করেছেন ।

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

প্রকৃতি নাটক। সেক্সপীয়র কৃত ঝটিকা (Tempest) নাটকের অনুবাদ। শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত। কলিকাতা ২-১ বাগবাজার স্ট্রীট মণিরাম যন্ত্রে শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক পাথুরীঘাটা রাজবাটী হইতে প্রকাশিত মূল্য একটাকা মাত্র।

পঞ্চম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে ১২৮ পৃষ্ঠায় মুখ্যত পদ্যে এবং কিছুটা গদ্যে অনুবাদকর্ম সম্পাদিত। চরিত্র ও দৃশ্যাবলীর দেশীয় নামকরণ উল্লেখযোগ্য। যেমন Prospero [প্রজ্ঞাচক্ষু] Ferdinand [ফুলতনু] Miranda [প্রকৃতি] Alonso [অলঙ্কসিংহ] Sebastian [শিবরাম] Gonzalo [গুঞ্জরীক]।

গ্রন্থ প্রকাশের কোন সন তারিখ[১১৫] এবং অনুবাদ কর্মের রীতি ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে কোন বক্তব্য লিপিবদ্ধ হয়নি।

অনুবাদকর্মের নমুনাস্বরূপ পঞ্চম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক ঃ

[গুহার দ্বার মুক্ত হওন, ভিতরে ফুলতনু ও প্রকৃতি সতরঞ্চ খেলায় নিবিষ্ট চিত্ত]

প্রকৃতি— প্রাণেশ্বর !
ছলিছ আমারে তুমি !

ফুল-তনু— নহে, প্রিয়ে !
ছলিয়া তোমায়
না চাহি লভিতে ধরা।

অলঙ্কসিংহ— হেন দৃশ্য তরে,
পারি হারাইতে দুইবার প্রিয় সুতে।

শিবরাম— কি অদ্ভুত দৈবলীলা !

ফুল— যদিও শাসায় সিন্ধু
তথাপি দয়ালু রত্নাকর।
বিনাদোষে শাপিনু সাগরে আমি।

[ফুলতনু অলঙ্কসিংহের চরণে পড়িল]

মূল সংলাপের আংশিক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জন ছাড়াও অনুবাদকর্মে

সংলাপের ভাষার অসঙ্গতি [গুরুচণ্ডালি দোষ] ও অস্বাভাবিকতা মূল নাট্য দৃশ্যের রসসৌন্দর্যের হানি ঘটিয়েছে।

অনুবাদক গিরিশচন্দ্রের 'ম্যাকবেথ' অনুবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে থাকতে পারেন। কারণ তিনি অনুবাদকর্মে 'গৈরিশ ছন্দ' ব্যবহার করেছেন। ছন্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। মধুসূদন ও গিরিশচন্দ্রের মধ্যবর্তীকালের প্রায় সকল অনুবাদকই নাট্যচ্ছন্দের ক্ষেত্রে মধুসূদনের অনুসরণ করেছেন এবং গিরিশ পরবর্তী প্রায় সমস্ত অনুবাদকই তেমনি 'গৈরিশ ছন্দে'র অনুসারী।

অনুবাদক চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী ও অন্যান্য কর্মজ্ঞান প্রয়াস সম্বন্ধে কোনও তথ্য সমসাময়িক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা থেকে জানা যায় না।

□ নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর 'ঝঞ্ঝা'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ:

Sarvadhi Kari's Shakespeare Series/The Tempest / ঝঞ্ঝা। ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরি খন্তিয়া। কান্ত পাহুন··· দারুণ সঘনে খরশর হন্তিয়া ॥"—বিদ্যাপতি। শ্রীনগেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত। By N. P. Sarvahi Kari—মূল্য ১: একটাকা। কুন্তলীন প্রেস, ৬১ ও ৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১৩২০ সাল।

গ্রন্থের 'উৎসর্গ পত্রে' বলা হয়েছে:

"স্বর্গীয় রায়বাহাদুর ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী শ্রীচরণ কমলেষু সর্ব্বদেবময়, অনন্তকর্ম্মের মধ্যেও অবসর করিয়া লইয়া যে দিবস আপনি 'নলিনী বসন্ত' বা 'টেমপেষ্ট' এর অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। আপনার অনূদিত দুই পৃষ্ঠা 'নলিনী-বসন্ত' আপনার বন্ধুকে উপহার প্রদান করেন। সুকবি হেমচন্দ্র প্রিয়বন্ধুর অনুরোধে 'টেমপেষ্ট' এর উপাখ্যান অবলম্বনে তাঁহার 'নলিনী-বসন্ত' সম্পূর্ণ করেন[১১৬]; কিন্তু অনুবাদ কার্য্য অসম্পূর্ণ রহে। সেক্সপিয়রের বঙ্গানুবাদ আপনার চির অভিপ্রেত ছিল। আপনার প্রীত্যর্থে সেই মহাব্রত গ্রহণ করিয়া বহু আয়াসে প্রথমাহুতি প্রদান করিলাম। ইতি—'কাল'।"

পঞ্চম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে ১২৭ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে অনুবাদকর্ম সম্পাদিত। অনুবাদকর্ম মোটামুটিভাবে যথাযথ। চরিত্র বা দৃশ্যাবলীর দেশীয় নামকরণ করা হয়নি তবে স্থানে স্থানে দেশীয়ভাব সন্নিবেশিত হয়েছে।

অনুবাদের উদ্দেশ্য, রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গে অনুবাদক গ্রন্থের 'নিবেদন'-এ বলেছেন ঃ

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইদানীন্তন নিয়মানুসারে এই গ্রন্থে পাদ-টীকার অবর্ত্তমানতা হেতু আপাততঃ সাধারণ পাঠক কিঞ্চিৎ অসুবিধা অনুভব করিবেন। সময়ান্তরে সে অভাব দূর করিবার প্রয়াস পাইব। সেক্সপিয়ারকৃত কাব্যসমূহের 'অক্ষম' বঙ্গানুবাদকরণ এই সংস্করণের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গক্রমে মহাকবির সমসাময়িক বৈয়াকরণিক জটিলতা, শব্দার্থ, রচনাতত্ত্ব ও 'পাঠ-বিরোধ' পরিচয়ও প্রদত্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ 'কেম্ব্রিজপাঠ' গৃহীত হইলেও 'কোয়ার্টো' ও 'ফোলিও'-র বিশেষ বিশেষ পাঠান্তর আলোচনা করিবার সুযোগ দানও উপেক্ষিত হয় নাই। প্রচলিত টীকাকারগণ কিম্বা প্রসিদ্ধ সমালোচকগণ; শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা ও চরিত্র বিশ্লেষণকালে যে সকল মতবিরোধ উপস্থিত করিয়াছেন, সেই সকলের সৌন্দর্য্য যাহাতে অনুবাদেও অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষিত হয়, তাহারও সবিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। মূলকাব্যে যেস্থানে যেরূপ মিত্রাক্ষর বা অমিত্রাক্ষর ব্যবহৃত, অনুবাদেও সেইরূপ পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। তবে ভাষাগত পার্থক্যের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ প্রকরণ ও ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ পাঠকের বোধ সৌকর্য্যার্থ স্থানে স্থানে দেশীয়ভাব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্যের উপযোগী হইলে শ্রমসফল বিবেচনা করিব। ইতি নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।"

অনুবাদকের বক্তব্য থেকে জানা গেল গ্রন্থটি মুখ্যত 'পাঠ্য-সহায়িকা' হিসাবে রচিত। সুতথ্য-সমৃদ্ধ 'নিবেদন'-এ অনুবাদকের অনুবাদকর্ম প্রসঙ্গে সচেতনতা লক্ষণীয়। জানা গেছে[১১৭] নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী [১৮৬৯—১৯৪০] ব্যক্তিগত জীবনে এটর্ণী ছিলেন। তাঁর অন্যান্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—মার্চেণ্ট অফ্ ভেনিসের বঙ্গানুবাদ [গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়]। তাছাড়া তিনি সমগ্র শেকস্পীয়র রচনাবলী বঙ্গানুবাদ করেছিলেন—যদিও সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। তাঁর চণ্ডী ও গীতার নাটকাকারে বঙ্গানুবাদও সমসাময়িককালে প্রশংসিত হয়।

এবার অনুবাদকর্মের নমুনাস্বরূপ পঞ্চম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের অংশ বিশেষই [পূর্ববর্তী দুটি অনুবাদ গ্রন্থের ক্ষেত্রে উদ্ধৃত] এখানে উদ্ধৃত করা হল :

মিরান্দা— বঞ্চনা ক'র না প্রাণেশ !

ফা— না, প্রিয়তমে, করিব না পৃথিব বিনিময়ে।

মি— অবশ্য; মহী বিংশতরে, প্রভু, অবশ্য করিবে,
সে বিপদ বাখানিব মূর্ত্তিমান সৎ।

এ্যালি— ঘটে যদি কেবলি প্রপঞ্চ ইহা
দ্বীপের বিভূতি মাত্র,
হেন প্রিয়পুত্র এক হারাব দ্বিবার।

সি— অতি অলৌকিক কাণ্ড !

ফা— ত্রাসে সিন্ধু যদ্যপিও, কিন্তু দয়াবান ;
আমি শাপ দিয়াছিনু তায় অকারণ [জানুপাতন !]

অনুবাদকের সদিচ্ছা সত্ত্বেও অনুবাদকর্ম অত্যন্ত জটিল বলতে হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'দি টেম্পেস্ট'-এর তিনটি নাট্যানুবাদ গ্রন্থই কোথাও অভিনীত হয়েছিল বলে কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

□ সিম্বেলিন

আলোচ্য নাটক প্রসঙ্গে ফার্ণিভাল বলেছেন[১১৮]—

"If with the Tempest Shakspere meant to break his magician's wand, to bury it. Certain fathoms in the earth, and deeper than did ever plummet sound, drown his book (Act. V. Sc i., lines 54—7), he happily for the world alterd his mind. From his enchanted island in the Mediterranean and its wise ruler self-controlld, he passt to Britain, and its king, the slave of unreasoning passions. Yet it was not Lear's savage island, but a half-civilised, Romanised one. Still like Lear, Cymbeline is a race-play, a keltic one ; quick, unreasoning passion is yielded to by every leading character,......"

সুতরাং, মূল নাটক প্রসঙ্গে উপরোক্ত তথ্য স্মরণে রেখে বাংলা ভাষায় অনুবাদকর্ম সম্বন্ধে আলোচনায় আসা যাক।

আলোচ্য নাটকের তিনটি বঙ্গানুবাদ [নাটকাকারে] গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়—

১। সুশীলা-বীরসিংহ নাটক ঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৮৬৮।

২। কুসুমকুমারী নাটক ঃ চন্দ্রকালী ঘোষ—১৮৬৮।

৩। সিম্বেলিন ঃ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 'সেক্সপিয়র গ্রন্থাবলী' ২য় ভাগ।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলির কালানুপাতিক আলোচনা করা যাক।

□ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুশীলা-বীরসিংহ নাটক'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

সুশীলা-বীরসিংহ নাটক। সেক্সপিয়র কৃত নাটক বিশেষ অবলম্বন করিয়া বিরচিত। কলিকাতা ১১-১ বেচু চাটুয্যের স্ট্রীট নূতন সংস্কৃত যন্ত্র। শ্রীহরি মোহন মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত। সংবৎ ১৯২৪।[১১৯]

রবীন্দ্রনাথের মধ্যম অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের [১৮৪২—১৯২৩] পরিচয়[১২০] প্রদান বাহুল্য মাত্র। তিনি শুধু প্রথম ভারতীয় আই-সি-এস'ই নন। সাহিত্যানুরাগী এবং শিল্পরসিকও বটে।

আখ্যাপত্রে অনুবাদকের নাম লিপিবদ্ধ হয়নি।[১২১] আলোচ্য অনুবাদকর্ম পঞ্চম অঙ্ক পঞ্চম গর্ভাঙ্কে[১২২] ১৮২ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে সম্পাদিত। অনুবাদকর্ম প্রধানত অমিত্রাক্ষর ছন্দে সম্পন্ন। একটি গীত ও ছোট কয়েকটি কবিতা আছে। নাটক সমাপ্ত হয়েছে নিম্নলিখিত 'ভরত বাক্যটি' দ্বারা—

১

হোন রাজা প্রকৃতিরঞ্জন,
প্রজা রাজভক্তি পরায়ণ
আনন্দে মিলুক সর্বজন।

২

বসুমতী হোক ফলবতী,
প্রসন্ন হইয়ে সরস্বতী
সভাকার দিন শুভমতি।

৩

দ্বেষ হিংসা করি পরিহার,

বিকাশিয়ে প্রণয় উদয়
সুখ শান্তি করুক বিস্তার।

নাটকের শেষে মনুষ্য জীবন নামে ৯টি স্তবকের [প্রত্যেক স্তবকে চার লাইন] একটি কবিতাগুচ্ছ আছে—যাতে মানুষের জীবনের নানা দার্শনিক ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই কবিতাগুচ্ছটি শেকস্‌পীয়রের নাটকের 'এপিলোগকে' স্মরণ করিয়ে দেয়। এ সূত্রে উল্লেখযোগ্য তথ্য হল, 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকের শেষে মধুসূদন 'ভরতবাক্য' বসান; 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকে অবশ্য কালিদাসের নাটকের প্রভাব বেশি। সত্যেন্দ্রনাথ নাটকের নামগুলি শুধু দেশীয়করণ করেই ক্ষান্ত হননি; তিনি 'ভরতবাক্য'ও বসিয়েছেন বোধ করি সম্পূর্ণ দেশীয়করণের জন্য।

আলোচ্য অনুবাদকর্ম 'ছায়ানুবাদ' শ্রেণীর। চরিত্র ও দৃশ্যের নামের দেশীয়করণ সাধিত হয়েছে। 'নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ' নিম্নরূপ :

জয়সিংহ—জয়পুরের রাজা। ভীমকেতু—রাণীর মাসতুতো ভাই। বীরসিংহ। ভরত [অপর নাম মদন]—একজন নির্বাসিত রাজ সভাসদ। মহেন্দ্র [অপর নাম মৃত্যুঞ্জয়] এবং ভুপেন্দ্র [অপর নাম ধনঞ্জয়]—জয়সিংহের দুইপুত্র।

নরোত্তম—বীরসিংহের বন্ধু জনার্দ্দন—নরোত্তমের বন্ধু	মহারাষ্ট্রীয়।

শম্ভুজি—মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি। ভোলানাথ—বীরসিংহের ভৃত্য। মাধব—চিকিৎসক। ভৈরবাচার্য্য—দৈবজ্ঞ। মন্ত্রী। মহারাষ্ট্রীয় সুবাদার। একজন গুজরাটী—নরোত্তমের বন্ধু। দুইজন রাজসভাসদ। দুইজন কারারক্ষক। ভানুমতী—জয়সিংহের রাণী। সুশীলা—জয়সিংহের প্রথম পক্ষের কন্যা। মালতী—সুশীলার সখী। সভাসদ। সহচরী। গায়ক। দূত। সৈনিক। পুরুষ। অনুচর ইত্যাদি।

লক্ষণীয় বিষয় হল দেশীয়করণের ফলে মূল নাটকের দৃশ্যস্থল ব্রিটেন ও ইতালী অনূদিত নাটকে জয়পুর ও মহারাষ্ট্র রূপে চিহ্নিত হয়েছে।

এবার অনুবাদকর্মের নমুনাস্বরূপ শেষ দৃশ্যের [পঞ্চম অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য] অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল—

শম্ভুজি— ভৈরবাচার্য্য মশায়!
ভৈ— কি আজ্ঞা করেন?

শ—   এই ভূজ্জপত্র লেখা পড়ুন আপনি

....

[অর্থ] বীরসিংহ তুমি সেই সিংহের শাবক—
সিংহরাজ পিতৃনাম তব। রাজকন্যা
হরিণী সে—বিনাযত্নে বিনা অন্বেষণে
এই দেখ পেলে তারে ভাগ্য বলে তুমি।—
মহারাজ! অশ্বত্থ পাদপ সে আপনি।
বিযুক্ত দুই শাখা তার দুই পুত্র তব।
মিলিয়ে পিতার সনে আবার দুভেয়ে
জয়পুর শ্রীসমৃদ্ধি করিছে বর্দ্ধন।
বীরসিংহ—তোমারও দুখের রজনী
পোহাইল আজি—হল সুদিন উদয়।

জয়সিংহ—   অর্থটা সঙ্গত বটে আচার্য্য মশাই!
মহারাষ্ট্র সম্রাটেরে বলগে শম্ভুজি—
তার সঙ্গে সন্ধি করা বড় ইচ্ছা মোর—
দু পক্ষের কত ক্ষতি বিগ্রহ সমরে
দেবতা শম্ভুজি-রাণী আর নাই হেথা
কেহ যে কুপরামর্শ—দিবেক আমারে;
সে তার পাপের শাস্তি পেয়েছে আপনি।

ব্লাঙ্ক ভার্স (Blank verse) রচনায় সত্যেন্দ্রনাথের কিছু দক্ষতা ছিল, উদ্ধৃত অংশে তার পরিচয় আছে।

মেলালে দেখা যাবে মূল নাটকের দৃশ্যাংশটির (complete works of 'Shakespere—Tudor Edition) সঙ্গে মূলের সংলাপাংশ অনুবাদে কিছুটা সংক্ষিপ্ত এবং মূল সংলাপের বক্তব্যের দেশীয়করণ মোটামুটি সার্থক।

আলোচ্য নাটকের কোনো অভিনয়ানুষ্ঠান সংবাদ সমসাময়িক গ্রন্থাদি ও পত্রপত্রিকায় পাওয়া যায় না।

□ চন্দ্রকালী ঘোষের 'কুসুমকুমারী নাটক'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ:

কুসুমকুমারী নাটক। শ্রীচন্দ্রকালী ঘোষ প্রণীত। "সংসার বিষবৃক্ষস্য—

যে এব রসবৎ ফলে। কাব্যামৃত রসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ।" —নীতিরত্নম্ ॥ কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে ইষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা।

অনুবাদকর্মের উদ্দেশ্য, রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গে অনুবাদক গ্রন্থের 'ভূমিকা'তে বলেছেন—

"সভাবাজারস্থ গোপনীয় নাট্যসভায় যৎকালীন কৃষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, সেই সময় উক্ত সভায় কয়েকজন সভ্য আমাকে সেকসপিয়ারের আভাস লইয়া বঙ্গীয় সাধুভাষায় একখানি নাটক প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করেন, আমি সেই অনুরোধে মহাকবি সেকসপিয়ার প্রণীত সিম্বেলিনের গল্পকে মনোনীত করিয়া তাহার আভাসে এই কুসুমকুমারী নাটক রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম,[১২৩] কিন্তু কুসুমকুমারী সিম্বেলিনের অবিকল অনুবাদ নহে, ইহাতে কেবল সেকসপিয়ারের স্থূলভাবটি গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং যাহাতে অঙ্কসকল আর নায়ক নায়িকার সংখ্যা অল্প হয়, এইরূপ প্রণালীতে এই পুস্তক রচনা করা হইয়াছে, এবং মধ্যে মধ্যে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের যাহাতে বিশ্রাম হয়, সে বিষয়েও বিশেষ যত্ন করা গিয়াছে, ফলে বর্ত্তমানের বঙ্গভাষার নাট্যাভিনয়ের যে যে নিয়ম আছে, সেই সকলকে অবলম্বন করিয়া আমি এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছি।…শ্রীচন্দ্রকালী ঘোষ ২৪ জ্যৈষ্ঠ সন ১২৭৫ সাল।"

'গ্রন্থাপর্ণ'-পত্রে বঙ্গ সাধুভাষার উন্নতি বিষয়ে যত্নশীল এবং সেই ভাষায় লিখিত পুস্তক সকল পর্যালোচনা করিয়া যিনি প্রচুর প্রীতিলাভ করেন সেই 'পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর মহাশয় শ্রীচরণেষু'র উদ্দেশে 'মহাশয়ের নিতান্ত বশম্বদ শ্রীচন্দ্রকালী ঘোষ' কর্তৃক গ্রন্থটি উৎসর্গীকৃত হয়েছে। চন্দ্রকালী সংবাদ প্রভাকরে 'মিল্টন সাহেবের জীবনবৃত্তান্ত' [৩০ শ্রাবণ ১২৬৪] ও 'টাইটলার সাহেবের জীবনবৃত্তান্ত' [১২ আষাঢ় ১২৬৪] নামক দুটি রচনা প্রকাশ করেন।

পঞ্চম অঙ্ক পঞ্চম গর্ভাঙ্কে ৮৫ পৃষ্ঠায় গদ্যে আলোচ্য অনুবাদকর্ম সম্পাদিত। একে ছায়ানুবাদ বলাই সঙ্গত। দৃশ্যাবলী ও চরিত্রগুলির দেশীয়করণ সর্বত্র পরিদৃশ্যমান। কয়েকটি গান [রাগরাগিনী ও তালের উল্লেখসহ] আছে। নাটকীয় বক্তব্য বিষয় ভারতীয় রীতিতে বিন্যস্ত হয়েছে।

গ্রন্থের আখ্যাপত্রের অপর পৃষ্ঠায় ইংরাজি ভাষায় বলা হয়েছে—

"On the old National Theatre (on Dec. 7, 1873, the first anniversary on which was held at Sanyals house under the Presidency of Babu Monomohan Bose) Kusum Kumari was staged on 17th Jan. 1874."

গ্রন্থের 'নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ' নিম্নরূপ ঃ

পুরুষ

বজ্রবাহু—ইন্দোরাধিপতি। গণেশ শাস্ত্রী—রাজমন্ত্রী। শম্ভুদেব শাস্ত্রী—মন্ত্রীর ভ্রাতা। বিদ্যাবিনোদ—রাজ জামাতা ও প্রধান নায়ক। নীলধ্বজ—ইন্দোর দেশস্থ এক অপরাধী। বীরেন্দ্র সিংহ—[অন্য নাম অম্বর] এবং ধীরেন্দ্রসিংহ [অন্য নাম—সম্বর]—ইন্দোরের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ রাজকুমার। ধন্বন্তরী—রাজবৈদ্য। সত্যস্থত—নায়ক-নায়িকার প্রতিপালক, একজন বৃদ্ধ একজন বৃদ্ধ রাজানুচর। বামদেব ও সুদর্শন—দুইজন শিবির রক্ষক। রঘুবীর সিংহ—সিন্ধু দেশাধিপতি। বিষ্ণু দাস—তদীয় মন্ত্রী। বীরবাহু—সিন্ধু সেনাপতি। দ্বন্দ্বপ্রিয়—সেনাপতির পরিষদ।

স্ত্রী

কুসুমকুমারী—ইন্দোরাধিপতির দুহিতা ও প্রধানা নায়িকা। যশোদাবাই—ইন্দোরাধিপতির দ্বিতীয়া মহিষী। কুটিলা—যশোদাবাইয়ের পরিচারিকা। উর্ব্বশী—কুসুমকুমারীর পরিচারিকা। ইন্দোরদেশস্থ বিদুষক, প্রহরীগণ, যোদ্ধা ও নর্ত্তকীদ্বয় ইত্যাদি।

'নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ'-এর পরিচয়পত্র থেকে জানা গেল নাটকের ঘটনাস্থল ইন্দোর ও সিন্ধু।

এবার অনুবাদকর্মের নমুনাস্বরূপ পঞ্চম অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক ঃ

বজ্রবাহু—কুসুম! তুমি যে আমার সঙ্গে কোন কথা কচ্ছ না? পিতার দোষ বিবেচনা করে তোমার মনে রাগের উদয় হয়েছে নাকি? মা! নিরপরাধে তোমাকে এত কষ্ট দিয়েছি! আয়, একবার আমার কোলে আয়! [ক্রন্দন]।

কুসুম—[রাজার ক্রোড়ে বসিয়া] পিতঃ! বলেন কি? এ দাসী কি আপনার উপর রাগ কর্ত্তে পারে? আমি কি জানিনি যে, আপনি এ সকল

ভ্রমবশতঃ করেছেন, আমি যে পুনরায় আপনার স্নেহের পাত্রী হোলেম; এই আমার সৌভাগ্য। [রাজার অশ্রুজল মার্জন]।

সংলাপাংশ বহুলাংশে মূল বর্জ্জিত বলে মূলের সংগে তুলনামূলক আলোচনায় অপ্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়। মূল সংলাপ কাব্যে রচিত; অনুবাদে গদ্য ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

আখ্যাপত্রের অপর পৃষ্ঠা থেকে জানা যায় আলোচ্য নাটকটি ১৮৭৪ সালের সালের ১৭ই জানুয়ারি 'ওল্ড ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ প্রথম অভিনীত হয়েছিল। ডঃ সুকুমার সেনের মতে [পূর্বে উল্লিখিত] নাটকটি ন্যাশনাল থিয়েটারে একাধিকবার অভিনীত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন[১২৪]—

ন্যাশনাল থিয়েটারে [জোড়াসাঁকো মধুসূদন সান্যালের বাড়ী] কুসুমকুমারী ১৭ই জানুয়ারি ১৮৭৪ প্রথম অভিনীত হয়। অমৃতবাজার পত্রিকার ১৫ই জানুয়ারি ১৮৭৪-এর সংখ্যায় এ সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। কুসুমকুমারী অভিনয়ের সঙ্গে "Exhibition of Chemical Operations and Magical Entertainments By Chemical Professors, lately arrived from Europe"—এর ব্যবস্থা ছিল।

'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউস্' পত্রিকার ২৪ ৪ ৭৪ এর একটি সংবাদ থেকে জানা যায় কুসুমকুমারী নাটক ২৫শে এপ্রিল ১৮৭৪ সালে 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ [৬ বীডন স্ট্রীট, কলকাতা] অভিনীত হয়।

□ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় অনূদিত 'সিম্বেলিন্'

আলোচ্য অনুবাদকর্ম স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 'সেক্সপিয়র গ্রন্থাবলী'র দ্বিতীয়ভাগে এটি সঙ্কলিত হয়েছে। রচনাকাল জানা যায় না। অনুবাদকর্ম মূলানুযায়ী, যথাযথ [ভাবানুবাদ]। স্বভাবতই চরিত্র ও দৃশ্যের কোনোরূপ দেশীয়করণ করা হয়নি। পঞ্চম অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যে ৫৫ পৃষ্ঠায় [গ্রন্থাবলীর] গদ্যপদ্যে অনুবাদকর্ম সম্পন্ন হয়েছে।

অনুবাদকর্মের নমুনাস্বরূপ প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল :

পসথামাস— দীর্ঘ দীর্ঘ দিন মোরা চাহি বাঁচিবারে।
যদি দীর্ঘতা মাপি যদি বিদায়ের ক্ষণে

দীর্ঘ করি—বিদায় কেমনে লবো তবে।

ইমোজেন— ক্ষণকাল। ক্ষণেক অপেক্ষা করো আর!
বায়ুভরে দূরে যদি চলে যাও তুমি,
এ বিদায়-ক্ষণ তবু অতি ক্ষণেকের!
শোনো নাথ, এ অঙ্গুরী হীরক-খচিত
ছিল মার; হাতে রাখো যতদিন বাঁচি।
ইমোজেন মরে গেছে, কভু যদি শোনো,
বিবাহ করিবে পুনঃ যারে—তারে দিয়ো।
তার পূর্বে এ অঙ্গুরি করিয়ো না ত্যাগ!

☐ দি উইন্টার্স টেল

আলোচ্য নাটক প্রসঙ্গে ফার্ণিভালের সুন্দর বক্তব্যটি[১২৫] স্মরণীয়:

"We turn from our murky Britain again to sunlit Sicily and the Mediterranean, and though Mamilius tells us that—' sad tale's best for winter' yet, not withstanding all Hermione's suffering, and the death of her gallant boy, who used to frighten her with goblin stories, we can't call Shakspere's Winter's Tale sad. It is so fragrant with Perdita and her primroses and violets, so happy in the re-union and reconciliation of her and her father and mother, so bright with the sunshine of her and of Florizel's young love, and the merry roguery of that Scamp Antolycus, that none of us can think of the winter's Tale as a 'sad tale' or play."

আলোচ্য ট্র্যাজি-কমেডির দুটি বঙ্গানুদিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

১। মদনমঞ্জরী : ১২৮৩ [১৮৭৬]

২। বাণী তমালিনী: ধনদাচরণ মিত্র ১৩২০ [১৯১৪]।

☐ মদনমঞ্জরী [অজ্ঞাতনামা লেখকের] নাটক

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ:

মদনমঞ্জরী নাটক। মহাকবি সেক্সপিয়ারকৃত 'উইন্টার্স টেল' নাট্যাবলম্বনে

বিরচিত। 'আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধুমন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্'—অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্. কলিকাতা। ২৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ ওয়েলিংটন প্রেসে শ্রী ব্রজনাথ দের দ্বারা মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইল। সন ১২৮৩ সাল। মূল্য ৸৩ আনা।

গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'এ বলা হয়েছে ঃ

"এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত ডিপাজিটোরি, পটলডাঙ্গাস্থ সকল পুস্তকালয়ে, এবং ওয়েলিংটন প্রেসে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।"

অনুবাদকর্মের উদ্দেশ্য, রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গে গ্রন্থের 'মুখবন্ধে' গ্রন্থ-প্রকাশক বলেছেন ঃ

"ইদানীন্তন বাঙ্গালা ভাষায় নাটক সংখ্যা বহুল দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে এতাধিক নাটক ছিল না এবং নাটকের গৌরবও ছিল না। বহুসংখ্যক পাঠকে আদর করিবে বা অভিনয় হইবে এরূপ আশায় এখানি প্রকটিত হয় নাই। কতকগুলি বন্ধুর অনুরোধে এবং আগ্রহাতিশয়ে এখানি প্রকটিত হইয়াছে এবং এক্ষণে সাধারণ হস্তে অর্পিত হইল। উপন্যাসটি মহাকবি সেক্সপীয়রকৃত উইন্টর্স টেল নামক নাট্য হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। লেখক কতদূর প্রশংসার্হ তাহা বলা যায় না। উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে পাঠকের যেন এই বাক্যটি স্মরণ থাকে যে দোষ উপেক্ষা করাই মহতন্তঃকরণ ব্যক্তিদের চিরানুষ্ঠিত অলমতিবিস্তরেণ। প্রকাশক।"

গ্রন্থের আখ্যাপত্র, 'বিজ্ঞাপন' বা 'মুখবন্ধ'তে অনুবাদকের নাম মুদ্রিত হয়নি। ডঃ সুকুমার সেনও গ্রন্থটি 'অজ্ঞাতনামা'র রচনা বলে উল্লেখ করেছেন।[১২৬]

পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় পরিদৃশ্যে [মূল নাটকে ৫ম অঙ্ক ৩য় দৃশ্য আছে] ৬৩ পৃষ্ঠায় অনুবাদকর্ম সম্পাদিত। পরিবর্তন ও সম্পাদনসহ নাটকের চরিত্র ও দৃশ্যগুলির দেশীয়করণ সম্পন্ন হয়েছে। আলোচ্য অনুবাদকর্মকে ছায়ানুবাদ না বলে মর্মানুবাদ বলাই বোধহয় যুক্তিযুক্ত। নাটকের মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি গীত [রাগরাগিনী ও তালের উল্লেখসহ] আছে।

গ্রন্থের 'নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ' নিম্নরূপ ঃ

পুরুষ

চন্দ্রশেখর—মাহেশ্বরী পুরীর রাজা। সত্যপ্রকাশ—রাজ সহচর। উগ্রধ্বজ—ঐ। সভ্যদাস—রাজসভাসদ। ধর্ম্মদাস—ঐ। জীমূতকেতু—সিন্ধুদেশের

রাজা। মলয়কেতু—সিন্ধু-রাজপুত্র। বল্লভ—সিন্ধুদেশের মেষপালক। কারাগার রক্ষক, ভৃত্য, প্রতিহারী, নাগরিকদ্বয়, রক্ষকদ্বয় ইত্যাদি।

স্ত্রী

মহাদেবী—মাহেশ্বরীপুরীর রাণী। মদনমঞ্জরী—ঐ রাজকন্যা। গুণশীলা—উগ্রধ্বজের স্ত্রী ও রাণীর সহচরী। বুদ্ধিমতী—রাণীর সহচরী।

সখি, নর্ত্তকীদ্বয় ইত্যাদি।

নাট্যকর্মের নমুনাস্বরূপ গ্রন্থের তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় পরিদৃশ্যের অংশ বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হল—

সখী— [নেপথ্যে অবলোকন করিয়া] প্রিয়সখি, ঐ দেখ তোমার প্রিয়তম আসচেন।

মদনমঞ্জরী— অত ঠাট্টায় কাজ কি ?

সখী— না ভাই আমি ঠাট্টা কচ্চি না।

মদন— তবে প্রবোধ দেবার জন্য; কিন্তু ভাই আমার মন প্রবোধ মানচে না।

সখী— আচ্ছা একবার ঐ অশোক গাছের দিকে চেয়ে দেখ দেখি।

মদন— [নেপথ্য দিকে অবলোকন করিয়া] সখি, আমি কি স্বপ্ন দেখছি ?

স— না এ স্বপ্ন নয়, এ যথার্থই।

[ছদ্মবেশে মলয়কেতুর প্রবেশ]

মলয়— প্রিয়ে আজ এমন বিষণ্ণ কেন ?

মদন— প্রাণনাথ বিষণ্ণ কই দেখলে ?

মলয়— প্রিয়ে বিষণ্ণ কিনা তোমার সখীকে জিজ্ঞাসা কর।

[সখীর প্রতি] কেমন তোমার প্রিয় সখী আজ বিষণ্ণ নন ?

স— মশাই প্রিয়সখী আপনাকে না দেখে অত্যন্ত বিষণ্ণ ছিলেন কিন্তু এক্ষণে আর বিষণ্ণ নন।

লক্ষণীয় বিষয় হল—সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিকে দৃশ্য ও সংলাপাংশ পরিকল্পিত হয়েছে। ফলে মূল দৃশ্য ও সংলাপাংশ বহুলাংশে বর্জিত হয়েছে।

এবার গীতের নমুনাস্বরূপ পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় পরিদৃশ্যের একটি গান উদ্ধৃত করা হল :

[নৃত্য-গীত। রাগিণী বাহার। তাল—ঝং]

আজি কিবা শুভ দিবা নবশোভা ধরিল।
উদিত মলয়ানিল মৃদুমন্দ বহিল॥
দুঃখনিশা অবসান; প্রকাশ সুখ-তপন,
সবে হরষিত মন, জয়ধ্বনি করিল।
উঠে পবনে যেমন; কুসুম সৌরভ ঘন,
মহিষির গুণ-গান, সেইমত উঠিল।
পেলে পুনঃ কন্যা ধনে; বল্লভের সুযতনে,
সুরূপ জামাতা সনে; সব শোক ঘুচিল।
দেবগণ হরষিত, হয়ে সবে একত্রিত,
পুষ্পবৃষ্টি অবিরত, বিমানেতে আরম্ভিল॥

□ ধনদাচরণ মিত্র অনূদিত 'রাণী-তমালিনী'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

রাণী তমালিনী। মহাকবি সেক্‌সপীয়ার-প্রণীত উইন্টার্স টেল নাটকাবলম্বনে শ্রী ধনদাচরণ মিত্র দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত। ৪১-২, বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট। কলিকাতা। ১৫৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ হেরল্ড প্রিন্টিং ওয়াক্‌স হইতে কে. ডি. মিত্র দ্বারা মুদ্রিত। All rights reserved.

গ্রন্থটি 'পরম প্রণয়াস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র মোহন চৌধুরী সুহৃদ্বরকমলেষু'র উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত।

'নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ' নিম্নরূপ ঃ

নীলকেতু—মলয় রাজ্যের অধীশ্বর। হিরন্ময়—মলয়ের শিশু রাজকুমার। সত্যব্রত—মলয় রাজের অমাত্য। দেবদাস—মলয়রাজের অমাত্য। সুমিত্র—মলয়রাজ পারিষদ। বসুভূতি—মলয়রাজ পারিষদ। অজিৎ সিংহ—সিংহলের অধীশ্বর। নিহারকুমার—সিংহল রাজকুমার। অনন্ত বর্ম্মা—সিংহল রাজ্যের অমাত্য। গদাধর—নির্ব্বোধ রাখালপুত্র। জগাই—জনৈক জুয়াচোর। তমালিনী—মলয়রাজ মহিষী। অশ্রুমতী—রাখাল গৃহপালিতা মলয় রাজকন্যা। মলিনা—তমালিনীর সখী ও দেবদাসের বণিতা। অমলা—তমালিনীর সখী। হারা ও তারা—রাখাল কন্যাদ্বয়। কারারক্ষক, রক্ষিগণ, রাজ্ঞীর সহচরীগণ, রাজপারিষদ গণ, বিচারপতিগণ, দূতগণ, নাবিকগণ, বৃদ্ধ রাখাল, মহাকাল, ভৃত্য ও নাগরিক ভদ্রলোকগণ।

অনুবাদকর্মের উদ্দেশ্য, রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গে অনুবাদক গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় বলেছেন :

"...নাটকখানি অধিকাংশ স্থলে মূলগ্রন্থের অবিকল অনুবাদ হইলেও ভাষার লালিত্য বিধান ও মূল নাট্যোল্লিখিত রীতি চরিত্রাদি বঙ্গীয় পাঠকের রুচিসম্মত করণাভিপ্রায়ে অনুবাদের স্থানে স্থানে বাক্য ও বিষয় উভয় সম্বন্ধেই সামান্য সামান্য পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। বিদেশীয় কাব্য নাটকাদি রসাত্মক গ্রন্থানুবাদ সম্বন্ধে এরূপ প্রথা অবলম্বন না করিলে অনূদিত গ্রন্থ অনেক সময়ে যে এদেশীয় পাঠকের প্রীতিকর ও বঙ্গীয় সাহিত্যের নিজস্ব বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অনুবাদ অবিকল মূল বাক্যানুযায়ী হইলে তাহা বিদেশী ভাষা শিক্ষার্থিগণের নিকট অর্থ পুস্তকরূপে আদৃত হইতে পারে, কিন্তু রসাত্মক সাহিত্য সেবনের প্রকৃত ও মূল উদ্দেশ্য শিক্ষাসম্বলিত আনন্দ লাভেচ্ছা কখনই সম্পূর্ণরূপে ফলবতী হইতে পারে না।...মল্লিকা, মালতী বা গোলাপের নামোল্লেখ করিলে ঐসকল পুষ্পের রূপ গন্ধানুভূতি আমাদের চিত্তক্ষেত্রে স্বতঃই প্রস্ফুটিত হয়, কিন্তু ড্যাফোডিল, টিউলিপ বা ডালিয়া পুষ্পের নামে সেরূপ কোন বিশেষ ভাবোদ্রেক হওয়া দূরে থাকুক ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ বঙ্গীয় পাঠকের মনে তদ্দ্বারা কেবল একপ্রকার বিকট ও বিজাতীয় ভাবেরই উন্মেষ হইয়া থাকে।..."

অনুবাদক আরও বলেছেন—

"স্থূলকথা, বিদেশীয় কাব্যগ্রন্থ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে হইলে মূলগ্রন্থের বাক্যগুলি ভাষান্তরিত করিলেই যে সকল সময়ে অনুবাদের উদ্দেশ্য সফল হয় এরূপ নহে, তদন্তর্গত ভাব, চরিত্র, বর্ণনাদিও সম্ভবমত দেশীয় রুচি অনুসারে ভাবান্তরিত করাও সময়ে সময়ে আবশ্যক। ...উল্লিখিত বিচারের অনুবর্তী হইয়া উপস্থিত নাটকখানির অনুবাদ সম্বন্ধে আমাকেও কথিত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছে। মূল নাটকে বোহিমিয়াধিপতি পলিক্‌জিনিস্‌ তাঁহার আবাল্য বন্ধু রাজ লিয়ণ্টিসের গৃহে অতিথি হইয়া রাজার নিজ পরিবারস্থ ব্যক্তির ন্যায় রাজা ও তদীয় লাবণ্যবতী মহিষীর সহিত দীর্ঘকাল একত্রে ও ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। অতিথির পক্ষে এরূপভাবে একত্রাবস্থান এদেশীয় রীতি ও সামাজিক-দৃষ্টিতে অতীব বিরুদ্ধ ও অস্বাভাবিক। এই নিমিত্ত সম্ভবত

দেশীয় ভাব রক্ষার জন্য অনুদিত নাটকে সিংহলরাজকে কেবল মলয়েশ্বরের সখা নহে, অধিকন্তু মাতুলপুত্র বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে। মূল নাটকের শেষ দৃশ্যে অমাত্য আণ্টিগোনাসের পতি বিয়োগবিধুরা, বর্ষীয়সী, বিধবাপত্নী মলিনার সহিত প্রৌঢ়-বয়স্ক ক্যামিলোর পরিণয় অস্মদ্দেশীয় রুচি ও দেশাচার মতে একান্ত বিরুদ্ধ ও বিসদৃশ, এই নিমিত্ত অনুদিত পুস্তকে শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারিণী বিধবারূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মূল নাটকের চতুর্থাঙ্কে অটোলাইকাসের গীত ও পণ্যবর্ণনা এবং পারডিটা কর্ত্তৃক পুষ্পোপহার—বর্ণনাদি কয়েকটি স্থান দেশকাল পাত্রোপযোগী করিবার নিমিত্ত দেশীয়বর্ণে অনুরঞ্জিত করা হইয়াছে। অনুবাদ সম্বন্ধে এইরূপ স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করায় যদি কোনরূপ অপরাধ হইয়া থাকে, আশা করি সহৃদয় পাঠক ও সাহিত্যিক মহাশয়গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক সে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ইতি গ্রন্থকার। ৪১/২, বনমালী সরকার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১৫ই আশ্বিন, সন ১৩২০ সাল।"

অনুবাদকর্মের রীতি প্রসঙ্গে মতভেদের অবকাশ থাকলেও স্বীয় কর্ম-প্রয়াস সম্বন্ধে স্পষ্টভাষন [অনুবাদকের] প্রশংসনীয়। পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন সহ অনুবাদকর্ম 'ছায়ানুবাদ' শ্রেণীর বলাই বোধহয় যুক্তিযুক্ত। পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে ১৯৪ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে অনুবাদকর্ম সম্পাদিত।

অনুবাদকর্মের নমুনাস্বরূপ পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হল:

নীলকেতু— ওহো! এ যে প্রতিমারে উষ্ণকায় হেরি!
ইহা যদি হোয়ে থাকে দুষ্টবিদ্যা হোতে,
হোক তাহা আজি হোতে অবাধে চালিত
রাজ্যে মোর, এ সংসারে ভোজন যেমন।

অজিৎ— হের বামা আলিঙ্গন কোরেছে নরেশে।

সত্য— গলদেশ বাহুপাশে কোরেছে বেষ্টন
যদি বামা বাস্তবিক পেয়েছে জীবন;
বাক্যালাপ অবশ্যই পারে তো করিতে।

অজিৎ— আরো পারে ইহাও তো করিতে প্রকাশ—
এতদিন অবস্থিতি করিল কোথায়;
কেমনে বা লুকাইয়া মৃত্যুপুরী হোতে
নরলোকে পুনর্ব্বার এল পলাইয়া।

মলিনা—　　　সভ্যগণ ! বাস্তবিক জীবিত যে ইনি
　　　　কহি যদি, পুরাতন উপকথা প্রায়
　　　　বাক্যে মোর অবিশ্বাস করিবা সকলে,
　　　　তথাপি হেরিলে এঁরে জীবন্তই বলি
　　　　হয় জ্ঞান, বাক্য নাহি যদিও বদনে।
　　　　ভাল রূপে নিরখিয়া দেখ দেখি সবে।
　　　　এস তো মা সুকুমারি ! নতজানু হোয়ে
　　　　মাগ আশীর্বাদ তব জননীর পদে।
　　　　চেয়ে দেখ প্রাণসখি ! এতকাল পরে
　　　　হারানিধি আমাদের আসিয়াছে ফিরে।

উপরোক্ত সবকটি চরিত্রই বাঙালী সনাতন-হিন্দু রূপে চিত্রিত। মূল নাটকের অংশ বিশেষ এখানে প্রায় অনুপস্থিত। কাব্য ভাষাও যথেষ্ট সাবলীল নয় বলা চলে।

বলা বাহুল্য অনূদিত গদ্যাংশের ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য।

আলোচ্য অনুবাদকর্মের কোন অভিনয়ানুষ্ঠান সংবাদ পাওয়া যায়নি।

পূর্বেই বলা হয়েছে এককভাবে শেকসপীয়রের ২৯টি নাটকের বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন হয়। তাছাড়া সমগ্র বা কয়েকটি নাট্যকর্মের [এবং শেকসপীয়রের সমগ্র রচনাবলীরও বটে] অনুবাদ [আখ্যানানুবাদ, গল্পানুবাদ—ছোটদের জন্য এবং নাট্যানুবাদ] গ্রন্থাবলী আকারে প্রকাশিত হয়। এ সমস্ত গ্রন্থাবলীর প্রকাশ [কালানুসারে] নিম্নরূপ ঃ

১। রোমিও জুলিয়েতের মনোহর উপাখ্যান [১৮৪৮] গুরুদাস হাজরা।
২। অপূর্বোপাখ্যান [১৮৫২]—মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ।
৩। সেক্ষপীয়ারের নাটকের মর্মানুবাদ [১৮৬৩]—ভার্ণাকুলার লিটারেচর সোসাইটি [চার্লস ও মেরী ল্যাম্বকৃত গ্রন্থাবলম্বনে]
৪। সেকসপিয়ারের গল্প, প্রথম ভাগ [১৮৮৭]—যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় [ল্যাম্বের আদর্শানুযায়ী ৯টি গল্পের অনুবাদ]।
৫। সেকসপীয়র গ্রন্থাবলী [১৮৯৫]—'হিতবাণী' প্রকাশিত।
৬। শেকসপীয়র গ্রন্থাবলী [সম্পূর্ণ তিনখণ্ডে]—হারাণচন্দ্র রক্ষিত [১৮৯৬—১৯০১]। প্রকাশক বিপিনবিহারী রক্ষিত।

৭। বিলাতী উপন্যাস বা বিলাতী কবি [১৯০১]—উপেন্দ্র ভূষণ প্রকাশক চৌধুরী [সেক্সপীয়রের গল্পের অনুবাদ]।
৮। শেকস্‌পীয়র প্রথম স্তবক—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় [১৯১০]।
৯। সেকস্‌পীয়ার গ্রন্থাবলী [দুই ভাগে]—১২টি নাটকের নাট্যানুবাদ —বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত [১৯২৩]
১০। শেকস্‌পীয়ারের গল্প [১৯৪০]—বিমল দত্ত।

দ্রষ্টব্য :

১। "Shakespeare is not our poet but the world's"—Landor. "He was not of an age, but for all time"—Ben Jonson.

২। প্লে হাউস [১৭৫১ (?)—১৭৫৭], ক্যালকাটা থিয়েটার বা দি নিউ প্লে হাউস [১৭৭৬], মিসেস্ ব্রিস্টোর থিয়েটার [১৭৮৯] চৌরঙ্গী থিয়েটার [১৮১৩—১৮৩৯], সাঁসুসি থিয়েটার [১৮৩৯—১৮৪৯] প্রভৃতি বিদেশীদের প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ে নিয়মিত শেকস্‌পীয়র অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়—দ্রষ্টব্য শ্রীঅমল মিত্র রচিত 'কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়' গ্রন্থ, প্রকাশ ভবন ১৯৬৭।

৩। ১৮২৭ সালে কলেজের উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠ্য ছিল—পোপ-এর কবিতা সংগ্রহ, 'ভাইকার অফ্ ওয়েকফিল্ড', 'প্যারাডাইস লস্ট' এবং শেকস্‌পীয়রের নাটকাবলী।

৪। Shakespeare and Bengali Theatre : S. K. Bhattacharyya, Indian Literature, Vol VII, No 1, 1964.

৫। ১৮৩১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর সমাচার দর্পণে প্রকাশিত এই নাট্যশালার বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল—'ঐ নর্তনশালা ইঙ্গলণ্ডীয়দের রীত্যনুসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যেসকল ক্রীড়া হইবে সে সকলি ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায়।'—এবং জুলিয়াস সিজারের নির্বাচিত ইংরেজী অংশ বিশেষ ছাড়াও প্রথম রজনীর অভিনয়ে সংস্কৃত নাটক উত্তর রামচরিতের ইংরেজী অনুবাদের অংশবিশেষও উপস্থাপিত হয়েছিল।

৬। এ প্রসঙ্গে "Homage-এ শেকস্‌পীয়র, চতুর্থ জন্মশতাব্দী স্মারকগ্রন্থ, শেকস্‌পীয়র চতুর্থ জন্মশতবার্ষিক সমিতি, বাগবাজার স্ট্রীট, কলকাতা ৩"-এর সাহায্য গৃহীত হয়েছে।

৭। স্মরণী ; ঐ ঐ দ্রষ্টব্য।

৮। স্মরণী ; ঐ ঐ দ্রষ্টব্য।

৯। Shakespeare in Bengali Literature : R. K. Dasgupta, Indian Literature, Vol. VII, No. 1, 1964.

১০। "...Though from 1874 to 1920 Shakespeare's plays had been occassionally produced on public stage, they ceased to be so produced after 1920, specially when Sisir Kumar Bhaduri was at the helm of theatrical affairs in Bengal. Shakespeare was shut out from the Bengali stage for more than three decades. It is indeed a mater of surprise that the best actor-producer of Bengal of the time, an ex-professor of English and a scholar saturated with Shakespeare made no attempt to produce Shakespeare. It may be that he ignored Shakespeare because he loved him too well to suffer any distortion inimitable language in Bengali translations or adapta tions."—Shakespeare and Bengali Theatre : S. K. Bhattacharya, Indian Literature, Vol. VII, No. 1, 1964.

১১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সং, পৃঃ ৪৭-৪৮।

১২। 'বিলাতী ষ্টেজ-অভিনয় দেখিয়াই আমাদের দেশের লেখকেরা নাটক লেখায় উৎসাহিত হইয়াছিলেন। নাটক বলিতে এখন যাহা কিছু বুঝি তাহা আমাদের দেশে ইংরেজ আমলের আগে ছিল না। তখন ছিল যাত্রা। তাহার সহিত নাটকের খানিকটা মিল আছে নিশ্চয়ই, অমিলও আছে অনেকটা।

বাঙ্গালা নাটকের উৎপত্তি যাত্রা হইতে হয় নাই, তবে যাত্রার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।"—ডঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, ৫ম সং, পৃ ৩৫।

১৩। "There are all kinds of categories which could be employed to sort out the abundant material ; but basically, I think, we can regard any song or instrumental piece from two points of view :

(i) as part of the 'Imitation' which constitutes a play

(ii) as part of the communication which the audience receives.......”—Shakespeare in Music —Essays by John Stevens, Charles Cudworth, Winton Dean, Roger Fiske, with Catalogue of Music works. Edited Phyllis Hartnoll. London, 1964, p 14.

১৪। শেক্‌স্‌পিয়র চিন্তা দেশে দেশে : অমলেন্দু বসু, জয়শ্রী, শেক্‌স্‌পীয়র সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৭১।

১৫। "Desdemona's final scene is given added poignancy by her singing of the willow song, here Shakespeare offers a firm illustration of his skill in integrating music into structure of his plot"—Music in Shakespearean Tragedy, By F. W. Sternfield, London, Routledge and Kagan Paul. New York : Dover Publications, 1963, page 24.

এছাড়াও (1) Music in Shakespeare : W. H. Anden, 1957

(2) Music in Shakespeare : P. J. Seng, 1958

১৬। Music in Shakespeare Tragedy : F. W. Sternfeld, p 59.

এছাড়াও (1) The Dramatic and allegorical functions of music in Shakespeare's Tragedy By F. W. Sternfeld, 1955.

(2) An evaluation of the love songs in Shakespeare's dramatic works By R. R. Vogel, Columbia University, 1948.

১৭। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে সঙ্গীত, পবিত্র ঘোষ, মানস, নবম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা ১৩৭১।

শেকস্‌পীয়রের নাটকের অপেরা ফর্মে প্রযোজনা পরবর্তীকালে ইংলণ্ডে ও ইউরোপের অনেক দেশে সংঘটিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে Shakespeare in Music গ্রন্থের Winton Dean রচিত Shakespeare and Opera প্রবন্ধের ৮৯-৯০ পৃষ্ঠা দুটির বক্তব্য স্মরণীয়.

১৮। দ্রষ্টব্য—'সংবাদ প্রভাকর', ১৬ই নভেম্বর ১৮৬৫ ;
The Hindu Patriot, May 22, 1865.

১৯। বাঙালীর শেক্‌সপীয়র প্রেম : নীরেন্দ্রনাথ রায়, পরিচয়, শেক্‌সপীয়র সংখ্যা, ১৩৭১।

২০। "Shakespeare's influence is not to be measured by the number of productions of his translated and adapted plays on the Bengali Stage. His influence went much deeper, and it would be no exaggeration to say that the budding play-Wrights and Critics of renascent Bengal had their imitiation in dramaturgy from Shakespeare. From him they learnt the concept of tragedy, the meaning of conflict, the art of characterisation orchestration of characters, in a word, the knowledge of how to make the drama a dynamic expression of life in its severest moment of conflict, crisis and catastrophe. To the playmaker no less than to the Connosseur, Shakespeare was the standard of value. Every critic used a Shakespearean Yardstick to judge another drama, and every dramatist—cited Shakespeare in self justification."—Shakespeare and Bengali Theatre, S. K. Bhattacharyya, Indian Literature, Vol. VII, No. 1, 1964, p 31-32.

২১। বাঙলা নাটকে শেক্‌স্‌পীয়রের প্রভাব [১৮৫২—১৯০০], বিভূতি মুখোপাধ্যায়, বহুরূপী, অষ্টাদশ সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৬৪।

২২। 'কেম্ব্রিজ পাঠ', 'কোয়ার্টো' এবং বিশেষ বিশেষ 'ফোলিও'র বিশেষ বিশেষ পাঠ উল্লেখযোগ্য।

২৩। চন্দ্রমুখী বসু এম. এ পাশ করলে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে শেক্‌সপীয়র গ্রন্থাবলী উপহার দিয়েছিলেন।

২৪। নাটকের সমাপ্তি সঙ্গীতটি নিম্নরূপ :

[নেপথ্যে গীত, রাগিনী ললিত, তাল—আড়াঠেকা]

প্রভাত দুঃখযামিনী, উদয় সুখ তপন।
সুরপতি রত্নবতী, সুখনীরে নিমগন॥

প্রভাত সমীরে জলে, শোভা করে শতদলে,
আনন্দে করে সকলে, প্রেম অশ্রু বরিষণ।
মাতাপিতা ভ্রাতাগণে, প্রফুল্ল শুভমিলনে,
নিখিল সুখজীবনে, বিচ্ছেদেরি হুতাশন॥
পদ্মাবতী, লজ্জাবতী লয়ে নিজ নিজ পতি,
প্রেমে পুলকিত মতি, সফল হল জীবন॥

যবনিকা পতন।

২৫। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণের ৫০-৫১ পৃষ্ঠায় বলেছেন—

"পরবর্ত্তীকালে শেক্‌স্‌পিয়রের যে কয়টি অনুবাদ অর্থাৎ মর্মানুবাদ হইয়াছিল তাহার কয়েকখানি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে একাধিকবার অভিনীত হইয়া কিছু সার্থকতা প্রমাণ করিয়াছিল। বেণীমাধব ঘোষ করিয়াছিলেন 'কমেডি অব্‌ এররস্‌'এর অনুবাদ 'ভ্রমকৌতুক' নামে [১৮৭৩]।"

২৬। The Royal Shakspere. The poet's works in chronological order from the Text of Prof. Delius, Page XXIII.

২৭। Shakespeare in music by John Stevens, page 19.

২৮। The Royal Shakspere, p XXVI.

২৯। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রিকায় 'আদর্শ প্রেস' কর্তৃক প্রকাশিত একটি আখ্যানানুবাদ গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয় কিন্তু উক্ত সমালোচনায় অনুবাদকের নাম উল্লিখিত হয়নি। রচনার কালানুসারে এটি সুরেন্দ্রচন্দ্র বসুর গ্রন্থ ভিন্ন অন্য কোনও আখ্যানানুবাদ গ্রন্থের সমালোচনা—একথা বোধহয় নিশ্চিত বলা চলে। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন এ সমালোচনাটি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের অনুবাদ কর্মের [রোমিও ও জুলিয়েত, গোবিন্দচন্দ্র রায়, ১৮৮৭] সমালোচনা—কিন্তু দুঃখের বিষয়, গোবিন্দচন্দ্রের গ্রন্থ রচনার কোন প্রামাণ্য সমর্থন পাওয়া যায় না।

৩০। ইংরাজী ভাষায় লিখিত ভূমিকার বক্তব্য প্রায় একই বলে বাহুল্য বোধে এখানে উদ্ধৃত করা হল না।

৩১। "যদিও হরচন্দ্র এই নাটকে অনেকটা সরল ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তবুও তাহা যে সংস্কৃতানুযায়ী, কৃত্রিম ও নাটকের অনুপযোগী, তাহা বলা বাহুল্য, যেখানে লঘুভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে তাহা অনেক সময়ে নিতান্ত খেলো হইয়া যায় নাই, তাহাও বলা যায় না।...হরচন্দ্রের নাট্য কলা সম্বন্ধে কিছু না বলিলেও চলে। কারণ নাট্যকার হিসাবে সমসাময়িক রামনারায়ণ, মাইকেল বা দীনবন্ধুর ছায়াও তিনি স্পর্শ করিতে পারেন নাই।...চারুমুখ-চিত্তহরার কাহিনী হইয়াছে মামুলী প্রথাগত কাব্যের নায়ক নায়িকার গল্পের মত বৈচিত্র্যবর্জ্জিত ও অস্বাভাবিক ; গ্রন্থকার জীবনের চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করেন নাই, পুস্তকগত আদর্শের আশ্রয় লইয়াছেন। ইহাকে সেক্‌স্‌পীয়রের অনুবাদ বলিয়া ধরাই ধৃষ্টতা ; কারণ সেক্‌স্‌পীয়রের কবিত্ব বা নাট্য প্রতিভার কণামাত্রও ইহাতে দেখা যায় না, এ সম্বন্ধে কলিকাতা রিভিউ-র কোন সমালোচক (১৮৫৯ Misc, Notices, p XVII) যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যথার্থ—

There is nothing striking or original in the whole concern. We have not met with a single original image or thought. Many of our native friends are fond of appearing in the world as poets ; but we would remind them of the ancient saying, "poeta nascitur non fit"—নানানিবন্ধ (হরচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্য নিবন্ধাবলী), ডঃ সুশীল কুমার দে, পৃষ্ঠা ১৬৭-১৬৮।

৩২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থের ২০৯ পৃষ্ঠায় বসন্তমঞ্জরী নাটকের রচনাকাল নির্দেশ করেছেন ১৮৭৮, ১২ মে [১২৮৫ এপ্রিল]। জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক শেকস্‌পীয়রের চারশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকায় ভুলক্রমে তারিখ দেওয়া হয়েছে ১৮৭০।

৩৩। চরিত্র নামের দেশীয়করণের পর নায়িকা 'বসন্তকুমারী'র নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে।

৩৪। ক) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৫ম সং, পৃষ্ঠা ৩১৬

৩৪। খ) ঐ ঐ ঐ পৃষ্ঠা ২৮২-৮৩।

৩৫। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

Marathi :—(1) Pratapravani Manjula : Musale, Eknath Vishnu, Bombay, Induprakash Chapakhana, 1882. X. 182 p. 18 c. m. (2) Shashikala and Ratnapal Natak : Kanitkar, Narayan Bapuji, Poona, Arya-bhusan Chapakhana, 1882. X. 189 p. 20. 5 c.m. (3) Premacha Kalas : Belsare, Khanderav Bhikaji, Bombay, K. C. Kulkarni and Mandali, 1908, XXXIV, 208, p. 17 c. m.

Tamil :— (1) Ramyanum Jolithayum : Srinivasayyar, S. V., Madras, 1908, XVI, 116 p, 16 c.m.

Kannada :—(1) Ramavarma Lilavati Charitre : Anandarao, Mysore, Govt. branch press, 1889, VIII, XXVI, 133 p, 18 c. m.

দ্রষ্টব্য—Indian Drama, Sangit Natak Adademi Publication 1956.

৩৬। বাঙলা নাটকে সেকস্‌পীয়রের প্রভাব [১৮৫২—১৯০০] : বিভূতি মুখোপাধ্যায়, বহুরূপী, অষ্টাদশ সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৬৪।

৩৭। The Royal Shakspere—Furnivall, page XLII—XLIII

৩৮। "এ নাটকের নায়ক শাইলক। কিন্তু নায়ক হলেও শেকস্‌পীয়র নাটকের নাম দিয়েছেন 'মার্চেণ্ট অফ্‌ ভেনিস্‌'। ইহুদী জাতির উপর সে যুগে খ্রীষ্টানের ঘৃণা, নীরবে পরিপাক করিত,—সহিলেও মনে মনে কতখানি আক্রোশ পোষণ করিত—শাইলকের চরিত্র চিত্রে মহাকবি তার সপ্তপর্ব-ইতিহাস ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এ ঘৃণার অন্তরালে ইহুদী-জাতি কতখানি বেদনা পাইত, সেদিকে মহাকবির দৃষ্টি ছিল। নহিলে শাইলকের চূড়ান্ত পরাভবক্ষণে তার সেই বেদনা-মাখা মর্মান্তিক বাণী I am not wel কবির লেখনী হইতে নিঃসৃত হইত না। এই ভুলিয়া একটু 'আহা' না বলিয়া থাকিতে পারিত না। এই ছোট ইঙ্গিতটুকুতে মহাকবির সুগভীর হৃদয় এবং অসাধারণ লিপি-কুশলতার পরিচয় পাই।"—সেকস্‌পীয়র গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃষ্ঠা ২।

৩৯। "পোর্শিয়া মহিমময়ী নারী। সমাজ সংসারকে তিনি মানিয়া চলেন; মানিতে বসিয়া নিজের স্বার্থ বা ক্ষতির পানে লক্ষ্য রাখেন না। ...শুধু তাই নয়, যাহা সত্য ও ন্যায় বলিয়া তিনি বোঝেন, তাহা পালনে তাঁর মন নিমেষের দ্বিধা জাগে না।...উদার হৃদয় ও অপূর্ব স্বার্থহীনতার প্রতিমূর্তি তিনি। বিশ্ব সাহিত্যে পোর্শিয়া ধর্ম্মে-কর্ম্মে, বিচারে-যুক্তিতে মনে জ্ঞানে নারীর আদর্শ রূপিনী।"
—সেকস্‌পীয়র গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃষ্ঠা ২।

৪০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৮।

৪১। নানা নিবন্ধ [হরচন্দ্র ঘোষ ও তাঁর নাট্য গ্রন্থাবলী]:
ডঃ সুশীল কুমার দে, ১ম সংস্করণ. পৃষ্ঠা ১৫১—১৬২।

৪২। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস : ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬।

৪৩। ১৩১৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'ভারতী' পত্রিকায় 'সমালোচনা : শ্রীধর' শীর্ষক অধ্যায়ে সৌরীন্দ্রমোহনের 'দরিয়া' নাটকের একটি সুবিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচনার প্রথমাংশটি নিম্নরূপ :

"দরিয়া। নাটিকা। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি. এল. প্রণীত। শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা মাত্র। নাটিকাখানি সম্প্রতি মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে। গোল্ডস্মিথের She stoops to conquer—নামক নাটিকা অবলম্বনে আলোচ্য গ্রন্থখানি রচিত।"...

৪৪। "The Sweetest and happiest of Shakspere's Comedies", says Professor Dowden. Yes, sweetest, because the sweetness has been drawn from the bitters of life ; happiest, because the happiness has sprung from, has overcome, sorrow and suffering. What most we prize is misfortune borne with cheery mind, the sun of man's spirit shining through and dispersing the clouds that strive to shade it. And surely this is the spirit of the play."—The Royal Shakspere : F. J. Furnival, p. PX.

৪৫। ঐ ঐ pp PX—PXI.

৪৬। Wedding is great Juno's crown ;
O blessed bond of board and bed.
'Tis Hymen peoples every town ;
High Wedlock then be honoured.
Honour, high honour, and renown,
To Hymen, God of every town.

৪৭। মূল নাটকের অংশটি স্মরণীয়—("Jaq./- To him will I)...থেকে "Duke/...they' 11 end, in true delights (A dance Exeunt)".

৪৮। The Royal Shakspere : An Introduction by F. J. Furnivall, page LXIII

৪৯। The Royal Shakspere : An Introduction by F. J. Furnivall, page LXIV

৫০। মূল নাটকের অংশটি নিম্নরূপ : (Complete Works of Shakespeare, Tudor Edition) :

(Enter Sir Toby, Sir Andrew, and Fabian)

Sir And. No, faith. I' 11 not stay a jot longer.

Sir Tob. Thy reason, dear Venom, give thy reason.

Fab. You must needs yield your reason, Sir Andrew.

Sir And. Marry, I saw your niece do more favours to the Count's Servingman than ever she bestow'd upon me ; I saw't i' th' orchard.

Sir Tob. Did she see thee the while, old boy? Till me that.

Sir And. As plain as I see you now.

Fab. This was a great argument of love in her toward you.

Sir And. 'Slight. Will it legitimate, Sir, upon the oaths of judgment and reason.

Sir Tob. And they have been grand-jurymen since before Noah was a sailor.

৫১। মূল নাটকের গানের অংশটি নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

Clown Sings

When that I was and a little tiny boy,
With hey, ho, the wind and the rain,
A foolish thing was but a toy,
For the rain it raineth everyday.

But when I came to man's estate,
With hey, ho, the wind and the rain,
'Gainst Knaves and thieves men shut their gate,
For the rain it raineth everyday.

But when I came, alas I to wive,
With hey, ho, the wind and the rain,
By swaggering could I never thrive,
For the rain it raineth everyday.

But when I came unto my beds,
With hey, ho, the wind and the rain,
With toss-pots still had drunken heads,
For the rain it raineth everyday.

A great while ago the world begun,
With hey, ho, the wind and the rain,
But that's all one, our play is done,
And we' 11 strive to please you everyday.

৫২। Royal Shakspere, p LXXIII প্রসঙ্গত ফার্নিভাল কর্তৃক নাটকের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা. (পৃষ্ঠা LXXII—LXXIV) স্মরণীয়।

৫৩। মূল নাটকের আলোচ্য অংশটি নিম্নরূপ (Tudor Edition, Complete Works of Shakespeare) :

[Alarum. Cry within 'Fly, fly, fly'.]

Cli. Fly, my lord; fly.

Bru. Hence ; I will follow.
(Exeunt Clitus, Dardanius, and Volumnius.)
I prithee, strato, stay thou by thy lord ;
Thou art a fellow of a good respect ;
Thy life hath had some smatch of honour in it.
Hold them my sword, and turn away thy face,
While I do run upon it. Will thou strato ?

Stra. Give me your hand first. Fare you Will, my lord.

Bru. Farewell good strato Caesar, now be still.
I kill'd not thee with half so good a will.
(He runs on his sword and dies).
Alarum. Retreat. Enter OCTAVIUS, ANTONY, MESSALA, LUCILIUS and the Army.

Oct. What man is that ?

Mes.	My master's man Strato, where is thy master ?
Stra.	Free from the bondage you are in, Messala.
	The Conquerors can but make a fire to him ;
	For Brutus only over came himself, And no man else hath honour by his death.

৫৪। পৃষ্ঠা LXXIV থেকে L XXX.

এ ছাড়াও "The only way, if there is any way, in which a conception of Hamlet's character could be proved true would be to show that it, and it alone, explains all the relevant facts presented by the text of the drama" Shakespearean Tragedy, A. C. Bradley, p. 129

৫৫। "Ophelia not only prattles in Coherently but sings lyric upon lyric without restraint, and it is not surprising that such behaviour moves Cladius to ask, 'How long hath she been thus ?' As she sings alternate snatches about love and death, the king continues :

First, her father slain ;
Next your son gone···

The audience is made aware, through the concern of the spectators, of the hopeless misery which this doubt loss inflicts upon Ophelia. The profusion of her songs, unmatched in the Canon of Shakespeare's tragidies, is but a symptom of her pathetic state. It is this condition upon which Shakespeare focusses attention, without giving any indication of courage of strength on the heroine's part······"—Music in Shakespearean Tragedy By F. W. Sternfeld, pp 57-58.

এ ছাড়া 'Shakespeare in Music' (Essays) Edited by Phyllis Hartnoll ; 'An evaluation of the love songs in Shakespeare's dramatic works, M S thesis, Columbia Univ. 1948 by R. R. Vogel ;' 'The dramatic functions of the songs in Shakespeare's plays' by Peter J Song, Harvard Univ., 1955, 2 Vols.

৫৬। Bibliography (page 13) of Shakespeare in India, National Library, Calcutta 1964 : "Ghosh, Sidheswar—Chandranath, Calcutta, 1894. 124 : An adapted drama with Indian background".

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণের ৩৭৩ পৃষ্ঠায় নাটকটির রচয়িতার নাম [তারিখ সহ] উল্লেখ করেছেন কিন্তু এটি যে শেকস্‌পীয়রের অনুবাদ তা বলেন নি।

৫৭। মধুসূদন : শর্মিষ্ঠা।

৫৮। ঊনবিংশ শতকে 'সরোজিনী' শব্দটির প্রীতি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য :

ক) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—'সরোজিনী' [১৮৭৫]

খ) উপেন্দ্রনাথ দাস—শরৎ সরোজিনী [১৮৭৪]

গ) রাজকৃষ্ণ রায়—(কাব্য)—'অবসর সরোজিনী' [১৮৭৪]

ঘ) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—'সরোজিনী নাটক' [১৮৮২]

ঙ) রাধানাথ বর্ধন—'সরোজিনী নাটক' [১৮৭৩]

৫৯। "To be or not to be...... Act III, Sc. I.

৬০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৬৩।

৬১। রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর : অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৮—২৯।

৬২। রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ : রমাপতি বসু, ১৩৫৮; পৃষ্ঠা ২০৫-২০৬।

৬৩। পংক্তিগুলি আখ্যাপত্রের বিবরণে পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

৬৪। নাটকের আলোচনা করে সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'দৃশ্যকাব্য পরিচয়' গ্রন্থের ৪১৪—১৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন :

"হ্যামলেট অনুসরণে এখানি কাল্পনিক নাটক।…নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ইহার প্রণেতা। ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকাকারের বিষাদান্ত নাটকের ঘটনাকে ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া দেশী ছাঁচে ঢালিয়া তিনি রূপদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতি গর্ভধারিণী মাতার কলঙ্কবিষয়ক দৃশ্যকাব্যখানিকে ইওরোপীয় জনসাধারণের মতো তৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাই এই পঞ্চাঙ্কপূর্ণ বিষাদান্ত নাটকখানি সুলিখিত হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ জনপ্রিয় হয় নাই। হ্যামলেটের ভাব এমনকি স্থানে স্থানে তাহার ভাষান্তর থাকিলেও হিন্দু দর্শক বা পাঠক তাহার বীভৎসতা উপভোগ করিতে ঘৃণাবোধ করিয়াছে।…ইহার দধিমুখ চরিত্রটি সুন্দর।"

৬৫। রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর, প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৯।

৬৬। রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা ২৩৫—২৩৬।

৬৭। দৃশ্যকাব্য পরিচয়, পৃষ্ঠা ৪১৪—১৫।

৬৮। মূল নাটকেরও (Complete Works of Shakespear, Tudor Edition)

৪র্থ অঙ্কের ৫ম দৃশ্যের মূল গানটি হল :

"How should I your true love know

… … … … … … …

… … … … … … …

And his Sandal shoon."

৬৯। "And will' a not Come again ?

… … … … … … …

… … … … … … …

He never will come again."

৭০। "We turn from the Baltic shore to the inland city of Vienna, that city where Tennyson's friend Arthur Hallam died, that city which is still notorious for the social evil which Shakespere brings under our notice, where the loss of woman's honour is treated as a mere

unlucky accident, and the incest of the beast that wants discourse of reason' poised his faith in Women, and ruined his young love" Royal Shakspere, pp LXXX—LXXXI.

৭১। Royal Shakspere, pp L XXXIII—L XXXIV

প্রসঙ্গত অধ্যাপক ব্র্যাডলের বক্তব্য (Shakespearean Tragedies, A. C. Bradley, London Second Edition—Reprint 1952, pp 175—176) স্মরণীয়।

"There is practically no doubt that Othello was the tragedy written next after Hamlet. Such external evidence as we possess points to this conclusion; and it is confirmed by similarities of style, diction and versification, and also by the fact that ideas and phrases of the earlier play are echoed in the later."

৭২। অনুবাদক কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী ও কর্মজ্ঞান প্রয়াস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ডঃ সুকুমার সেন বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের ২য় খণ্ড ৫ম সংস্করণের ৩৭৩ পৃষ্ঠায় কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বোবাবু [১২৯৬], 'সব্বানী' [১৮৯৪] ও ওথেলো [১৯০৪] কে নাট্যনিবন্ধ বলে উল্লেখ করেছেন।

৭৩। Letter (AK/MP/AK-46232/7806) from Yvette de la Fontinelle (Conservateur) of Bibliotheque Nationale, Department Des Imprimes, Paris, le 11 October 1965.

৭৪। Letter (JG/MV/9693/6900) from Jacques Guignard of Bibliotheque De L' Arsenal, 1 Rue de Sully—Paris IV e, Tel. A R C. 16—49, Paris, le 21 De' Cembre 1965.

৭৫। এ অভিনয় প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বলেছেন, [বাঙলা রঙ্গমঞ্চে শেকসপীয়র, অমৃত, শেকসপীয়র সংখ্যা ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১] :

"…গিরিমোহন মল্লিক তখন স্টার থিয়েটারের মালিক এবং অমরেশচন্দ্র সে থিয়েটারের নাট্য-শিক্ষক ও প্রধান অভিনেতা। ওথেলোর অভিনয়ের জন্য সকলে একান্ত নিষ্ঠাভরে পরিশ্রম করেছিলেন। অভিনয়টি যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয় সেজন্য কোনদিকে চেষ্টার বা অর্থব্যয়ের ত্রুটি ছিল না। মেক্‌আপ এবং মঞ্চসজ্জায় বহু অর্থব্যয় করানো হয়েছিল ইংরেজ সমার্স কোম্পানির দ্বারা। নাটকখানির রচনা ও অভিনয় হয়েছিল সর্বাঙ্গসুন্দর। কিন্তু এ অনুবাদ নাটক দু মাসের বেশী দর্শক আকর্ষণ করতে পারেনি—সেটা দর্শকের দুর্ভাগ্য বলেই আমি মনে করি।"

৭৬। Shakespeare in India, National Library, Calcutta, 1964 এর ১৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে—

"Bhattacharya, Surendranath
Sura Sundari, Calcutta, S. C. Sen, 1861. 322 p.
An adaptation of the drama ; the end is not tragic."

৭৭। Royal Shakspere Furnivall, pp LXXXV —LXXXVI

৭৮। হরলাল রায় প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণের ২৮৭-৮৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন :

জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব সমসাময়িক নাট্য রাচনার মধ্যে সর্বপ্রথম দেখা গেল হরলাল রায়ের 'হেমলতা নাটক'-এ। হেমলতা (১৮৭৩) রোমান্টিক নাটক এবং কতকটা ইংরেজী আদর্শে পরিকল্পিত। দেশের পরাধীনতার বেদনার স্পষ্ট প্রকাশ আছে।…দ্বিতীয় নাট্য রচনা 'শত্রুসংহার নাটক'-এর (১৮৭৪) আখ্যানবস্তু ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার হইতে গৃহীত। 'বঙ্গের সুখাবসান'-এ (১৮৭৪) বখ্‌তিয়ার খিলজি কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাহিনী গৃহীত হইয়াছে।…রুদ্রপালের মূল শেকস্পিয়রের 'ম্যাকবেথ' পঞ্চম নাটক 'কনক পদ্ম' (১৮৭৪)…হরলাল রায়ের সব নাটকই রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভিনীত হইয়াছিল। হরলাল একটি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, 'সজিনী' নামে।

হরলাল গবর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।

লক্ষণীয় বিষয় হল—(১) হরলাল রায়ের ৫টি নাটকের মধ্যে ৩টি অনুবাদ নাটক, একটি ইংরেজি আদর্শে পরিকল্পিত এবং আর একটি ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। (২) ৫টি নাটকই রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছে। বাংলা নাট্য সাহিত্যে সম্ভবত হরলালই একমাত্র নাট্যকার যিনি এ গৌরবে গৌরবান্বিত।

৭৯। 'চন্দ্রিকা' c. f. কালিদাস

৮০। 'ভৈরবী' c. f. ভবভূতি

৮১। মূল নাটকের অংশটি নিম্নরূপ :

(From Complete Works of Shakespeare : The Tudor Edition. 1964/Act One. Scene I. An open place. Thunder and lightning. Enter three Witches.)

1. Witch— When shall we three meet again ?
In thunder. lightning or in rain ?
2. Witch— When the hurly burly's done,
When the battle's lost and won.
3. Witch— That will be ere the set of sun.
4. Witch— Where the place ?
2. Witch— Upon the heath.
3. Witch— There to meet with Macbeth.
1. Witch— I Come, Graymalkin.
2. Witch— Paddock Calls
3. Witch— Anon !

All—Fair is foul, and the foul is fair : Hover through the fog and filthy air.

[Witches Vanish]

৮২। Tudor Edition-এর "Mac. I have done the deed থেকে Lady M. ...... The sleepy grooms with blood" অংশ।

৮৩। সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়ও তাঁর 'দৃশ্যকাব্য পরিচয়' গ্রন্থের ৮৩ পৃষ্ঠায় আলোচ্য অনুবাদকর্মের সমালোচনা করে বলেন :

"বিলাতী নৃশংসতাকে হিন্দু ছাঁচে ঢালিতে যাইয়া, নাট্যকার তাহার রৌদ্ররসকে যথাযথভাবে পরিবেশন করিতে পারেন নাই, কেমন একটা খাপছাড়া ভাব ইহার মধ্যে রহিয়াছে।...ভাষা ভাল, কিন্তু স্থানে স্থানে ভাবের [illegible] হয় নাই।

৮৪। 'ডাকিনী' স্থলে 'ভৈরবী'—হরলালের অনুসরণ।

৮৫। আলোচ্য অংশের অনুবাদে পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্রও অনুরূপ নাট্যছন্দের ধ্বনি-মাহাত্ম্য দ্বারা মূলের ভাব-সম্পদ রক্ষা করেছিলেন।

৮৬। অবশ্য National Library প্রকাশিত 'Shakespeare in India' (1964) শীর্ষক পুস্তকে এ গ্রন্থ সম্বন্ধে বলা হয়েছে [ম্যাকবেথের বঙ্গানুদিত গ্রন্থের তালিকায় স্থান দিয়ে] :

"Pal Dhirendranath Bhramar, Calcutta. Gurudas Chattopadhyay, 1891, 288 P. An adaptation of Shakespeare's plot. There are no witches. They have been replaced by an old Sanyasi and Bharmar, a girl whom the Bhils worship as their Goddess. The girl, known as Jumelia, assumes male attire and she is the leader of the Bhils."

৮৭। "প্রায় নয় মাস রিহার্স্যাল দিয়া গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায় প্রথম নাটক খুলিলেন 'ম্যাকবেথ'। ম্যাকবেথের অভিনয় বাঙ্গালা থিয়েটারের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ম্যাকবেথকে অবলম্বন করিয়াই গিরিশচন্দ্র এদেশে অভিনয়ের ধারা বদলাইয়া দিয়াছিলেন ; এই ধারা পরিবর্ত্তনে তাঁহার একমাত্র সহযোগী ছিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর।"

—রঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর : অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫৯।

৮৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৫ম সং, পৃষ্ঠা ৩৪২।

৮৯। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১ম খণ্ড, ৯ম সং, পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা ৭৫৩।

৯০। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ সং, পৃষ্ঠা ১১৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বাংলা সন ১৩০৬ বলেই উল্লেখ করেছেন কিন্তু ইংরাজি তারিখ দিয়েছেন ২রা জানুয়ারী ১৯০০। বাংলা সালটি ঠিক ধরলে ইংরাজি সাল ১৮৯৯ হওয়াই উচিত মনে হয়।

১১। 'রঙ্গালয়', প্রথম বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩০৮ সাল ইং ৩১শে মে, ১৯০১ সাল, পৃষ্ঠা ৮, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্তৃক গিরিশ গ্রন্থাবলীর বিজ্ঞপ্তি।

১২। Vide Englishman, 8th February, 1893.

১৩। গিরিশ নাট্য সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, তৃতীয় বক্তৃতা, অমরেন্দ্রনাথ রায়, দ্বিতীয় সং। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৬, পৃষ্ঠা ৫১—৫৯।

১৪। মনে পড়ে দীনবন্ধুর কবিতা।

১৫। শিরীষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত 'প্রথম সম্ভাষণে'।

১৬। 'ডাকিনী' 'শ্মশান' প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে তান্ত্রিক মন্ত্র 'হিলি হিলি'…ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়।

১৭। অনুবাদে মূলের গঠন সাদৃশ্য বজায় রাখার প্রয়োজন সম্পর্কে রুশ দেশীয় বিশেষজ্ঞ মিখাইল এম. মোরোজোভও কবি পিটার ওয়েইবর্গ-কৃত 'ওথেলো'র রুশ অনুবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন—

'The first thing that occurs to about this translation is that is much too long, much longer than the original, longer in fact by one fifth. This slows down the tempo of action. ……This danger was first of all taken into consideration by our translators. Many of our new translations of Shakespeare are equilinear'—Shakespeare on the Soviet Stage, p 19.

এই একটি কারণেই অনুবাদের অবাধ স্বাধীনতা অমিতাচারে পর্যবসিত হতে পারে। ছন্দিত কাব্যের সীমাকে মেনে চলার দায় না থাকায়, চরিত্রেরা অত্যধিক প্রগলভ হয়ে নাটকের action এর সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলতে পারে।"
—শেকসপীয়রঅনুবাদের সপক্ষে, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৭১।

অবশ্য মোরোজোভ-এর উপরোক্ত মন্তব্য সাধারণ ভাবে সমর্থনযোগ্য মনে হলেও গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ প্রসঙ্গে সত্য নয় তা বলাই বাহুল্য।

১৮। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'শেকসপীয়র অনুবাদের সপক্ষে' শীর্ষক প্রবন্ধে [পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৭১] হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোমিও

জুলিয়েত, দেবেন্দ্রনাথ বসুর ওথেলো এবং অন্যান্য অনূদিত গ্রন্থগুলি থেকে এ জাতীয় আরো অনেক উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।

৯৯। আলোচ্য অনূদিত নাটকটি [ম্যাকবেথ] বহু অভিনয় রজনী অতিক্রান্ত হবার পর ১৩০০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১০০। প্রসঙ্গত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণীয়—দ্রষ্টব্য, রঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর, পৃষ্ঠা ৫১—৫২।

১০১। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন [বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৬২-৬৩] বলেছেন ঃ

"রঙ্গমঞ্চের দুর্নিবার আকর্ষণেঅ ল্পবয়সেই অমরেন্দ্র [১৮৭৬—১৯১৬] নট ও নাট্যাধ্যক্ষ রূপে দেখা দিয়াছিলেন। পরে নাট্য রচনাতেও হাত দিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে প্রথম রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কিত পত্রিকা বাহির করার কৃতিত্ব ইঁহারই [১৩০৮ সালে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় সাপ্তাহিক 'রঙ্গালয়' পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। ইহা বছর কয়েক চলিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের সহযোগিতায় ইনি ১৩১৬ সালে 'নাট্যমন্দির' মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন]। নিজেদের থিয়েটারে [মিনার্ভা, ১৯০০] দর্শক বাড়াইবার জন্য ইনি মাইকেল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকদের গ্রন্থাবলী উপহার দিতে শুরু করিয়াছিলেন। [উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই 'রঙ্গালয়ের উপহার' গ্রন্থাবলীর প্রকাশক ছিলেন। বসুমতী গ্রন্থাবলীর এইখানেই সূত্রপাত]। অমরেন্দ্রনাথের বড় কাজ হইতেছে সুদৃশ্য হ্যাণ্ডবিলের ব্যবস্থা এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বেতনবৃদ্ধি। নট হিসাবে তাঁহার উল্লেখযোগ্য কাজ রঙ্গমঞ্চে কোন কোন নায়ক ভূমিকায় সমুজ্জ্বল অভিনয়।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সখের অভিনেতা ['ইণ্ডিয়ান থিয়েটার' নামে সখের দলের প্রতিষ্ঠাতা] অমরেন্দ্রনাথ তাঁর নাট্য জীবনের সমস্ত কর্মজ্ঞান প্রয়াসে গিরিশচন্দ্রকে আচার্য সদৃশ শ্রদ্ধা নিবেদন করে স্মরণ করেছেন [১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চ সংস্কার করে ক্লাসিক থিয়েটার-এর প্রবর্ত্তন হয় গিরিশচন্দ্রের হারানিধি নাটকের অভিনয় দ্বারা]।

১০২। রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা ২১৭—২১৮।

১০৪। বাঙলার সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১১৬।

১০৫। উপরিধৃত নমুনাগুলোর নিম্ন রেখাঙ্কিত অংশগুলি প্রসঙ্গত বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

১০৬। অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় Word For Word রীতি অনুসারে হুবহু ভাষানুবাদ সম্পন্ন করেন—কিন্তু অভিনয় করতে গিয়ে এ রীতির ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়।

১০৭। বাংলায় শেকসপীয়র চর্চা : ম্যাকবেথ—অমলেন্দু ঘোষ, প্রবন্ধ পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ—১৩৭১।

১০৮। Royal Shakspere ; p p 1 XXXVI—XXXVI

১০৯। ইংলেণ্ডের মঞ্চে 'কিং লীয়র'-এর অভিনয় প্রসঙ্গে সুবিখ্যাত উক্তি স্মরণীয় :

> The town had found out different ways
> To praise its different Lears,
> For Barry we had loud huzzas,
> And Garrick only tears.

১১০। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে শেকসপীয়র : অজিতকুমার ঘোষ, শেকসপীয়র চতুর্থ জন্মশতাব্দী স্মারকগ্রন্থ।

১১১। Royal Shakspere : Furnivall, page XC VIII

১১২। মন্মথ নাথ ঘোষ রচিত 'হেমচন্দ্র' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের [১৩২৬ সাল] ১৭৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত তালিকায় ["১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ ভারত গবর্ণমেণ্ট সেক্সপিয়রের জন্মস্থান Stratford-on-Avon-এ প্রতিষ্ঠিত সেক্সপিয়র স্মৃতি পাঠাগারে সেক্সপিয়রের কাব্যাদি অবলম্বনে রচিত যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ উপহার দিয়াছিলেন"] 'ঝটিকা' নামে একটি গ্রন্থ উল্লিখিত হয়েছে কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করেও গ্রন্থটির সন্ধান পাওয়া যায় নি। মন্মথনাথ ঘোষ গ্রন্থ রচয়িতার নাম ও তারিখ উল্লেখ করেন নি। মনে হয়, গ্রন্থটি কোন নাট্যানুবাদ নয়।

১১৩। হেমচন্দ্র : মন্মথনাথ ঘোষ, ১ম খণ্ড, ১৩২৬, পৃষ্ঠা ১৭৫—১৭৮।

১১৪। ঝড় নাটক (Tudor Edition) Act IV, Scene—I —এ "Our revels now are ended......... To still my beating mind." অংশের বঙ্গানুবাদ।

১১৫। জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থসূচিতে '১৮৮২' লিপিবদ্ধ আছে। ডঃ সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণের ৩১৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন গ্রন্থটি '১৮৮০ হইতে ১৮৮৪ মধ্যে' রচিত।

১১৬। মন্মথনাথ ঘোষের 'হেমচন্দ্র' গ্রন্থের [১ম খণ্ড—১৩২৬ সাল] প্রাসঙ্গিক ও সমসাময়িক কালের আলোচনায় কোথাও এ ধরনের কোন তথ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

১১৭। নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর পুত্র শ্রী মনুজেন্দ্র সর্বাধিকারীর সৌজন্যে।

১১৮। Royal Shakspere: Furnivall, page C to Ci।

১১৯। সংবৎ ১৯২৪ অর্থ খৃঃ ১৮৬৭।

ডঃ সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণের ৫০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ রচনার সাল '১৮৬৭' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থের [চতুর্থ সংস্করণের] ২১১ পৃষ্ঠায় এর তারিখ '২ মার্চ, ১৮৬৮' বলে উল্লেখ করেছেন।

১২০। ডঃ সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের [২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ] ২৭৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন—

"দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্যম অনুজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিস্তর লেখেন নাই, কিন্তু যাহা লিখিয়াছেন তাহা মূল্যহীন নয়। তাঁহার 'বৌদ্ধধর্ম' [১৩৮০ সাল] বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। 'বোম্বাই চিত্র' [১২৯৫] সাল এবং 'বাল্যকথা' [প্রথম প্রকাশ ভারতী ১৩১৮ সাল] মনোরম রচনা। মেঘদূতের ও টিলকের ভবদগীতার অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। সেকালের শ্রেষ্ঠ জাতীয় সঙ্গীত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' ইঁহারই রচনা।"

১২১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণের ৫০ পৃষ্ঠায় ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন—

"সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুশীলা বীরসিংহ নাটক' [১৮৬৭] চন্দ্রকালী ঘোষের 'কুসুমকুমারী নাটক' [১৮৬৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৭২] শেকস্‌পিয়রের 'সিম্বেলিন' অবলম্বনে লেখা।

সুশীলা বীরসিংহ নাটকে লেখকের নাম ছিল না।"

১২২। মূল নাটকও পঞ্চম অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যে সমাপ্ত।

১২৩। ডঃ সুকুমার সেন প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের [দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ] ৫০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে—কুসুমকুমারী নাটক কালীকৃষ্ণদেবের অনুরোধে যোড়াবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানির জন্য লেখা হইয়াছিল। বইটি ন্যাশনাল থিয়েটারে একাধিকবার অভিনীত হইয়াছিল। রচনাকাল ১৮৬৫—৬৬।"

১২৪। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, অভিনয়ের তালিকা, পৃষ্ঠা ১৭৯ ও ১৮৩।

১২৫। Royal Shakspere : Furnivall, P—CII

১২৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩১৫। কিন্তু, কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার প্রকাশিত [১৯৬৪] Shakespeare in India শীর্ষক পুস্তিকার বাংলা অনূদিত নাটকের গ্রন্থপঞ্জীতে আলোচ্য নাটকে রচয়িতা হিসাবে বিহারীলাল আঢ্যের নাম মুদ্রিত আছে, যদিও এ ব্যাপারে কোনো প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না।

লেবেদেফ অনূদিত নাটক

"রুশীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম ভারতবর্ষে গমন করেন এবং ভারতবাসীর রীতিনীতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া তাঁহাদের ভাষার কথা তাঁহার স্বদেশবাসীকে জানাইলেন। বিশেষ উচ্চশিক্ষিত না হইয়াও তিনি এই মহৎ কাজটি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং ভারতীয় দর্শনের কথা এদেশে গ্রন্থ লিখিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।" সোবিয়েত রাশিয়ার লেনিনগ্রাদের জর্জিয়েতস্কয় সমাধিক্ষেত্রে লেবেদেফের সমাধিস্তম্ভে উপরোক্ত কথাকয়টি খোদিত আছে এবং ঐ কথাগুলি থেকে রাশিয়ায় লেবেদেফ কি কারণে স্মরণীয় তা বুঝতে পারা যায়। লক্ষণীয় বিষয় হল—লেবেদেফের নাট্যপ্রয়াস সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে লেবেদেফ চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন বাংলা নাটকাভিনয় তথা অভিনয়যোগ্য নাট্যরচনার সূচনাকারী হিসাবে।

পলাশীযুদ্ধের (১৭৫৭ খ্রীঃ) কয়েক বৎসর পূর্বে কলকাতায় প্রথম ইংলিশ প্লে-হাউস ও নাচঘর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রধানত ইংরেজ ও এদেশীয় উঠতি অভিজাতশ্রেণীর মনোরঞ্জনের জন্য ইংরেজি নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌলার কলকাতা অভিযানের ফলে এই প্লে-হাউস ও নাচঘর ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ইংলিশ থিয়েটার 'দি ক্যালকাটা থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ক্যালকাটা থিয়েটারেই মহিলাচরিত্রে এই দেশে সর্বপ্রথম ইংরেজ অভিনেত্রী অংশগ্রহণ করেন—অবশ্য কয়েক বৎসর চলার পর 'দি ক্যালকাটা থিয়েটার' বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ চিহ্নিত হয়েছে প্রথম বাংলা নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতা, নাটকরচয়িতা তথা প্রযোজক গেরাসিম্ স্টেপ্যানোভিচ্ লেবেদেফের কৃতিত্বে। লেবেদেফ কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত তথাকথিত দুটি নাটকের ('The Disguise' এবং 'Love is the best doctor') মধ্যে প্রথমটি দুবার অভিনীত হয় (এ অভিনয়ে নাটকের মহিলা-চরিত্রে এদেশীয় মহিলাগণ সর্বপ্রথম অংশগ্রহণ করেন) কিন্তু দ্বিতীয়টি

অভিনীত হয়নি, পরন্তু কোন পাণ্ডুলিপি তৈরী হয়েছিল বলে আজ পর্যন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অধ্যাপক বৈদ্যনাথ শীল তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে নাট্য নাট্যের ধারা' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. ফিলের জন্য অনুমোদিত গবেষণাপত্রের মুদ্রিত সংস্করণ) গ্রন্থের ১৩০ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেছেন: "লেবেদেফ যখন বাংলা রঙ্গমঞ্চের ও অভিনয়ের সূচনা করেন তখনি মলিয়ারের 'Love is the best doctor' বইখানির অনুবাদ দিয়াই তাঁহার অভিনয়ের সূচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।" দুঃখের বিষয়, ডঃ শীল তাঁর উপরোক্ত মন্তব্যের সমর্থনে কোন প্রামাণ্য তথ্য জ্ঞাপন করেননি।

মূলত ভাগ্যের ও অর্থের সন্ধানে লেবেদেফ এদেশে এলেও তাঁর শিল্পী-সত্তা বাংলাদেশের পলিমাটিতে সম্যকরূপে পুষ্পিত ও ফলিত হয়ে ওঠে। একান্ত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাসহ তিনি সাধু ও কথ্য বাংলাভাষা শিক্ষা করেন এবং সেই শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রমাণ রেখে যান। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা, জ্যোতিষ-শাস্ত্র ও পুরাণপাঠে যাঁরা তাঁকে সবিশেষ সাহায্য করেন তাঁদের মধ্যে স্কুলশিক্ষক গোলোকনাথ দাস, পণ্ডিত জগমোহন বিদ্যাপঞ্চানন ও জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন উল্লেখযোগ্য।

লেবেদেফের জীবনবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন[১]:

"লেবেডেফের জন্মবৃত্তান্ত জানা নাই। এইটুকু জানা গিয়াছে যে তিনি পনেরো বছর বয়সে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে [আধুনিক লেনিনগ্রাডে] ছিলেন। তাহার পর মধ্য ইউরোপে নানাস্থানে ঘুরিয়া সঙ্গীতশিক্ষা করেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে প্যারিসে আসেন এবং সেখান হইতে ইংলণ্ডে যান। পোর্টসমাউণ্ট বন্দর হইতে তিনি ২৫ শে মার্চ ১৭৮৫ তারিখে জাহাজে চড়েন এবং ১৫ই আগস্ট মাদ্রাজে পেঁছেন। সেখানে বছর দুয়েক থাকেন। মাদ্রাজ হইতে লেবেডেফ কলিকাতায় আসেন ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে। দুই বছর এখানে থাকিবার পর তিনি দেশিভাষা শিখিতে লাগিয়া যান।"

লেবেডেফের 'The Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects' [লণ্ডন ১৮০১] গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় [বঙ্গানুবাদ—ডঃ সুকুমার সেন কৃত]:

"আমার সরকার আমাকে একজন স্কুল মাস্টারের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন। নাম শ্রীগোলোকনাথ দাস। বাঙ্গালার ও মিশ্র ভাষাগুলির ব্যাকরণে ইঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল এবং ইনি সংস্কৃত ভাষাও ভালোরকমে বুঝিতে পারিতেন।

[ডঃ সুকুমার সেন তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের ৩৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন—মনে হয় এই গোলোকই পরে রামমোহন রায়ের শুঁড়িপাড়া ইংরেজী ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়াছিলেন। জাতিতে ইনি ছিলেন নাপিত। কিশোরীচাঁদ মিত্রের রোজ-নামচায় ইঁহার উল্লেখ আছে।]

লেবেডেফ প্রথমে হিন্দী ও বাংলা ব্যাকরণ রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং ব্যাকরণের খসড়া পণ্ডিত জগন্মোহন বিদ্যা-পঞ্চানন [ভট্টাচার্য], জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও গোলোকনাথ দাসের কাছে পেশ করেন। পণ্ডিতদের অনুমোদন লাভ করে উক্ত উভয় ভাষাতে শব্দকোষ সঙ্কলন করেন এবং সাধারণ কাজ, প্রাত্যহিকের ব্যবহার ও গম্ভীর বিষয়ের উপযুক্ত কথোপকথনমালা রচনা করেন।"

"এইসব গবেষণার পর আমি ইংরেজী হইতে বাঙ্গালায় দুইটি নাট্য রচনা অনুবাদ করিলাম। যথা ছদ্মবেশ ও প্রেমই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে ভারতবর্ষীয়েরা সোজাসুজি গম্ভীর বাস্তববুদ্ধি ভাবনার—তাহা যতই শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে বলা হউক না কেন—তাহার অপেক্ষা ভেঙচানি ও ভাঁড়ামি বেশি পছন্দ করে,[২] তাই আমি ওই নাটক দুইটি নির্বাচন করিয়াছিলাম এবং তাহার মধ্যে অতি সুন্দরভাবে ঢুকাইয়া দিয়াছিলাম একদল পাহারাওয়ালা—'চৌকীদার', গায়কগায়িকাগণ—'কানেরা', শঠ—'ধুনিরা', আইনজীবী—'গোমস্তা', এবং বাদবাকির মধ্যে একঝাঁক ছিঁচকে লুঠেরা।—আমার অনুবাদ সমাপ্ত হইলে আমি কয়েকজন পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করিলাম, তাঁহারা মনোযোগ দিয়া রচনাটি পড়িলেন, এবং তখন আমি বুঝিবার সুযোগ পাইলাম কোন্ কোন্ বাক্যগুলি তাঁহাদের সবচেয়ে ভালো লাগিয়াছিল এবং কোন কোন অংশ মনে ভাব জাগাইয়াছিল।…পণ্ডিতদের অনুমোদনের পর আমার ভাষা শিক্ষক গোলোকনাথ দাস আমার কাছে প্রস্তাব করিলেন, যদি আমি নাট্য রচনাটি সাধারণ্যে অভিনয় করিতে চাই তাহা হইলে তিনি দেশি নটনটী জোগাড় করিবার ভার লইতে পারেন। এ প্রস্তাবে আমি অত্যন্ত খুশী হইলাম। যাহাতে আমার রচনাটি ইউরোপীয় জনসাধারণের সম্মুখে অবিলম্বে অভিনীত হইতে পারে সেজন্য গভর্ণর জেনেরল সারজন শোর [অধুনা লর্ড টেনমাউথ]-এর কাছে নিয়ম মত লাইসেন্স্ চাইলাম। তিনি দ্বিধা না করিয়া লাইসেন্স্ দিলেন।…তিন মাসের মধ্যে স্টেজ তৈয়ারি হইল এবং অভিনেতৃবর্গও প্রস্তুত হইল ছদ্মবেশ অভিনয় করিতে। রচনাটি বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণের সমক্ষে যথারীতি অভিনীত হইল ২৭শে নভেম্বর ১৭৯৫ তারিখে এবং পুনরায় ২১শে মার্চ ১৭৯৬ তারিখে।" লেবেডেফ

ডোমতলায় [ডোম লেন] থাকতেন [বর্তমান কলকাতার রাধাবাজার-এজরা স্ট্রীট অঞ্চল]। এখানেই তিনি থিয়েটার নির্মাণ করান। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন।

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের ৩৯-৪০ পৃষ্ঠায় আরো বলেছেন[৩] :

"ইংরেজী হইতে দুইটি নাটক লেবেডেফ বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একটিরই অভিনয় হইয়াছিল। সেটির নাম 'The Disguise', রচয়িতা M. Joddrell. তিন অঙ্কের প্রহসন। সবটাই বাঙ্গালায় অনূদিত হয় নাই। প্রথম ও তৃতীয় অঙ্ক পুরাপুরি বাঙ্গালায়। দ্বিতীয় অঙ্কের তিনটি দৃশ্যের মধ্যে প্রথমটি হিন্দুস্থানীতে এবং দ্বিতীয়টি বাঙ্গালায় অনূদিত ছিল। তৃতীয় দৃশ্য অনূদিত হয় নাই, মূল ইংরেজীতেই অভিনীত হইয়াছিল।[৪] মূল নাটকের স্থান স্পেন, পাত্রপাত্রীও সেই দেশের। লেবেডেফ তাঁহার অনুবাদে নাট্যকাহিনীর স্থান করিয়াছেন কলিকাতা ও লক্ষ্ণৌ এবং পাত্রপাত্রী এদেশি।"

ডঃ সেন আরও বলেছেন :

"অভিনয়ের দুইদিনই দর্শকের ভিড় হইয়াছিল। গবর্ণর জেনেরল খুশি হইয়া লেবেডেফকে ইংরেজী ও বাঙ্গালা দুই ভাষাতেই অভিনয় করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে জানি না[৫] নাটক অভিনয়ে লেবেডেফের অকস্মাৎ উৎসাহহীনতা দেখা দিল এবং তিনি সংস্কৃত বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি ভাষা ও ইতিহাস এবং জ্যোতিষের অনুশীলনে মনোযোগী হইয়া পড়িলেন। তারই প্রথম এবং একমাত্র ফল হিন্দী ভাষার ব্যাকরণ।"

সম্ভবত গীয়ার্সন সাহেব লেবেদেফের নাটক ও তার অভিনয় প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় ১৯২৩ সালে [পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫]। লেবেদেফ চর্চার কালানুক্রমিক একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করেছেন ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত তাঁর দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত [১৮ই নভেম্বর ১৯৬১ বাংলা ২রা অগ্রহায়ণ ১৩৬৮] 'লেবেডেফ চর্চার নূতন পব" শীর্ষক প্রবন্ধের শেষে। লেবেদেফ অনূদিত দুটি নাটকের—('The Disguise' ও 'Love is the best doctor') মধ্যে প্রথমটি অভিনীত হয় কিন্তু দ্বিতীয়টি অভিনীত তো হয়ইনি পরন্তু কোন পাণ্ডুলিপি তৈরী হয়েছিল বলে আজ পর্যন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়নি।[৬]

☐ লেবেদেফের বঙ্গানুবাদিত (The Disguise ইংরাজি নাটকের) পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গে ঃ

লেবেদেফের The Disguise নাটকের বঙ্গানুবাদে এ পর্যন্ত দুটি পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

১। কাল্পনিক সংবদল। ডঃ মদনমোহন গোস্বামী সম্পাদিত ও আচার্য স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৯৬৩।

২। লেবেদেফের নাটক ছদ্মবেশী ঃ হায়াৎ মামুদ, 'পাণ্ডুলিপি', মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল সম্পাদিত, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলা সাহিত্য সমিতি, দ্বিতীয় সংকলন, ১৩৭৮ সাল।

প্রথমটির অনুবাদের 'পুঁথি-পরিচয়' প্রসঙ্গে ডঃ গোস্বামী বলেছেন[৭] ঃ

"বক্ষ্যমাণ অমুদ্রিতপূর্ব পাণ্ডুলিপিযুগল [সিরিয়াল ফাণ্ড নং ১৯৫, আরকাইভ্‌ ইউনিট নং ১, ফাইল নং ৬০৭৫ [একাঙ্ক] ও ৬০৭৬ [সম্পূর্ণ] সেণ্ট্রাল স্টেট আরকাইভ্‌ অব্‌ দি ইউ-এস্‌-এস্‌-আর মস্কোতে সংরক্ষিত আছে। নাম দি ডিসগাইজ, বাঙ্গালা অনুবাদে কাল্পনিক সংবদল বা সাজবদল। একাঙ্ক নাটকটির মোট পত্রসংখ্যা ৫৮, রচনাকাল ১৭৯৪-৯৫ সালের মধ্যে। সম্পূর্ণ নাটকটির মোট পত্রসংখ্যা ১০৭ (?) রচনাকাল ১৭৯৬ সালের পরে নহে। এই রচনাকাল কেবল কলিকাতায় অবস্থিতিকালে লেবেডেফের বঙ্গানুবাদের প্রতিই প্রযোজ্য, পাণ্ডুলিপিযুগলের কোথাও রচনাকাল লিপিবদ্ধ হয় নাই। মূল ইংরেজী নাটক এম. জোডরেল্‌ প্রণীত একাঙ্ক নাটকটি মূলের সংক্ষেপিত সঙ্কলন মাত্র। ইংরেজী নাটকটি আদৌ মুদ্রিত হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। নাট্যকার সম্বন্ধেও বিশেষ আলোকপাত করা সম্ভব নহে। লেবেডেফ স্বয়ং মূল ইংরেজী নাটকটির রুশ ও প্রতিটি বাঙ্গালা শব্দের উচ্চারণানুগ রুশ প্রতিশব্দ দিয়া অশেষ পরিশ্রম সহকারে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুলিপির প্রতিটি পত্র তিন ভাগে বিভক্ত—বাম পার্শ্বে ইংরাজী নাটক, মধ্যে রুশ-অনুবাদ এবং দক্ষিণ পার্শ্বে বঙ্গানুবাদ। পাণ্ডুলিপি সুন্দর। লিপিকারের নাম নাই। অসম্ভব নহে। গেরাসিম স্বয়ং ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ভাষা শিক্ষক গোলোকনাথ দাস এবং অপরাপর পণ্ডিতবৃন্দ লেবেডেফকে অনুবাদকার্যে সহায়তা করিয়া থাকিবেন কিন্তু এতদ্দেশীয় কোন ব্যক্তি অনুবাদকর্তা নহেন।"

এ প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের বক্তব্য[৮] অবশ্য স্মরণীয়। আর একটি বিষয় এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। ডঃ সেন তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি হিন্দুস্থানীতে অনুবাদের কথা উল্লেখ করে গ্রন্থের ভূমিকায় তা সংশোধন করেছেন। মস্কোর পাণ্ডুলিপি থেকে প্রমাণিত হচ্ছে লেবেডেফ কোন হিন্দুস্থানী অনুবাদ করেন নি। কিন্তু ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত তাঁর প্রবন্ধে[৯] ডিসগাইজ নাটকের তৃতীয় অভিনয়ের জন্য যে ইংরাজী বিজ্ঞপ্তিটি [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস গ্রন্থের ৬ পৃষ্ঠায় ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ তারিখে ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত ধন্যবাদজ্ঞাপনের উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধে উদ্ধৃত বিজ্ঞাপনের[১০] তারিখ আছে ২৫শে মার্চ ১৭৯৬ এবং ব্রজেন্দ্রনাথের গ্রন্থে উদ্ধৃত বিজ্ঞাপন[১১] এর সঙ্গে এ বিজ্ঞাপন এর বিষয় ও ভাষাগত কোন মিল নেই] লেবেডেফ প্রচার করেন বলে উল্লেখ করেছেন তাতে 'নাটক বাংলা ও হিন্দুস্থানী উভয় ভাষাতেই অভিনীত হইবে' বলা হয়েছে। সুতরাং স্বভাবতই প্রশ্ন থেকে যায়—লেবেদেফের হিন্দুস্থানী অনুবাদের পাণ্ডুলিপি কোথায় গেল। ডঃ দাশগুপ্ত তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে দ্বিতীয় অভিনয়ের একটি প্রোগ্রাম উদ্ধৃত করেছেন (Act-I. Entirely Bengalese Act II, Scene the First, into Moors—the Second Scene of this Act will be delivered in English. Act III translated entirely into Bengalese.) এবং মন্তব্য করেছেন "অর্থাৎ The Disguise নাটক একই রজনীতে বাংলা, হিন্দুস্থানী ও ইংরাজীতে অভিনীত হয়"—কিন্তু প্রোগ্রামের বক্তব্যে কোথাও হিন্দুস্থানী অভিনয়ের কথা বলা হয়নি। তাহলে ডঃ দাশগুপ্তের পরবর্তী মন্তব্যের "এখন তৃতীয় অভিনয়ে তিনি ইংরাজী বাদ দিয়া বাংলা ও হিন্দুস্থানী রাখিবেন স্থির করিলেন" যৌক্তিকতা কোথায়? অবশ্য 'বিজ্ঞাপন'-এর বক্তব্যে ডঃ দাশগুপ্তের মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে।

দ্বিতীয় প্রাপ্ত পুঁথিটির প্রসঙ্গে সম্পাদক অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ বলেছেন :

আমাকে বেশ কিছুকাল সোভিয়েত দেশে কাটাতে হয়। সৌভাগ্যবশতঃ The Disguise-এর পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে মস্কো ও লেনিনগ্রাডে। লেনিনগ্রাডেরটি প্রথম খসড়া, মস্কোরটি প্রথম খসড়া থেকেই পুনর্নির্মাণ। আমি লেনিনগ্রাডে পাণ্ডুলিপিটি ব্যবহার করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেছি। The Disguise নামকটি এম্. জোডরেল নামক কোন অখ্যাত

এক নাট্যকারের রচনা বলে কথিত। লেবেডেফ নিজে জোড্রেলের নামোল্লেখ কোথাও করেননি। লেবেডেফ সম্পূর্ণ নাটকটি প্রথমে কপি করে নিয়ে পরে অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন। বাংলা ভাষান্তরে নামকরণ করেছিলেন : কাল্পনিক সংবদল।...

লেবেডেফ The Disguise নাটকের অনুলিখন ও স্বকৃত অনুবাদ একই পাণ্ডুলিপিতে ধরে রেখেছেন। পাণ্ডুলিপিটি লেনিনগ্রাতের সাল্তিকোভ-শেদ্রিন্ সরকারি সাধারণ পাঠাগার বিভাগে সযত্নে রক্ষিত আছে, ফ. প. আডেলুঙ্গ (ফনং ৭) নামক জনৈক জার্মান ভারততত্ত্ববিদ সম্পর্কিত নথিপত্রের মধ্যে ৭৯ নং পুঁথি হিসাবে।...আমার অনুলিখনে যদি সকৌতুকে বিধি লিপিপ্রমাদ ঘটিয়ে থাকেন, তজ্জন্য আমাকেই ক্ষমাপ্রার্থী হতে হবে কিন্তু সংশোধন করা আর যাবে না; কেননা বহু চেষ্টা সত্ত্বেও পাণ্ডুলিপিটির মাইক্রোফিল্ম আনতে সক্ষম হইনি।"

বলা বাহুল্য ডঃ গোস্বামী এবং অধ্যাপক মামুদ তাঁদের সুদীর্ঘ বক্তব্যে আরো অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করেছেন—যা এখানে বাহুল্যবোধে বর্জন করা হল। দুজনেই বলেছেন—মূল ইংরাজি থেকে রুশ অনুবাদ সম্পূর্ণ এবং মোটামুটি মূলানুযায়ী ভাষানুবাদ কিন্তু বঙ্গানুবাদ স্থানে স্থানে আংশিক এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে ভাবানুবাদ। দুজনেই ইংরেজী নাট্যকারের নাম বলেছেন এম্ জোডরেল।

উপরোক্ত দুটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত পাণ্ডুলিপির বক্তব্যে এবং অন্যান্য লেখায় আমার বেশ কিছু তথ্যগত অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতা মনে হয়েছে। সেগুলি নিবেদন করছি : [প্রসঙ্গত বলে রাখি মূল রুশ ভাষা আমার ভাল জানা নেই এবং আমার সুযোগ হয়নি মস্কো বা লেনিনগ্রাদে গিয়ে সেখানকার লেবেডেফ চর্চার কর্মস্থান প্রত্যক্ষ করার। তাই যাঁরা রুশভাষা জানেন—সোভিয়েতে গেছেন বা লেবেদেফ চর্চায় অনুসন্ধিৎসু তাঁদের প্রায় প্রত্যেককেই (প্রয়াতআচার্য সুনীতিকুমার, ডঃ সুকুমার সেন, শ্রীগোপাল হালদার, শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ, ডঃ মদনমোহন গোস্বামী, ডঃ মহাদেবপ্রসাদ সাহা, ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ, অধ্যাপক চৌধুরী জহুরুল হক, অধ্যাপক ডঃ মুস্তাভা নুরউল ইসলাম প্রমুখ) হয় সাক্ষাতে নচেৎ পত্রযোগে গত পনেরো বছর ধরে আলাপ আলোচনা করেছি। কিছু সদুত্তর পেয়েছি। কিন্তু অনেক কিছুই পাইনি।]

এক : মস্কোর এবং লেনিনগ্রাদের পাণ্ডুলিপির পরিচয় থেকে জানা যাচ্ছে লেবেদেফ ডিসগাইজ-এর কোন হিন্দুস্থানী অনুবাদ করেননি। কিন্তু পূর্বে উক্ত ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের বক্তব্যে অন্য প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। গত বারো বছর ধরে ডঃ গোস্বামী, অধ্যাপক মামুদ এবং অন্যান্য অনেকের কাছেই আমার উপরোক্ত সন্দেহ-প্রশ্ন রেখে সদুত্তর পাইনি।

দুই : বছর পনেরো পূর্বে আর একটি বিষয়ে আমি জিজ্ঞাসু হই। সে জিজ্ঞাসার সদুত্তরও আজ পর্যন্ত পাইনি। লেবেদেফ অনূদিত মূল ইংরাজী নাটক 'The Disguise'-এর রচয়িতা হিসাবে ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ মদনমোহন গোস্বামী, অধ্যাপক মামুদ এবং অন্যান্য অনেক সুধীজন এম্. জোড্রেলের নাম উল্লেখ করেছেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ নভেম্বরের ক্যালকাটা গেজেটের একটি বিজ্ঞপ্তির প্রথমাংশ থেকে (জি. এ. গ্রীয়ার্সন সর্বপ্রথম এর উল্লেখ করেন "ক্যালকাটা রিভিউ" পত্রিকায় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ৮৪-৮৬ পৃষ্ঠায়)। জানা যায় নাটকের মূল রচয়িতা হলেন এম. জোড্রেল, দুঃখের বিষয় জোড্রেল সম্বন্ধে সামান্যতম তথ্যও এপর্যন্ত কোনো ঐতিহাসিক বা লেবেদেফ প্রসঙ্গের আলোচক জ্ঞাপন করেননি। স্বভাবতই ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ নাগাদ থেকে আমি অনুসন্ধিৎসু হই এবং কয়েকমাসের মধ্যে Dictionary of National Biographyর (Dictionary of National Biograyhy, Vol. X, edited by Sir L. Stephen and Sir S. Lee, Oxford University Press, reprinted 1949-50 pp, 338-339) প্রদত্ত তথ্যে আকৃষ্ট হই। এখানে Richard Paul Jodrell (1745—1831) এর জীবনী ও কর্মজ্ঞানপঞ্জীতে বলা হয়েছে : Jodrell, Richard Paul (1745—1831; Classical Scholar and Dramatist born in 13th November 1745 was elder brother of Sir Paul Jodrell M. D....He cultivated the friendship of Dr. Johnson and in December 1783 became a member of the ESSEX Head Club, of which, it is believed, he was the last survivor (Boswell, Life of Johnson, Edt. by G. B. Hill, Vol. IV, P 254, P 272),....He was elected F. R. S. in 1772 and F. S. A. in 1784...). He died in Portland place, London, on 26th January, 1831...

In 1787 Jodrell issued anonymously 'Selected Dramatic Pieces,' produced privately or at provincial theatres, and consisting of 'who's afraid—a musical farce, 'The Boarding School Miss'—a Comedy, 'The Music,—a farce, 'The Disguise'—a Comedy, 'One and All Farce'...এখন প্রশ্ন হল—

(১) M. Jodrell ও Richard Paul Jodrell কি একই ব্যক্তি? (সম্ভবত নয়)।

(২) যদি একই ব্যক্তি না হন তাহলে দুটি ভিন্ন ডিসগাইজ নাটকের অস্তিত্ব ইংরাজি সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণকে স্বীকার ও প্রমাণ করতে হবে।

(৩) যদি একই ব্যক্তি হন তাহলে ডঃ গোস্বামী ও অধ্যাপক মামুদ তাঁদের সম্পাদিত পুঁথির পরিচয়ে যে বলেছেন, মূল The Disguise নাটকের রচয়িতা এম. জোডরেল—তার যথার্থতা প্রমাণ করতে হবে এবং সেইসঙ্গে আরো প্রমাণ করতে হবে পাণ্ডুলিপিদুটি যথার্থই লেবেদেফ অনূদিত নাটকেরই।

এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭৬ সালের মাঝামাঝি অধ্যাপক মামুদ দ্বিতীয়বার মস্কোতে যান। আমি সরাসরি তাঁকে দীর্ঘ পত্র লিখে অনেক প্রশ্নের সঙ্গে এ প্রশ্নটিও রাখি। তিনি ৩০।৩।৭৬ তারিখে উত্তরে জানান অনুসন্ধান করে পরে আমাকে অবহিত করবেন - কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক অনুসন্ধান করেও অধ্যাপক মামুদের সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারিনি। এসময় তিনি শ্রীমতী পি. এম. কেম্প রচিত Bharat Rus : The Story of 800 Years of Friendship গ্রন্থটি পড়ে দেখতে বলেন—যাতে আমার প্রশ্নটি কিছুটা অন্যভাবে শ্রীমতী কেম্প উত্থাপন করেছেন। পরে শ্রীমতী কেম্পের গ্রন্থটি পড়েও আমার প্রশ্নের সদুত্তর কিন্তু মেলেনি।

তৃতীয়ত, ইতিপূর্বে অনেক প্রাবন্ধিক ও লেবেদেফ গবেষকই লেবেদেফের ডাইরীর কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রীমিখাইল মেডভেডেভ তাঁর রচনায় (লেবেডেফ সম্পর্কে কয়েক কথা, বঙ্গানুবাদ শ্রীসুনীল বসু) ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত লেবেদেফের জীবনের অনেক কথাই তাঁর ডাইরী থেকে সূত্র ধরে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন গবেষক বা প্রাবন্ধিকই ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে লেবেদেফ কর্তৃক কলকাতায় নাটক

প্রযোজনাকালীন বা তার পূর্ববর্তী সময়ের কোনো তথ্য জ্ঞাপন করেন নি, অথচ এই তথ্যগুলি গবেষণাকর্মে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ—

(১) ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নাটক প্রযোজনার প্রস্তুতি পর্বের বিবরণ যদি ডাইরী থেকে পাওয়া যায় তাহলে (ক) গোলোক দাসের ঐ সময়ের অনেক অজ্ঞাত তথ্য জানা যাবে, (খ) লেবেদেফ যে সমস্ত বাঙ্গালী অভিনেত্রীকে তাঁর নাটকে অভিনয় করিয়েছিলেন তাঁদের নাম ও পরিচয় পাওয়া যাবে।

(২) ১৭৯৫-এর পর গোলোকনাথ দাসের আর কোন কর্মজ্ঞান প্রয়াসের বিবরণ পাওয়া যায়নি—একেবারে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করতেন বলে জানা গেছে। ১৭৯৫—১৮১৪ পর্যন্ত বাংলা নাট্যাভিনয়ের কোন তথ্যও আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। লেবেদেফের প্রাপ্ত সমস্ত ডাইরীগুলি পুংখানুপুংখ পরীক্ষা দ্বারা উপরোক্ত সময়ের এখনো পর্যন্ত অজ্ঞাত নাট্যকর্মজ্ঞান প্রয়াসের সন্ধানসূত্র হয়ত মিলতে পারে।

(৩) হস্তরেখাবিশেষজ্ঞগণ গভীরভাবে পরীক্ষা করে ডাইরীর হস্তরেখার সঙ্গে ডিসগাইজের পাণ্ডুলিপির হস্তরেখা বিচার করে স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধান্ত করতে পারেন প্রাপ্ত পুঁথিদুটির হস্তাক্ষর লেবেদেফের কিনা।

লেবেদেফের অনুবাদ অধিকাংশ স্থলেই আক্ষরিক, কোন কোন স্থলে ভাবানুবাদ বলা চলে। ডঃ গোস্বামী সম্পাদিত গ্রন্থানুযায়ী বহু অংশের [দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য ব্যতীত, যা লেবেদেফ আদৌ করেননি] বঙ্গানুবাদ করা হয়নি। অনুবাদ আক্ষরিক বলে অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজী সংলাপ জানা না থাকলে বাংলা রূপান্তর বোধগম্য হওয়া খুবই দুরূহ। অনুবাদের মধ্যে কোথাও কোন বিরতি নেই। বাংলা অনুবাদের দুটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। প্রথমটি—"সংক্ষেপ ভাসা পরিবর্ত্ত—কাল্পনিক সংবদল" দ্বিতীয়টি "কাল্পনিক সংবদল—খেলা"। মূল ইংরাজী নাটকে কোন গান বা গীতি-কবিতা নেই। বঙ্গানুবাদিত নাটকের অভিনয় কালে ভারতচন্দ্র প্রণীত বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কয়েকটি গান প্রযুক্ত হয়েছিল বলে জানা যায়। পাণ্ডুলিপিতে কোথাও কোন গানের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। নাটকটির বঙ্গানুবাদে 'গাউয়্যা'—'সাজিয়্যা'র কথা থাকলেও বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কোন্ কোন্ গান অভিনয়কালে গৃহীত হয়েছিল তা নির্ণয় করা যায়নি। লেবেদেফের বিদ্যাসুন্দর কাব্য অধিগত ছিল। তাই সম্ভবত অভিনয়কালে মিশ্রনাট্য নাটকটিকে সমধিক লোকপ্রিয় করবার উদ্দেশ্যে তিনি বিদ্যাসুন্দরের কয়েকটি

গানের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। সম্ভবত প্রথমাঙ্ক প্রথম দৃশ্যে এবং দ্বিতীয়াঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে গানগুলি সংযুক্ত হয়েছিল।

অনুবাদক, নাটকের চরিত্রাবলী ও তাদের নামকরণ, ভাষা, স্থান, কাহিনী এবং নাটকের অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে ডঃ মদনমোহন গোস্বামী তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। নাটকের দুটি অভিনয়ানুষ্ঠান এবং পরবর্তী ঘটনাবলী সম্বন্ধেও তিনি প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি ব্যক্ত করেছেন। তাঁর গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত ও মূল ইংরাজী পাঠ এবং দুটি বাংলা অনুবাদের পাঠ মুদ্রিত হয়েছে।

অনুবাদের নমুনাস্বরূপ তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যের অংশবিশেষ মূল ইংরাজী সহ [সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণপাঠ] এখানে উদ্ধৃত করা হল :

Short Text

Lewis :	Nuptial ! Heaven and Earth ! His nuptials ? (Enter Bernardo)
Bernardo :	Sir, the postillions are swearing sadly. Pray, Sir, make haste.
Lewis :	Nuptials ! I'll go this instant and—
Bernardo :	Yes, Sir. Pray, do. I am tired of waiting.
Lewis :	No. I'll wait till Don Pedro comes. I must see him at least.
Bertrix :	That you may do easily, for, he is here in the room....

সংক্ষেপ ভাষা পরিবর্ত্তন

ভোলানাথবাবু—	বিবাহের সভার ! ও ঈশ্বর, কি এ নরক !
রামসন্তোষ—	[প্রবেস হয়] মহাসয় ! সওয়ারি সইস বিস্তর গালাগালী দিতেছে। অনুগ্রহ করিয়া সিঘ্র কর।
ভোলানাথবাবু—	বিবাহের সভার কারন ? আমি এইক্ষনে জাব, আর—
রামসন্তোষ—	আজ্ঞা মহাসয় ! দয়া করিয়া কর এ বিসয়। আমি বেস্ত হইয়াছী অপেক্ষা করিয়া করিয়া।
ভোলানাথবাবু—	না আমি অপেক্ষা করিব জদবধি মোহনচাঁদবাবু আইসেন। কারন, আমি অবস্য দেখিব তাহাকে।

ভাগ্যবতি— ও তুমি সহজে করিতে পারিবে। কারন, তিনি এইখানে এক কুঠরিতে আছেন।

Original—a Comedy

Lewis : Nuptial! Heaven and Earth! His nuptials? (Enter Bernardo.)

Bernardo : Sir, the postillions are swearing sadly. Pray, Sir, make haste.

Lewis : Nuptials! I'll go this instant and—

Bernardo : Yes, Sir. Pray, do, I am tired of waiting.

Lewis : No. I'll wait till Don Pedro comes. I must see him atleast.

Beatrix : That you may do easily, for he is here in the room.

মূল-খেলা

ভোলানাথবাবু— বিবাহের সভা! ও ঈশ্বর! কি নরক!

রামসন্তোস— [প্রবেস হইল] মহাসয়! সওয়ারি সইস বিস্তর গালাগালি দিতেছে। অনুগ্রহ করিয়া সিগ্র কর।

ভোলানাথবাবু— বিবাহের সভার কারন। আমি এইক্ষনে জাইব আর—।

রামসন্তোষ— আজ্ঞা, মহাসয়! দয়া করে কর [অনুগ্রহ করিয়া কর] এ বিসয়। আমি বেস্ত হইয়াছী অপিক্ষা করিয়া করিয়া।

ভোলানাথবাবু— না, আমি অপিক্ষা করিব জদবদী মোহনচাঁদ বাবু আইসেন, [কারন] আমি অবস্য দেখীব তাহাকে।

ভাগ্যবতি— ও তুমি সহজে করিতে পারিবে। কারন তিনি এইখানে এক কুঠুরিতে আছেন।

অনুবাদের রীতি প্রসঙ্গে পূর্বেই মতামত জ্ঞাপন করা হয়েছে। ভাষাপ্রসঙ্গে ডঃ গোস্বামীর বক্তব্যেরই[১২] পুনরুদ্ধার করছি ঃ

১। সাধারণভাবে শব্দ-সঙ্কোচন ও প্রসারণ ব্যতীত আলোচ্য বাঙ্গালা নাটকটিতে কিছু কিছু যথাশ্রুত সংস্কৃত শব্দাদি প্রয়োগের চেষ্টা দেখা যায়।

২। ভাষায় পূর্ববঙ্গের উপভাষার প্রভাবও লক্ষিত হয়।

৩। কিঞ্চিৎ পরিমাণ প্রাচীন বা অধুনা অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার দেখা যায়।

৪। তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী সর্ববিধ প্রকারের শব্দপ্রয়োগ দেখা যায়।

৫। কয়েকটি হিন্দুস্থানী শব্দের প্রয়োগ আছে। শতাধিক বিদেশী শব্দ [আরবী-ফারসী-তুর্কী-পর্তুগীজ-ইংরেজী] ব্যবহৃত হয়েছে। নাটকটির বাক্যরীতি প্রসঙ্গে ডঃ গোস্বামী বলেছেন[১৩] :

"বাক্যরীতি সাধারণ নব্যভারতীয় আর্যভাষার সহিত সদৃশ, বিদেশীকৃত বলিয়া বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ইহাতে আশা করা সঙ্গত নহে। ভাষার গঠনাদি লক্ষ্য করিয়া মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান ও নদীয়া জেলার উপভাষার উচ্চারণ পদ্ধতির প্রভাব শব্দ গঠনের মধ্যে যথেষ্ঠ আছে। ভাষায় ইংরেজী বাক্যরীতির প্রতিধ্বনিও মধ্যে মধ্যে [যেমন বিশেষণ পদ প্রয়োগের বেলায়] পাওয়া যায়। পুঁথির মধ্যে একাধিকস্থলে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ [যথা—আমি তাহার চক্ষু খুলে ফেলিব] এবং সংস্কৃতানুগ ও বাঙ্গালা বানানের যুগপৎ প্রয়োগ লক্ষিত হয়।" বলা বাহুল্য ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত মহাশয়দের লেবেদেফের রচনার ভাষা ও বাক্যরীতি প্রসঙ্গের আলোচনায় ডঃ গোস্বামীর মতের সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং—

"বিবিধ ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও ইহা অনস্বীকার্য যে, লেবেদেফ তাঁহার অনুবাদকে যথাসম্ভব সাবলীল করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মানুষের মুখের ভাষাকে আয়ত্ত করা, অপরের মাতৃভাষার সহজ সুরটি ফুটাইয়া তোলা, যে কোনও বিদেশীর পক্ষে সহজসাধ্য কর্ম নহে। এই দুস্তর কার্যে ব্রতী হইয়া যে বিদেশীটি আমাদিগকে একটি গ্রন্থ উপহার দিয়া গেলেন, তাঁহার প্রাপ্য সহানভূতি হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিবার কোন কারণ নাই। অলিখিত বাঙ্গালা বাক্যবিন্যাসের কৌশল কয়জন বিদেশীই বা আয়ত্ত করিয়াছেন! লেবেদেফের নাটক উপলক্ষ্য মাত্র। বাঙ্গালী যাহা পাইয়াছে, তাহা লেবেদেফের রঙ্গমঞ্চ[১৪]।" এবং মনে হয় লেবেদেফ সম্বন্ধে রাশিয়ানদের ধারণার[১৫] সঙ্গে বাঙ্গালীর ধারণার তত্ত্বগত প্রভেদ এভাবেই পরিলক্ষিত হয়।

এ পর্যন্ত লেবেদেফ-আলোচনার সংক্ষিপ্ত তালিকা (গ্রন্থ রচনাবলী) ঃ

১। Dictionary of Indian Biography : C. E. Buckland 1906, London, page 248.

২। The Early English Theatre and the Bengali Drama : The Calcutta Review, Vol. IX, 1923.

৩। লেবেডেফ ঃ ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, রূপরঙ্গ পত্রিকা, ১৯২৪।

৪। Journal of the Department of letters : C. U. By Dr. S. P. Mookerjee, 1924.

৫। Lebedeff : Dr. Sushil Kr. De, Indian Historical Quarterly, 1933.

৬। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭। 'ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা : গেরাসিম লেবেডেফ' নামে ১৩৫৪ (১৯৪৭ খ্রী)-এর 'ক্রান্তি' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত বন্ধ— অধ্যাপক স্টাইনবার্গ কর্তৃক রুশভাষায় লিখিত মূল প্রবন্ধটি ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে মস্কো শহরের 'ওগোনেক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ ডঃ সুকুমার সেন দ্বিতীয় খণ্ড।

৯। রাষ্ট্রদূত ভোরেনসভকে লিখিত লেবেডেফের পত্রের বঙ্গানুবাদ ঃ ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৬২।

১০। লেবেদেফ চর্চার নূতন পর্ব ঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ নভেম্বর, দেশ পত্রিকা।

১১। কাল্পনিক সংবদল ঃ ডঃ মদনমোহন গোস্বামী সম্পাদিত ও ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকাসম্বলিত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩।

১২। বাংলা নাট্যমঞ্চ ও লেবেডেফ ঃ ডঃ প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা ২৮ নভেম্বর ১৯৬৯।

১৩। পাণ্ডুলিপি (লেবেদেফের নাটক ঃ অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ) গ্রন্থ ঃ মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল সম্পাদিত, বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংকলন ঃ ১৩৭৮।

১৪। লেবেডেভ সম্পর্কে কয়েক কথা—মিখাইল মেডভেডেভ, অনুবাদ—সুনীল বসু, পৃষ্ঠা ১৭৫-৭৭, শারদ সোমপ্রকাশ পত্রিকা—?

১৫। বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ষষ্ঠদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ঢাকা।

১৬। ছদ্মবেশ : ডঃ শিশিরকুমার দাশ, গন্ধর্ব, চতুর্থ বর্ষ ১৩৬২।

১৭। বাঙালী সংস্কৃতি ও লেবেডেফ : ডঃ অরুণ সান্যাল।

১৮। Adelung, F. : Mithridotes, 1806.

১৯। Adelung, F. : Catherines der Grassen Verdienste um die Vergleichende Sprachenkundue; St. Petersburg, 1815, pp 205-6.

২০। রুসক্, স. ভ. : 'পুতেশেস্তভিয়ে গেরাসিমা লেবেদেফা ভিন্দিউ'—গেরাসিম লেবেদেফের ভারতভ্রমণ প্রবন্ধ; 'ভসপোমিনানিয়া না তিসিয়াচা ভোসেম্ সোৎ ত্রিদসাৎ আফতারোই গোৎ'—১৩৮২ সালের স্মরণিকা মাসিকপত্রের ৭ম খণ্ড। সাংকৎ পিতের্বুর্গ, ১৮৩২, পৃষ্ঠা ৬৪—৭৮।

২১। ইয়েভগেনি : স্লাভাঃ রুস্কিখ্ স্ভেতিস্কিখ্ পিসাতেলেই (২য় খণ্ড)। মস্কভা, ১৮৪৫। পৃ ৪।

২২। সাভেলেফ, পঃ 'ভাস্তোচনিয়ে লিতেরাতুরিই রুস্কিয়ে ওরিয়েন্তালিস্তি' প্রবন্ধ 'রুস্কিভেস্তনিক' মাসিকপত্রে (৩য় খণ্ড, প্রথম বর্ষ, ১৮৫৬), মস্কভা। পৃষ্ঠা ৩২।

২৩। বেরেজিন, ন ই : রুস্কি এনৎসিক্লোপেদিচেস্কি স্লাভার (১ম খণ্ড)। বিশ্বকোষিক অভিধান। সাংকৎ পিতের্বুর্গ ১৮৭৪, পৃ ২১৭।

২৪। ভরনৎসোফ, স. র : আর্খিভ ক্লিজিয়া ভরনৎসোভা (২৪ খণ্ড)। মস্কভা, ১৮৮০, পৃ ১৭৪—৯।

২৫। গ্রেনাদি, গ্রিগোরি : প্রাভোচনি স্লাভার আ রুস্কিখ্ পিসাতিলেই ই উচিয়নিখ্ (২য় খণ্ড), বেলির্ন ১৮৮০। পৃ ২২০।

২৬। বুলগাকোফ, ফঃ 'গেরাসিম্ স্তেপানোভিচ্ লেবেদেফ : রুস্কি পুতেশেস্তভেনিক-মুজিকান্ত ভিন্দিইফ কনৎসে ভোসেম্নাৎসাতোভা ভেকা'—অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে ভারতে রুশসঙ্গীতজ্ঞ-পর্যটক গেরাসিম্ স্তেপানোভিচ্ লেবেদেফ—প্রবন্ধ 'ইস্তোরিচেস্কি

ভেস্তনিক:' পত্রিকায় (১ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড)। সাংকৎ পিতেবর্গ, ১৮৮০। পৃ ৫১৫—২৪।

২৭। Carey, W. H.: Good old days of Honourable John Company; being curious reminiscences during the rule of the East India Company from 1600 to 1858, First edition 1882, Simla; Second edition (Abridged by Amarendranath Banerjee) 1974, Calcutta.

২৮। ব্রকগাউজ, ফ. আ: এনৎসিক্লোপেদিচেস্কি স্লাভার: (১৭শ খণ্ড)। সাংকৎ পিতেবর্গ ১৮৯৬। পৃ ৪১৬।

২ । উস্পেন্সকি, ফ. ই সংকলিত: 'রুস্কায়া স্তারিনা'—রুশ পুরাতত্ত্ব মাসিকপত্রের দ্বাদশ সংখ্যায় পিস্মা দ. প. এক্রশিন্সকোভা ফ. আ. ল. নিকোলাই—আ. ল. নিকোলাইয়ের উদ্দেশে, দ. প. এক্রশিন্স-কোভার পত্র—শিরোনামে মুদ্রিত চারটি চিঠির মধ্যে প্রথমটিতে লেবেদেফের উল্লেখ। সাংকৎ পিতেবর্গ, ১৯০৪। পৃ ৭১৭।

৩০। বুলিচ, স ক: ওচের্ক ইস্তোরি ইজিকোজ: নানিয়া ফ রোস্কিই (১৩ শতক—১৮২৫ খ্রীঃ) প্রথম খণ্ড। সাংকৎ পিতেবর্গ, ১৯৪০। পৃ ৫০১, ৫০৪—৫, ৬১৮—২৫।

৩১। বসু, নগেন্দ্রনাথ: বিশ্বকোষ। কলকাতা ১৩১১ (১৯০৪)। রঙ্গালয়ের উপর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩২। Medge, E. W.: Statesman পত্রিকায় প্রবন্ধ, ২২ অক্টোবর, ১৯০৫।

৩৩। Cotton, H. E. A.: Calcutta Old and New, Calcutta 1907.

৩৪। পলাৎসোফ, আ. আ: রুস্কি বিয়োগ্রাফিচেস্কি স্লাভার: (১০ম খণ্ড)। রুশজীবনী সংগ্রহ। সাংকৎ পিতেবর্গ, ১৯১৪। পৃ ১০৪—৫।

৩৫। আদ্রিয়ানোফ্, স. আ. গ্রিম: রুস্কায়া এনৎসিক্লোপিদিয়া (১১শ খণ্ড)। পেত্রোগ্রাৎ, ১৯১৫। পৃ ১৭৮।

৩৬। Grierson, Sir G. A.: Linguistic Survey of India (Vol. IX; Part I, 1916), Calcutta 1916.

৩৭। ভেন্‌গেরোফ, স. আ: ক্রিতিকো বিয়োগ্রাফিচেস্কি শ্লাভার্‌ রুস্কিখ্‌ পিসাতিলেই ই উচিয়ানিখ্‌ (২য় খণ্ড)। রুশলেখক ও ও বিজ্ঞানীদের সমালোচনাত্মক জীবনী সংগ্রহ। পেত্রোগ্রাৎ, ১৯১৮। পৃ. ২১।

৩৮। রায়, অমরেন্দ্রনাথ: 'সাপ্তাহিক বাসন্তী'র জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ (১৯২১) সংখ্যায় প্রবন্ধ।

৩৯। Grierson, Sir G. A.: 'The Early Theatre and the Bengali Drama,' Calcutta Review (Part 9, 1923)।

৪০। Mukherji, Mohini Mohan: Calcutta Review, Aug. 1923.

৪১। Mitra, Sailendranath: Calcutta Review (Nov. 1923)।

৪২। Mookerjee, Syamaprasad: Calcutta Review (January 1924)।

৪৩। দাশগুপ্ত, হেমেন্দ্রনাথ: ৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ।

৪৪। বিদ্যাভূষণ, অমূল্যচরণ: 'নাচঘর' পত্রিকা (২৮ অক্টোবর ১৯২৪) —প্রবন্ধ।

৪৫। বার্তোলৎ, ভ: ইস্তোরিয়া ইজুচেনিয়া ভাস্তোকা ভেভ্রোপে ই রোশ্বিই, লেনিনগ্রাৎ ১৯২৫। পৃ. ২৭৮।

৪৬। De, S. K.: 'Some Old Bengali Books and Plays in the British Museum.' Indian Historical Quarterly (Nov. 1925).

৪৭। গঙ্গোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র: গিরিশচন্দ্র, কলিকাতা, ১৯২৭।

৪৮। Guha Thakurta, P.: The Bengali Drama: its Origin and Development, London, 1930, pp 43—45.

৪৯। Dasgupta, H. N. Liberty পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ (১৬ ও ২৩ মার্চ ১৯৩১)।

৫০। De, S. K.: Modern Reviw (May 1931)

৫১। Banerji, B. N.: Modern Review (Nov 1931)

৫২। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ: 'মাসিক বসুমতী'র বৈশাখ ১৩৩৯ (১৯৩২) সংখ্যায় প্রবন্ধ।

৫৩। Dasgupta, H. N.: The Indian Stage (Vol. I), Calcutta 1934 (?)

৫৪। রারান্নিকফ, আ. প: 'আ কুল্‌তুরিথ্‌ আংনা কোনিয়াথ্‌ সেজ্‌দ্‌ রোস্সিয়েই ই ইন্দিয়েই'—'রুশভারত সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে' প্রবন্ধ—ইজভেস্তিয়া আকাদেমি নাউক এস্‌সেস্যার—আৎদেলে নিয়ে লিতেরাতুরি ই ইজিকা' সংকলনের ৫ম খণ্ড। মস্কভা, ১৯৪৬। পৃ ৪৬২—৬৩।

৫৫। শ্‌তেইন্‌বের্গ, এ. ল.: 'পিওনিয়ের্‌ রুস্কোভা ভাস্তোকাভেদেনিয়া'—'রুশভারত চর্চার পথিকৃৎ' প্রবন্ধ সাপ্তাহিক 'আগ্‌নিয়ক্‌' পত্রিকায় (১০ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৪৭)। পৃ ২৮।

৫৬। শ্‌তেইন্‌বের্গ, এ. এল: জিজনেআপিসানিয়ে রুস্কোভা মোরেপ্লা-ভাতেলিয়া ইউরিয়া লিসিয়ান্সকোভা। রুশ সমুদ্রপর্যটক ইউরিলিয়ান্সকোভের জীবনী, মস্কভা, ১৯৪৮। পৃ ১০২—৫।

৫৭। বারান্নিকভ, আ. প: 'সোভেৎস্কায়া ইন্দোলোগিয়া'—সোবিয়েতে ভারত বিদ্যা—প্রবন্ধ 'ইজ্‌ভেস্তিয়া আকাদেমি নাউক্‌ এস্‌সেস্যার্‌—আৎদেলোনিয়ে লিতেরাতুরি ই ইজিকা' দ্বিমাসিক সংকলনের ৭ম খণ্ড, মস্কভা ১৯৪৮। পৃ ৩—৪।

৫৮। ঝিচারফ, জঃ 'রুস্কি অক্তিয়র্‌ ভিন্দিই'—'ভারতে রুশ অভিনেতা'—প্রবন্ধ, 'তেয়াৎর্‌' মাসিকপত্র জুলাই ১৯৫৫, পৃ—১৬৬-৭।

৫৯। শামাইউনফ, ল. স: ইজ্‌ ইস্তোরি রাজভীতিয়া কুলতুর্নিখ্‌ স্ভিজেই নাশেইস্ত্রানি সিন্দিয়েই' পুস্তিকা। মস্কভা, ১৯৫৫। পৃ ১০—১৫।

৬০। ইয়াম্পোল্সকি, ই: 'পেভের্‌স্কি মুজিকান্ড ভিন্দিই'—'ভারতে

প্রথম রুশসংগীতজ্ঞ'—'প্রবন্ধ, 'সোভেৎস্কায়া মুজিক' মাসিকপত্রে (আগস্ট ১৯৫৫), পৃ—৬৯-৭১।

৬১। গামাইউনফ, ল. স.: 'জারজদেনিয়ে, রাজভিতিয়ে ই উক্রেপ্লেনিয়ে রুস্কি মেজদু সোভেৎস্কিম সাইউ জম ই ইন্দিয়েই'। মস্কভা, ১৯৫৬। পৃ ১২—১৪।

৬২। ঐ: 'গেরাসিম লেবেদফ: অস্নভপলোজনিক রুস্কোই ইন্দোলোগিই'—রুশভারতবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা গেরাসিম লেবেদেফ—প্রবন্ধ, 'সোভেৎস্কেয়ে ভাস্তোকোভেদেনিয়ে' পত্রিকায় (১ম সংখ্যা ১৯৫৬), পৃ ১৪৬—১৫৪।

৬৩। ঐ: ইজ ইস্তোরি ইজুচেনিয়া ইন্দিফ রোস্সিই (ক ভাপ্রোসু আ দেয়াতেলনোস্তি গ. স. লেবেদেভা)—রাশিয়ার ভারতবিদ্যার ইতিহাস থেকে: গ. স. লেবেদেফের কর্মাবলী প্রসঙ্গে,' প্রবন্ধ—'ওচোর্ক' পা ইস্তোরিই রুস্কাভা ভস্তোকোভেদেনিয়া' সংকলনের ২য় খণ্ডে। মস্কভা, ১৯৫৬। পৃ ৭৪—১১৭।

৬৪। ভরবেভ-দেসিয়াতোভস্কি, ভ. স.: রুস্কি ইন্দিয়ানিস্ত গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদফ (১৭৪৯-১৮১৭) প্রবন্ধ—'ওচোর্ক পা ইস্তোরিই রুস্কাভা ভস্তোকোভেদেনিয়া' সংকলনের ২য় খণ্ডে; মস্কোভা, ১৯৫৬। পৃ—৩৬-৭৩।

৬৫। আন্তোনোভা, ক. আ: 'ক ইস্তোরিই রুস্কোইইন্দিস্কথ কুলতুর্নিখ-সভিয়েজেই'—রুশ-ভারত সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ইতিহাস প্রসঙ্গে প্রবন্ধ, 'ইস্তোরিচেস্কি আর্খিভ' পত্রিকায় (১ম সংখ্যা ১৯৫৬)। পৃ ১৫৬—৬৯।

৬৬। রুগিনস্কি, জ. এবং প্রেব্রভ, ই: 'ইয়ারোস্লোভেৎস গেরাসিম লেবেদেফ ভিন্দিই'—ভারতে ইয়ারোস্লাভসন্তান গেরাসিম লেবেদেফ, প্রবন্ধ, 'লিতেরতুর্নি' ইয়ারোস্লভেল' সংকলনের ৮ম খণ্ড। মস্কভা, ১৯৫৬। পৃ ২৩৪—৩৫।

৬৭। গুসেভা, ন: গ. স. লেবেদেফ ই ইভো 'বেস্পিস্ত্রাসনোয়ে—সার্জেৎসানিয়ে (ইজ ইস্তোরিই-রুস্কোই-ইন্দোলোগিই—'গ. স. লেবেদেফ ও তাঁর অপক্ষপাতী চিন্তা': 'রুশ-ভারতবিদ্যার ইতিহাস

থেকে'—প্রবন্ধ 'সোভেৎস্কায়া এৎনো-গ্রাফিয়া' গবেষণাপত্রে (১ম সংখ্যা, ১৯৫৬)। পৃ. ১১৪—১৬।

৬৮। Vorbyov-Dessyatovsk, V. S.: 'Gerossim Stepanovich Lebedev' in ISCUS (Spring 1956) Delhi, pp 57—62.

৬৯। Dasgupta, R. K.: G. S. Lebedev (1749—1817): The first Russian Indologist' in Oxford Slavonic Papers (Vol. VIII, 1957), pp. 1—16.

৭০। সলোভেফ, ও. ফ: ইজ ইস্তোরিই রুস্কোইন্দিস্কিখ সভিজেই। মস্কভা, ১৯৫৮। পৃ. ৩৯—৫৩।

৭১। লিউস্তোনিক, ই. ইয়া: রু—স্কা-ইন্দিস্কিয়ে একোনোমিচেস্কিয়ে সভিনি ফ দেভিৎনাদসাতোম ভেকে। মস্কভা, ১৯৫৮। পৃ. ১৬।

৭২। Kemp, Sm. P. M.: Bharat-Rus: The story of 800 years of friendship, Delhi, 1958, pp. 119—183.

৭৩। মনসোফ, ম: 'মুজিকান্ত, রেজিস্পের, প্রসভেতিতেল' প্রবন্ধ 'তেয়াত্রালনায়াজিজন' পাক্ষিক পত্রিকা (সংখ্যা ১৭, ১৯৫৯)। পৃ. ২৯।

৭৪। গামাইউনফ, ল. স.: 'কুলতুরা ও জিজন' পত্রিকার (১৯৫৯) নবম সংখ্যায় স্মিনোভা রাকিতিনার 'গেরাসিম লেবেদেফ' উপন্যাসের সমালোচনা, পৃ. ৬১—৬২।

৭৫। সাহা, ডঃ মহাদেবপ্রসাদ: 'বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা গেরাসিম লেবেদেফ' প্রবন্ধ দৈনিক সংবাদপত্র 'স্বাধীনতা', ২৭ নভেম্বর, ১৯৫৯।

৭৬। মেদভেদেফ, ম. ম.: 'নেদেলিয়া' পত্রিকায় (২৪ সংখ্যা, ১৯৬০) প্রকাশিত প্রবন্ধ, পৃ. ১৩, ২৩।

৭৭। আভাচিমিক্রফ, র. ভ.: 'ইজ ইস্তোরিই রুস্কোই ইন্দোলাগিই (নোভিদানিয়ে আ বিয়োগ্রাফিই গ. স লেবেদেভা)'—রুশ-ভারত

বিদ্যার ইতিহাস থেকে ঃ গ. স. লেবেদেফের জীবনীর নতুন তথ্য —প্রবন্ধ, 'ভেস্ত্নিক ঃ ইস্তোরিই মিরাভোই কুল্তুরি' ত্রৈমাসিক পত্রিকায় (জুন-আগষ্ট ১৯৬০), পৃ. ৭৪—৮৩।

৭৮। De, S. K. Bengali Literature in the 19th Century (1757-1857), Calcutta, 1961, pp. 40—41.

৭৯। Saha, Dr. Mahadevprasad: Gerasim Steppanovich Lebedev, in the second edition (1963) of Lebedev's 'A Grammar of the Pure & Mixed East Indan Dialects.'

৮০। আন্তোনোভা, ক. আ. ঃ রুস্কো-ইন্দিস্কিয়ে আৎনাকোনিয়ে ফ্ ভোসেমনাদ্সাতেম্ ভেকে ঃ স্বোর্নিক্ দোকুমেন্তফ্। অষ্টাদশ শতকে রুশ-ভারত সম্পর্কের নথিপত্র। মস্কভা, ১৯৬৫। পৃ. ৪২৩—৫১৪, ৫৩৯—৫৬২।

৮১। ভট্টাচার্য, ডঃ আশুতোষ ঃ সোবিয়েতে বঙ্গসংস্কৃতি (লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতামালা)। প্রতিমা পুস্তক, কলকাতা, ১৯৭১।

এ ছাড়া বর্তমান লেখকের 'Lebedeff—the great Indologist and founder of Bengali theatre' নিবন্ধের সারসংক্ষেপ মূল রুশভাষায় মস্কোর ভারতীয় দূতাবাস থেকে (১৯৭৬ সাল) তাদের Calcutta সম্বন্ধীয় বুলেটিনে প্রকাশিত হয়। লেবেদেফ জীবনী নিয়ে রুশ ও বাংলায় তিনটি উপন্যাসও রচিত হয়েছে :

ক) শ্তেইনবের্গে, এ. এল. ঃ 'ইন্দিইস্কি মেচ তাতেলা ভারতীয় স্বাপ্নিক, ঐতিহাসিক উপন্যাস, মস্কভা, ১৯৫৬। পৃ. ২৭২।

খ) স্মির্নোভা-রাকিতিনা ভ. আ ঃ গেরাসিম লেবেদেফ্—ঐতিহাসিক উপন্যাস। মস্কভা, প্রথম সং ১৯৫৯ দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৯। পৃ. ৩৮৪—৪০০।

গ) চন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র ঃ লেবেদেফের রঙ্গিনী—উপন্যাস। অর্চনা পাবলিশার্স, কলকাতা, মাঘ ১৩৭১।

[ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তালিকাটি কালানুপাতিক করা সম্ভব হল না। সাক্ষাৎ আলোচনা ও পত্র বিনিময় করে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ছাড়া উপরোক্ত তালিকা প্রণয়নে আমাকে অকৃপণ সহযোগিতা করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর হায়াৎ মামুদ এবং ঢাকার বাংলা একাডেমির মহা পরিচালক অধ্যাপক ডঃ মুস্তাফা নুরউল ইসলাম। এঁদের দুজনের কাছে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে ঋণস্বীকার করছি। তালিকার শিরোনামে আমি 'সংক্ষিপ্ত' কথাটি ব্যবহার করেছি কারণ আমার ধারণা এছাড়াও দেশে-বিদেশে লেবেদেফ চর্চার নিদর্শন আছে।—লেখক]

দ্রষ্টব্য ঃ

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮।

২। "I translated two English dramatic pieces, namely, The Disguise, and Love is the best doctor, into Bengali laguage. Having observed that the Indians preferred mimicry and drollery to plain grave solid sense, however purely expressed". ('Grammar of the Pure and Mixed East Indian dialects' গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

৩। শ্রীযুক্ত মদনমোহন গোস্বামীর 'প্রথম বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধ [পাঠ্যাতিরিক্ত বক্তৃতামালা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পৃষ্ঠা ১৪১—১৪৯] ও শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের প্রবন্ধ 'দেশ' ২ অগ্রহায়ণ ১৩৬৮ অনুসরণে।

৪। ডঃ মদনমোহন গোস্বামী সম্পাদিত ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত কাল্পনিক সংবদল গ্রন্থে কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যের বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অবশ্য ডঃ সেন তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় ['পঞ্চম সংস্করণে বক্তব্য'] এ ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন।

৫। ডঃ মদনমোহন গোস্বামী তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে 'লেখক পরিচয়' অধ্যায়ের [পৃষ্ঠা ৩—৮] ৬ ও ৭ পৃষ্ঠায় এর কারণ বর্ণনা করেছেন।

৬। ডঃ মদনমোহন গোস্বামী সম্পাদিত 'কাল্পনিক সংবদল' গ্রন্থের ইংরাজি ভূমিকায় আচার্য ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

...."The Bengali translation of 'The Disguise' which was taken away from India to Lebedeff's native Country, has been preserved in the State Historical Archives in Moscow along with other Lebedeff papers. But the translation of the other play cannot be traced, and possibly it was not completed at all".

৭। কাল্পনিক সংবদল: ডঃ মদনমোহন গোস্বামী সম্পাদিত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ৮-৯।

৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের, পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকায় [পঞ্চম সংস্করণে বক্তব্য] তিনি বলেছেন—

"মূল হস্তলিপি মস্কৌ-এর সরকারি গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। হস্তলিপিতে বাংগালা অনুবাদের নাম 'কাল্পনিক সং-বদল' [—সঙ্-বদল, ইংরেজী Disguise]। [কেন জানি না মদনমোহন বাবু আগাগোড়া 'সং-বদল' করিয়াছেন।] হস্তলিপিতে ইংরেজী মূল রুশ অনুবাদ ও বাংগালা অনুবাদ পাশাপাশি স্তম্ভে দেওয়া আছে। সুতরাং হস্তলিপি লেবেডেফের অবস্থানকালে কলিকাতায় প্রস্তুত নহে। আরও দুই একটি বিষয় হইতে সন্দেহ হয় যে হস্তলিপিটি বেশ পরবর্তীকালের। তবে ইহা যে লেবেডেফের নিজের করা নয় তা হয়ত বলা চলে না। বইটি পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার যোগ্য।"

৯। লেবেডেফ চর্চার নূতন পর্ব, দেশ, ১১ই নভেম্বর ১৯৬১।

১০। "Mr. Lebedeff still has the presumption but with the greatest respect, to invite the Asiatic inhabitants only, at and in vicinity of Calcutta to attend another representation of his play written in the Bengalie and Hindustanic languages, wherein for the express purpose of enlivening the scene will be introduced some

select Bengallie songs, adapted to, and accompanied by European instruments: and since he has enlarged the performance to three complete acts, and taken particular pains to instruct all the actors and actresses in tneir assigned parts, he humbly confides that increased amusement will be now afforded to every auditor.

Should it meet approbation Mr. Lebedeff would fix the subscription to a determined number of persons which taking effect the whole house will be at the entire disposal of the Asiatic Subscribers. Due notice of the performance will be previously given."

দুঃখের বিষয় ডঃ দাশগুপ্ত এ বিজ্ঞপ্তিটি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন তা তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন নি।

১১। BENGALLY THEATRE. Mr. Lebedeff, respectfully acknowledges the very distinguished Patronage, the Ladies and Gentlemen of this Settlement Subscribers to his Second BENGLLY PLAY, honoured him with, and begs leave to assure them; he has the most grateful sense of the very liberal support afforded him on this occasion, and intreats they will be pleased to accept his warmest Thanks. March 24, 1796—The Calcutta Gazette."

১২। কাল্পনিক সংবদল: ডঃ মদনমোহন গোস্বামী সম্পাদিত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা ১৬—১৮।

১৩। ঐ ঐ পৃষ্ঠা ১৮।

১৪। কাল্পনিক সংবদল: ডঃ মদনমোহন গোস্বামী সম্পাদিত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা, ১৮।

১৫। আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথমে উদ্ধৃত লেবেদেফের সমাধিস্তম্ভের উপর উৎকীর্ণ বক্তব্য স্মরণীয়।

ইংরাজি নাটকের বঙ্গানুবাদ/অন্যান্য

☐ ব্রহ্মদেশীয় কাহিনী অবলম্বনে

ডঃ সুকুমার সেন হরচন্দ্র ঘোষের নাট্যকর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর রচিত চতুর্থ ও শেষতম নাটক 'রজতগিরিনন্দিনী' বিষয়ে বলেছেন[১]—

'এখানি বর্মী আখ্যায়িকা অবলম্বনে লেখা ইংরাজী নাটকের বঙ্গানুবাদ'।

এ নাটকটি কোন্ ইংরাজি নাট্যকারের কোন্ নাটকের বঙ্গানুবাদ তা তিনি উল্লেখ করেন নি।

মূল ইংরাজি নাটকটি হল 'The Silver Hill.' আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ:

The Silver Hill./ A / Burmese drama, / Translated By / Liet. E. B. Sladen, / Assistant Commissioner at Sitang, / And / Capt. T. P. Sparks, / Deputy Commissioner of Rangoon. / Rangoon, / Printed at the Pegu press / Thos. S. Ranney, / 1856.

অনুবাদকদ্বয় তাঁদের ইংরাজি গ্রন্থের আখ্যাপত্র বা ভূমিকায় ব্রহ্মদেশীয় মূল গ্রন্থটির বা তার রচয়িতার নামোল্লেখ করেন নি। অনুবাদকর্মের ইতিহাস প্রসঙ্গে অন্যতম অনুবাদক ক্যাপ্টেন টি. পি. স্পার্কস্ আড়াই পৃষ্ঠাব্যাপী 'Preface'-এ বলেছেন—

"......A short time ago Lient. Sladen, Assistant Commissioner at Sitang, sent me, to look over, a literal translation which he had made, in the course of study, of one of the most popular of these plays. I was so much pleased with it on perusal, that it seemed to me a pity to let slip so favorable an opportunity

of giving to the world a specimen of a vein of Burmese literature which has never before been thrown open to the English reader. With his permission, therefore, I have beaten the, metal, which he extracted from the Ore into the form in which I now present to the public 'The Silver Hill.' It has been my aim to preserve, in all Cases, the original thoughts and imagery, and to confine myself simply attuning the language to Western ears,...Rangoon. 6th January 1856."

Aung Mang রচিত Burmese Drama গ্রন্থে ব্রহ্মদেশীয় ভাষা থেকে অন্যান্য ভাষায় যে সমস্ত নাট্যগ্রন্থ অনূদিত হয়েছে তা উল্লেখিত হয়েছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এ গ্রন্থেও The Silver Hill কোন: ব্রহ্মদেশীয় গ্রন্থ অনুসরণে রচিত তা বলা বলা হয়নি।

ব্রহ্মদেশীয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত ইংরাজি নাটকের বঙ্গানূদিত দুখানি নাট্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়—

১। হরচন্দ্র ঘোষ রচিত 'রজতগিরিনন্দিনী' [১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ][২] এবং
২। জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর রচিত 'রজতগিরি' [১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ বা ১২৮৫ সালের কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের ভারতীতে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং পরে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারী বা বাংলা ১৩১০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়]।

হরচন্দ্র ঘোষ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গ্রন্থের ভূমিকায় কোথাও বলা হয়নি এ গ্রন্থ কোন: ইংরাজি নাটকের বঙ্গানুবাদ পরন্তু উভয়েই একে ব্রহ্মদেশীয় এক মনোহর কাব্যের নাট্যরূপ বলে উল্লেখ করেছেন।[৩]

এবার আমরা উক্ত নাটক দুটির বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রসর হব।

☐ হরচন্দ্র ঘোষ রচিত "রজতগিরি নন্দিনী"

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

রজতগিরি নন্দিনী নাটক। শ্রী হরচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক বিরচিত এবং হুগলী হইতে প্রকাশিত কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৮১ সাল।

গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন :

"পূর্ব্বে এতদ্দেশে সাধারণ নাট্যশালা না থাকায় স্বরচিত নাটক—গ্রন্থের সৌন্দর্য্যপ্রায় অন্তঃপটে থাকিত। রচনার পারিপাট্যে কেবল বিদ্বান লোকেরই অনুরাগ জন্মে। কিন্তু অভিনয় ব্যতীত সর্ব্বসাধারণের আমোদ হয় না। ইদানীং সে অভাব দূর হওয়াতে নাটক রচনার চর্চা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অতএব এই সঙ্গতিহেতু ব্রহ্মদেশীয় এক মনোহর কাব্য আধুনিক নাটকের প্রণালীতে লিখিয়া প্রকাশ করিতেছি। যদি এই অভিনয় নাটক গুণজ্ঞ লোকের মনোরম্য হয়, তবেই আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। তদ্ভিন্ন আর কোন স্বার্থ নাই। হরচন্দ্র ঘোষ। হুগলী, বঙ্গাব্দা ১২৮১ বৈশাখ।"

পঞ্চম অঙ্ক, আঠাশটি দৃশ্যে [১ম অঙ্ক—৫টি দৃশ্য; ২য় অঙ্ক—৫টি দৃশ্য ৩য় অঙ্ক—৬টি দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক—৫টি দৃশ্য এবং ৫ম অঙ্ক—৭টি দৃশ্য] ৮৯ পৃষ্ঠায় নাটকটি সম্পন্ন হয়েছে। মধ্যে মধ্যে সরল পদ্যে নাটকের ভাবগুলি ব্যক্ত হয়েছে—রাগরাগিনীসহ উক্ত গীতে। হরচন্দ্র ইংরাজী নাটকটির পরিবর্জন ও পরিবর্ধন সহ মর্মানুবাদ করেছেন[৪] আলোচ্য নাট্যগ্রন্থের গুণাগুণপ্রসঙ্গে শ্রীসত্যজীবন মুখোপাধ্যায় বলেছেন[৫]

"নাট্যকার বৈদেশিক নাটকের প্রভাবে এই নাটকের মধ্যে মন্ত্রশক্তি, দ্রব্যশক্তি ও অমানুষিক ক্রিয়ার আশ্রয় লইয়াছেন। অতিমাত্র সুন্দরী করিবার লোভে গ্রন্থের নায়িকা 'ক্ষণপ্রভাকে' পরী রাজ্যের কন্যা হইতে হইয়াছে। এখানি নামে নাটক, গ্রন্থমধ্যে কোনখানেই সংঘাত সৃষ্ট হয় নাই। ঘাত উঠিলেই প্রতিঘাত করিবার শক্তি কোন নাট্য-চরিত্রেরই নাই এরূপভাবে তাহারা গঠিত হইয়াছে। ইহার ভাষা কেতাবী গদ্য এবং উচ্ছ্বাসের স্থানে পদ্যের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। গানের সংখ্যা নিতান্ত কম এবং একটি ছাড়া সবগুলি নেপথ্যে গীত হইয়াছিল।"

প্রসঙ্গত ডঃ সুশীল কুমার দে-র বক্তব্য স্মরণীয়।[৬]

বলা বাহুল্য, নাটকের স্থান ও চরিত্রগুলির দেশীয় নামকরণ করা হয়েছে [পিঙ্গলনগর—রাজভবন, রজতগিরি রাজপুর এবং রাজা, মন্ত্রী, প্রমীলা, দর্মানিকা, ক্ষণপ্রভা, পরিব্রাজক ইত্যাদি]। নাট্যকর্মের উদাহরণ স্বরূপ তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের[৭] [পিঙ্গল রাজধানীর অন্তঃপুর—রাজকুমার ও ক্ষণপ্রভার প্রবেশ] অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক :

রাজকুমার— লোকে বলে বিবাহের জল পেলে মেয়েদের শ্রী ফেরে, কিন্তু

প্রিয়ে, তুমি দিন দিন কেন ক্ষীণ ও মলিন হচ্চো ?—তোমার বিধুবদনে আর সে জ্যোতি দেখিনে।'

ক্ষণপ্রভা— স্বামিন্, আমি সদাই দুঃস্বপ্ন দেখ্‌চি, যেন পিতা রজতগিরি-রাজ আমার প্রতি কোপ করেচেন, থেকে থেকে আমার ডান অঙ্গ স্পন্দন কচ্চে, ডাঁন্ চোক্ নাচ্চে, আর প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌চে ;—এটা ভারী অলক্ষণ, ও তাই ভেবে ২ আমি মলিন হচ্ছি। নচেৎ স্বামী সহবাসে ঐশ্বর্য্যভোগে অট্টালিকার মধ্যে কোন্ নারী অপ্রফুল্ল হয় ?

রাজ— তা বটে; কিন্তু জীবিতেশ্বরি, দুশ্চিন্তা ত্যাগ কর। পিতা কোপ কল্লে কন্যার ত্রাস জন্মে বটে, কিন্তু যৌবনকালে ভর্ত্তাইতো নারীর রক্ষক হন ; তবে ত আমি বিদ্যামানে মর্ত্ত্যলোকে তোমার কোন ভয়েরি কারণ নাই।

সংলাপের ভাষা অতিরিক্ত চলিত করতে গিয়ে মাঝে মাঝে গুরুচণ্ডালী দোষ দেখা দিয়েছে—যেমন, 'ডান অঙ্গ স্পন্দন কচ্চে,' 'কোন ভয়েরি কারণ নাই'।

নাটকের সমাপ্তি মিলনান্তক হলেও শেষদৃশ্যের সমাপ্তির কিছু পূর্বে অনাগতবাদীর মৃত্যু ঘটিয়ে হরচন্দ্র নাটকটিকে Tragi-Comedy করবার চেষ্টা করেছেন।[৮]

এখানে আর একটি বিষয় [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও সম্পাদিত সাহিত্য সাধক চরিতমালায় হরচন্দ্রের জীবনীতে যা বলা হয়েছে] উল্লেখযোগ্য ঃ

"রজতগিরি-নন্দিনী"তে দুইটি গান আছে, তাহার একটি এইরূপ—

চলিল সুধন্বা ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ লইয়া
লম্ফে ঝম্পে মহী কম্পে শিবনাম কহিয়া ॥
কুরু সৈন্য মাঝে যেন বৃহন্নলা হইয়া।
দ্বাপি-চর্ম্ম পরিধৃত পৃষ্ঠে তূণ লইয়া ॥
স্থলচ্ছুল পশুকুল সর্ব্ব বন ব্যাপিয়া।
বেগে ধায় নাহি চায় যায় বন ত্যজিয়া ॥ [পৃষ্ঠা ৭]

এই নাটক প্রসঙ্গে ডক্টর সুশীলকুমার দে লিখিয়াছেন—

ইহার পূর্ব্বেকার নাটকে গান নাই ; বোধ হয়, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতির

অনুকরণে এইখানিতে গান দেওয়া হইয়াছে।' এই উক্তি ঠিক নহে। আমরা দেখিয়াছি হরচন্দ্রের তৃতীয় নাটক 'চারুমুখ-চিত্তহরা'য় ১১টি গান আছে।

নাটকটি একজন ইংরাজ গ্রন্থকারের Silver Hill নামক একটি ব্রহ্মদেশীয় উপাখ্যানমূলক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও পরে উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে 'রজতগিরি' নামে একটি নাটক রচনা করেন। কিন্তু কোনও গ্রন্থই অভিনীত হইয়াছিল বা অভিনয়ে সাফল্যলাভ করিয়াছিল বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। কিন্তু এই গ্রন্থ অবলম্বনে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 'কিন্নরী' নামক যে নাটক প্রণয়ন করেন, তাহা মিনার্ভা থিয়েটারে অসামান্য সাফল্যের সহিত অসংখ্য বার অভিনীত হইয়া দর্শকগণের তৃপ্তিসাধন করিয়াছে ও করিতেছে। অনেক সময়েই অগ্রণীরা যে ফললাভে বঞ্চিত হন, পরবর্ত্তীরা সেই ফলভোগ করিতে পারেন [ভারতবর্ষ; চৈত্র, ১৩৪১; পৃষ্ঠা ৫০৯]।"

এবার নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে আসা যাক। গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে অনুবাদক হরচন্দ্র বলেছিলেন—

'অভিনয় ব্যতীত সর্বসাধারণের আমোদ হয় না।…যদি এই নাটকের অভিনয় নাটক গুণজ্ঞ লোকের মনোরম্য হয়; তবেই আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। তদ্ভিন্ন আর কোন স্বার্থ নাই।'

দুঃখের বিষয় হরচন্দ্রের স্বার্থসিদ্ধ হয়নি—এ নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠান সংঘটিত হয়েছিল বলে জানা যায় না।

□ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "রজতগিরি"

'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৫ সালের কার্ত্তিক সংখ্যায় যখন এ নাটকটি প্রথম মুদ্রিত হয় তখন প্রথম মুদ্রণের নাট্যাংশের সঙ্গে 'ব্রহ্মদেশীয় নাটক ও নাট্যাভিনয়' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্রহ্মদেশের সামাজিক পরিবেশ, দর্শক, নাটকের সংলাপ, দৃশ্যপট, পোষাক পরিচ্ছদ, চরিত্রাবলী ইত্যাদি বিষয়ে সুন্দর অথচ বুদ্ধি ও যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য নিবেদন করেন। পরে গ্রন্থাকারে যখন রজতগিরি প্রকাশিত হয় [পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৯, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৪; বাং ১৩১০ সাল] তখন গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ উপরোক্ত প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকটিতে ২টি অঙ্ক এবং ২০টি দৃশ্য [৭+১৩] আছে।
নাটকের দৃশ্যাবলী ও চরিত্রগুলির দেশীয় নামকরণ লক্ষণীয়। চরিত্রগুলির দেশীয় নামকরণের পাশাপাশি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্রহ্মদেশীয় নামগুলিও লিপিবন্ধ করেছেন ভূমিকালিপিতে।[10] যেমন—

পাঞ্চালের রাজা=পিঞ্জালো। রাজকুমার সুধনু=থুদানু। ধর্ম্মরাজ=দুমরাজা। মুকুন্দ [একজন শিকারী]=মোজলিন্দ। পাবক [সন্ন্যাসী]=পামুক। মোহক [দৈবজ্ঞ]=মোক। দৈত্য [রক্ষক, অনুচর ইত্যাদি]=বেলু। রাজকুমারী দামিনী [ধর্ম্মরাজের কন্যা]=দয়ামিনায়ু। মালিনী [মুকুন্দের স্ত্রী]=মালিঙয়া।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'রজতগিরি' গ্রন্থের একটি সমালোচনা 'বান্ধব' পত্রিকার ১৩১০ সালের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। নানাকারণে সমালোচনাটি উৎকলনযোগ্য :

"সংক্ষিপ্ত সমালোচন। 'রজতগিরি'। ব্রহ্মদেশীয় নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ। ব্রহ্মদেশীয় কাব্য এই বোধ হয় বাঙ্গালায় প্রথম অনুদিত হইল। অনুবাদের ভাষা অতি সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু উহা সর্ব্বাংশে আক্ষরিক অথবা অর্থানুগত হইয়াছে কিনা, তাহা অবধারণ করা আমাদিগের পক্ষে অসাধ্য। কারণ, ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় আমরা অপ্রবিষ্ট, এবং মূল গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদও আমাদিগের নয়নগোচর হয় নাই। যাঁহারা ব্রহ্মদেশীয়দিগের রীতিনীতি, আচার পদ্ধতি ও চিত্তের গতি বিষয়ে অভিজ্ঞতালাভ করিতে ইচ্ছা করেন, এই পুস্তকখানি, তাঁহাদিগের জন্য, একই সঙ্গে, আমোদজনক ও উপকারক হইবে। গ্রন্থের দুই একটি শব্দ, আমাদিগের কানে, পুরাতন সংস্কারের অভ্যস্ত শাসনে, একটু যেন বাধিল। যথা ১২ পৃষ্ঠায় 'প্রাণ-প্রিয়সী ওঠ', এবং ৫২ পৃষ্ঠায়, 'কেন বাছা ম্লান মুখ দেখিগো তোমায় বজ্রাহত লতা যেন লুণ্ঠিত ধরায়।' প্রাণ-প্রিয়সী স্থলে প্রাণ-প্রেয়সী বলিলেই ভাল হয় নাকি? অপিচ, 'লুণ্ঠিত ধরায়' এস্থলে 'লুণ্ঠিত' পদটি প্রযুক্ত কিনা, ইহা চিন্তনীয়। 'লুণ্ঠন' অর্থ অপহরণ। গ্রন্থকার যে অর্থে উহা ব্যবহার করিয়াছেন, সে অর্থে 'লুটায় ধরায়' বলিলে, বোধহয়, ব্যাকরণে ও বাস্তুনিয়মে, কোন অংশেও আর আপত্তি থাকে না। কিন্তু শব্দ প্রয়োগের এইরূপ সামান্য স্খলন, শত সাবধানতা সত্ত্বেও, সকলেরই অহঃরহ ঘটিয়া থাকে।"

উপরোক্ত সমালোচনা থেকে দুটি জিনিষ লক্ষণীয়—

১। মূল ব্রহ্মদেশীয় নাটকের ইংরাজী অনুবাদ ছিল, যদিও সমালোচক তা দেখেননি।[১১]

২। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মূল ব্রহ্মদেশীয় গ্রন্থটি দেখেছিলেন কিনা তা সঠিক জানা যাচ্ছে না তবে তিনি যে ইংরাজী নাটকটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তা মোটামুটিভাবে বোঝা যায়।

আলোচ্য গ্রন্থটি 'দুইটি ছোট অংশ ছাড়া আগাগোড়া অমিত্রাক্ষর পয়ার'[১২]-এ রচিত।

উদাহরণস্বরূপ দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের অংশ বিশেষ[১৩] এখানে উদ্ধৃত করা যাক :

রাজকুমার— সুচারু শশাঙ্ক-সম ভবিষ্য-মহিষি।
এমননি সৌন্দর্য্য তব—নাহি প্রয়োজন
মণি-মুক্তা অলঙ্কারে ভূষিতে শরীর,
প্রত্যেক গতিতে তব এমনি লাবণ্য—
বায়ুভরে মৃদুমন্দ দোলে যে পদ্মিনী
সেও হার মানে—এবে শোন মোর কথা।
কর্ত্তব্যের অনুরোধে অরাতি বিরুদ্ধে
যাইতেছি হেথা হ'তে, কোরো না বিলাপ,
সহচরী-গণ মাঝে—মনের আনন্দে
নিরাপদে থাক প্রিয়ে প্রাসাদ ভিতরে।

দামিনী— হানাথ! বুঝি বা এবে হয়েছ বিস্মৃত
আমি যে মানব নহি, জাতিতে অপ্সরা
ফেলে গেলে হেথা মোরে, কার পানে চাব?
কার মুখ হেরি পাব সান্ত্বনা আরাম—?
তা হবে না ওগো নাথ, ছাড়িব না কভু,
যেথায় যাইবে তুমি আমিও যাইব,
তাড়াইলে পদ তব ধরিব জড়ায়ে।
নিষ্ঠুর সোয়ামি ওগো! এই কি সময়?
গর্ভে ধরিয়াছি তব প্রিয়তম সুতে—
এ সময়ে তুমি নাথ ত্যজিবে আমারে?
নিতান্ত যাইবে যদি—একটু দাঁড়াও,

আঁখি-ভরে দেখে লই জনমের তরে !
চলে যদি যাও নাথ আমায় ফেলিয়ে
কি আগুন নিদারুণ জ্বলিবে এ হৃদে !
শতবার পুড়ে যদি বিশ্ব হয় খাক্,
শীতল সে অগ্নি তবু মোর জ্বালা কাছে ।
মরিলেই ভাল ছিল কেন না মরিনু ?
প্রাণ হ'ল ওষ্ঠাগত—বন্ধ হ'ল বাক্—[ক্রন্দন] ।

লক্ষণীয়, এখানে ধর্মরাজদুহিতা রাজকুমারী দামিনী পুরোপুরি বাঙ্গালী বধূ। অমিত্রাক্ষর পয়ারে রচিত সংলাপ সত্যই সহজ, সরল, হাদ্য এবং সর্বোপরি নাটকীয় গুণে গুণান্বিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আলোচ্য নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠানের সংবাদ সমসাময়িক গ্রন্থাদি ও পত্রপত্রিকায় পাওয়া যায় না।

□ অনুতাপিনী নবকামিনী নাটক

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

অনুতাপিনী নবকামিনী নাটক। শ্রীশ্যামাচরণ দাস দত্ত কর্ত্তৃক ইংরাজী হইতে অনুবাদিত। 'যত্নসহ করিয়াছি গ্রন্থ বিরচন। যত্নসহ, রসময়ি কর অধ্যয়ন। পাঠান্তে যদ্যাপি হয় পতি প্রতি মতি সফল হইল শ্রম, ভাবিব যুবতি।' কলিকাতা রয় এ্যান্ড কোম্পানির যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। কালীতলা ইমামবাড়ী লেন ৬৭, হইতে প্রকাশিত।

আখ্যাপত্রে গ্রন্থটি যে অনুবাদ-নাটক তা স্বীকার করা হলেও মূল ইংরাজি নাটকটি উল্লিখিত হয়নি। আসলে এটি নিকোলাস রো [১৬৭৪—১৭১৮] রচিত 'দি ফেয়ার পেনিটেন্ট' [১৭০৩, ইংরাজ ঔপন্যাসিক ম্যাসিনজার-এর 'ফেটালডাউরি'-র নাট্যরূপ][১৪] শীর্ষক ইংরাজি নাটকের বঙ্গানুবাদ। নাট্যকার নিকোলাস রো অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত আইনজ্ঞ [ব্যারিস্টার] ও সাংবাদিক ছিলেন। কবি-নাট্যকার পোপ ও জোসেফ অ্যাডিসনের বন্ধু রো-এর অন্যান্য নাটকের মধ্যে 'Tamarlane' (১৭০২), 'Ulysses' (১৭০৬), Lady Jane Grey' (১৭১৪) উল্লেখযোগ্য। দি ফেয়ার পেনিটেন্ট নাটকটি তাঁরই প্রযোজনায় ইংলন্ডের 'Lincoln's Inn

...ields'-এ সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ হয়। মূল নাটকের চরিত্রলিপিতে[১৫] নিম্নলিখিত অভিনেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন :

Dramatis Personae

Men

Sciolto, a nobleman of Genoa.

Altamont, a young lord, the husband of Calista.

Haratio, his friend.

Lothario, a young lord, and enemy to Altamont.

Rossano, his friend.

Women

Calista, daughter to Sciolto.

Lavinia, sister to Altamont, and wife to Horatio.

Lucilla, Confident to Calista.

Scene— Sciolto's palace and garden with some part of the street near it, in Genoa.

অনূদিত নাটকটি ১২৪ পৃষ্ঠায় গদ্য এবং কিছুটা পদ্যে [পয়ার ছন্দে] সম্পাদিত। মূল নাটক সম্পূর্ণভাবে পদ্যে রচিত। অনুবাদ কর্মে অঙ্ক কিংবা দৃশ্যের পরিবর্তে '১ম ব্যাপার' '২য় ব্যাপার' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে এবং ৬ষ্ঠ ব্যাপারে [মূল নাটকে ৫টি অঙ্কে ৫টি দৃশ্য আছে] নাটক সমাপ্ত হয়েছে। প্রত্যেক ব্যাপারে মূলানুযায়ী দৃশ্যের স্থান ['রঙ্গস্থল'] এবং সময় ['ঘটনার সময়'] নির্দেশ করা হয়েছে। ভারতীয় রাগরাগিনী ও তাল উল্লেখপূর্বক কয়েকটি গানও আছে। মূল নাটকের পদ্যে রচিত ৩৬ লাইন 'প্রোলোগ' অনুবাদ কর্মে বর্জিত হয়েছে।

ডঃ সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন :[১৬]

"মেয়েদের পড়িবার জন্যই এই অনুবাদ, অভিনয়ের উদ্দেশ্যে নয়"। আখ্যাপত্রের 'যত্নসহ......যুবতি' পদ্যটি ডঃ সেনের মতের সমর্থক। গ্রন্থের ভাষা প্রসঙ্গে ডঃ সেন বলেছেন[১৭]—

'ভাষা পুঁথিগত সাধুভাষা, স্থানে স্থানে অনুবাদগন্ধী'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রে গ্রন্থ রচনার কোন তারিখ নেই; ডঃ সেন তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে তারিখ নির্দেশ করেছেন ১২৬৩ সাল। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ক্যাটালগে ইংরাজী ১৮৫৬ সাল গ্রন্থ রচনার তারিখ বলে মুদ্রিত আছে।[১৮]

গ্রন্থের কোন ভূমিকা বা বিজ্ঞাপন না থাকায় গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে অনুবাদকের বক্তব্য জানা যায় না। তবে 'মেয়েদের পড়িবার জন্যই এই অনুবাদ, অভিনয়ের উদ্দেশ্যে নয়' ডঃ সেনের এ মত আরো বেশী সমর্থিত হয় গ্রন্থশেষে 'হোরেসিয়র' মুখে ভরত বাক্যে—

"দেখ আসিয়া কামিনীগণ কেলিষ্টার দশা।
'পাপাৎ ভবতি সুখঃ', করো না এ আশা ॥
অচ্ছিন্ন রাখিতে চাহ প্রণয় বন্ধন।
ধর্ম্মগ্রন্থ দিও তাহে করে আকিঞ্চন ॥"

অনুবাদকর্মে মূলের 'প্রোলোগ' [৩৬ লাইন] ও 'এপিলোগ' [৩৬ লাইন] অংশ বর্জিত হয়েছে।

গ্রন্থের আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় চরিত্রলিপি মুদ্রিত আছে। চরিত্রগুলির ইংরাজী নামকরণ প্রায় অপরিবর্তিত আছে। তাই অনূদিত নাটকে চরিত্রলিপি মূলানুযায়ী বলা চলে। শুধুমাত্র মূলের Sciolto হয়েছেন স্কাইওট্।

পুরুষ

১। স্কাইওট্— জিনোয়া নগরের এক বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত।
২। আলেমন্— স্কাইওটের বন্ধুপুত্র ও প্রিয়পাত্র।
৩। হোরেসিয়— আলেমনের স্বসূপতি ও পরমবন্ধু।
৪। লোথেরিয়— জিনোয়া নগরের অন্য এক সম্ভ্রান্তের পুত্র এবং আলেমনের যৎপরোনাস্তি বিদ্বেষকারী।
৫। রোসেনো,— লোথেরিয়ের বন্ধু।

স্ত্রী

১। কেলিষ্টা— স্কাইওটের পুত্রী।
২। লেবিনিয়া— আলেমনের ভগিনী ও হোরেসিয়ের পত্নী
৩। লুসিলিয়া— কেলিষ্টার সখী।

কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্জন সহ অনুবাদ কর্ম মোটামুটিভাবে মূলানুরূপ বলা চলে।

অনুবাদকর্মের নমুনাস্বরূপ ষষ্ঠ ব্যাপারের শেষাংশ[১৯] [১২২—১২৪ পৃষ্ঠা] নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

স্কাইওট্—   আলেমন্, ওখানে আর থাকিও না। আমার নিকটে আইস, অন্তিম সময়ে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাই। আমার সমস্ত বিভব তোমাকে ও হোরেসিয়কে দিলাম। তোমার পিতার গোরস্তান সন্নিধানে আমার গোর খনন করিয়া তথায় আমার দেহরক্ষা করিও। এবং তাঁহাকে স্মরণ করিও। তুমি আমারও পুত্র। ঈশ্বর করুন দীর্ঘজীবী হও এবং দিগ্বিজয়ী ও যশস্বী হইয়া পরমসুখে কাল যাপন কর।

[ইহা বলিয়া স্কাইওট্ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন !]

আলেমন্—   বন্ধো, তুমিই সমস্ত গ্রহণ কর। আমার কিছুতেই প্রয়োজন নাই। আমিও প্রিয়া স্কাইওটের পশ্চাদ্বর্ত্তী হই।

হোরেসিয়—   সখে অকারণে কাতর হইও না। ধৈর্য্যাবলম্বন কর। তুমি যাবজ্জীবন ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া কালক্ষেপ করিয়াছ, ঈশ্বর অবশ্যই তোমার মঙ্গল করিবেন। এ ক্লেশ চিরকাল থাকিবে না। তুমি অবিলম্বে সুখী হইবে সন্দেহ নাই। [মৃতদেহ সমূহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া] অদ্য ঈশ্বর আমাদিগকে কি ভয়ানক উপদেশ প্রকাশ করিলেন। অধর্ম্মের কি ভীষণ শাস্তি।

দেখ আসিয়া কামিনীগণ কেলিষ্টার দশা।
'পাপাৎ ভবতি সুখঃ' করো না এ আশা॥
অচ্ছিন্ন রাখিতে চাহ প্রণয় বন্ধন।
ধর্ম্মগ্রন্থ দিও তাহে করে আকিঞ্চন॥

[সকলে রঙ্গস্থল পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। পূর্ব্ব প্রকাশিত নাটক শ্রবণানন্তর কোন কামিনী কর্ত্তৃক সঙ্গীত। রাগিণী বিভাস। তাল—আড়াঠেকা।]

দুস্তর ভবার্ণবে তার তারিণি
তোমা ঋতে, কে তরিতে

পারে জননি !

সিন্ধু একে ভয়ঙ্কর,
তাহে মোহ অন্ধকার,
হেরে ত্রাসিত অন্তর,

শঙ্কর মোহিনি।

উঠে পাপের তরঙ্গ ;
কাঁপে থরথর অঙ্গ,
কর মাগো ভয় ভঙ্গ,

অভয় দায়িনি।

... ..."

লক্ষণীয় বিষয় হল অনুবাদ মূলানুযায়ী প্রায় যথাযথ।

অনুবাদকর্মের গদ্য-সাধুভাষা স্থানে স্থানে নাটকীয় রসমণ্ডিত হলেও অধিকাংশস্থলেই আড়ষ্ট এবং অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। মূল নাটকের [পদ্যে রচিত ৩৬ লাইন] 'এপিলোগ' অংশ [ল্যাভিনিয়া কর্তৃক উক্ত] অনুবাদকর্মে 'দুস্তর ভবার্ণবে······অভয়দায়িনি' ইত্যাদি গানে পর্যবসিত [সর্বাংশে মূল বর্জিত] হয়েছে।

অনুবাদক শ্যামাচরণ দাস দত্তের জীবনবৃত্তান্ত ও কর্মজ্ঞান প্রয়াসের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র জানা গেছে তিনি আর একটি নাট্যগ্রন্থের [কুরুক্ষেত্রোপাখ্যান—১৮৭৬] রচয়িতা ছিলেন।[২০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কলকাতা তথা ভারতে স্থাপিত দ্বিতীয় বিদেশী রঙ্গালয় 'দি নিউ প্লে হাউস' বা 'ক্যালকাটা থিয়েটারে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মূল ইংরাজি এ ভাষায় বিদেশী (এ দেশে বসবাসকারী) কুশীলবদের দ্বারা সর্বপ্রথম সাফল্যের সঙ্গে এই নাটকটি অভিনীত হয়েছিল তদানীন্তন অরফ্যান সোসাইটির সাহায্যার্থে। ক্যালকাটা গেজেটে মন্তব্য করা হয়—"The charactors were judiciously cast and in general well-supported"[২১]

☐ রাজপুত পতন

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ; ৩১৪ পৃষ্ঠায় ইতিহাসাশ্রিত ও ইতিহাস—কল্পিত নাটকের

আলোচনা প্রসঙ্গে অজ্ঞাতনামা লেখকের 'রাজপুত পতন' গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন।

রাজপুত পতন গ্রন্থটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ ঃ

রাজপুত পতন। [নাটক] "কেটো" সাহায্যে বিরচিত বহরমপুর ধনসিন্ধু যন্ত্রে। শ্রীকালিনাথ ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত। খ্রীঃ ১৮৭৮। বিনানুমতিতে অভিনয় নিষিদ্ধ। মূল্য ॥০ আট আনা।

'Cato' নাটকটি [১৭১৩] অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত সাংবাদিক [Spectator পত্রিকার সম্পাদক] ও সাহিত্যিক জোসেফ অ্যাডিসনের [১৬৭২—১৭১৯] রচনা। রাণী অ্যানের সময়কার রাজনৈতিক ঘটনা ছায়াপাত করেছে এই নাটকে। Cato বলেছিলেন 'Liberty'র পক্ষে। কবি ড্রাইডেনের প্রিয়পাত্র[২২] অ্যাডিসন 'Classical Scholar' হিসাবে সুবিখ্যাত ছিলেন। মূল নাটকটি Drury Lane এর Theatre Royal এ ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম রজনীতে নিম্নলিখিত অভিনেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। :[২৩]

DRAMATIS PERSONAE

Men

Cato— Mr. Booth.

Lucius, a senetor—Mr. Keen.

Sempronius, a senetor—Mr. Mills.

Juba, Prince of Numidia—Mr. Wilks.

Syphax, General of the Numidians—Mr. Cibber

Portius } Sons of Cato— Mr. Powell
Marcus } Mr. Ryan.

Decius, Ambassador from Caesar () Mr. Bowman

Mutineers, Guards etc.

Women

Mariea, Daughter to Cato—Mrs. Oldfield.

Lucia, daughter to lucius—Mrs. Porter.

Scene, a large Hall in the Governor's Palace of Utica.

কবি Pope রচিত দু পৃষ্ঠাব্যাপী 'Prologue' Mr. Wilks কর্তৃক অভিনীত হয়। নাটকের শেষে Dr. Garth কর্তৃক রচিত দু পৃষ্ঠাব্যাপী 'Epilogue' Mrs. Porter কর্তৃক অভিনীত হয়। মূল নাটকের প্রথম সংস্করণের অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ নিম্নরূপ :

প্রথম অঙ্ক—৬টি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্ক—৬টি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্ক—৭টি দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্ক—৪টি দৃশ্য এবং পঞ্চম অঙ্ক—৪টি দৃশ্য।

পরবর্তীকালের একটি সংস্করণে[২৪] দৃশ্য সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হয় :

প্রথম অঙ্ক—৪টি এবং দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম অঙ্কের প্রত্যেকটিতে একটি করে দৃশ্য।

অনূদিত নাটকের [রাজপুত পতন] আলোচনা প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'সরোজিনী' [১৮৭৪] নাটকের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। অবশ্য 'সরোজিনী'ও বাসিনের 'ইফিজেনিয়া' নাটকের অনুসরণ।[২৫]

আলোচ্য অনূদিত নাটকটি ছায়ানুবাদ পর্যায়ভুক্ত। রাজপুত জীবনের পটভূমিকায় দেশীয় সাজসজ্জা, ঘটনা ও চরিত্রের নামকরণ দ্বারা ৬২ পৃষ্ঠায় অষ্টম অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে গদ্যে অনুবাদকর্ম সম্পাদিত হয়েছে। ভারতীয় রাগরাগিনী ও তালের উল্লেখসহ অনেকগুলি গান আছে। নাটকের সূচনায় 'বেহাগ রাগে গেয় গানটিতে সমসাময়িক কালের দেশাত্মবোধ জাগরণ আন্দোলনের প্রভাব লক্ষণীয়। প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞাতনামা অনুবাদক সমসাময়িক-কালের দেশাত্মবোধ-আন্দোলনের প্রয়োজনেই সম্ভবত অ্যাডিসনের 'কেটো' নাটক অবলম্বনে আলোচ্য গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হন। নাটকটি বিয়োগান্ত। অমর-সিংহের অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জনের দ্বারা নাটকের সমাপ্তি। তারপর ভারত-মাতার গানটিও সূচনা-গীত রচনার উদ্দেশ্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

নাটকের সূচনা—সঙ্গীতটি নিম্নরূপ :

বেহাগ।

রাতি পোহাইল।
জাগ ওহে বীরগণ, দুঃখের রজনী প্রভাতা হইল।
সুমন্দ হিল্লোলে বহিছে পবন, সুগন্ধে পূরিছে ভুবন গগন ;
সুকণ্ঠে গাইছে বিহঙ্গমগণ, ভাস্কর করে জগত হাসিল।

আধারে লুকালো দুঃখের স্বপন, সুখ সূর্য্য বুঝি বিতরে কিরণ;
জাগ হয়ে সবে আনন্দিত মন; আজ বিধি প্রসন্ন ;
শোকেতে অধীরা ভারত জননী, দিবানিশি কাঁদে যবন অধীনী
হাহাকার করে হয়ে পাগলিনী অদৃষ্টের দোষে সব ঘুচাইল।
দেবতা বাঞ্ছিত ভারত ভুবন, ধরাতলে সম নন্দনকানন,
সুরগণ যাতে করিত ভ্রমণ, আজ সে ভারত শ্মশান ;
জননী উদ্ধারে হও একমন; বীরদর্পে ছেঁড় দাসত্ব বন্ধন,
হুহুঙ্কারে কাঁপাও ভারত ভুবন, নতুবা ভারত নিধন হইল।

গানটি গীতাভিনয় বা অপেরা ফর্মে রচিত। নাটক শুরু হবার পূর্বে 'বিবেক'-জাতীয় কেউ উদাত্তকণ্ঠে গানটি গেয়ে মূল নাটক পরিবেষণের পরিবেশ রচনা করবে—মনে হয় এরকম নির্দেশ করা হয়েছে।

অনুবাদকর্মে মূল নাটকের ছায়াই শুধু অনুসরণ করা হয়েছে। মূলের কাহিনী, দৃশ্য ও সংলাপের বহুল পরিবর্তনসহ দেশীয়করণ লক্ষণীয়।

অনুবাদকর্মের নমুনাস্বরূপ শেষ দৃশ্যের [অষ্টম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক] শেষাংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল—

[মন্দির অঙ্গনে। বেদী পরিবেষ্টিত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড, বেদী উপরে সতীশচন্দ্র, সুরঙ্গিনী, কতকগুলি পুরুষ ও স্ত্রী দণ্ডায়মান]

সুরঙ্গিনী— মা ভবানী। ধন্য তোমার মহিমা! যারা তোমায় ভক্তির সহিত সেবা করে তাদের দুঃখে তোমার দুঃখ হয় না। তুমি ত দেবী নও, তুমি রাক্ষসী; শ্মশানে তোমার আনন্দ, ভক্তের রক্তে তোমার পিপাসা মিটে। বুঝলেম মা, তোমার শরীরও পাষাণ, তোমার মনও পাষাণ!

সতীশ— [বক্ষে করাঘাত] জ্বলে গেল—জ্বলে গেল। আত্মা! ছাড়। আর কেন? ছাড়। কিজন্য আর এ দেহে? আত্মা! ছাড়—ছাড়। কি কর! কি কর! সুরঙ্গিনী কি কর। ছিছি! এও কি করে। আর সহ্য হয় না, এখন হতে চল।

যবনসৈন্য— পুড়ে মল পুড়ে মল।

[মন্দির প্রাচীরের বাহিরে রণবাদ্য ও আল্লাধ্বনি]

রাজপুতগণ—[উচ্চৈঃস্বরে ক্রমাগত] ভবানী মায়ি কি জয়! ভবানী মায়ি কি জয়!

অমর— [ইন্দিরা ক্রোড়ে বিকট হাস্যের সহিত উন্মত্তবৎ বেদির উপর নৃত্য] কি মজা কি মজা! ঠকেছিস্ ঠকেছিস্ সব ফাঁকি সব ফাঁকি। ইন্দিরা,-স্বর্ণ-প্রতিমা, দেব না, দেব না। ভবানী মায়ি কি জয়! [অন্যান্যের সহিত অগ্নিকুণ্ডে পতন]।

ভারত মাতা

[সুর—'নিদয় বিধাতা']

ভারতবাসীরে! জনম তরেরে,
ভাসালি আমারে, অকুল পাথারে।
দুঃখের সংসার, দুস্তর সাগর,
প্রলয় তরঙ্গে, কেমনে তরিবে?
পাপেরি কুহকে, অজ্ঞান হয়েরে,
ডুবালি আমারে, কলঙ্ক তিমিরে।
যেজাতি পূজিত; সেবিত আমারে,
সেজাতি আজিয়ে দাসত্বে বাঁধেরে।
একতা ঘুচায়ে, কি দুঃখ দিলিরে,
সোনার ভারতে, ভিখারী আমিরে।
সকলে হাসেরে, স্বাধীন অন্তরে;
আমিরে অধীনী, ভারতে কাঁদিরে।
আমারি ঐশ্বর্য, বিদেশী ভোগেরে,
আমারি ভারতে, আমি কেউ নারে।

দেশাত্মবোধ জাগরণের উদ্দেশ্যে যাত্রা নাটকের ফর্মে প্রায় সর্বাংশে মূল বর্জিত হয়ে দৃশ্য ও সংলাপ রচিত হয়েছে।

আলোচ্য অনূদিত নাটকটির কোনও অভিনয়ানুষ্ঠান সংবাদ সমসাময়িক গ্রন্থাদি ও পত্রপত্রিকা থেকে জানা যায় না।

□ শৈলকুমারী নাটক

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

শৈলকুমারী নাটক। প্রথম খণ্ড। শ্রী শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। "চমকিল অসিপ্রভা, মৃদু দীপালোকে, পড়িল দেবীর শীর, কাটি ভূমিতলে"? শ্রী রামকানাই দাস কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা। ৫৪ নং যোড়াসাঁকো বলরাম দের ষ্ট্রীটে শ্রী রাখালচন্দ্র দাস দ্বারা সুধাসিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৮৬ সাল। মূল্য ১, একটাকা মাত্র।

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য বা রীতি প্রসঙ্গে অনুবাদকের কোন মত জানা যায় না। আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'বিজ্ঞাপন'-এ অনুবাদক বলেছেন ঃ

বিজ্ঞাপন। 'শৈলকুমারী নাটক' প্রথম খণ্ড সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে প্রকট হইল। ইহা মিস্ পোরটারের 'স্কটীসচিফস্' নাম্নী উপন্যাসাবলম্বনে প্ররচিত। প্রথম মুদ্রাঙ্কনকালে ইহা যাহা হইল তাহার আর উপায় নাই, ভাবীকালে ইহা সুচারুরূপে মুদ্রিত করা হইবে। দ্বিতীয় খণ্ড অতি শীঘ্রই প্রচারিত হইবে। তাহাতে শৈল্যরাজের সহ সমরকেতুর অনেকানেক যুদ্ধ ও রণকৌশল, শৈল্যরাজের পরাজয় ও জয়কেতুর বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি সাতিশয় হৃদয়গ্রাহী, তাহার আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ফলে ইহা আদরের সহ সকলে গ্রহণ করিলে চরিতার্থ হইব, কিমধিকমিতি। একান্ত বিনয়াবনত শ্রী শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়। সাং কচুয়া। বসিরহাট। ৩ আশ্বিন সন ১২৮৬।

দুঃখের বিষয় গ্রন্থটির দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশিত হয়নি।

সমসাময়িক গ্রন্থাদি বা পত্রপত্রিকার বিবরণ থেকে আলোচ্য নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠানের সংবাদ পাওয়া যায় নি।[২৬]

মূল 'স্কটীস্‌চিফস্' গ্রন্থটি মিস্ পোরটারের একটি সার্থক রচনা।[২৭]

□ সাইন্ অফ্ দি ক্রশ্

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

উইলসন্ ব্যারেট লিখিত উপন্যাস অবলম্বনে। সাইন্ অফ্ দি ক্রশ্। ঐতিহাসিক নাটক। ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত। শ্রীভুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় নাটককারে রচিত। ১৯১৬ খৃঃ মূল্য ১ টাকা। প্রকাশক—

শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় ১৭/১৮ রাধামাধব সাহার লেন, কলিকাতা। প্রিন্টার শ্রীরাধাশ্যাম দাস ভিকটোরিয়া প্রেস। ২নং গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা।

নাটকটি নাট্যকার কর্তৃক "পূজনীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে আমার নাটকাকারে 'সাইন অব দি ক্রশ' বা ক্রুশ চিহ্ন ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত" অর্পিত হয়েছে। বলাবাহুল্য ভূপেন্দ্রনাথের অগ্রজ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় ইতিহাস' গ্রন্থকার ব্রজেন্দ্রনাথ একই ব্যক্তি নন। নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ একাধিক সৌখিন পেশাদার নাট্যশালার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে অনেকগুলি নাটক রচনা করেন—তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—ক্ষত্রবীর [১৯১৪], সওদাগর [১৯১৫], গোঁসাইজি [১৯১৫], পেলারামের স্বাদেশিকতা [১৯২২], জোরবরাত ১৯২৪], বাঙ্গালী [১৯২৬], শঙ্খধ্বনি [১৯২৯] ধরপাকড় [১৯৩১]। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ভূপেন্দ্রনাথ ও তাঁর নাট্যকর্ম সম্পর্কে উল্লেখ করেন নি। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের পরিশিষ্টে উপরোক্ত নাটকের নামগুলি ও তারিখ প্রদত্ত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে উক্ত 'পরিশিষ্টে' সাইন অফ দি ক্রশ-এর তারিখ ১৯১৫ বলা হয়েছে।

ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর নাট্য রচনায় গিরিশচন্দ্রের রচনা-রীতি প্রভাবে প্রভাবিত হন এবং নট-নাট্যকার-পরিচালক অমরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রত্যক্ষ প্রেরণা ও উৎসাহ লাভ করেন।[২৮]

'সাইন অফ দি ক্রশ' গ্রন্থ রচনার [অনুবাদ কর্মের] উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থের 'মুখবন্ধে' বলেছেন :

"সুহৃদপ্রবর শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ আমাকে মহাত্মা উইলসন ব্যারেট রচিত 'সাইন অফ দি ক্রশ' বাঙ্গালা নাটকাকারে লিখিবার জন্য বহুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন। আমার দুর্ভাগ্য—আমি এই জগদ্বিখ্যাত ইংরেজি উপন্যাস তখনও পড়ি নাই এবং পড়িবার জন্য আগ্রহ প্রকাশও করি নাই, সুতরাং সেই কারণে এতকাল বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করাও হয় নাই।

গত অগ্রহায়ণ মাসে অমরবাবু আমাকে জোর করিয়া কোনও ইংরেজি রঙ্গালয়ে সাইন অফ দি ক্রশের অভিনয় দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। অভিনয় দেখিয়া বুঝিলাম সত্যই আমার দুরদৃষ্ট তাই এমন একখানা গ্রন্থ এতকাল পড়ি নাই। অভিনয়ের পরদিনই একখানি উপন্যাস ক্রয়—এবং সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যারম্ভ এবং যথাসময়ে কার্য্যশেষ।"

আলোচ্য গ্রন্থটি চতুর্থ অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে ১৬০ পৃষ্ঠার কথ্য-গদ্যে সম্পন্ন হয়েছে। মূল উপন্যাসের চরিত্রগুলি যথোচিত নাটকীয়তার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রধান পুরুষ ও স্ত্রী চরিত্রগুলি নিম্নরূপ ঃ

নেরো—রোমের সম্রাট। মার্কাস—রোম সম্রাটের প্রতিনিধি।

টিজেলিনাস—রোমের বিভাগীয় শাসনকর্ত্তা। সারভিলাস ও স্ট্রেবো—গোয়েন্দাদ্বয়।

ফাভিয়াস—ক্রিশ্চান ধর্ম্মাবলম্বী দার্শনিক। গ্লাবরিও ও ফিলোডিমাস—রোমের ধনাঢ্য নাগরিকদ্বয়। ভিট্রুরিয়াস—মার্কাসের সৈন্যাধ্যক্ষ।

মিতেলাস—সেনানী। ষ্টিফেনাস—ক্রিশ্চান বালক।

মেলস—ফাভিয়াসের শিষ্য। লিসিনিয়াস—নগরপাল।

পাপিয়া—রোমের সম্রাজ্ঞী। মার্সিয়া—ক্রিশ্চান যুবতী।

বেরেনিস—রোমের সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য মহিলা।

ডাসিয়া— ঐ

জোনা—বেরেনিসের বাঁদী।

কাতিয়া— ঐ

আনকেরিয়া, জুলিয়া, সিরিনী, ভায়োনাস, ওনিয়া—নাগরিকগণ।

নাট্যকর্মের নমুনাস্বরূপ চতুর্থাঙ্কের শেষাংশ উদ্ধৃত করা হল ঃ

টিজেলিনাস—প্রতিনিধিসাহেব! সময় উপস্থিত। সম্রাট সিজার এই রমণীর শেষ সিদ্ধান্ত জানতে ইচ্ছা করেন। উনি কি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে জীবনরক্ষা করবেন, অথবা খ্রীষ্ট অনুরক্ত হ'য়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবেন?

মার্কাস— মার্সিয়া! কি উত্তর দোবো—মার্সিয়া?

মার্সিয়া— আমি খ্রীষ্টে অনুরক্ত থাকব—এবং মহাসুখে ছার প্রাণ হাসতে হাসতে পরিত্যাগ ক'র্ব্ব! মার্কাস! —বিদায়!

মার্কাস— বিদায়? না না বিদায় নয় মার্সিয়া! ছার মৃত্যু তোমায় আমায় বিচ্ছেদ করতে পার্ব্বে না! আমিও প্রস্তুত! আমার সংশয় দূরে চলে গেছে—মার্সিয়া—মার্সিয়া—আমি নূতন আলো দেখতে পেয়েছি!

[মার্সিয়ার হাত ধরিয়া টিজেলিনাসের প্রতি]

যাও টিজেলিনাস্—সিজারের কাছে তোমরা ফিরে যাও ! তাকে বলগে—মহাত্মা খ্রীষ্টেরই জয়লাভ হয়েছে। আজ থেকে মার্কাসও খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী—ক্রিশ্চান ! এস মার্সিয়া—এস আমার ধর্ম্মপত্নী—এস হৃদয়েশ্বরী—এস আমার সর্ব্বস্ব—আমার বুকে এস !

[মার্সিয়াকে বক্ষে ধারণ]

এ নাটকের স্টার থিয়েটারে অভিনয় প্রসঙ্গে সমসাময়িক একটি পত্রিকার [গ্রন্থশেষে মুদ্রিত অংশে পত্রিকার নাম নেই] "গ্রন্থ সমালোচনা" এখানে উল্লেখযোগ্য ঃ

"সাইন্ অফ্ দি ক্রশ্—মিঃ উইল্সন্ ব্যারেট লিখিত জগদ্বিখ্যাত একখানি উপন্যাস ; তাহা হইতে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া পাশ্চাত্ত্য রঙ্গালয় সেই নাটক অভিনয় করিয়া যেমন নাট্যাভিনয়ে অক্ষয় কীর্ত্তি স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছেন—সেইরূপ বঙ্গদেশে সেই 'সাইন্ অফ্ দি ক্রশ্' অভিনয় করিয়া স্টার থিয়েটার বাংলা থিয়েটারকে শীর্ষস্থানে স্থাপিত করিল !! বাংলা নাটক সৃষ্টি হওয়া পর্য্যন্ত এমন প্রাণোন্মাদকারী নাটক আর হয় নাই। উৎকৃষ্ট বাঁধাই—কাগজ ও ছাপা ! এ মনোহর নাটকের সবই মনোহর মূল্য ১্ মাত্র।"

এবার অভিনয় প্রসঙ্গে আসা যাক।

স্টার থিয়েটারে অভিনীত এ নাটকের প্রথম রজনীর [২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫] অভিনেতৃবর্গ নিম্নরূপ ছিলেন ঃ

মার্কাস—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। নিরো—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী। টিজেলিনাস্—মন্মথনাথ পাল [হাঁদুবাবু] ফ্যাবিয়াস্—হীরালাল দত্ত, লিসিনিয়াস্—প্রবোধচন্দ্র বসু। গ্লাবরিও—গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, সারভিলাস্—কার্ত্তিকচন্দ্র দে। টিটাস্—লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়, স্ট্রাবো—অটল বিহারী দাস, ফিলোডিমাস্—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মেলস্—হরিপদ সরকার, ভিটুরিয়াস্—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ষ্টিফেনাস্—চারুবালা, মার্সিয়া—কুসুমকুমারী, বেরিনিস্—বসন্তকুমারী, পাপিয়া—মৃণালিনী, ডাসিয়া—ভুষণকুমারী।

অভিনয় প্রসঙ্গে ২৩শে মার্চ ১৯১৪-র অমৃতবাজার পত্রিকায় বলা হয়—

"The Sign of the Cross on the whole, as produced by this Company, marks a distinct epoch in dramatic production."

অমরেন্দ্রনাথের মার্কাসের ভূমিকায় অভিনয় প্রসঙ্গে বলা হয় :

"Mr. Dutt as Marcus Superbus has one of the best parts yet assigned to him. His conception of the part of the Prefect of Rome is traditionally correct and he carries it out with dignity. Every dramatic situation in the meeting of Mercia and Marcus Superbus is brought home to the audience with telling effect, and the final scene, in which the doomed Christians pass from the dungean to the amphithetre, has been given with much dramatic power."

অনুবাদক ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন :

"সাইন্ অফ্ দি ক্রস্ ষ্টারে অভিনয় করাইতে—ইহার মহলা দেওয়াইতে এবং আগাগোড়া ইহার প্রত্যেক ভূমিকা শিখাইতে অমরবাবু যেরূপ প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহার নাট্যজীবন আরম্ভ হইতে অদ্যাবধি তিনি আর কখন কোন নাটক লইয়া সেরূপ করেন নাই। স্বয়ং মার্কাসের ভূমিকা অভিনয় করিয়া এরূপ একটা নূতন ছবি দেখাইলেন—বাঙ্গালা দেশে কোনও অভিনেতা অথবা কোনও দর্শক তাহা কল্পনাও করিতে পারেন না। কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ দর্শক মহোদয় সেদিন মার্কাসের ভূমিকায় তাঁহার অভিনয় দেখিয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিয়া গেলেন—Mr. Dutt—You are Garrick of all nations.' —কথাটা খুব বড়—কিন্তু মিথ্যা নয়! 'নেরো' এবং 'গ্লাবরিও' ভূমিকাদ্বয়ের অভিনয় দেখিয়া 'সাইন্ অফ্ দি ক্রসে'র ইংরাজী অভিনেতৃগণ স্বীকার করিয়াছেন, আমাদের 'গ্লাবরিও' এবং 'নেরো' এত ভাল হয় না। 'সাইন্ অফ্ দি ক্রস্' বঙ্গীয় নাট্যজগতে এতটা স্থান পাইবে—আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। যথার্থই বাঙ্গালী গুণের আদর করিতে জানে।"

অমরেন্দ্রনাথের জীবনীকার রমাপতি দত্ত বলেছেন :[২৯]

"বস্তুতঃ প্রথমাবির্ভাবে তাঁহার কণ্ঠোচ্চারিত 'ভিট্রিয়াস্! এ লোকটাকে কথা কইতে মানা কর।' —হইতে শেষ দৃশ্যে, 'যাও টিজেলিনাস্—সিজারের কাজে তোমরা ফিরে যাও! তাকে বলগে—মহাত্মা খৃষ্টেরই জয়লাভ হয়েছে।

আজ থেকে মার্কাসও খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ক্রিশ্চান্! এস মার্সিয়া—এস আমার ধর্ম্মপত্নী—এস, এইরকম বুকে বুকে—প্রাণে প্রাণে—হাতে হাতে—মিলিত হয়ে নবীন দম্পতি আমরা—বিবাহ বাসরে যাই! ওই শোন—ক্ষুধিত সিংহের বিকট গর্জ্জন!……এস! ঐ পরপারের উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় দিব্যালোকে আমাদের দাম্পত্যপ্রেম আলোকিত করি।' —পর্য্যন্ত, প্রতি দৃশ্যে, প্রতি বাক্যে অমরেন্দ্রনাথ যে অতুলনীয় চিত্র পরিস্ফুট করিতেন, তাহা কোন দর্শক আজীবন ভুলিবেন না।

ষ্টারে এই নাটকের আশাতীত সাফল্য দর্শনে; মিনার্ভায় অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'আহুতি'[৩০] অভিনীত হয় ও তাহাতে—দানীবাবু চন্দ্রপীট বা মার্কাস সাজেন। অমরেন্দ্রনাথের তুলনায় সে অভিনয় যে কত নিকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রেই জানেন। অনর্থক সে বিষয়ে বিস্তার করিব না।"

নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার প্রসঙ্গে অনুবাদক তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় সকৃতজ্ঞ চিত্তে বলেছেন :

"সাইন্ অফ্ দি ক্রশ্' অভিনয়ের জন্য সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত আশুতোষ পালিত মহাশয়গণের নিকট আমি সবিশেষ ঋণী।"

□ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত শুভদৃষ্টি

অনুবাদকর্ম—ভাবানুবাদ শ্রেণীভুক্ত। তৃতীয় অঙ্ক ষষ্ঠদৃশ্যে ১৫২ পৃষ্ঠায় গদ্যে[৩১] অনুবাদকর্ম সম্পাদিত। মাঝে মাঝে কয়েকটি গান আছে কিন্তু লক্ষণীয় হল ভারতীয় রাগ-রাগিনী বা তালের কোন নির্দেশ নেই। সংলাপের কিছু কিছু অংশ মূল ইংরাজীতে রাখা হয়েছে।

দৃষ্ট গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি ছিন্ন ছিল। তবে গ্রন্থে প্রদত্ত অন্যান্য বিবরণ থেকে জানা যায় যে—অনুবাদক শ্রী অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লর্ড লিটনের সুপ্রসিদ্ধ নাটিকা 'লেডি অফ্ লায়নস্' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন ১৩২২ সালে [১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ]।[৩২]

অনুবাদকর্মের উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে অপরেশচন্দ্র গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'-এ বলেছেন :

"চারি বৎসর পূর্ব্বে লর্ড লিটনের সুপ্রসিদ্ধ নাটিকা 'Lady of lyons' ['লেডি অফ্ লায়নস'] অনুবাদ করি। তখন ইংরাজী চরিত্রগুলির নামের পরিবর্ত্তে মুসলমানীয় নাম ব্যবহার করিয়াছিলাম, কিন্তু অনুবাদ করিবার পর দেখি, ইংরাজী নাটকে যে রস আমার গ্রন্থে তাহার কিছুই পরিস্ফুট হয় নাই; বরং ইংরাজী সমাজের চিত্র মুসলমানীয় সমাজে পরিণত করায় একটা উৎকট ভাবের বিকাশ হইয়াছে মাত্র। অভিনয় না করিয়া পুস্তকখানি ফেলিয়া রাখি; কিন্তু 'লেডি অফ্ লায়নস' নাটিকায় লিটন 'পালন' চরিত্রে প্রেম ও গর্ব্বের যে সমুজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা নাটকে অবতারণা করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারি নাই। অথচ ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াও এই ইংরাজী নাটকের অবদান কি মুসলমান সমাজ, কি হিন্দু সমাজ; কোন সমাজেই ঠিক খাপ খাওয়াইতে অপারগ হই। সেই নিমিত্তই এবারে দো-আঁশলা ইঙ্গ-বঙ্গের উচ্ছৃঙ্খল সমাজের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া 'লেডি অফ্ লায়নস' অবলম্বনে, অনেক স্থানে অনেক দৃশ্য যথাযথ অনুবাদ করিয়া 'শুভদৃষ্টি' নাটক প্রণয়ন করিলাম। কিন্তু বাঙ্গালীর সমাজ ও চরিত্রগত সামঞ্জস্য রাখিতে গিয়া অনেক স্থলে নিজের কল্পনারও সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। লিটনের অঙ্কিত কোনকোন পাত্রপাত্রীর চরিত্র সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তনও করিয়াছি। সারদা, শিরোমণি, শ্যামলাল প্রভৃতি চরিত্র লিটনে নাই—ইহারা আমার কল্পিত। দামোদর, ঘনবরণ, প্যারীচাঁদ লিটনেরই চরিত্র, আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া বাঙ্গালীর আকার দিয়াছি। মহামায়াও মূল গ্রন্থের চরিত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। লেডি স্যাভারাম, স্যার স্যাভারাম, ডোরা-নলিনী লিটনের অঙ্কিত চরিত্রের কায়া ও ছায়া অবলম্বনে লিখিত। বিশ্বনাথকে 'জাল-যুবরাজ' সাজান, স্যার স্যাভারামের বাটীতে ডোবা-নলিনীর সহিত তাহার প্রেমাভিনয়, অঙ্গুরীয় ও নস্যদানি লইয়া রহস্য, বিবাহের পর বিশ্বনাথের গৃহে আগতা ডোরা-নলিনীর আকস্মিক পরিবর্ত্তন—এই সমস্ত ঘটনা মূল গ্রন্থেও যেমন আছে, আমার নাটকেও ঠিক সেইভাবেই রাখিয়াছি, বিশেষ কিছু পারবর্ত্তন করি নাই, এমন কি অনেক স্থলে আমার ভাষা লিটনের অনুবাদ মাত্র।

ইহা ইংরাজী নাটকের কায়া ও ছায়া অবলম্বনে লিখিত হইলেও আমাদের দেশের মাটির উপযোগী হইয়াছে কি একেবারেই মাটি হইয়াছে, সমালোচক তাহা বিচার করিবেন। যদি ইহা কোন অংশে দর্শক ও পাঠকের মনোজ্ঞ হয়, তাহা লিটনের কৃতিত্ব, যদি রসভঙ্গ কিছু হইয়া থাকে তাহা আমারই অক্ষমতা।

—শ্রী অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ৫৫নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ২৬শে শ্রাবণ, ১৩২২ সাল।"

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শুধুমাত্র প্রায় তিরিশখানি নাটকের রচয়িতাই [তারমধ্যে তিনখানি অনূদিত নাটক] ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ নট ও নাট্য শিক্ষক। তাই বিদেশী নাটকের অনুবাদকালে নাটকের অভিনেয়তার দিকে তাঁর সুতীক্ষ্ন দৃষ্টি ছিল। 'বিজ্ঞাপন'-এর বক্তব্যে তাই তিনি অনুবাদের রীতি প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে সবকিছু নিবেদন করেছেন। আলোচ্য নাটকখানির একটি সুবিস্তৃত সমালোচনা [সমালোচকের নাম প্রদত্ত হয়নি] 'মানসী' পত্রিকার ৮ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যায় [বৈশাখ ১৩২৩] প্রকাশিত হয়। সমালোচক বলেন—

"ইহা একখানি তিন অঙ্কে সমাপ্ত নাটক, লর্ড লিটনের 'Lady of Lyons' নামক নাটক অবলম্বনে লিখিত। লেখক গ্রন্থখানিকে সামাজিক নাটক বলিয়াছেন।—'দো-আঁশলা ইঙ্গবঙ্গের উচ্ছৃংখল সমাজের' চিত্র ইহাতে আঁকিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ভাবানুবাদ ভালই হইয়াছে; কিন্তু তথাপি লেখকের উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, প্রথমতঃ, বর্তমানকালে আমরা এইরূপ দো-আঁশলা ইঙ্গবঙ্গ সমাজের অস্তিত্বই স্বীকার করি না। এককালে হয়ত অনেকে সাহেবিয়ানার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু দেশে এখন নূতন হাওয়া বহিয়াছে। ধনী কিম্বা বিলাত ফেরৎ বাঙ্গালীদের মধ্যে স্যার স্যাভারামের মত জাতীয় সম্মান-জ্ঞানহীন কেহ এখন আছেন বলিয়া বিশ্বাস করি না। সুতরাং, এইরূপ উৎকট সমাজই যখন নাই, তখন এরকম সামাজিক নাটকের সার্থকতা কি? দ্বিতীয়তঃ সামাজিক নাটকের ঘটনাগুলি সমস্তই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হওয়া চাই! কিন্তু এই নাটকের অধিকাংশ ঘটনাই এমন অসম্ভব এবং অস্বাভাবিক যে লেখকের কল্পিত উচ্ছৃংখল সমাজ মানিয়া লইলেও বাস্তবের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ অত্যন্ত ক্ষীণ বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্যসমাজে যাহা স্বাভাবিক আমাদের দেশে সামাজিক প্রথার শতবিপর্যয়েও তাহা স্বাভাবিক না হইতে পারে। জাল জলন্ধর যুবরাজের সহিত ডোরা-নলিনীর বিবাহ ব্যাপারটা আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইয়াছে। পাশ্চাত্য সমাজেও এরূপ বিবাহ-কল্পনার একটা অসম্ভব এবং অত্যন্ত হাস্যকর দিক আছে, তাহা বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার মোলিয়রের The Shop Keeper turned Gentleman ('Gentil homme') নাটক পাঠে

বুঝিতে পারা যায়। এই নাটকেও দেখি, একজন ব্যবসাদার প্রভূত ধনশালী হইয়া প্রতিজ্ঞা করে যে তাহার কন্যার একজন লর্ড কিম্বা রাজপুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিবে। মেয়েটির একটি মধ্যবিত্ত প্রণয়ী ছিল। সে বেচারা যখন কন্যার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হইল, তখন সে নিরুপায় হইয়া তাহার এক বন্ধুর সাহায্যে তুর্কী যুবরাজ সাজিল। তখন আর বিবাহে কোন বাধা রহিল না ; এবং অবিলম্বে মহা আড়ম্বরে তুর্কী ফ্যাসানে বিবাহ হইয়া গেল। এই দৃশ্যগুলি সমস্তই হাস্য রসাত্মক ; সুতরাং নাট্যকারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। মোলিয়েরের যে ব্যাপার লইয়া হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন 'শুভদৃষ্টি'র গ্রন্থকার তাহাই আমাদের দেশে স্বাভাবিক বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন দেখিয়া এত কথা বলিতে হইল।

কিন্তু এই সকল দোষ সত্ত্বেও নাটকখানি উপভোগ্য হইয়াছে। জমীদার ঘনবরণ, তস্য বন্ধু প্যারীচাঁদ, দালাল শ্যামলাল এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শিরোমণি— এই সকল চরিত্র সুন্দরচিত্রিত হইয়াছে। ভাষাটি ভাল এবং কথোপকথনে স্বাভাবিকতা আছে।"৩৩

বলা বাহুল্য সমালোচক যে বলেছেন 'ভাষাটি ভাল এবং কথোপকথনে স্বাভাবিকতা আছে'—তা সর্বাংশে সত্য। উদাহরণ স্বরূপ দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যের অংশবিশেষ [স্যার স্যাভারামের উদ্যানবাটীর কুঞ্জ] এখানে উদ্ধৃত করা করা গেল ঃ

ডোরা— তুমি যাই বল তাই মিষ্টি ; কিন্তু জালন্ধরের মহিমান্বিত বংশের অলঙ্কার তুমি—

বিশ্বনাথ—না না, আমি এ গর্ব চাই না ; মৃতের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্টে জীবন-ধারণ করতে আমি ঘৃণা করি। কেন ? নিজের করবার কি কিছুই নেই ? নিজে কি বড়লোক হতে পারি না ? হায় ডোরা, যদি আমার চোখ নিয়ে সংসার দেখতে—

ডোরা— থাক্, আমি আমার চোখ দিয়ে তোমায় দেখি। জালন্ধরের রাজবংশের অলঙ্কার—মনে করতেও গর্বে আমার হৃদয় আনন্দে মেতে উঠে ! তুমি আমায় ভালবাস—কত সৌভাগ্য আমার ! যখন তোমার মুখে তোমার পূর্বপুরুষের গুণ গরিমার কথা শুনেছি, তখন মনে হয়েছে ওথেলো যেন ডিনডেমোনার কাছে কত বীরত্ব-কাহিনী বলছে। তোমার ঐশ্বর্য্য বর্ণনা আমার

উপন্যাস বলে মনে হচ্ছে। তুমি কতবার তোমার ভু-স্বর্গ কাশ্মীরের শুভ্রশির—মর্ম্মর প্রাসাদের কথা আমায় ব'লেছ, আমি বিমুগ্ধা হরিণীর মত তোমার সে বর্ণনা-গীতি শুনেছি ; শুনে এ প্রাণ তোমার চরণে ডালি দিয়েছি।

এরপর পদ্যে [পয়ার ছন্দে] বিশ্বনাথ-ডোরার প্রেমদৃশ্যের সংলাপগুলি রচিত হয়েছে।

আলোচ্য নাটকটি ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

□ **শঙ্খধ্বনি**

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

শঙ্খধ্বনি। শ্রীভুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। নাট্যমন্দির কর্ত্তৃক অভিনীত। প্রথম অভিনয় রজনী ঃ ১৬ই কার্ত্তিক শনিবার সন ১৩৩৬ সাল। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স ২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা একটাকা।

মুদ্রিত গ্রন্থটি নাট্যকার কর্ত্তৃক "যাহার অক্লান্ত পরিশ্রমে—চেষ্টায় যত্নে ও প্রযোজনায় এবং অনন্যসাধ্য-অভুতপূর্ব্ব কৃতিত্বে 'শঙ্খধ্বনি' নাট্যজগতে সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছে, যিনি ভিন্ন নাট্যজগৎকে অন্য কোন শক্তিমান যথোচিতভাবে এই 'শঙ্খধ্বনি' শুনাইতে সক্ষম হইতেন না বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস, সেই বর্ত্তমান নাট্য-যুগ-প্রবর্তক আদর্শ অভিনেতা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর করে"······"প্রীতি উপহার স্বরূপ" প্রদত্ত হয়েছে।

আলোচ্য নাটক অনুবাদের উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে ভুপেন্দ্রনাথ গ্রন্থের 'দু একটী কথা'তে বলেছেন—

শঙ্খধ্বনি পাশ্চাত্যদেশের জগৎপ্রসিদ্ধ নট সার হেনরী আরভিং কর্ত্তৃক প্রযোজিত এবং অভিনীত 'দি বেল্স' (The Bells) নামক নাটকের ছায়া অবলম্বনে রচিত। প্রথমে ইহা 'শঙ্খনাদ' নামে প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু সাহিত্যিক সুহৃদের পরামর্শে 'শঙ্খনাদ' নামের পরিবর্ত্তে 'শঙ্খধ্বনি' নামকরণ হইল। নাটকখানি প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। কি কারণে এতকাল অভিনীত হয় নাই—সে সম্বন্ধে অনেক কাহিনী আছে। এক্ষেত্রে তাহা প্রকাশ না করাই যুক্তিযুক্ত। বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বজনপ্রিয় আদর্শ-অভিনেতা

—বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের কৃপায় নাট্যজগৎ এই 'শঙ্খধ্বনি' শুনিবার সুযোগ পাইলেন।

অভিনয় হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য শিশিরকুমারের প্রযোজনায় অভিনয়কালে 'শঙ্খধ্বনি' নাটকের কোন কোন অংশ বর্জিত হয়।

মূল ইংরাজী নাটকটি কেউ কেউ Alexander Dumas-এর The Bells অবলম্বনে রচিত মনে করলেও আসলে এটির রচয়িতা Leopold Lewis এবং তিনি মূল পোলিশ নাটক Erckmann Chatrian রচিত Le Juif Polonais (The Polish Jew) অবলম্বনে এটি রচনা করেন। ইংলণ্ডের লাইসিয়াম থিয়েটারে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের অন্যতম হেনরী আরভিং-এর পরিচালনায় ২৫শে নভেম্বর ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এটি মঞ্চস্থ হয়।

লাইসিয়াম থিয়েটারে 'দি বেলস্' নাটকের রাত্রির অভিনয়ের প্রোগ্রামটি নিম্নরূপ ঃ

Royal

Lyceum Theatre

Licensed By The Lord

Chamberlain to Mr. H. L. Bateman

Sole Lessee and Manager,

This Evening, Saturday, November 25

Will be produced A New Drama In Three Acts

By

Leopold Lewis

Entitled

The Bells,

Adapted from 'The Polish Jew',

A Dramatic study By M. M. Erckman Chatrion.

Mathias.	Mr. Henry Irving
Walter.	Mr. Frank Hall.
Hans.	Mr. F. W. Irish.
Chrisaian.	Mr. Herbert Crellin.

Doctor Zimner	Mr. A. Tapping.
Notary.	Mr. Collett.
Tony.	Mr. Fredericks.
Fitz.	Mr. Fotheringham.
Karl.	Mr. Everard.
Catherine.	Miss G. Pauncefort.
Annette.	Miss Fanny Heywood.
Sozel.	Miss Ellen Mayne,

with new and appropriate Scenery by Hawes Craven, H. Cuthbert and Assistants.

The Music composed and arranged by M. E. Singla.

Chef D' Orchestro of the Theatre Cluny, Paris, who is (by the kind permission of M. Larochelle) specially engaged for this piece, and will conduct the Orchestra.

The Mechanical Effects by Mr. H. Jones. The Properties by A. Arnott. and Assistants.

Costumes by Sam, May and Mrs. Ridler.

The whole produced under the immediate direction of Mr. H. L. Bateman.

অনূদিত শঙ্খধ্বনি নাটকটি দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ক্রোড়াঙ্কে ৮৪ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে সমাপ্ত হয়েছে। কয়েকটি গান আছে।

শঙ্খধ্বনি নাটকের চরিত্রলিপি নিম্নরূপ :

কেতনলাল—	মিবারান্তর্গত শিয়ার গ্রাম [নাথদ্বার] নিবাসী জনৈক সামন্ত।
অজিতসিংহ—	সম্ভ্রান্তবংশীয় রাজপুত যুবক।
মধুভট্ট—	নাথজী বিগ্রহ দেবের পুরোহিত
দিনকর—	ঐ মন্দিরের সেবায়েৎ
জগমল—	কেতনলালের ভৃত্য।

বৈদ্যরাজ, কুমারগণ, সম্ভ্রান্ত রাজপুতগণ ইত্যাদি।

গৌরী—	কেতনলালের স্ত্রী
পূর্ণা—	ঐ কন্যা।

কুমারী সখীগণ, নাগরিকাগণ, মিবারবাসিনীগণ, পরিচারিকাগণ ইত্যাদি।

এবার শঙ্খধ্বনি নাটকের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক ঃ

প্রথম অঙ্ক— গৌরী, কেতনলাল ও পূর্ণা।

গৌরী—	ছি…ছি…ও কথা বলতে নেই। হোরির দিনে মেবারের পথঘাট—এইরকম আবীরের রং-এ লালবর্ণ হয়ে থাকে। তার ওপর বৃষ্টি পড়ছে,—পথে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে —তাই রক্ত স্রোতের মত দেখাচ্ছে।
কেতনলাল—	তা বটে—তা বটে! রক্ত স্রোতের মতন দেখাচ্ছে বটে! ঐ আবীরের রক্তস্রোতে যদি মানুষের রক্ত মিশে যায়,— ধরবার উপায় নেই—কি বল? ধরবার উপায় নেই।
পূর্ণা—	এই দুর্যোগে আপনি এলেন কি করে?
কেতন—	পালিয়ে এলুম মা,—দুর্যোগ দেখে! চারদিকে আবীরের দরুণ রক্তবর্ণ বৃষ্টির জল—জলস্রোতের মত বয়ে যাচ্ছে দেখে—আর তার ওপর রাজপ্রাসাদে চারদিকে শঙ্খধ্বনি…উঃ…সে কি ভীষণ…কি ভীষণ! ছুটে পালিয়ে এলুম। কিন্তু – নিস্তার নেই, কোথাও নিস্তার নেই!

এবার অভিনয় প্রসঙ্গে আসা যাক।

এডওয়ার্ড গর্ডনক্রেগ তাঁর হেনরী আরভিং-এর জীবনীতে 'দি বেলস' নাটকে আরভিং-এর অভিনয় সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছেন তার কিছু অংশ [বঙ্গানুবাদ] এখানে উল্লেখযোগ্য ঃ

"ব্রডরিব [আরভিং-এর আসল নাম] যেদিন আরভিং হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন সে দিনটা হচ্ছে যেদিন তিনি ১৮৫৬ সালে সাণ্ডারল্যাণ্ডে অভিনয়ে যোগদান করেন। কিন্তু যেদিন তিনি আরভিং হলেন সেদিনটা হচ্ছে ১৫ বছর বাদে, ১৮৭১ সালের ২২শে নভেম্বর অর্থাৎ যেদিন তিনি 'দি বেলস' প্রযোজনা করলেন এবং তাতে অভিনয় করলেন।

শিল্পী তাঁর কেরিয়ার শুরু করেন যেদিন সেদিন তিনি তাঁর মাস্টারপিস্ সম্পূর্ণ করেন। মাস্টারপিস্ আসলে একটিই হয়। যদিও বহুবচনে অনেক সময় এই শব্দটির ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 'দি বেল্‌স্' হচ্ছে আরভিং-এর মাস্টারপিস্—এ নাটকটিই তাঁকে মাস্টার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।...

...যখন ব্রডরিব্ 'দি বেল্‌সে'র রিহার্সাল চালাচ্ছিলেন, সে সময় মিঃ এফ্ বারনান্ড ঐ একই গল্পের উপর ভিত্তি করে 'ড্রিম অভ্ রিট্রিবিউশন' বলে যে নাটকটি রচনা করেছিলেন সেটি রয়েল এ্যালফ্রেড থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়—১৩ই নভেম্বর এটি মঞ্চস্থ হয় এবং ফ্লপ্ করে। এর পররাত্রি বাদে যুবক ব্রডরিব 'দি বেল্‌স্' নাটকে ম্যাথিয়াসের ভূমিকায় দর্শকদের অভিবাদন করেন—and on that night of November 25th, and not before, the greatest actor of the century sprang into existence—Brodriff became Henry Irving."

শঙ্খধ্বনি নাটকটি সর্বপ্রথম অভিনীত হয় 'নাট্যমন্দির' রঙ্গমঞ্চে ২রা নভেম্বর ১৯২৯ সালে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায়। শিশিরকুমারের অভিনয় প্রসঙ্গে 'নাচঘর' পত্রিকার ২২এ কার্ত্তিক ১৩৩৬ সালের সংখ্যায় একটা আলোচনা প্রকাশিত হয়। আলোচনায় বলা হয়—

"নাট্যমন্দিরে শঙ্খধ্বনি শুনলুম না—দেখলুম। বিখ্যাত বিলাতী নাটক 'The Bells' অবলম্বনে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শঙ্খধ্বনি' রচনা করেছেন। গত-পূর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজ নট স্যার হেনরী আরভিং ঐ নাটকের প্রধান ভূমিকায় অভিনয়-কৌশল দেখিয়ে অমর হয়ে আছেন। জানিনা আরভিং কেমন অভিনয় করতেন। কিন্তু 'শঙ্খধ্বনি'-র কেতনলালের ভূমিকায় শিশিরকুমার অতুলনীয় প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন। আরভিং তাঁর চেয়েও শক্তি দেখিয়েছিলেন শুনলে বিস্মিত হব। শিশিরকুমারের কেতনলাল এক বিরাট সৃষ্টি।

☐ নীলপাখি

বাংলা নাট্যসাহিত্যে রূপক ও সাংকেতিক নাটকের আদি রচয়িতা হলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর রাজা নাটক প্রকাশিত হয় ১৯১০ এ এবং 'ডাকঘর' ১৯১২ তে। ১৯১০—১৯১৯ এই দশ বৎসর রূপক সাংকেতিক নাটকের ওপর

বুধমণ্ডলীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। তত্ত্ববোধিনী, মানসী, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় কয়েকটি আলোচনা এবং অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। রূপক নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত বেলজিয়াম কবি নাট্যকার মরিস্ মেটারলিঙ্কের রূপক নাটক 'দি ব্লু বার্ড'র দ্বারা প্রভাবিত হন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ১৩২০ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী 'মেটারলিঙ্ক' সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করেন। ঐ বৎসর 'মানসী' পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নীলপাখি' নাম দিয়ে 'দি ব্লু বার্ড' নাটকের প্রথম চিত্রটির [দৃশ্য] বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন[৩৪] এবং অজিতকুমারের জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধটির [তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত] প্রতি সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। এরপর শ্রী যামিনীকান্ত সোম ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে [ভাদ্র ১৩২৪, আশ্বিন ১৩২৪, কার্ত্তিক ১৩২৪, অগ্রহায়ণ ১৩২৪ ও পৌষ ১৩২৪—পঞ্চম অঙ্কের সমাপ্তি পর্যন্ত মুদ্রিত হয়, ষষ্ঠ অঙ্ক প্রকাশিত হয়নি] 'ব্লু বার্ড'র মর্মানুবাদ 'নীলপাখি' প্রকাশ করেন এবং প্রায় দশ বৎসর পরে এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড থেকে ১৩৩৫ সালে [১৯২৮ খ্রী] ঐ অনুবাদ কর্ম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

পরবর্তীকালে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এর একটি আখ্যানুবাদ প্রকাশ করেন।

এছাড়া কয়েকটি ইংরাজী নাটকের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ অনুবাদ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—

১। Cox and Box and Box and Cox-এর অনুসরণে অমৃতলাল বসুর নাটক চাটুজ্জে বাড়ুজ্জে [১৮৮৬]।

২। ইংরাজী প্রহসন ব্রাদার জিল্ এণ্ড আই অবলম্বনে উপেন্দ্রনাথ দাসের 'দাদা ও আমি' [১২৯৫ সাল]।

৩। ইবসেন্-এর The enemy of the people অবলম্বনে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'দশচক্র' [১৩১৬ সাল]।

৪। সেরিডন-এর 'Ducona'-র গল্পাংশ অবলম্বনে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'রঙ্গিলা' [১৯১৪]।

৫। রুডল্‌ফ্ বেশিয়ের-এর দি ব্যারেট্‌স্ অফ্ উইম্‌পোল্ স্ট্রীট্ [ইংরাজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং-এর স্ত্রী এলিজাবেথ ব্রাউনিং-এর

জীবনী অবলম্বনে] নাটক অবলম্বনে গীতাদেবী রচিত 'বিপর্যয়'-[১৯৩৫]।

উপরোক্ত অনুবাদকর্মগুলি নিছক অনুবাদের জন্য অনুবাদ অথবা অভিনয়ের প্রয়োজনে ছায়ানুবাদ বলে নাটকের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরিহার করা হল।

দ্রষ্টব্য :

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : ডঃ সুকুমার সেন, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪১।

২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় নট্যেশালার ইতিহাস' গ্রন্থের 'নাট্যকার ও নাট্যগ্রন্থ' অধ্যায়ে ২১১ পৃষ্ঠায় এ গ্রন্থ রচনার তারিখ '১৮৭৫, ২৩শে জানুয়ারি, বাংলা বৈশাখ ১২৮১ সাল' বলে উল্লেখ করেছেন।

৩। 'ব্রহ্মদেশীয় এক মনোহর কাব্য আধুনিক নাটকের প্রণালীতে লিখিয়া প্রকাশ করিতেছি।"—হরচন্দ্র ঘোষ।

"ব্রহ্মদেশীয় ভাষার প্রকৃতি এইরূপ যে, উহার একটি কথার অর্থ, উচ্চারণের তারতম্যে অনেক বদলিয়া যায়। এইজন্য ঐ ভাষা দ্ব্যর্থ ও শ্লেষাত্মক বাক্য রচনার পক্ষে অতীব অনুকূল।...তাহার উদাহরণ স্বরূপ একটি নাটক আমরা নিম্নে অবিকল অনুবাদ করিয়া পাঠকগণের বিচারের উপর নির্ভর করিতেছি।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর রচিত নাটকের চরিত্রগুলির দেশীয় নামকরণের সঙ্গে সঙ্গে মূল ব্রহ্মদেশীয় নামগুলিও লিপিবদ্ধ করেছেন।

৪। ইংরাজী নাটক The Silver Hill-এ দুটি অঙ্ক এবং ২০টি দৃশ্য [৭+১৩] আছে।

৫। দৃশ্যকাব্য পরিচয় : শ্রীসত্যজীবন মুখোপাধ্যায়, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃষ্ঠা ২২—২৩।

৬। নানানিবন্ধ ('হরচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী') : ডঃ সুশীল কুমার দে, পৃষ্ঠা ১৬৮—১৭২।

৭। ইংরাজি নাটকে এটি দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য বলে চিহ্নিত হয়েছে। বলা বাহুল্য হরচন্দ্র ইংরাজি পাঠের অধিকাংশ অংশই পরিবর্তিত করেছেন এবং তার ফল ভাল হয়নি [দ্রষ্টব্য মূল ইংরাজি নাটকের "Prince : Fair as moon......my speech (She weeps)" অংশ]।

৮। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—ডঃ সুকুমার সেন তাঁর সুবিখ্যাত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের ২য় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণের ১০২—১০৩ পৃষ্ঠায় রজতগিরি নন্দিনীর কাহিনীর প্রাসঙ্গিক আলোচনায় বলেছেন—

"সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'কিন্নর-কামিনী নাটক' [ভাটপাড়া, ১৮৭২] একদশাঙ্ক। কাহিনী রজতগিরি নন্দিনীর মত। দুই একটি ভূমিকায় লেখকের কিছু দক্ষতার পরিচয় আছে। বৈরাগীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের বৈরাগীর যেন পূর্বাভাস আছে। রচনা সরল, সংলাপ শোভন। দশম অঙ্কে পুরীযাত্রীদের দৃশ্য বেশ বাস্তব। 'উপাঙ্ক' অর্থাৎ প্রস্তাবনা সংস্কৃত নাটকের মত।"

৯। আসলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি ইংরাজী নাটকের অন্যতম অনুবাদক ক্যাপ্টেন স্পার্কস্-এর ইংরাজী ভূমিকার বক্তব্যের পরিবর্ধিত বাংলা অনুবাদ ছাড়া কিছুই নয়।

১০। এর কারণ স্বরূপ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন—

"পাঠকগণের পাঠ সুখকর করিবার জন্য ব্রহ্মদেশীয় নামগুলি অস্মাদ্দেশীয় আকারে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে।" প্রসঙ্গত ইংরাজি নাটকের ভূমিকালিপিটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

Dramatis Personoe

The King of Pinzala—Prince Thoodanoo, his son heir to the throne. Doomarajah—King of the Silver Hill in Fairy land. Mozalinda—A hunter. Pamonk—a hermit. Moka—A Soothsayer. Another hermit, Ministers of State, Officers, a Beloo (An Ogre, whose favorite food is human flesh), Guards, Attendants & etc. etc.

Princess Dwaymenau, daughter of king Doomarajah

Six princess—Her sisters.

Mala—Chief of the ladies of the palace of Pinzala.

Ma—ningya—wife of Mozalinda,

Virgin Attendants, etc. etc.

১১। সুকুমার সেন যে এ গ্রন্থকে 'ইংরেজী হইতে অনূদিত' বলেছেন তা সমর্থিত হচ্ছে।

১২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৫ম সং, পৃষ্ঠা ২৯৬।

১৩। মূল ইংরাজি নাটকেও এটি দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদকর্ম যে প্রায় যথাযথ ভাষানুবাদ তা বোঝা যায় ইংরাজী নাটকের এই অংশের সংলাপাংশ লক্ষ্য করলে :

Prince :

Fair as the moon, and soon toreign a Queen,
Stern duty calls me hence against our foes :—
Grieve not, beloved, whose perfection needs
No aid of ornament or glittering gems,
Whose every movement in its grace excels
The hily wavering gently to the breeze ;
Safe in the Palace, dearest wife, remain,
Surrounded by your faithful handmaidens.

Dwaymenau :

Pity ! my Lord you surely must forget,
That I no mortal, but a Fairy, am,
If you forsake me, whither shall I tnrn
For Comfortor suffort ? It cannot be ;—
I will not leave thee, but where'er you go,
There will I follow thee, though forced to cling
In humble desperation to thy robe,
Ah ! Cruel one, to choose this time to leave
Your Dwaymenau, who bears your own dear babe
Within her womb ; a little while at least

Delay ;—if you desert me now, the world
Ten times consumed by fire less hot would be
Than the fierce flame of anguish that will burn
This tortured breast, O would that I were dead !
My heart is in my mouth and chokes my speech.

(She weeps)

১৪। Oxford Companion to English Literature, Compiled and Edited By Sir Paul Harvay, 1933, Page 679.

১৫। The Modern British Drama in five volumes, Vol I, Tragadies London. Printed By James Ballantyne, Edinburgh 1811.

১৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : ডঃ সুকুমার সেন, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৯।

১৭। ঐ

১৮। এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়

"A Sellection from the records of Bengal Govt., published by authority of No. XXXXI,—Catalogue of Sanskrit and Bengali publication printed in Bengal, compiled By J. Wenger, officiating Bengali translator of the Govt. of Bengal and submitted on Jan. 30th 1865, Cal ; printed at the Bengal Central Place, 5 Council House Street, 1865" থেকে।

১৯। মূল নাটকের শেষ দৃশ্যের [পঞ্চম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের] সমাপ্তি অংশ নিম্নরূপ [The Modern British Drama in five Vols—থেকে উদ্ধৃত] :

Sciolto :

Oh, turn thee from that fatal object, Altamont.
Come near, and let me bless thee ere I die.
To thee, and brave Horatio, I bequeath My fortunes—
Lay me by thy noble fathe ; And love my

memory, as thou hasthis ; For thou hast been my son—Oh, gracious Heaven ! Thou that hast endless blessings still in tore.

For Virtue, and for filial piety,
Let grief, disgrace, and want be far away,
But multiply thy mercies on his head !
Let honour, greatness, goodness, still be with him,
And peace in all his ways— (He dies)

Altamont :

Take, take it all ;
To thee, Horatio, I resign the gift,
While I pursue my father, and my love,
And find my only portion in the grave !

Horatio :

The storm of grief bears hard upon his youth,
And bends him, like a drooping flower, to earth.
By such examples are we taught to prove
The sorrows that attend unlawful love.
Death, or some Worse misfortune, soon divide
The injured bridegroom from his guilty bride.
If your would have the nuptial union last,
Let virtue be the bond that ties it fast.

(Exeunt Omnes)

২০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১১৬।

২১। কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয় : অমল মিত্র, পৃষ্ঠা ১৩—১৪।

২২। The Oxford Companion to English literature, Compiled and Edited by Sir P. Harvay, Page 6.

২৩। The Works of the Late Right Honourable Joseph Addison, Esq.—Volume the first with

a Complete index. Birmingham : 1761 (Reprinted from the text of 1713). Cato—a tragedy as it is acted at the Theatre Royal in Drury Lane by His Majsety's servants.

আলোচ্য গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থ ও অভিনয় প্রসঙ্গে Sen. de Divin Prov (ফরাসী ভাষায়) এবং ইংরাজি ভাষায় Richard Steele, J. Hguhe, Edward young, L. Ansden, Tho, Tickell, Digby Cotes, Amber Philips এর বক্তব্য লিপিবদ্ধ আছে।

২৪। English Plays (1660—1820) By A. E. Morgan. Principal, University College, Hull, England, Harpur and Brothers Publishers, Newyork & London, 1935.

২৫। সরোজিনী ও ইফিজেনিয়া, মুনীর চৌধুরী। সাহিত্য পত্রিকা, ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩৭৩, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন।

২৬। আলোচ্য গ্রন্থটি বাংলাদেশের কোনো গ্রন্থাগার বা ব্যক্তিগত সংগ্রহে পাওয়া যায়নি। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত মূল গ্রন্থটির ফটোস্টাট্ কপি থেকে উপরোক্ত তথ্যাদি প্রদত্ত হল।

২৭। "Jane Porter (1776—1850) authoress of two Successful novels 'Thaddeus of Warshaw' published in 1803 and 'The Scottish Chiefs' published in 1810. The latter was translated into Garman and Russian. She attempted plays with less success. She was sister of A. M. Porter (authoress)."—Oxford Companion of English Literature, Edited and Compiled by Sir Paul Harvey, Page 630.

২৮। রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ : রমাপতি দত্ত।

২৯। রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ : শ্রীরমাপতি দত্ত, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮, পৃষ্ঠা ৫১৭।

৩০। "সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজি গ্রন্থ 'সাইন্ অফ্ দি ক্রশ্' অবলম্বন করিয়া অপরেশচন্দ্র 'আহুতি' নামক একখানি রোমাণ্টিক নাটক রচনা করেন; ইহার বৈদেশিক বিষয়বস্তুর যথার্থ স্বাঙ্গীকরণের অভাবেই ইহা রসোত্তীর্ণ হইতে

পারে নাই।" বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ৭১৫।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস গ্রন্থের ১৯০ পৃষ্ঠায় 'আহুতি'র রচনাকাল নির্দেশ করেছেন ১৯১৫, ৫ মার্চ [১৩২১, চৈত্র] কিন্তু সতীজীবন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'দৃশ্যকাব্য পরিচয়' গ্রন্থের ৪৭৫-৭৬ পৃষ্ঠায় এ গ্রন্থ সম্বন্ধে মোটামুটি প্রশংসাই করেছেন। তিনি বলেছেন:

"এই নবীন নাট্যকার যে পরবর্ত্তীকালে ক্ষমতাশালী নাট্যকার হইতে পারিবেন তাহার দু-একটা প্রকাশ ভঙ্গীর নমুনা—

'বীরের তরবারিকে আমি ভয় করি না, ভয় করি ঘাতকের গুপ্ত ছুরি।'

'শোন চন্দ্রপীঠ, রমনীর প্রেম আর প্রতিহিংসা দুই বোন্—একই বুকে তারা পাশাপাশি শুয়ে থাকে।'

'তোমার আরক্তিম গণ্ডে প্রস্ফুটিত গোলাপ, তোমার ইন্দীবর নয়নের পাশে কেমন সুন্দর ফুটে ওঠে দেখব বলে'—নাটকের অভ্যন্তরে রাখিয়া গিয়াছেন। নূতন নাট্যকার দ্বিতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে নাটকীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব বেশ নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন। অপরেশচন্দ্র তাঁহার পূর্বগামী নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদের মতো তাঁহার নাটকের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোকের মোহ ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাই দ্বিতীয় অংকের শেষ সংঘাতের জন্য সংস্কৃত শ্লোকের অবতারণা তিনি করিলেন। উপজীব্য গ্রন্থের ঘটনা-সংঘাত গ্রহণ করিয়া নাট্যকার এই নাটকের অবয়বে রোমীয় যুগের 'গ্লাডিয়েটর' দৃশ্য, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কু-সংস্কার ও অমানুষিক অত্যাচারের ইতিহাসকে হিন্দু আকারে রূপান্তরিত করিয়াছেন বটে, তবে প্রাণের অন্তরালে সাড়া দিতে পারেন নাই। ইহার আধ্যাত্মিক তত্ত্বে অনায়ত্ত গৈরিশপ্রভাব উঁকি ঝুঁকি দিয়াছে। গদ্যের মাধ্যমে সাতখানি গান লইয়া তৃতীয় অংক পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। নাট্যকারের নাটক রচনার নবীন উদ্যম জয়যুক্ত হইয়াছে।"

৩১। দ্বিতীয় অংকের এক জায়গায় শুধু বিশ্বনাথ ও ডোরার মুখে পদ্য সংলাপ আছে।

৩২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস গ্রন্থের 'নাট্যকার ও নাট্যগ্রন্থের' তালিকায় রচনাকাল ১৯১৫, ৫ ডিসেম্বর [বাংলা ১৩২২, শ্রাবণ] বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বাংলা শ্রাবণ মাস কখনই

ইংরেজি ডিসেম্বর মাস হ'তে পারে না—সুতরাং ইংরাজি তারিখটি ভুলই বলা চলে। ছাপা গ্রন্থে 'বিজ্ঞাপন' শেষে তারিখ আছে—"২৬শে শ্রাবণ ১৩২২ সাল।"

৩৩। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণের ৭১৫ পৃষ্ঠায় এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন :

"লর্ড লিটনের 'লেডি অব্ লায়নস্' নাটকখানি অবলম্বন করিয়া অপরেশ চন্দ্র 'শুভদৃষ্টি' নামক একখানি সামাজিক নাটক রচনা করেন। ইহার স্বাঙ্গীকরণের অভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও পীড়াদায়ক।"

সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় 'দৃশ্যকাব্য-পরিচয়' গ্রন্থের ৪৭৬ পৃষ্ঠায় এ গ্রন্থ প্রসঙ্গে বলেছেন :

"এর দু-একটি প্রকাশভঙ্গী চমৎকার [প্রথম অঙ্কের ৫ম দৃশ্যে বৃদ্ধ মাতার বুদ্ধি সম্বন্ধে বলা হয়েছে] 'ও থিতোনা বুদ্ধির কাছে আমাদের মতলব টেঁকবে না।' [তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সারদা ডোরাকে তাঁর স্বামি-ঘটিত দুঃখের কথা যে বলিতেছেন তার অন্তর্গত একটি বাক্য] 'চোখ মেলে দেখেছি সূর্য উঠেছে আকাশে ভরা হাসি গাছের পাতায় হাসি মাঠে ধানের ক্ষেতের উপর হাসির ঢেউ ব'য়ে চলেছে কেবল আমার চোখের পাতায় আষাঢ়ের মেঘ'।…এই নাটকখানির মধ্যগত দামোদরের কথায় পরবর্তী নাটককার ও প্রহসনকার গিরিশচন্দ্র ও রসরাজ অমৃতলালের অনেক কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। অপরেশচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য নাট্য-সাহিত্যের কাহিনী গৌরবকে নূতন ভঙ্গিমায় প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্যের সৌষ্ঠব বাড়াইয়াছেন। তবে সব সত্ত্বেও কেমন একটা কাঁচা হাতের ছাপ পড়িয়া ভাবগুলি স্থানে স্থানে সংকুচিতহইয়া গিয়াছে। ছয়খানি গানের ভিতর দিয়া তিনটি অঙ্কে নাটকখানি সম্পূর্ণ। বেশিটা গদ্যের মাধ্যমে এবং অতি অল্প স্থানে গৈরিশ ছন্দে এখানি রচিত।"

৩৪। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মেটারলিঙ্কের ব্লু-বার্ডের ফরাসী অনূদিত গ্রন্থ থেকে বঙ্গানুবাদ [মানসী, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩২০]।

ফরাসী নাটকের বঙ্গানুবাদ

ফরাসী নাটকের বঙ্গানুবাদ বলতে বোঝায় মুখ্যত [একমাত্রও বলা চলে] মলেয়ারের কোন কোন প্রহসনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বঙ্গানুবাদ বা অনুসরণ।

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে উনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশককে প্রহসন [এবং কমেডি] রচনার সূচনা-পর্ব রূপে বোধহয় চিহ্নিত করা যায়। এই সময়ের দুজন প্রধান নাট্যকার মধুসূদন ও দীনবন্ধু প্রত্যক্ষভাবে অনুবাদকর্মে প্রবৃত্ত না হলেও প্রধানত ফরাসী ভাষায় রচিত বিখ্যাত কমেডি প্রহসনগুলির [মুখ্যত মলেয়ারের] ভাবাদর্শে বাংলাভাষায় কয়েকটি প্রহসন [মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'—১৮৬০, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'—১৮৬০,' দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'—১৮৬৬ ও 'সধবার একাদশী'—১৮৬৬ উল্লেখযোগ্য] রচনা করেন।

তাই কমেডি-প্রহসন রচনার সূচনাপর্বে বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদিযুগের প্রধান তিনজন নাট্যকার রামনারায়ণ-মধুসূদন-দীনবন্ধুর অপ্রত্যক্ষ প্রভাব থাকলেও প্রধানত ফরাসী নাট্যকার মলেয়ার [১৬২২—৭৩]-এর [আসল নাম জে. বি. পকলঁ্যা—Jean Baptiste Poquelin প্রহসনাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিদৃশ্যমান হয়।

আসলে এযুগের কমেডি-প্রহসন রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল বহুলাংশে সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনবোধ। এই প্রয়োজনবোধে ব্রতী হয়ে এযুগের প্রহসন রচয়িতাগণ স্বভাবতই মলেয়ারের নাটকের সমাজ সংস্কারমুখী ভঙ্গীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

সুতরাং প্রসঙ্গত বলা যায় উনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশক থেকে বাঙালী নাট্যকারগণ [প্রহসন-রচয়িতা] শেকস্‌পীয়রের কমেডি ও ইংরাজি সাহিত্যের 'রেস্টোরেসান কমেডি' গুলি বাদ দিয়ে মলেয়ারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুসরণে

প্রয়াসী হয়েছিলেন, কারণ, মলেয়ারের প্রহসনগুলিতে আপন যুগোচিত ধারণা-ভাবনা ও তার প্রকাশের উপযুক্ত বাহনের সন্ধান পেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরই মলেয়ারীয় বুদ্ধিদীপ্ত ও ব্যঙ্গাত্মক কমেডি-প্রহসন ধারার আদি-রচয়িতা এবং গিরিশচন্দ্র অমৃতলাল বসু ও পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলালে সেই ধারার পরিণতি।

প্রসঙ্গত একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গানুবাদকগণের মধ্যে সম্ভবত একমাত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরই ফরাসী ভাষাবিদ ছিলেন এবং মূল ফরাসী-নাটক থেকে বঙ্গানুবাদে প্রয়াসী হয়েছিলেন। অন্যান্য অনুবাদকগণ মলেয়ারের প্রহসনগুলির ইংরাজি অনুবাদের সহায়তা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং অলোচ্য বিষয়ের বক্তব্য জ্ঞাপনে [বিশেষত অনুবাদকর্মের নমুনা উদ্ধৃতি ক্ষেত্রে] মূল ফরাসীর পরিবর্তে ইংরাজ অনুবাদের অংশবিশেষ গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়েছে।

অনুবাদক ও অনুদিত গ্রন্থগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে তালিকাবদ্ধ করা হল:

১। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—'হঠাৎ নবাব' [১৮৮৪] ও 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ'—[১৩০৯, ১৯০২]।

২। অমৃতলাল বসু—'চোরের উপর বাটপাড়ী' [১৮৭৬] ও 'কৃপণের ধন' [১৯০০]।

৩। রাজকৃষ্ণ দত্ত—'যেমন রোগ তেমনি রোজা' [১২৮৮, ১৮৮১]।

৪। য্যায়সা-কা-ত্যায়সা—গিরিশচন্দ্র ঘোষ [১৩১৩, ১৯০৬]।

৫। অতুলকৃষ্ণ মিত্র—'তুফানী' [১৩১৫, ১৯০৮]।

এছাড়া নিম্নলিখিত প্রহসনগুলি মলেয়ারের অনুবাদ-কর্ম না হলেও মলেয়ারের রচনারীতির অনুকরণে রচিত হয়—

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের—'কিঞ্চিৎ জলযোগ' [১৮৭২], 'এমন কর্ম আর করব না' বা 'অলীকবাবু' [১৮৭৭] ও 'হিতেবিপরীত' [১৮৯৬]; নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের—'বুঝলে কিনা' ১৮৬৬ [১২৭৩]; ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের—'কিছু কিছু বুঝি' [১৮৭৬]।

☐ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হঠাৎ নবাব'

গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের[২] আখ্যা-পত্রটি নিম্নরূপ:

হঠাৎ নবাব। প্রসিদ্ধ ফরাসি প্রহসন-কার মলিয়ের-প্রণীত 'লে বুর্জোয়া

জাঁতিয়ম' নামক প্রহসন হইতে শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক নামান্তরিত স্বাধীন অনুবাদ। কলিকাতা ২৬নং স্কট্‌স্‌ লেন, ভারত মিহির যন্ত্রে, সান্যাল এণ্ড কোম্পানির দ্বারা মুদ্রিত প্রকাশিত। ১৩০৭

ফরাসী ভাষায় রচিত মূল নাটকটি (Le Beurgeeis Gentiehomme : The Cit Turned Gentleman পঞ্চম অঙ্কে গদ্যে রচিত। chambord-এ এ নাটকের সর্বপ্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় ১৬৭০ সালের অক্‌টোবর মাসে এবং পরে ২৯শে নভেম্বর প্যারিসের 'থিয়েটার অফ্‌ দি প্যালেস রয়াল'-এ রাজা চতুর্দশ লুই-এর উপস্থিতিতে এ নাটকের পুনরনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

"The Court was not at all favourable to 'The Cit Turned Gentleman', but ranked this piece in the number of those whose only merit is that they make people laugh. However Leuis XIV judged better of it, and gave encouragement to the author, who was alarmed at the ill sucess of the first representation. All Paris was struck with truth of the portrait which he had given them, and the town seen silenced the critics ; they saw in Mr. Jordon a folly common to all men in all conditions of life, that is to say, the vanity of endeavouring to appear above what they are...we see at the same time the man and the character, the mask and the face placed in such an opposite of light and shade, that we always perceive what he is as well as what he would appear to be."[৩]

মূল নাটকের [ইংরাজি-অনুদিত] পাঁচটি অঙ্কের দৃশ্য সংখ্যা হল—১ম অঙ্কে—২টি; ২য় অঙ্কে—৯টি, ৩য় অঙ্কে—২০টি, ৪র্থ অঙ্কে—১২টি এবং ৫ম অঙ্কে—৭টি।

বঙ্গানুদিত গ্রন্থে দৃশ্যবিন্যাস [অঙ্কানুযায়ী] নিম্নরূপ ঃ

১ম অঙ্ক—২টি, ২য় অঙ্ক—১০টি, ৩য় অঙ্ক—২১টি, ৪র্থ অঙ্ক—১১টি এবং ৫ম অংক—৬টি।

অনুবাদকর্ম ১০৮ পৃষ্ঠায় গদ্যে সম্পন্ন। অনেকগুলি একক ও সমবেত সঙ্গীত আছে।

অনুবাদকর্মের রীতি প্রসঙ্গে আখ্যাপত্রে বলা হয়েছে—'নামান্তরিত স্বাধীন অনুবাদ'। অনুবাদকর্মের উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে অনুবাদকের কোন বক্তব্য ['বিজ্ঞাপন', 'মুখবন্ধ,' 'ভূমিকা' ইত্যাদি শীর্ষক] গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়নি।

বঙ্গানুদিত গ্রন্থের চরিত্রলিপি [ইংরাজি অনুদিত গ্রন্থের চরিত্রলিপি সহ] নিম্নরূপ :

জুন্দন খাঁ— দোকানদার— হঠাৎ নবাব।—Mr. Jordan—the Cit.
জুন্দনের স্ত্রী। —Mrs. Jordon,

রোষনী বিবি—জুন্দনের কন্যা। Lucilia—daughter to Mr. Jordon.

খেলাৎ খাঁ—রোষণীর বিবাহার্থী।—Cleontes—in love with Lucilia.

দেলমনিয়া— একজন বেগম।— Dorimene—a marchioness.

দৌলৎ খাঁ—একজন নিঃস্ব নবাব—Dorantes—a Count, Dorimene's
দেলমনিয়ার প্রণয়ী। lover.

নকুলিয়া— জুন্দনের দাসী।—Nicola—a maidservant to, Mr. Jordon.

কবুললু খাঁ—খেলাতের পরিচারক।—Coviel-Servant to Cleontes.

একজন গানের ওস্তাদ।— Music master.

গায়কদল।— Music master's scholar.

একজন নাচের ওস্তাদ ও নৃত্যকারীদল।[8]—Dancing master.

একজন অস্ত্রশিক্ষার ওস্তাদ।— Fencing master.

একজন তত্ত্ববিদ্যার শিক্ষক।— Philosophy master.

দর্জিগণ। } master tailor / Journeyman tailor.

দুইজন পেয়াদা।— Two lackeys.

সুতরাং চরিত্রলিপি মূলানুযায়ী যথাযথ বলা চলে।

এবার অনুবাদকর্মের নমুনাস্বরূপ প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের অংশবিশেষ [ইংরাজি-অনুদিত অংশবিশেষ সহ] উল্লেখ করা যাক :

গায়কগণ।— গান

যে অবধি নেত্রবাণ হানিয়াছ খরতর,
সে অবধি বিধুমুখী, হয়ে আছি মর' মর'।
প্রেমে যেজন গদ গদ, তা'রেই যদি প্রাণে বধ'
যেজন তোমার শত্রু তার না জানি কি দশা কর'।

জুর্দ্দন— এ গানটা কেমন দুঃখের দুঃখের ঠেকচে। শুনলে কেমন ঘুম আসে। এমন একটা গান শুনতে চাই যাতে প্রাণটা উলসে ওঠে।

গা-ওস্তাদ—যে রকম কথা সেইরকম সুর হওয়া চাইত মহাশয়!

জু— কিছুদিন হ'ল একটা বড় সরেস গান শিখেছিলুম।—রোম— কি ভাল সে গানটা?

না-ওস্তাদ—আমি ত মহাশয় জানিনে।

জু— তাতে একটা পাঁঠার কথা আছে।

না-ওস্তাদ—পাঁঠা?

জু— হা পাঁঠা

[গানারম্ভ]

প্রিয়ে; তোরে বড়ই মিণ্টি ভেবেছিলেম আগে,
এমন মিণ্টি মুখশশি পাঁঠা কোথায় লাগে।
হায়; হায়, দেখছি এখন, এমন তোর কঠিন মন,
তোর কাছে [প্রেয়সী আমার] হার মানে বনের বাঘে!

—এ গানটা খুব সরেস না?

গা-ওস্তাদ—বড় সরেস।—এমন আর হয় না।

Musician.

I languish night and day, nor slapps my pain,
Since those fair eyes imposed the rigourous chnaie
But tell me, Iris, what dire fate attends
Your enemies; if thus you treat your friends?

Mr. Jordon. This song seems to me a little upon the dismal; it inclines one to sleep; I should

be glad you could enliven it a little here and there.

Music-Master. 'Tis necessary, sir, that the air should be suited to the words.

Mr. Jordon. I was taught one perfectly pretty some-time ago. Stay...um...how is it?

Dancing-master. In good troth, I don't know.

Mr. Jordon. There's lamb in it.

Dancing-master. Lamb?

Mr. Jordon. Yes—Moh! (He sings.)

I thought my dear Namby
As gentle as fair—O :
I thought my dear Namby
As mild as a lamb—y.
Oh dear, oh dear, oh dear—o!
For now the sad scold, is a thousand times told,
More fierce than a tiger or bear…o.
Isn't it pretty?

Music-master. The prettiest in the world.

…উপরের উদ্ধৃত অংশের অনুবাদকর্ম মোটামুটিভাবে সাবলীল ও মূলানুযায়ী বলেই মনে হয়।

কিন্তু, আলোচ্য অনুবাদকর্ম ও তার অভিনয় প্রসঙ্গে সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় বলেছেন[৫]…

"জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই প্রহসনখানি ফরাসী প্রহসন-কার মলিয়রের 'ল-বুর্জোয়া জাঁতিয়মের' ছায়াবলম্বনে লিখিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল; ঠাকুরবাড়ী বা ভারত সঙ্গীত সমাজ ভিন্ন অন্যত্র ইহার অভিনয় সংবাদ পাওয়া যায় নাই। প্রহসনের গতানুগতিকতা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এখানি রচিত হইয়াছিল। কোন খেয়ালি মধ্যবিত্ত বণিকপুত্রের নবাব-বাদশাহ্ হইবার সাধ ও তজ্জন্য তাহার হাস্যকর

প্রচেষ্টা ইহার আখ্যান-ভাগ বিষয়ের নূতনত্ব আনিলেও বুননের (weaving) দোষে কেমন একটা 'একঘেয়ে' ভাব মধ্যে-মধ্যে উঁকি দিয়াছে। প্রহসনের মধ্যে বহু দৃশ্যে জনান্তিকে কথোপকথনের চেষ্টা করানো কেমন যেন অস্বাভাবিক বোধ হইয়াছে। যাহা হোক্ প্রহসনখানি জনপ্রিয় হয় নাই। অন্যত্র অভিনীত না হইবার কারণ তাহাই। গান ও কবিতার মধ্যে ঠাকুর-বাড়ীর বিশেষত্ব পাওয়া যায়।"

সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় যে ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন তা যদি ত্রুটি বলে ধরা হয় তাহলে তা মূলের; অনূদিত গ্রন্থের নয়। আসলে আলোচ্য প্রহসনটি ইংরাজি 'Burlesque' from-এ রচিত।

□ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

দায়ে পড়ে' দার-গ্রহ। প্রহসন (মোলিয়ের-কৃত 'মারিয়াজ ফোর্সে' অবলম্বনে) শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা ২৫ নং রায়বাগান স্ট্রীট, ভারত মিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোং দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৩০৯ মূল্য ৷৷০

মূল নাটকটি রচিত ও অভিনীত হয় ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে।

আলোচ্য অনুবাদকর্ম ৫৯ পৃষ্ঠায় গদ্যে তৃতীয় অঙ্কে [দৃশ্যবিভাগ আছে, দৃশ্যাঙ্ক বর্ণিত হয়নি] সম্পন্ন হয়েছে। ভারতীয় রাগরাগিণী ও তালের উল্লেখ সহ কয়েকটি গান আছে।[৬] অনুবাদকর্ম ছায়ানুবাদ শ্রেণীর।

স্বভাবতই দৃশ্য, চরিত্র, সাজপোষাক ও আচরণের দেশীয়করণ সম্পন্ন হয়েছে।

অনূদিত নাটকের চরিত্রলিপি[৭] নিম্নরূপ ঃ

পুরুষবর্গ

জগমোহন—	রামকান্ত বাবুর জামাতা।
সতীশ—	জগমোহনের বন্ধু।
রামকান্ত বাবু—	জগমোহনের শ্বশুর।
তুলসী দাস —	রামকান্তবাবুর পুত্র।
ন্যায়রত্ন বেদান্তবাগীশ	—দুইজন টুলো পণ্ডিত।

স্ত্রীবর্গ

কমলমণি— রামকান্তবাবুর কন্যা।

দুইজন বেদিনী।

পূর্বেই বলা হয়েছে, নাটকে অনেকগুলি গীত [রাগরাগিনী ও তালের উল্লেখসহ] আছে। নমুনাস্বরূপ দ্বিতীয় অঙ্কের সমাপ্তি-সঙ্গীতটি এখানে উদ্ধৃত করা হল :

বেদিনীদ্বয়ের পুনঃপ্রবেশ ও গান।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ…খ্যামটা

হিঁহি হিঁহি হিঁহি… … … কেমন মজা।
…কাদায় বুড়ো গড়াগড়ি।
বলে কিনা করবে বিয়ে…
…তাই যাচ্ছে তাড়াতাড়ি।
চাদর নিনু মোরা কেড়ে…
বর-সজ্জা হল বেড়ে,
ঘাড়টি ধরে' দেবে নেড়ে
যখন যাবে বিয়ে বাড়ি।
এমন বরে করবে বিয়ে…
…না জানি সে কেমন মেয়ে!
ঘর করে যে ওরে নিয়ে…
আ মরি তার গলায় দঁড়ি!

[গাইতে গাইতে ও নাচিতে নাচিতে প্রস্থান]

—পুরোপুরি সমসাময়িক গীতাভিনয়-ফর্মে' গানটি রচিত ও স্বরারোপিত হয়েছে বলা চলে।

এবার অনুবাদকর্মের নমুনা উদ্ধৃত করা যাক।

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের প্রথমাংশ (রামকান্তবাবুর বাড়ী, জগমোহনের প্রবেশ) নিম্নরূপ :

জগ… একি! রামকান্ত বাবুর এইটে বৈঠকখানা নাকি?…এ কিরকম …চাবুক…জিন…লাগাম চারদিকে ঘোড়ার সাজ ঝুলছে! আর! ঘরটায় এমন বিশ্রী একটা বোটকা গন্ধ! রাম, রাম!

…কোথায় এলেম ? …ও রামকান্ত বাবু ! রামকান্তবাবু !
…কেউ যে উত্তর দেয় না…আচ্ছা এই দরজায় ঘা দিয়ে দেখি
(রুদ্ধ কপাটে আঘাত)

(দ্বার খুলিয়া ছোট একটা চাবুক হাতে কমলমণির প্রবেশ)

কমল… কে গা ? …তুমি সইস বুঝি ?

জগ… (স্বগতঃ) একি।…সেই চেহারা যে !…কিন্তু এ যে নেহাৎ বাচ্চা। ফটো দেখে তা মনে হয় বয়স্থা মেয়ে…এ বোধ হয় তার ছোট বোন্ টোন্ হবে। মেয়েটার হাতে আবার চাবুক …আমার স্বপ্নটা ফলবে না তো ?

আলোচ্য গ্রন্থ প্রসঙ্গে সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় বলেছেন[৮]—

"…প্রকাশকাল ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর। মোলিয়ারকৃত 'মারিয়াজ ফোর্সে' অবলম্বনে রচিত।…ঠাকুরবাড়ীর কৃতিত্বপূর্ণ তিনখানি সঙ্গীত ইহার মধ্যে আছে। ন্যায়রত্ন ও বেদান্তবাগীশের কাছে পরামর্শ লইবার দৃশ্যটি বড়ই কৌতুকপ্রদ। এখানি ঠাকুর বাড়ীতেই প্রথম অভিনীত হইয়াছিল, তারিখ পাওয়া যায় নাই।"

মূল নাটকের বহির্ভূত দুটি স্বাধীন দৃশ্য অনূদিত নাটকে আছে যা বেশ উপভোগ্য—একটি দৃশ্যে এদেশের নৈয়ায়িক পণ্ডিতের স্বভাব পরিস্ফুটিত হয়েছে—অপর একজন বৈদান্তিক পণ্ডিতকে অবলম্বন করে পরিকল্পিত। উল্লেখযোগ্য যে, দৃশ্য দুটির পরিকল্পনায় স্থানে স্থানে রসবোধ ও পাণ্ডিত্যের প্রকাশ পরিলক্ষিত হলেও মূল কাহিনীর সঙ্গে দুটি দৃশ্যের কোন যোগসূত্র পাওয়া যায় না—তাই, বিচ্ছিন্নভাবে দৃশ্য দুটি মোটামুটি সুন্দর হলেও সমগ্রভাবে প্রহসনখানির ওপর কোন কার্যকরী প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না।

আলোচ্য অনুবাদকর্মের কোনও অভিনয়ানুষ্ঠান সংবাদ সমসাময়িক গ্রন্থাদি ও পত্রপত্রিকাতে পাওয়া যায়নি।

□ অমৃতলাল বসুর 'চোরের উপর বাটবাড়ী'

আলোচ্য গ্রন্থ রচনার তারিখ[৯] ১১ই নভেম্বর ১৮৭৬ [১২৮৩]। গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

চোরের উপর বাটপাড়ি (প্রহসন)। ইংরাজী ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত ও সংশোধিত

হইয়া তৃতীয়বার প্রকাশিত। কলিকাতা ৬নং ভীম ঘোষের লেন, [গ্রেট ইডিন প্রেসে], ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত। ১২৯৯।

ত্রিশটির অধিক নাটক-প্রহসন ইত্যাদির রচয়িতা অমৃতলাল বসু [১৮৫৩— ৯১৯] বাংলা নাট্য সাহিত্যে 'রসরাজ' নামে বিখ্যাত। "অমৃতলাল ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। মলিয়ারের মতো তিনি সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের দোষত্রুটিগুলি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাই ব্যঙ্গমিশ্রিত আঘাতের মধ্য দিয়া তিনি সমাজ-জীবন ও ব্যক্তিজীবনের সংশোধনের ভার লইয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভাঁড়ামি ও গ্রাম্যতা-রহিত বিশুদ্ধ হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছিলেন। অমৃতলাল তাহাই আরো উজ্জ্বলভাবে পরিবেশন করিয়াছিলেন। অমৃতলালের বহুচরিত্র তাঁহার সমকালীন ব্যক্তির বাস্তব-জীবন অবলম্বনে রচিত।"[১০]— প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অমৃতলালকে তাঁর নাট্যকর্মের অবদানের জন্য সম্মানিত করেন যদিও তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার মূল্যায়নে সমালোচকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন।

আলোচ্য নাটকটি যে মলেয়ারের 'The School for Wives' (L' Ecole des Femmes)—নাটকের ছায়ানুবাদ তাতে সন্দেহ নেই।

মূল নাটকটি ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও অভিনীত হয়।[১১]

অনুবাদকর্ম মূলের বহুল পরিবর্তন ও দেশীয়ভাবে সংক্ষিপ্তকরণসহ আংশিক মর্মানুবাদ শ্রেণীর। একটি অঙ্কে মোট আটটি দৃশ্যে[১২] ২৮ পৃষ্ঠায় গদ্যে অনুবাদকর্ম সম্পন্ন হয়েছে। আলোচ্য অনূদিত নাটকের দৃশ্যে একটি সমবেত ও একটি একক গীত আছে [মূলে এরূপ কোন গীত নেই]। বলা বাহুল্য গীত দুটি অমৃতলালের মৌলিক রচনা। উদাহরণ স্বরূপ একটি গীত এখানে উদ্ধৃত করা হল :

[বাউলের গান]

"লেখাপড়ায় দরকার কি।
ইংরাজিতে এলে বিএ পাশ করেছেন ঠাকুরঝি ॥
মুখুর্য্যেদের শরৎশশী কুসুমকামিনী,
এরা জজের কেরাণী মরি হায় ;—
আবার লাট কৌনসলের মেম্বর হবে গো,
মিত্তিরদের সেই বিরাজি ॥

রিশমী কোট আর কুসুমী রঙের ধুতি পরণে,
চিনের জুতো চরণে, মরি হায় ;—
আবার কি শোভা পায় অ্যালবার্ট চেনে গো,
ষ্টকিনের উপরে মল ছ গাছি ॥
দাদার কষ্ট কোরতে নষ্ট, ত্যজে নারীর বেশ,
বউ পরেছেন মিলিটারি ড্রেস, মরি হায় ;—
আবার বিলাত যাবেন সভ্য হবেন গো ;—
সিবিল সার্বিস পাশ করবেন শুনতেছি ॥
মনে মনে হচ্ছে গো আবার আমার হোপ,
মেজদিদি ধরবেন এবার ষ্টেথিস্কোপ,
আবার বগলে দে থারমমিটের গো ;—
নোট করিবেন ক ডিগ্রী ॥

তদানীন্তন শিক্ষিতা ও প্রগতিশীলা বঙ্গ রমনীদের অতি আধুনিকতাকে[১৩] [বিশেষ করে ব্রাহ্মমহিলাদের উদ্দেশ্য] ব্যঙ্গ করে আলোচ্য গানটি রচিত হয়েছিল বলেই মমে হয়।

'প্রহসনোক্ত ব্যক্তিগণ'[১৪] নিম্নরূপ :

অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়—ধনাঢ্য ব্যক্তি।
নারায়ণচন্দ্র বসু—বেকার ভদ্রসন্তান।
কাঙ্গালিচরণ—স্বর্ণকার।
গিন্নি—অঘোরবাবুর স্ত্রী।
ঝি, বাউলের দল, ছোকরা।

ডঃ সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন[১৫]

"...চোরের উপর বাটপাড়ির আখ্যানবস্তু সুরুচি সঙ্গত নয়। এক দুশ্চরিত্র বিষয়ী ভদ্রলোক একটি যুবকের সাহায্যে পাড়ার এক ভদ্র স্ত্রীলোককে ফুসলাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহার নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই যুবকটির যোগাযোগ সংঘটিত হয়। ইহাই কাহিনী। ইহার মূল আছে বোকাৎসিয়োর একটি গল্পে।"

কিন্তু ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন[১৬] :

"বিদেশের সামাজিক নাটকের বিষয়-বস্তু বাংলায় পরিবেশন করিতে হইলে তাহা এ'দেশের সমাজের মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লইতে না পারিলে তাহা যে

কতদূরে বিসদৃশ হয়; অমৃতলালের 'চোরের উপর বাটপাড়ি' প্রহসনখানিই তাহার সর্বাপেক্ষা জ্বলন্ত প্রমাণ। ফরাসী নাট্যকার মালিয়ারের The School for Wives নামক প্রহসনের বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া অমৃতলাল তাঁহার উপরোক্ত প্রহসনখানি রচনা করিয়াছেন, কিন্তু ফরাসীদেশের সামাজিক জীবন ও বাংলার সামাজিক জীবনে সুদূর পার্থক্য হেতু তাঁহার এই প্রচেষ্টা যে ব্যর্থই হইয়াছে তাহা নহে, বাংলার সামাজিক জীবনের আদর্শে ইহা অত্যন্ত নীতি-বিরুদ্ধ হইয়াছে।"

সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় বলেছেন[১৭] :

"এই নামীয় প্রহসনটি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।...ইহার অন্তর্গত 'লেখা-পড়ার রগড় কি...মরি হায়!' ইত্যাদি গানখানি দেশবাসীর খুব প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। মাইকেলের প্রহসন রচনার পর অমৃতলালই প্রথমে সেইপথে পথচিহ্ন (mile stone) স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন। মালিয়ারের 'The School for Wives'-এর ভাব ইহার মধ্যে কিছু কিছু আছে।"

এবার নাট্যকর্মের নমুনাস্বরূপ অষ্টম দৃশ্যের (শেষদৃশ্য) শেষাংশ উদ্ধৃত করা যাক :

অঘোর— পেচ্ছাপ করে দিয়েছিলি ? অ্যাঁ।

নারায়ণ— ভয়েই দিয়েছিলেম, সাধে দিয়েছেলেম ?

অঘোর— অ্যাঁ—পেচ্ছাপ! বলিস্ কিরে শালা! ওয়াক্ থুঃ।

নারায়ণ— মহাশয় আপনারই তো সুবিধা। পাজি বেটা পেচ্ছাপ খেয়ে মরেছে।

অঘোর— অ্যাঁ পেচ্ছাপ, পেচ্ছাপ! গু খেগোর বেটা পেচ্ছাপ! ওয়াঃ! ওয়াঃ—ওয়াক্ থুঃ থুঃ!! (প্রহার)

নারাণ— একি মহাশয় খেপ্‌লেন নাকি ? সে আপনার কে ? তার মুখে পেচ্ছাপ করেছি বেশ করেছি, তাতে আপনার কি ?

অঘোর— সে আমার বাপরে শালা! পেচ্ছাপ করেছ, থুঃ—ওয়াক্ থুঃ। আমার গুষ্টির মাথা করেছ, আমার সর্বনাশ করেছ, শালা বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! আমারি ঘরে এইরে বেটা রেজলা হারামজাদা!

[প্রহার—নারাণের প্রস্থান]

ওঃ! এতকাল এই কাজ করে এলেম শে এই হ'ল। অঘোর মুকুর্য্যের নাম ডুবলো। বাবু মহাশয়গণ! আমি যেমন দুষ্বুদ্ধি ক্রমে ভদ্রলোকের মেয়েদের ওপর নজর দিতেম, গিন্নি আমার তেমনি মুখের মতন জুতো দেছেন। তিনিও ভদ্রলোকের ছেলের ওপর নজর দেছেন। এখন—

সভ্যগণ এসে দিল চুনকালি গালে।
চোরের উপর বাটপাড়ি হ'ল মোর ভালে॥

যবনিকা

গ্রন্থ সম্বন্ধে ডঃ সেনের মন্তব্য 'আখ্যানবস্তু সুরুচিসঙ্গত নয়—'সর্বাংশে সত্য বলেই প্রমাণিত হয় উপরোক্ত নাট্যকর্মের নমুনাংশ থেকে।

সমসাময়িক গ্রন্থাদি ও পত্রপত্রিকা থেকে আলোচ্য নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠান-সংবাদ পাওয়া যায়নি যদিও তৃতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্রে বলা হয়েছে—"ইংরাজী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থেও এ সম্বন্ধে কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

□ **অমৃতলাল বসুর 'কৃপণের ধন'**

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ:

কৃপণের ধন। [প্রমোদ-প্রহসন] The Miser's Misery. / A Farcical Comedy. / [১৩০৭ সাল—১৩ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার] ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। শ্রীঅমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত কলিকাতা, ৭৯।৩।২।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নিউটন প্রেসে শ্রী শ্রীমন্ত রায় চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ১৩০৭। Price 5 annas only. / মূল্য ।/০ আনা মাত্র।

মূল নাটক The Miser—L. Avare [আখ্যাপত্রে অনুবাদক অবশ্য 'The Miser's Misery'—রূপে লিপিবদ্ধ করেছেন] গদ্যে লিখিত পঞ্চম অঙ্কের প্রহসন—ফরাসীদেশের প্যালেস রয়াল থিয়েটারে ৯ই সেপ্টেম্বর ১৬৬৮ সালে সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক এফ. সি. গ্রীন বলেছেন[১৮]

"The merit of 'The Miser' was forced to give way for sometime to the general prejudice. The auther who

was obliged to drop it the seventh time of its being performed, brought it upon the stage again in 1668. People were obliged to agree, that the actions of men in Common life might be very lively painted in elegant prose, and that the Constraint of versification, which sometimes heightens a thought by the happy turn it gives room for, many likewise sometimes be the occasion of losing that warmth and life which flows from the freedom of a familiar style. To say the truth, there is a continued thread of discourse dictated by nature, which is altered and weakened by the least change of words."

অনূদিত গ্রন্থটি 'পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথ নাথ মিত্র রায় বাহাদুর মহানুভবেষু'র উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হয়েছে।

মূল নাটকটি ৫টি অংকে ৪৪টি দৃশ্যে [১০+৬+১৫+৭+৬] গদ্যে সম্পন্ন কিন্তু অনূদিত নাটক দুটি অংকে ও ৭টি গর্ভাংকে [৪+৩] গদ্যে ৮০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং বহুল পরিবর্তন ও পরিবর্জন সহ অনুবাদকর্মকে মর্মানুবাদ শ্রেণীর বলা যেতে পারে। নাটকের চরিত্র, দৃশ্য, সাজ-পোষাক ও আচরণের দেশীয়করণ সম্পন্ন হয়েছে। মঞ্চের প্রয়োজনে অনেকগুলি গীত সংযুক্ত হয়েছে।

অনূদিত নাটকের চরিত্রলিপি[১৯] নিম্নরূপ ঃ

পুরুষ

হলধর হালদার—কৃপণ। মধু খুড়ো—জনৈক ধড়িবাজ অথচ সৎলোক। মন্মথ—শিক্ষিত যুবক। পুরুতবামুন। হাবা—হলধরের ভৃত্য।

স্ত্রী

দয়াময়ী—হলধরের স্ত্রী। কুন্তলা—হলধরের ভাগিনেয়ী। ইচ্ছা—বাড়ীওয়ালী।

ভিখারী ও তাহার কন্যা এবং প্রতিবেশিনীগণ।

এবার অনূদিত নাটকের একটি গীত [১ম অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্কের] নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাক ঃ

কুন্তলার গীত

সেই নৈহাটীর ঘাটে—ব'সে পৈঠের পাটে;
খেলা ক'রেছি ফুল ভাসিয়ে জলে।
আহা সেথা গঙ্গা কেবল চলে চ'লে ॥
সেথা আমের ডালটী কেমন মধুর দোলে,
সেথা ঘুমুতেম ওগো মায়ের কোলে ॥
[আবার] কথা ছিল বিকিয়ে রব পায়ের তলে,
পরিয়ে ফুলের মালা তারি গলে ॥
সে আমার বর যে ভাই,
তার নাম যে ক'ত্তে নাই
এখন শুধু স্বপন দেখি, সে সব গিয়েছে চ'লে ॥

উনিশের শতকের যাত্রা ও অপেরার গানের ধারাবাহী।

এবার নাট্যকর্মের নমুনাস্বরূপ শেষদৃশ্যের [দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক] শেষাংশের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল—

মধু— চুপ চুপ বেটা।

হলধর— ওরে তের চোদ্দ হাজার রে, তের চোদ্দ হাজার।

দয়া— ও মুখপোড়া একি চেহারা ?—কে এমন করে দিলে ? উঁহুহু মদের গন্ধ বেরুচ্ছে যে !

হল— ওরে শালী হারামজাদী, আমার তের চোদ্দ হাজার টাকা গেল, তের চোদ্দ হাজার রে ! তের চোদ্দ হাজার।

দয়া— গেছে ? বেশ হ'য়েছে—বেশ শিক্ষা পেয়েছ ! কিপনের ধন ত অমনি ক'রেই যায় ; আবার মুখে রং দিলে কে ?

মধু— মাসী, ব্রজদাসের বিধবার টোনী হ'তে ইচ্ছে হ'য়েছিল, এক ব্যাটা নাপতেকে ঘটক করেছিলেন ; সে সতীলক্ষ্মী—তাকে পাবে কেন ?—নাপতে বেটা একটা বাজারে মেয়েমানুষ নিয়ে গিয়ে মদ খাইয়ে এই চিত্তির বিচিত্তির ক'রে গলায় দড়ি লাগিয়ে বেঁধে ফেলে গেছলো; আমি হঠাৎ সেখানে গিয়ে এই মূর্ত্তি দেখতে পাই, তাই গাড়ী ক'রে আনলুম।

আলোচ্য নাট্যকর্ম প্রসঙ্গে সমালোচকদের মন্তব্য উৎকলন করা গেল ঃ

১। ডঃ সুকুমার সেন বলেন[২০]—

"…কৃপণের-ধন দীর্ঘতর রচনা। কৌতুকরসে আবিলতা নাই। মলিয়েরের 'ল্‌ আভার্‌'-এর প্রভাব আছে।'

২। সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় বলেন[২১]—

"…দৃশ্যকাব্যপ্রণেতা উহাকে প্রমোদ-প্রহসন বলিয়াছেন। যদিও প্রহসনের ভিত্তির উপর ইহার জন্ম তথাপি নাট্যক্রিয়াগুণে ইহা নাটিকার রূপ ধারণ করিয়াছে।…মোলেয়ারের 'The Misei' নামক দৃশ্যকাব্যের প্রভাব ইহার মধ্যে আছে।

মাত্র দুটি দৃশ্যের মধ্যে কুন্তলা-মন্মথের প্রণয় কাহিনীটি সুন্দরভাবে পুষ্পের মতো বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। চরিত্রচিত্রণ ব্যাপারে নাটিকাকারের দক্ষ হস্তের ছাপ ইহার মধ্যে পাওয়া যায়।…

মধু খুড়োর চরিত্রটি অপূর্ব। জগতে অবজ্ঞাত ব্যক্তিরাই মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়া থাকেন, মধুখুড়ো তাহারই একটি আদর্শ।……অভিজ্ঞতা ও প্রতিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বয়স-ভেদে মনুষ্য-শরীরে নেশার সামগ্রী কিরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায় পরিহাস সূচক ভাষা দ্বারা এই কথা কয়টির মধ্যে মধুখুড়ো কেমন তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন দেখুন :— 'পাঠশালে তামাক খাও, ইস্কুলে চরস, কালেজে হুইস্কি, বিষয় কর্মে গাঁজা, ইনসলভেন্টে গুলি, তারপর চণ্ডু টেনে সমাধিতে গিয়ে বসো।'

নাটিকাটির কতকগুলি প্রকাশভঙ্গী চমৎকার, যেমন :— 'তীর্থের টেক্কা বেনারস ধাম', 'তবে তো মাথায় গ্যাস-লাইট জ্বলবে, বুদ্ধি আসবে,' 'হুইস্কির দর কিছু চড়েছে, আচ্ছা, গাঁজায় পাষাণ ভেঙ্গে নেব এখন, দাও,' 'সে বাবা, আমার সব ডানাকাটা পয়সা, তুমি উড়িয়ে দেবে কি ?' 'ওকে ভস্ম ক'রে দিতে পার বাবা ? তাহ'লে পোড়াবার খরচ পর্যন্ত লাগেগা নেই।'……

…সংগীত বিভাগে এই গানগুলি নাম কিনিয়াছিল :—

১। 'সোনার টোপর মাথায় দিয়ে লুকিয়ে ছিলে কোন্‌ বনে। আজকে হঠাৎ হ'লে উদয় দাসীর হৃদয়-গগনে।' ২। সেই নৈহাটির ঘাটে বসে পৈঠের পাটে, খেলা ক'রেছি ফুল ভাসিয়ে জলে'। ৩। '(আমার) শুকিয়ে গেল ফুলের হাসি, ঠোঁটের হাসি হ'লো বাসি, হৃদে বাঁশী আর বাজে না!'

'কৃপণের ধনে'র প্রাচীন নাম ছিল 'বাঞ্ছারাম'। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে 'বাঞ্ছারাম' প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। কৃপণের ধন তাহারই পরিবর্ধিত রূপ।"

৩। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন[২২] :

"...ইহা ফরাসী নাট্যকার মলিয়ারের 'The Miser' প্রহসনটির অনুকরণে রচিত হইলেও অমৃতলাল ইহাকে এ দেশের সমাজের সঙ্গে সার্থক স্বাঙ্গীকরণ করিয়া লইয়াছেন। মলিয়ার রচিত প্রহসনের নায়কের মধ্যে যেমন একটা চরিত্রগত দুর্বলতা ছিল এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া তাহার অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছিল, অমৃতলালের প্রহসনেও ইহার নায়ক চরিত্রের মধ্যে অনুরূপ নৈতিক ত্রুটির ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায় ; কিন্তু তাহার দশ হাজার টাকা ব্যয় যে মুখ্যতঃ ইহা অবলম্বন করিয়াই সম্ভব হইয়াছে, তাহা তেমন স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। অমৃতলাল তাঁর নায়কের চরিত্রগত নৈতিক ত্রুটির সঙ্গে তাহার কার্পণ্য দোষের মিশ্রণটি মলিয়ারের মত এমন সহজ করিয়া তুলিতে পারেন নাই।"

আলোচ্য নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে বলা যায়, গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে [সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়ের পূর্বে উদ্ধৃত বক্তব্যে তার সমর্থন পাওয়া যায়] একাধিকবার অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনী ও স্থান ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৯০, স্টার থিয়েটার।

□ রামকৃষ্ণ দত্তের 'যেমন রোগ তেমনি রোজা'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

যেমন রোগ তেমনি রোঝা। প্রহসন। শ্রী রামবৃষ্ণ দত্ত প্রণীত। "—গমিষ্যামুপহাস্যতাম্।" কালিদাস কলিকাতা। ১৩ নং এস্প্লেনেড রোড শ্রী বিহারীলাল রায় দ্বারা আর্টিষ্ট প্রেসে মুদ্রিত। ১২৮৮।

মূল নাটকটি মলেয়ার-এর The Mock Doctor (Le Me 'decin Malgre' Lui) ১৬-৬ সালে প্রথম অভিনীত হয়[২৩]। এটি তিন অঙ্ক এবং ২৬টি দৃশ্যে [৬+৯+১১] সম্পন্ন। বঙ্গানুদিত গ্রন্থটি যে অনুবাদ-নাটক তা গ্রন্থের কোথাও স্বীকার করা হয়নি। ভূমিকা বা 'বিজ্ঞাপন' নেই। মোট আটটি দৃশ্যে গদ্যে ৫৭ পৃষ্ঠায় নাট্যকর্ম সম্পাদিত। কয়েকটি গীত আছে।

অনূদিত গ্রন্থ, অনুবাদক ও তাঁর কর্মজ্ঞান প্রয়াস প্রসঙ্গে ১। ডঃ সুকুমার সেন বলেন[২৪]—

"রাজকৃষ্ণ দত্ত 'দ্রৌপদী হরণ নাটক' [১৮৭২] ও 'অরুন্ধতী নাটক' [১৮৭৭] ছাড়া একটি প্রহসন ও একটি নাট্যকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, 'যেমন রোগ তেমনি রোজা'—১২৮৮ সাল [মলিয়েরের 'ল মেদিস্যাঁ মালগ্রে লুই' প্রহসন অবলম্বনে। অজ্ঞান নামার 'গোবৈদ্য', নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নিরুপায়ে চিকিৎসক'-১৯০২, এবং পরবর্তীকালে কালীচরণ মিত্রের 'অন্নমধুর' ইত্যাদির মূলও এই বই] এবং 'চন্দ্রপ্রভা' [১২৯৩ সাল]"।

এছাড়া রাজকৃষ্ণ দত্তের 'কবিতা কল্প লতিকা' [১২৮৬] উল্লেখযোগ্য।

২। ডঃ বৈদ্যনাথ শীল বলেন[২৫] ঃ

"বাংলা ১২৮৮ সালে রাজকৃষ্ণ দত্ত মলিয়ারের 'Le Medicin Malgre Lui', 'The Mock Doctor' অবলম্বনে তাঁহার 'যেমন রোগ তেমনি রোজা' প্রহসনখানি রচনা করেন। ইহাকে রচনা না বলিয়া আক্ষরিক অনুবাদ বলিলেই ভাল হয়।"

৩। 'ভারতী' পত্রিকার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বিভাগে [বৈশাখ, ১২৮৯] বলা হয়েছে ঃ

"......এ প্রহসনখানি মলিয়ের রচিত 'Le Medicin Malgre Lui' নামক ফরাসী প্রহসনের স্বাধীন অনুবাদ। লেখক কেন যে স্বীকার করেন নাই বুঝিতে পারিলাম না। স্বীকার করাতে দোষের কিছুই নাই। বিদেশীয় ভাষার ভাল ভাল কাব্য নাটক বাঙ্গলায় অনুবাদিত হইলে বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি হইবার কথা। গ্রন্থখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।"

'ভারতী' পত্রিকায় গ্রন্থটিকে যে 'স্বাধীন অনুবাদ' বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়। 'ইহাকে রচনা না বলিয়া আক্ষরিক অনুবাদ বলিলেই ভাল হয়' কথাটি তাই বোধহয় ঠিক নয়, কারণ মূল নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্যগুলি পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে এবং চরিত্র, ঘটনা ও সাজসজ্জার সম্পূর্ণ দেশীয়করণ দ্বারা অনুবাদকর্ম ছায়ানুবাদ পর্যায়ের বলাই [ভারতী পত্রিকার মতে 'স্বাধীন অনুবাদ'[২৬]] উচিত মনে হয়।

এবার নাটকের দুটি গান উদ্ধৃত করা যাক।

১। [ষষ্ঠদৃশ্যে বৈদ্যনাথের গীত]

মার কসে গাঁজায় দম।
দু-গাল বাজিয়ে ব-বম বম ॥
কি কব গাঁজকার গুণ,

টানলে আয়ু বাড়ে দ্বিগুণ ;
তার সাক্ষী শিবের কাছে,
এগোয় নাকো যম।
গাঁজা খেয়ে মুনি ঋষি,
ধ্যানে থাকতো দিবানিশি,
গাঁজার বলে ব্যাস বাল্মীকি
চালাত কলম ॥

২। [অষ্টম দৃশ্যে কাদম্বিনীর গান][27]

প্রেম করে সুখ হবে, এই আশা ছিল মনে।
সে আশা নিরাশা হলো, কি কায তবে জীবনে ?
তারে এত ভালবেসে
এ কি বিধি হলো শেষে,
দুরূহ বিরহে বারি বহে শুধু দুনয়নে

বলা বাহুল্য মলেয়ার এখানে সম্পূর্ণরূপে স্বাঙ্গীকৃত হয়েছেন। যাত্রা ও গীতাভিনয়ের অনুসারী যুগোপযোগী রসের গান দুটি popular demand—এর উজ্জ্বল নিদর্শন। গ্রন্থে চরিত্রলিপি মুদ্রিত নেই। নাট্যোক্ত চরিত্রগুলিকে[28] নিম্নলিখিতভাবে তালিকাবদ্ধ করা যায় [প্রবেশ ক্রমানুসারে]

বৈদ্যনাথ। বিন্ধ্যবাসিনী। প্রতিবাসী। হরি। রমেশ। গোকুল। ভৃত্য। কাদম্বিনী। সৌরভী। পুরন্দর। শিবে।

লক্ষণীয় মূল নাটকের ন্যায় আলোচ্য অনূদিত নাটকেও মোট এগারোটি [তিনটি স্ত্রী-চরিত্র সহ] চরিত্র আছে।

এবার নাট্যকর্মের নমুনাস্বরূপ অষ্টম দৃশ্যের শেষাংশ এখানে উদ্ধৃত করা যাক :

(বর ও কন্যার প্রণাম)

বৈদ্যনাথ— রও, রও, মন্ত্রটা বলি,—বল, নমঃ আঙ্গীরস, বার্হস্পত্য, শ্রীদধিপতয়ে নমঃ—দূরে হোগগে ছাই গোলমাল হয়ে গেল।

বিন্ধ্যবাসিনী— থাম না আর আপান আপনি ধরা দাও কেন ?—এখন বিদেয়টা ভাল করে বুঝে নাও।

বৈদ্য— নিই, আর নাই নিই, তোর সেকথায় কাজ কি ? তোকে ত এক পয়সাও দেব না। (স্বগত) ব্রাহ্মণীটে বড় মন্দ

কথা বলোনি। (জনান্তিকে) বাবা বিয়ে ত করলে এইবার আমায় বিদেয়ের বিষয়টা একবার নেকনজর কর।

পুরন্দর— (জনান্তিকে) তারজন্যে আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না, আপনি এখান থেকে যা পাবেন, আমি তার দ্বিগুণ দেব, আগে বাড়ী যাই।

বৈদ্য— আঃ বেঁচে থাক, চিরজীবি হও; আশীর্বাদ করি ধনে পুত্রে তোমার লক্ষ্মী লাভ হোক। (বাবুর প্রতি) মশায় আপনার কাছে আমার একটী নিবেদন আছে আমি আপনার কাছে সুধু বিদায় পাব না, আর দুটো পাব।—একটা ঘটক বিদায়, একটা পুরুত বিদায়। আমি একে তিন, তিনে এক।

লক্ষণীয় বিষয় হল, পরিবর্তন ও পরিবর্জন সহ দেশীয়করণের আতিশয্যে মলেয়ারের মূল নাটকের শেষাংশ অনূদিত নাটকে বহুলভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

☐ গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা'

আখ্যাপত্রের বক্তব্যবিষয়[২৯] নিম্নরূপ ঃ

য্যায়সা-কা-ত্যায়সা (প্রহসন) সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মলেয়ারের L' Amour Medicin অবলম্বনে রচিত [১৭ই পৌষ, ১৩১৩ সাল, (১৯০৬), মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

মলেয়ারের আলোচ্য নাটকটি (তিন অংকে গদ্যে সম্পাদিত) ভার্সাই ও প্যারিসের থিয়েটারে যথাক্রমে ১৫ই ও ২২শে সেপ্টেম্বর ১৬৬৫ সালে অভিনীত হয়। মূল নাটকটি প্রসঙ্গে Prof. F. C. Green বলেছেন[৩০] :

"Love' the Best Doctor is one of those hasty pieces which we ought not to criticise upon with too much severity. The quarrel between Moliere's wife, and the wife of a physician with whom she lodged, though never so well attested, appears too trifling a motive te determine Moliere; as it is said it did, to bring the physicians so often afterwards on the stage. Whenever he intended to

reprove a more essential folly, or any vice that was injurious to society, he reserved the first place for one of those singular characters which deserved to have all the attention fiixed on themselves."

L' Amour Medicin (Love is the best Doctor) লেবেডেফ বাঙলাসাহিত্যে সর্বপ্রথম অনুবাদ করেন বলে জানা যায় যদিও তাঁর পাণ্ডুলিপির সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি কিম্বা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়েছিল বলেও কোনো প্রামাণ্য তথ্য জানা যায়নি। লেবেডেফের উর্দু অনুবাদের কথা স্মরণ রেখে গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ প্রয়াসকে (আলোচ্য গ্রন্থের) দ্বিতীয় রূপে বোধহয় চিহ্নিত করা যায়।

মূল নাটকটি[৩১] তিন অঙ্কে তেইশটি দৃশ্যে [৭+৭+৯] সমাপ্ত। অনূদিত নাটকটি মোট দশটি দৃশ্য ও পট পরিবর্তন দৃশ্যে [অঙ্ক বিভাগ নেই] সমাপ্ত। মূল নাটকে তিনটি গান আছে—অনূদিত নাটকে প্রস্তাবনা গীত ও পট পরিবর্তন দৃশ্যের গীত [সমাপ্তি সঙ্গীত] সহ মোট ১১টি গান আছে। অনূদিত গ্রন্থে স্থান, কাল, পাত্র পাত্রীর নামকরণ, সাজপোষাক ও আচরণের দেশীয়করণ সম্পাদিত হয়েছে—সুতরাং অনুবাদকর্ম ছায়ানুবাদ পর্যায়ের বলা চলে। অনূদিত গ্রন্থটি নট, নাট্যকার দেবেন্দ্রনাথ বসুর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। গ্রন্থের 'উৎসর্গ পত্র'-এ বলা হয়েছে :

"স্নেহাস্পদ শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ বসু।

ভায়া,

তোমার উদ্যোগ ও সাহায্য ব্যতীত শয্যাশায়ী অবস্থায় এ প্রহসনখানি লিখিতে পারিতাম না। তুমি চিরদিনই আমার সহায়। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি তোমার নামে উৎসর্গীকৃত করিয়া আমি যে তৃপ্ত, তাহা নহে। তবে তোমারই সাহায্যে এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে, এ নিমিত্ত ইহার সহিত তোমার নাম জড়িত থাকে, ইহাই আমার অভিপ্রায়। ইতি আশীর্বাদক শ্রী গিরিশচন্দ্র ঘোষ। বাগবাজার, কলিকাতা। ২৭শে পৌষ, ১৩১৩ সাল।"

দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে জীবনের সমাপ্তি-পর্বে বহু প্রহসন রচনা করে শেষ পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র [১৮৪৪—১৯১২] কর্তৃক মলেয়ারের একটি নাটক অনুবাদ; মধুসূদন-দীনবন্ধু-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অমৃতলালের পথের পথিক হয়ে বাঙ্গালী প্রহসন-রচয়িতাগণের আদর্শ গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার্থ নিবেদন রূপেই স্মরণীয়।

অনূদিত প্রহসনের চরিত্রলিপি[৩২] নিম্নরূপ :

পুরুষ

হারাধন— ম্যানিয়াগ্রস্ত বড়লোক [পর হইবার আশঙ্কায় কন্যার বিবাহ দান বিরোধী]

রসিক মোহন- প্রেমোম্মত্ত যুবা [রতনমালার অনুরাগী]

সনাতন— হারাধনের প্রতিবাসী।

মানিক— হারাধনের ভৃত্য [গরবের অনুরাগী]

মিঃ নন্দী [দ্রুতভাষী] } এলোপ্যাথিক ডাক্তারদ্বয়।
মিঃ ঢোল [মন্থর ভাষী]

জহুরী, এসেনসওয়ালা, ছবিওয়ালা, পোষাকওয়ালা, হোমিওপ্যাথিক, ডাক্তার, বৈদ্য, হাকিম, পশুচিকিৎসক, ড্রেসার, গো-বৈদ্য, বাদ্যকারগণ, পুরোহিত, নাপিত, মালী, বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

রতনমালা— হারাধনের কন্যা [রসিকমোহনের অনুরাগিণী]

গরব— হারাধনের গৃহে প্রতিপালিতা দাসী।

ধাত্রীদ্বয়, জোঁকওয়ালী, বেদিনী, এয়োগণ, বঙ্গরমনীগণ, পুরস্ত্রীগণ ইত্যাদি।

এবার উদাহরণ স্বরূপ নাটকের একটি গীত উদ্ধৃত করা যাক :

১। (চতুর্থ দৃশ্যের শেষে গরব ও রতনমালার গীত)

গরব— ঘাপটী মেরে ছিল পীরিত, চাগাড় দিলে এই বারে। না হ'লে হিষ্টিরিয়া হয় না পীরিত বাহারে ॥

রতন— এমনকি বরাত আমার, পীরিতে হবে বাহার, আমি দাঁত ছির-কুটে থাকবো প'ড়ে একধারে ॥

গরব— ভিরকুটী দাঁতকপাটী সেইখানে পীরিত খাঁটি, এইবারে—তোমারে—কে পারে।

রতন— জানিনে পারি হারি, কুলনারী—
বেঁকবো চুরবো চালবো মাথা, কইবো না কোন কথা; ফোঁস ফোঁস নিশ্বেস ফেলে ফোঁপাব বারে বারে ॥

গরব— মরি মরি এমন পীরিত পায় কি আর যারে তারে; পীরিত যেমন পেলে তোমারে।

উভয়ে— যে পীরিতে খাট না আসে, পীরিত কি বলি তারে ॥

নাট্যকর্মের নমুনাস্বরূপ দশমদৃশ্যের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল :

সনাতন— ভায়া, আর অমন ক'চ্চ কেন ? বে তো আর ফিরবে না ? পাহারাওয়ালা ডেকে কিছু হবে না।

হারাধন— ফিরবে না, ওর বাপ ফিরবে। আমায় তেমন বাপের বাপ পাওনি এর হেস্তোনেস্তো না ক'রে কি ছাড়বো ?

রসিক— ম'শায়, আপনি ক্রুদ্ধ হ'চ্ছেন কেন ? এই দেখুন, আমার যথাসর্বস্ব আপনার কন্যার নামে লিখে এনেছি। আপনি তার 'ট্রাষ্টি'। আপনার কন্যা আপনারই থাকবে তার উপর আজ হ'তে আমি আপনার পুত্র হ'লেম। (দলিলাদি প্রদান ও হারাধনের পাঠ)

সনাতন— আর ভাবছো কি ? বর-ক'নে আশীর্বাদ ক'রে বাসরে পাঠাও।

এবার আলোচ্য নাট্যকর্ম প্রসঙ্গে কয়েকটি মত উদ্ধৃত করা যাক :

১। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন[৩৩]—

"মীর-কাসিমের পর গিরিশ মলিয়েরের 'ল' আমুর মেদিস'্যা'র অবলম্বনে 'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা' (১৩১৩ সাল) লিখিলেন।"

২। সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় বলেছেন[৩৪]—

"এই প্রহসনখানি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে বীডন ষ্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারের প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ফরাসী নাট্যকার মলেয়ারের গ্রন্থ অবলম্বনে এই প্রহসনখানি রচিত। অভিনয়কালে এখানি বেশ নাম কিনিয়াছিল। এরূপ দক্ষতার সহিত প্রহসনকার মলেয়ারের কৌশলকে (technique) আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্ত্যের গন্ধ কোথাও বিকীর্ণ হয় নাই। অর্থ সমস্যার দিনে বঙ্গীয় মহিলাদের যৌবনকালোচিত বেদনার তাড়নায় বিবাহের লজ্জাকর পরিণতি এবং কন্যাকে পর করিতে হইবে বলিয়া অর্থপ্রিয় পিতার হাস্যকর প্রতিক্রিয়া দেখাইয়া গিরিশবাবু প্রহসনের হাল্কা আবহাওয়ার মধ্যে বাঙ্গালাদেশের আর একটি সমস্যার রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। ইহার কোন কোন সংগীতেও রসিকতার নূতন রসের আস্বাদন আছে।"

৩। *ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন[৩৫]

"ফরাসী নাট্যকার মলেয়ারের একখানি রচনা অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র একটি ক্ষুদ্র প্রহসন রচনা করেন—তাহার নাম 'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা।' পর হইয়া যাইবার আশঙ্কায় একমাত্র কন্যার বিবাহ দিবার বিরোধী এক ধনাঢ্য ব্যক্তি শেষ পর্য্যন্ত কন্যার অসুখের ছলনায় তাহার প্রেমাস্পদকে চিকিৎসক রূপে গৃহে প্রবেশ করিতে দিয়া শেষ পর্য্যন্ত যে কিভাবে তাহার হস্তেই কন্যা সম্প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন, ইহাতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। প্রহসনখানির শেষদৃশ্যে একটি চরিত্রের মুখ দিয়া দর্শকদিগের নিকট এই আবেদন প্রচার করা হইয়াছে, 'এখন আমার অবিবাহিত ছেলের বাপদের প্রতি যোড় করে নিবেদন যে, তাঁদের পাওনার দোরাত্ম্যেই হিন্দু ঘরে সব ধেড়ে মেয়ে রাখতে বাধ্য হচ্ছে। হিন্দুয়ানীর মুখ চেয়ে কামড় একটু কম করুন। তা' হলে গৌরীদান প্রভৃতি প্রাচীন শুভ বিবাহ ক্রিয়া আবার স্থাপিত হয়।' ইহা হইতেই প্রহসনখানির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে। ফরাসী নাটকের ভিত্তিতে ইহা রচিত হইলেও, গিরিশচন্দ্র ইহার পরিবেশটি সম্পূর্ণ বাঙ্গালী করিয়া লইয়াছিলেন। বিষয়ের মধ্যে বৈচিত্র্য না থাকিলেও এই নাটকে মধ্যে মধ্যে উচ্চাঙ্গের কৌতুকরস প্রকাশ পাইতেছে।"

আলোচ্য নাটকটি মিনার্ভা থিয়েটারে ১৭ই পৌষ ১৩১৩ [১লা জানুয়ারি ১৯০৭] সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। অনূদিত গ্রন্থটি প্রথম অভিনয়ের পর মুদ্রিত হয় [উৎসর্গ পত্রের তারিখ অনুসারে]। গিরিশচন্দ্র এ নাটকের কোনও ভূমিকায় অভিনয় করেন নি।[৩৬]

☐ অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'তুফানি'

গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

তুফানি। নাট্যরঙ্গ সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী কবি মোলেয়ারের L. Etourdi নামক প্রসিদ্ধ নাটকের ছায়াবলম্বনে শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত। ১৩১৫ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। ইউনাইটেড্ বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। ৪নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা মূল্য ॥০ মাত্র।

আখ্যাপত্রের অপর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে ঃ

কলিকাতা। ৭৮নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেস হইতে। শ্রীমতিলাল সিংহ দ্বারা মুদ্রিত।

মূল নাটকটি মলেয়ারের The Blunderer or The Counter plot (L Etourdi) পদ্যে রচিত পঞ্চম অঙ্ক ৬২টি দৃশ্যে সমাপ্ত [১১+১৫+১২+৯+১৬] প্যারিসের 'লিটল: বোরবল:' থিয়েটারে ৩রা ডিসেম্বর ১৬৫৮ সালে সর্বপ্রথম অভিনীত হয়।

মূল নাটক প্রসঙ্গে [ইংরাজি অনুবাদের ভূমিকায়] অধ্যাপক গ্রীণ বলেছেন[৩৭]

"The Blunderer was acted in the month of December 1658. We were then only acquainted with performances full of intrigue ; the art of exposing characters and manners in the comic scene was reserved for Moliere. Although he has only given us a sketch of it in the Comedy of the Blunderer, yet this piece is not unworthy of its author. It is partly in the ancient manner; the plot being carried on by a servant ; and partly in the spanish taste by the multiplicity of incidents which spring up one after another; without one necessary arising from another.

অনূদিত নাটকটি দুটি অঙ্কে দশটি গর্ভাঙ্কে [৫+৫] গদ্যে সম্পন্ন। কয়েকটি গীত আছে। পরিবর্তন ও পরিবর্ধনসহ অনুবাদকর্ম ছায়ানুবাদ শ্রেণীর। চরিত্রের নামকরণ, দৃশ্য ও সাজসজ্জা এবং আচার আচরণের দেশীয়করণ সম্পাদিত হয়েছে। দেশীয়করণ-সঞ্জাত রূপান্তর এত বেশি যে মূল নাটকের চরিত্রলিপির সঙ্গে অনূদিত নাটকের চরিত্রলিপির বিশেষ কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

মূল নাটকের[৩৮] চরিত্রলিপি নিম্নরূপ :

Pandolph,	father to Lelius.
Anselm,	father to Hippolyta.
Trufaldin,	an old man.
Celia,	slave te Trufaldin.
Hippolyta,	daughter to Anselm.
Lelius,	son to Pandolph.

Loander,	a young gentleman of rank.
Ander,	supposed a gipsy.
Mascaril,	servant to Lelius.
Ergastus,	friend to Mascaril.
Postuan,	

Two Companies in masquerade.

Scene : In a public place at Messina.

অনূদিত নাটকের চরিত্রলিপি নিম্নরূপ :

পুরুষগণ

গফুর মিঞা—ধনাঢ্য কৃপণ। জাফর—জৈনবীর পিতা। মিঞাজান—ধনাঢ্য বণিক্। মনসুর—ঐ পুত্র। তুফানি—মনসুরের ভৃত্য। সমসের—গফুরের পুত্র। আসগার—ধনাঢ্য যুবক। পত্রবাহক।

স্ত্রীগণ

মিনা—গফুরের বাঁদী। জৈনবী—জাফরের কন্যা। পলটু—বালকবেশী স্ত্রীলোক। বাঁদীগণ।

অনুবাদক অতুলকৃষ্ণ মিত্র[৩৯] [৮৫৭—১৯১২] কোন্নগরের মিত্র বংশের (পিতা রাজকৃষ্ণ মিত্র) সন্তান। জন্ম কলকাতার ঠনঠনিয়ায় ২২শে নভেম্বর ১৮৫৭ (৮ই অগ্রহায়ণ ১২৬৪)।

তাঁর নাট্যগ্রন্থ রচনায় প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন বন্ধু ও প্রতিবেশী রঙ্গালয়ের সুরশিল্পী রামতারণ সান্যাল। তাঁরই চেষ্টায় ও সুর সংযোজনায় অতুলকৃষ্ণের একাধিক গীতিনাট্য রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়। সাংবাদিক হিসাবেও তাঁর সুখ্যাতি ছিল। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ৩৪টি এবং পরে ৩টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বসুমতী সাহিত্য মন্দির পরবর্তীকালে (১৩০৩) তিনখণ্ডে 'অতুল গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করেন।

এবার নাট্যকর্মের নমুনাস্বরূপ ১ম অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্কের প্রথমাংশ উদ্ধৃত করা হল :

(গান করিতে করিতে পলটুর প্রবেশ)

গীত

পলটু— আমায় চিনতে পারে কে আমায় চিনতে পারে কে ?

(তুফানির প্রবেশ)

তু— চিনবে যে সে আপন চোখে ঠুলি এঁটেছে, চোখে ঠুলি এঁটেছে।

প— ......আমি পুরুষ কি নারী;

তু— কখন থাকো কোন ভাবেতে বুঝিতে যে নারি ;—

প— ছি ছি এতই কি ভারি, বোঝা এতই কি ভারি ?

তু— তুমি হালকা হোলেও—পলকা যেনও এইটুকু পারি,
বুঝতে এইটুকু পারি,

প— যদি এটা পারো তো সেটাও কেন বুঝতে নারো হে।

তু— তোমার মাচ্‌কো ফেরের ব্যবসাদারি বুঝতে নারি যে ॥
মেয়ে মানুষ হোলে তোমারি একদিন, কি আমারি একদিন
যা হয় একটা হয়ে যেত।...

আখ্যাপত্রের বিবরণ থেকে জানা যাচ্ছে আলোচ্য নাটকটি মিনার্ভা থিয়েটারে ১৩১৫ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ সর্বপ্রথম অভিনীত হয়।

দ্রষ্টব্য :

১। "Moliere is the supreme anti-romantic and all his work is a defence of the social order against the in reads of individualism, He ruthlessly tears down the meritorious veil which fools, hypocrites and romantics would interpose between man and reality of life... Moliere talks to the plain man in the language which he understands, the language of calm common sense........Freedom for him is not the right to sacrifice society to one's amour de Soi, nor it is necessary...to 'betray one's soul' in a blind subservience to the demands of the crowd. Freedom is for Moliere a very sacred thing...He pointed out that the function of the Comic auther was not to satirise ideals, but the

Vicious distertion of ideals."—Introduction by Prof. F. C. Green to Moliere Comedies, translated by H. Baker and J. Miller, p p XV—XVII.

এছাড়াও

"...Despite the royal patronage accord to Moliere, therefore, and despite the writing of several of his plays specially for the detectation of the Court, the strength of his Classical French drama rests in ist power to take into account all classes in the Community."—World Drama, A. Nicell, p p 335.

২। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮৮৪। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে 'ভারতী' পত্রিকায় 'সম্পাদকের বৈঠক' শীর্ষক অধ্যায়ে 'দোকানদার বড়লোক কিম্বা হঠাৎ নবাব' নামে ধারাবাহিক ভাবে [মাঘ ১২৮৭ থেকে বৈশাখ ১২৮৮] প্রকাশিত হয়।

৩। Moliere's Comedies in two Vols : Vol two. Introduction by F. C. Green ; Translated by H. Baker and J. Miller, page 217.

৪। প্রমথনাথ বিশীর 'ঘৃতং পিবেৎ'—হুবহু মলেয়ারের এই নাটকের অনুসরণ। বইটি ত্রিশবছর আগে বার হয়।

৫। দৃশ্যকাব্য পরিচয়, সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৯৬।

৬। মূল নাটকে কোন গান নেই—মনে হয়, দেশীয়করণের প্রবণতাবশত অনূদিত নাটকে গানগুলি সংযুক্ত হয়েছে।

৭। দেশীয়করণ প্রবণতার আধিক্যবশত মূল নাটকের চরিত্রলিপির সঙ্গে অনূদিত নাটকের চরিত্রলিপির মিল আদৌ নেই বলা চলে।

৮। দৃশ্যকাব্য পরিচয়, সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৯৭।

৯। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১১২।

১০। বাংলা সাহিত্যে লঘুনাট্যের ধারা, ডঃ বৈদ্যনাথ শীল, পৃষ্ঠা ১৫৯।

১১। "The School for Wives, a Comedy of five Acts in verse, acted at Paris at the Theatre of the Palace-Royal, December 26, 1662.

'The School for Wives' drew all Paris to Moliere's theatre ; however, the multitude of spectators could not guard him against a vast many criticisms being published upon his work, though it afforded him comfort in it. Such was the malice or cabal against it, that they insisted on the slightest faults, and cried out against the smallest neglects ; but the most essential fault was not taken notice of, I mean some dangerous images in it which should never be brought on the stage. But if we consider only the art which appears in this piece, we shall be faced to acknowledge that 'The school for Wives' is one of the most excellent productions of human genius."......

—Moliere's Comedies, Vol I, page 243.

১২। মূল নাটকে [ইংরাজি অনুবাদ] পাঁচটি অংকে মোট ৩৬টি [৬+৬+৫+৯+১০] দৃশ্য আছে।

১৩। 'ব্যাপিকা বিদায়'।

১৪। মূল ইংরাজি অনুবাদে (Everyman's Library প্রকাশিত Moliere's Comedies, Vol—I) চরিত্রলিপি নিম্নরূপ :

Arnolph, otherwise Mr. de la Sonche.
Agnes, daughter to Menriques.
Morace, lover to Agnes.
Chrisaldus, Arnolph's friend.
Menriques, brother-in-law to chrisaldus.
Oroates, Horatio's father, and a friend to Arnolph.
A Notary.
Allen, a Country fellow Arnolph's man.
Georgetta, a Country Wench, Arnolph's maid.

Scenes : Paris, a square in the suburbs.

১৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ড. সুকুমার সেন, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৫৬।

১৬। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৪।

১৭। দৃশ্যকাব্য পরিচয়, সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩৩৭।

১৮। Moliere's Comedies, Vol I, Introduction By F. C. Green and translated by H. Baker and J. Miller, page 117.

১৯। মূল নাটকের (ইংরাজি অনুবাদ Everyman's Library, Introduction By Prof. F. C. Green) চরিত্রলিপি নিম্নরূপ ঃ

Harpagen,	father of Cleanthes and Eliza, and in love with Mariana.
Anselm,	father of Velere and Mariana.
Cleanthes,	son of Harpagon, in love with Mariana.
Eliza,	daughter of Harpagon.
Valere	son of Anselm, in love with Eliza.
Mariana,	daughter to Anselm.
Frosina,	a woman of intrigue.
Mr. Simon,	a broker.
Mr. James,	Cook and Coachman to Harpagon.
La Fleche,	Servant to Chanthes.
Claudia,	Servant to Harpagon.
Brindavoin La Merluche, A Commissary	Harpagon's Lackies.

Scene, Paris in Harpagon's House.

২০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ড. সুকুমার সেন, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৫৬।

২১। দৃশ্যকাব্য পরিচয়, সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩৫৯।

২২। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪২৫।

২৩। Moliere's Comedies, Vol I, Page XIX.

২৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ড. সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩১৬ ও ৪২৩।

২৫। বাংলা সাহিত্যে লঘুনাট্যের ধারা, পৃষ্ঠা ১৩০—৩১।

২৬। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও 'স্বাধীন অনুবাদ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। বোধ হয় ইংরেজিতে যাকে free translation—বলে তারই প্রতিশব্দ দাঁড়িয়েছে 'স্বাধীন অনুবাদ।'

২৭। নিধুবাবুর শ্রীধর কথকের প্রণয় সংগীত স্মরণীয়।

২৮। মূল নাটকের [ইংরাজি অনুবাদ (Everyman's Library edition)] চরিত্রলিপি নিম্নরূপ :

Geronte,	father of Lucinda.
Lucinda,	daughter of Geronte.
Leander,	Lucinda's lover.
Sganarel,	husband to Martina, a domestic of Geronte.
Martina,	wife of Sganarel.
Mr. Rovert,	neighbour to Sganarel.
Valere,	domestic to Geronte.
Lucas,	husband to Jacqueline.
Jacqueline,	nurse at Geronte's, and wife to Lucas.
Thibant,	father to Perrin. } Peasants.
Preein,	son of Thibant. } Peasants.

Scene : The Country.

২৯। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত 'গিরিশ গ্রন্থাবলী অনুসরণে'।

৩০। Introduction by Prof. F. C. Green, পৃষ্ঠা ৫৩।

৩১। ইংরাজি অনুবাদ—Everyman's Library.

৩২। মূল নাটকের [ইংরাজি অনুবাদ—Everyman's Library] চরিত্রলিপি নিম্নরূপ :

Sganarel,	Lucinda's father.
Lucinda,	daughter to Sganarel.

Clitander,	in love with Lucinda.
Aminta,	neighbour to Sganarel.
Lucretia,	niece to Sganarel.
Lysetta,	attendant of Lucinda.
Mr. William,	a seller of tapestry.
Mr. Josse,	a goldsmith.

Mr. Thomes ; Mr. Fonandres, Mr. Baleys. Mr. Fillerin. & Mr. Macroton } Physicians

A Scrivener.

Champagne, servant to Sganarel.

The Operator.

Scene : Paris.

৩৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ পৃষ্ঠা ৩৪৮।

৩৪। দৃশ্যকাব্য পরিচয়, পৃষ্ঠা ৩৩৩।

৩৫। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৭৩।

৩৬। (ক) গিরিশ নাট্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য : অমরেন্দ্রনাথ রায়।

(খ) গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প : মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

(গ) গিরিশচন্দ্র : দেবেন্দ্রনাথ বসু।

(ঘ) গিরিশচন্দ্র : হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।

(ঙ) গিরিশচন্দ্র : অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

৩৭। Moliere Comedies, translated by M. Baker and J. Miller, introduction by Prof. F. C. Green, Everyman's Library, Vol I, 1962, page 3.

৩৮। ইংরাজি অনুবাদ (Everyman's Library).

৩৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সাহিত্য সাধক চরিতমালা ৭১-এ এঁর জীবনী ও কর্মজ্ঞান প্রয়াসের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

এছাড়া অপরেশ মুখোপাধ্যায় রচিত 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১৭১, ১৭৭এ অতুলকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বাংলা অনুবাদ নাটক

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বাংলা 'অনুবাদ নাটকে'র সংখ্যা কম নয়। এসমস্ত অনুবাদের অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। অনুবাদকর্ম'গুলির 'কাব্যমূল্য ও মঞ্চমূল্য' নিরূপণ বাহুল্য বলেই মনে হয়।

এ সমস্ত অনুবাদকর্মে'র একটি কালানুপাতিক তালিকা [দেশী ও বিদেশী এই দুটি পর্যায় নির্দে'শ করে] নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল :

ঊনবিংশ শতাব্দী :

ক। দেশী [সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় রচিত নাটকের বঙ্গানুবাদ]।

খ। বিদেশী [ইংরাজি, ফরাসী ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় রচিত নাটকের বঙ্গানুবাদ]।

ক। দেশী

১। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর ১১ বৈশাখ ১২৬৪ তারিখের সংখ্যায় মণিমোহন সরকারের আংশিক নাট্য অনুবাদ 'কাদম্বরী' প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ অংশ গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়।

২। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর ৩ মাঘ ১২৬৫ তারিখের সংখ্যায় কালীপ্রসন্ন ঘোষালের আংশিক অনুবাদ 'মালতী মাধব' প্রকাশিত হয়।

৩। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর ১-১১-১২৬৫ ও ২৯-১১-১২৬৫ সংখ্যায় হরিমোহন গুপ্তের আংশিক অনুবাদ 'শকুন্তলা' প্রকাশিত হয়।

৪। 'কর্ণ'ধার' পত্রিকার প্রথম খণ্ডে [১২৯০] হারাণচন্দ্র রক্ষিত অনূদিত 'শঙ্কর বিজয়' প্রকাশিত হয়।

খ। বিদেশী

১। 'ভারতী' পত্রিকার কার্ত্তি'ক ১২৮৫ তারিখের সংখ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ 'রজতগিরি' [ব্রহ্মদেশীয় কাহিনী অবলম্বনে

ইংরাজি নাটকের] প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এ অনুবাদ গ্রন্থাকারেও প্রকাশ লাভ করে।

২। 'ভারতী' পত্রিকার ১২৮৭ সালের আশ্বিন সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ অনূদিত (আংশিক অনুবাদ—১ম অঙ্কের ১ম ও ৩য় দৃশ্য এবং ৪র্থ অঙ্কের ১ম দৃশ্য) 'ম্যাকবেথ' প্রকাশিত হয়। অনুবাদকর্মটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রশংসালাভ করে। আলোচ্য অনুবাদ প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'ঘরের পড়া' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্মরণীয়।

বিংশ শতাব্দী ঃ

ক। দেশী

১। 'ভারতী' পত্রিকার ১৩১২ সালের আষাঢ় থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মহানাটকের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদক—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। 'ভারতী' পত্রিকার ১৩১৭ সালের মাঘ মাসের সংখ্যায় সংস্কৃত 'অবদান কল্পলতা'র আংশিক অনুবাদ (অনুবাদক—শরচ্চন্দ্র দাসগুপ্ত) প্রকাশিত হয়।

৩। 'নাট্যমন্দির' পত্রিকায় অমৃতলাল বসু অনূদিত 'রত্নাবলী' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় আশ্বিন—ফাল্গুন ১৩১৭ সালের সংখ্যাগুলিতে। সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি (৩য় অংক ২য়-৩য় দৃশ্য পর্যন্ত প্রকাশিত হয়)।

৪। 'মানসী' পত্রিকার ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের সংখ্যায় প্রিয়ম্বদা দেবী অনূদিত 'স্বপ্নবাসবদত্তা' প্রকাশিত হয়।

৫। 'উপাসনা' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় (১৩২৫) মাসের সংখ্যায় শরচ্চন্দ্র ঘোষাল অনূদিত (ভাস রচিত সংস্কৃত নাটক 'চারুদত্ত'-র) 'চারুদত্ত' প্রকাশিত হয়।

খ। বিদেশী

১। 'ভারতী' পত্রিকার ১৩০৯ সালের আশ্বিন সংখ্যায় ফরাসী কবি কপ্পে অনুসরণে 'পথিক' শীর্ষক 'পদ্যময়ী নাটিকা' প্রকাশিত হয়। অনুবাদক—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। 'অন্তঃপুর' পত্রিকায় ১৩১১ সালের আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় (৭ম বর্ষ, ৩য়-৪র্থ-৫ম) ধারাবাহিকভাবে লজ্জাবতী বসু শেকস্‌পীয়রের 'টেম্পেস্ট'-এর বঙ্গানুবাদ 'ঝটিকা' প্রকাশ করেন।

৩। 'ভারতী' পত্রিকার ১৩১৭ সালের আষাঢ় সংখ্যায় ইতালীয় কবি গাওভেনী ভেন্টুরা (Giovanni Ventura) রচিত এক পৃষ্ঠার করুণ রসাত্মক নাটক 'রসমুণ্ডা'র অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদক—কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত বি. এ.।

৪। 'মানসী' পত্রিকার ১৩১৭ সালের আশ্বিন, কার্ত্তিক ও পৌষ এবং ১৩১৮ সালের বৈশাখ, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় নবীনচন্দ্র সেন অনূদিত (অনুবাদকর্ম ১৮৯৪ সালে সম্পন্ন হয়, তাঁর মৃত্যুর পর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা হয়) 'নিদাঘনিশীথ স্বপ্ন' (শেক্‌স্‌পীয়রের 'এ মিড্‌সামার নাইট্‌স্‌ ড্রিম'-এর অনুবাদ) প্রকাশিত হয়।

৫। 'ভারতী' পত্রিকার ১৩১৮ সালের আষাঢ় সংখ্যায় একখানি চীন দেশীয় নাটকের ইংরাজি অনুবাদ অবলম্বনে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অনূদিত 'সবুজ সমাধি' প্রকাশিত হয়।

৬। 'নাট্য পত্রিকা'য় (নারায়ণচন্দ্র সেন সম্পাদিত ও প্রকাশিত) ১৩২০ সালের বৈশাখ সংখ্যায় 'মুর্খনারায়ণ সেন' ছদ্মনামে (মনে হয় সম্পাদক স্বয়ং) অনূদিত ম্যাকবেথের আংশিক অনুবাদ 'ডনক্যান চরিত' প্রকাশিত হয়।

৭। 'ভারতী' পত্রিকার ১৩২০ সালের আষাঢ় সংখ্যায় 'টলস্টয়' রচিত একখানি নাটিকাবলম্বনে' সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় অনূদিত 'সুরার সৃষ্টি' প্রকাশিত হয়।

৮। 'ভারতী' পত্রিকার ১৩২০ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় কোনও এক 'রুশরূপক নাটিকার ভাবানুবাদ' 'অন্তিমে' প্রকাশিত হয়। অনুবাদিকা প্রিয়ম্বদা দেবী।

৯। 'ভারতী পত্রিকার ১৩২০ সালের ভাদ্র সংখ্যায় সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস অবলম্বনে পাঁচুলাল ঘোষ কৃত 'রাজকুমার' নাটিকা প্রকাশিত হয়।

১০। 'ভারতী' পত্রিকার ১৩২০ সালের আশ্বিন সংখ্যায় টলস্টয় অবলম্বনে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় অনূদিত 'মূলোচ্ছেদ' নাটিকা প্রকাশিত হয়।

১১। 'ভারতী' পত্রিকার ১৩২০ সালের আশ্বিন সংখ্যায় রাজা সলোমনের 'সঙ্ অফ্ সঙস্' অবলম্বনে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত 'রাজা ও রাখাল' নাটক প্রকাশিত হয়।

১২। "মানসী' পত্রিকার ১৩২০ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় মেটারলিঙ্ক্-এর 'ব্লু বার্ড"-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদক—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৩। 'ভারতী' পত্রিকার ১৩২২ সালের আশ্বিন সংখ্যায় কোনও এক ইংরাজি নাটিকাবলম্বনে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত 'শত্রু' নাটক প্রকাশিত হয়।

১৪। 'ভারতী' পত্রিকার ১৩২৩ সালের আশ্বিন সংখ্যায় কোনও এক ইংরাজি নাটিকা অবলম্বনে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় কৃত 'বিশ্ব-সভার ছবি' প্রকাশিত হয়।

১৫। 'ভারতী'র ১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় মেটারলিঙ্কের 'ইন্‌টিরিয়র্' নাটকের বঙ্গানুবাদ 'অন্তঃপুর' প্রকাশিত হয়। অনুবাদক—সুবোধ চট্টোপাধ্যায়।

১৬। 'ভারতী' পত্রিকার ১৩২৩ সালের চৈত্র সংখ্যায় মেটারলিঙ্কের 'দি ডেথ অফ্ টিন্টাজিলেস্'-এর অনুবাদ 'তাঁতাজিলের মৃত্যু' প্রকাশিত হয়। অনুবাদক—সুবোধ চট্টোপাধ্যায়।

১৭। 'ভারতী' পত্রিকার ১৩২৪ তারিখের বৈশাখ সংখ্যায় মেটারলিঙ্কের 'মন্নাভানা' অবলম্বনে 'রূপসী' নাটিকা প্রকাশিত হয়। অনুবাদক—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

১৮। 'ভারতী' পত্রিকার ১৩২৪ সালের ভাদ্র থেকে পৌষ সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে 'ব্লু বার্ড"-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদক—যামিনীকান্ত সোম। পঞ্চম অঙ্ক পর্যন্ত মুদ্রিত হয়। ষষ্ঠ অঙ্ক মুদ্রিত হয়নি। পরবর্তীকালে আলোচ্য অনুবাদকর্ম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৯। 'ভারতী' পত্রিকার ১৩২৫ সালের শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে ইবসেনের 'এ ডলস হাউস' নাটকের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদক—যামিনীকান্ত সোম।

২০। 'ভারতী'র ১৩২৬ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় 'ব্যাকরণ বিভ্রাট' (La Grammaire—নামক এক অঙ্কে সমাপ্ত ফরাসী কৌতুক নাট্য অবলম্বনে) প্রকাশিত হয়। অনুবাদক—গুরুদাস সরকার এম. এ.। বাংলা চলিত গদ্যে ১৯টি দৃশ্যে একাঙ্ক নাটিকাটির অনুবাদ কর্ম সম্পাদিত।

২১। 'ভারতী'র ১৩২৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক নাট্যকার 'আর্থার স্নিটজার'-এর নাটিকাবলম্বনে 'অনন্ত-জীবন' প্রকাশিত হয়। অনুবাদক—সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

২২। 'ভারতীর' ১৩২৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় জাপানী নো-নাটকের অনুবাদ 'কেউ নয়' প্রকাশিত হয়। অনুবাদক—সুবোধ চট্টোপাধ্যায়।

২৩। 'ভারতী'র ১৩২৭ সালের ভাদ্র সংখ্যায় 'স্ট্রিণ্ডবার্গ'-এর নাটিকাবলম্বনে' 'সিমুম' অনুবাদ করেন প্রমথনাথ রায়।

২৪। 'নাচঘর' পত্রিকার (সম্পাদক—নলিনীমোহন রায়চৌধুরী) ১৩৩৩ সালের আশ্বিন সংখ্যায় 'এ স্টিনবার্গ'-এর নাটক সামুম'-এর অনুবাদ 'সাইমুম' প্রকাশিত হয়। অনুবাদক—বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য।

২৫। 'নাচঘর'-এর ১৩৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় জাপানী নাটকের অনুবাদ 'শুনেমাসা' প্রকাশিত হয়। অনুবাদক—ভারতকুমার বসু।

২৬। 'নাচঘর'-এর ১৩৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় জাপানী নাটকের অনুবাদ 'কোরিয়ো' প্রকাশিত হয়। অনুবাদক—ভারতকুমার বসু।

২৭। 'নাচঘর'-এর ১৩৩৪ সালের আষাঢ় সংখ্যায় জাপানী নাটকের অনুবাদ 'আয়ৈ-নো উই' প্রকাশিত হয়। [illegible] বসু।

রসমুণ্ডা

সাম্প্রতিক কালে বাংলা সাহিত্যে মিনি কবিতা, মিনি গল্প, মিনি উপন্যাস এমন কি মিনি নাটকের প্রচলন হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ভাবে এ-প্রচলনের জোয়ার এসেছে। ইতালিতে প্রায় সাড়ে ছয়শত বৎসর পূর্বে কবি গিওভেন্নি ভেন্টুরা (Giovanni Ventura) এক পৃষ্ঠার মধ্যে একটি করুণ রসাত্মক পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। নাটকটির নাম রসমুণ্ডা (Rosmunda)। নাটকটি চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যফর্মে রচিত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সঠিক বিচারে নাটকটি সার্থক ও পরিপূর্ণভাবে রসোত্তীর্ণ। যদিও মূল নাটকটির বঙ্গানুবাদ গ্রন্থাকারে কোথাও মুদ্রিত হয়নি (শুধুমাত্র "ভারতী" পত্রিকায় ৩৪ বর্ষ ৩য় সংখ্যা আষাঢ় ১৩১৭ সালে প্রকাশিত হয়), তবুও বিশেষ কারণে এটিকে অনুবাদ-নাটকের মূল আলোচনায় অংশীভূত করা প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় দুটি কারণে—(১) বিশ্ব নাট্যসাহিত্যে সম্ভবত এটিই সংক্ষিপ্ততম পূর্ণাঙ্গ নাটক। (২) সাম্প্রতিক কালের বাংলার তরুণ নাট্যকার ও গবেষকদের যথেষ্ট পরিমাণে প্রেরণাদান করবে। তাছাড়া যতদূর জানি অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। ভারতী পত্রি[illegible]গুপ্ত বি. এ. মূল নাটকটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। মূল নাটক আমি দেখিনি—সুতরাং অনবাদকর্ম কী ধরনের তা বলা সম্ভব নয়। তবে যতদূর জানি, বিংশ শতকে এ নাটকের ওপর বাংলা সাহিত্যে আর কেউ কোনো আলোচনা করেন নি।

সুতরাং ভবিষ্যৎ আলোচনার সুবিধার জন্য ভারতী পত্রিকার ৩৪ বর্ষ ৩য় সংখ্যা থেকে সমগ্র অনুবাদকর্ম (অনুবাদকের ভূমিকাসহ) এখানে পুনর্মুদ্রিত করা হল:

এক পৃষ্ঠায় পঞ্চাঙ্ক নাটক

[প্রায় ৬ শত বৎসর পূর্বে ইতালীয় কবি গাওভেনী ভেন্টুরা (Giovanni Ventura) এক পৃষ্ঠার মধ্যে একখানি করুণ রসাত্মক পঞ্চাঙ্ক নাটক লিখিয়াছিলেন। নাটকটির নাম রসমুণ্ডা (Rosmunda)। টুরীণ ও মিলানপ্রদেশে বহুবার এই নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। অভিনয়ক্ষেত্রে রসমুণ্ডা জনসাধারণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়া তৎকালীন নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। আমরা এই অতি ক্ষুদ্র, অথচ পঞ্চাঙ্ক নাটকখানির সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।]

(করুণরসাত্মক পঞ্চাঙ্ক নাটক। গাওভেনী ভেন্টুরা প্রণীত।)

নাট্যোক্ত চরিত্র—

এলবিয়ন···রাজা

রসমুণ্ডা···রাণী (রাজা কুনীমণ্ডের কন্যা)।

পেরিডেন্স···নফর।

অনুবাদক ঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত বি.এ.।

প্রথম অংক

মদ্যপূর্ণ নরকঙ্কাল রসমুণ্ডার মুখের সম্মুখে ধরিয়া এলবিয়ন বলিলেন—পান কর।

রসমুণ্ডা। (পানপাত্র দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া)—ওঃ!

এলবিয়ন। আমার আদেশ—পান কর।

রসমুণ্ডা। (মদ্যপান করিতে করিতে) তুমি অধঃপাতে যাও।

দ্বিতীয় অংক

এলবিয়ন। (প্রেমবিহ্বল)—প্রিয়তমে, এত বিষণ্ণ কেন?

রসমুণ্ডা। কিরূপে প্রসন্ন থাকব বল?

এলবিয়ন। অতীতের কথা ভুলে যাও, প্রিয়ে।

রাজা রসমুণ্ডার দিকে অগ্রসর হইলেন।

রসমুণ্ডা। (সরিয়া যাইয়া) যাও আমাকে স্পর্শ করো না।

এলাবিয়ন্। রসমুণ্ডা, আমাকে তুমি ঘৃণা করছ?

রসমুণ্ডা। ঘৃণা? না।

তৃতীয় অংক

রসমুণ্ডা ছুরিকার ধার পরীক্ষা করিতেছিলেন। পরে উচ্চৈস্বরে ডাকিলেন—গোলাম্!

পেরিডেন্স্ প্রবেশ করিল এবং জানু পাতিয়া বসিয়া বলিল—মহারাণী!

রসমুণ্ডা একটু থামিয়া, পরে পেরিডেন্সের প্রতি প্রেম-চকিত নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন—গোলাম, আমি তোমাকে ভালবাসি।

পেরিডেন্স্ চমকিয়া কহিল—অ্যাঁ—সেকি!

রসমুণ্ডা। হ্যাঁ, এস—কাছে এস।

রাণী নফরকে আলিঙ্গন করিলেন।

চতুর্থ অংক

পার্শ্বস্থকক্ষে রাজা সুপ্তিমগ্ন। তাঁহার নাসিকাধ্বনি শুনা যাইতেছিল।

রসমুণ্ডা পেরিডেন্সের হস্তে ছুরিকাপ্রদান করিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন—যাও, এই মুহূর্তে খুন কর।

পেরিডেন্স্। (ইতস্তত করিয়া) রাজাকে খুন করব?

রসমুণ্ডা। হ্যাঁ, রাজা!—যে রাজা তোমার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী!

পেরিডেন্স্। তবে—

পেরিডেন্স্ দ্রুতপদে রাজার শয়নগৃহের দিকে গমন করিল।

পঞ্চম অংক

নেপথ্যে রুদ্ধকণ্ঠে রাজা চীৎকার করিয়া উঠিলেন—রক্ষা কর! রক্ষা কর!

রসমুণ্ডা। (শব্দলক্ষ্যে)—তোমার নিপাত হোক।

(রক্তাক্ত ছুরিকাহস্তে প্রবেশ করিয়া)

পেরিডেন্স্। কাজ শেষ!

রসমণ্ড পেরিডেন্সের হস্ত হইতে ছুরিকা কাড়িয়া লইলেন এবং তাহার অগ্রভাগ ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিলেন— পিতা! পিতা! —ইএ রক্ত! এই রক্ত পান করে আজ তোমার আত্মা তৃপ্ত হোক!

॥ যবনিকা ॥

বলাবাহুল্য, উপরোক্ত বঙ্গানুবাদের কোনো অভিনয়ানুষ্ঠানের সংবাদ সমসাময়িকপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি।